THE
COMPLETE WORKS
OF
RAJA RAM MOHUN ROY.

Vol. I.

Sanskrit and Bengali

রাজা রামমোহন রায়-

প্রণীত গ্রন্থাবলি।

শ্রীযুক্তরাজনারায়ণ বসু

ও শ্রীযুক্তআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও পুনঃ প্রকাশিভ।

কলিকাতা।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৯৫ শক

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থ সকল এক্ষণে অতি
দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় আর দশ বৎসর পরে তাহার অধি
কাংশ বিলোপদশা প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে যদি সে সকল গ্রন্থ পুন-
র্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত না করা যায়, তাহা হইলে দেশের একটি
ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। কোন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন,
ান মনুষ্যের প্রণীত গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া একত্রে প্রকাশ করা
হার সকল প্রকার স্মরণীয় চিহ্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় চিহ্ন।
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমারদিগের দেশের প্রধান গৌরবস্থল,
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ
নির্ম্মিত হইল না।

উল্লিখিত অভাব জন্য বিশেষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া আমরা উক্ত মহা
ত্মার প্রণীত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ ও পুনঃপ্রকাশে কৃতসংকল্প হই। আমরা
শীঘ্রই আমাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম কিন্তু উক্ত
গ্রন্থসকল সংগ্রহ করা যেরূপ কঠিন কার্য্য তাহা অনেকে অবগত নহেন।
অনেক কষ্টে পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইলেও অর্থের অভাব নিমিত্ত আমা
দিগকে চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রাহক মহাশয়দিগের উপ
রেই নির্ভর করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ঈশ্বর
প্রসাদে এই দুষ্কর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই।

কি প্রণালীতে এই সকল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, তাহা উল্লেখ
করা আবশ্যক। কালক্রমান্বয়ে, যাহার পর যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,
তাহার পরে সেই গ্রন্থই প্রকাশ করা যাইতেছে। কোন কোন স্থলে
বিষয়ের একত্রীকরণ নিমিত্ত এক এক খানি পরের গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করা
যাইবে। অধিকাংশ গ্রন্থে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রাঙ্কণে তাহার তারিখ

লিখিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য সহজেই নিরূপণ করিতে পারিবেন। যে গ্রন্থ যেরূপে আরম্ভ, যেরূপে শেষ ও তদন্তর্গত শ্লোকাদি যেরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, সমুদায় অবিকল মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথমে আমরা একটি একটি "আখ্যাপত্রে" গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করিব। যেস্থলে গ্রন্থকার কৃত কোন "আখ্যাপত্র" আছে, সেখানেও আমাদের একটি করিয়া "আখ্যাপত্র" সর্ব্ব প্রথমে থাকিবে।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, যে উক্ত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় মহাশয়গণ এই বিষয়ে সাহায্যার্থ আমাদিগকে ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

পরিশেষে ইহা স্বীকার করা আবশ্যক যে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু স্বীয় আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ এই বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব করেন এবং অধ্যবসায় সহকারে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বেদান্ত গ্রন্থ।

ভূমিকা।

ওঁতৎসৎ বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না যে হেতু ব্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন্ শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দ সকল প্রায়শ ধাতু হইতে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয় অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তি বলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনো নিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণ বিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত কিন্তু ঐ সকল সূত্রে ব্রহ্ম বাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই। যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণ বিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব রূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন ইহার উত্তর এই অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ঐ দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব কথন দেখিতেছি সেই রূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্মত্ব রূপে বর্ণন আছে এসকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্ব্ব

ময় হয়েন তাঁহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে। এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথা সাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমারদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমত রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।

তিন চারি বাক্য লোকেরা প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ঐ লোকেও তাহার পূর্ব্বাপর না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টি নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচার কালে কহেন। প্রথমত এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎ কর্ত্তা কহ তিহোঁ বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত কোন রূপ গুণ বিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপ গুণ বিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার সামান্য উত্তর এই। যে কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই এনিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতা রূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যে জন জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয় হউক। সেই মত এখানেও জানিবে যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনা কালে তাঁহাকে জগতের

স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয় তাঁহার কল্পনা কোন নশ্বর নাম রূপে কি রূপ করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা যে সকল বস্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কি রূপে জানা যায় কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় যে এই দুর্গম্য নানা প্রকার রচনা বিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা ইহা হইতে ব্যাপক এবং অধিক শক্তিমান অবশ্য হইবেক ইহার এক অংশ কিম্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু ইহার কর্ত্তা কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা যায়। আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাঁহার উপাসনা কোন মতে হইতে পারে না ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় বাক্য রচনা এই যে পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোক সকলের পূর্ব্ব পুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এবাক্যকে পর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেন ইহার সাধারণ উত্তর এই যে কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু জাতীয়ের ধর্ম্ম হয় যে সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনায় বুদ্ধি আছে সে কি রূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইলে পর পৃথক্ পৃথক মত এপর্য্যন্ত হইত না বিশেষত আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে এক জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্ত কুলে বৈষ্ণব হয় আর স্মার্ত্ত

পরে যাহাকে এক শত বৎসর হয় না যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্ব্ব মতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে আর সকলে কহেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে কালে এদেশে আইসেন তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গো যান ছিল তাহার পরে

পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না আর ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান কোন্ পূর্ব্ব ধর্ম্ম ছিল। অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন উপাসনা করা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারাই সর্ব্বদা স্বীকার করিতেছি তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায়॥ ২॥ তৃতীয় বাক্য এই যে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কি রূপে হইতে পারে। উত্তর। তাঁহারা কি প্রমাণে এবাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহাঁরা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্য কর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কি রূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই আর কি রূপে একথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না। বিশেষতঃ আশ্চর্য্য এই যে ঈশ্বরের উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে। যদি কহ সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদ জ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক তাহার উত্তর এই যে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক যেহেতু এসকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন। যেমন দশ জন ভ্রম বিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে সেই ভ্রম বিশিষ্ট লোক সকলের অভিপ্রায়ে দেহ যাত্রার নির্ব্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক॥ ৩॥ চতুর্থ বাক্য প্রবন্ধ এই যে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার

বিধি আছে সেই রূপ জ্ঞান প্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এসকল যত কহি সকল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র অন্যথা মনের দ্বারা যে রূপ কৃত্রিম হইয়া উপাস্য হইবেন সেই রূপ ঐ মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে ধ্বংসকে পায় আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বারা কালে কালে নষ্ট হয় অতএব যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল নশ্বর ব্রহ্মই কেবল জ্ঞেয় উপাস্য হয়েন। অতএব এই রূপ পুরাণ তন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সাকার বর্ণন কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন এই নিশ্চয় হয়। আর বিংশযত বুদ্ধির অত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু কেবল পরস্পর অনৈক্য বচন বলেতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না অথচ পূর্ব্ব বাক্যের মীমাংসা পর বচনে ঐ পুরাণাদিতে দেখিতেছি। যাঁহারা সকল বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া ঐ সকল বস্তুর পূজাদি করেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না যেহেতু ঐ সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন। অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাহার ঈশ্বরত্ব কি রূপে আছে স্বীকার করিতে পাবেন এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরে ওসকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কহিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন যেহেতু ঈশ্বর যিনি অপরিমিত অতীন্দ্রিয় তাহার প্রতিমূর্ত্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে যেমন তাহার প্রতিমূর্ত্তি অননুযায়ি হইতে চাহে এখানে তাহার বিপরীত দেখা যায় বরঞ্চ উপাসক মনুষ্য হয়েন সে মনুষ্যের বশীভূত ঐ সকল বস্তু হয়েন। এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ যদি কহেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় অতএব ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয় এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না। এস্থানে এমত যদি কহেন যে ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা যায়। তাহার উত্তর এই। যে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা

পরিমিত হইল সে ঈশ্বর পদের যোগ্য হইতে পারে না অতএব ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অল্প এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা। বিশেষত এসকল রূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না। যদি কহেন এসকল রূপেতে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য আছে অতএব উপাস্য হয়েন তাহার উত্তর এই যে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা লৌকিক উপাধির লঘুতা গুরুতার স্বীকার করা যায় পরমার্থের সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে যেহেতু লৌকিক ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরমার্থে উপাস্য হয় এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত হইবেক। বস্তুত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এসকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্ব সাক্ষী সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন। আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচার যোগ্য বাক্য বিনাসংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না। আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধন করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জনা করিবেন। উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্নের লঘুতা গুরুতার অনুসারে হয় অতএব পূর্ব্ব লিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌরব লাঘবের অনুসারে জানিবেন। ঐ সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা শ্রবণে আইসে এনিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো উত্তর অনিচ্ছিত হইয়াও লিখা গেল ইতি শকাব্দা ১৭৩৭ কলিকাতা।

দোষোঽস্ত্যেষমস্য শাস্ত্রস্য তথালোচ্য মমাজ্ঞতাং। কৃপয়া সুজনৈঃ শোধ্যাস্ত্রুটয়োঽস্মিন্নিবন্ধনে।

অনুষ্ঠান

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে।

আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়। ॥ ০

কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা সুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এই রূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কি রূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন ব্রহ্ম প্রাপ্তি যেমন রাজ প্রাপ্তি হয়। সেই রাজ প্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেক হইতে পারে না সেই রূপ রূপ গুণ বিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তর যোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজ

প্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপ গুণ বিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজ প্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কি রূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়ত চৈতন্যাদি রহিত বস্তু কি রূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন। মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে। প্রথমত একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে কি রূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল সূত্র কি রূপ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল

ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ কর্ত্তা আছেন। তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে পর লোকে কৃতার্থ হই॥

ওঁ তৎসৎ॥ কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করেন অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিম্বা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন যেমন এক শ্রুতি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন। ইহাতে কি রূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পষ্ট বুঝায় নাই। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান বেদব্যাস পাঁচশত পঞ্চাশত অধিক সূত্র ঘটিত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা স্পষ্ট করিলেন যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোক শিক্ষার্থে সুগম করিলেন। এ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ তৎসৎ॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥ ১॥ চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে॥ ১॥ ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ২॥ এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়॥ ২॥ শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রামাণ্যের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের

কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥ ৩॥ শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎ কারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয়॥ ৩॥ বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কি রূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। তত্তু সমন্বয়াৎ॥ ৪॥ ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে॥ ৪॥ বেদে কহেন সৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। ইক্ষতের্নাশব্দং॥ ৫॥ স্বভাব জগৎ কারণ না হয় যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎ কর্তৃত্ব কহেন নাই সৎ শব্দ যে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্য ধর্ম্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই যেহেতু ইক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে॥ ৫॥ গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ॥ ৬॥ যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণ রূপে কহিতেছেন সেই রূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। যেহেতু এই শ্রুতির পরে পরে সকল শ্রুতিতে আত্ম শব্দ চৈতন্য বাচক হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ইক্ষণ কর্ত্তা কেবল চৈতন্য স্বরূপ আত্মা হয়েন॥ ৬॥ আত্মাশব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মাশব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ॥ ৭॥ যেহেতু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এই রূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। আত্মশব্দ দ্বারা এখানে জড় রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায় করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্য নিষ্ঠতা না হইয়া জড় নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয়॥ ৭॥ লোক বৃক্ষ শাখাতে কখন আকাশস্থ

চন্দ্রকে দেখায়। সেই রূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয়। হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥ যেহেতু শাখা দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে ব্যক্তি কথন শাখাকে হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায় কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেতে কথন নাই। সূত্রে যে শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কি রূপে হইতে পারে ॥ ৮ ॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥ এবং আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই ॥ ৯ ॥ গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥ এই রূপ বেদেতে সম ভাবে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥ সর্ব্বজ্ঞের জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড় স্বরূপ স্বভাব জগৎ কারণ না হয় ॥ ১১ ॥ আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত নহে। আনন্দময়োভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে তাৎপর্য্য জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দময় বাচক। তবে আনন্দময় ব্রহ্ম লোকে জীব রূপে শরীরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সূর্য্য জলাধার স্থিত হইয়া অধঃস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুত সেই জলাধার উপাধির ভগ্ন হইলে সূর্য্যের অধঃস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে নাই। সেই রূপ জীব মায়া ঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন এবং উপাধি জন্য সুখ দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই ॥ ১২ ॥ বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥ আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয় অতএব যে বিকারী সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে পারে নাই এই মত সন্দেহ করিতে পার না। যেহেতু যেমন ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থে

হয় সেই রূপ প্রচুর অর্থেও ময়ট প্রত্যয় হয় এখানে আনন্দের প্রচুরতা অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয় ॥ ১৩ ॥ তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে এই রূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে অতএব ব্রহ্মাই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর এই যে নির্ম্মল জল হইতে যে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক নাই ॥ ১৪ ॥ মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥ মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহোঁ মান্ত্রবর্ণিক সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাঁহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময় রূপে গান করেন ॥ ১৫ ॥ নেতরোহনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥ ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ না হয় যেহেতু জগৎ সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১৬ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥ জীব আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥ কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥ অনুমান শব্দের দ্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময় রূপে স্বীকার করা যায় নাই। যেহেতু কাম শব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব সৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয় প্রধান জড় স্বরূপ তাহাতে কামনাব সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১৯ ॥ সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥ অন্তঃ অর্থাৎ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী রূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় যেহেতু ব্রহ্ম ধর্ম্মের কথন সূর্য্যা-ন্তর্ব্বর্ত্তী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী ঋগ্বেদ হয়েন এবং সাম হয়েন উকথ হযেন যজুর্ব্বেদ হয়েন এরূপে সর্ব্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় জীবের ধর্ম্ম নয় ॥ ২০ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদ কথন বেদে আছে ॥ ২১ ॥ এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ শব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥ লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন সে আকাশ

শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন। যে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য্য হয় ভূতাকাশের কার্য্য নয় ॥ ২২ ॥ বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥ বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণ শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন বায়ু তাৎপর্য্য নয় যেহেতু বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই ॥ ২৩ ॥ বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত হয় এমত নহে। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। ২৪। জ্যোতিঃ শব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের পাদ রূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥ ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোর্পণনিগদাত্ত-থাহি দর্শনং ॥ ২৫ ॥ বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্প-ণের জন্যে কথন আছে এই রূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল ॥ ২৫ ॥ ভূতাদি-পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥ এবং অর্থাৎ এই রূপ গায়ত্রী বাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় এ সকল ঐ গায়-ত্রীর পাদ রূপে বেদে কথন আছে। অক্ষর সমূহ গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের পাদ হয় অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত ॥ ২৬ ॥ উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্য-বিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥ এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এমত নহে। যদ্যপিও আধারেও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে অতএব অবিরোধেতে দুইয়ের ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিরাট রূপে স্থূল জগৎ স্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন তখন জগতের এক এক দেশকে ব্রহ্মের হস্ত পাদাদি করিয়া কহেন বস্তুত তাঁহার হস্ত পাদ

আছে এমত তাৎপর্য্য না হয় ॥ ২৭ ॥ আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণ বায়ু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য হয় এমত নহে। প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥ প্রাণ শব্দের এখানে ব্রহ্ম কথনের অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএব প্রাণ শব্দ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক, কারণ এই যে সেই প্রাণকে পর শ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥ ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয় যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল ভূত এই রূপ অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য আছে বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ৩০ ॥ আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্র দৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন স্বতন্ত্র রূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই যেমত বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি এইমত বাক্য সকল কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥ ৩১ ॥ জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক এ স্থলে হয় যেহেতু এ রূপ জীব আর মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্মের পৃথক পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত হয় তিন প্রকারং উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইল এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাস রূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মের সংযোগ রাখেন যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্জুর ধর্ম্মও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন ॥ ৩১ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয়। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কি রূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয়॥ ১ ॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ যে শ্রুতি মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পাদি বিশেষণ দিয়াছেন এসকল সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে ॥ ২ ॥ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥ শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যে হেতু সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই ॥ ৩ ॥ কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥ বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে প্রাপ্তির কর্ম্ম রূপে ব্রহ্মকে আর প্রাপ্তির কর্ত্তা রূপে জীবকে কথন আছে অতএব কর্ম্মের আর কর্ত্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় ॥ ৪ ॥ শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥ বেদে হিরণ্ময় পুরুষ রূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব্দ সর্ব্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ৫ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ৬॥ গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য না হয়॥ ৬ ॥ অর্ভকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবৎ ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অল্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয় দেশে ক্ষুদ্র স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশ শব্দে লোকে কহে ॥ ৭॥ সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥ জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় যেহেতু চিৎ শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই ।৮॥ বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তা রূপে বর্ণন করিয়াছেন কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয়

ঈশ্বর জগৎ ভোক্তা না হয়েন এমত নয়। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥ জগতের সংহার কর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রহ্মের ঘৃত স্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয় ॥ ৯ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎ ভোক্তা, অর্থাৎ সংহারক হয়েন ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু প্রবেশ করেন কিন্তু পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥ জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায় আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয় ॥ ১১ ॥ বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥ বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে ॥ ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন ইহা অক্ষি গত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে জীব চক্ষু গত হয় এমত নহে। অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ অক্ষির মধ্যে ব্রহ্মই হয়েন যে হেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাঁহার সর্ব্ব গতত্ব থাকে নাই এমত নহে বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই ॥ ১৪ ॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেবচ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখ স্বরূপ ব্রহ্মের বেদেতে কথন দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥ বেদে কহেন, যে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারা এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥ অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাত্মা

প্রতিপাদ্য হয়েন ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে॥ ১৭॥ পৃথিবীতে থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। অন্তর্যামী অধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১৮॥ বেদে অধি দৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের হয়॥১৮॥ নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ॥ ১৯॥ সাংখ্য স্মৃতিতে উক্ত যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সে অন্তর্যামী না হয় যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি, অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে দেখেন অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয় স্বভাবের না হয়॥১৯॥ শারীরশ্চোভয়েপিহি ভেদেনৈনমধীয়তে॥২০॥ শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয় যেহেতু কাণ্ব এবং মধ্যন্দিন উভয়েতে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী স্বরূপে কহেন॥২০॥ বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইয়া প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমত নহে। অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ॥ ২১॥ অদৃশ্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইয়া জগৎ কারণ ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদি ব্রহ্ম ধর্ম্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর এই জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন॥ ২১॥ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ॥ ২২॥ বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন॥ ২২॥ রূপোপন্যাসাচ্চ॥ ২৩॥ বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য এইমত রূপের আরোপ সর্ব্বগত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই অতএব ব্রহ্মই জগৎ কারণ॥ ২৩॥ বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্ব্ব ফল প্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রতি

পাদ্য হয এমত নহে ॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাঁৎপর্য্য হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তক রূপে বর্ণন করিয়াছেন এ ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিনা অপরেব হইতে পারে নাই ॥ ২৪ ॥ স্মর্য্যমানানুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥ স্মৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মা বাচক হয় যেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যেঅগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয় ॥২৫॥ শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীযতে ॥ ২৬ ॥ পৃথক পৃথক শ্রুতি শব্দেব দ্বারা এবং পুরুষে অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয পবমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন এমত নহে যেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বানরের মস্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়িরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন ॥ ২৬ ॥ অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত কারণ সকলের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ পঞ্চভূতের তৃতীয়ভূত তাৎপর্য্য নহে পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥ বিশ্ব সংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ এই দুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থ বিরোধ হয় নাই এমত জৈমনিও কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন তবে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার প্রাদেশ মাত্র হওয়া কি রূপে সম্ভব হয়। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥ আশ্মরথ্য কহেন যে উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুচিত নহে ॥ ২৯ ॥ অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥ পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান নিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ সংপত্তেরিতি জৈমিনি-

স্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥ উপাসনার নিমিত্ত প্রাদেশ মাত্র এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিয়াছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩২ ॥ পরমাত্মাকে বৈশ্বানর স্বরূপে শ্রুতি সকল স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্ব্বত্র পরমাত্মা উপাস্য হয়েন ॥ ৩২ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁতৎসৎ ॥ বেদে কহেন যাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন অতএব স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার স্থান প্রকৃতি কিম্বা জীব হয় এমত নহে। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥ স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতি যাহাতে স্বর্গাদের আধার রূপে বর্ণন করিয়াছেন স্ব অর্থাৎ আত্মা শব্দ তাহাতে আছে ॥ ১॥ মুক্তোপসৃপ্যত্বব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥ এবং মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন এমত কথন ঐ সকল শ্রুতিতে আছে তথাহি মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয় ব্রহ্মকে সে পায় অতএব ব্রহ্মই স্বর্গাদের আধার হয়েন ॥ ২ ॥ নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥ অনুমান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতুক সর্ব্বজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ৩ ॥ প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥ প্রাণভৃত অর্থাৎ জীব স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতু সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরো হইতে পারে নাই ॥ ৪ ॥ অমৃতের সেতু রূপে আত্মাকে বেদ সকল কহেন কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ হইতে জীব প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৫ ॥ জীব আর আত্মার ভেদ কথন আছে অতএব এখানে আত্মা শব্দ জীব পর নয় তথাহি সেই আত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয় রূপে কহিয়াছেন ॥ ৫ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রুতি আত্মাকে সেতু রূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণ বলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥ স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন দুই পক্ষী এই শরীরে বাস করেন এক ফলভোগী দ্বিতীয় সাক্ষী অতএব জীবের স্থিতি এবং ভোগ আছে ব্রহ্মের ভোগ নাই অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতিপাদ্য না হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন যে দিক হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ বড় হয় অতএব ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে। ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥৮॥ ভূমাশব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যে হেতু প্রাণ উপদেশে শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়েন এইমত উপদেশ আছে ॥৮॥ ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥৯॥ ভূমাশব্দ ব্রহ্ম বাচক যে হেতু বেদেতে অমৃতত্ব যে ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধ রূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥৯॥ প্রণবোপাশনা প্রকরণে যে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন সেই অক্ষর বর্ণ স্বরূপ হয় এমত নহে। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষর শব্দ এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যে হেতু বেদে কহেন আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ বস্তুর ধারণা অক্ষর করেন অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্ব্ব বস্তুর ধারণা বর্ণ স্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয় নাই ॥১০॥ সা চ প্রশাসনাৎ ॥১১॥ এই রূপ বিশ্বের ধারণা ব্রহ্ম বিনা প্রকৃতি প্রভৃতির হইতে পারে নাই যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে সেই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি সকলে আছেন অতএব এরূপ শাসন ব্রহ্ম বিনা অপরে সম্ভব নয় ॥১১॥ অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১২॥ বেদেতে অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টা রূপে বর্ণন করেন শাসন কর্ত্তাতে দৃষ্টি সম্ভাবনা থাকিলে অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি তাঁহার জড়তা ধর্ম্মের সম্ভাবনা শাসন কর্ত্তাতে কি রূপে থাকিতে পারে অতএব দ্রষ্টা এবং শাসন কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন ॥১২॥ শ্রুতিতে কহেন ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করিবেক আর উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির শ্রবণ আছে অতএব ব্রহ্মা এখানে উপাস্য হয়েন এমত নহে। ইক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥১৩॥ ঐ শ্রুতির বাক্য শেষে কহিতেছেন যে উপাসক ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ করেন অতএব এখানে ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ অর্থাৎ উপাসনা করা দ্বারা ব্রহ্মা প্রণব মন্ত্রে উপাস্য না হয়েন কিন্তু ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ॥১৩॥ বেদে কহেন হৃদয়ে অল্পাকাশ আছেন অতএব অল্পাকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতের মধ্যে যে আকাশ গণিত হইয়াছে সেই আকাশ এখানে প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। দহরউত্তরেভ্যঃ ॥১৪॥ ঐ শ্রুতির উত্তর উত্তর বাক্যেতে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ আছে অতএব দহরাকশ অর্থাৎ অল্পাকাশ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥১৪॥ গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥১৫॥ গতি জীবেও হয় আর ব্রহ্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণ পদ বেদে এই স্থানে কহিতেছেন অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মই হৃদয়াকাশ হয়েন ॥১৫॥ ধৃতেশ্চ মহিম্নোস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥১৬॥ বেদে কহেন সকল লোকের ধারণা ব্রহ্মেতে এবং ভূতের অধিপতি রূপ মহিমা ব্রহ্মেতে অতএব হৃদয়দহরকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥১৬॥ প্রতিসিদ্ধেশ্চ ॥১৭॥ হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা প্রসিদ্ধ হয় আকাশের উপাসনার প্রসিদ্ধি নহে অতএব দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য্য নহে ॥১৭॥ ইতরপরামর্শাৎ

সইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥১৮॥ ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ শব্দের দ্বারা হইতেছে অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে যে হেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য দুইয়ের এক হইবার সম্ভব, হইতে পারে নাই।।১৮॥ অথ উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥১৯॥ ইন্দ্র বিরোচনের প্রশ্নেতে প্রজাপতির উত্তরের দ্বারা জ্ঞান হয় যে জীব উত্তম পুরুষ হয়েন তাহার মীমাংসা এই যে ব্রহ্মের আবির্ভূত স্বরূপ জীব হয়েন অতএব জীবেতে ব্রহ্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অর্থাৎ আরোপণ ব্যর্থ না হয় যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বেতে সূর্য্যের উপন্যাস অযোগ্য নয়॥১৯॥ অন্যার্থশ্চ পরামৃর্শঃ ॥২০॥ জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয় যেমন বিম্ব হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপের প্রয়োজন হয় ॥২০॥ অল্পশ্রুতিরিতি চেত্তদুক্তং ॥২১॥ হৃদয়াকাশে অল্প স্বরূপে বেদে বর্ণন করেন অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মা কি রূপে অল্প হইতে পারেন, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত অল্প বোধে অভ্যাস করা যায় বস্তুত অল্প নহেন ॥২১॥ বেদে কহেন সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্যোতি হয়েন অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। অনুকৃতেস্তস্য চ ॥২২॥ বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয় ॥২২॥ অপি চ স্মর্য্যতে ॥২৩॥ সকল তেজের তেজ ব্রহ্মই হয়েন স্মৃতিতেও একথা কহিতেছেন ॥২৩॥ বেদে কহেন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হৃদয় মধ্যে আছেন অতএব অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ জীব হয়েন এমত নহে। শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥২৪॥ ঐ পূর্ব্ব শ্রুতির পরে পরে কহিয়াছেন যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন অতএব এই সকল ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রমাণ হইতেছেন ॥২৪॥ হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥২৫॥ মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র করিয়া ঈশ্বরকে বেদে কহিয়াছেন হস্তী কিম্বা পিপীলিকার হৃদয়ের অভিপ্রায়ে কহেন নাই যেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয় ॥ ২৫ ॥ বেদে কহেন দেবতার ও ঋষির এবং মনুষ্যের মধ্যে যে কেহো ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন তিঁহো ব্রহ্ম হয়েন কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা অনুভব হয় যে মনুষ্যেতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের

অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥ মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে হেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেই রূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতে হয় ॥২৬ ॥ বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ ॥২৭॥ দেবতার অধিকার ব্রহ্ম বিদ্যা বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে স্বর্গের এবং মর্ত্ত্য লোকের কর্ম্মের নিষ্পত্তি এককালে দেবতা হইতে হয় এমত রূপ বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে যে হেতু দেবতা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন৹ এমত বেদে কহেন অতএব বহু দেহে বহু দেশীয় কর্ম্ম এক কালে হইতে পারে অর্থাৎ দেবতা স্বর্গের কর্ম্ম এক রূপে করিতে পারেন দ্বিতীয় রূপে মর্ত্ত্য লোকের যে কর্ম্ম উপাসনা তাহাও করিতে পারেন ॥ ২৭॥ শব্দইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৮ ॥ নিত্য স্বরূপ বেদ হয়েন অনিত্য স্বরূপ দেবতা প্রতিপাদক বেদকে স্বীকার করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপস্থিত হয় এমত নহে যে হেতু বেদ হইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হইয়াছে এ কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্মৃতিতে কহিয়াছেন অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত বেদের জাতি পুরঃসরে সম্বন্ধ হয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ না হয় ইহার কারণ এই জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হয়েন ॥ ২৮ ॥ অতএব চ নিত্যত্বং ॥২৯॥ যাবৎ বস্তুর সৃষ্টির প্রকাশক বেদ হয়েন অতএব মহাপ্রলয় বিনা বেদ সর্ব্বদা স্থায়ী হয়েন ॥ ২৯॥ সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যদ্যপি ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে তত্রাপি নূতন বস্তু উৎপন্ন হইবার দোষ বেদ হইতে পাই৹ যে হেতু পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে যে রূপে ও যে যে নামে বস্তু সকল থাকেন পর সৃষ্টিতে সেই রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন অতএব পূর্ব্বে এবং পরে ভেদ নাই এই মত বেদে দেখা যাইতেছে তথাহি যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ এবং স্মৃতিতেও এমত কহেন ॥৩০॥ এখন পরের দুই সূত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥৩১॥ বেদে কহেন বসু উপাসনা করিলে বসুর মধ্যে এক বসু হয়। এ বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া মধু সংজ্ঞা দিয়াছেন. আদি শব্দের দ্বারা সূর্য্য উপাসনা করিলে সূর্য্য হয় এই শ্রুতির গ্রহণ

করিয়াছেন এই সকল বিদ্যার অধিকার মনুষ্য ব্যতিরেক দেবতার না হয় যে হেতু বসুর বসু হওয়া সূর্য্যের সূর্য্য হওয়া অসম্ভব সেই মত ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥৩১॥ যদি কহ যেমন ব্রাহ্মণের রাজসূয় যজ্ঞেতে অধিকার নাই কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্যেতে অধিকার আছে সেই মত মধ্বাদি বিদ্যাতে দেবতার অধিকার না থাকিয়া ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি তাহার উত্তর এই। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ সূর্য্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই হয় অতএব সূর্য্য শব্দে জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রতিপাদ্য হয়েন নতুবা মন্ত্রাদের স্বকীয় অর্থের প্রমাণ থাকে নাই কিন্তু মণ্ডলাদের চৈতন্য নাই অতএব অচৈতন্যের ব্রহ্ম বিদ্যাতে অধিকার থাকিতে পারে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ ভাবন্তু বাদবায়নোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥ সূত্রে তু শব্দ জৈমিনির শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতার অধিকারের সম্ভাবনা আছে বাদরায়ন কহিয়াছেন যে হেতু যদ্যপিও সূর্য্যমণ্ডল অচেতন হয় কিন্তু সূর্য্য মণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন ॥ ৩৩ ॥ ছান্দোগ্যউপনিষদে বিদ্যা প্রকরণে শিষ্যকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে জ্ঞান হয় যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনের অধিকার আছে এমত নহে॥ শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥ শূদ্রকে অঙ্গ কহিয়া সম্বোধন ঊর্দ্ধগামী হংস করিয়াছিলেন এই অনাদর বাক্য শুনিয়া শূদ্রের শোক উপস্থিত হইল ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া শূদ্র শীঘ্র রৈক্য নামক গুরুর নিকটে গেলেন গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন অতএব শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক না হয় ॥ ৩৪ ॥ ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ পরে পর শ্রুতিতে চৈত্র রথ নাম্না প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয় শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই ॥ ৩৫ ॥ সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ বেদে কহেন উপনীতি যাহার হয় তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেক অতএব উপনয়ন সংস্কার অধ্যয়নের প্রতি কারণ কিন্তু শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের কথন নাই ॥ ৩৬ ॥ যদি কহ গৌতম মুনি শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন তাহার উত্তর এই হয় ॥

শূদ্রভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ শূদ্র নয় এমত নির্দ্ধারণ জ্ঞান হইলে পর শূদ্রের সংস্কার করিতে গৌতমের প্রবৃত্তি হইয়াছিল অতএব শূদ্র জানিয়া সংস্কারে প্রবৃত্তি করেন নাই ॥ ৩৭ ॥ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ শ্রবণ এবং অধ্যয়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শূদ্রের প্রতি আছে অতএব শূদ্র অধিকারী না হয় এবং স্মৃতিতেও নিষেধ আছে। এ পাঁচ সূত্র শূদ্র অধিকার বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ বেদে কহেন প্রাণের কম্পনে শরীরের কম্পন হয় অতএব প্রাণ সকলের কর্ত্তা হয় এমত নহে ॥ কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে কহেন যে ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ হয়েন অতএব প্রাণের কম্পন ব্রহ্ম হইতেই হয় ॥ ৩৯ ॥ বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য হয় অতএব পরম জোতি শব্দের দ্বারা সূর্য্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে॥ জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ ঐ শ্রুতিতেই ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন এমত দৃষ্টি হইয়াছে॥ ৪০ ॥ বেদে কহেন নাম রূপের কর্ত্তা আকাশ হয় অতএব ভূতাকাশ নাম রূপের কর্ত্তা হয় এমত নহে ॥ আকাশোঽর্থান্তর ত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে নাম রূপের ভিন্ন হয় সেই ব্রহ্ম আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে অতএব আকাশের নামাদের মধ্যে গণিত হওয়াতে এবং ব্রহ্ম শব্দ কথনের দ্বারা আকাশ শব্দ হইতে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪১ ॥ জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আত্মা দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন যে সুষুপ্তি আদি ধর্ম্ম যাহার তিহোঁ বিজ্ঞানময় হয়েন অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো র্ভেদেন ॥ ৪২ ॥ বেদে কহেন জীব সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন আর প্রাজ্ঞ আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীব শব্দ করেন অতএব জীব হইতে সুষুপ্তি সময়ে এবং উত্থান কালে বিজ্ঞানময় পরমাত্মার ভেদ কথন আছে এই হেতু বিজ্ঞানময় শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥৪২॥ পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ উত্তর উত্তর শ্রুতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের কথন আছে অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হয়েন সংসারী জীব বিজ্ঞানময় না হয় ॥ ৪৩ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁতৎসৎ। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যাস্তগৃহীতে দর্শয়তি চ ॥১॥ বেদে কহেন জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয় অতএব কোন শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত নহে যেহেতু শরীরকে যেখানে রথ রূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন সেখানে অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গ শরীর বোধ্য হইতেছে অতএব লিঙ্গ শরীর অব্যক্ত হয় এমত বেদে দেখাইতেছেন ॥ ১ ॥ সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥ সূক্ষ্ম এখানে লিঙ্গ শরীর হয় যে হেতু অব্যক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য লিঙ্গ শরীর কেবল হয় তবে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত শব্দে যে কহে সে কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে ॥ ২ ॥ তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥ যদি সেই অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য্য হয় তবে সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের সহকারি দ্বারা সেই প্রধানের কার্য্যকারিত্ব শক্তি থাকে॥৩॥ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥ সাংখ্য মতে যাহাকে প্রধান কহেন সে অব্যক্ত শব্দের বোধ্য নহে যেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয় এমত বেদে কহেন নাই ॥ ৪ ॥ বদন্তীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন মহতের পর বস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয় তবে প্রধান এ শ্রুতির দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু সেই প্রকরণে কহিতেছেন যে পুরুষের পর আর নাই অতএব প্রাজ্ঞ যে পরমাত্মা তিহোঁ কেবল জ্ঞেয় হয়েন ॥ ৫ ॥ ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥ পিতৃতুষ্টি আর অগ্নি এবং পরমাত্মা এই তিনের প্রশ্ন নচিকেত করেন এবং কঠবল্লীতে এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয় যে হেতু এই তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ॥ ৬ ॥ মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥ যেমন মহান শব্দ প্রধান বোধক নয় সেই রূপ অব্যক্ত শব্দ প্রধান বাচী না হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন যে অজা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণা হয় অতএব অজা শব্দ হইতে প্রধান প্রতিপাদ্য হইতেছে এমত নয়। চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥ অজা অর্থাৎ জন্ম নাই আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে এই দুই অর্থের অন্যত্রও সম্ভাবনা আছে প্রধানে এ শব্দের শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই যেমত চমস শব্দ বিশেষণাভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহেন নাই ॥ ৮ ॥ যদি কহ চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞ শিরোভাগকে যেমত কহে সেই

রূপ অজা শব্দ বিশেষণের দ্বারা প্রধানকে কহিতেছে এমত কহিতে পার না। । জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়তএকে॥ ৯॥ জ্যোতি যে মায়ার প্রথম হয় এমত তেজ আর জল এবং অন্নাত্মিকা মায়া অজা শব্দ হইতে বোধ্য হয় ছন্দোগেরা ঐ মায়ার লোহিতাদি রূপ বর্ণন করেন এবং কহেন এই রূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয় স্বতন্ত্র নহে ॥ ৯ ॥ কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধাৎ ॥ ১০ ॥ সূর্য্যকে যেমন সুখ দানে মধুর সহিত তুল্য জানিয়া মধু কহিয়া বেদে বর্ণন করেন এবং বাক্যকে অর্থ দানে ধেনুর সহিত তুল্য জানিয়া ধেনু কহিয়া বর্ণন করেন সেই রূপ তেজ অপ অন্ন স্বরূপিণী যে মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত ত্যাজ্য হইবাতে সমতা আছে সেই সমতার কল্পনার বর্ণন মাত্র অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন বিরোধ নাই ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন পাঁচ পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ত্ব হয় অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানের গণনা আছে এমত নহে ॥ ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥ তত্ত্বের পঞ্চবিংশতি সংখ্যা না হয় যেহেতু পরস্পর এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্ব মিলে এই নিমিত্ত নানা সংখ্যা তত্ত্বের কহিয়াছেন যদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহ তবে আকাশ আর আত্মা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরেক তত্ত্ব হয় ॥ ১১ ॥ যদি কহ যদ্যপি তত্ত্ব পঁচিশ না হয় তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চজন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি রূপে কহিতেছেন তাহার উত্তর এই। প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ॥১২॥ পঞ্চ পঞ্চ জন যে শ্রুতিতে আছে সেই শ্রুতির বাক্য শেষেতে কহিয়াছেন কর্ণের কর্ণ শ্রোত্রের শ্রোত্র অন্নের অন্ন মনের মন অতএব এই প্রাণাদি পঞ্চ বস্তু পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন এই পাঁচ আর অবিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় যে আত্মাতে থাকেন তাহাকে জান এখানে শ্রুতির এই অর্থ তাৎপর্য্য হয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাৎপর্য্য নহে ॥ ১২ ॥ জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥ কাণ্বদের মতে অন্নের স্থানে জ্যোতির জ্যোতি এমত পাঠ হয় সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি হয় ॥ ১৩ ॥ বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ সৃষ্টির পূর্ব্ব হয় কোথাও তেজকে কোথাও প্রাণকে সৃষ্টির পূর্ব্ব বর্ণন করেন অতএব সকল বেদের পরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ এক বাক্যতা হইতে পারে নাই এমত

নহে ॥ কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম সকলের কারণ অতএব অবিরোধ হয় এবং বেদের অনৈক্য না হয় যে হেতু আকাশাদি বস্তুর কারণ করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র বেদে যথা বিহিত কথন আছে আর আকাশ তেজ প্রাণ এই তিন অপর সৃষ্টির পূর্ব্বে হয়েন এ বেদের তাৎপর্য্য হয় এ তিনের মধ্যে এক অন্যের পূর্ব্ব হয় এমত তাৎপর্য্য নহে যে বেদের অনৈক্যতা দোষ হইতে পারে সূত্রের যে চ শব্দ আছে আহার এই অর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ বেদে কহেন সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল অতএব জগতের অভাবের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের অভাব সে কালে স্বীকার করিতে হয় এমত নহে। সমাকর্ষাৎ॥ ১৫ ॥ অন্যত্র বেদে যেমন অসৎ শব্দের দ্বারা অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হইতেছে সেই রূপ পূর্ব্ব শ্রুতিতেও অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হয় অর্থাৎ নাম রূপ ত্যাগ পূর্ব্ব কারণেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ লীন থাকে অতএব সে কালেও কারণত্ব ব্রহ্মের রহিল। ১৫ ॥ কৌষীতকী শ্রুতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বলাকি মুনির বর্ণন করাতে অজাত শত্রু তাহার বাক্যকে অন্যথা করিয়া গার্গের শ্রবণার্থ কহিলেন যে ইহার কর্ত্তা যে তাহাকে জানা কর্ত্তব্য হয় অতএব এ শ্রুতির দ্বারা জীব কিম্বা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে। জগদ্বাচিত্বাৎ॥১৬॥ এই যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ এই জগৎ যাহার কর্ম্ম ঐ স্থানে বেদের তাৎপর্য্য হয় আর প্রাণ কিম্বা জীবের জগৎ কর্ম্ম নহে যে হেতু জগৎ কর্ত্তৃত্ব কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৬ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন প্রাজ্ঞ স্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন এই শ্রুতি জীব বোধক হয় আর প্রাণ যে সে সকলের মুখ্য হয় এ শ্রুতি প্রাণ বোধক হয় এমত নহে। যদি কহ এসকল জীব এবং প্রাণের প্রতি পাদক হয়েন ব্রহ্ম প্রতি পাদক না হয়েন তবে ইহার উত্তর পূর্ব্ব সূত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি অর্থাৎ কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি কহেন তবে উপাসনা তিন প্রকার হয় এ মহাদোষঃ ॥ ১৭ ॥ অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥ এক শ্রুতি প্রশ্ন কহেন যে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন অন্য শ্রুতি উত্তর দেন যে প্রাণে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সুষুপ্তি কালে জীব থাকেন এই প্রশ্ন উত্ত-

বের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন এবং বাজসনেয়ীরা এই প্রশ্নের দ্বারা যে নিদ্রাতে ঐ জীব কোথায় থাকেন তার এই উত্তরের দ্বারা যে হৃদাকাশে থাকেন ঐ রূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন ।।১৮।। শ্রুতিতে কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি রূপ সাধন করিবেক এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে। বাক্যান্বয়াৎ ।।১৯।। যে হেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন যে এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ আত্মার শ্রবণাদি অমৃত হয় অতএব উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির সম্বন্ধ হইলে জীবের সহিত অন্বয় হয় না ।।১৯।। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে-র্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ।।২০।। এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি নিমিত্ত যেখানে জীবকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন সে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয় আশ্মরথ্য এই রূপে কহিয়াছেন ।। ২০ ।। উৎক্রমিষ্যতে এবং ভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ।।২১।। সংসার হইতে জীবের যখন উৎক্রমণ অর্থাৎ মোক্ষ হইবেক তখন জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য হইবেক সেই হইবেক যে ঐক্য তাহা কে হইয়াছে এমত জানিয়া জীবকে ব্রহ্ম রূপে কথন সঙ্গত হয় এ ঔডুলোমি কহিয়াছেন ।।২১।। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ।।২২।। ব্রহ্মই জীব রূপে প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিতি করেন অতএব জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য সঙ্গত হয় এমত কাশকৃৎস্ন কহিয়াছেন ।।২২।। বেদে কহেন ব্রহ্ম সঙ্কল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয় এমত নহে। প্রকৃ-তিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ।।২৩।। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণো জগতের ব্রহ্ম হয়েন যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা হয় যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার বস্তুত জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ঈক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতির অনুরোধেতে নিমিত্ত কারণ এবং সমবায়কারণ জগতের হয়েন যেমন মাকড়সা আপনা হইতে আপন ইচ্ছা দ্বারা জাল করে সেই

জালের সমবায় কারণ এবং নিমিত্ত কারণ আপনি মাকড়সা হয় সমবায় কারণ তাহাকে কহি যে স্বয়ং মিলিত হইয়া কার্য্যকে জন্মায় যেমন মৃত্তিকা স্বয়ং মিলিত হইয়া ঘটের কারণ হয় আর নিমিত্ত কারণ তাহাকে কহি যে কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য্য জন্মায় যেমন কুম্ভকার ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া ঘটকে উৎপন্ন করে ॥২৩॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥২৪॥ অভিধ্যা অর্থাৎ আপন হইতে অনেক হইবার সঙ্কল্প সেই সঙ্কল্প শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্ম করিয়াছেন তথাহি অহং বহুস্যাং অতএব এই উপদেশের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হয়েন ॥২৪॥ সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥২৫॥ বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদান কারণ জগতের হয়েন যে হেতু কার্য্য উপাদান কারণে লয় হয় নিমিত্ত কারণে লয় হয় নাই যেমন ঘট মৃত্তিকাতে লীন হয় কুম্ভকারে লীন না হয় ॥২৫॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥২৬॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম সৃষ্টি সময়ে স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন এই ব্রহ্মের আত্মকৃতির শ্রবণ বেদে আছে আর কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির পরিণাম যাহাকে বিবর্ত্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হয়েন। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায় ॥২৬॥ যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥২৭॥ বেদে ব্রহ্মকে ভূত যোনি করিয়া কহেন যোনি অর্থাৎ উপাদান অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদন এবং নিমিত্ত কারণ হয়েন বেদে সূক্ষ্মকে কারণ কহিতেছেন অতএব পরমাণ্বাদি সূক্ষ্ম জগৎ কারণ হয় এমত নহে ॥২৭॥ এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাব্যাখ্যাতাঃ ॥২৮॥ প্রধানকে খণ্ডনের দ্বারা পরমাণ্বাদি বাদ খণ্ডন হইয়াছে যে হেতু বেদে পরমাণ্বাদিকে জগৎ কারণ কহেন নাই এবং পরমাণ্বাদি সচেতন নহে অতএব পরমাণ্বাদিকে ত্যাজ্য করিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বেই হইয়াছে তবে পরমাণ্বাদি শব্দ যে বেদে দেখি সে ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয় যে হেতু ব্রহ্মকে স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বেদে বর্ণন করিয়াছেন ব্যাখ্যাতা শব্দ দুই বার কথনের তাৎপর্য্য অধ্যায় সমাপ্তি হয় ॥২৮॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ ॥০॥ ইতি শ্রীবেদান্তগ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ঃ ॥০॥

ত্তৎসৎ ॥ যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎ কারণ কহেন নাই কিন্তু অপর প্রামাণের দ্বারা প্রধান জগৎ কারণ হয় এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন ॥ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইতি ছেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥১॥ প্রধানকে যদি জগৎ কারণ না কহ তবে কপিল স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব প্রধান জগৎ কারণ তাহার উত্তর এই যদি প্রধানকে জগৎ কারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব স্মৃতির পরস্পর বিরোধে কেবল শ্রুতি এ স্থানে গ্রাহ্য আর শ্রুতিতে প্রধানের জগৎ কারণত্ব নাই ॥১॥ ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥ সাংখ্যশাস্ত্রে ইতর অর্থাৎ মহত্ত্বাদিকে যাহা কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য নহে যে হেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই ॥২॥ বেদে যে যোগ করিয়াছেন তাহা সাংখ্য মতে প্রকৃতি ঘটিত করিয়া কহেন অতএব সেই যোগের প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতির প্রামাণ্য হয় এমত নহে ॥ এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥ সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রে যে প্রধান ঘটিত যোগ কহিয়াছেন তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ॥৩॥ এখন দুই সূত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহের নিরাকরণ করেন ॥ ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥৪॥ জগতের উপাদান কারণ চেতন না হয় যে হেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখিতেছি ঐ চেতন হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয় এমত বেদে কহিতেছেন ॥৪॥ যদি কহ শ্রুতিতে আছে যে ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব পাওয়া যায় এমত কহিতে পারিবে নাই ॥ অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥ ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা এ স্থানে পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হইয়াছিলেন যে হেতু এখানে অভিমানী দেবতার কথন বেদে আছে তথাহি তাহৈব দেবতা অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা আর অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ঐ দেবতা শব্দের বিশেষণের দ্বারা আর অগ্নির গতির দ্বারা এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য্য হয় ॥৫॥ দৃশ্যতে তু ॥৬॥ এখানে তু শব্দ পূর্ব্ব দুই সূত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক হয়। সচেতন পুরুষের

অচেতন স্বরূপ নখাদির উৎপত্তি যেমন দেখিতেছি সেই রূপ অচেতন জগতের চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হয়েন ॥৬॥ অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥ সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টি সময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে যে হেতু সতের প্রতিষেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ তাহার সম্ভাবনা কোন মতেই হয় নাই অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে কেবল উপলব্ধি হয় বস্তুত নাই যেমন খপুষ্পের আভাস শব্দমাত্রে হয় বস্তুত নয় ॥৭॥ অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং ॥৮॥ জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মকে কহিলে যুক্ত হয় নাই যেহেতু অপীতি অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মতে লীন হইলে যেমন তিক্তাদি সংযোগে দুগ্ধ তিক্ত হয় সেই রূপ জগতের সংযোগে ব্রহ্মেতে জগতের জড়তা গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া পরসূত্রে নিবারণ করিতেছেন ॥৮॥ ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥ তু শব্দ এখানে সিদ্ধান্ত নিমিত্ত হয়। যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাতে লীন হইলে মৃত্তিকার দোষ জন্মাইতে পারে নাই এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে জড় জগৎ প্রলয় কালে ব্রহ্মেতে লীন হইলেও ব্রহ্মের জড় দোষ জন্মাইতে পারে নাই ॥৯॥ স্বপক্ষেহদোষাচ্চ ॥১০॥ প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে যে যে দোষ পূর্ব্বে কহিয়াছ সেই সকল দোষ স্বপক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষে হইতে পারে নাই অতএব এই পক্ষ যুক্ত হয় ॥১০॥ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১১॥ তর্ক কেবল বুদ্ধি সাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ স্থৈর্য্য নাই অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই. যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক যদি এই রূপে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ স্বীকার করহ তবে শাস্ত্রের দ্বারা যে নিশ্চিত মোক্ষ হয় তাহার অভাব প্রসঙ্গ কপিলাদি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা হইবেক অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই ॥১১॥ যদি কহ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়েন তবে আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন নাই কিন্তু পরমাণু জগতের উপাদান কারণ হয় এরূপ তর্ক করা অশাস্ত্র তর্ক না হয় যেহেতু বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে এমত কহিতে পারিবে না॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহাঅপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥ সদ্রূপ ব্রহ্মকে যে শিষ্ট লোকে কারণ কহেন তাঁহারা কোন অংশে পরমাণ্বাদি জগতের উপাদান কারণ হয় এমত কহেন নাই অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্ট সকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ পরসূত্রে আদৌ সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সমাধান করিতেছেন ॥ ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হয়েন তবে ভোক্তা আর ভোগ্যের মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে নাই অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে ইহার উত্তর এই যে লোকেতে রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং দণ্ডভ্রম হইয়া উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ যেমন মিথ্যা উপলব্ধি হয় সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ কল্পিত মাত্র ॥ ১৩ ॥ দুগ্ধ লোকেতে যেমন দধি হইয়া দুগ্ধ হইতে পৃথক কহায় এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্ম এবং জগতের ভেদ বস্তুত হইতে পারে এমত নহে ॥ তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম হইতে জগতের অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য না হয় যেহেতু বাচারম্ভণাদি শ্রুতি কহিতেছেন যে নাম আর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ সে কেবল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্মই সকল ॥ ১৪ ॥ ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যে হেতু ব্রহ্ম সত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৫ ॥ সত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥ অবর অর্থাৎ কার্য্য রূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম স্বরূপে ছিল অতএব সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে মৃত্তিকা রূপে ছিল পশ্চাৎ ঘট হইয়াও মৃত্তিকা হইতে অন্য হয় নাই ॥ ১৬ ॥ অসদ্ব্যপদেশাদিতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল অতএব কার্য্যের অর্থাৎ জগতের অভাব সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞান হয় এমত নহে যেহেতু ধর্ম্মান্তরেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল অর্থাৎ নাম রূপে যুক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল নাই কিন্তু নাম রূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সে কালে জগৎ লীন ছিল. ইহার কারণ এই যে ঐ বেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল ॥ ১৭ ॥ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ ঘট হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা রূপে ঘট যদি না থাকিত তবে ঘট করিবার সময়

মৃত্তিকাতে কুম্ভকারের যত্ন হইত না এই যুক্তির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপে ছিল নিশ্চয় হইতেছে এবং শব্দান্তরের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল এমত প্রমাণ হইতেছে ॥ ১৮ ॥ পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ যেমন বস্ত্র সকল আকুঞ্চন অর্থাৎ তানা আর প্রসারণ অর্থাৎ পড়্যান হইতে ভিন্ন না হয় সেই মত ঘট জন্মিলে পরেও মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন নহে এই রূপ সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নয় ॥ ১৯ ॥ যথা প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥ ভিন্ন লক্ষণ হইয়া যেমন প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন না হয় সেই রূপ রূপান্তরকে পাইয়াও কার্য্য আপন উপাদান কারণ হইতে পৃথক হয় নাই ॥ ২০ ॥ এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে ইহার নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রশক্তিঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়েন তবে জীবো জগতের কারণ হইবেক যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে সৃষ্টি করে কিন্তু জীব রূপ ব্রহ্ম আপন কার্য্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে নাই এদোষ জীব রূপ ব্রহ্মে উপস্থিত হয় ॥ ২১ ॥ অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২২॥ অল্পজ্ঞ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন যে হেতু নানা শ্রুতিতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ কথন আছে অতএব জীব আপন কার্য্যের জড়তা দূর করিতে পারে নাই ॥ ২২ ॥ অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥ এক যে ব্রহ্ম উপাদান কারণ তাহা হইতে নানা প্রকার পৃথক পৃথক কার্য্য কি রূপে হইতে পারে এদোষের এখানে সঙ্গতি হইতে পারে নাই যে হেতু এক পর্ব্বত হইতে নানা প্রকার মণি এবং এক বীজ হইতে যেমন নানা প্রকার পুষ্প ফলাদি হয় সেই রূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় ॥ ২৩ ॥ পুনরায় সন্দেহ করিয়া সমাধান করিতেছেন। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥ উপসংহার দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে। ঘট জন্মাইবার জন্যে মৃত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয় কিন্তু সে সকল সহকারী ব্রহ্মের নাই অতএব ব্রহ্ম জগৎ কারণ না হয়েন এমত নহে যে হেতু ক্ষীর যেমন সহকারী বিনা স্বয়ং দধি হয় এবং জল যেমন আপনি আপনাকে জন্মায় সেই রূপ সহকারী বিনা ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥ দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥ লোকেতে যেমন দেবতা সাধন অপেক্ষা না

করিয়া ভোগ করেন সেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥২৫॥ প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন। কৃৎস্নপ্রশক্তির্নিরবয়বত্বে শব্দকোপোবা ॥ ২৬॥ ব্রহ্মকে যদি অবয়ব রহিত কহ তবে তিহোঁ একাকী যখন জগৎ রূপ কার্য্য হইবেন তখন তিহোঁ সমস্ত এক বারে কার্য্য স্বরূপ হইয়া যাইবেন তিহোঁ আর থাকিবেন নাই তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার্য্য হইলে তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব থাকে নাই যদি অবয়ব বিশিস্ট কহ তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু শ্রুতিতে তাঁহাকে অবয়ব রহিত কহিয়াছেন ॥ ২৬॥ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত। একই ব্রহ্ম উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ জগতের হয়েন যে হেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন অতএব এখানে যুক্তির অপেক্ষা নাই আর যেহেতু বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ হয়েন ॥ ২৭ ॥ আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥ পরমাত্মাতে সর্ব্ব প্রকার বিচিত্র শক্তি আছে এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে বর্ণন দেখিতেছি ॥ ২৮ ॥ স্বপক্ষেহ-দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ নিরবয়ব যে প্রধান তাহার পরিণামের দ্বারা জগৎ হইয়াছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে এবিষয় হইতে পারে নাই যে হেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হয়েন ॥২৯ ॥ শরীর রহিত ব্রহ্ম কি রূপে সর্ব্ব শক্তি বিশিস্ট হইতে পারেন ইহার উত্তর এই। সর্ব্বোপেতা চ দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তি যুক্ত হয়েন যে হেতু এমত বেদে দৃস্ট হইতেছে ॥ ৩০ ॥ বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্রিয় রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন এমত যদি কহ তাহার উত্তর পূর্ব্বে দেয়া গিয়াছে অর্থাৎ দেবতা সকল লোকেতে বিনা সাধন যেমন ভোগ করেন সেই রূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ৩১ ॥ প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন। নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন যেহেতু যে কর্ত্তা হয় সে বিনা প্রয়োজন কার্য্য করে নাই ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন জগতের সৃষ্টিতে নাই ॥ ৩২ ॥ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥ ৩৩ ॥ এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তার্থ লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদি রূপ গ্রহণ করিয়া লীলা করে সেই রূপ জগৎ রূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়া লীলা

মাত্র হয় ॥ ৩৩ ॥ জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হই-তেছে অতএব ব্রহ্মের বিষম সৃষ্টি করা দোষ জন্মে এমত যদি কহ তাহার উত্তর এই। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ সুখী আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সুখ আর দুখের দূর কর্ত্তা যে পরমাত্মা তাঁহার বৈষম্য এবং নির্দ্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই যেহেতু জীবের সংস্কার কর্ম্মের অনুসারে কল্পতরুর ন্যায় ব্রহ্ম ফলকে দেন পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জিত হয় এবং পাপে পাপ জন্মে এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি ॥ ৩৪ ॥ ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ ॥৩৫॥ বেদে কহিতেছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিলেন এই নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের সত্তা ছিল নাই অতএব সৃষ্টি কোন মতে কর্ম্মের অনুসারী না হয় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্য কারণত্ব রূপে আদি নাই যেমন বৃক্ষ ও তাহার বীজ কার্য্য কারণ রূপে অনাদি হয় ॥ ৩৫ ॥ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ জগৎ সহেতুক হয় অতএব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম্ম লইয়া জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আর বেদে উপলব্ধি হইতেছে যে কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয় কিন্তু সকল অনাদি আছেন ॥ ৩৬ ॥ নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন নাই এমত নহে। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥ বিবর্ত্ত রূপে ব্রহ্ম জগৎ কারণ হয়েন যেহেতু সকল ধর্ম্ম আর সকল শক্তি ব্রহ্মে সিদ্ধ আছে বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্য রূপে উৎপন্ন হয়েন ॥ ৩৭ ॥০॥ ০

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ১ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ সত্ত্বরজস্তম স্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ কেন না হয়েন ॥ রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং ॥ ১ ॥ অনুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে নাই যেহেতু জড় হইতে নানাবিধ রচনার সম্ভাবনা নাই ॥১॥ প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধানের প্রবৃত্তি হয় অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান কারণ নহে ॥ ২ ॥ পয়োহম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥ ৩ ॥ যদি কহ যেমন দুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত হয় আর জল যেমন স্বয়ং চলে সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত হইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং দুগ্ধাদের প্রবর্ত্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জলেতে স্থিত হইয়া জলকে প্রবর্ত্ত করান ॥ ৩ ॥ ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চা-নপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ তোমার মতে প্রধান যদি চেতনের সাপেক্ষ সৃষ্টি করিবাতে না হয় তবে কার্য্যের অর্থাৎ জগতের পৃথক অবস্থিতি প্রধান হইতে যাহা তুমি স্বীকার করহ সে পৃথক অবস্থিতি থাকিবেক না যেহেতু প্রধান তোমার মতে উপাদান কারণ সে যখন জগৎ স্বরূপ হইবেক তখন জগতের সহিত ঐক্য হইয়া যাইবেক পৃথক থাকিবেক নাই অতএব তোমার প্রমাণে তোমার মত খণ্ডিত হয় ॥ ৪ ॥ অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদি-বৎ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা প্রধান জগৎ স্বরূপ হইতে পারে না যেমন গবাদির ভক্ষণ বিনা ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বয়ং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয় ॥ ৫ ॥ অভ্যুপগমেপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥ প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিলে প্রধানেতে যাহাদিগ্যের প্রবৃত্তি নাই তাহাদিগ্যের মুক্তি রূপ অর্থ হইতে পারে না অথচ বেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন প্রধানের জ্ঞা-নের দ্বারা মুক্তি লিখেন না ॥ ৬ ॥ পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তত্রাপি ॥ ৭ ॥ যদি বল যেমন পঙ্গু পুরুষ হইতে অন্ধের চেষ্টা হয় আর অয়স্কান্তমণি হইতে লৌহের স্পন্দন হয় সেই রূপ প্রক্রিয়া রহিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় এমত হইলেও তথাপি যেমন পঙ্গু আপনার বাক্য দ্বারায় অন্ধকে প্রবর্ত্ত করায় এবং অয়স্কান্তমণি সান্নিধ্যের দ্বারা লৌহকে প্রবর্ত্ত করায় সেই রূপ ঈশ্বর আপনার ব্যাপারের দ্বারা প্রধানকে প্রবর্ত্ত করান অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয়। যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়া বি-

শিস্ট হইলেন তাহার উত্তর এই তাঁহার ক্রিয়া কেবল মায়ামাত্র বস্ত্র করিতে ব্রহ্ম ক্রিয়া বিশিষ্ট নহেন ॥ ৭ ॥ অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥ বেদে সত্ব রজ তম তিন গুণের সমতাকে প্রধান কহেন এই তিন গুণের সমতা দূর হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয় অতএব প্রধানের সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সেই প্রধানের অঙ্গ থাকে না ॥ ৮ ॥ অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥ কার্য্যের উৎপত্তির দ্বারা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ তাহা করিতে পারিবে না যেহেতু জ্ঞান শক্তি প্রধানে নাই আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে পারে নাই ॥ ৯ ॥ বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসং ॥ ১০ ॥ কেহ কহে তত্ব পঁচিশ কেহ ছাব্বিশ কেহ আটাইশ এই প্রকার পরস্পর বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ব সংখ্যাতে হইয়াছে অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানকে যে গণনা করিযাছেন সে অযুক্ত হয ॥ ১০ ॥ বৈশেষিক আর নৈয়ায়িকের মত এই যে সমবায়ি কারণের গুণ কার্য্যেতে উপস্থিত হয এমতে চৈতন্য বিশিষ্ট ব্রহ্ম কিরূপে চৈতন্য হীন জগতের কারণ হইতে পারেন ইহার উত্তর এই ॥ মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং ॥ ১১ ॥ হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহাতে মহত্ব নাই পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে দীর্ঘত্ব নাই কিন্তু যখন দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয় তখন মহত্ব গুণকে জন্মায় পরমাণু যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দীর্ঘত্ব জন্মায় অতএব এখানে যেমন কারণের গুণ কার্য্যেতে দেখা যায় না সেই রূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ হইলে দোষ কি আছে ॥ ১১ ॥ যদি কহ দুই পরমাণু নিশ্চল কিন্তু কর্ম্মাধীন দুইয়ের যোগের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি হয় ঐ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সৃষ্টি জন্মে ইহার উত্তর এই । উভয়থাপি ন কর্ম্মাহতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥ ঐ সংযোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না তাহাতে নিমিত্ত আছে ইহা কহিতে পারিবে না যে হেতু জীবের যত্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে নাই অতএব যত্ন না থাকিলে কর্ম্মের নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না অতএব ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা যায় না আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না অতএব উভয় প্রকারে দুই পরমাণুর সংযোগের কারণ কোন মতে কর্ম্ম না হয় এই হেতু ঐ মত অসিদ্ধ ॥ ১২ ॥ সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥ পরমাণু দ্ব্যণুকাদি

হইতে যদি সৃষ্টি হয় তবে পরমাণু আর দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ অ-ঙ্গীকার করিতে হইবেক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণু বাদীর সম্মত নহে অতএব ঐ মত সিদ্ধ হইল নাই যদি পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গী-কার করহ তবে অনবস্থা দোষ হয় যেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক সেই দ্ব্যণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এই রূপ দ্ব্যণুকের সহিত ত্রসরেণ্বাদের ভেদের সমতা আছে অতএব ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সম-বায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে এই প্রকারে সমবায় সম্বন্ধের অবধি থাকে না যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্ব্যণুকের সহিত দ্ব্যণুকের সম্বন্ধ ত্রসরেণুর সহিত ত্রসরেণুর সম্বন্ধ চতূরেণুর সহিত সমবায় না হইয়া স্বরূপ সম্বন্ধ হয় এমতে পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সৃষ্টি জন্মে এমত যাঁহারা কহেন সেমতের স্থাপনা হয় না ॥ ১৩ ॥ নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥ পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করিলে পরমাণুর প্রবৃত্তি নিত্য মানিতে হইবেক তবে প্রলয়ের অঙ্গীকার হইতে পারে নাই এই এক দোষ জন্মে ॥১৪॥ রূপাদিমত্বাচ্চ বিপ-র্যয়োদর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥ পরমাণু যদি সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরমাণুর রূপ স্বীকার করিতে হইবেক এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপ-র্যায় হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে নাই যেমন পটাদিতে দেখিতেছি রূপ আছে এনিমিত্ত তাহার নিত্যত্ব নাই ॥ ১৫ ॥ উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥ পরমাণু বহু গুণ বিশিষ্ট হইবেক কিম্বা গুণ বিশিষ্ট না হইবেক বহু গুণ বিশিষ্ট যদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না গুণ বিশিষ্ট না হইলে পরমাণুর কার্য্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে নাই অতএব উভয় প্রকারে দোষ জন্মে ॥ ১৬ ॥ অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥ বিশিষ্ট লোকেতে কোন মতে পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন নাই অতএব এমতের কোন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে নাই ॥১৭॥ বৈভাষিক সৌত্রা-ন্তিকের মত এই যে পরমাণু পুঞ্জ আর পরমাণু পুঞ্জের পঞ্চস্কন্ধ এই দুই মিলিত হইয়া সৃষ্টি জন্মে প্রথমত রূপস্কন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ যাহা নিরূপিত আছে দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান-স্কন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের জ্ঞান তৃতীয়ত বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের জ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব চতুর্থ সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ দেবদত্তাদি নাম পঞ্চম

সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা এই মতকে বক্তব্য সূত্রের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ॥ সমুদায়উভয়হেতুকেপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥ অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ এই উভয়ের দ্বারা যদি সমুদায় দেহ স্বীকার কর তত্রাপি সমুদায় দেহের সৃষ্টি ঐ উভয় হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই যেহেতু চৈতন্য স্বরূপ কর্ত্তার ঐ উভয়ের মধ্যে উপলব্ধি হয় নাই ॥ ১৮ ॥ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ পরমাণু পুঞ্জ ও তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর কারণ হইয়া ঘটী যন্ত্রের ন্যায় দেহকে জন্মায় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু ঐ পরমাণু পুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে স্বীকার না করিলে হইতে পারে নাই যেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি থাকিলেও কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না ॥ ১৯ ॥ উত্তরোৎপাদে পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥ ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্তু ক্ষণিক হয় এমত স্বীকার করিলে পরক্ষণে যে কার্য্য হইবেক তাহার পূর্ব্বক্ষণে ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিতে হইবেক অতএব হেতু বিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাই এই দোষ ওমতে জন্মে ॥ ২০ ॥ অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥ যদি কহ হেতু নাই অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত কহিলে তোমার এপ্রতিজ্ঞা যে যাবৎ কার্য্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষা পায় না আর যদি কহ কার্য্য কারণ দুই একক্ষণে হয় তবে তোমার ক্ষণিক মত অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ পরক্ষণে কার্য্য ইহা রক্ষা পাইতে পারে নাই ॥ ২১ ॥ বৈনাশিকের মত যে এই সকল ক্ষণিক বস্তুর ধ্বংস অবশ্য বিশ্ব সংসার কেবল আকাশময় সে আকাশ অস্পষ্ট রূপ একারণ বিচার যোগ্য হয় না ঐ মতকে নিরাকরণ করিতেছেন। প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥ সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না যেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয় তথাপি বুদ্ধি বৃত্তিতে যে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ বৈনাশিকেরা যদি কহে সামান্য জ্ঞানের কিম্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ

ব্যতিরেকে যে সকল বস্তু দেখিতেছি সে কেবল ভ্রান্তি যে হেতু ব্যক্তি সকল ক্ষণিক আর মূল মৃত্তিকা আদিতে মৃত্তিকাদি ঘটিত সকল বস্তু লীন হয় তাহার উত্তর এই। উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥ ভ্রান্তির নাশ দুই প্রকারে হয় এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয় দ্বিতীয়ত স্বয়ং নাশকে পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রান্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মত বিরুদ্ধ হয় যে হেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু স্বীকার করে নাই যদি বল স্বয়ং নাশ হয় তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয় যেহেতু তুমি কহ নাশ আর তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি এই দুই পদার্থ তাহার মধ্যে ভ্রান্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার করিলে দুই পদার্থ থাকে না অতএব উভয় প্রকার মতে বৈনাশিকের মতে দোষ হয় ॥ ২৩ ॥ আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ যেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি গুণ আছে সেই রূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে এমত কোন বিশেষণ নাই যে আকাশকে পৃথক স্বীকার করা যায় ॥ ২৪ ॥ অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥ আত্মা প্রথমত বস্তুর অনুভব করেন পশ্চাৎ স্মরণ করেন যদি আত্মা ক্ষণিক হইতেন তবে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্মৃতি থাকিত নাই ॥ ২৫ ॥ নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ ক্ষণিক মতে যদি কহ যে অসৎ হইতে সৃষ্টি হইতেছে এমত সম্ভব হয় না যে হেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥ উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥ অসৎ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত বল তবে যাহারা কখন কৃষি কর্ম্ম করে নাই এমত উদাসীন লোককে কৃষি কর্ম্মের কর্ত্তা কহিতে পারি বস্তুত এই দুই অপ্রসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥ কোন ক্ষণিকে বলেন যে সাকার ক্ষণিক বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাভাস এই ভিন্ন অন্য বস্তু নাই এমতকে নিরাস করিতেছেন। নাভাবউপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥ বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর যে অভাব কহে সে অভাব অপ্রসিদ্ধ যে হেতু ঘট পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হই-তেছে। আর এই সূত্রের দ্বারা শূন্যবাদিকেও নিরাস করিতেছেন তখন সূত্রের এই অর্থ হইবেক যে বিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের অভাব নাই যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে ॥ ২৮ ॥ বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥ যদি কহ স্বপ্নেতে যেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকে না সেই মত জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্তু নাই যাবদ্বস্তু বিজ্ঞান কল্পিত হয় তাহার উত্তর এই স্বপ্নেতে যে বস্তু দেখা

হায় সে সকল বস্তু বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু বাধিত হয় নাই অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থা নহে যে হেতু জাগ্রৎ অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ, দেখিতেছি। শূন্যবাদীর মত নিরাকবণ পক্ষে এই সূত্রের এই অর্থ হয় যে স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কেবল শূন্য মাত্র থাকে ঐ প্রকারে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিচারের দ্বারা শূন্য মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্তু নাই এমত কহা যায় না যে হেতু সুষুপ্তিতেও আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে অতএব সুষুপ্তিতেও শূন্যের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ আছে ॥২৯॥ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥ যদি কহ বাসনা দ্বারা ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে তাহার উত্তর এই বাসনার সম্ভব হইতে, পারে নাই যে হেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয় তোমাব মতে পদার্থের অভাব মানিতে হইবেক অতএব সুতরাং বাসনার অভাব হইবেক। শূন্যবাদীর মত নিবাকবণ পক্ষে এ সূত্রের এই অর্থ হয় যে শূন্যকে যদি স্বপ্রকাশ বল তবে শূন্যকে ব্রহ্ম নাম দিতে হয় যদি কহ শূন্য স্বপ্রকাশ নয় তবে তাহার প্রকাশ কর্ত্তার অঙ্গীকার কবিতে হইবেক কিন্তু বস্তুত তাহার প্রকাশ কর্ত্তা নাই যে হেতু তোমার মতে পদার্থ মাত্রের উপলব্ধি নাই ॥ ৩০ ॥ ক্ষণিকত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ যদি কহ আমি আছি আমি নাই ইত্যাদি অনুভব যাবজ্জীবন থাকে ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে যে বাসনা জীবের ধর্ম্ম হয় তাহার উত্তর এই আমি এই ইত্যাদি অনুভবও তোমার মতে ক্ষণিক তবে তাহার ধর্ম্মেরো ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হয় শূন্যবাদী মতে কোন স্থানে বস্তুর ক্ষণিক হওয়া স্বীকার করিলে তাহার শূন্যবাদ বিরোধ হয় ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥ পদার্থ নাই এমত কথন দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্ব প্রকাবে অসিদ্ধ হয় ॥ ৩২ ॥ অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষেরা অঙ্গীকার করে এমতে বেদের তাৎপর্য্য এক বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা তাহার বিরোধ হয় এ সন্দেহের উত্তর এই। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥ এক সত্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না অতএব নানা বস্তু বাদির মত বিরুদ্ধ হয় তবে জগতের যে নানা রূপ দেখি তাহার কারণ এই জগৎ মিথ্যা তাহার রূপ মায়িক মাত্র ॥ ৩৩ ॥

এবঞ্চাত্মা কাৎস্ন্যং ॥ ৩৪ ॥ যদি কহ দেহের পরিমাণের অনুসারে আত্মার পরিমাণ হয় তাহার উত্তর এই দেহকে যেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত স্বীকার করিতেছ সেই রূপ আত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার যদি করহ তবে ঘট পটাদি যাবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিত্য দেখিতেছি সেই মত আত্মারো অনিত্য হওয়া দোষ মানিতে হইবেক ॥ ৩৪ ॥ ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মাকে যদি বৈদান্তিকেরা এক এবং অপরিমিত কহেন তবে সেই আত্মা হস্তিতে এবং পিপীলিকাতে কি রূপে ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারেন অতএব পর্য্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হওয়া ছোট স্থানে ছোট হওয়া এই রূপ আত্মার পৃথক পৃথক গমন স্বীকার করিলে বিরোধ হইতে পারে না এমত দোষ বৈদান্ত মতে যে দেয় তাহার মত অগ্রাহ্য যেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এমতে অঙ্গীকার করিতে হয় আর যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাহার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৩৫ ॥ অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥ জৈনেরা কহে যে মুক্ত আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিম্বা সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইবেক ইহার উত্তর এই দৃষ্টান্তানুসারে অর্থাৎ শেষ পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি পরিমাণের এবং মধ্য পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয় যেহেতু অন্ত্য পরিমাণ নিত্য হইলে পরিমাণের উৎপত্তির অভাব হয় এই হেতু অন্ত্য পরিমাণের আদি মধ্য পরিমাণের সহিত বিশেষ রহিল নাই অতএব সিদ্ধান্ত এই যে এক আত্মার পরিমাণান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে শরীরের স্থূল সূক্ষ্মতা লইয়া আত্মার পরিমাণ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কহে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ হয়েন উপদান কারণ নহেন তাহারদিগের মত নিরাকরণ করিতেছেন ॥ পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ যদি ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ বল তবে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এ রূপ দৃষ্টি হইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের রাগ দ্বেষ উপলব্ধি হইয়া সামঞ্জস্য থাকে না বেদান্ত মতে এই দোষ হয় না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপে প্রতীত হইতেছেন তাঁহার রাগ দ্বেষ আত্ম স্বরূপ জগতে স্বীকার করিতে হয় নাই যেহেতু আপনার প্রতি কাহারো অসামঞ্জস্য থাকে না ॥ ৩৭ ॥ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর নিরবয়ব তাহাতে অপরকে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ নিরবয়ব বস্তু অপরকে প্রেরণ

করিতে পারে না অতএব জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নহেন॥৩৮॥ অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥ ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ হইলে তাঁহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ৩৯ ॥ করণাচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ॥ ৪০ ॥ যদি কহ যেমন জীব ইন্দ্রিয়াদি জড়কে প্রেরণ করেন সেই রূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বর প্রেরণ করেন তাহাতে উত্তর এই যে ঈশ্বর পৃথক হইয়া জড়কে প্রেরণ করেন এমত স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪০ ॥ অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥ ঈশ্বরকে যদি কহ যে প্রধানাদিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত করিয়াছেন তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ বিনাশ স্বীকার করিতে হয় যেমন আকাশের পরিচ্ছেদক ঘট অতএব তাহার নাশ দেখিতেছি যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না তবে এমতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে নাই অতএব উভয় প্রকারে এইমত অসিদ্ধ হয় ॥ ৪১ ॥ ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জীব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এমত নহে॥ উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥ জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে পুনঃ পুনঃ জন্ম বিশিষ্ট যে জীব তাহাতে নির্ব্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ॥ ৪২ ॥ ন চ কর্ত্তুঃ করণং ॥ ৪৩ ॥ ভাগবতেরা কহেন সঙ্কর্ষণ জীব হইতে মনরূপ করণ জন্মে সেই মনরূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সৃষ্টি করে এমত কহিলে সেমতে দোষ জন্মে যে হেতু কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি হয় নাই যেমন কুম্ভকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না ॥ ৪৩ ॥ বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥ সঙ্কর্ষণাদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ অতএব যেমন বাসুদেব বিজ্ঞান বিশিষ্ট সেই রূপ সঙ্কর্ষণাদিও বিজ্ঞান বিশিষ্ট হইবেন তবে বাসুদেবের ন্যায় সঙ্কর্ষণাদেরো উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না অতএব এমত অগ্রাহ্য ॥ ৪৪ ॥ বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥ ভাগবতেরা কোন স্থলে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণাদের অভেদ কহেন কোন স্থলে ভেদ কহেন এই রূপ পরস্পর বিরোধ হেতুক এমত অগ্রাহ্য ॥ ৪৫ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন যে তেজ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই অন্য শ্রুতিতে কহেন যে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এই রূপ শ্রুতির বিরোধ দেখিতেছি এই সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে ॥ ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥ বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ তাহার উৎপত্তি নাই যে হেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া যায় নাই ॥ ১ ॥ বাদীর এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী কহিতেছে ॥ অস্তি তু ॥২॥ বেদে আকাশের উৎপত্তি কথন আছে তথাহি আত্মন আকাশ ইতি অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে ॥২॥ ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে ॥ গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥ আকাশের উৎপত্তি কথন যেখানে বেদে আছে সে মুখ্য নহে কিন্তু গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য্য হয় যেহেতু নিত্য যে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ৩ ॥ শব্দাচ্চ ॥ ৪ ॥ বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা যায় নাই ॥ ৪ ॥ স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৫ ॥ প্রতিবাদী সন্দেহ করে যে একই ঋচাতে আকাশের জন্ম যখন কহিবেন তখন গৌণার্থ লইবে যখন তেজাদির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে এমত কি রূপে হইতে পারে ইহার উত্তর বাদী করিতেছে যে একই উৎপত্তি শব্দের এক স্থলে গৌণত্ব মুখ্যত্ব দুই হইতে পারে যেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্মা বিষয়ে মুখ্য অন্নাদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। গৌণ তাহাকে কহি যে প্রসিদ্ধার্থের সদৃশার্থকে কহে ॥ ৫ ॥ এখন বাদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিয়া মধ্যস্থ কহিতেছেন। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মের সহিত সমুদায় জগতের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে এই নিমিত্তে ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়েতে এবং এক ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয় এবিষয়েতে যে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হয় যে হেতু ব্রহ্ম আর আকাশ এমতে দুই পৃথক নিত্য হইবেন তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥ এখন সিদ্ধান্তী বিরোধের সমাধান করিতেছেন ॥ যাবদ্বিকারন্তু বিভাগোলোকবৎ ॥ ৭ ॥ আকাশাদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রহ্মের বিভাগ অর্থাৎ

ভেদ আছে যেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই যেমন লোকেতে ঘটাদের সৃষ্টিতে পৃথিবীর সৃষ্টির অঙ্গীকার করা যায় না তবে যদি বল তেজাদের সৃষ্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন আকাশের কহেন নাই ইহার সমাধা এই আকাশাদের সৃষ্টির পরে তেজাদের সৃষ্টি হইয়াছে এই অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয় আর যদি বল শ্রুতিতে বায়ুকে এবং আকাশকে অমৃত কহিয়াছেন তাহার সমাধা এই পৃথিবী প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া আকাশ আর বায়ুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে ॥ ৭ ॥ এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥ এই রূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বারা মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ করা গেল যেহেতু তৈত্তিরীয়তে বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন আর ছান্দোগ্যেতে অনুৎপত্তি কহিয়াছেন অতএব উভয় শ্রুতির বিরোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দের গৌণতা আর উৎপত্তি শব্দের মুখ্যতা স্বীকার করা যাইবেক ॥ ৮ ॥ শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে হে ব্রহ্ম তুমি জন্মিতেছ এবং জন্মিয়াছ অতএব ব্রহ্মের জন্ম পাওয়া যাইতেছে এমত নহে ॥ অসম্ভবস্তু সতোঽনুৎপত্তেঃ ॥ ৯ ॥ সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভব হয় নাই যেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে ঘটত্ব জাতি কি রূপে হইতে পারে তবে বেদে ব্রহ্মের যে জন্মের কথন আছে সে ঔপাধিক অর্থাৎ আরোপণ মাত্র ॥ ৯ ॥ এক বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয় অন্য শ্রুতি কহিতেছেন যে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয় এই দুই বেদের বিরোধ হয় এমত নহে। তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ১০ ॥ বায়ু হইতে তেজের জন্ম হয় এই শ্রুতিতে কহিতেছেন তবে যেখানে ব্রহ্ম হইতে তেজের জন্ম কহিয়াছেন সে বায়ুকে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন মাত্র ॥ ১০ ॥ এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি অন্য শ্রুতিতে কহিয়াছেন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি অতএব উভয় শ্রুতিতে বিরোধ হয় এমত নহে ॥ আপঃ ॥ ১১ ॥ অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি হয় তবে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি যে কহিয়াছেন সে অগ্নিকে ব্রহ্ম রূপাভিপ্রায়ে কহেন ॥ ১১ ॥ বেদে কহেন জল হইতে অন্নের জন্ম সে অন্ন শব্দ হইতে পৃথিবী ভিন্ন অন্ন রূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥ পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥ অন্ন শব্দ

হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয় যে হেতু অন্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দেতে পৃথিবী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ আকাশাদি পঞ্চভূতেরা আপনার আপনার সৃষ্টি করিতেছে ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে না এমত নহে ॥ তদভিধ্যানাদেব তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৩॥ আকাশাদি হইতে সৃষ্টি যাহা দেখিতেছি তাহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মই স্রষ্টা হয়েন যে হেতু সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ॥১৩॥ পঞ্চভূতের পরস্পর লয় উৎপত্তির ক্রমে হয় এমত কহিতে পারিবে না। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽতউপপদ্যতে চ ॥১৪॥ উৎপত্তি ক্রমের বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয় যেমন আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয় কিন্তু লয়ের সময় আকাশেতে বায়ু লীন হয় যে হেতু কারণে অর্থাৎ পৃথিবীতে কার্য্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সম্ভব হয় কার্য্যে কারণের নাশ সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥ এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্ব্বেন্দ্রিয় আর আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মে দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূত হইতেছে অতএব দুই শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয় এই বিরোধকে পর সূত্রে সমাধান করিতেছেন। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥ বিজ্ঞান শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রতিপাদ্য হয় সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন ইহারদিগের সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির অন্তরা অর্থাৎ পূর্ব্বে হয় এই রূপ ক্রম শ্রুতির দ্বারা দেখিতেছি এমত কহিবে না যে হেতু পঞ্চভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন হয় অতএব উৎপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমের কোন বিশেষ নাই যদি কহ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় তাহার সমাধা কি রূপে হয় ইহাতে উত্তর এই যে শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণন করা তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হওয়াই তাৎপর্য্য ॥ ১৫॥ যদি কহ জীব নিত্য তবে তাহার জাতকর্ম্মাদি কি রূপে শাস্ত্র সম্মত হয় ॥ চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ জীবের জন্মাদি কথন স্থাবর জঙ্গম দেহকে অবলম্বন করিয়া কহিতেছেন জীব বিষয়ে যে জন্মাদি কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত মাত্র যেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের জন্মাদি কহা যায় অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্ম্মাদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥ বেদে

কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় অতএব জীব নিত্য নহে। নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৭ ॥ আত্মা অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই যে হেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে জীব নিত্য যদি কহ ব্রহ্ম হইতে জীব সকল জন্মিয়াছে এই শ্রুতির সমাধান কি ইহার উত্তর এই সেই শ্রুতিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব শুনেন এপ্রযুক্ত জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত নহে। জ্ঞোহতএব ॥ ১৮ ॥ জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয় যে হেতু জীবের উৎপত্তি নাই যদি কহ তবে আধুনিক দৃষ্টি কর্ত্তা শ্রবণ কর্ত্তা জীব কি রূপে হয় তাহার উত্তর এই জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে তবে ঘট পটাদের আধুনিক প্রত্যক্ষ লইয়া জীবের দর্শন শ্রবণের আধুনিক ব্যবহার হয় ॥ ১৮ ॥ সুষুপ্তি সময়ে জীবের জ্ঞান থাকে না এমত কহিতে পারিবে নাই। যুক্তেশ্চ ॥১৯॥ নিদ্রার পর আমি সুখে সুইয়া ছিলাম এই প্রকার স্মরণ হওয়াতে নিদ্রাকালেতে জ্ঞান থাকে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলে পশ্চাৎ স্মরণ হয় না ॥ ১৯ ॥ শ্রুতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্র হয় ইহাকে অবলম্বন করিয়া দশ পর সূত্রে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে জীবের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে হয় ॥ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥ ২০ ॥ এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের ঊর্দ্ধগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে যান তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্ব্বার জীব আইসেন এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয় ॥ ২০ ॥ যদি কহ দেহের সহিত যে অভেদ জ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি সেই উৎক্রণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় নাই যে হেতু গমনাগমন দেহ সাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই ॥ স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২১ ॥ স্বকীয় সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয় ॥ ২১ ॥ নাণুরতৎশ্রুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ ॥২২॥ যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে যেহেতু বেদে জীবকে মহান কহিয়াছেন এমত কহিতে পারিবে না কারণ এই যে শ্রুতিতে জীবকে মহান কহিয়াছেন সে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্ম হয়েন ॥ ২২॥ স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২৩ ॥ জীবের

প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন আর জীবের পরিমাণ করেন যে শ্রুতিতে তাহাকে উন্মান কহেন এই স্বশব্দ আর উন্মানের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হইতেছে ॥ ২৩ ॥ অবিরোধশ্চন্দনবৎ॥ ২৪ ॥ শরীরের এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদায় দেহে সুখ হয় সেই রূপ জীব ক্ষুদ্র হইয়াও সকল দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেন অতএব ক্ষুদ্র হইলেও বিরোধ নাই ॥ ২৪ ॥ অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥২৫॥ চন্দন স্থান ভেদে শীতল করে কিন্তু জীব সকল দেহব্যাপী যে সুখ তাহার জ্ঞাতা হয় অতএব জীবের মহত্ত্ব স্বীকার যুক্ত হয় এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু অল্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রবণের দ্বারা জীবকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২৫ ॥ গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৬ ॥ জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র কিন্তু জ্ঞান গুণের প্রকাশের দ্বারা জীব ব্যাপক হয় যেমন লোকে অল্প প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা সমুদায় গৃহের প্রকাশক দীপ হয় ॥ ২৬ ॥ ব্যতিরেকোগন্ধবৎ ॥ ২৭ ॥ জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয় যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ব্বথা ব্যাপক হয় যেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দূর গমনে আধিক্য দেখিতেছি ॥ ২৭ ॥ তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥ জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় এমত শ্রুতিতে দেখাইতেছেন ॥ ২৮ ॥ পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৯ ॥ বেদে কহিতেছেন জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করেন অতএব জীব কর্ত্তা হইলেন জ্ঞান করণ হইলেন এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় বস্তুত ক্ষুদ্র ॥ ২৯ ॥ এই পর্য্যন্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল। এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥৩০॥ বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব গুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতা কথন হইতেছে যে হেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্য রূপে থাকে যেমন প্রাজ্ঞকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া বেদে কহেন বস্তুত পরমাত্মা ও জীব কেহ ক্ষুদ্র নহেন। এই সূত্রে তু শব্দ শঙ্কা নিরাসার্থে হয় ॥৩০॥ যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥৩১॥ যদি কহ বুদ্ধির ক্ষুদ্রত্ব ধর্ম্ম জীবেতে আরোপণ করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব কহেন তবে যখন সুষুপ্তি সময়ে বুদ্ধি না থাকে তখন জীবের মুক্তি কেন

না হয় তাহার উত্তর এই এদোষ সম্ভব হয় না যেহেতু যাবৎ কাল জীব সংসারে থাকেন তাবৎ বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে বেদেতে এই মত দেখিতেছি স্থূল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে কিন্তু ভ্রম মূল বুদ্ধিযোগের নাশ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে হয়॥ ৩১॥ পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥ ৩২॥ সুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে হয় না যে হেতু যেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব সূক্ষ্ম রূপে বর্ত্তমান থাকে যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত হয় সেই রূপ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত হয়॥ ৩২॥ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মোবান্যথা॥ ৩৩॥ যদি মনকে স্বীকার না কর আর কহ মনের কার্য্যকারিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে আছে তবে সকল ইন্দ্রিয়েতে এক কালে যাবৎ বস্তুর উপলব্ধি দোষ জন্মে যে হেতু মন ব্যতিরেকে জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিধান সকল বস্তুতে আছে যদি কহ জ্ঞানের কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় নাই তবে কোন বস্তুর উপলব্ধি না হইবার দোষ জন্মে আর যদি এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকালে অন্য সকল ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ স্বীকার করহ তবে সর্ব্ব প্রকারে দোষ হয় যে হেতু আত্মা নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না সেই রূপ জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পারিবে না অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় না॥ ৩৩॥ বেদে কহিতেছেন যে আত্মা কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে হইতে পারে না বুদ্ধির কেবল কর্ত্তৃত্ব হয় তাহার উত্তর এই॥ কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ॥ ৩৪॥ বস্তুত আত্মা কর্ত্তা না হয়েন কিন্তু উপাধির দ্বারা আত্মা কর্ত্তা হয়েন যে হেতু আত্মাতে কর্ত্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থক্য হয়॥ ৩৪॥ বিহারোপদেশাৎ॥ ৩৫॥ বেদে কহেন জীব স্বপ্নেতে বিষয়কে ভোগ করেন অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা হয়েন॥ ৩৫॥ উপাদানাৎ॥ ৩৬॥ বেদে কহেন ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ শক্তিকে স্বপ্নেতে জীব লইয়া মনের সহিত হৃদয়েতে থাকেন অতএব জীবের গ্রহণ কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ হইতেছে এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা॥ ৩৬॥ ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ॥ ৩৭॥ বেদে কহেন জীব যজ্ঞ

করেন অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্ত্তৃত্বের কথন আছে অতএব আত্মা কর্ত্তা যদি আত্মাকে কর্ত্তা না করিয়া জ্ঞানকে কর্ত্তা কহ তবে যেখানে বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন এমত কথন আছে সেখানে জ্ঞানকে করণ না কহিয়া কর্ত্তা করিয়া বেদে কহিতেন ॥ ৩৭ ॥ আত্মা যদি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয়েন তবে অনিষ্ট কর্ম্ম কেন করেন ইহার উত্তর পর সূত্রে করিতেছেন ॥ উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৮ ॥ যেমন অনিষ্ট কর্ম্মের কথন কখন ইষ্টরূপে উপলব্ধি হয় সেই রূপ অনিষ্ট কর্ম্মকে ইষ্ট কর্ম্ম ভ্রমে জীব করেন ইষ্ট কর্ম্মের ইষ্ট রূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই ॥ ৩৮ ॥ শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ বুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না যে হেতু বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তু সকলের জ্ঞান জন্মে বুদ্ধি-কে জ্ঞানের কর্ত্তা কহিলে তাহার করণ অপেক্ষা করে এই হেতু বুদ্ধি জীবের করণ হয় জীব নহে ॥ ৩৯ ॥ সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৪০ ॥ সমাধি কালে বুদ্ধি থাকে নাই আর যদি আত্মাকে কর্ত্তা করিয়া স্বীকার না করহ তবে সমাধির লোপাপত্তি হয় এই হেতু আত্মাকে কর্ত্তা স্বীকার করিতে হই-বেক। চিত্তের বৃত্তি নিরোধকে সমাধি কহি ॥৪০॥ যথা চ তক্ষোভয়থা ॥৪১॥ যেমন তক্ষা অর্থাৎ ছুতার বাইসাদি বিশিষ্ট হইলেই কর্ম্ম কর্ত্তা হয় আর বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব থাকে না সেই রূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব হয় উপাধি ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব থাকে নাই সে অকর্ত্তৃত্ব সুষুপ্তি কালে জীবের হয় ॥৪১॥ সেই জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরা-ধীন না হয় এমত নহে ॥ পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪২॥ জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় যে হেতু এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন যে ঈশ্বর যাহাকে ঊর্দ্ধ্ব লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ও যাহাকে অধো লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অধম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ॥৪২॥ ঈশ্বর যদি কাহাকেও উত্তম কর্ম্ম করান কাহাকেও অধম কর্ম্ম করান তবে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয় এমত নহে ॥ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে জীবকে উত্তম অধম কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত করান এই হেতু যে বেদেতে বিধি নিষেধ করিয়াছেন তাহার সাফল্য হয় যদি বল তবে ঈশ্বর কর্ম্মের সাপেক্ষ হইলেন এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু

যেমন ভোজ বিদ্যার দ্বারা লোক দৃষ্টিতে মারণ বন্ধনাদি ক্রিয়া দেখা যায় বস্তুত যে ভোজ বিদ্যা জানে তাহার দৃষ্টিতে মারণ বন্ধন কিছুই নাই সেই রূপ জীবের সুখ দুঃখ লৌকিকাভিপ্রায়ে হয় বস্তুত নহে ॥ ৪৩ ॥ লৌকিকাভিপ্রায়েতেও জীব ঈশ্বরের অংশ নয় এমত নহে। অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়তএকে ॥ ৪৪ ॥ জীব ব্রহ্মের অংশের ন্যায় হয়েন যে হেতু বেদে নানা স্থানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ করিয়া কহিতেছেন কিন্তু জীব বস্তুত ব্রহ্মের অংশ না হয়েন যে হেতু তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ করিয়া কহিতেছেন আর আথর্ব্বণিকেরা ব্রহ্মকে সর্ব্বময় জানিয়া দাস ও শঠকেও ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৪৫ ॥ বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান হয় ॥ ৪৫ ॥ অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৪৬ ॥ গীতাদি স্মৃতিতেও জীবকে অংশ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ যদি কহ জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় এমত নহে ॥ প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ ॥ ৪৭ ॥ জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় নাই যেমন কাষ্ঠের দীর্ঘতা লইয়া অগ্নির দীর্ঘতা অনুভব হয় কিন্তু বস্তুত অগ্নি দীর্ঘ নহে ॥ ৪৭ ॥ স্মরন্তি চ ॥ ৪৮ ॥ গীতাদি স্মৃতিতেও এই রূপ কহিতেছেন যে জীবের সুখ দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ সুখ হয় না ॥ ৪৮ ॥ অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৯ ॥ জীবেতে যে বিধি নিষেধ সম্বন্ধ হয় সে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া জানিবে যেমন এক অগ্নি যজ্ঞের ঘটিত হইলে গ্রাহ্য হয় শ্মশানের ঘটিত হইলে ত্যাজ্য হয় ॥ ৪৯ ॥ অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৫০ ॥ জীব যখন উপাধি বিশিস্ট হইয়া এক দেহেতে পরিছিন্ন হয় অন্য দেহের সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ তখন সে জীবের থাকে নাই ॥ ৫০ ॥ আভাসএব চ ॥ ৫১ ॥ যেমন সূর্য্যের এক প্রতিবিম্বের কম্পনেতে অন্য প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না সেই রূপ জীব সকল ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এই হেতু এক জীবের সুখ দুঃখ অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না॥৫১॥ সাংখ্যেরা কহেন সকল জীবের ভোগাদি প্রধানের সম্বন্ধে হয় নৈয়ায়িকেরা কহেন জীবের এবং ঈশ্বরের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হয় অতএব এই দুই মতে দোষ স্পর্শে যে হেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইতো এই দোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈয়ায়িকেরা এই রূপে করেন যে পৃথক

পৃথক অদৃষ্টের দ্বারা পৃথক পৃথক ফল হয় এমত সমাধান কহিতে পারিবে নাই॥ অদৃস্টানিয়মাৎ॥ ৫২॥ সাংখ্যেরা কহেন অদৃস্ট প্রধানেতে থাকে নৈয়ায়িকেরা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে এই রূপ হইলে প্রধানের ও জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা অদৃষ্টের অনিয়ম হয় অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল॥ ৫২॥ যদি কহ আমি করিতেছি এই রূপ পৃথক পৃথক জীবের সঙ্কল্প পৃথক পৃথক অদৃষ্টের নিয়ামক হয় তাহার উত্তর এই॥ অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবং॥ ৫৩॥ অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প মনোজন্য হয় সে সঙ্কল্প জীবেতে আছে অতএব সেই জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ প্রযুক্ত অদৃষ্টের ন্যায় সঙ্কল্পের অনিয়ম হয়॥ ৫৩॥ প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ॥ ৫৪॥ প্রতি শরীরে সঙ্কল্পের পার্থক্য কহিতে পারি না যে হেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেন॥ ৫৪॥ ০॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ০॥

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদে কহেন সৃষ্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিলো অতএব এই শ্রুতির দ্বারা বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নাই এমত নহে ॥ তথা প্রাণাঃ ॥১॥ যেমন আকাশাদির উৎপত্তি সেই রূপ প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এমত অনেক শ্রুতিতে আছে ॥১॥ গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥২॥ যদি কহ যে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ হয় মুখ্যার্থ নহে এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সকলকে বিশেষ রূপে অনিত্য কহিয়াছেন॥২॥ তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ॥২॥ দ্বিতীয়ত এক শ্রুতিতে আকাশাদের উৎপত্তি মুখ্যার্থ হয় ইন্দ্রিয়াদের উৎপত্তি গৌণার্থ এমত অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অসম্ভব হয় ॥২॥ তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ॥৩॥ বাক্য মন ইন্দ্রিয় এ সকল উৎপন্ন হয় যেহেতু বাক্যের কারণ তেজ মনের কারণ পৃথিবী ইন্দ্রিয়ের কারণ জল অতএব কারণ আপন কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্য থাকিবেক তবে বেদে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়েরা ছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অব্যক্ত রূপে ব্রহ্মেতে ছিলেন ॥ ৩ ॥ কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন পশুরূপ পুরুষকে আট ইন্দ্রিয়েরা বন্ধ করে আর কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান সাত অপ্রধান দুই এই নয় ইন্দ্রিয় হয় এই দুই শ্রুতির বিরোধেতে কেহ এই রূপে সমাধান করেন। সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয় সাত হয়েন বেদে এমত উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে যেহেতু ইন্দ্রিয় সাত করিয়া বিশেষ বেদে কহিতেছেন তবে দুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে তাহা ঐ সাতের অন্তর্গত জানিবে এই মতে মন এক। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচেতে এক। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এই সাত হয়॥৪॥ এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ দিয়া স্বমত কহিতেছেন ॥ হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতোনৈবং॥ ৫ ॥ বেদেতে হস্ত পাদাদিকেও ইন্দ্রিয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাত ইন্দ্রিয় কহিতে পারিবে না কিন্তু ইন্দ্রিয় একাদশ হয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় যে বেদে কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য মস্তকের সপ্ত ছিদ্র হয় আর অপ্রধান দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য অধোদেশের দুই ছিদ্র হয় ॥ ৫ ॥ অপরিমিত অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয় সকল হয় অতএব ইন্দ্রিয় সকল অপরিমিত হয় এমত নহে ॥ অণবশ্চ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরি

ণিত হয়েন যে হেতু ইন্দ্রিয় বৃত্তি দূর পর্য্যন্ত যায় না এবং বেদেতে ইন্দ্রিয় সকলের উৎক্রমণের শ্রবণ আছে ॥ ৬ ॥ বেদে কহেন মহা প্রলয়েতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন আর ঐ শ্রুতিতে আনীত এই শব্দ আছে তাহাতে বুঝা যায় প্রাণ ছিলো। এমত নহে। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৭ ॥ শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ তিনিও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন যে হেতু বেদে কহিয়াছেন প্রাণ আর সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তবে আনীত শব্দের অর্থ এই। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৭ ॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু হয় কিম্বা বায়ু জন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হয় এই সন্দেহেতে কহিতেছেন॥ ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥৮॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বায়ু জন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নহে যে হেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক করিয়া কহিয়াছেন তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে কহিয়াছেন যে বায়ু সেই প্রাণ হয় সে কার্য্যে কারণের অভেদ রূপে কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥ যদি কহ জীব আর প্রাণের ভেদ আছে অতএব দেহ উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাকুল হইবেক এমত নহে ॥ চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥৯॥ চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবের অধীন হয় যে হেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবের সহকারে আছে পৃথক অধিকার নাই তাহার কারণ এই যে চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণো ভৌতিক এবং অচেতন হয় ॥ ৯ ॥ চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা কহা উচিত নহে যেহেতু চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয় আছে প্রাণের বিষয় নাই তাহার উত্তর এই ॥ অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১০ ॥ যদি কহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের করণ না হয় ইহা কহিলে দোষ হয় না যেহেতু প্রাণ জীবের করণ না হইয়াও দেহ ধারণ রূপ বিষয় করিতেছে বেদেতেও এই রূপ দেখিতেছি ॥ ১০ ॥ পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥ ১১ ॥ প্রাণের পাঁচ বৃত্তি নিঃশ্বাস এক প্রশ্বাস দুই দেহ ক্রিয়া তিন উৎক্রমণ চারি সর্ব্বাঙ্গে রসের চালন পাঁচ। মনের যেমন অনেক বৃত্তি সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয় যুক্ত হইল ॥১১॥ বেদে কহিয়াছেন জীব তিন লোকের সমান হয়েন জীবের সমান প্রাণ হয় ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ মহান হয় এমত নহে ॥ অণুশ্চ ॥ ১২ ॥ প্রাণ ক্ষুদ্র হয়েন যেহেতু প্রাণের উৎক্রমণ বেদে শ্রবণ আছে তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে

প্রাণকে মহান করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সামান্য বায়ু হয় ॥১২॥ বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদি করেন অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে অপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে ॥ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৩ ॥ জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্যাদির অধিষ্ঠানের দ্বারা চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়েরা আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়েন যে হেতু সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন আছে যদি বল যিনি তাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন তিনি তাহার ফল ভোগ করেন তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয় জন্য ফল ভোগের আপত্তি হয় ইহার উত্তর এই রথের অধিষ্ঠাতা সারথি সে তাহার ফল ভোগ করে না ॥ ১৩ ॥ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৪ ॥ প্রাণ বিশিষ্ট যে জীব তিনি ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ করেন যে হেতু শব্দ ব্রহ্মে কহিতেছেন যে চক্ষু ব্যাপ্ত হইয়া জীব চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে তাহাকে দেখাইবার জন্যে সূর্য্য চক্ষুতে গমন করেন ॥ ১৪ ॥ তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ ভোগাদি বিষয়ে জীবের নিত্যতা আছে অতএব অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ফল ভোক্তা নহেন ॥ ১৫ ॥ বেদেতে আছে যে ইন্দ্রিয়েরা কহিতেছেন যে আমরা প্রাণের স্বরূপ হইয়া থাকি অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের ঐক্যতা মুখ্য প্রাণের সহিত আছে এমত নহে ॥ ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৬ ॥ শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সকল ভিন্ন হয় যে হেতু বেদেতে ভেদ কথন আছে তবে যে পূর্ব্ব শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের অধীন হয় ॥ ১৬ ॥ ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥ বেদেতে কহিয়াছেন যে সকল ইন্দ্রিয়েরা মুখস্থ প্রাণকে আপনার আপনার অভিপ্রায় কহিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ দেখিতেতেছি ॥ ১৭ ॥ বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৮ ॥ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে না প্রাণের সত্তা থাকে এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্দ্রয় আর প্রাণের ভেদ আছে ॥ ১৮ ॥ বেদে কহিতেছেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে জীবের সহিত পৃথিবী এবং জল আর তেজেতে প্রবিস্ট হইয়া এই পৃথিব্যাদি তিনকে নাম রূপের দ্বারা বিকার বিশিষ্ট করি পশ্চাৎ ঐ তিনকে একত্র করিয়া পৃথক করি

অতএব এখানে জীব শব্দ ব্রহ্ম শব্দের সহিত আছে এই নিমিত্ত নাম রূপের কর্ত্তা জীব হয় এমত নহে ।। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্ত্রিবৃৎকুর্ব্বতউপদেশাৎ ।। ১৯ ।। পৃথিব্যাদি তিনকে একত্র করেন পৃথিব্যাদি তিনকে পৃথক করেন এমন যে ঈশ্বর তিনি নাম রূপের কর্ত্তা যে হেতু বেদে নাম রূপের কর্ত্তা ঈশ্বরকে কহিয়াছেন ।। ১৯ ।। যদি কহ পৃথিবী জল তেজ এই তিন একত্র হইলে তিনের কার্য্যের ঐক্য হয় এমত কহিতে পারিবে না ।। মাংসাদিভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ।।২০।। মাংস পুরীষ মন এই তিন ভূমের কার্য্য আর এই দুইয়ের অর্থাৎ জল আর তেজের তিন তিন করিয়া ছয় কার্য্য হয় জলের কার্য্য মূত্র রুধির প্রাণ তেজের কার্য্য অস্থি মজ্জা বাক্য এই রূপ বিভাগ বেদের অসম্মত নহে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি তিনকে পঞ্চীকরণের দ্বারা একত্র করণ হয়। পঞ্চী করণ একের অর্দ্ধেক আর ভিন্ন দুইয়ের এক এক পাদ মিশ্রিত করণকে কহি ।। ২০ ।। যদি কহ পৃথিব্যাদি তিন একত্র হইলে তবে তিনের পৃথক পৃথক ব্যবহার কি প্রকারে হয় তাহার উত্তর এই ।। বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ।। ২১ ।। ভাগাধিক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদের পৃথক পৃথক ব্যবহার হইতেছে সূত্রেতে তু শব্দ সিদ্ধান্ত বোধক হয় আর তদ্বাদস্তদ্বাদঃ পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক হয় ।।২১ ।। ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। ইতি শ্রী বেদান্ত গ্রন্থে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।। ০ ।।

ওঁ তৎসৎ ॥ যদি কহ এতৎ শরীরারম্ভক পঞ্চভূতের সহিত জীব মিলিত না হইয়া অন্য দেহেতে গমন করেন এমত কহিতে পারিবে না ॥ তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ॥১॥ অন্য দেহ প্রাপ্তি সময়ে এই শরীরের আরম্ভক যে পঞ্চভূত তাহার সহিত মিলিত হইয়া জীব অন্য দেহেতে গমন করেন প্রবহনরাজের প্রশ্নে শ্বেতকেতুর উত্তরেতে ইহা প্রতিপাদ্য হইতেছে যে জল হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥ যদি কহ এই শ্রুতিতে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় অন্য চারি ভূতের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় না ॥ ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥ পূর্ব্ব শ্রুতিতে পৃথিবী অপ তেজ এই তিনের একত্রীকরণ শ্রবণের দ্বারা জলের সহিত জীবের মিলন হওয়াতে পৃথিবী আর তেজের সহিত মিলন হওয়া সিদ্ধ হয় অপ এই বহুবচন বেদে দেখিতেছি ইহাতেও বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত মিলন নহে কিন্তু জল পৃথিবী তেজ এই তিনের সহিত জীবের মিলন হয় আর শরীর বাতপিত্তময় এবং গন্ধস্বেদপাক প্রাণ অবকাশময় হয় ইহাতে বুঝায় যে কেবল জলের সহিত দেহের মিলন নহে কিন্তু পৃথিব্যাদি পাঁচের সহিত মিলন হয় ॥ ২ ॥ প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥ বেদেতে কহিতেছেন যে জীব গমন করিলে প্রাণো গমন করে প্রাণ যাইলে সকল ইন্দ্রিয় যায় এই প্রাণাদের সহিত গমনের দ্বারা বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন নহে কিন্তু সেই পাঁচের সঙ্গে মিলন হয় ॥ ৩ ॥ অগ্ন্যাদিষু গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥ যদি কহ অগ্নিতে বাক্য বায়ুতে প্রাণ আর সূর্য্যেতে চক্ষু যান এই শ্রুতির দ্বারা এই বোধ হয় যে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল অগ্ন্যাদিতে যায় জীবের সহিত যায় না এমত নহে। ওই শ্রুতির উত্তর শ্রুতিতে লিখিয়াছেন যে লোম সকল ওষিধতে লীন হয় কেশ সকল বনস্পতিতে লীন হয় অতএব এই দুই স্থলে যেমন ভাক্ত নয় তাৎপর্য্য হইয়াছে সেই রূপ অগ্ন্যাদিতেও লয় হয়া ভাক্ত স্বীকার করিতে হইবেক ॥৪ প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন তাএব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে ইন্দ্রিয় সকল প্রথম স্বর্গস্থ অগ্নিতে শ্রদ্ধা হোম করিয়াছেন অতএব পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষ রূপে হোম করা সিদ্ধ হইতে পারে নাই এমত

নহে যে হেতু এখানে শ্রদ্ধা শব্দে লক্ষণার দ্বারা দধ্যাদি স্বরূপ জল তাৎ-পর্য্য হয় যে হেতু শ্রদ্ধার হোম সম্ভব না হয় ॥৫॥ অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ই-ষ্টাদিকারিণাম্প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥ যদি বল জল যদ্যপিও পুরুষ বাচক তথাপি জলের সহিত জীবের গমন যুক্ত হয় না যে হেতু আহুতি শ্রুতিতে জলের সহিত গমন শ্রুত হইতেছে নাই এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু বেদে কহিতেছেন আহুতির রাজা সোম আর যে জীব যজ্ঞ করে সে ধূম হইয়া গমন করে অতএব জীবের পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গমন দেখি-তেছি ॥ ৬ ॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন জীব সকল চন্দ্রকে পাইয়া অন্ন হয়েন সেই অন্ন দেবতারা ভক্ষণ করেন অতএব জীব সকল দেবতার ভক্ষ্য হয়েন ভোগ করিতে স্বর্গ যান এমত প্রসিদ্ধ হয় না এমত নহে ॥ ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥ শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার ভক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত যে হেতু আত্মজ্ঞান রহিত যে জীব তাহারা অন্নের ন্যায় তুষ্টি জনকের দ্বারা দেবতার ভোগ সামগ্রী হয়েন যে হেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন যাঁহারা দেবতার উপাসনা করেন তাঁহারা দেবতার পশু হয়েন। স্বর্গে গিয়া দেবতার ভক্ষ্য হইয়া জীবের ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিলে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ করিবেক সেই শ্রুতি বিফল হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহিতেছেন যে জীব যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ স্বর্গে থাকেন কর্ম্ম ক্ষয় হইলে তাহার পতন হয় অতএব কর্ম্ম শূন্য হইয়া জীব পৃথিবীতে পতিত হয়েন এমত নহে ॥ কৃতাত্যয়েঽনুশয়-বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥ কর্ম্মবান ক্ষয় হইলে কর্ম্মের যে সূক্ষ্ম ভাগ থাকে জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া যে পথে যায় তদ্বিপরীত পথে আসিয়া ইহলোকে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ধূম আর আকাশাদির দ্বারা যায় রাত্রি আর মেঘাদির দ্বারা আইসে যে যেতু বেদে কহিতেছেন যিনি উত্তম কর্ম্ম বিশিষ্ট তিনি ইহ লোকে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়েন যিনি নিন্দিত কর্ম্ম করেন তিনি নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়েন এবং স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে যাবৎ মোক্ষ না হয় তাবৎ কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই ॥৮॥ চরণাদিতি চেন্নোপ-লক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥ যদি কহ চরণ অর্থাৎ আচারের দ্বারা উত্তম অধম যোনি প্রাপ্ত হয় কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ বিশিষ্ট হইয়া হয় না এমত

কহিতে পারিবে না যে হেতু কার্ষ্ণাজিনি মুনি চরণ শব্দকে কর্ম্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥ আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥ যদি কহ কর্ম্ম উত্তম অধম যৌনিকে প্রাপ্তি করায় তবে আচার বিফল হয় এমত নহে যে হেতু আচার ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয় না ॥১০॥ সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১১ ॥ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মকে আচার করিয়া বাদরিও কহিয়াছেন ॥ ১১॥ পর সূত্রে সন্দেহ করিতেছেন ॥ অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতং ॥১২॥ বেদে কহিয়াছেন যে লোক এখান হইতে যায় সে চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হয় অতএব পাপ কর্ম্মকারীও পুণ্যকারীর ন্যায় চন্দ্র লোকে গমন করে ॥ ১২ ॥ পর সূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥ সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপীজন দুখকে অনুভব করিয়া বার বার গমনাগমন করে বেদেতে নচিকেতসের প্রতি যমের উক্তি এই প্রকার দেখিতেছি ॥১৩॥ স্মরন্তি চ ॥ ১৪ ॥ স্মৃতিতেও পাপার নরক গমন কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ অপি চ সপ্ত ॥ ১৫ ॥ পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তবে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি পুণ্যবানদিগের হয় এই বেদের তাৎপর্য্য হয় ॥১৫॥ তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬ ॥ শাস্ত্রেতে যমকে শাস্তা কহেন কোন স্থানে যমদূতকে শাস্তা দেখিতেছি কিন্তু সে যমের আজ্ঞার দ্বারা শাসন করে অতএব বিরোধ নাই ॥ ১৬ ॥ বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ জন্ম আর মৃত্যুর স্থানকে বেদে তৃতীয় স্থান করিয়া কহিয়াছেন সেই তৃতীয় স্থান পাপীর হয় যে হেতু দেবস্থান বিদ্যা বিশিষ্ট লোকের পিতৃস্থান কর্ম্ম বিশিষ্ট লোকের বেদে পূর্ব্বেই কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ১৮ ॥ তৃতীযে অর্থাৎ নরক মার্গে যাহারা যায় তাহাদিগ্যের পঞ্চাহুতি হয় নাই যে হেতু আহুতি বিনা তাহাদিগ্যের পুনঃ পুনঃ জন্ম বেদে উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥ স্মর্য্যতেপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥ পুণ্য বিশিষ্ট হইবার প্রতি পঞ্চাহুতির নিয়ম নাই যে হেতু লোকে অর্থাৎ ভারতে স্ত্রীপুরুষের পঞ্চাহুতি ব্যতিরেকে দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্ম ঋষিরা কহিতেছেন ॥ ১৯ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥ মসকাদির স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে জন্ম দেখিতেছি এই হেতু পুণ্যবান পঞ্চাহুতি করিবেক পঞ্চাহুতি না করিলে

পুণ্যবান হয় নাই এমত নহে ॥ ২০ ॥ বেদে কহিয়াছেন অণ্ড হইতে এবং বীজ হইতে আর ভেদ করিয়া এই তিন প্রকারে জীবের জন্ম হয় অণ্ড হইতে পক্ষ্যাদির বীজ হইতে মনুষ্যাদির তৃতীয় ভেদ করিয়া বৃক্ষাদের জন্ম হয় অতএব স্বেদ হইতে মসকাদির জন্ম হয় এই প্রকার জীব অর্থাৎ মসকাদি এতিনের মধ্যে পাওয়া যায় নাই তাহার সমাধা এই ॥ তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥ সংশোজক অর্থাৎ স্বেদজ যে মসকাদি তাহার সংগ্রহ তৃতীয় শব্দে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারা অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ হয় যে হেতু মসকাদিও ঘর্ম্ম জলাদি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় ॥২১॥ বেদে কহিতেছেন জীব সকল স্বর্গ হইতে আসিবার কালে আকাশ হইয়া বায়ু হইয়া মেঘ হইয়া আইসেন অতএব এই সন্দেহ হয় যে জীব সাক্ষাৎ আকাশাদি হয়েন এমত নহে ॥ তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥ আকাশাদের সাম্যতা জীব পান সাক্ষাৎ আকাশ হয়েন না যে হেতু সাক্ষাৎ আকাশ হইলে বায়ু হওয়া অসম্ভব হয় এই হেতু আকাশাদি শব্দ তাহার সাদৃশ্য বুঝায় ॥ ২২ ॥ আকাশাদির সাম্যত্যাগ বহুকাল পরে জীব করেন এমত নহে ॥ নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥ জীবের আকাশাদি সাম্যের ত্যাগ অল্পকালে হয় যে হেতু বেদে আকাশাদি সাম্য ত্যাগের কাল বিশেষ না কহিয়া জীবের ব্রীহি সাম্যের ত্যাগ অনেক কষ্টে বহুকালে হয় এমত ত্যাগের কাল বিশেষ কহিয়াছেন অতএব জীবের স্থিতি ব্রীহিতে অধিক কাল হয় আকাশাদিতে অল্প কাল হয় ॥ ২৩ ॥ বেদেতে কহিয়াছেন জীব সকল পৃথিবীতে আসিয়া ব্রীহি যবাদি হয়েন ইহাতে বোধ হয় যে জীব সকল সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন না এমত নহে ॥ অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥ জীবের ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠান মাত্র হয় জীব সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন নাই অতএব ব্রীহিযবাদের যন্ত্র বিশেষে মর্দ্দনের দ্বারা জীবের দুঃখ হয় না পূর্ব্বের ন্যায় জীবের আকাশাদির কথনের দ্বারা যেমন সাদৃশ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে সেই রূপ এখানে ব্রীহি কথনের দ্বারা ব্রীহি সম্বন্ধ মাত্র তাৎপর্য্য হয় যেহেতু পূর্ব্বেতে কহিয়াছেন যে উত্তম কর্ম্ম করে সে উত্তম যোনিকে প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই রূপে জীব ব্রীহি ধর্ম্মকে পায় না ॥ ২৪ ॥ অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥ পশু হিংসনাদির দ্বারা

যজ্ঞাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ হয় অতএব যজ্ঞাদি কর্ত্তা যে জীব তাহার ব্রীহিযবাদি অবস্থাতে দুঃখ পাওয়া উচিত হয় এমত নহে যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥ রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥ ব্রীহিযবাদি ভাবের পর রেতের সংসর্গ হয় ॥ ২৬ ॥ যদি কহ রেতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ মাত্র অতএব ভোগাদের নিমিত্তে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না এমত নহে ॥ যোনেঃ শরীরং ॥ ২৭ ॥ যোনি হইতে নিষ্পন্ন হয় যে শরীর সেই শরীর ভোগের নিমিত্তে জীব পায় জীবের যে জন্মাদির কথন এই অধ্যায়েতে সে কেবল বৈরাগ্যের নিমিত্তে জানিবে ॥২৭॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥০॥

ওঁ তৎসৎ ॥ দুই সূত্রে স্বপ্ন বিষয়ে সন্দেহ কহিতেছেন ॥ সান্ধ্যে সৃষ্টি-রাহ হি ॥ ১ ॥ জাগ্রৎ সুষুপ্তির সন্ধি যে স্বপ্নাবস্থা হয় তাহাতে যে সৃষ্টি সেও ঈশ্বরের কর্ম্ম অতএব অন্য সৃষ্টির ন্যায় সেও সত্য হউক যে হেতু বেদে কহিতেছেন রথ রথের সম্বন্ধ এবং পথ এসকলের স্বপ্নেতে সৃষ্টি হয় ॥ ১ ॥ নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥২॥ কোনো শাখিরা পাঠ করেন যে স্বপ্নেতে পুত্রাদি সকলের আর অভীষ্ট সামগ্রীর নির্ম্মাণ কর্ত্তা পরমাত্মা হয়েন ॥ ২ ॥ পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥ স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু হয় সে মায়ামাত্র যে হেতু স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় তাহার উচিত মতে স্বরূপের প্রকাশ নাই যেমন পার্থিব শরীর মনুষ্যের উড়িতে দেখেন তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে রথের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে সকল কাল্পনিক যে হেতু পর শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বপ্নেতে রথ রথের যোগ পথ সকলি মিথ্যা ॥৩॥ যদি কহ স্বপ্ন মিথ্যা হয় তবে শুভাশুভের সূচক স্বপ্ন কি রূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই ॥ সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে তদ্বিদঃ ॥৪॥ স্বপ্ন যদ্যপিও মিথ্যা তথাপি উত্তম পুরুষেতে কদাচিৎ স্বপ্ন শুভাশুভ সূচক হয় যে হেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন এবং স্বপ্ন জ্ঞাতারা এই প্রকার কহেন ॥ ৪ ॥ যদি কহ ঈশ্বরের সৃষ্টি সংসার যেমন সত্য হয় সেই রূপ জীবের সৃষ্টি স্বপ্ন সত্য হয় যে হেতু জীবের ঈশ্বরের সহিত ঐক্য আছে এমত কহিতে পারিবে না ॥ পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥ জীব যদ্যপিও ঈশ্বরের অংশ তত্রাপি জীবের বহির্দৃষ্টির দ্বারা ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হইয়াছে এই হেতু জীবের বন্ধ আর দুঃখ অনুভব হয় অতএব ঈশ্বরের সকল ধর্ম্ম জীবেতে নাই ॥ ৫ ॥ দেহযোগাদ্বা সোপি ॥ ৬ ॥ দেহকে আত্মসাৎ লইবার নিমিত্তে জীবের বহির্দৃষ্টি হইয়া ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হয় কিন্তু পুনবায় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে বহির্দৃষ্টি থাকে না ॥ ৬ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে জীব সকল নাড়ী ভ্রমণ করিয়া পুরীতন্নাড়ীতে যাইয়া কেবল সেই নাড়ীতে সুষুপ্তি করেন এমত নহে ॥ তদভাবোনাড়ীষু তৎশ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥ স্বপ্নের অভাব যে সুষুপ্তি সেকালে পুরীতৎনাড়ীতে এবং পরমাত্মাতে শয়ন করেন সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়ন মুখ্যস্থান ব্রহ্ম হয়েন এমত

বেদেতে কহিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অতঃপ্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥ সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান পরমাত্মা হয়েন এই হেতু পরমাত্মা হইতে জীবের প্রবোধ হয় এমত বেদে কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥ যদি সুষুপ্তি কালে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন পুনরায় জাগ্রৎ সময়ে ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন তবে এই বোধ হয় যে এক জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন অপর জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন যেমন পুষ্করিণীতে এক কলসী জল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় উত্থাপন করাইলে সে জলের উত্থান হয় নাই ইহার উত্তর এই। সএব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥ সুষুপ্তি সময়ে যে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন জাগ্রৎ কালে সেই জীব উত্থান করেন ইহাতে এই পাঁচ প্রমাণ এক কর্ম্ম শেষ অর্থাৎ শয়নের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া শয়ন করে উত্থান করিয়াও সেই কর্ম্মের শেষ পূর্ণ করে এমত দেখিতেছি দ্বিতীয় অনু অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম সেই আমি নিদ্রার পরে আছি এমত অনুভব তৃতীয় পূর্ব্ব ধনাদের স্মরণ চতুর্থ বেদে কহিয়াছেন সেই জীব নিদ্রার পরে সেই শরীরে আইসেন পঞ্চম যদি জীব সেই না হয় তবে প্রতিদিন স্নান করিবেক ইত্যাদি বেদের বিধি সফল হয় না ॥ ৯ ॥ মূর্চ্ছা কালে জ্ঞান থাকে নাই অতএব মূর্চ্ছা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ভিন্ন আর শরীরেতে মূর্চ্ছা কালে উষ্ণতা থাকে এই হেতু মৃত্যু হইতেও ভিন্ন হয় এমত এ তিন হইতে ভিন্ন যে মূর্চ্ছা সে সুষুপ্তির অন্তর্গত হয় এমত নহে ॥ মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥ মূর্চ্ছা সুষুপ্তির অর্দ্ধাবস্থা হয় যে হেতু সুষুপ্তিতে বিশেষ জ্ঞান থাকে নাই মূর্চ্ছাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে না কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাণের গতি থাকে মূর্চ্ছাতে প্রাণের গতি থাকে না এই ভেদ প্রযুক্ত মূর্চ্ছা সুষুপ্তি হইতেও ভিন্ন হয় ॥ ১০ ॥ বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম স্থূল হয়েন সূক্ষ্ম হয়েন গন্ধ হয়েন রস হয়েন অতএব ব্রহ্ম দুই প্রকার হয়েন তাহার উত্তর এই ॥ ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥১১॥ উপাধি দেহ আর উপাধেয় জীব এই দুইয়ের পর যে পরং ব্রহ্ম তিঁনি দুই দুই নহেন যে হেতু সর্ব্বত্র বেদেতে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ এক করিয়া কহিয়াছেন তবে যে পূর্ব্ব শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব্ব গন্ধ সর্ব্ব রস করিয়া কহিয়াছেন সে ব্রহ্ম সর্ব্ব স্বরূপ হয়েন এই তাহার তাৎপর্য্য হয় ॥ ১১ ॥ ন ভেদাদিতি

চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥ বেদে কোন স্থানে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কোন স্থানে ব্রহ্ম ষোড়শ কলা কোন স্থানে ব্রহ্ম বিশ্ব রূপ হয়েন এমত কহিয়াছেন এই ভেদ কথনের দ্বারা নির্বিশেষ না হইয়া নানা প্রকার হয়েন এমত নহে যে হেতু বেদেতে পৃথিবী এবং দেহাদি সকল উপাধি হইতে অভেদ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥ কোন শাখিরা পূর্ব্বোক্ত উপাধিকে নিরাশ করিয়া ব্রহ্মের অভেদকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মের রূপ কোন প্রকারে নাই যে হেতু যাবৎ শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন তবে সগুণ শ্রুতি যে সে কেবল ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি বর্ণন মাত্র ॥ ১৪ ॥ প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥ অগ্নি যেমন বস্তুত বক্র না হইয়াও কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্র রূপে প্রকাশ পায়েন সেই রূপ মনের তাৎপর্য্য লইয়া ঈশ্বর নানা প্রকার প্রকাশের ন্যায় হয়েন যে হেতু এমত স্বীকার না করিলে সগুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্য হয় ॥১৫॥ আহ হি তন্মাত্রং ॥১৬॥ বেদে চৈতন্য মাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন যেমন লবণের রাশি অন্তরে এবং বাহ্যে লবণের স্বাদু থাকে সেই রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বথা বিজ্ঞান স্বরূপ হয়েন এই রূপ বেদে কহিয়াছেন ॥১৬॥ দর্শয়তি চাথোঽপি চ স্মর্য্যতে ॥১৭॥ বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়াছেন যে যাহা পূর্ব্বে কহিলাম সে বাস্তবিক না হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ হইতে পারেন নাই এবং স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম সৎ কিম্বা অসৎ করিয়া বিশেষ্য হয়েন নাই ॥১৭॥ অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন অতএব যেমন জলেতে সূর্য্য থাকেন সেই জল রূপ উপাধি এক সূর্য্যকে নানা করে সেই রূপ ব্রহ্মকে মায়া নানা করিয়া দেখায় বেদেতেও এই রূপ উপমা দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং ॥ ১৯ ॥ সূর্য্য এবং জল সমূর্ত্তি হয়েন আর ব্রহ্ম অমূর্ত্তি হয়েন অতএব জলাদির ন্যায় ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যাইবেক নাই এই নিমিত্ত এই উপমা উপযুক্ত হয় নাই। এই পূর্ব্ব পক্ষ ইহার সমাধান পর সূত্রে কহিতেছেন ॥ ১৯ ॥ বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং ॥ ২০ ॥ সূর্য্যের যেমন জলেতে অন্তর্ভাব হইলে জলের ধর্ম্ম কম্পনাদি সূর্য্যেতে

আরোপিত বোধ হয় সেই রূপ ব্রহ্মের অন্তর্ভাব দেহেতে হইলে দেহের ধর্ম্ম হ্রাস বৃদ্ধি ব্রহ্মেতে ভাক্ত উপলব্ধি হয় এই রূপে উভয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জল সূর্য্যের দৃষ্টান্ত উচিত হয় এখানে মূর্ত্তি অংশে দৃষ্টান্ত নহে ॥২০॥ দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥ বেদে সর্ব্ব দেহেতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাবের দর্শন আছে যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম দ্বিপাদ' চতুষ্পাদ শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়া আপনি পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গদেহ হইয়া ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে ঐ শরীরে প্রবেশ করিলেন এই হেতু জল সূর্য্যের উপমা উচিত হয় ॥ ২১ ॥ যদি কহ বেদেতে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ রূপে কহিয়া পশ্চাৎ নেতিনেতি বাক্যের দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন ইহাতে বুঝায় যে সবিশেষ আর নির্ব্বিশেষ উভয়ের নিষেধ বেদে'করিতেছেন তবে সুতরাং ব্রহ্মের অভাব হয় তাহার উত্তর এই ॥ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততোব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥ প্রকৃতি আর তাহার কার্য্য সমুদায়কে প্রকৃত কহেন সেই প্রকৃতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেদে'নেতিনেতি শব্দের দ্বারা নিষেধ করিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিমিত নহেন এই কহিবার তাৎপর্য্য বেদের হয় যে হেতু ঐ শ্রুতির পর শ্রুতিতে ব্রহ্ম আছেন এমত বারবার কহিয়াছেন ॥ ২২ ॥ তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥ সেই ব্রহ্ম বেদ বিনা অব্যক্ত অর্থাৎ অজ্ঞেয় হয়েন এই রূপ বেদে কহিয়াছেন ॥২৩॥ অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৪ ॥ সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয় এই রূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে কহেন ॥ ২৪ ॥ যদি কহ এমতে ধ্যেয় যে ব্রহ্ম তাঁহার ভেদ ধ্যাতা হইতে অর্থাৎ সমাধি কর্ত্তা হইতে অনুভব হয় তাহার উত্তর এই ॥ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং ॥২৫॥ যেমন সূর্য্যেতে ও সূর্য্যের প্রকাশেতে বৈশেষ্য অর্থাৎ ভেদ নাই সেই রূপ ব্রহ্মেতে আর ব্রহ্মের ধ্যাতাতে ভেদ না হয় ॥ ২৫ ॥ প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥ যেমন অন্য বস্তু থাকিলে সূর্য্যের কিরণকে রৌদ্র করিয়া কহা যায় বস্তুত এক সেই রূপ কর্ম্ম উপাধি থাকিলে ব্রহ্মের প্রকাশকে জীব করিয়া ব্যবহার হয় অন্যথা বেদ বাক্যের অভ্যাসের দ্বারা জীবে আর ব্রহ্মে বস্তুত ভেদ নাই ॥ ২৬ ॥ অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গং ॥ ২৭ ॥ এই জীব আর ব্রহ্মের অভেদের দ্বারা মুক্তি অবস্থাতে জীব ব্রহ্ম হয়েন বেদে কহি-

য়াছেন ॥ ২৭ ॥ উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥ এখানে তু শব্দ ভিন্ন প্রকরণ জ্ঞাপক হয় যেমন সর্পের কুণ্ডল কহিলে সর্পের সহিত কুণ্ডলের ভেদ অনুভব হয় আর সর্প স্বরূপ কুণ্ডল কহিলে উভয়ের অভেদ প্রতীতি হয় সেই রূপ জীব আর ঈশ্বরের ভেদ আর অভেদ বেদে ভাক্ত মতে কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ নিরুপাধি রৌদ্রে আর তাহার আশ্রয় সূর্য্যে যেমন অভেদ সেই রূপ জীবে আর ব্রহ্মে অভেদ যে হেতু উভয়ে অর্থাৎ রৌদ্রে আর সূর্য্যে এবং জীবে আর ব্রহ্মে তেজ স্বরূপ হওয়াতে ভেদ নাই ॥ ২৯ ॥ পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥ যেমন পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব উভয় নিরাকরণ করিয়াছেন সেই রূপ এখানে ভেদ আর অভেদের উভয়ের নিরাকরণ করিতেছেন যেহেতু দ্বিতীয় হইলে ভেদাভেদ বিবেচনা হয় বস্তুত ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই ॥ ৩০ ॥ প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥ বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম বিনা অন্য দ্রষ্টা নাই অতএব এই দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈত হয়েন ॥ ৩১ ॥ পরমতঃ সেতূন্মান সম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥ এই সূত্রে আপত্তি করিয়া পরে সমাধা করিতেছেন। ব্রহ্ম হইতে অপর কোন বস্তু পর আছে যে হেতু বেদে ব্রহ্মকে সেতু করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্মের চতুষ্পাদ কহিয়াছেন ইহাতে পরিমাণ বোধ হয় আর কহিয়াছেন যে জীব সুষুপ্তি কালে ব্রহ্মেতে শয়ন করেন ইহাতে আধার আধেয় সম্বন্ধ বোধ হয় আর বেদে কহিয়াছেন সূর্য্য মণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ উপাস্য আছেন অতএব দ্বৈতবাদ হইতেছে এসকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আছে এমত বোধ হয় ॥ ৩২ ॥ সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥ এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপক। লোকের মর্য্যাদা স্থাপক ব্রহ্ম হয়েন এই অংশে জল সেতুর সহিত ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত বেদে দিয়াছেন জল হইতে সেতু পৃথক এই অংশে দৃষ্টান্ত দেন নাই ॥ ৩৩ ॥ বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥ পাদযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকে বিরাট রূপে বর্ণন করেন ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মের স্থূল রূপে উপাসনার নিমিত্ত হয় বস্তুত ব্রহ্মের পাদ আছে এমত নহে ॥ ৩৪ ॥ স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মের জীবের সহিত সম্বন্ধ আর হিরণ্ময়ের সহিত ভেদ স্থান বিশেষে হয় অর্থাৎ উপাধির উৎপত্তি হইলে সম্বন্ধ এবং ভেদের বোধ হয় বস্তুত ভেদ

নাই যেমন দর্পণাদি স্বরূপ যে উপাধি তাহার দ্বারা সূর্য্যের ভেদ জ্ঞান হয় ॥ ৩৫ ॥ উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৬ ॥ বেদে কহেন আপনাতে আপনি লীন হয়েন ইহাতে নিষ্পন্ন হইল যে বাস্তবিক জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ নাই ॥৩৬॥ তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥ বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম অধো মণ্ডলে আছেন অতএব অধোদেশেও ব্রহ্ম বিনা অপর বস্তু স্থিতির নিষেধ করিতে ছেন এই হেতু ব্রহ্মেতে এবং জীবেতে ভেদ নাই ॥ ৩৭ ॥ অনেন সর্ব্বগত ত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ বেদে কহেন যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্ব- গত হয়েন এই সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের বর্ণন আছে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে সেই সর্ব্বগতত্ব তবে সিদ্ধ হয় যদি বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের অভেদ থাকে ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা কর্ম্ম হয় এমত নহে ॥ ফলমতউপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥ কর্ম্মের ফল ঈশ্বর হইতে হয় যে হেতু কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪০ বেদেতে শুনা যাইতেছে যে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হয়েন ॥ ৪০ ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥ ৪১ ॥ শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন এমত কহিলে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ জন্মে অতএব জৈমিনি কহেন শুভাশুভ ফলের দাতা ধর্ম্ম হয়েন ॥ ৪১ ॥ পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥ পূর্ব্বোক্ত মত অর্থাৎ ঈশ্বর ফল দাতা হয়েন ব্যাস কহিয়াছেন যে হেতু বেদেতে কহিয়াছেন যে ঈশ্বর পুণ্যের দ্বারা জীবকে পুণ্য লোকে পাঠান অতএব পুণ্যকে হেতু স্বরূপ করিয়া আর ব্রহ্মকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং ॥ ৪৩ ॥ জীবেতে যে সুখ দুঃখ দেখিতেছি সে কেবল মায়ার কার্য্য অতএব ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই যেমন রজ্জুতে কেহ সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়েতে দুঃখ পায় কেহো মালা জ্ঞান করিয়া সুখ পায় রজ্জুর ইহাতে বৈষম্য নাই ॥ ৪৩ ॥ ০ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ উপাসনা পৃথক পৃথক হয় এমত নহে ॥ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥ সকল বেদের নির্ণয় রূপ যে উপাসনা সে এক হয় যে হেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয় ॥ ১ ॥ ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥ যদি কহ এক শাখাতে আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে তৃতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন অতএব এই ভেদ কথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয় এমত নহে যে হেতু একই শাখাতে ব্রহ্মকে ক করিয়া এবং খ করিয়া কহিয়াছেন অতএব নামের ভেদে উপাসনা এবং উপাস্যের ভেদ হয় নাই ॥ ২ ॥ যদি কহ মুণ্ডক অধ্যয়নে শিরোঙ্গার ব্রত অঙ্গ হয় অন্য অধ্যয়নে অঙ্গ হয় নাই অতএব বেদেতে উপাসনার ভেদ আছে তাহার উত্তর এই ॥ স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩ ॥ সমাচারেতে অর্থাৎ ব্রত গ্রন্থে যেমন অন্য অধ্যয়নে গোদান নিয়ম করিয়াছেন সেই রূপ মুণ্ডক অধ্যায়িদিগের জন্যে শিরোঙ্গার ব্রতকে বেদের অধ্যয়নের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শিরোঙ্গার ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় বিদ্যার অঙ্গ হইলে উপাসনার ভেদ হইত আর বেদে কহিয়াছেন এ ব্রত না করিয়া মুণ্ডক অধ্যয়ন করিবেক না আর যে ব্রত না করে সে অধ্যয়নের অধিকারী না হয় এই হেতুর দ্বারা শিরোঙ্গার ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় ॥ ৩ ॥ শরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥ শর অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্ব্বণিকদের নিয়ম সেই রূপ মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোঙ্গার ব্রতের নিয়ম হয় ॥ ৪ ॥ সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥ সমুদ্রেতে যেমন সকল জল প্রবেশ করে সেই রূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য্য ঈশ্বরে হয় ॥ ৪ ॥ দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥ বেদে উপাস্য এক এবং উপাসনা এক এমত দেখাইতেছেন যেহেতু কহেন সকল বেদ এক বস্তুকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ৫ ॥ যদি কহ কোথাও বেদে উপাসনা কহেন কিন্তু তাঁহার ফল কহেন নাই অতএব সেই উপাসনা নিষ্ফল হয় তাহার উত্তর এই ॥ উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ বিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৬ ॥ দুই সমান উপাসনার একের ফল কহিয়াছেন দ্বিতীয়ের ফল কহেন নাই যাহার ফল কহেন নাই তাহার ফল শাখান্তর হইতে সংগ্রহ

করিতে হইবেক যে হেতু সমান উপাসনার ফলের ভেদ নাই যেমন অগ্নিহোত্র বিধির ফল এক স্থানে কহেন অন্য স্থানে কহেন নাই যে অগ্নিহোত্রে ফল কহেন নাই তাহার ফল সংগ্রহ শাখান্তর হইতে করেন ॥ ৬ ॥ অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৭ ॥ বৃহদারণ্যে প্রাণকে কর্ত্তা কহিয়াছেন ছান্দোগ্যেরা প্রাণকে কর্ম্ম কহেন অতএব প্রাণের উপাসনার অন্যথাত্ব অর্থাৎ দ্বিধা হইল এই সন্দেহের সমাধান অজ্ঞ ব্যক্তি করিতেছেন যে উভয় শ্রুতিতে প্রাণকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন অতএব বিশেষ অর্থাৎ ভেদ নাই তবে যেখানে প্রাণকে উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্গানের কর্ম্ম করিয়া বেদে বর্ণন করেন সেখানে লক্ষণা করিয়া উদ্গীথ শব্দের দ্বারা উদ্গীথ কর্ত্তা প্রতিপাদ্য হইবেক যে হেতু প্রাণ বায়ু স্বরূপ তিহোঁ অক্ষর স্বরূপ হইতে পারেন নাই ॥ ৭ ॥ এখানে সিদ্ধান্তী এই অজ্ঞের সমাধানকে হেলন করিয়া আপনি সমাধান করিতেছেন ॥ ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥ ছান্দোগ্যে কহেন উদ্গীথে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণ উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে প্রাণকে উদ্গীথের কর্ত্তা কহিয়াছেন অতএব প্রকরণ ভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন উদ্গীথে সূর্য্যকে অধিষ্ঠাতা রূপে উপাস্য কহেন এবং হিরণ্য শ্মশ্রুকে উদ্গীথের অধিষ্ঠাতা জানিয়া উপাস্য কহিয়াছেন এখানে অধিষ্ঠানের সাম্য হইয়াও প্রকরণ ভেদের নিমিত্তে উপাসনা পৃথক পৃথক হয় ॥ ৮ ॥ সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥ যদি কহ দুই স্থানে প্রাণের সংজ্ঞা আছে অতএব উপাসনার ঐক্য কহিতে হইবেক ইহার পূর্ব্বেই উত্তর দিয়াছি যে যদিও সংজ্ঞার ঐক্য ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যে আছে তত্রাপি প্রকরণ ভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন কহিতে হইবেক ॥ ৯ ॥ উদ্গীথে আর ওঁকারে পরস্পর অধ্যাস হইতে পারিবেক নাই যে হেতু ওঁকারেতে উদ্গীথের স্বীকার করিলে আর উদ্গীথে ওঁকারের অধ্যাস করিলে প্রাণ উপাসনার দুই স্থান হইয়া এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ উপস্থিত হয় আর এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ কোথাও দৃষ্ট নহে। যেমন শুক্তিতে কোন কারণের দ্বারা রূপার অধ্যাস হইয়া সেই কারণ গেলে পর রূপার অধ্যাস দূর হয় সেই মত এখানে কহিতে পারিবে নাই যে হেতু উদ্গীথ আর

ওঁকারের অধ্যাসেতে কোন কারণান্তর নাই যাহাতে এ অধ্যাস দূর হয় উদ্‌গীথ আর ওঁঙ্কার এক অর্থকে কহেন এমত কহিতেও পারিবে নাই যে হেতু বেদে এমত কথন কোন স্থানে নাই অতএব যে সিদ্ধান্ত করিলে তাহার অসিদ্ধ হইল এ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর পর সূত্রে দিতে- ছেন ॥ ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসং ॥ ১০ ॥ অবয়বকে অবয়বী করিয়া স্বীকার করিতে হয় যেমন পটের এক দেশ দগ্ধ হইলে পট দাহ হইল এমত কহা জায় এই ব্যপ্তি অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা উদ্‌গীথের অবয়ব যে ওঁকার তাহাতে উদ্‌গীথ কথন যুক্ত হয় এমত কথন অসমঞ্জস নহে ॥ ১০ ॥ ছান্দোগ্যে কহিতেছেন যে প্রাণ তিহোঁ বাক্যের শ্রেষ্ঠ হয়েন কিন্তু কৌষীতকীতে যেখানে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের নিকট পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন সেখানে প্রাণের ঐ শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণের কথন নাই অতএব ছান্দোগ্য হইতে ঐ সকল প্রাণের গুণ কৌষীতকীতে সংগ্রহ হইতে পারে নাই এমত কহিতে পারিবে নাই ॥ সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥ সকল শাখাতে প্রাণের উপাসনার অভেদ নিমিত্ত এই সকল শ্রে- ষ্ঠত্বাদি গুণ শাখান্তর হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবেক ॥ ১১ ॥ নির্বিশেষ ব্রহ্মের এক শাখাতে যে সকল গুণ কহিয়াছেন তাহার শাখান্তরে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥ আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥ প্রধান যে ব্রহ্ম তাহার আনন্দাদি গুণের সংগ্রহ সকল শাখাতে হইবেক যে হেতু বেদ্য বস্তুর ঐক্যের দ্বারা বিদ্যার ঐক্যের স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥ প্রিয়শির- স্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৩ ॥ বেদে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের বর্ণনে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মের প্রিয় সেই তাহার মস্তক এই প্রিয়শির আদি করিয়া সকল ব্রহ্মের সগুণ বিশেষণ শাখান্তরেতে সংগ্রহ হইবেক নাই যে হেতু মস্তকাদি সকল হ্রাস বৃদ্ধির স্বরূপ হয় সেই হ্রাস বৃদ্ধি ভেদ বিশিষ্ট বস্তুতে দেখা যায় কিন্তু অভেদ ব্রহ্মেতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩ ॥ ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥১৪॥ প্রিয়শির ভিন্ন সমুদায় নির্গুণ বিশেষণ যেমন জ্ঞান ঘন ইত্যাদি সর্ব্ব শাখাতে সংগ্রহ হইবেক যেহেতু জ্ঞেয় বস্তুর ঐক্য সকল শাখাতে আছে বেদে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয় সকল হইতে ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব তাৎ-

পর্য্য হয় এমত নহে ॥১৪॥ আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥১৫॥ সম্যক প্রকার ধ্যান নিমিত্ত এই শ্রুতিতে আত্মার শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য হয় কিন্তু বিষয়াদের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য না হয় যে হেতু আত্মা ব্যতিরেকে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব কথনে বেদের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥ আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক অতএব আত্মা শব্দ পুরুষকে কহেন বিষয়াদিকে কহেন নাই অতএব আত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১৬ ॥ বেদে কহিয়াছেন আত্মা সকলের পূর্ব্বে ছিলেন অতএব এ বেদের তাৎপর্য্য এই যে আত্মা শব্দের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে ॥ আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥ এই স্থানে আত্মা শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন যেমন আর আর স্থানে আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মার প্রতীতি হয় যে হেতু ঐ শ্রুতির উত্তর শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে আত্মা জগতের স্রষ্টা হয়েন অতএব জগতের স্রষ্টা ব্রহ্ম বিনা অপর হইতে পারে নাই ॥১৭॥ অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥১৮॥ যদি কহ ঐ শ্রুতি যাহাতে আত্মা এ সকলের পূর্ব্বে ছিলেন এমত বর্ণন দেখিতেছি তাহার আদ্যে এবং অন্তে সৃষ্টির প্রকরণের অন্বয় আছে আর সৃষ্টির প্রকরণ হিরণ্য গর্ভের ধর্ম্ম হয় অতএব আত্মা শব্দ হইতে হিরণ্য গর্ভ প্রতিপাদ্য হইবেন তাহার উত্তর এই এমত হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হইবেন যেহেতু পর শ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু ছিল নাই তবে হিরণ্য গর্ভ সৃষ্টির দ্বার মাত্র ব্রহ্মই বস্তুত সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন ॥ ১৮ ॥ প্রাণ বিদ্যার অঙ্গ আচমন হয় এমত নহে ॥ কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বং ॥ ১৯ ॥ ঐ প্রাণ বিদ্যাতে প্রাণ ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করিলেন যে আমার বাস কি হয় তাহাতে ইন্দ্রিয়েরা উত্তর দিলেন যে জল প্রাণের বাস হয় এই নিমিত্তে প্রাণের আচ্ছাদক জল হয় এই জলের আচ্ছাদকত্বের ধ্যান মাত্র প্রাণ বিদ্যাতে অপূর্ব্ববিধি হয় আচমন অপূর্ব্ব বিধি না হয় যে হেতু আচমন বিধির কথন সকল কার্য্যে আছে এ হেতু এখানেও প্রাণ বিদ্যার পূর্ব্বে আচমন বিধি হয় ॥১৯॥ বাজসনেয়িদের সাণ্ডিল্য বিদ্যাতে কহিয়াছেন যে মনোময় আত্মার উপাসনা করিবেক পুনরায় সেই বিদ্যাতে কহিয়াছেন যে এই মনোময় পুরুষ উপাস্য হয়েন অতএব পুনর্ব্বার কথনের দ্বারা দুই উপাসনা প্রতীতি হয়

এমত নহে ॥ সমানএবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২০ ॥ সমানে অর্থাৎ এক শাখাতে বিদ্যা ঐক্য পূর্ব্ববৎ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে হেতু মনোময় ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা অভেদ জ্ঞান হয়। পুনর্ব্বার কথন কেবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হয় ॥ ২০ ॥ প্রথম স্থত্রে আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় স্থত্রে সমাধান করিতেছেন ॥ সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২১ ॥ অন্যত্র অর্থাৎ সূর্য্য বিদ্যা আর চাক্ষুষ পুরুষ বিদ্যা পূর্ব্ববৎ ঐক্য হউক আর পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হউক যে হেতু অহর অর্থাৎ সূর্য্য আর অহং অর্থাৎ চাক্ষুষ পুরুষ এই দুয়ের উপনিষৎ স্বরূপ এক বিদ্যার সম্বন্ধ আছে এমত বেদে কহিতেছেন ॥ ২১ ॥ ন বা বিশেষাৎ ॥ ২২ ॥ সূর্য্য আর চাক্ষুষ পুরুষের বিদ্যার ঐক্য এবং পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক নাই যে হেতু উভয়ের স্থানের ভেদ আছে তাহার কারণ এই অহর নাম পুরুষের স্থান সূর্য্য মণ্ডল আর অহং নাম পুরুষের স্থান চক্ষু হয় ॥ ২২ ॥ দর্শয়তি চ ॥২৩॥ ছান্দোগ্যে কহিতেছেন যে সূর্য্যের রূপ হয় সেই চাক্ষুষ পুরুষের রূপ হয় অতএব এই সাদৃশ্য কথন উভয়ের ভেদকে দেখায় যে হেতু ভেদ না হইলে সাদৃশ্য হইতে পারে নাই ॥ ২৩ ॥ সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥২৪॥ বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি হইয়া এই সকল ব্রহ্মবীর্য্য ব্রহ্ম হইতে পুষ্ট হইতেছেন আর ব্রহ্ম আকাশেতে ব্যাপ্ত হয়েন এই সংভৃতি আর দ্যুব্যাপ্তি শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইতে পারিবেক নাই যে হেতু শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে হৃদয়কে স্থান কহিয়াছেন আর এ বিদ্যাতে আকাশকে স্থান কহিলেন অতএব স্থান ভেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ হয় ॥ ২৪ ॥ পৈঙ্গিরা কহেন যে পুরুষ রূপ যজ্ঞ তাহার আয়ু তিন কাল হয়। তৈত্তিরীয়েতে কহেন যে বিদ্বান পুরুষ যজ্ঞ স্বরূপ হয় আত্মা যজমান এবং তাহার শ্রদ্ধা তাহার পত্নী আর তাহার শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ হয় এই দুই শ্রুতিতে মরণ গুণের সাম্যের দ্বারা অভেদ হউক এমত নহে ॥ পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥ পৈঙ্গি পুরুষ বিদ্যাতে যেমন গুণান্তরের কথন আছে সেই রূপ তৈত্তিরীয়েতে গুণান্তরের কথন নাই অতএব দুই শ্রুতিতে ভেদ স্বীকার করিতে হইবেক। এক গুণের সাম্যের দ্বারা দুই বস্তুতে অভেদ হইতে পারে নাই ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্ম বিদ্যার সন্নিধানেতে বেদে কহি-

যাছেন যে শক্রর সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিবেক অতএব এ মারণ শ্রুতি ব্রহ্ম বিদ্যার একাংশ হয় এমত নহে ॥ বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥ শক্রর অঙ্গ ছেদন করিবেক এই হিংসাত্মক শ্রুতি উপনিষদের অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যা শ্রুতির ভিন্ন অর্থকে কহে অতএব এই রূপ মারণ শ্রুতি আত্ম বিদ্যার একাংশ রূপ হয় ॥ ২৬ ॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন যে জ্ঞানবান সে পুণ্য আর পাপকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ নিরঞ্জন হয় আর সেই স্থলেতে কহেন যে সাধু সকল সাধু কর্ম্ম করেন আর দুষ্টেরা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন অতএব পরশ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির এক দেশ নয় এবং ইহার সংগ্রহ পূর্ব্বের শ্রুতির সহিত হইবেক নাই যে হেতু পুণ্য পাপ উভয় রহিত যে জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার সাধু কর্ম্মের অপেক্ষা আর থাকে নাই তাহার উত্তর এই ॥ হানৌ তূপাদানশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তং ॥ ২৭ ॥ হানিতে অর্থাৎ পুণ্য পাপ ত্যাগেতেও সাধু কর্ম্মের বিধির সংগ্রহ হইবেক যে হেতু পরশ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির এক দেশ হয় যেমন কুশকে এক শ্রুতিতে বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অন্য শ্রুতিতে উডুম্বর সম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অতএব পর শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক যে উডুম্বর বৃক্ষের কুশের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক সামান্য বৃক্ষ তাৎপর্য্য না হয় আর যেমন ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক এক স্থানে বেদে কহেন অন্যত্র কহেন দেব ছন্দের দ্বারা স্তব করিবেক অতএব দেব ছন্দের সংগ্রহ পূর্ব্ব শ্রুতিতে হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক যে অসুর ছন্দ আর দেব ছন্দ ইহার মধ্যে দেব ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক অসুর ছন্দে করিবেক না আর যেমন বেদে এক স্থানে কহেন যে পাত্র গ্রহণের অঙ্গ স্তোত্র পড়িবেক ইহাতে কালের নিয়ম নাই পর শ্রুতিতে কহিয়াছেন সূর্য্যোদয়ে পাত্র বিশেষের স্তোত্র পড়িবেক এই পর শ্রুতির কাল নিয়ম পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ করিতে হইবেক আর যেমন বেদে এক স্থানে কহিয়াছেন যে যাজক বেদ গান করিবেক পরে কহিয়াছেন যজুর্ব্বেদিরা গান করিবেক নাই অতএব পর শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ হইবেক যে যজুর্ব্বেদি ভিন্ন যাজকেরা গান করিবেক জৈমিনিও এই রূপ বাক্য শেষ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনি সূত্র। অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাৎ বিক-

ঙ্গস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ। বেদে কহিয়াছেন আশ্রাবয়। অস্তু শ্রৌ-ষট। যজয়ে। যজামহে। বষট। এই পাঁচ সকল যজ্ঞে আবশ্যক হয় আর অন্যত্র বেদে কহিয়াছেন যে অনুযাজেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পাঠ করিবেক নাই অতএব পর শ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির এক দেশ হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতির অর্থ পর শ্রুতির অপেক্ষা করে এইমতে দুই শ্রুতির অর্থ এই হইবেক যে অনুযাজ ভিন্ন সকল যাগেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পঞ্চ বিধি আবশ্যক হই-বেক যদি পূর্ব্ব শ্রুতি পর শ্রুতির অপেক্ষা না করে তবে বিকল্প দোষের প্রসঙ্গ অনুযাজ যজ্ঞে হইবেক অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতিরূবিধির দ্বারা আশ্রাবয় আদি পঞ্চ বিধি যেমন সকল যাগে আবশ্যক হয় সেই রূপ অনুযাজেতেও আবশ্যক স্বীকার করিতে হইবেক এবং পর শ্রুতির নিষেধ শ্রবণের দ্বারা আশ্রাবয়াদি পঞ্চ বিধি অনুযাজেতে কর্ত্তব্য নহে এমত বিকল্প স্বীকার করা ন্যায়যুক্ত হয় নাই অতএব তাৎপর্য্য এই হইল যে এক শ্রুতির এক দেশ অপর শ্রুতি হয়॥ ২৭॥ পর্য্যঙ্ক বিদ্যাতে কহিতেছেন যে বিরজা নদীকে মনের দ্বারা পার হইলে সুকৃত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয় অতএব বিরজা পার হইলে পর কর্ম্মের ক্ষয় হয় এমত নহে॥ সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যা-ভাবাত্তথা হ্যন্যে॥ ২৮॥ বিদ্যা কালে তরণের হেতু যে কর্ম্ম ক্ষয় তাহা জ্ঞানীর হয় কিন্তু সেই কর্ম্ম ক্ষয়কে এই শ্রুতিতে তরণের সম্পরায়ে অর্থাৎ তরণের উত্তরে কহিযাছেন যেহেতু কর্ম্ম থাকিলে পর দেবযানে প্রবেশ হইতে পারে না এই হেতু তাহার তরণের কর্ম্ম থাকিতে অসম্ভব হয় পদ এই রূপ তাণ্ডি আদি কহিয়াছেন যে অশ্বের ন্যায় লোম অর্থাৎ পাপ পুণ্যকে কাঁপাইয়া পশ্চাৎ তরণ করেন॥ ২৮॥ যদি কহ জ্ঞান হইলে পরেও লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম পুনরায় জ্ঞানীর বন্ধনের কারণ হইবেক তবে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিল নাই ইহার উত্তর এই॥ ছন্দতউভয়াবিরোধাৎ॥ ২৯॥ জ্ঞান হইলে, ছন্দত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন যে কর্ম্ম করিবেক তাহা জ্ঞানের নিমিত্ত হইবেক না যে হেতু জ্ঞানের পর বন্ধন প্রতিবন্ধনের সম্ভাবনা থাকে নাই॥ ২৯॥ সকল জ্ঞানীর তরণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমত নহে॥ গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথাহি বিরোধঃ॥ ৩০॥ দেবযান গতির বিকল্পে যথার্থতা হয় অর্থাৎ কেহ দেবযান হইয়া

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় কেহ এই শরীরে ব্রহ্মকে পায় যে হেতু দেবযান গতির বিকল্প অঙ্গীকার না করিলে অন্য শ্রুতিতে বিরোধ হয় সে এই শ্রুতি যে এই দেহেই জ্ঞানী অদ্বৈত নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মকে পায় ॥ ৩০ ॥ উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩১ ॥ ঐ দেবযান গতি আর তাহার অভাব রূপার্থ শ্রুতিতে উপলব্ধি আছে এই হেতু সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে দেবযান এবং তাহার অভাব নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ যে ব্রহ্ম উপাসনা করে তাহার দেবযান গতি নাই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তটস্থ লক্ষণে বিরাট ভাবে কিম্বা হৃদয়াকাশে যে উপাসনা করে তাহার দেবযান গতি হয়। যেমন লোকেতে এক জন গঙ্গা হইতে দূরস্থ অথচ গঙ্গা স্নানের ইচ্ছা করিলেক তাহার গতি বিনা গঙ্গা স্নান সিদ্ধ হইবেক না আর এক জন গঙ্গাতে আছে এবং গঙ্গা স্নান ইচ্ছা করিলেক গতি বিনা তাহার স্নান সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥ অর্চ্চিরাদিমার্গ যে যে বিদ্যাতে কহিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে॥ অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ॥ ৩২ ॥ সমুদায় সগুণ বিদ্যার দেবযানের নিয়ম নাই অর্থাৎ বিশেষ বিদ্যার বিশেষ মার্গ এমত কথন নাই অতএব নিয়ম অভাবে কোন বিরোধ হইতে পারে নাই যে হেতু বেদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মকে যথার্থ রূপে জানে আর উপাসনা করে সে অর্চ্চিরাদিকে প্রাপ্ত হয় এবং এই রূপ স্মৃতিতেও কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীর ন্যায় সকল জ্ঞানীর জন্মের সম্ভাবনা আছে এমত নহে ॥ যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং ॥ ৩৩ ॥ দীর্ঘপ্রারব্ধকে অধিকার কহেন সেই দীর্ঘপ্রারব্ধে যাহাদের স্থিতি হয় তাহাদিগে আধিকারিক কহি ঐ আধিকারিকদের যাবৎ দীর্ঘপ্রারব্ধের বিনাশ না হয় তাবৎ সংসারে জন্মাদি হয় প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জ্ঞানীদের জন্ম মৃত্যু ইচ্ছামতে হয় ॥ ৩৩ ॥ কঠবল্লীতে ব্রহ্মকে অস্পর্শ অশব্দ কহিয়াছেন অন্য শাখাতে ব্রহ্মকে অস্থূল কহিয়াছেন এই অস্থূল বিশেষণ কঠবল্লীতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥ অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তং ॥ ৩৪ ॥ অক্ষরধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য শ্রুতি সকলের শাখান্তর হইতে অন্য শাখাতে অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে হইবেক যে হেতু সে সকল শ্রুতির সমান

অর্থ এবং ব্রহ্মের জ্ঞাপকতা হয়। উপসদ শব্দ যামদগ্নোর হবি বিশেষকে কহে সেই হবির প্রদানের মন্ত্রকে ঔপসদ কহি সেই সকল মন্ত্রকে শাখা-ন্তর হইতে যেমন যজুর্ব্বেদে সংগ্রহ করা যায়। জৈমিনিও এই রূপ সং-গ্রহ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনি স্থত্র। গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ। যেখানে গৌণ ও মুখ্য শ্রুতির বিরোধ হইবেক সেই স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হয় যে হেতু মুখ্য সর্ব্বথা প্রধান হয় যেমন বেদে কহেন যজুর্ব্বেদের বারবন্তীয় গান করিবেক কিন্তু যজু-র্ব্বেদে দীর্ঘ স্বরের অভাব নিমিত্ত এই শ্রুতি গৌণ হয় বেদে অগ্নির স্থাপন করিবেক আর অগ্নির স্থাপনে গান আবশ্যক আর ঐ গানে দীর্ঘ স্বরের আবশ্যকতা অতএব পর শ্রুতি মুখ্য হয় এই নিমিত্ত সাম বেদীয় বারব-ন্তীয় অগ্নি স্থাপনে গান করিবেক ॥৩৪॥ দ্বাসুপর্ণা এই প্রকরণের শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে দুই পক্ষীর মধ্যে এক ভোগ করেন পুনরায় কহিয়াছেন যে দুই পক্ষী এক বিষয় ফল ভোগ করেন অতএব দুই পক্ষীর ভোগ এবং ভেদ বুঝা যায় এমত নহে ॥ ইয়দামননাৎ ॥ ৩৫ ॥ উভয় শ্রুতিতে ইয়ত্তা-বচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মার সহিত অভেদ আমনন অর্থাৎ কথন হয় পরমাত্মাকে ভোক্তা করিয়া কথন কেবল জীবের সহিত অভেদ জানাইবার নিমিত্ত হয় অন্যথা বস্তুত এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীব বিষয় ভোক্তা হয়েন দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষী মাত্র ॥ ৩৫ ॥ দ্বিতীয় স্থত্রের ইতিচেৎ পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়া উপদেশান্তরবৎ এই বাক্যে সমাধান করিতেছেন ॥ অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥ যদি কহ জীব আর পরমাত্মার মধ্যে অন্তরা অর্থাৎ ভেদ আছে যে হেতু নানা স্থানে ভেদ করিয়া বেদে কহিয়াছেন যেমন পঞ্চ ভূত জন্য দেহ সকল পৃথক পৃথক উপলব্ধি হয় ॥৩৬॥ অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৭ ॥ অন্যথা অর্থাৎ আত্মা আর জীবের ভেদ অঙ্গীকার না করিলে বেদে ভেদ কথনের বৈফল্য হয় তাহার উত্তর এই যে জীব আর পরমাত্মাতে ভেদ আছে এমত নহে যে হেতু তত্ত্বমসি ইত্যাদি উপদেশের ন্যায় ভেদ কথন কেবল আদর নিমিত্ত হয় তাহার কারণ এই ভেদ কহিয়া অভেদ কহিলে অধিক আদর জন্মে ॥ ৩৭ ॥ যেখানে কহেন যে পরমাত্মা সেই আমি যে

আমি সেই পরমাত্মা এই রূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় করিয়া কহিবার প্রয়োজন নাই যে হেতু জীবকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমাত্মাকেও সুতরাং জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয় অতএব ঐ ব্যতীহার বাক্যের তাৎপর্য্য কেবল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিন্তন হয় এমত নহে ॥ ব্যতীহারোবিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৮ ॥ এই স্থানে ঈশ্বরের অপর বিশেষণের ন্যায় ব্যতীহারকে অঙ্গীকার করিতে হইবেক যেহেতু জাবালেরা এই রূপ ব্যতীহারকে বিশেষ রূপে কহিয়াছেন যে হে ঈশ্বর তুমি আমি আমি তুমি যে আমি সেই ঈশ্বর এবাক্যের ফল এই যে আমি সংসার হইতে নিবর্ত্ত আর যে ঈশ্বর সেই আমি ইহার প্রয়োজন এই যে ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন অতএব ব্যতীহার অপ্রয়োজন নহে ॥ ৩৮ ॥ বৃহদারণ্যে পূর্ব্বোক্ত সত্য বিদ্যা হইতে পরোক্ত সত্য বিদ্যা ভিন্ন হয় এমত নহে ॥ সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ যে পূর্ব্বোক্ত সত্য বিদ্যা সেই পরোক্ত সত্য বিদ্যাদি হয় যে হেতু দুই বিদ্যাতে সত্য স্বরূপ পরমাত্মার অভেদ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৯ ॥ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে উপাস্য করিয়া আর বৃহদারণ্যে তাঁহাকে জ্ঞেয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব উভয় উপনিষদেতে উক্ত বিশেষণ সকল পরস্পর সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥ কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে সত্য কামাদি রূপে যাহা কহিয়াছেন তাহার বৃহদারণ্যে সংগ্রহ করিতে হইবেক আর বৃহদারণ্যে যে ব্রহ্মকে সকল বশ কর্ত্তা আর সকলের ঈশ্বর কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যে সংগ্রহ করিতে হয় যে হেতু ঐ দুই উপনিষদে ব্রহ্মের স্থান হৃদয়ে হয় আর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন একই ব্রহ্ম সেতু হয়েন এমন কথন আছে যদি কহ ছান্দোগ্যে কহিয়াছেন যে হৃদয়াকাশে ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন ব্রহ্ম আকাশে জ্ঞেয় হয়েন অতএব সগুণ করিয়া এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শ্রুতিতে নির্গুণ রূপে বর্ণন করেন এই ভেদের নিমিত্ত পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক না তাহার উত্তর এই ভেদ কথন কেবল ব্রহ্মের স্তুতি নিমিত্ত বস্তুত ভেদ নাই ॥ ৪০ ॥ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই অতএব উপাসনার লোপাপত্তি হউক এমত নহে ॥ আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥ মুক্ত ব্যক্তির যদ্যপিও উপাসনার

প্রয়োজন নাই তত্রাপি স্বভাবের দ্বারা আদর পূর্ব্বক উপাসনা করেন এই হেতু উপাসনার লোপ হয় নাই ॥ ৪১ ॥ উপাসনা পূজাকে কহে সে পূজা দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এমত নহে ॥ উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥ দ্রব্যের উপস্থিতে দ্রব্য দিয়া উপাসনা করিবেক যে হেতু কহিয়াছেন যে ভোজনের নিমিত্ত যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই হোম করিবেক দ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে দ্রব্যের প্রয়াস করিবেক নাই ॥ ৪২ ॥ বেদে কহিয়াছেন বিদ্বান ব্যক্তি অগ্নি স্থাপন করিবেক অতএব কর্ম্মের অঙ্গ ব্রহ্ম বিদ্যা হয় এমত নহে। তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলং ॥ ৪৩ ॥ বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গ হইবার নিশ্চয়ের নিয়ম নাই যে হেতু বেদেতে কর্ম্ম হইতে বিদ্যার পৃথক উৎকৃষ্ট ফল কহিয়াছেন আর বেদেতে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী নয় উভয়ে কর্ম্ম করিবেক এখানে ব্রহ্ম বিদ্যা বিনা কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা নাই যদি ব্রহ্ম বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইত তবে বিদ্যা বিনা কর্ম্মের সম্ভাবনা হইত নাই ॥ ৪৩ ॥ সংবর্গ বিদ্যাতে বায়ুকে অগ্নি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন আর প্রাণকে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় হইতে উত্তম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন অতএব বায়ু আর প্রাণের অভেদ হউক এমত নহে ॥ প্রদানবদেব তদুক্তং ॥ ৪৪ ॥ এক স্থানে বেদে কহেন ইন্দ্ররাজাকে একাদশ পাত্রের সংস্কৃত পুরোড়াশ অর্থাৎ পিষ্টক দিবেক অন্যত্র কহেন ইন্দ্রকে তিন পাত্রে পুরোড়াশ দিবেক এই দুই স্থলে যদ্যপিও পুরোড়াশ প্রদানে ইন্দ্র দেবতা হয়েন তত্রাপি প্রয়োগের ভেদ দৃষ্টিতে দেবতার ভেদ আর দেবতার ভেদে আহুতি প্রদানের ভেদ যেমন স্বীকার করা যায় সেই রূপ বায়ু আর প্রাণের গুণের ভেদ দ্বারা প্রয়োগ ভেদ মানিতে হইবেক জৈমিনিও এইমত কহেন। জৈমিনি সূত্র। নানাদেবতা পৃথগজ্ঞানাৎ। যদ্যপি বস্তুত দেবতা এক তথাপি প্রয়োগ ভেদের দ্বারা পৃথক পৃথক জ্ঞান করিতে হয় ॥ ৪৪ ॥ বেদেতে মনকে অধিকার করিয়া কহিতেছেন যে ছত্রীশ হাজার দিন মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ এই ছত্রীশহাজার দিনেতে মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিকে মন দেখেন এশ্রুতি কর্ম্ম প্রকরণেতে দেখিতেছি অতএব এই সঙ্কল্প রূপ অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয় এমন নহে ॥ লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥ বেদে ঐ প্রকরণে

কহিয়াছেন যে যাবৎ লোকে মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে সেই সঙ্কল্প রূপ অগ্নিকে পশ্চাৎ সাধন করে আর কহিয়াছেন সর্ব্বদা সকল লোকে সেই মনের সঙ্কল্প রূপ অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে এই সকল শ্রুতিতে কর্ম্মাঙ্গ ভিন্ন যে সঙ্কল্প রূপ অগ্নি তাহার বিষয়ে লিঙ্গ বাহুল্য আছে অর্থাৎ সর্ব্ব লোকের সর্ব্বকালে যাহা তাহা করা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে নাই। যেহেতু প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা আছে অতএব লিঙ্গবল প্রকরণ বলের বাধক হয় এই রূপ প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা জৈমিনিও কহিয়াছেন। জৈমিনি সূত্র। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ। শ্রুত্যাদির মধ্যে অনেকের যে-খানে সংযোগ হয় সেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলবান পর পর দুর্ব্বল যে হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অপেক্ষা করিয়া উত্তর উত্তর বিলম্বে অর্থকে বোধ করায়॥ ৪৫॥ পরের দুই সূত্রে সন্দেহ করিতেছেন॥ পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ॥ ৪৬॥ বেদে কহেন ইষ্টিকা অর্থাৎ মন্ত্র বিশেষের দ্বারা অগ্নির আহরণ করিবেক এই প্রকরণ নিমিত্ত মনোবৃত্তি রূপ ক্রিয়াগ্নি পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞিক অগ্নির বিকল্পেতে অঙ্গ হয় যেমন দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসে সকল কার্য্য মানসে করিবেক বিধি আছে এই বিধি প্রযুক্ত মানস কার্য্য দ্বাদশাহ যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেই রূপ এখানেও মনোবৃত্তি অগ্নি যজ্ঞের অঙ্গ হইতে পারে পূর্ব্বোক্ত যে লিঙ্গের বলবত্তা কহিয়াছ সে এই স্থলে অর্থবাদ মাত্র বস্তুত লিঙ্গ নহে॥ ৪৬॥ অতিদেশাচ্চ॥ ৪৭॥ বেদে কহেন যেমন যজ্ঞাগ্নি সেই রূপ মনোবৃত্তি অগ্নি হয় এই অতি দেশ অর্থাৎ সাদৃশ্য কথনের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয়॥ ৪৭॥ পর সূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন॥ বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ॥ ৪৮॥ মনের বৃত্তি রূপ অগ্নি সকল কর্ম্মাঙ্গ না হইয়া পৃথক বিদ্যা হয় যে হেতু বেদে পৃথক বিদ্যা করিয়া নির্দ্ধারণ কহিয়াছেন॥ ৪৮॥ দর্শনাচ্চ॥ ৪৯॥ মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয় এমত বোধক শব্দ বেদে দেখিতেছি॥ ৪৯॥ শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বা-চ্চ ন বাধঃ॥ ৫০॥ সাক্ষাৎ শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মনোবৃত্তি রূপ কেবল স্বতন্ত্র বিদ্যা হয় আর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ বাহুল্য আছে এবং বাক্য অর্থাৎ বেদে কহিয়াছেন যে মনোবৃত্তি অগ্নি জ্ঞানী হইতে সম্পন্ন হয়েন এই তিনের

লবত্তা দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি পৃথক বিদ্যা করিয়া নিষ্পন্ন হইল এই পৃথক বিদ্যা হওয়ার বাধক কেবল প্রকরণ বল হইতে পারিবেক নাই॥ ৫০॥ অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথকত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তং॥ ৫১॥ মনোবৃত্তি অগ্নিকে কর্ম্মাঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথক রূপে বেদেতে অনুবন্ধ অর্থাৎ কথন আছে আর যজ্ঞাগ্নি এবং মনোবৃত্তি অগ্নি উভয়ের সাদৃশ্য বেদে দিয়াছেন অতএব মনের বৃত্তি স্বরূপ অগ্নি যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র হয় ইহার স্বতন্ত্র হওয়া স্বীকার না করিলে বেদের অনুবন্ধ এবং সাদৃশ্য কথন বৃথা হইয়া যায়। প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ শাণ্ডিল্য বিদ্যা যেমন অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক হয় সেই রূপ এখানে পার্থক্য মানিতে হইবেক। আর এক প্রকরণে দুই বস্তু কথিত হইয়াও কোন স্থানে এক বস্তুর বিশেষ কারণের দ্বারা উৎকর্ষতা হয় যে মন রাজসূয় যজ্ঞ আর আগ্নেয়েবেষ্ট যজ্ঞ যদ্যপিও এক প্রকরণে কথিত হইয়াছেন তত্রাপি আগ্নেয়েবেষ্ট ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিমিত্ত রাজসূয় হইতে উৎকৃষ্ট হয়। তবে দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসীয় মানস ক্রিয়া যেমন যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেই সাম্যের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মাঙ্গ হয় এমত আশঙ্কা যাহা করিয়াছ তাহার উত্তর শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাদি সূত্রে কওয়া গিয়াছে অর্থাৎ শ্রুতি এবং লিঙ্গ এবং বাক্য এ তিনের প্রমাণের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয় কর্ম্মাঙ্গ না হয়॥ ৫১॥ অদৃঢ় উপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় কি না এই সন্দেহেতে পর সূত্র কহিয়াছেন॥ ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ॥ ৫২॥ সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় নাই যে হেতু সেই উপাসনা হইতে জ্ঞান কিম্বা ব্রহ্ম লোক দুয়ের এক প্রাপ্তি হয় না এই রূপ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে যেমন মৃদু আঘাতে মর্ম্ম ভেদ হয় না অতএব মৃত্যুও হয় না কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মর্ম্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয় সেই রূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয়॥৫২॥ সকল উপাসনা তুল্য এমত নহে॥ পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ॥৫৩॥ পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীতানুকূল ব্যাপার এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয় যে হেতু শ্রুতি এবং স্মৃতিও এই রূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে কহিয়াছেন॥ ৫৩॥ বেদে কহিতেছেন আত্মার উপকার নিমিত্ত অপর বস্তু প্রিয় হয়

অতএব আত্মা হইতে অধিক প্রিয় কেহ নয় তবে ঈশ্বরেতে আত্মা হইতে অধিক প্রীতি কি রূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই ॥ এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥ আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য প্রিয় অতএব অতি স্নেহ দ্বারা তিহোঁ উপাস্য হয়েন যে হেতু সর্ব্বাবস্থাতে ঈশ্বর সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্ত করিয়া পরম উপকারী রূপে সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করেন ॥ ৫৪ ॥ জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন নহেন অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হয়েন যে হেতু জীব ব্যতিরেক অপর ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় নাই এমত কহিতে পারিবে নাই ॥ ব্যতিরেকস্তু তদ্ভাব-ভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৫ ॥ পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে যেহেতু জীবের সত্তার দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা না হয় বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয় আর ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হয়েন কিন্তু কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন ॥ ৫৫ ॥ কোন শাখাতে উদ্‌গীথের অবযব ওঁকারে প্রাণের উপাসনা কহিয়াছেন আর কোন শা-খাতে উক্‌থতে পৃথিবীর উপাসনা কহেন এই রূপ উপাসনা সেই সেই শাখাতে হইবেক অন্য শাখাতে হইবেক নাই এমত নহে ॥ অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদং ॥৫৬॥ অঙ্গাববদ্ধ অর্থাৎ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা প্রতি বেদের শাখা বিশেষে কেবল হইবেক না বরঞ্চ এক শাখার উপাসনা অপর শাখাতে সংগ্রহ হইবেক উদ্‌গীথাদি শ্রুতির শাখা বিশেষের দ্বারা বিশেষ না হয় ॥ ৫৬ ॥ মন্ত্রাদিবদ্বাহবিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ যেমন পাষাণ খণ্ড-নের মন্ত্র আর প্রয়াযাদের মন্ত্রের শাখান্তরে গ্রহণ হয় সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত উক্‌থাদি শ্রুতির শাখান্তরে লইলে বিরোধ না হয় ॥ ৫৭ ॥ সত্তার এবং চৈতন্যের ভেদ কোন ব্যক্তিতে নাই অতএব সকল উপাসনা তুল্য হউক এমত নহে ॥ ভূয়ঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥৫৮॥ সকল গুণের প্রকাশের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তাঁহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয় যেমন সকল কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ মানা যায় এই রূপ বেদে দেখাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥ তবে নানা প্রকার উপাসনা কেন তাহার উত্তর এই ॥ নানা শব্দাদিভে-দাৎ ॥ ৫৯ ॥ পৃথক পৃথক অধিকারীরা পৃথক উপাসনা করে যে হেতু শাস্ত্র নানা প্রকার আর আচার্য্য নানা প্রকার হয় ॥৫৯॥ নানা উপাসনা

এক কালে এক জন করুক এমত নহে ॥ বিকল্পোবিশিস্টফলত্বাৎ ॥ ৬০ ॥ উপাসনার বিকল্প হয় অর্থাৎ এক উপাসনা করিবেক যেহেতু পৃথক পৃথক উপাসনার পৃথক পৃথক বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ আছে ॥ ৬০ ॥ কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬১ ॥ কাম্যোপাসনা এক কালে অনেক করে কিম্বা না করে তাহার বিশেষ কথন নাই যে হেতু কাম্য উপাসনার বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ অকাম উপাসনার ন্যায় দেখা যায় না ॥ ৬১ ॥ অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ ॥ ৬২ ॥ সূর্য্যাদি যাবৎ বিরাট পুরুষের অঙ্গ হয়েন তাহাতে অঙ্গের উদ্দেশ বিনা স্বতন্ত্র রূপে সূর্য্যাদের উপাসনা করিবেক না ॥ ৬২ ॥ শিস্টেশ্চ ॥ ৬৩ ॥ শ্রুতি শাসনের দ্বারা সূর্য্যাদি যাবৎ দেবতাকে বিরাট পুরুষের চক্ষুরাদি রূপে জানিযা উপাসনা করিবেক পৃথক রূপে করিবেক নাই ॥ ৬৩ ॥সমাহারাৎ ॥ ৬৪ ॥ সমুদায় সূর্য্যাদি অঙ্গ উপাসনা করিলে অঙ্গী যে বিরাট পুরুষ তাহার উপাসনা হয় ॥ ৬৪ ॥ গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৫ ॥ গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার সর্ব্বত্র বেদে সাধারণ্যে শ্রবণ হইতেছে অতএব সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীর উপাসনা সিদ্ধ হয় ॥ ৬৫ ॥ ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৬ ॥ বেদে কহিযাছেন যে ব্রহ্মের সহিত সূর্য্যাদের সত্তা থাকে নাই অতএব সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিবেক কিম্বা না করিবেক উভয়েব বিকল্প প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৬ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ৬৭ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে এক ব্রহ্ম বিনা অপবের উপাসনা করিবেক না অতএব এই দৃষ্টিতে অঙ্গোপাসনা করিবেক না ॥ ৬৭ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ আত্ম বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়েন অতএব আত্ম বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ফল প্রাপ্তি না হয় এমত নহে ॥ পুরুষার্থোতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥ আত্ম বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিয়াছেন ব্যাসের এই মত ॥ ১ ॥ শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥ প্রযাজাদি যজ্ঞের স্তুতিতে লিখিয়াছেন যে যাজক অপাপ হয় এই অর্থবাদ মাত্র সেই রূপ আত্ম জ্ঞানীর পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় এই শ্রুতিতেও অর্থবাদ জানিবে অতএব কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ না হয় যে হেতু জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্মের শেষ হয় স্বতন্ত্র ফল দেন নাই জৈমিনির এই মত ॥ ২ ॥ আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে জনক বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন অতএব জ্ঞানীদের কর্ম্মাচার দেখিয়া উপলব্ধি হইতেছে যে আত্ম বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হয় ॥ ৩ ॥ তৎশ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে কর্ম্মকে আত্ম বিদ্যার দ্বারা করিবেক সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হইবেক অতএব আত্ম বিদ্যা কর্ম্মের শেষ এমত শ্রবণ হইতেছে ॥ ৪ ॥ সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥ বেদে কহিযাছেন যে কর্ম্ম আর আত্ম বিদ্যা পর লোকে পুরুষের সমন্বারম্ভণ করে অর্থাৎ সঙ্গে যায় অতএব আত্ম বিদ্যা পৃথক ফল না হয় ॥ ৫ ॥ তদ্বতোবিধানাৎ ॥ ৬ ॥ বেদাধ্যয়ন বিশিস্ট ব্যক্তির কর্ম্ম বিধান হয এমত বেদে কহিয়াছেন অতএব আত্ম বিদ্যা স্বতন্ত্র নয ॥ ৬ ॥ নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥ বেদে শতবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যের নিয়ম করিয়াছেন অতএব আত্ম বিদ্যা কর্ম্মের অন্তর্গত হইবেক ॥ ৭॥ এই সকল সূত্রে জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ তাহার সিদ্ধান্ত পর পর সূত্রে করিতেছেন ॥ অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শণাৎ ॥ ৮ ॥ বেদেতে কর্ম্মাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন এমত দেখিতেছি অতএব জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হয় এই হেতু বাদরায়ণের মত যে আত্ম বিদ্যা হইতে পুরুষার্থকে পায় সেমত সপ্রমাণ হয় ॥ ৮ ॥ তুল্যন্তু দর্শনং ॥ ৯ ॥ জনকের যেমত জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইয়ের দর্শন আছে সেই মত অনেক জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগেরো দর্শন আছে যে হেতু বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করেন নাই ॥ ৯ ॥ অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥ জ্ঞান সহিত যে কর্ম্ম সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হয় এই শ্রুতির অধিকার সর্ব্বত্র নহে কেবল

উদ্‌গীথে যে কর্ম্ম সকল বিহিত তৎপর এ শ্রুতি হয় ॥১০॥ বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥ যেমন একশত মুদ্রা দুই ব্যক্তিকে দিতে কহিলে প্রত্যেককে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিতে হয় সেই রূপ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে পুরুষের সঙ্গে পর লোকে কর্ম্ম এবং আত্ম বিদ্যা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোন পুরুষের সহিত পর লোকে কর্ম্ম যায় কাহার সহিত আত্ম বিদ্যা যায় এই রূপ দুইয়ের ভাগ হইবেক ॥ ১১ ॥ অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥ যেখানে বেদে কহিয়াছেন যে বেদাধ্যয়ন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্ম করিবেক সেখানে তাৎপর্য্য জ্ঞানী না হয় বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই যে অর্থ না জানিয়া বেদাধ্যয়ন যাহারা করে এমত পুরুষের কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় ॥ ১২ ॥ নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥ যেখানে বেদে কহেন শতবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক সেখানে জ্ঞানী কিম্বা অন্য এ রূপ বিশেষ নাই অতএব এ শ্রুতি অজ্ঞানী পর নয় ॥ ১৩ ॥ স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥ অথবা জ্ঞানীর স্তুতির নিমিত্তে এরূপ বেদে কহিয়াছেন যে জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াও শতবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক তত্রাপি কদাচিৎ কর্ম্ম সেই জ্ঞানীর বন্ধনের হেতু হইবেক না ॥ ১৪ ॥ কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥ বেদে কহেন যে কোন জ্ঞানীরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্ম আপন আপন ইচ্ছাতে ত্যাগ করিয়াছেন অতএব আত্ম বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ না হয় ॥ ১৫ ॥ উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥ বেদে কহিতেছেন যে যখন জ্ঞানীর সর্ব্বত্র আত্ম জ্ঞান উপস্থিত হয় তখন কোন নিমিত্তে কর্ম্মাদিকে দেখেন না অতএব জ্ঞান হইলে পর কর্ম্মের উপমর্দ্দ অর্থাৎ অভাব হয় ॥ ১৬ ॥ ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥১৭॥ বেদে কহেন যে এ জ্ঞান ঊর্দ্ধরেতাকে কহিবেক অতএব ঊর্দ্ধরেতা যাঁহার অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকার নাই তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন ধর্ম্মের তিন স্কন্ধ অর্থাৎ তিন আশ্রয় হয় গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ এই হেতু ব্রহ্ম প্রাপ্তি নিমিত্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসের উপর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥ পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥ বেদেতে চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসের কথন কেবল অনুবাদ মাত্র জৈমিনি কহিয়াছেন যেমন সমুদ্র তটস্থ ব্যক্তি কহে যে জল হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন সেই রূপ অলসের কর্ম্ম ত্যাগ দেখিয়া সন্ন্যাসের অনু কথন আছে অতএব সন্ন্যাসের বিধি নাই আর বে-

দেতে কহিয়াছেন যে যে কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে সে দেবতা হত্যা করে অতএব বেদে সন্ন্যাসের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ আছে যদি কহ বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মচর্য্য পরেই কর্ম্ম সন্ন্যাস করিবেক অতএব সন্ন্যাস করণের বিধি ইহার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তাহার উত্তর এই যে এ বিধি অপূর্ব্ব বিধি নহে কেবল অলস ব্যক্তির জন্যে এমত কথন আছে অথবা স্তুতিপর এ শ্রুতি হয় ॥ ১৮ ॥ পূর্ব্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥ সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে ব্যাস কহিয়াছেন যে হেতু দেবতাধিকারের ন্যায় সন্ন্যাস বিধির যে শ্রুতি সে স্তুতিপর বাক্য হইয়াও ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ যে চারি আশ্রম তাহার সমতার নিয়ম করেন অর্থাৎ চারি আশ্রমের সমান কর্ত্তব্যতা হয় শ্রুতিতে কহেন। দেবতাধিকারের তাৎপর্য্য এই যে বেদে কহিয়াছেন দেবতার মধ্যে যাহাঁরা ব্রহ্ম সাধন করেন তিহোঁ ব্রহ্মকে পায়েন এ শ্রুতি যদ্যপিও স্তুতি পর হয় তত্রাপি এই স্তুতির দ্বারা দেবতার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার পাওয়া যায়। যদি কহ অগ্নিহোত্র ত্যাগী দেবতা হত্যা জন্য পাপ ভাগী হয় তাহার উত্তর এই যে সে শ্রুতি অজ্ঞানপর হয় ॥ ১৯ ॥ বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥ গৃহস্থাদি ধর্ম্ম ধারণে যেমন বেদে স্তুতি পূর্ব্বক বিধি আছে সেই রূপ সন্ন্যাসেরো স্তুতি পূর্ব্বক বিধি আছে অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নাই ; আসক্ত অজ্ঞানীর ব্রহ্ম নিষ্ঠা দুর্লভ হয় এই বা শব্দের অর্থ জানিবে ॥ ২০ ॥ স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥ বেদে কহেন এ উদ্‌গীথ সকল রসের উত্তম হয় অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্‌গীথের স্তুতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে যেমন স্রুবকে বেদে আদিত্য রূপে স্তুতি পূর্ব্বক কহিয়াছেন সেই রূপ উদ্‌গীথের গ্রহণ এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে যে হেতু প্রমাণান্তর হইতে উদ্‌গীথের উপাসনার বিধি নাই অতএব এ অপূর্ব্ব বিধিকে স্তুতিপর কথন যুক্ত হয় না। অপূর্ব্ব বিধি তাহাকে বলি যে অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করে যেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবেক অশ্বমেধ করা পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না এই বিধিতে অশ্বমেধের কর্ত্তব্যতা পাওয়া গেল ॥ ২১ ॥ ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥ উদ্‌গীথ উপাসনা করিবেক এই ভাব অর্থাৎ উপাসনা তাহার বিধায়ক যে বেদ সেই বেদের দ্বারা

কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের আশ্রিত যে উদ্‌গীথ তাহার উপাসনা এবং রসতমন্ত্রের বিধান জ্ঞানীর প্রতি পাওয়া যাইতেছে অতএব কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের অনাশ্রিত যে ব্রহ্ম বিদ্যা তাহার অনুষ্ঠান জ্ঞানীর কর্ত্তব্য এ সুতরাং যুক্ত হয় ॥ ২২ ॥ পারিপ্লবার্থাইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥২৩॥ পারিপ্লব সেই বাক্য হয় যাহা অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজাদের তুষ্টির নিমিত্ত বলা যায়। আখ্যায়িকা অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ও তাহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নীর সম্বাদ যাহা বেদে লিখিয়াছেন সে সম্বাদ পারিপ্লব মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যার এক দেশ না হয় এমত নহে যে হেতু মনুর্ব্বৈবস্বতোরাজা এই আরম্ভ করিয়া পারিপ্লব মাচক্ষীত এই পর্য্যন্ত পারিপ্লব প্রসিদ্ধ হয় এমত বিশেষ কথন আছে ॥২৩॥ তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥ যদি ঐ আখ্যায়িকা পারিপ্লবের তুল্য না হইল তবে সুতরাং নিকটবর্ত্তি আত্ম বিদ্যার সহিত আখ্যায়িকার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবেক অতএব আখ্যায়িকা আত্ম বিদ্যার এক দেশ হয় ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্ম বিদ্যার ফল শ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্ম বিদ্যা কর্ম্মের সাপেক্ষ হয় এমত নহে ॥ অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥ আত্ম বিদ্যা হইতে পৃথক পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় এই হেতু জ্ঞানের উত্তর অগ্নি আর ইন্ধনের উপলক্ষিত যাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না কর্ম্মের ফল জ্ঞানের ইচ্ছা হয় মুক্তি কর্ম্মের ফল নহে ॥ ২৫ ॥ জ্ঞানের পূর্ব্বেও কর্ম্মাপেক্ষা নাই এমত নহে ॥ সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥ জ্ঞানের পূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ব কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে যে হেতু বেদেতে যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন কহিয়াছেন যেমন গৃহ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে সেই রূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের অপেক্ষা জানিবে॥২৬॥ শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ শম দমাদের বিধান বেদেতে আছে অতএব শম দমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে পরেও শম দমাদি বিশিষ্ট থাকিবেক। শম মনের নিগ্রহ। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তিতিক্ষা অপকারির প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা। উপরতি বিষয় হইতে নিবৃত্তি। শ্রদ্ধা শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। সমাধি চিত্তের একাগ্র হওয়া। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য

বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। মুমুক্ষা মুক্তি সাধনের ইচ্ছা ॥ ২৭ ॥ বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানী সকল বস্তু খাইবেক ইহার অভিপ্রায় সর্ব্বদা সকল খদ্যাখাদ্য খাইবেক এমত নহে ॥ সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্ব প্রকার খাদ্যের বিধি জ্ঞানীকে প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ আপৎ কালে আছে যে হেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষে হস্তি পালের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন অতএব প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভক্ষণের বিধি বেদেতে দেখিতেছি ॥ ২৮ ॥ অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥ জ্ঞান হইলে সদাচার করিলে জ্ঞানের বাধা জন্মে নাই অতএব সদাচাব জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য নয় ॥ ২৯ ॥ অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥ স্মৃতিতেও আপৎ কালে সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিলে পাপ নাই আর সদাচার কর্ত্তব্য হয় এমত কহিতেছেন ॥ ৩০ ॥ শব্দশ্চাস্যাকামকারে ॥ ৩১ ॥ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবেক না এমত শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে ॥ ৩১ ॥ বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥ বেদে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মের জ্ঞানীর প্রতিও বিধান আছে অতএব জ্ঞানী বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিবেক ॥ ৩২ ॥ সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥ সৎ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারি হয় এই হেতু সৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥ কাশীতে মহাদেব তারক মন্ত্র প্রাণীকে উপদেশ করেন এমত বেদে কহেন অতএব কাশীবাস বিনা অপর শুভ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই এমত নহে ॥ সর্ব্বথাপি তু তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩৪॥ সর্ব্বথা মহাদেবের উপদেশ কাশীতে আছে তথাপি শুভ নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল মুক্ত হয়েন অশুভ নিষ্ঠ মুক্ত না হয়েন ইহার উভয়ের নিদর্শন বেদে আছে। যেমন বিরোচন আর ইন্দ্রকে ব্রহ্মা আত্ম জ্ঞান কহিলেন বিরোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল না ইন্দ্র শুভ কর্ম্মাধীন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥ স্বভাবের অনভিভব অর্থাৎ আদর বেদে দেখাইতেছেন অতএব শুভ স্বভাব বিশিস্ট হইবেক ॥ ৩৫ ॥ বর্ণাশ্রম বিহিত ক্রিয়া রহিত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান নাই এমত নহে॥ অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩৬॥ অন্তরা অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে আছে ॥ ৩৬ ॥ অপি চ স্মর্য্যতে ॥৩৭॥ স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে ॥ ৩৭ ॥ বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বরের উদ্দেশে

যে আশ্রম ত্যাগ করে তাহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হয় সে ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকার সুতরাং জন্মে ॥ ৩৮ ॥ তবে আশ্রম বিফল হয় এমত নহে ॥ অতস্ত্বিতরজ্যায়োলিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥ অনাশ্রমী হইতে ইতর অর্থাৎ আশ্রমী শ্রেষ্ঠ হয় যে হেতু আশ্রমীর শীঘ্র ব্রহ্ম বিদ্যা প্রাপ্তি হয় বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ উত্তম আশ্রমী আশ্রম ভ্রষ্ট কর্ম্ম করিলে পর নীচাশ্রমে তাহার পতন হয় যেমন সন্ন্যাসী নিন্দিত কর্ম্ম করিলে বানপ্রস্থ হইবেক এমত নহে ॥ তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবোজৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ উত্তমাশ্রমী হইয়া পুনরায় নীচাশ্রম করিতে পারে নাই জৈমিনিরো এই মত হয় যে হেতু নিয়ম ভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব আশ্রমের অভাব দ্বারা সকল ধর্ম্মের অভাব হয় ॥ ৪০ ॥ পর সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥ ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদ্যোগাৎ ॥ ৪১ ॥ আপন আপন অধিকার প্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্তকে আধিকারিক কহি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি যদি পতিত হয় তবে তাহার আধিকারিক অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই যে হেতু স্মৃতিতে কহিয়াছেন যে নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম হইতে যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই অতএব প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪১ ॥ এখন পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তং ॥ ৪২ ॥ গুরুদারা গমন ব্যতিরেক অন্য পাপ নৈষ্ঠিকাদের উপপাপে গণিত হয় তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে এমত কেহো কহিয়াছেন যেমন মাংসাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকার করেন সেই রূপ অতি পাতক বিনা অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিতে কহেন তবে পূর্ব্ব স্মৃতি যাহাতে লিখিয়াছেন যে নৈষ্ঠিকের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি নাই তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহারে শঙ্কুচিত থাকে ॥ ৪২ ॥ প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার শঙ্কোচিত না হয় এমত নহে ॥ বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥ ঊর্দ্ধরেতা জ্ঞানী হইয়া যে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করুক অথবা না করুক উভয় প্রকারেই লোকে শঙ্কুচিত হইবেক যে হেতু স্মৃতিতে তাহার নিন্দা লিখিয়াছেন এই শিষ্টাচারেও সে নিন্দিত হয় ॥ ৪৩ ॥ পর সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥ স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ অঙ্গোপাসনা কেবল যজমান করিবেক ঋত্বিকের

অর্থাৎ পুরোহিতের অধিকার তাহাতে নাই যে হেতু বেদে লিখিয়াছেন যে উপাসনা করিবেক সেই ফল প্রাপ্ত হইবেক এ আত্রেয়ের মত হয় ॥ ৪৪ ॥ পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রিয়তে ॥ ৪৫ ॥ অঙ্গোপাসনা ঋত্বিকে করিবেক ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন যে হেতু ক্রিয়া জন্য ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত যজমান্ ঋত্বিককে নিযুক্ত করে ॥৪৫॥ শ্রুতিশ্চ ॥ ৪৬ ॥ বেদেও কহিতেছেন যে আপনি ফল পাইবার নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিবেক ॥ ৪৬ ॥ আর আত্মাকে দেখিবেক শ্রবণ এবং মনন করিবেক এবং আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা করিবেক অতএব এই চারি পৃথক পৃথক বিধি হয় এমত নহে ॥ সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতোবিধ্যাদিবৎ ॥৪৭॥ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যানের ইচ্ছা এতিন ব্রহ্ম দর্শনের সহকারি অর্থাৎ সহায় হয় এবং ব্রহ্ম দর্শন বিধির অন্তঃপাতী হয় অতএব জ্ঞানীর শ্রবণ মননাদি কর্ত্তব্য হয়। তৃতীয় অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ভেদ জ্ঞান থাকে তাবৎ কর্ত্তব্য যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতী বিধি অগ্ন্যাধান বিধি হয় সেই রূপ ব্রহ্ম দর্শনের অন্তঃপাতী শ্রবণাদি হয় যে হেতু শ্রবণাদি ব্যতিরেক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়েন না ॥ ৪৭ ॥ বেদে কহেন কুটুম্ব বিশিষ্ট গৃহস্থ উত্তম দেশে অধ্যয়ন করিবেক তাহার পুনরাবৃত্তি নাই অতএব সমুদায় গৃহস্থ প্রতিএবিধি হয় এমত নহে ॥ কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥ কৃৎস্নে অর্থাৎ সকল কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক যে হেতু বেদে কহিয়াছেন যে শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সকল দেবতা এবং উত্তম গৃহস্থ যতিস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন এবং স্মৃতিতেও এই বিধি আছে ॥ ৪৮ ॥ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা কেবল দুই আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আর গার্হস্থ্য প্রাপ্তি হয় এমত সন্দেহ দূর করিতেছেন ॥ মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥ মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের ন্যায় ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের বেদে উপদেশ আছে অতএব আশ্রম চারি হয় ॥ ৪৯ ॥ বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানী বাল্যরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এখানে বাল্য শব্দে চপলতা তাৎপর্য্য

হয় এমত নহে ॥ অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥ জ্ঞানকে ব্যক্ত না করিয়া অহঙ্কার রহিত হইয়া জ্ঞানী থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ঐ শ্রুতির এই অর্থ হয় যে হেতু পর শ্রুতিতে বাল্য আর পাণ্ডিত্যের একত্র কথন আছে আর যথার্থ পণ্ডিত অহঙ্কার রহিত হয়েন ॥ ৫০ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম বিদ্যা শুনিয়াও অনেকে ব্রহ্মকে জানে না, অতএব ব্রহ্ম বিদ্যার শ্রবণাদি অভ্যাস করিলে এ জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না এমত নহে ॥ ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শণাৎ ॥ ৫১ ॥ অভ্যাসের ত্যাগাদি প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি ফল এই জন্মেই হয় যে হেতু বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণের দ্বারা ইহ লোকেতে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াছিলেন এমত বেদে দৃষ্ট আছে ॥ ৫১ ॥ সালোক্যাদি মুক্তি শ্রবণের দ্বারা বুঝাইতেছে যে মুক্তির উৎকৃষ্টতা আর অপকৃষ্টতা আছে এমত নহে ॥ এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তি রূপ ফলের অধিক হওয়া কিম্বা ন্যূন হওয়ার কোন মতে নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞানবান সকলের এক প্রকার মুক্তি হয় যে হেতু বিশেষ রহিত ব্রহ্মাবস্থাকে জ্ঞানী পায়েন এমত নিশ্চয় কথন বেদে আছে। পুনরাবৃত্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক হয় ॥ ৫২ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ আত্মজ্ঞান সাধনেতে পুনঃ পুনঃ সাধনের অপেক্ষা নাই এমত নহে ॥ আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥ সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য হয় যে হেতু আত্মার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির উপদেশ এবং তত্ত্বমসি বাক্যের পুনঃ পুনঃ উপদেশ বেদে দেখিতেছি ॥ ১ ॥ লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥ আদিত্য এবং বরুণের পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর্ত্তব্য এমত অর্থ বোধক শ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্ম বিদ্যাতেও সেই রূপ আবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২ ॥ আপনা হইতে আত্মার ভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিবেক এমত নহে ॥ আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৩॥ ঈশ্বরকে আত্মা জানিয়া জাবালেরা অভেদ রূপে উপাসনা করিতেছেন এবং অভেদ রূপে লোককে জানাইতেছেন ॥ ৩ ॥ বেদে কহিতেছেন মন রূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক অতএব মন আদি পদার্থ ব্রহ্ম হয় এমত নহে ॥ ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥ মন আদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হয় যে হেতু বেদে এমত কথন নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয় ॥ ৪ ॥ যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্রহ্মেতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে ॥ ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥ মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্ত হয় কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে যে হেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন রাজার অমাত্যকে রাজ বোধ করা যায় কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্য বোধ করা কল্যাণের কারণ হয় নাই ॥ ৫ ॥ বেদে কহেন উদ্গীথ রূপ আদিত্যের উপাসনা করিবেক অতএব আদিত্যে উদ্গীথ বোধ করা যুক্ত হয় এমত নহে ॥ আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গউপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥ কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথে আদিত্য বুদ্ধি করা যুক্ত হয় কিন্তু সূর্য্যেতে উদ্গীথ বোধ করা অযুক্ত যে হেতু মন্ত্রে সূর্য্যাদি বোধ করিলে অধিক ফলের উৎপত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি হয় ॥ ৬ ॥ দাণ্ডাইয়া কিম্বা শয়ন করিয়া আত্ম বিদ্যার উপাসনা করিবেক এমত নহে ॥ আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥ উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক যে হেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় আর দাণ্ডাইলে চিত্তে বিক্ষেপ জন্মে কিন্তু বসিয়া উপাসনা করিলে দুইয়ের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না অতএব উপাসনার সম্ভব বসিয়াই হয় ॥ ৭ ॥ ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥ ধ্যানের দ্বারা উপাসনা হয় সে ধ্যান

বিশেষ মতে না বসিলে হইতে পারে নাই ॥ ৮ ॥ অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥ বেদে কহিয়াছেন পৃথিবীর ন্যায় ধ্যান করিবেক অতএব উপাসনার কালে চঞ্চল না হইবেক বেদের এই তাৎপর্য্য সেই অচঞ্চল হওয়া আসনের অপেক্ষা রাখে ॥ ৯ ॥ স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥ স্মৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোপাসনাতে তীর্থাদির অপেক্ষা রাখে এমত নহে ॥ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥ যে স্থানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক তীর্থাদির নিয়ম নাই যে হেতু বেদে কহিয়াছেন যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক এ বেদে তীর্থাদের বিশেষ করিয়া নিয়ম নাই ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মোপাসনার সীমা আছে এমত নহে ॥ আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং ॥১২॥ মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যে হেতু বেদে মুক্তি পর্য্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি ॥ ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন ভোগে পুণ্য ক্ষয় আর শুভের দ্বারা পাপের বিনাশ হয় তবে জ্ঞানের দ্বারা পাপ নষ্ট না হয় এমত নহে ॥ তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে উত্তর পাপের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হইতে পারে নাই আর পূর্ব্ব পাপের বিনাশ হয় যে হেতু বেদে কহিতেছেন যেমন পদ্মপত্রে জলের সম্বন্ধ না হয় সেই রূপ জ্ঞানীতে উত্তর পাপের স্পর্শ হইতে পারে না। আর যেমন শরের তুলাতে অগ্নি মিলিত হইলে অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় সেই মত জ্ঞানের উদয় হইলে সকল পূর্ব্ব পাপের ধ্বংস হয় তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে শুভেতে পাপ ধ্বংস হয় সে লৌকিকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন অথবা শুভ শব্দে এখানে জ্ঞান তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানী পাপ হইতে নির্লিপ্ত হয় কিন্তু পুণ্য হইতে মুক্ত না হইয়া ভোগাদি করেন এমত নহে ॥ ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥১৪॥ ইতর অর্থাৎ পুণ্যের সম্বন্ধ পাপের ন্যায় জ্ঞানীর সহিত থাকে না অতএব দেহপাত হইলে পুণ্যের ফল যে ভোগাদি তাহা জ্ঞানী করেন নাই ॥ ১৪ ॥ যদ্যপি জ্ঞান পাপ পুণ্য উভয়ের নাশ করে তবে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ কর্ত্তা জ্ঞান হয় এমত নহে ॥ অনারব্ধকার্য্যেএব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥ প্রারব্ধ

ব্যতিরেকে পাপ পুণ্য জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় আর প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের নাশ জ্ঞানের দ্বারা নাই এই তাৎপর্য্য পূর্ব্বে দুই সূত্রে হয় যে হেতু প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের সীমা যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত করিয়াছেন প্রারব্ধ পাপ পুণ্য তাহাকে কহি যে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্যে শরীর ধারণ হয় ॥ ১৫ ॥ সাধকের নিত্য কর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই এমত নহে ॥ অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ॥ ১৬ ॥ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ফলের হেতু হয় যে হেতু নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সদ্গতি হয় এমত বেদে এবং স্মৃতিতেও দৃষ্টি আছে ॥ ১৬ ॥ বেদে কহি-তেছেন জ্ঞানী সাধু কর্ম্ম করিবেক এখানে সাধু কর্ম্ম হইতে নিত্য নৈমি-ত্তিক কর্ম্ম তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥ অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥১৭॥ কোন শাখিরা পূর্ব্বোক্ত সাধু কর্ম্মকে নিত্যাদি কর্ম্ম হইতে অন্য কাম্য কর্ম্ম কহিয়াছেন এই মত ব্যাস এবং জৈমিনি উভয়ের হয় জ্ঞানীর কাম্য কর্ম্ম সাধু সেবাদি হয় যে হেতু অন্য কামনা জ্ঞানীর নাই ॥ ১৭ ॥ সমুদায় নিত্যাদি কর্ম্ম জ্ঞানের কারণ হইবেক এমত নহে॥ যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥১৮॥ যে কর্ম্ম আত্ম বিদ্যাতে যুক্ত হয় সেই জ্ঞানের কারণ হয় যে হেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ প্রারব্ধ কর্ম্মের কদাপি নাশ না হয় এমত নহে ॥ ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে ॥ ১৯ ॥ ইতর অর্থাৎ সঞ্চিত ভিন্ন পাপ পুণ্য ভোগের দ্বারা নাশ করিয়া জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন যে হেতু প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ ভোগ বিনা হইতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ইতি-চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ সমবায় কারণেতে কার্য্যের লয় হয় যেমন পৃথিবীতে ঘট লীন হইতেছে কিন্তু বেদে কহেন বাক্য মনেতে লয় হয় অথচ মন বাক্যের সমবায় কারণ নহে তাহার উত্তর এই ॥ বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥ ১ ॥ বাক্য অর্থাৎ বাক্যের বৃত্তি মনেতে লয় হয় যদ্যপিও মন বাক্যের সমবায় কারণ নহে যেমন অগ্নির সমবায় কারণ জল না হয় তত্রাপিও অগ্নির বৃত্তি অর্থাৎ দহন শক্তি জলেতে লয়কে পায় এই রূপ বেদেও কহিয়াছেন ॥ ১ ॥ অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥ সমবায় কারণ ব্যতিরেকে লয় দর্শনের দ্বারা নিশ্চয় হইল যে চক্ষু আদি করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মনেতে লয়কে পায় যদ্যপিও চক্ষু প্রভৃতি আপন আপন সমবায়েতে লীন হয়েন ॥ ২ ॥ এখন মনের বৃত্তির লয় স্থানের বিবরণ করিতেছেন ॥ তন্মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয় স্থান যেমন তাহার বৃত্তি প্রাণে লয়কে পায় যে হেতু তাহার পর শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মন প্রাণেতে আর প্রাণ তেজেতে লীন হয় ॥ ৩ ॥ তেজে প্রাণের লয় হয় এমত নহে ॥ সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥ সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবেতে লয়কে পায় যে হেতু জীবেতে মৃত্যুকালে প্রাণের গমন এবং জীবেতে মন আদি সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি বেদে কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে পূর্ব্ব শ্রুতি যাহাতে প্রাণের লয় তেজেতে কহিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ ভূতেষু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥ প্রাণের লয় পঞ্চভূতে হয় যে হেতু বেদে কহিতেছেন অতএব তেজ বিশিষ্ট জীবেতে সাক্ষাৎ প্রাণের লয় হয় জীবের উপাধি রূপ তেজেতে যে প্রাণের লয় কহিয়াছেন সে পরম্পরা সম্বন্ধে হয় ॥ ৫ ॥ নৈকস্মিন্ দর্শয়তি হি ॥ ৬ ॥ কেবল জীবের উপাধি রূপ তেজেতে প্রাণের লয় হয় এমত নহে যেহেতু প্রাণের লয় পরম্পরাতে পৃথিবী আদি পঞ্চভূতে হয় এমত শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ॥ ৬ ॥ সগুণ উপাসকের উর্দ্ধ গমনে নির্গুণ উপাসক হইতে বিশেষ আছে এমত নহে ॥ সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥ আসৃতি অর্থাৎ দেবযান মার্গ তাহার আরম্ভ পর্য্যন্ত সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকের উর্দ্ধ গমন সমান হয় এবং অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি ও সমান হয়। কিন্তু সগুণ উপাসকের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না যে হেতু রাগাদি তাহার সগুণ উপাসনাতে দগ্ধ হইতে

পারে না ॥ ৭ ॥ বেদে কহিতেছেন যে লিঙ্গ দেহ পরমেশ্বরেতে লয়কে পায় অতএব মরিলেই সকলের লিঙ্গ শরীর ব্রহ্মেতে লীন হয় এমত নহে॥ তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥ ঐ লিঙ্গ শরীর নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত থাকে যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে সগুণ উপাসকের পুনর্ব্বার জন্ম হয় তবে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে লিঙ্গ শরীর মৃত্যু মাত্র ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মৃত্যুর পরে সুষুপ্তির ন্যায় পরমাত্মাতে লয়কে পায় ॥ ৮ ॥ লিঙ্গ শরীরের দৃষ্টি না হয় তাহার কারণ এই ॥ সূক্ষ্মন্তু প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥ লিঙ্গ শরীর প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বরূপেতেও চক্ষুর ন্যায় সূক্ষ্ম হয় যে হেতু বেদেতে লিঙ্গ শরীরকে এমত সূক্ষ্ম করিয়া কহিয়াছেন যে নাড়ীর দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। তবে লিঙ্গ শরীর দৃষ্টি গোচর না হয় ইহার কারণ এই যে তাহার স্বরূপ প্রকট নহে ॥ ৯ ॥ নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥ লিঙ্গ শরীর অতি সূক্ষ্ম হয় এই হেতু স্থূল দেহের মর্দ্দনেতে লিঙ্গ দেহের মর্দ্দন হয় না ॥ ১০ ॥ লিঙ্গ শরীর প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিতেছেন ॥ অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ১১ ॥ লিঙ্গ শরীরের উষ্মার দ্বারা স্থূল শরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয় যে হেতু লিঙ্গ শরীরের অভাবে স্থূল শরীরে উষ্মা থাকে না এই যুক্তির দ্বারা লিঙ্গ দেহের স্থাপন হইতেছে ॥ ১১ ॥ পর সূত্রে বাদীর মতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতেছে ॥ প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥ বাদী কহে যে বেদে কহিতেছেন জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে ঊর্দ্ধ গমন না করে এই নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে জ্ঞানী ভিন্নের ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে ঊর্দ্ধ গমন করেন প্রতিবাদী কহে এমত নহে যে হেতু বেদে কহেন যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা ঊর্দ্ধ গমন করেন না অতএব অকাম হওয়া জীবের ধর্ম্ম দেহের ধর্ম্ম নহে। এখানে জীব হইতে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকলের ঊর্দ্ধ গমন নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে জ্ঞানী ভিন্নের জীব হইতে ইন্দ্রিয় সকল ঊর্দ্ধ গমন করেন ॥ ১২ ॥ এখন সিদ্ধান্তী বাদীর মতকে স্থাপন করিতেছেন ॥ স্পষ্টোহ্যেকেষাং ॥ ১৩ ॥ কান্বরা স্পষ্ট কহেন যে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে না কিন্তু দেহেতেই লীন হয়। অতএব জ্ঞানীর দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধ গমনের

নিষেধের দ্বারা জ্ঞানী ভিন্নের দেহ হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করেন এমত নিশ্চয় হইতেছে কিন্তু জীব হইতে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধ গমন না হয়। তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যেখানে কহিয়াছেন যে যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করেন নাই সেখানে তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করে নাই অর্থাৎ তাহার দেহ হইতে উর্দ্ধ গমন করে না এই তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৩ ॥ স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥ স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই অতএব দেবতারাও জ্ঞানীর উৎক্রমণ জানেন নাই ॥ ১৪ ॥ বেদে কহিতেছেন যে পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর পাঁচ তন্মাত্র গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই পোনর আপন আপন উৎপত্তি স্থানে মৃত্যু কালে লীন হয় কিন্তু জ্ঞানীর কিম্বা অজ্ঞানীর এমত এই শ্রুতিতে বিশেষ নাই অতএব জ্ঞান হইলে পরেও ইন্দ্রিয় সকল আপনার আপনার উৎপত্তি স্থানে লীন হইবেক এমত নহে ॥ তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদি সকল পরব্রহ্মে লীন হয় যে হেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন তবে যে পূর্ব্বে লয় শ্রুতি কহিলে সে অজ্ঞানী পর হয় এই বিবেচনায় যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই লয়কে পায় ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানী ব্রহ্মেতে লয়কে পায় সে লয় প্রাপ্তি অনিত্য এমত নহে ॥ অবিভাগোবচনাৎ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মেতে যে লীন হয় তাহার পুনরায় বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ব্রহ্ম হইতে হয় না যেহেতু বেদ বাক্য আছে যে ব্রহ্মে লীন হইলে নাম রূপ থাকে না সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয় ॥ ১৬ ॥ সকল জীবের নিঃসরণ শরীর হইতে হয় অতএব এক নাড়ী হইতে সকলের নিঃসরণ হয় এমত নহে ॥ তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারোবিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎশেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥ তদোকো অর্থাৎ হৃদয়ে যে জীবের স্থান হয় সে স্থান জীবের নিঃসরণ সময় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সেই তেজ হইতে যে কোন চক্ষু কর্ণাদি নাড়ীর দ্বার প্রকাশকে পায় সেই নাড়ী হইতে সকল জীবের নিঃসরণ হয় তাঁহার মধ্যে অন্তর্যামীর অনুগৃহীত যাহারা তাহাদের জীব শতাধিকা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ করে যে হেতু ব্রহ্ম বিদ্যার এই সামর্থ্য তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ হওয়া শেষ ফল হয় এমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ নাড়ীতে সূর্য্যের রশ্মির

সম্ভব নাই অতএব নাড়ীর দ্বার হইতে অন্ধকারে জীব নিঃসরণ করে এমত নহে ॥ রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥ বেদে কহেন যে সূর্য্যের সহস্র কিরণ সকল নাড়ীতে ব্যাপক হইয়া থাকে সেই রশ্মির প্রকাশ হইতে জীবের নিঃসরণ হয় অতএব জীব সূর্য্য রশ্মির অনুগত হইয়া নিঃসরণ করেন ॥ ১৮॥ নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ॥১৯॥ রাত্রিতে সূর্য্য প্রকাশ থাকেন না অতএব নাড়ীতে সে কালে সূর্য্য রশ্মির অভাব হয় এমত নহে যে হেতু যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ উষ্মার দ্বারা সূর্য্য রশ্মির সম্ভাবনা দিবা রাত্রি নাড়ীতে আছে বেঁদেও কহিতেছেন যাবৎ শরীর আছে তাবৎ নাড়ী এবং সূর্য্য রশ্মির বিয়োগ না হয় ॥ ১৯ ॥ ভীষ্মের ন্যায় জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু আবশ্যক হয় এমত নহে ॥ অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে ॥২০॥ দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলে সুষুম্নার দ্বারা জীব নিঃসরণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় তবে ভীষ্মের উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এ লোক শিক্ষার্থ হয় যে হেতু জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম হয় ॥২০॥ যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে॥ ২১ ॥ স্মৃতিতে কথিত যে শুক্লকৃষ্ণ দুই গতি সে কর্ম্ম যোগির প্রতি বিধান হয় যে হেতু যোগী শব্দে সেই স্মৃতিতে তাহার বিশেষণ কহিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্ম উপাসকের সর্ব্বকালে ব্রহ্ম প্রাপ্তি এমত তাহার পর স্মৃতিতে কহেন অতএব জ্ঞানীর যে কোন কালে মৃত্যু হইলেও উত্তরায়ণ মৃত্যু ফল প্রাপ্ত হয় ॥২১॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ এক বেদে কহেন যে উপাসকেরা মৃত্যুর পরে তেজ পথকে প্রাপ্ত হয়েন অন্য শ্রুতি কহিতেছেন উপাসকেরা সূর্য্য দ্বার হইয়া যান অতএব ব্রহ্ম লোক গমনের নানা পথ হয় এমত নহে ॥ অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ॥ ১ ॥ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে বেদে কহিয়াছেন যে কেহ এ উপাসনা করে সে তেজ পথের দ্বারা যায় অতএব ব্রহ্মোপাসক এবং অন্যোপাসক উভয়ের তেজ পথের দ্বারা গমনের খ্যাতি আছে তবে সূর্য্য দ্বার হইতে গমন যে শ্রুতিতে কহেন সে তেজ পথের বিশেষণ মাত্র হয় ॥ ১ ॥ কৌষীতকীতে কহেন যে উপাসক অগ্নি লোক বায়ু লোক এবং বরুণ লোককে যায় ছান্দোগ্যে কহেন যে প্রথমত তেজ পথকে প্রাপ্ত হযেন পশ্চাৎ দিবা পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা যান অতএব দুই শ্রুতি ঐক্য করিবার নিমিত্ত কৌষীতকীতে যে বায়ু লোক কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যের তেজ পথের পর স্বীকার করিতে হইবেক এমত নহে ॥ বায়ুশব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥ কৌষীতকীতে উক্ত যে বায়ু লোক তাহাকে ছান্দোগ্যের সম্বৎসরের পরে স্বীকার করিতে হইবেক যে হেতু কৌষীতকীতে কাহার পর কে হয় এমত বিশেষ নাই আর বৃহদারণ্যে বিশেষণ আছে কারণ এই বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন যে বায়ুর পর সূর্য্যকে যায় ॥ ২ ॥ কৌষীতকীতে বরুণাদি লোক যাহা কহিয়াছেন তাহার বিবরণ এই ॥ তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৩॥ কৌষীতকীতে যে বরুণ লোক কহিয়াছেন সে তড়িৎ লোকের উপর যে হেতু জল সহিত মেঘ স্বরূপ বরুণের তড়িৎ লোকের উপরেই সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় ॥ ৩ ॥ তেজ পথাদি যাহার ক্রম কহা গেল সে সকল কেবল পথ চিহ্ন না হয় এবং উপাসকের ভোগ স্থান না হয় ॥ আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥ অর্চিরাদি আতিবাহিক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করান যে হেতু পর শ্রুতিতে কহিতেছেন যে অমানব পুরুষ তড়িৎ লোক হইতে ব্রহ্ম লোককে প্রাপ্ত করান এই প্রাপণের বোধক শব্দ বেদে আছে ॥ ৪ ॥ অর্চিরাদের চৈতন্য নাই অতএব সে সকল হইতে অন্যের চালন হইতে পারে নাই এমত নহে ॥ উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥ স্থূল দেহ রহিত জীবের ইন্দ্রিয় কার্য্য থাকে নাই এবং অর্চিরাদের চৈতন্য স্বীকার

না করিলে উভয়ের গমনের সামর্থ্য হইতে পারে না অতএব অর্চ্চিরাদের চৈতন্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক ॥ ৫ ॥ কোন স্থান হইতে অমানব পুরুষ জীবকে লইয়া যান তাহার বিবরণ কহিতেছেন ॥ বৈদ্যুতেনৈব, তত্তস্তৎশ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥ বিদ্যুৎ লোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিহোঁ বিদ্যুৎ লোকের ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান এই রূপ বেদেতে শ্রবণ হইতেছে গমনের ক্রম এই। প্রথম রশ্মি পশ্চাৎ অগ্নি পশ্চাৎ অহ পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ বায়ু পশ্চাৎ সূর্য্য পশ্চাৎ চন্দ্র পশ্চাৎ তড়িৎ পশ্চাৎ বরুণ পশ্চাৎ ইন্দ্র পশ্চাৎ প্রজাপতি ইহার পর বরুণ লোক হইতে অমানব পুরুষ জীবকে ঊর্দ্ধ গমন করান॥৬॥ তখন কি প্রাপ্তব্য হয় তাহা কহিতেছেন ॥ কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৭॥ কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাকে এই সকল গমনের পর উপাসকেরা প্রাপ্ত হয়েন বাদরি আচার্য্যের এই মত যেহেতু ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭ ॥ বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্ম লোককে অমানব পুরুষ লইয়া যায় এমত বিশেষণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ৮ ॥ সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর ব্রহ্ম প্রাপ্তির সন্নিকট হয় এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্মার প্রাপ্তিকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন ॥৯॥ কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ ॥১০॥ ব্রহ্ম লোকের বিনাশ হইলে পর ব্রহ্ম লোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা তাঁহার সহিত পরব্রহ্মে লয়কে পায় যে হেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১০ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥ স্মৃতিতেও এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১১ ॥ পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥ জৈমিনি কহেন পরব্রহ্মতে লয়কে পাইবেক যে হেতু ব্রহ্ম শব্দ যেখানে নপুংসক হয় সেখানে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন জৈমিনির এ মত পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥ উপাসনার দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন করিয়া মুক্তিকে পায় এই শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে মুক্তির প্রাপ্তি পরব্রহ্ম বিনা হয় নাই অতএব পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হইয়াছেন এই জৈমিনির মতকে সামীপ্যাৎ আর স্মৃতেশ্চ ইতি দুই সূত্রের দ্বারা খণ্ডন করা গিয়াছে ॥ ১৩ ॥ ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥১৪॥ বেদে কহেন প্রজাপতির সভা এবং গৃহ

পাইব এমত প্রাপ্তির অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু ঐ শ্রুতির পাঠ ব্রহ্ম প্রকরণে হইয়াছে অতএব পূর্ব্ব শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন এই জৈমিনির মত কিন্তু ব্যাসের তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব শ্রুতির ব্রহ্ম প্রকরণে স্তুতি নিমিত্ত পাঠ হইয়াছে বস্তুত ব্রহ্মা প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ১৪ ॥ প্রাপ্তব্যের নিরূপণ করিয়া গমন কর্ত্তার নিরূপণ করিতেছেন ॥ অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণউভয়থাদোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥ অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন এই ব্যাসের মত হয় যে হেতু প্রতীকের উপাসনাতে এবং ব্রহ্মের উপাসনাতে যদি উভয়েতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তবে প্রভেদ থাকে না তাহার কারণ এই যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে সেই তাহাকে পায় এই যে ন্যায় তাহা মূর্ত্তি পূজা করিয়া পাইলে অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন যে যে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে সেই ফলকে পায় ॥ ১৫ ॥ বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥ নাম বিশিষ্ট ঘট পটাদি হইতে বাক্যের বিশেষ বেদে কহিতেছেন অতএব মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম উপাসনা হইতে বাক্যে মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম হয় ॥ ১৬ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥
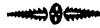
ওঁ তৎসৎ ॥ যদি কহ ঈশ্বরের জন সকল তাঁহার কার্য্যের নিমিত্তে প্রকট হয়েন অতএব প্রকট হওনের পূর্ব্বে তাঁহারদ্দের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ছিল না অন্যথা প্রকট হইতে কি রূপে পারিতেন এমত কহিতে পারিবে না ॥ সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥১॥ সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎ সাধন নিমিত্ত ভগবানের জন সকল ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া আবির্ভাব হয়েন যে হেতু বেদেতে কহিতেছেন ॥ ১ ॥ যদি কহ যে কালে ভগবানের জন সকল আবির্ভাব হয়েন তৎকালে তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন অতএব তাঁহাদ্দের মুক্তির অবস্থা আর থাকে না এমত নহে॥ মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥২॥ ভাগবৎ জন সকল নিশ্চিত মুক্ত সর্ব্বদা হয়েন যে হেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তাহাদ্দের প্রকট অপ্রকট দুই অবস্থাতে আছে ॥ ২ ॥ ছান্দোগ্যেতে কহিতেছেন যে জীব পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় অতএব জ্যোতি প্রাপ্তির নাম মুক্তি হয় ব্রহ্ম প্রাপ্তির নাম মুক্তি নয় এমত নহে ॥ আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥ পরং জ্যোতি শব্দ এখানে যে বেদে কহিতেছেন তাহা হইতে আত্মা তাৎপর্য্য হয় যে হেতু এ শ্রুতি ব্রহ্ম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ মুক্ত সকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগাদি করেন এমত নহে ॥ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ॥ ৪ ॥ অবিভাগ রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য রূপে অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগ মুক্ত সকলে করেন যে হেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে যাহা যাহা ব্রহ্ম অনুভব করেন সেই সকল অনুভব মুক্তেরা দেহ ত্যাগ করিয়া করেন ॥ ৪ ॥ শাস্ত্রে কহিতেছেন যে দেহ আর ইন্দ্রিয় এবং সুখ দুঃখ রহিত যে মুক্ত ব্যক্তি তাঁহারা অপ্রাকৃত ভোগ করেন অতএব ইন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়া মুক্তের ভোগ কি রূপে সংগত হয় তাহার উত্তর এই ॥ ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মুক্ত সকল অবস্থিতি এবং ভোগাদি করেন জৈমিনিও কহিয়াছেন যে হেতু বেদে কহেন যে মুক্তের অবস্থিতি ব্রহ্মে হয় আর এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপকে দেখেন আর শুনেন ॥ ৫ ॥ চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥ জীব অল্প জ্ঞাতা ব্রহ্ম সর্ব্ব জ্ঞাতা ইহার অল্প শব্দ আর সর্ব্ব শব্দ দুই শব্দকে ত্যাগ দিলে জ্ঞাতা

মাত্র থাকে অতএব জ্ঞান মাত্রের দ্বারা জীব ব্রহ্ম স্বরূপ হয় ঐ ঔডুলোমির মত ॥৬॥ এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥ এই ঔডুলোমির মত, পূর্ব্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই ব্যাস কহিতেছেন যে হেতু জৈমিনিও মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৭ ॥ মুক্ত ব্যক্তিরা যে ভোগ করেন সে ভোগ লৌকিক সাধনের অপেক্ষা রাখে অতএব মুক্তেরা ভোগেতে লৌকিক সাধনের সাপেক্ষ হয়েন এমত নহে ॥ সংকল্পাদেব তু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥ কেবল সংকল্পের দ্বারাতেই মুক্তের ভোগাদি হয় বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না যে হেতু বেদে কহিয়াছেন যে সংকল্প মাত্র জ্ঞানীর পিতৃলোক উত্থান করেন ॥৮॥ অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥ মুক্তের ইন্দ্রিয়াদি নাই কেবল সংকল্পের দ্বারা সকল সিদ্ধ হয় অতএব তাঁহাদ্দের আত্মা ব্যতিরেকে অন্য অধিপতি নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা তাঁহারা মুক্তের অধিপতি না হয়েন ॥ ৯ ॥ মুক্ত হইলে পরে দেহ থাকে কি না ইহার বিচার করিতেছেন ॥ অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ১০ ॥ বাদরি কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে পর দেহাদির অভাব হয় এইমত নৈয়ায়িকের মতের সহিত ঐক্য হয় যে হেতু ন্যায় মতে কহেন যে ছয় ইন্দ্রিয় আর রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয় ছয় এবং ছয় রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান আর সুখ দুঃখ আর শরীর এই একুইশ প্রকার সামগ্রী মুক্তি হইলে নিবৃত্তিকে পায় ॥১০॥ ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥১১॥ মুক্ত হইলেও দেহ থাকে এই জৈমিনির মত যেহেতু বেদে বিকল্প করিয়া মুক্তের অবস্থা কহিয়াছেন তথাহি মুক্ত ব্যক্তি এক হয়েন তিন হয়েন মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে দৃষ্টি এবং শ্রবণ করেন জ্যোতি স্বরূপে এবং চিৎস্বরূপে অথবা অচিৎ স্বরূপে নিত্য স্বরূপে অথবা অনিত্য স্বরূপে থাকেন এবং আনন্দ বিশিষ্ট হয়েন ॥ ১১ ॥ দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদবায়ণোহতঃ ॥ ১২ ॥ বেদে কোন স্থানে কহিয়াছেন যে মুক্তের দেহ থাকে কোথাও কহেন দেহ থাকে নাই এই বিকল্প শ্রবণের দ্বারা বাদরারণ কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে দেহ থাকে এবং দেহ না থাকে উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছা মতে হয় যেমত এক শ্রুতি দ্বাদশাহ শব্দ যজ্ঞকে কহেন অন্য শ্রুতি দিবস সমূহকে কহেন ॥১২॥ তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ স্বপ্নে

যেমন শরীর না থাকিলে পরেও জীব সকল ভোগ করে সেই মত শরীর না থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তির ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥ ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥ মুক্ত লোক দেহ বিশিষ্ট যখন হয়েন তখন জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন বিষয় ভোগ করে সেই রূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥ মুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর হইতে কোন বিশেষ নাই এমত নহে॥ প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি॥১৫॥ প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না সেই রূপ মুক্তদিগের প্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয় ঈশ্বরের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয় এই বিশেষ শ্রুতি দেখাইতেছেন॥১৫॥ বেদে কহিতেছেন স্বর্গেতে কোন ভয় নাই অতএব স্বর্গ স্থখে আর মুক্তি স্থখে কোন বিশেষ নাই এমত নহে ॥ স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬ ॥ আপনাতে লয়কে পাওয়া অর্থাৎ স্থষুপ্তি কালে আর আপনাতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষ সময়ে দুঃখ রহিত যে স্থখ তাহার প্রাপ্তি হয় আর স্বর্গের স্থখ দুঃখ মিশ্রিত হয় অতএব মুক্তিতে আর স্বর্গেতে বিশেষ আছে যে হেতু এই রূপ বেদেতে প্রকট করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ বেদে কহেন মুক্ত সকল কামনা পাইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন আর মনের দ্বারা জগৎ দেখেন এবং বিহার করেন অতএব ঈশ্বরের ন্যায় সংকল্পের দ্বারা মুক্ত সকল জগতের কর্ত্তা হয়েন এমত নহে ॥ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥ নারদাদি মুক্ত সকলের ইচ্ছার দ্বারা শরীর ধারণ হইয়াও জগতের কর্ত্তৃত্ব নাই কেবল ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র যে হেতু বেদে সৃষ্টি প্রকরণে কহিয়াছেন যে কেবল ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা হয়েন আর ঈশ্বরের সমুদায় শক্তির সন্নিধান মুক্ত সকলেতে নাই এবং মুক্তদিগ্যের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও নাই ॥ ১৭ ॥ প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ॥ ১৮ ॥ বেদে কহেন মুক্তকে সকল দেবতা পূজা দেন আর মুক্ত স্বর্গের রাজা হয়েন এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির উপদেশের দ্বারা মুক্ত সকলের সমুদায় ঐশ্বর্য্য আছে এমত বোধ হয় অতএব মুক্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন এমত নহে যে হেতু আধিকারিক অর্থাৎ জীব তাহার মণ্ডলে অর্থাৎ হৃদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা তাঁহারি সৃষ্টির নিমিত্ত মায়াকে অবলম্বন করা আর সগুণ হইয়া সৃষ্টি করা ইহার উক্তি বেদে

আছে মুক্তদিগ্যের মায়া সম্বন্ধ নাই যে হেতু তাঁহাদ্দের স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা নাই ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর কেবল সগুণ হয়েন অর্থাৎ স্থষ্টি কর্ত্তৃত্ব গুণ বিশিষ্ট হয়েন নিগুর্ণ না হয়েন এমত নহে॥ বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ॥১৯॥ স্থষ্ট্যাদি বিকারে না থাকেন এমত নিগুর্ণ ঈশ্বরের স্বরূপ হয় এই রূপ সগুণ নিগুর্ণ উপাসকের ক্রমেতে ঈশ্বরের সগুণ নিগুর্ণ স্বরূপেতে স্থিতি অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এই দুই এই সগুণ নিগুর্ণ স্বরূপ এবং মুক্তদের ঈশ্বরেতে স্থিতি অনেক স্থানে দেখাইতেছেন ॥ ২০ ॥ ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥ বেদে কহিতেছেন যে মুক্ত জীব সকল এই রূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মরণ এবং রদ্ধি হ্রাস হইতে রহিত হয়েন এবং যথেষ্টাচার ভোগাদি করেন অতএব ভোগ মাত্রেতে মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয় স্থষ্টি কর্ত্তৃত্বে সাম্য নহে যে হেতু জগৎ করিবার সংকল্প তাঁহাদ্দের নাই আর জগতের কর্ত্তা হইবার জন্যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই ॥ ২১ ॥ মুক্তদিগ্যের পুনরাবৃত্তি নাই তাহাই স্পস্ট কহিতেছেন ॥ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥২২॥ বেদে কহেন যে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই অতএব বেদ শব্দ দ্বারা মুক্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি নাই এমত নিশ্চয় হইতেছে সুত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্র সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ॥২২॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ চতুর্থাধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যব্রহ্ম সুত্রস্য বিবরণং সমাপ্তং সমাপ্তোয়ং বেদান্তগ্রন্থঃ ॥

বেদান্ত সার ।

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদান্তসারঃ। সমুদায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে ইহার উল্লেখ বেদান্তের প্রথম সূত্রে ভগবান বেদব্যাস করিয়া শ্রুতি এবং শ্রুতি সম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কোনমতে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম কি আর কেমন এমত নিদর্শন হইতে পারে না যে হেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন॥ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। মুণ্ডক॥ অদৃষ্টোদ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু। বৃহদারণ্যক॥ অবাঙ্মনসগোচরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী॥ চক্ষুর দ্বারা কিম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা অথবা তপের দ্বারা কিম্বা শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ হয়েন তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম কাহার দৃষ্ট নহেন অথচ সকলকে দেখেন শ্রুত নহেন অথচ সকল শুনেন। ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। বাক্য আর মনের অগোচর হয়েন। শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত হয়েন। অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া তটস্থ রূপে তাঁহার নিরূপণ করিতেছেন অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা জানাইতেছেন যেমন সূর্য্যকে দিবসের নির্ণয় কর্ত্তা করিয়া নিরূপণ করা যায়॥ জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২ সূত্র। ১ পাদ। ১ অধ্যায়ঃ॥ এই জগতের জন্ম স্থিতি নাশ যাঁহা হইতে হয় তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। নানাবিধ আশ্চর্য্যান্বিত জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং নাশ দেখা যাইতেছে অতএব ইহার যে কর্ত্তা তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে কহি যেমন ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রুতি সকলো এই রূপে তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বর্ণন করেন॥ যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তৈত্তিরীয়॥ যোবৈ বালাকে.এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম। কৌষীতকী॥ যাঁহা হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হইতেছে তেঁহো ব্রহ্ম। যে এই সকল পুরুষের কর্ত্তা আর যাঁহার কার্য্য জগৎ হয় তেঁহো ব্রহ্ম। বেদে কহেন॥ বাচা বিরূপনিত্যয়া॥ বেদ বাক্য নিত্য হয়েন। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বেদকে স্বতন্ত্র নিত্য কহিতে পারা যায় না কারণ এই যে শ্রুতিতে বেদের জন্ম পুনরায় শুনা যাইতেছে॥ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে॥ ঋক সকল আর সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

এবং বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বেদের কারণ ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ॥ শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥ ১ ॥ ১ ॥ শাস্ত্র যে বেদ তাহারো কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব জগতের কারণ ব্রহ্ম। বেদে কহেন॥ আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য ॥ আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আকাশ জগতের কারণ না হয় যে হেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন ॥ এতস্মাদাত্মনআকাশঃ সম্ভূতঃ ॥ এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে॥ কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ ৪ ॥ ১ ॥ সকলের কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব শ্রুতিব পরস্পর বিরোধ হয় না যে হেতু আকাশাদির কারণ ব্রহ্মকে সকল বেদে কহিয়াছেন ॥ অথ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি। খ্ব॥ এই সকল সংসার প্রাণেতে লয়কে পায়। এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণ বায়ুকে জগতের কর্ত্তা কহিতে পারা যায় না যে হেতু বেদে কহেন॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ব্রহ্ম হইতে প্রাণ আর মন আর সকল ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ভূমা শব্দ হইতেই ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইতেছেন প্রাণ প্রতিপাদ্য হয়েন না যে হেতু প্রাণ উপদেশ শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মপ্রতিপন্ন হয়েন এমত বেদে উপদেশ আছে॥ তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।মুণ্ডক॥ যাবৎ সকল জ্যোতির যে জ্যোতি সে জগতের কর্ত্তা। এ শ্রুতি দ্বারা কোনো জ্যোতি বিশেষকে জগতের কারণ কহিতে পারা যায় না যে হেতু বেদে কহেন ॥ তমেব ভান্তমনুভাতি। মু॥ সকল তেজস্মান্ সেই প্রকাশবিশিস্ট ব্রহ্মের অনুকরণ করিতেছেন ॥ অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥ ৩ ॥ ১ ॥ বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়॥ অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ঋক॥ আদ্যন্ত রহিত নিত্য স্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়॥ শ্রুতি। স্বভাবএব সমুত্তিষ্ঠতে॥ স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্বভাবকে স্বতন্ত্র জগতের কর্ত্তা কহা যায় না যে হেতু বেদে কহেন ॥ পুরুষান্ন পরং

।কিঞ্চিৎ। কঠ॥ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই॥ তমেবৈকং জানাথ। মু॥ সেই আত্মাকে কেবল জান॥ ঈক্ষতের্নাশব্দং॥৫॥১॥১॥ শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎ কারণত্ব কহেন না যেহেতু সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে সেই চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় স্বভাবের ধর্ম্ম চৈতন্য নহে যে হেতু স্বভাব জড় হয় অতএব স্বভাব স্বতন্ত্র জগৎ কারণ না হয়॥ সৌম্যেষোঽণিমঃ॥ হে সৌম্য জগৎ কারণ অতি সূক্ষ্ম হয়েন। ইহার দ্বারা পরমাণুর জগৎ কর্তৃত্ব হয় না যে হেতু পরমাণু অচৈতন্য আর পূর্ব্ব লিখিত সূত্রের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে অচৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না॥ জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা। ঋ॥ পরে জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রূপেতে জীব বিরাজ করেন॥ গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। কঠ॥ ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাত্মা প্রবেশ করেন। এ সকল শ্রুতি দ্বারা জীব স্বতন্ত্র কারণ এবং অন্তর্যামি না হয়েন যে হেতু বেদে কহিতেছেন॥ য আত্মনি তিষ্ঠন্। মাধ্যন্দিন॥ যে ব্রহ্ম জীবেতে অন্তর্যামি রূপে বাস করেন॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি॥ এই জীব ব্রহ্ম সুখকে পাইয়া আনন্দযুক্ত হয়েন॥ শারীরশ্চোভয়েপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে॥ ২০॥ ২॥ ১॥ জীব অন্তর্যামি না হয়েন যে হেতু কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে ব্রহ্ম হইতে জীবকে উপাধি অবস্থাতে ভেদ করিয়া কহিয়াছেন॥ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ। বৃ॥ যিনি পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে অন্তর অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না এই শ্রুতি দ্বারা পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে পৃথিবীর অন্তর্যামি কহিতে পারা যায় না। যে হেতু বেদে কহিতেছেন॥ এষোঽন্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃ॥ এই আত্মা অন্তর্যামি এবং অমৃত হয়েন॥ অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ॥ ১৮॥ ২॥ ১॥ বেদে অধিদৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামি হয়েন যে হেতু অমৃতাদি বিশেষণেতে অন্তর্যামীর বর্ণন বেদে দেখিতেছি॥ অসৌ বা আদিত্যঃ॥ ইত্যাদি অনেক শ্রুতি সূর্য্যের মাহাত্ম্য কহেন ইহার দ্বারা সূর্য্যকে জগৎ কারণ কহিতে পারা যায় না যে হেতু শ্রুতিতে কহেন॥ যআদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরঃ। বৃ॥ যিনি সূর্য্যেতে অন্তর্যামিরূপে থাকেন তিনি সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন॥ ভেদব্য-

পদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ সূর্য্যান্তর্যামি পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যে হেতু সূর্য্যের সহিত সূর্য্যান্তর্যামির ভেদ কথন বেদে আছে। এই রূপ জগতের কর্ত্তা করিয়া নানা দেবতার স্থানে স্থানে বেদে বর্ণন আছে ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগৎ কারণত্ব না হয় যে হেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ॥ সর্ব্বে বেদা য়ৎ পদমামনন্তি॥ সকল বেদ এককে কহেন অতএব এক ভিন্ন অনেক কর্ত্তা হইলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় আর বেদে কহেন যে ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। কঠ ॥ ব্রহ্ম এক দ্বিতীয় রহিত হয়েন ॥ নান্যোঽতোস্তি দ্রষ্টা। বৃ ॥ ব্রহ্ম বিনা আর কেহ ঈক্ষণ কর্ত্তা না হয় ॥ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। বৃ ॥ সংসারে ব্রহ্ম বিনা অপর কেহ নাই ॥ তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ছা ॥ নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন ॥ নাম রূপে ব্যাকরবাণি। ছা ॥ যাবৎ নাম রূপ জন্য হয়। এই রূপ ভুরি শ্রুতি দ্বারা যে কেহ নামরূপ বিশিস্ট তাহারা নিত্য এবং জগৎ কর্ত্তা না হয় এমত প্রমাণ হইতেছে বেদেতে নানা দেবতাকে এবং অন্ন মন আকাশ চতুস্পাদ দাস কিতব ইত্যাদির স্থানে স্থানে ব্রহ্মকথন দেখিতেছি ॥ শ্রুতি। চতুস্পাৎ কচিৎ কচিৎ ষোড়শকলঃ। শ্ব ॥ কোথায় ব্রহ্ম চতুস্পাদ কোথায় ষোড়শ কলা হয়েন ॥ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত ॥ মন ব্রহ্ম হয়েন এই উপাসনা করিবে ॥ কং ব্রহ্মখং ব্রহ্ম। বৃ ॥ ব্রহ্ম ক-স্বরূপ এবং খ-স্বরূপ হয়েন ॥ ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম কিতবাঃ। অথর্ব্ব ॥ ব্রহ্ম দাস সকল এবং কিতব সকল হয়েন। এবং ব্রহ্মকে জগৎ স্বরূপে রূপক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ। ইত্যাদি মুণ্ডক ॥ অগ্নি ব্রহ্মের মস্তক আর দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য হয়েন। আর হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশ করিয়া ব্রহ্মকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশে। ছা ॥ অণীয়ান্ ব্রীহের্যবাদ্বা। ছা ॥ ব্রীহি এবং যব হইতেও ব্রহ্ম ক্ষুদ্র হয়েন। এই সকল নানা রূপে এবং নানা নামে কহিবাতে এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র ব্রহ্ম না হয়েন ॥ অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হয়েন ঐ সকল শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব বর্ণন দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতি ॥ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তদাত্মমিদং সর্ব্বং। ছা ॥ যাবৎ সংসার ব্রহ্মময় হয়েন ॥ সর্ব্ব-

গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ। ছাঁ॥ ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস হয়েন অতএব নানা বস্তুকে এবং নানা দেবতাকে ব্রহ্মত্ব আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রহ্মের সর্ব্ব ব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয়। নানা বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না সকল দেবতার এবং সকল বস্তুর পৃথক পৃথক ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় এবং এই জগতের স্রস্টা অনেককে মানিতে হয় ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয়॥ ন স্থানতোপি পরস্যোভয়-লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ১১॥ ২॥৩॥ দেহ এবং দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম তেহোঁ নানা প্রকার হয়েন না যে হেতু বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে নির্বিশেষ করিয়া এক কহিয়াছেন॥ শ্রুতিঃ॥ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম॥ আহ হি তন্মাত্রং॥ ১৬॥ ২॥ ৩॥ বেদে চৈতন্য মাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন॥ অযমাত্মানন্তরোবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনএব।বৃ॥ এই আত্মা অন্তর্বহিঃ কেবল চৈতন্যময় হয়েন॥ দর্শয়তি চাথোহ্যপি চ স্মর্য্যতে॥১৭॥২॥৩॥ বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়া কহিয়াছেন॥ নেতি নেতি। বৃ॥ যাহা পূর্ব্ব কহিয়াছি সে বাস্তবিক না হয় ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ হইতে পারেন না এবং স্মৃতিতেও এই রূপ কহিয়াছেন॥ অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ॥১৪॥ ২॥ ৩॥ ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপ বিশিস্ট না হয়েন যে হেতু সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন॥ তৎ সদাসীৎ। ছা॥ শ্রুতিঃ। অপানিপাদোযবনোগ্রহীতা পশ্যাত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। ইত্যাদি॥ ব্রহ্মের পা নাই অথচ গমন করেন হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন চক্ষু নাই অথচ দেখেন কর্ণ নাই অথচ শুনেন॥ শ্রুতি। ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা॥ আত্মার কেহ জনক নাই॥ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্॥ আত্মা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ অস্থূল মনণু॥ ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। যদি কহ ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া এই সকল নানা প্রকার পরস্পর বিপরীত বিশেষণের দ্বারা কি রূপে কহা যায়। তাহার উত্তর॥ আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২৮॥ ১॥ ২॥ আত্মাতে সর্ব্ব প্রকার বিচিত্র শক্তি আছে॥ বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর॥ এতাবানস্য মহিমা। ছা॥ এই রূপ ব্রহ্মের মহিমা জানিবে অর্থাৎ যাহা অন্যের

অসাধ্য হয় তাহা পরমাত্মার অসাধ্য নহে বস্তুত পরমাত্মা অচিন্তনীয় সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন। আর দেবতারা স্থানে স্থানে আপনাকে জগতের কারণ এবং উপাস্য করিয়া কহিয়াছেন সে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া কহা মাত্র॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ॥ ৩০ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য করিয়া যে উপদেশ করেন সে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া কহিয়াছেন স্বতন্ত্র রূপে কহেন নাই যেমন বামদেব দেবতা না হইয়া ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে জগতের কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন॥ বামদেবশ্রুতিঃ। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। ব্র॥ বামদেব আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে কহিতেছেন আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। এই রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম রূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন॥ শ্রুতি। তত্ত্বমসি॥ সেই পরমাত্মা তুমি হও॥ ত্বম্বা অহমস্মি। ইত্যাদি॥ হে ভগবান যে তুমি সে আমি হই॥ স্মৃতি। অহং দেবোন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আমি অন্য নহি দেব স্বরূপ হই সাক্ষাৎ শোক রহিত ব্রহ্ম আমি হই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিত্য মুক্ত আমি হই। ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন এ নিমিত্তে তাহারদিগ্যে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয় এবং উপাদান কারণ হয়েন যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প জ্ঞান হয় তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান কারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায় আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ ঘটাকারে মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ হয়॥ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ॥ ২৩ ॥ ৪ ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ হয়েন যে হেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয় এদৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব এই শ্রুতি সকলের

অনুরোধে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ হয়েন॥ শ্রুতি। সোঽকাময়ত বহু স্যাং॥ ব্রহ্ম চাহিলেন আমি অনেক হই। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্ম আত্ম সঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেন যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায় সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয় বস্তুত সে মিথ্যা জল সত্য রূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায় সেই রূপ মিথ্যা নাম রূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্য রূপে প্রকাশ পায়॥ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। শ্রুতি॥ নাম আর রূপ যাহা দেখহ সে সকল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্ম সত্য হয়েন অতএব নশ্বর নাম রূপের কোনো মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না॥ কৃষ্ণএব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎ॥ কৃষ্ণই পরম দেবতা হয়েন তাঁহার ধ্যান করিবেক॥ ত্র্যম্বকং যজামহে॥ মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন করি॥ আদিত্যমুপাস্মহে॥ আদিত্যকে উপাসনা করি॥ পুনরেব বরুণং পিতরমপাসসার॥ পুনর্ব্বার পিতৃ রূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম॥ তং মামায়ুরমৃতমুপাস্ব। বায়ুবচন॥ সেই আয়ু আর অমৃত স্বরূপ আমাকে উপাসনা কর॥ তমেব প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরমুপাস্তে॥ সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বিগৎ প্রমাণ অগ্নির উপাসনা যে করে॥ মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত॥ মন ব্রহ্ম হয়েন তাহার উপাসনা করিবেক॥ উদ্গীথমুপাসীত॥ উদ্গীথের উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি নানা দেবতার এবং নানা বস্তুর উপাসনার প্রয়োগের দ্বারা এই সকল উপাসনা মুখ্য না হয় ইহার তাৎপর্য্য এই ব্রহ্মোপাসনাতে যাহাদের প্রবৃত্তি নাই তাহাদের নানা উপাসনাতে অধিকার হয় যে হেতু ব্রহ্ম সূত্রে এবং বেদে কহিতেছেন॥ ভাক্তং বা অনাত্মবিত্বাৎ তথাহি দর্শযতি॥ ৭॥ ১॥ ৩॥ শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্য মাত্র যে হেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে ইহার কারণ এই যে শ্রুতিতে এই রূপ কহিতেছেন॥ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেবং সদেবানাং। শ্রু॥ যে ব্রহ্ম ভিন্ন

অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়॥ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়শ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ সকল বেদের নির্ণয় রূপ যে উপাসনা সে এক হয় যে হেতু বেদে এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দের ভেদ নাই ॥ আত্মেবোপাসীত। বৃ ॥ কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক ॥ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ। কঠ ॥ সেই যে আত্মা কেবল তাহাকে জান অন্য বাক্য ত্যাগ করহ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ৬৬ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেক অন্যোপাসনা করিবেক না॥ শ্রুতি। আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ॥ এই যে আত্মা কেবল তাঁহারি উপাসনা করিবেক কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান লোকের কর্ত্তব্য না হয়॥ আর বেদান্তে দৃষ্ট হইতেছে॥ তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥ ১ ॥ মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যে হেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেই রূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়॥ তদ্যোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত সএতদভবৎ তথর্ষীণাং তথামনুষ্যাণাং। বৃ ॥ দেবতাদের মধ্যে ঋষিদের মধ্যে মনুষ্যেদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট হয়েন তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক যে মনুষ্য সে দেবতার পূজ্য হয়েন এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন॥ সর্ব্বেহস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি।ছা॥ সকল দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্টের পূজা করেন। সেই ব্রহ্মের উপাসনা কি রূপে করিবেক তাহার বিবরণ কহিতেছেন॥ শ্রুতি। আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবেক শ্রবণ করিবেক এবং চিন্তন করিবেক এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবেক॥ সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥ ৪ ॥ ৩॥ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যান করিবার ইচ্ছা এই তিন ব্রহ্ম দর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির সহায় হয় এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির বিধির অন্তঃপাতী বিধি হয় অতএব শ্রবণ মননাদি অবশ্য জ্ঞানীর কর্ত্তব্য তৃতীয় বিধি অর্থাৎ

ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম প্রাপ্তি না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতী অগ্ন্যাধান বিধি হয় পৃথক নহে। ব্রহ্ম শ্রবণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের শ্রবণ কর্ত্তব্য হয়। মনন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যার্থের চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘট পটাদি যে ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা পশ্চাৎ অভ্যাস দ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবেক॥ আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥ ১॥ ১॥ ৪॥ সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য হয় যে হেতু শ্রবণাদির উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি॥ আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং॥ ১২॥ ১।৪॥ মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও আত্মার উপাসনা ত্যাগ করিবেক না। যে হেতু বেদে এই রূপ দেখিতেছি॥ শ্রুতি। সর্ব্বদৈবমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ॥ মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবেক॥ মুক্তাঅপি হ্যেনমুপাসতে॥ জীবন্মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক॥ শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥ ২৭॥ ৪॥ ৩॥ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া শমদমাদের বিধান বেদে আছে। অতএব শমদমাদের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদি বিশিষ্ট থাকিবেক। শম। মনের নিগ্রহ। দম। বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনের এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বশে থাকিবেক না বরঞ্চ মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবেক। আদি শব্দে বিবেক আর বৈরাগ্যাদি। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। অতএব ব্রহ্ম উপাসক শমদমাদিতে যত্ন করিবেক। ব্রহ্মোপাসনা যেমন মুক্তি ফল দেন সেই রূপ সকল অন্য ফল প্রদান করেন॥ পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥ ১॥ ৪॥ ৩॥ আত্ম বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিতেছেন ব্যাসের এই মত॥ শ্রুতি। আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। মু॥ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষিত আত্মার উপাসনা করিবেক। যে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট সে ব্রহ্ম স্বরূপ হয়॥ সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। ছা॥ ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্কল্প মাত্র পিতৃলোক উত্থান করেন॥ সর্ব্বেঽস্মৈ দে-

বাবলিমাহরন্তি। তৈ॥ ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতা পূজা করেন॥ ন স-পুনরাবর্ত্ততে ন সপুনরাবর্ত্ততে। ছা॥ ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম কদাপি নাই। যতির যে রূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সেই রূপ উত্তম গৃহস্থেরো অধিকার হয়। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ॥ ৪৮॥ ৪॥ ৩॥ সকল কর্ম্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক যে হেতু বেদে কহেন শ্রদ্ধাধিকা হইলে সকল উত্তম গৃহস্থ দেবতা যতি তুল্য হয়েন॥ শ্রদ্ধাধিক্যাত্তু কৃৎস্নাহ্যেব গৃহিণোদেবাঃ কৃৎস্নাহ্যেব যতয়ঃ। ছা॥ স্বস্ববর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রহ্মোপাসক করেন তবে উত্তম হয়। না করিলে পাপ নাই॥ সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ॥ ২৬॥ ৪॥ ৩॥ জ্ঞানের পূর্ব্ব চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ব কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে যে হেতু বেদে যজ্ঞাদিকে চিত্ত শুদ্ধির সাধন করিয়া কহিয়াছেন যেমন গৃহ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের অপেক্ষা করে সেই রূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে॥ অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥৩৬। ৪॥ ৩॥ অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত বেদে দেখিতেছি। তুল্যন্তু দর্শনং॥ ৯॥ ৪॥ ৩॥ কোন কোন জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম এবং জ্ঞান দুইএর অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে সেই মত কোন কোন জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগ দেখা যায় উভয়ের প্রমাণ পরের দুই শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে॥ জনকোবৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। বৃ॥ জনক জ্ঞানী বহু দক্ষিণা দিয়া যাগ করিয়াছেন॥ বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে॥ জ্ঞানবান সকল অগ্নিহোত্র সেবা করেন নাই। যদ্যপি ব্রহ্মোপাসকের বর্ণাশ্রম কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে দুইয়েতেই সামর্থ্য আছে তত্রাপি॥ অতস্তিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ॥ ৩৯॥ ৪॥ ৩॥ অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু আশ্রম বিশিষ্ট জ্ঞানীর শীঘ্র ব্রহ্ম বিদ্যাতে উপলব্ধি হয় বেদে কহিয়াছেন। যদ্যপিও বেদে কহেন॥ এবং বিন্নিখিলং ভক্ষয়ীত। ছা॥ ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদায় বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন কাহার অন্ন এমত বিচার করিবেন না তথাপি॥ সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ॥ ২৮॥ ৪॥

৬।। সর্ব্ব প্রকার অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎ কালে আছে যেঁ হেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষেতে হস্তি পালকের অন্ন খাইয়াছেন এমত বেদে দেখিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্যে কোনো তীর্থের কোনো দেশের অপেক্ষা নাই ॥ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা কবিবেক ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদের নিয়ম নাই যে হেতু বেদে কহিতেছেন ॥ শ্রুতি। চিত্তস্যৈকাগ্র্যসম্পাদকে দেশে উপাসীত ॥ যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক ॥ ব্রহ্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক ফল হয় না ॥ অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে॥ ২০ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও সুষুম্নার দ্বারা জীব নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন॥ শ্রুতি। এতমানন্দময়মাত্মানমনুবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে ইত্যাদি ॥ জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ অর্থাৎ স্থিতি সংহার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তেহোঁ সত্তা মাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধিব বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন। এই বেদান্ত সারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা হয় তাহারা বেদান্তের সংস্কৃত এবং ভাষা বিবরণে জানিবেন। ইতি বেদান্তসারঃ সমাপ্তঃ ॥

তলবকার উপনিষৎ ।

ওঁ তৎসৎ। সামবেদের তলবকার উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে করা গেল বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহাকে মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন তাহার সহিত স্তরাং প্রয়োজন নাই ॥

ওঁ তৎসৎ। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতি সকল সামবেদীয় তলবকার শাখার নবমাধ্যায় হয়েন ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা কহিয়া এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্ম তত্ত্ব কহিতেছেন অতএব এ অধ্যায়কে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদ শিরোভাগ কহা যায়। এসকল শ্রুতি ব্রহ্ম পর হয়েন কর্ম্ম পর নহেন। শিষ্যের প্রশ্ন গুরুর উত্তর কল্পনা করিয়া এ সকল শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ব কহিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তর রূপে যাহা কহা যায় তাহার অনায়াসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জানাইতেছেন যে উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

ওঁ তৎসৎ॥ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃশ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥ কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছা মাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণ বায়ু তিনি আপন ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দ রূপ বাক্য নিঃসরণ হয়েন যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্ দীপ্তিমান কর্ত্তা চক্ষুঃ ও কর্ণকে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ করেন ॥ ১॥ শিষ্য এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে পরে গুরু উত্তর করিতেছেন॥ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥ তুমি যাহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হয় তিনি ব্রহ্ম হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির স্বতন্ত্র চৈতন্য আছে এমত জ্ঞান করিবে না এই রূপে ব্রহ্মকে

জানিয়া আর শ্রোত্রাদিতে আত্ম ভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী সকল এসংসার হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন ॥ ২ ॥ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্গচ্ছতি নোমনোনবিদ্মোন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব, তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥ যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়াছেন এই হেতু চক্ষুঃ তাঁ- হাকে দেখিতে পায়েন না বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেন না আর মন তাঁহাকে ভাবিতে পারেন না এবং নিশ্চয় করিতেও পারেন না অতএব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোনমতে জানি না। কিন্তু বেদে এক প্রকারে উপদেশ করেন যে-যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে জানা যায় তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন এবং অবি দিত হইতে অর্থাৎ ঘট পটাদি হইতে ভিন্ন হইয়া ঘট পটাদিকে যে মায়া প্রকাশ করেন সে মায়া হইতেও ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। তর্ক এবং যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান গোচর হয়েন না কিন্তু এই রূপ আচার্য্যের কথিত যে বাক্য তাহার দ্বারা এক প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ইহা আমরা পূর্ব্ব আচার্য্যদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে আচার্য্যেরা আমাদিগ্যে ব্রহ্মোপ- দেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ শিষ্যের পাছে অন্য কাহাকে ব্রহ্ম করিয়া বিশ্বাস হয় তাহা নিবারণের নিমিত্তে পরের পাঁচ শ্রুতি কহিতেছেন।। যদ্বাচানভ্যু- দিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥৪॥ যাঁ- হাকে বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এবং বর্ণ আর নানা প্রকার পদ এঞ্চহারা কহিতে পারেন না আর যিনি বাক্যকে বিশেষ বিশেষ অর্থে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাঁহাকে লোক সকল উপাসনা করেন সে ব্রহ্ম নহে। ৪ ॥ যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো- মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥ যাঁহাকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সঙ্কল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন এই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানীরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥ যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥ যাঁহাকে চক্ষুর্দ্বারা লোকে দেখিতে

পায়েন না আর যাহার অধিষ্ঠানেতে লোকে চক্ষু র্বৃত্তিকে অর্থাৎ ঘট পটাদি যাবদ্বস্তুকে দেখেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৬ ॥ যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥ যাঁহাকে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ শুনিতে পায়েন না আর যিনি এই কর্ণেন্দ্রিয়কে শুনিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৭ ॥ যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥ যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা লোকে গন্ধের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন না আর যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তাহার বিষয়েতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বে যে উপদেশ গুরু করিলেন তাহা হইতে পাছে শিষ্য এই জ্ঞান করে যে এই শরীরস্থিত সোপাধি যে জীব তিনি ব্রহ্ম হয়েন এই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত গুরু কহিতেছেন ॥ যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথনু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ ৯ ॥ আমি অর্থাৎ এই শরীরস্থিত যে আত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হই অতএব আমি সুন্দর রূপে ব্রহ্মকে জানিলাম এমত যদি তুমি মনে কর তবে তুমি ব্রহ্ম স্বরূপের অতি অল্প জানিলে। আপনাতে পরিছিন্ন করিয়া যে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতেছ সে কেবল অল্প হয় এমত নহে বরঞ্চ দেবতা সকলেতে পরিছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ যে জানিতেছ তাহাও অল্প হয় অতএব তুমি ব্রহ্মকে জানিলে না এই হেতু এখন ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য হয়েন এই প্রকার গুরুর বাক্য শুনিয়া শিষ্য বিশেষ মতে বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতেছেন আমি বুঝি যে ব্রহ্মকে এখন আমি জানিলাম ॥ ৯ ॥ কি রূপে শিষ্য ব্রহ্মকে জানিলেন তাহা শিষ্য কহিতেছেন ॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদচ ॥১০॥ আমি ব্রহ্মকে সুন্দর প্রকারে জানিয়াছি এমত আমি মনে করি না আর ব্রহ্মকে আমি জানি না এরূপো আমি মনে করি না আর আমারদের মধ্যে যে

ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে বিশেষ মতে জানিতেছেন সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতেছেন পূর্ব্বোক্ত বাক্য কি তাহা কহিতেছেন ব্রহ্মকে আমি জানি না এমত মনে করি না আর ব্রহ্মকে সুন্দর রূপ জানি এরূপেও মনে করি না। অর্থাৎ যথার্থ রূপে ব্রহ্মকে জানি না কিন্তু ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ করিয়া বেদে কহিয়াছেন ইহা জানি ॥ ১০ ॥ এখন গুরু শিষ্য সম্বাদ দ্বারা যে অর্থ নিষ্পন্ন হইল তাহা পরের শ্রুতিতে কহিতেছেন ॥ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥১১॥ ব্রহ্ম আমার জ্ঞাত নহেন এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় নহেন আর উত্তম জ্ঞান বিশিষ্ট যে ব্যক্তি নহেন তাঁহার বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় হয়েন ॥ ১১ ॥ পরের শ্রুতিতে কি প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে তাহা কহিতেছেন ॥ প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং ॥১২॥ জড় যে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা চেতনের ন্যায় ঘট পটাদি বস্তুর জ্ঞান করিতেছে ইহাতেই সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম প্রতীত হইতেছেন এই রূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞান সেই উত্তম জ্ঞান হয় যেহেতু এই রূপ জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়। আর আপনার যত্নের দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞানের সামর্থ্য হয় সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় ॥ ১২ ॥ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যা স্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ১৩ ॥ যদি এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তবে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ পরলোকে মোক্ষ দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। অতএব জ্ঞানী সকল স্থাবরেতে এবং জঙ্গমেতে এক আত্মাকে ব্যাপক জানিয়া ইহলোক হইতে মৃত্যু হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা এবং দুর্জ্ঞেয় হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে পরে এক আখ্যায়িকা অর্থাৎ এক বৃত্তান্ত কহিতেছেন ॥ ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে

তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত তঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োহ- স্মাকমেবাযং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম দেবতাদের নিমিত্তে নিশ্চয় জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগো জয় দেয়াইলেন সেই ব্রহ্মের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা সকল আপন আপন মহিমাকে প্রাপ্ত হইলেন আর তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদি- গোরী এ জয় আর আমাদিগোরী এ মহিমা অর্থাৎ এ জয়েব সাক্ষাৎ কর্ত্তা আর এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্ত্তা আমরাই হই ॥ ১৪ ॥ তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং বক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ সেই অন্ত- র্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান জানিলেন পাছে দেবতা সকল এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হযেন এই হেতু তাঁহাদিগো জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু মায়া নির্ম্মিত অদ্ভুত রূপে বিদ্যুতেব ন্যায তাঁহাদিগোব চক্ষুর গোচর হইলেন। ইনি কে পূজ্য হয়েন তাহা দেবতারা জানিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এত- দ্বিজানীহি কিমেতৎ য়ক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তদভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বাঅহমস্মীতি ॥ ১৬ ॥ সেই দেবতা সকল অগ্নিকে কহিলেন যে হে অগ্নি এ পূজ্য কে হয়েন ইহা তুমি বিশেষ কবিয়া জান অগ্নি তথাস্তু বলিযা সেই পূজ্যের নিকট গমন কবিলেন সেই পূজ্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন অর্থাৎ অগ্নিব কর্ণ গোচব এই শব্দ হইল যে তুমি কে। অগ্নি উত্তব দিলেন যে আমার নাম অগ্নি হয় আমার নাম জাতবেদ হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৬ ॥ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি॥ ১৭ ॥ তখন অগ্নিকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি অগ্নি তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন অগ্নি উত্তর দিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই দগ্ধ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য অগ্নির সংমুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি দগ্ধ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে তুমি দগ্ধ করিতে না পার তবে আমি দগ্ধ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না ॥ ১৭ ॥ তদুপপ্রেযায় সর্ব্ব জবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্-

লক্ষমিতি ॥ ১৮ ॥ তখন অগ্নি সেই তৃণের নিকট গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না তখন অগ্নি সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ১৮ ॥ অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কি মেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ব্বা অহম-স্মীত্যব্রবীম্মাতরিশ্বা বাঅহমস্মীতি ॥ ১৯ ॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা বায়ুকে কহিলেন যে হে বায়ু এ পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান বায়ু তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই পূজ্য বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ বায়ুর কর্ণ গোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে। বায়ু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিশ্বা হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৯ ॥ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎ-স্বেতি ॥ ২০ ॥ তখন বায়ুকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি বায়ু তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন বায়ু উত্তর দিলেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই গ্রহণ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য বায়ুর সম্মখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি গ্রহণ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে গ্রহণ করিতে তুমি না পার তবে আমি গ্রহণ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না ॥ ২০ ॥ তদুপপ্রেযায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং সতত এব নিবরৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ২১ ॥ যখন বায়ু সেই তৃণের নিকটে গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না তখন বায়ু সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২১ ॥ অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ২২ ॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা ইন্দ্রকে কহিলেন যে হে ইন্দ্র এই পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন তখন সেই পূজ্য ইন্দ্র হইতে চক্ষুর নিমি-ষের ন্যায় অন্তর্দ্ধান করিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের চক্ষু গোচর আর থাকিলেন

না॥২২॥ স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতৎ যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণোবা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্র ঐ আকাশে সেই পূজ্যকে দেখিতে না পাইয়া নিবর্ত্ত না হইয়া তথায় থাকিলেন তখন বিদ্যা রূপিণী মায়া অতি সুন্দরী উমা রূপেতে ইন্দ্রকে দেখা দিলেন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে এ পূজ্য এখানে ছিলেন তেঁহ কহিলেন যে ইনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মের জয়েতে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ॥২৩॥ ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স্তেহ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৪ ॥ সেই বিদ্যার উপদেশেতেই ইনি ব্রহ্ম ইহা ইন্দ্র জানিলেন। যে হেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এঁহারা ব্রহ্মের সমীপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু অতি নিকটস্থ ব্রহ্মের সহিত এঁহাদিগ্যের আলাপাদি দ্বারা সম্বন্ধ হইয়াছিল আর যে হেতু এঁহারা অন্য দেবতার পূর্ব্বে ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন কারণ এই যে বিদ্যা বাক্য হইতে ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন আর ইন্দ্র হইতে প্রথমত অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ সহ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ সহ্যেনৎ প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৫॥ যেহেতু ইন্দ্র ব্রহ্মের অতি সমীপ গমনের দ্বারা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন আর যেহেতু অগ্নি বায়ু অপেক্ষা করিয়াও উমার বাক্যেতে প্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতা হইতেও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন অর্থাৎ জ্ঞানেতে যে শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২৫ ॥ তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ২৬ ॥ সেই যে উপমা রহিত ব্রহ্ম তাঁহার এই এক উপমার কথন হয় যেমন বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ একে বারেই তেজের দ্বারা বিদ্যুতের ন্যায় জগতের ব্যাপক হয়েন আর অন্য উপমা কথন এই যে যেমন চক্ষু র্নিমেষ অত্যন্ত দ্রুত এবং অনায়াসে হয় সেই রূপ ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদি এবং তিরোধান অনায়াসে করেন এই যে উপমা তাহা দেবতাদের বিষয়ে কহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ

মনোহনেন চৈতন্তুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং সয় এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ২৭ ॥ এখন মনের বিষয়ে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের তৃতীয় আদেশ এই যে এই ব্রহ্মকে যেন পাইতেছি এমৎ অভিমান মন করেন আর এই মনের দ্বারা সাধকে জ্ঞান করেন ব্রহ্মকে যেন ধ্যান গোচর করিলাম আর মনের পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে সাধকের পুনঃ পুনঃ স্মরণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বের দুই উপমা আর পরের এই আদেশ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানের নিমিত্ত কহেন যেহেতু উপমা ঘটিত বাক্যকে অল্প বুদ্ধিরা অনায়াসে বুঝিতে পাবে নতুবা নিরুপাধি ব্রহ্মের কোনো উপমা নাই এবং মনো তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই যে ব্রহ্ম তিনি সকলের নিশ্চিত ভজনীয় হয়েন অতএব সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারেতে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহাকে সকল লোক প্রার্থনা করেন ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্ব উপদেশের দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আর যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের সমাপ্তি হইল কি আর কিছু অবশেষ আছে ইহা নিশ্চয় করিবার জন্যে শিষ্য কহিতেছেন ॥ উপনিষদং ভোব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং ॥২৮॥ শিষ্য বলিতেছেন যে হে গুরু উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয় পরম রহস্য যে শ্রুতি তাহা আমাকে কহ গুরু উত্তর দিলেন যে উপনিষৎ তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ প্রথমত নির্ব্বিশেষ পশ্চাৎ সবিশেষ করিয়া ব্রহ্ম তত্ত্বকে কহিলাম ব্রহ্ম তত্ত্ব ঘটিত যে বাক্য সে উপনিষৎ হয় তাহা তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি তাহাতেই উপনিষদের সমাপ্তি হইল। তপ আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর বেদ আর বেদের অঙ্গ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতি এঁহারা সেই উপনিষদের পা হয়েন অর্থাৎ এ সকলের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি ইহ জন্মে কিম্বা পূর্ব্ব জন্মে করিয়াছে উপনিষদের অর্থ সেই ব্যক্তিতে প্রকাশ হয় আর উপনিষদের আলয় সত্য হয়েন অর্থাৎ সত্য থাকিলেই উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি থাকে ॥ ২৮ ॥ যোবাএতামেবং বেদ অপহত্য

পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২৯ ॥ কেনে-ষিতং ইত্যাদি শ্রুতি রূপ যে উপনিষৎ তাহাকে যে ব্যক্তি অর্থত এবং শব্দত জানে সে ব্যক্তি প্রাক্তনকে নষ্ট করিয়া অন্ত শূন্য সকল হইতে মহান্ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে অবস্থিতি করে। শেষ বাক্যতে যে পুনরুক্তি সে নিশ্চয়ের দ্যোতক এবং গ্রন্থ সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ॥২৯॥ ইতি সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ সামবেদীয় তলব-কারোপনিষদের সমাপ্তি হইল ইতি ॥ শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ১৭ আষাঢ় ২৯ জুনেতে ছাপানা গেল ॥

ঈশোপনিষৎ ।

ভূমিকা ।

ওঁ তৎসৎ । ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্ম স্থত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ এক বাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল স্থত্রের অর্থ সর্ব্ব সাধরণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে সংপ্রতি সেই দশোপনিষদের মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদের ভাষা বিবরণকে ছাপানা গেল আর ক্রমে ক্রমে যে যে উপনিষদের ভাষা বিবরণ পরমেশ্বরের প্রসাদে প্রস্তুত হইবেক তাহা পরে পরে ছাপানা যাইবেক । এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয় । যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতার উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন । তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যে হেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন ॥ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ । উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা । রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিকল্পনা ॥ জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমে

শ্বর, তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে, পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন॥ রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং॥ রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশ রহিত অবস্থান্তর শূন্য দুঃখ এবং জন্ম হীন পরমাত্মা হয়েন, কেবল আছেন এই মাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়॥ অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥ জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানীরা করেন কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন॥ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে বসুদেবাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য॥ কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং॥ ভগবান শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থ স্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি যাহাদের আর প্রতিমাতে দেবতা জ্ঞান যাহাদের এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়॥ যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥ যে ব্যক্তির কফপিত্ত বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্ম ভাব আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতা জ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থ বোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্ব জ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে॥ বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥ ক্রিয়া হীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥ পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥ পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্য্যে আইসে না। মহানির্ব্বাণ॥ এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানাম

ল্পমেধসাং॥ এই রূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্প বুদ্ধি ভক্ত- দিগ্যের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারির নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এই রূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞানের যে রূপ মা- হাত্ম্য লিখিয়াছেন সে প্রমাণ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং স্যাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে॥ আত্মা বাঅরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ। আত্মেবোপাসীত॥ এই রূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিতো না। কেন না অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না আর যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কস্টসাধ্য বহু যত্নে হয় ইহার উত্তর এই। যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয় তাহার অব- হেলা কেহ করে না। তুমি আপনিই ইহাকে কস্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদি স্পস্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নাম রূপ বিশিস্ট সকলই জন্য এবং নশ্বর। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুর বচন॥ যে সমর্থাজগত্যস্মিন্ সৃ- স্টিসংহারকারিণঃ। তেপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ। এই জগ- তের যাঁহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন তাঁহারাও কালে লীন হয়েন অতএব কাল বড় বলবান্। যাজ্ঞবল্ক্যের বচন॥ গন্ত্রী বসুমতী নাশমু- দধির্দৈবতানিচ। ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকোন যাস্যতি॥ পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য সকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য॥ বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ- মহমীশানএব চ। কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ॥ বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে। কুলার্ণবের প্রথ- মোল্লাসে॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্য- ন্তি তস্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ

শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া কহিয়া পুনরায় কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করা গেল তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না। আর যদি পুরাণ তন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তি সকল আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না। যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাহাঁদিগ্যে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাহাঁরাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্য করিয়া মানিতে হইবেক যে হেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয় অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই। যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্র বিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যে হেতু বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে তাহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৮ সূত্রে পাইবেন অধিকন্তু মনু সকল স্মৃতির প্রধান তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন॥ যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। ইহাতে কুল্লূক ভট্ট মনুর টীকাকার লিখেন যে এ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি হয় ইহাই এবচনের তাৎপর্য্য হয় এ সকল অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্য হয় এমত নহে। আর মনুর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে॥ ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ২১॥ তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ঋষি যজ্ঞ আর দেব যজ্ঞ ভূত যজ্ঞ নৃযজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথা শক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না॥ ২১॥ এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥ ২২॥ যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যেতে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোনো কোনো ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহাকে করেন॥ ২২॥ বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণেচ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্বৃতিমক্ষয়াং॥২৩॥ আর কোনো কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোনো কোনো গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন॥ ২৩॥ জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রায়জন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥ ২৪॥ আর কোনো কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ

গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ ॥ ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥ সৎ প্রতিগ্রহাদি দ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন আর অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে সেই রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারো বিধি আছে বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে। যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বনীয় তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এই রূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে তাহার কারণ এই পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ মতে আত্ম নিষ্ঠ হওযাকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে। আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই রূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন কিন্তু

কোনো লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না অতএব আপনাদের শাস্ত্র আর পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়। এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেই রূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র সংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয় কেবল অল্প কাল কোনো কোনো দেশে তাহার প্রচারের ক্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কি রূপে ইহা করি, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেই রূপ সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা শত শত কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিম-

স্মরণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয় এই রূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভ শূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোনো কোনো দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়॥ শুনিতে পাই যে কোনো কোনো ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর। ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্ত সূত্রের ভাষা বিবরণের ভূমিকাতে ১০ দশের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন॥ বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপার বিশিস্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রো ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্র প্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দনের আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন তবে তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ আর কহিতেছ দেবী মাহাত্ম্যে ॥ সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে ॥ যে তুমি সর্ব্ব স্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও। তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান। সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে॥ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ যে যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় হয়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য ॥ একাংশেন স্থিতোজগৎ ॥ আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি। তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন করহ। এই রূপ সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষ হইবেক। আর কোনো কোনো পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাকহ। এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে গীতা ॥ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ যে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন না করিতে পারে তাহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যে হেতু শুভকারীর হে অর্জ্জুন কদাপি দুর্গতি জম্মে না। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি না বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কি না যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন তবে আমাদের সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এ রূপ ব্যঙ্গ কেন করেন। মহাভারতে ॥ রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি ॥ পরের ছিদ্র সর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন আপনার ছিদ্র বিল্বমাত্র হইলে দেখিয়াও দেখেন না। সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন সংপূর্ন অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা

যদি সিদ্ধ না হয় তবে কাহারো উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহো কেহো কহেন বিধিবৎ চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে। শাস্ত্রে কহেন যথাবিধি চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয় অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে যে হেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় তবে সাধনের দ্বারা অথবা সৎ সঙ্গ অথবা পূর্ব্ব সংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদাৎ কি কারণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে তাহা বিশেষ কি রূপে কহা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে তন্ত্রে দীক্ষা প্রকরণে লিখিয়াছেন॥ শান্তো-বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোয়তী। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা॥ যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্ব্বদা শুচি হয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ধারণাতে পটু শক্তিমান্ আচারাদি ধর্ম্ম বিশিস্ট সুন্দর বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র সংযত হয় ইত্যাদি গুণ বিশিস্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী হয়। কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এই রূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না যদি আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়। ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয় এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে নাই। তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্র জ্ঞান রহিত যেমন অন্ত্যজ জাতি সকল হয়। তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোনো কর্ম্ম করে না। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিম্বা বেদের ভাষা বিবরণে আর ইহার ভুমিকায় কোনো স্থানে এমত লেখা নাই যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোনো ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না যে হেতু তাঁহারা দেখিতেছেন যে ভাষা বিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্ম ত্যাগী লোক সকল ছিলো বিবরণে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং

অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা প্রাপ্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমাদিগ্যে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত এ সকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ। শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ৩১ আষাঢ় ১৩ জুলাই।

অনুষ্ঠান।

ওঁ তৎসৎ॥ এই সকল উপনিষদকে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য্য বোধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থ বোধ হইতে পারে না অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ করিবেন। বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থ পর ব্যক্তিরা লোক সকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা কুপ্রবৃত্তি লওয়াইয়া ছিলেন এখন কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে এক জন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে কি রূপে কর্ণে স্থান দেন কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণ কর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস আর মহাভারতের কতক কতক কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য অন্য দেশীয় ভায়াতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই সেই দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল কুপ্রবৃত্তি জনক বাক্য হয় এ সকল শাস্ত্রের শ্রম পূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোক সকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মনো দুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।

ঈশোপনিষদের ভাষা বিবরণ সমুদায় ছাপানার পূর্ব্বেই সামবেদের তলবকার উপনিষৎ ছাপানা হইয়া প্রকাশ হওয়াতে কোনো কোনো ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ

পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো এক প্রকার সাকার হইলেন। এ রূপ আপত্তি শুনিলে কেবল খেদ উপস্থিত হয় সে এই খেদ যে ব্যক্তি সকল গ্রন্থের পূর্ব্বাপর পড়িয়া এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন যে হেতু ঐ উপনিষদের পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পর্য্যন্ত কহা যায় তাহা কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারো নাই ঐ আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যে হেতু ঐ উপনিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এ রূপ আদেশ মায়িক বস্তুত তাঁহার উপমা নাই এবং চক্ষু গোচর তেঁহ কদাপি হয়েন না ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্ব্বাপরের এক বাক্যতা থাকে না। দ্বিতীয় এই যে ব্রহ্ম মায়া কল্পনায় আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন্ আশ্চর্য্য আর যেঁহো যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দ সকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণি সমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান। এই শরীরেতে উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য যাহাকে জীব কহিয়া একত্র সহবাস করিতেছি সে কি আর কি প্রকার হয় তাহা দেখিতে এবং জানিতে পারি না তবে সর্ব্বব্যাপি অনির্ব্বচনীয় চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিব এমত ইচ্ছা করা কোন্ বিবেচনায় হইতে পারে। আমার নিবেদন এই। ব্যক্তি সকল যে যে গ্রন্থকে দেখেন তাহার পর পূর্ব্ব দেখিয়া যেন সিদ্ধান্ত স্থির করেন কেবল বাদ করিব ইহা মনে করিয়া দুই চারি শ্লোকের এক এক চরণ শুনিয়াই আপত্তি যদি করেন তবে ইহার উপায়ে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। ইতি। ওঁ তৎসৎ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ এই যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ অষ্টাদশ মন্ত্র স্বরূপ হয়েন ঐ উপনিষৎ কর্ম্মের অঙ্গ নহেন যে হেতু আত্মার যাথার্থ্য সূচক বাক্য কোনো মতে কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না। আর উপনিষৎ কর্ম্মাঙ্গ না হইলে বৃথা হয়েন না যে হেতু ব্রহ্ম কথনের দ্বারা উপনিষৎ চরিতার্থ হয়েন। ঈশা আদি করিয়া উপনিষদেতে ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হয়েন ইহার প্রমাণ এই যে প্রথমেতে শেষেতে মধ্যেতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন আর আত্ম জ্ঞানের প্রশংসা কথন এবং তাহার ফলের কথন আর আত্ম জ্ঞান ভিন্ন যে অজ্ঞান তাহার নিন্দা উঁপনিষদেতে দেঁখিতেছি। তবে কর্ম্ম কদাপি বিহিত না হয় এমত নহে যে হেতু যাবৎ মিথ্যা সোপাধি জ্ঞানে বাধিত থাকে তাবৎ কর্ম্ম বিহিত হয় জৈমিনি প্রভৃতিও এই মত কহিয়াছেন যে আমি ব্রাহ্মণ কর্ম্মেতে অধিকারী হই এই অভিমান যাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবেক তাবৎ তাহার কর্ম্মে অধিকার হয়। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য, আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান হয়েন আর ইহার প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর সম্বন্ধ প্রকাশ্য প্রকাশক ভাব অর্থাৎ আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান প্রকাশ্য আর মন্ত্র সকল প্রকাশক হয়েন ॥

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং।১॥ পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নাম রূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এই রূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না॥১॥ পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মার যাথার্থ্য কহিয়া এবং আত্ম জ্ঞানের প্রকার কহিয়া সেই আত্ম জ্ঞানেতে যাহারা অসমর্থ এবং শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহাদের প্রতি দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন॥ কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥২॥ এই সংসারে যে পুরুষ শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক সে অগ্নিহো-

ত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক এই রূপ নরাভিমানী যে তুমি তোমাতে এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোনো প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে অশক্ত যাহারা তাহাদের বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ হইতে পারে না ॥ ২ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রে জ্ঞান দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিয়া তৃতীয় মন্ত্রেতে এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন ॥ অস্যূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥ ৩ ॥ পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন তাহাদের দেহকে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসূর্য্য দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে এই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পায়েন এই রূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৩ ॥ যে আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন আর যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বিশিস্ট হইলে ব্যক্তিরা মুক্ত হয়েন সেই আত্মতত্ত্ব কি তাহা চতুর্থ মন্ত্রে কহিতেছেন ॥ অনেজদেকং মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবাআপ্নুবন পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥ সেই পরমাত্মা গতিহীন হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন এবং তেঁহো এক হয়েন আর মন হইতেও বেগবান্ হয়েন অর্থাৎ মন যে পর্য্যন্ত যাইতে পারেন তাহা যাইয়া ব্রহ্মকে না পাইয়া জ্ঞান করেন যে ব্রহ্ম আমা হইতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন বস্তুত মন হইতে বেগবান্ ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনেরো অপ্রাপ্য হয়েন আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলো তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না যে হেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের অধিক সামর্থ্য হয় সে মন হইতেও তেঁহ অগ্রে গমন করেন অতএব ইন্দ্রিয়েরা কি রূপে তাঁহাকে পাইতে পারেন অর্থাৎ মনের যে অগোচর সে সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেক মন আর বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার অন্বেষণ নিমিত্তে দ্রুত গমন করেন সেই মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যেন

গমন করেন এমত অনুভব হয় অর্থাৎ মন আর বাগিন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্ম হয়েন সেই ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্থির অর্থাৎ গমন রহিত এই বিশেষণের দ্বারা এই প্রমাণ হইল যে মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে বস্তুত আত্মা গমন করেন এমত নহে কিন্তু মন বাক্য ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে না পাইয়া অনুভব করেন যেন মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে আত্মা গমন করিতেছেন সেই আত্মার অধিষ্ঠা-নেতে বায়ু যাবৎ বস্তুর কর্ম্মকে বিধান করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অবলম্ব-নের দ্বারা বায়ু হইতে সকল বস্তুর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে॥ ৪ ॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥৫॥ সেই আত্মা চলেন এবং চলেন না অর্থাৎ অচল হইয়া চলের ন্যায় উপলব্ধ হয়েন আর অজ্ঞানীর অপ্রাপ্য হইয়া অতি দূরে যেন থাকেন আর জ্ঞানীর অতি নিকটস্থ হয়েন কেবল অজ্ঞানীর দূরস্থ আর জ্ঞানীর নিকটস্থ তেঁহ হয়েন এমত নহে কিন্তু এ সমুদায় জগতের সূক্ষ্ম রূপে অন্তর্গত হয়েন আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক রূপে সমুদায় জগতের বহিঃস্থিত হয়েন॥ ৫ ॥ পূর্ব্বোক্ত আত্ম জ্ঞানের ফল কহিতেছেন ॥ যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যে-বানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি স্বভাব অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু না দেখে। আর আত্মাকে সকল ভূতে দেখে অর্থাৎ যাবৎ শরীরে এক আত্মাকে দেখে সে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তুকে ঘৃণা করে না অর্থাৎ সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিলে কেন ঘৃণা উপস্থিত হইবেক ॥ ৬ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রের অর্থ পুনরায় সপ্তম মন্ত্রে কহিতেছেন ॥ যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কোমো-হঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥ যে সময়েতে জ্ঞানীর এই প্রতীতি হয় যে কোনো বস্তুর পৃথক সত্তা নাই পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা হইয়াছে আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক করিয়া পরমাত্মাকে এক করিয়া যে দেখে ঐ জ্ঞানীর সে সময়েতে শোক আর মোহ হইতে পারে না যে হেতু শোক মোহের কারণ যে অজ্ঞান তাহা সে জ্ঞানীর থাকে না ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন যে আত্মা তাঁহার স্বরূপকে অষ্টম মন্ত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন ॥ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবি-

র্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥ সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন এবং সর্ব্ব প্রকাশক এবং সূক্ষ্ম শরীর রহিত হয়েন এবং খণ্ডিত হয়েন না আর তাঁহাতে শির নাই এদুই বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্থূল শরীরো নাই ইহা প্রতিপন্ন হইল অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর পাপ পুণ্য দুই হইতে রহিত আর সকল দেখিতেছেন আর মনের নিয়ম কর্ত্তা আর সকলের উপরি বর্ত্তমান হয়েন আর সৃষ্টি কালে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন এই রূপ নিত্য মুক্ত যে পরমাত্মা তিনি অনাদি বর্ষ সকলকে ব্যাপিয়া প্রজা আর প্রজাপতি সকলের বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল্লকে বিধান অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিতেছেন ॥ ৮ ॥ প্রথম মন্ত্রেতে জ্ঞান কহিলেন দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিলেন তৃতীয় মন্ত্রে অজ্ঞানী যে কর্ম্মী তাহার নিন্দা কহিলেন পরে চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত জ্ঞানের অঙ্গ কহিলেন এখন নবম মন্ত্রে কহিতেছেন যে কর্ম্ম করিবেক সে দেবতা জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত করিয়া করিবেক পৃথক পৃথক করিলে নিন্দা আছে ইহা নবম মন্ত্রাদিতে কহিতেছেন ॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততোভূয়ইব তে তমোযউ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥ যে ব্যক্তিরা দেবতা জ্ঞান বিনা কেবল কর্ম্ম করেন তাঁহারা অজ্ঞান স্বরূপ নিবিড়ান্ধকারে গমন করেন আর যাঁহারা কর্ম্ম বিনা কেবল দেব জ্ঞানে রত হয়েন তাঁহারা সে অন্ধকার হইতেও বড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ৯ ॥ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আর দেবতা জ্ঞানের পৃথক পৃথক ফল কহিতেছেন। অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥ দেব জ্ঞান পৃথক ফলকে করেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পৃথক ফলকে করেন পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ দেব জ্ঞান আর কর্ম্মের পৃথক পৃথক ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন তাঁহাদের এই প্রকার বাক্য আমরা পরম্পরা ক্রমে শুনিয়া আসিতেছি ॥ ১০ ॥ এক পুরুষেতে কর্ম্ম এবং দেব জ্ঞানের ফলের সমুচ্চয় কহিতেছেন॥ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি দেব জ্ঞান আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এদুই এক পুরুষের কর্ত্তব্য হয় এমত জানিয়া এদুয়ের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা

স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞান এ দুইকে অতিক্রম করিয়া দেব জ্ঞানের দ্বারা উপাস্য দেবতার শরীরকে পায় ॥ ১১ ॥ এক্ষণে অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি তত্ত্ব ব্যাকৃত কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এ দুয়ের পৃথক পৃথক উপাসনায় নিন্দা আছে তাহা কহিতেছেন ॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽস-ম্ভূতিমুপাসতে। ততোভূয়ইব তে তমোযউ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥ যে যে ব্যক্তি কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভিন্ন কেবল অবিদ্যা কাম কর্ম্ম বীজ স্বরূপিণী প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকারেতে প্রবেশ করে আর যে যে ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন কেবল হিরণ্যগর্ভের উপাস-নাতে রত হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১২ ॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল ভেদ কহিতে-ছেন ॥ অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে ন-স্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥ পণ্ডিত সকল হিরণ্যগর্ভের উপাসনার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য রূপ পৃথক ফলকে কহিয়াছেন এবং প্রকৃতির উপাসনার প্রকৃতিতে লয় রূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ হিরণ্যগর্ভের আর প্রকৃতির উপাসনার ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন তাঁহাদের এই রূপ বাক্য আমরা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি ॥১৩॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির মিলিত উপাসনার ফল কহিতেছেন ॥ সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বে-দোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥ যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতি এ দুয়ের উপাসনা এক পুরুষের কর্ত্তব্য এমত জানিয়া দুই উপাসনাকে মিশ্রিত রূপে করে সে ব্যক্তি হিরণ্য গর্ভের উপাসনার দ্বারা অধর্ম্ম এবং দুঃখ এদুইকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে লীন হয় ॥ ১৪ ॥ এ উপনিষদে নিবৃত্তি রূপ পরমাত্মার জ্ঞান এবং সর্ব্বত্র এক সত্তাব অনুভব বিস্তার মতে কহিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা আর হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি উপাস-নাকে বিস্তার মতে কহিলেন। আত্মোপাসনার প্রকরণ বাহুল্য রূপে বৃহ-দারণ্যকে আছে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্গ্যান্ত যে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞক শ্রুতি তাহাতে বাহুল্য রূপে আছে। এ উপনিষদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবতোপাসনার ফল লিখিলেন যে স্বাভাবিক কর্ম্ম

এবং সাধারণ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া উপাস্য দেবতার শরীরকে প্রাপ্ত হয়েন এবং হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল লিখিলেন যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হয় এদুই ফল কোন্ পথের দ্বারা পাইবেক তাহা কহিতেছেন ॥ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥১৫॥ কর্ম্মী এবং দেবোপাসক মৃত্যুকালে আত্মার প্রাপ্তির নিমিত্তে আপন উপাস্য দেবতা সূর্য্য স্থানে পথ প্রার্থনা করিতেছেন। হে সূর্য্য স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় যে তোমার জ্যোতির্ময় মণ্ডল সেই মণ্ডলের দ্বারা তোমার অন্তর্যামী যে পরমাত্মা তাঁহার দ্বারকে রুদ্ধ করিয়া রাখিযাছ তুমি সেই দ্বারকে তোমার উপাসক যে আমি আমার প্রতি আত্ম জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে খোলো ॥ ১৫ ॥ পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোযত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ॥১৬॥ হে জগতের পোষক সূর্য্য হে একাকী গমন কর্ত্তা হে সকল প্রাণির সংযম কর্ত্তা হে তেজের এবং জলের গ্রহণ কর্ত্তা হে প্রজাপতির পুত্র আপন কিরণকে দুই পাশে চালাইয়া পথ দাও আর তোমার তাপ জনক যে তেজ তাহাকে উপসংহার কর যে হেতু কিরণকে উপসংহার করিলে তোমার প্রসাদেতে তোমার অতি শোভন রূপকে দেখি। পুনরায় সেই উপাসক আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা কহিতেছেন যে হে সূর্য্য তোমাকে কি ভৃত্যের ন্যায় যাচ্ঞা করি যে হেতু তোমার মণ্ডলস্থ যে আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ তোমার যে অন্তর্যামী সে আমারো অন্তর্যামী হয়েন অতএব তোমাকে যাচঞা করিবার কি প্রয়োজন আছে ॥ ১৬ ॥ বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥ মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি আমার প্রাণ বায়ু সকলের আধার যে মহাবায়ু তাহাতে লীন হউন এবং আমার সূক্ষ্ম শরীর উপরে গমন করুণ আর আমার স্থূল শরীর ভস্ম হউন। সত্য রূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অগ্নিতে ও সূর্য্যেতে আছে কর্ম্মীরা অগ্নি দ্বারা আর দেব জ্ঞানীরা সূর্য্য দ্বারা তাহাকে পরম্পরায় উপাসনা করেন এখানে অধিষ্ঠান আর অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে ওঁকার শব্দের দ্বারা অগ্নিকে সম্বোধন করিতেছেন প্রথমত মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে হে মন মৃত্যু

কালে যাহা স্মরণ যোগ্য হয় তাহা স্মরণ কর হে অগ্নি এপর্য্যন্ত যে উপা-সনা এবং অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি স্মরণ কর পুনর্ব্বার মন আর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ কহিতেছেন এখানে পুনরুক্তি আদরের নিমিত্তে জানিবা ॥ ১৭ ॥ অষ্টাদশ মন্ত্রেতে কেবল অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছেন ॥ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মৎ জুহুরাণমেনোভূমিষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮॥ হে অগ্নি আমাদিগ্যে উত্তম পথের দ্বারা কর্ম্ম ফল ভোগের নিমিত্তে স্বর্গে গমন করাও যে হেতু আমরা যে সকল কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা করিয়াছি তাহা তুমি সকল জান। আর আমাদের কুটিল যে পাপ তাহাকে নষ্ট কর আর আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইষ্ট ফলকে প্রাপ্ত হই এ মৃত্যু-কালে তোমার অধিক সেবা করিতে অশক্ত হইয়াছি অতএব নমস্কার মাত্র করিতেছি। এই রূপ যাচ্ঞা কর্ম্মীর এবং দেবোপাসকের আবশ্যক হয় ব্রহ্ম জ্ঞানীর প্রতি এ বিধি নহে যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী শরীর ত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন তাহার প্রমাণ এই শ্রুতি। ন তস্য প্রাণাউৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥১৮॥ ইতি যজুর্ব্বেদীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

সহমরণ বিষয়।

ওঁ তৎসৎ

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ।

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন।—আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ॥

নিবর্ত্তকের উত্তর।—সর্ব্ব শাস্ত্রেতে এবং সর্ব্ব জাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।

প্রবর্ত্তক।—তোমরা এবড় অযোগ্য কহিতেছ যে সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় এবিষয়ে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের বচন শুন॥ মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা সর্গলোকে মহীয়তে॥ তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥ মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং সাধ্বী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ তত্র সা-ভর্তৃপরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ব্রহ্মঘ্নোবা কৃতঘ্নোবা মিত্রঘ্নোবাপি মানবঃ। তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যঙ্গিরসভাষিতং॥ সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে। নান্যোহি ধর্ম্মোবিজ্ঞেয়োমৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ॥ স্বামি মরিলে পর যে স্ত্রী ঐপতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়॥ আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে॥ আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামিকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে॥ আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামিকুল এই

তিন কুলকে পবিত্র করে ॥ আর অন্য স্ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা-বর্তী আর স্বামীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত যে ঐ স্ত্রী সে পতির সহিত তাবৎ পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত না হয় ॥ আর পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্র হত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরা মুনি কহিয়াছেন ॥ স্বামি মরিলে সাধ্বী স্ত্রী সকলের অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম্ম নাই ॥ কপোতিকার ইতিহাসচ্ছলে যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও শুন ॥ পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সান্বপদ্যত ॥ পতিব্রতা যে এক কপোতিকা সে পতি মরিলে প্রজ্ব-লিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পায় ॥ এবং হারীতের বচন শুন ॥ যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চনেতি ॥ পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্য্যন্ত অগ্নিতে আত্মাকে দাহ না করে তাবৎ স্ত্রী যোনি হইতে কোনো রূপে মুক্ত হয় না ॥ এবং বিষ্ণু ঋষির বচন শুন ॥ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি ॥ পতি মরিলে পত্নী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন কিম্বা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন॥ এখন অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্ম পুরাণের বচন শুন ॥ দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপা-দুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং ॥ ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥ অন্য দেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমন পূর্ব্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করি-বেক। এই রূপ অগ্নি প্রবেশ করিলে ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না যে হেতুক ঋক্‌বেদের বাক্য আছে কিন্তু তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় সেই অশৌচ অতীত হইলে পুত্রেরা যথা শাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ মৃতানুমর-ণং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ। ইতরেষু তু বর্ণেষু তপঃ পরমমুচ্যতে ॥ জীবন্তী তদ্ধিতং কুর্য্যান্মরণাদাত্মঘাতিনী। যাস্ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া মৃতং পতিমনুব্রজেৎ। সা স্বর্গমাত্মঘাতেন নাত্মানং ন পতিং নয়েৎ ॥ মৃত পতির অনু মরণ ব্রাহ্মণী করিবেন না যেহেতু বেদের শাসন আছে আর ইতর

বর্ণের যেস্ত্রী তাহাদের অনু মরণকে পরম তপস্যা করিয়া কহেন। ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় থাকিয়া পতির হিত কর্ম্ম করিবেন॥ আর ব্রাহ্মণ জাতির যেস্ত্রী পতি মরিলে অনুমরণ করে সে আত্মঘাত জন্য পাপের দ্বারা আপনাকে ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না॥ এই রূপ নানা স্মৃতি বচনের দ্বারা সিদ্ধ যে সহমরণ ও অনুমরণ তাহাকে কি রূপে শাস্ত্র নিষিদ্ধ কহ এবং তাহার অন্যথা করিতে চাহ॥

নিবর্ত্তক।—এসকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এসকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয় কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর॥ কামন্তু ক্ষপযেদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যোধর্ম্মএকপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥ পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না॥ আর আহারাদি বিষয়ে নিয়ম যুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক থাকিবেন॥ ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনু স্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন॥ যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং॥ যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির বচন॥ মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ মনু স্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন॥ তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি॥ যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন আপন স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মই কেবল লিখিয়াছেন এই

নিমিত্ত এই শ্রুতি ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন ॥

প্রবর্ত্তক।—তুমি যে কহিতেছ সহমরণ ও অনুমরণ বিধায়ক অঙ্গিরা প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহা মনু স্মৃতির বিপরীত হয় একথা আমরা অঙ্গীকার করি না যে হেতু মনু যে কর্ম্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকারেরা বিধি দিলে মনুর বিপরীত হয় না যেমন মনু সন্ধ্যা করিতে বিধি দিয়াছেন হরি সংকীর্ত্তন করিতে কহেন নাই কিন্তু ব্যাস হরি সংকীর্ত্তন করিতে কহিয়াছেন সে ব্যাস বাক্য মনুর বিপরীত নহে এবং হরি সংকীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ না হয় সেই রূপ এখানেও জানিবে যে মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন এবং বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ উভয়ের বিধি দিয়াছেন অতএব মনু স্মৃতি সহমরণের অভাব পক্ষে জানিবে॥

নিবর্ত্তক।—সন্ধ্যা ও হরি সংকীর্ত্তনের উদাহরণ যাহা তুমি দিতেছ সে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের সহিত সাদৃশ্য রাখে না যে হেতু দিনমানের মধ্যে সন্ধ্যার বিহিতকালে সন্ধ্যা করিলে তদ্ভিন্ন কালে হরি সংকীর্ত্তনের বাধ জন্মে না এবং সন্ধ্যার ইতরকালে হরি সংকীর্ত্তন করিলে সন্ধ্যার বাধ হয় না অতএব এস্থানে একের বিধি অন্যের বাধক কেন হইবেক কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিষয়ে একের অনুষ্ঠান করিলে অন্যের অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ পতি মরিলে যাবৎ জীবন থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান যাহা মনু কহিয়াছেন তাহা করিলে সহমরণের বাধ হয় এবং সহমরণ যাহা অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি কহিয়াছেন তাহা করিলে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মোক্ষ সাধনের বাধ হয় অতএব এদুয়ের অবশ্যই বৈপরীত্য আছে। বিশেষত নান্যোহি ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনে অঙ্গিরা ঋষি সহমরণের নিত্যতা কহেন এবং হারীত ঋষি আপন স্মৃতিতেও সহমরণ না করিলে স্ত্রীযোনি হইতে মুক্ত হয় না এই রূপ দোষ শ্রবণের দ্বারা নিত্যতা কহেন। অতএব ঐ সকল বচন সর্ব্বথাই মনু স্মৃতির বিপরীত হয় ॥

প্রবর্ত্তক।—অঙ্গিরার বচনে কহেন যে সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণ বিনা অন্য ধর্ম্ম নাই আর হারীত বচনে সহমরণ না করিলে যে দোষ শ্রবণ আছে

তাহাকে আমরা মনু স্মৃতির অনুরোধে সহমরণের প্রশংসা মাত্র বলিয়া সঙ্কোচ করি কিন্তু সহমরণের নিত্যতা বোধক হয় এমৎ নহে এবং ঐ সকল বচনে সহমরণের ফল শ্রুতি আছে তাহার দ্বারাও সহমরণ কাম্য হয় এমৎ বুঝাইতেছে ॥

নিবর্ত্তক।—যদি মনু স্মৃতির অনুরোধ করিয়া সহমরণের নিত্যতা বোধক যে বাক্য অঙ্গিরা ও হারীত বচনে আছে তাহাকে স্তুতিবাদ কহিয়া সঙ্কোচ করিলে তবে ঐ মনু স্মৃতি যাহাতে পতি মরিলে বিধবা যাবজ্জীবন ব্রহ্ম-চর্য্য করিবেক এই বিধির দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের নিত্যতা দেখাইতেছেন তাহার অনুরোধ করিয়া অঙ্গিরা ও হারীতাদির সমুদায় বচনের সঙ্কোচ কেন না কর এবং স্বর্গাদির প্রলোভ দেখাইয়া স্ত্রী হত্যা দর্শনে ক্ষান্ত কেন না হও। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে কামনা পূর্ব্বক আত্ম হননকে দৃঢ় করিয়া নিষেধ করিয়াছেন ॥

প্রবর্ত্তক। -যে সকল মনু স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রুতি তুমি শাসন দিলে তাহা প্রমাণ বটে কিন্তু সহমরণ বিষয়ে যে এই ঋকৃবেদের শ্রুতি আছে তাহাকে তুমি কি রূপে অপ্রমাণ করিতে পার। যথা ॥ ইমানারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্বিশন্তনপ্রবাঅনমীবাসুরত্নাআবোহন্তু যাময়ো-যোনিমগ্নেঃ॥

নিবর্ত্তক।—এই শ্রুতি এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত হারীত প্রভৃতির স্মৃতি যাহা তুমি প্রমাণ দিতেছ সে সকল সহমরণের ও অনুমরণের প্রশংসা এবং স্বর্গ ফল প্রদর্শনের দ্বারা কাম্য বোধক হয় এবং ইহাকে কাম্য না কহিলে তোমারো উপায়ান্তর নাই এবং সহমরণের সঙ্কল্প বাক্যে স্বর্গাদি কামনার প্রয়োগ স্পষ্ট করাইতেছে অতএব এ শ্রুতির ও হারীতাদি স্মৃতির বাধক আমাদের পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম শ্রুতি সর্ব্বথা হয় ইহার প্রমাণ। কঠো-পনিষৎ ॥ অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তযোঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তের্থাদ্যউ প্রেয়োবৃণীতে ॥ শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষ সাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয় সাধন যে কর্ম্ম সেও পৃথক হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম্ম ইহাঁরা পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুয়ের

মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে কামনা সাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি ॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জংঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢা-অন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ ॥ অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞ রূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মরণকে প্রাপ্ত হয় ॥ আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞান রূপ কর্ম্ম কাণ্ডেতে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা জন্ম জরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধ সকল গমন করিলে পথে নানা প্রকার ক্লেশ পায় ॥ এবং সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা তাহাতে লিখিতেছেন ॥ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাজন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ যে সকল মূঢেরা বেদের ফল শ্রবণ বাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ঐ ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর অন্য ঈশ্বর তত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিত চিত্ত ব্যক্তিরা দেবতা স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানে আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভ দেখায় এমৎ রূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্য্যেতে আসক্ত চিত্ত এমৎ রূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না ॥ এবং মুণ্ডক শ্রুতি ॥ যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ইত্যাদি ॥ গীতা ॥ অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং ॥ অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা হইতে অধ্যাত্ম বিদ্যা শ্রেষ্ঠ হয়েন। অতএব এই সকল শ্রুতির ও গীতার প্রমাণে ফল প্রদর্শক শ্রুতি সর্ব্বথা নিষ্কাম শ্রুতি দ্বারা বাধিত হয়েন। অধিকন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব

ঋষিরা এবং আচার্য্যেরা ও সংগ্রহ কর্ত্তারা এবং তোমরা ও আমরা সকলেরি এই সিদ্ধান্ত যে ভগবান মনু সর্ব্বাপেক্ষা বেদার্থজ্ঞাতা হয়েন তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্বলতা স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্ব লিখিত নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে পতি মরিলে স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন। এবং ভগবান্ মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ আপনি করিয়াছেন। ১২ অধ্যায়॥ ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাষ্টির্তাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ কি ইহলোকে কি পর লোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্ম মরণ রূপ সংসারে প্রবর্ত্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের অভ্যাস পূর্ব্বক যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহি অর্থাৎ সংসার হইতে নিবর্ত্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম্ম করে তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চ ভূত তাহা হইতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়॥

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা কহিলে তাহা বেদ ও মনু ও ভগবদ্গীতা সম্মত বটে কিন্তু ইহাতে এই আশঙ্কা হয় যে স্বর্গাদি সাধন সহমরণ ও অন্য অন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদে এবং অন্য অন্য শাস্ত্রে যাহা কহিয়াছেন সে সকল বাক্য কি প্রতারণা মাত্র হয়॥

নিবর্ত্তক।—সে প্রতারণা নহে তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যতে প্রবৃত্তি নানা প্রকার যাহারা কাম ক্রোধ লোভেতে আচ্ছন্ন চিত্ত হয় তাহারা নিষ্কাম পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবর্ত্ত না হইয়া যদি সকাম শাস্ত্র না পায় তবে এক কালেই শাস্ত্র হইতে নিবর্ত্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তির ন্যায় যথেষ্টাচার করিবেক অতএব সেই সকল লোককে যথেষ্টাচার হইতে নিবর্ত্ত করিবার জন্যে নানা প্রকার যজ্ঞাদি যেমন শত্রু বধার্থির প্রতি শ্যেন যাগ এবং পুত্রার্থির প্রতি পুত্রেষ্টি যাগ ও স্বর্গার্থির প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদির বিধান করিয়াছেন কিন্তু, পরে পরে ঐ সকল

সকামির নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐ সকল ফলের তুচ্ছতা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যদি এই রূপ বারংবার সকামির নিন্দা ও ফলের তুচ্ছতা না করিতেন তবে ঐ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহার প্রমাণ কঠোপনিষৎ॥ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয় সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। ভগবদ্গীতা॥ ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদানিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন॥ কর্ম্ম বিধায়ক বেদ সকল সকাম অধিকারি বিষয়ে হয়েন অতএব হে অর্জ্জুন তুমি কামনা রহিত হও॥ ও কর্ম্ম ফলের নিন্দা বোধক শ্রুতি শুন॥ ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি॥ যেমন ইহলোকে কৃষ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে ফল তাহা পশ্চাৎ নষ্ট হয় সেই রূপ পরলোকে পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে স্বর্গাদি ফল তাহা নষ্ট হয়॥ গীতা॥ ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাযজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাগতাগতং কামকামা লভন্তে॥ যে সকল ব্যক্তি ত্রিবেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং ঐ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে সে সকল ব্যক্তি যজ্ঞশেষ ভোজনের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ গমন করিয়া নানা প্রকার দেব ভোগ প্রাপ্ত হয়। পরে সেই সকল ব্যক্তি ঐ রূপে স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আইসে অতএব কাম্য ফলার্থি ব্যক্তি সকল এই রূপ ত্রিবেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া কখন স্বর্গে কখন মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না॥

প্রবর্ত্তক।—তুমি সহমরণ ও অনুমরণের অন্যথা বিষয়ে যে সকল শ্রুতি

স্মৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ঐ হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি ॥

নিবর্ত্তক।—তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান সর্ব্বথা অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতি দেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দাও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এসকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন্ হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব কেবল জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রী হত্যা হয় ॥

প্রবর্ত্তক।—যদি এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা হারীতাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথাপি সঙ্কল্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি ॥

নিবর্ত্তক।—পাপের ভয় যে করিলে সে তোমাদের কথা মাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিযাছেন যে প্রাজাপত্য ব্রত রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা ॥ চিতিভ্রস্টা চ যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ ॥ প্রাজাপত্য ব্রতে অসমর্থ হইলে এক ধেনু মূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। অতএব পাপের ভয় নাই তবে লোক নিন্দা ভয় যাহা কহিতেছ তাহাও অন্যায় যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রী হত্যা না করিলে নিন্দা করে তাহাদের স্তুতি নিন্দাকে সাধু ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না আর ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম্ম ভয় ও শাস্ত্র ভয় এসকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রী বধেচ্ছু লোকের নিন্দা ভয়ে স্ত্রী বধ করাতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপনি বিবেচনা না করিতেছেন ॥

প্রবর্ত্তক।—যদ্যাপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্র প্রাপ্ত নহে তথাপি

তাবৎ হিন্দুর দেশে এই রূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এপ্রযুক্ত আমরা করি ॥

নিবর্ত্তক।—তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রী দাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যে হেতু হিন্দুর অল্প দেশ এই বাঙ্গলা হইতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রী বধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোক ভয় ও ধর্ম্ম ভয় আছে সে এমৎ কহিবেক না যে পরম্পরা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী বধ মনুষ্য বধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক যাহারা যাহারা পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দ্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এসকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্র সংমত যুক্তি হইযাছেন সে শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রী বধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধন পূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয় ॥

প্রবর্ত্তক।—এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামির মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রী ঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ॥

নিবর্ত্তক।—কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রী বধে পাপ জানিয়াও নির্দ্দয় হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্ত্তমান থাকিতেইবা কোন্ না আছে বিশেষত পতি দূর দেশে বহুকাল থাকিলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ ॥

প্রবর্ত্তক।—স্বামি বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যে হেতু স্বামি বর্ত্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূরদেশেই থাকুন স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামির শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামির মৃত্যু হইলে পর সেরূপ শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়॥

নিবর্ত্তক।—যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্ত্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতি কুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামি বর্ত্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্ত্তমানে স্বামি প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্তি হইতে পারে না যে হেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামি বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মন বাক্য জন্য দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্ত করিবার কারণ শাসন মাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত্ত করায় ইহা শাস্ত্রেও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি॥

প্রবর্ত্তক।—তুমি আমাদিগ্যে পুনঃ পুনঃ কহিতেছ যে নির্দ্দয়তা করিয়া আমরা স্ত্রীবধে প্রবর্ত্ত হই এ অতি অযোগ্য যে হেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বদা কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্ম্মের মূল হয় এবং অতিথি সেবাদি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবর্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে॥

নিবর্ত্তক।—অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালক কাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসির ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহ কালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণ কালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ মহিষাদির বধ কালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়॥

প্রবর্ত্তক।—তুমি যাহা যাহা কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব॥

নিবর্ত্তক।—এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এবিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্র সিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধ জন্য পাপ হইতে দেশের অনিস্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি॥

সহমরণ বিষয় ।

SECOND CONFERENCE

BETWEEN

AN ADVOCATE AND AN OPPONENT

OF THE PRACTICE OF

BURNING WIDOWS ALIVE

সহমরণ বিষয়ে

প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ ।

CALCUTTA,

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1819.

ওঁতৎসৎ

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ।

প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন।—আমি বিধায়ক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া তোমার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের যে উত্তর দিয়াছি, তাহা তুমি বিশেষ রূপে দেখিয়া থাকিবে, তাহার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।

নিবর্ত্তকের উত্তর।—প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে পর যে উত্তর তুমি প্রস্থাপন করিয়াছ, তাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আমারদের বাক্যকে পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরের সুতরাং প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা যাহা অন্যথা করিয়া অশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে প্রবিধান করুন। প্রথমত চতুর্থ পত্রের শেষে বিষ্ণু ঋষি বচনের বিবরণ করিয়াছেন, যে॥ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা॥ ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেন, এমন অর্থ করিলে ইচ্ছা বিকল্প হয়, তাহাতে অষ্ট দোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হইবেক: তাহাতে অর্থ এই, যে জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এই অর্থেরই গ্রাহ্যতা, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণের বচন ও অঙ্গিরার বচন লিখিয়াছেন॥ উত্তর।—সর্ব্ব দেশে সকলের নিকট এই নিয়ম, যে শব্দানুসারে অর্থের গ্রাহ্যতা হয়, এ স্থলে বিষ্ণুর বচনে পাঁচটি পদ মাত্র দেখিতেছি। মৃতে ১ ভর্ত্তরি ২ ব্রহ্মচর্য্যং ৩ তদন্বারোহণং ৪ বা ৫ এই পাঁচ পদের ভাষাতে এই অর্থ হয়, যে পতি ১ মরিলে ২ ব্রহ্মচর্য্য ৩ অথবা ৪ সহগমন ৫। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য বিধবার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়। কিন্তু জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, এই রূপ আপনার অর্থ কোনো শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। এবং এ রূপ অর্থ কোনো পূর্ব্বাচার্য্যেরা লিখেন নাই, যে হেতুক মিতাক্ষরাকার যাঁহার বাক্য সর্ব্বত্র প্রমাণ, এবং আপনিও যাঁহার প্রমাণ ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তেঁহ এই সহমরণ প্রকরণে এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন, যে মোক্ষার্থিনী না হইয়া অনিত্যাল্প সুখ স্বর্গকে যে বিধবা ইচ্ছা করে, তাহার সহগমনে

অধিকার, তথাহি ॥ অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গা- র্থিন্যা, অনুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যং॥ এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অঙ্গিরার এই বাক্য, যে ॥ নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি ইত্যাদি ॥ অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, তাহাকে ঐ বিষ্ণু বচন দ্বারা সঙ্কোচ করিয়া সহমরণ পক্ষ এবং সহমরণের অভাব পক্ষ উভয় পক্ষ বিধান করেন; তদ্যথা ॥ নান্যোহি ধর্ম্ম ইতি তু সহমণতু- ল্যার্থং॥ তথাচ বিষ্ণুঃ॥ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি॥ দ্বিতীয়ত যে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে শাস্ত্র রচনার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি কোন গ্রন্থকারেরা, কি পণ্ডিতেরা আপনকার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কদাপি করেন নাই, যে স্বর্গ কামনা করিয়া কাম্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ যে ব্যক্তি হই- বেক, তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার হয়, বরঞ্চ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র কহিয়াছেন, যে মোক্ষ সাধনে অসমর্থ যাহারা হয়, তাহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক; এবং অত্যন্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা যদি মোক্ষের লালসা না রাখে, তবে কা- মনা পূর্ব্বকও কর্ম্ম করিবেক। তদ্যথা বাশিষ্ঠে ॥ যস্মিন্ন রোচতে জ্ঞানং অধ্যাত্ম্যং মোক্ষসাধনং। ঈশার্পিতেন চিত্তেন যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা ॥ যে ব্য- ক্তির মোক্ষের কারণ যে আত্মজ্ঞান তাহাতে প্রবৃত্তি না হয়, সে ব্যক্তি পর- মেশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক ॥ মূঢ়ানাং ভোগ দৃষ্টীনাং আত্মানাত্মাবিবেকিনাং। রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ॥ আত্মা এবং অনাত্মা, এই দুয়ের বিবেচনা করিতে অসমর্থ যে ভোগাসক্ত মূঢ় সকল তাহারদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং কর্ম্মেতে অধিকারের নিমিত্ত শ্রুতিতে ফলের বিধান করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা ॥ অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি মৎকর্ম্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ অথৈতদ- প্যাশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতা- ত্মবান্ ॥ ক্রমশ জ্ঞানের অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে আমার আরাধনা রূপ যে কর্ম্ম তাহাতে তৎপর হইবা, যে হেতু আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবাতে সিদ্ধিকে পাইবা, যদ্যপি আমাকে উদ্দেশ করিয়া এ রূপ আরাধনাতে অসমর্থ হও, তবে সংযম পূর্ব্বক তাবৎ কর্ম্মের ফলকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভাবনা আছে,

যে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে তাহা হইতে কামনা করিয়া আপনার শরীরের দাহ করাকে, অথবা অন্য শরীরের হিংসা করাকে শ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকার করা, সে কেবল বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থকে তুচ্ছ করা হয়। শ্রুতিঃ॥ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে, প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন; ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন। আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্ত প্রিয় সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। বিশেষত সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ভগবদ্গীতাকে এক কালে উচ্ছন্ন না করিলে কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা করা যায় না, এবং অন্যকে কাম্য কর্ম্মের প্রবৃত্তি দিতে কদাপি পারে না, যে হেতু ভগবদ্গীতার প্রায় অর্দ্ধেক কাম্য কর্ম্মের নিন্দায় ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসায় পরিপূর্ণ আছে; তাহার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এবং এই ক্ষণেও যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি॥ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥১॥ তথা॥ যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তোনিবধ্যতে॥২॥ তথা॥ দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥৩॥ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥ ৪॥ ঈশ্বরের উদ্দেশ বিনা যে কর্ম্ম তাহাই জীবের বন্ধন কারণ হয়, অতএব হে অর্জ্জুন, ফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম্ম কর। ১। কেবল ঈশ্বর নিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম ফল ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, আর ফলেতে আসক্ত হইয়া কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে, সে নিশ্চিত বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ২। হে অর্জ্জুন, জ্ঞান সাধন নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট হয়, অতএব জ্ঞানের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কর, ফলের নিমিত্তে যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট হয়।৩। এই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য হয়, হে অর্জ্জুন, আমার এই মত

নিশ্চিত জানিবা ।৪। গীতা পুস্তক অপ্রাপ্য নহে, এবং আপনারাও তাহার অর্থ না জানেন এমৎ নহে; তবে এই সকল শাস্ত্রকে অন্যথা করিয়া অজ্ঞলোকের তুষ্টির নিমিত্তে স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া শাস্ত্র জ্ঞান রহিত যে স্ত্রী লোক,তাহারদিগকে নিন্দিত পথে কেন প্রেরণ পুনঃ পুনঃ করেন?॥

আর যাহা লিখিয়াছেন, বিষ্ণু বচনের অর্থে যে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেক, এই রূপ অর্থ করিলে অস্ট দোষ উপস্থিত হয়॥ তাহার উত্তর।—প্রথমত দোষ কল্পনার উদ্ভাবনা করিয়া স্পস্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধার্থের অন্যথা করা সামঞ্জস্য প্রকরণে কদাপি গ্রাহ্য নহে। দ্বিতীয়ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংগ্রহকারেরা ঐ বিষ্ণু বচনের অর্থে এ দোষ গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই উভয়ের অধিকার, বরঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য কহিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার ঐ বিষ্ণু বচনকে সহমরণ প্রকরণে উত্থাপন করিয়া এ দোষের উল্লেখ করেন নাই, বরঞ্চ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মচর্য্য পক্ষের প্রাধান্য করিয়াছেন। তৃতীয়ত ইচ্ছা বিকল্পে অস্ট দোষ হইলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারেরা বিশেষ বিশেষ স্থানে ইচ্ছা বিকল্প স্বীকার করিয়াছেন, যেমন॥ ব্রীহিভির্যজেত, যবৈর্যজেত॥ ব্রীহি দ্বারা, অথবা যব দ্বারা, যাগ করিবেক। কিন্তু এরূপ অর্থ নহে, যে যবেতে অসমর্থ হইলে ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবেক॥ উদিতে জুহোতি, অনুদিতে জুহোতি॥ সূর্য্যের উদয় কালে হোম করিবেক, অথবা অনুদয় কালে হোম করিবেক; এ স্থলেও সমর্থাসমর্থ ভেদে বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু কোন গ্রন্থকারেরা আপনকার ন্যায় এরূপ অর্থ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই ইচ্ছা বিকল্প স্বীকার করিয়াছেন॥ উপাসীত জগন্নাথং শিবম্বা জগতাং পতিং॥ এ স্থলেও আপনকার মতানুসারে এই অর্থ হয়, যে শিবোপাসনাতে অসমর্থ হইলে বিষ্ণুর উপাসনা করিবেক; কিন্তু এ রূপ অর্থ কোনো গ্রন্থকারেরা করেন নাই, এবং শিবের ও বিষ্ণুর উপাসনাতে ন্যূনাধিক্য স্বীকার করিলে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে সর্ব্ব প্রকার বিরোধ হয়॥

আর ইচ্ছা বিকল্পের অন্যথা করিবার নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণীয় বচন কহিয়া লিখিয়াছেন॥ অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ॥ পতি মরিলে স্ত্রী

যদি দৈবাৎ কোন রূপে সহমরণ অনুমরণ করিতে না পারে, তথাপি বিধবা শীল রক্ষা করিবেক; যদি ধর্ম্ম রক্ষা না করে, তবে সে স্ত্রী নরকে গমন করে। আর এই অর্থকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অঙ্গিরা বচন লিখিয়াছেন॥ নান্যোহি ধর্ম্মোবিজ্ঞেয়োমৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ॥ এবং ইহার অর্থ লিখিয়াছেন, যে সাধ্বী স্ত্রীর এমন ধর্ম্ম আর নাই, অর্থাৎ সহগমন অনুগমন তুল্য এ রূপ প্রধান ধর্ম্ম আর নাই॥ উত্তর।—অঙ্গিরার ঐ বচনের শব্দ হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়, যে সহমরণ ব্যতিরেক স্ত্রীলোকের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই; এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই অর্থ স্বীকার করিয়া বিষ্ণু বচনের সহিত একবাক্যতা করিবার নিমিত্ত লিখেন, যে অঙ্গিরার বচনে সহমরণ বিনা আর ধর্ম্ম নাই যে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবা, কিন্তু আপনি শব্দার্থের অন্যথা করিয়া এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার অন্যথা করিয়া স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ করেন, যে সহগমন অনুগমন তুল্য প্রধান ধর্ম্ম আর নাই। অতএব এ রূপ শাস্ত্রার্থের অন্যথা করিয়া স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া এ রূপ অবলা স্ত্রীবধেতে প্রবর্ত্ত হওয়াতে কি স্বার্থ দেখিয়াছেন? তাহা জানিতে পারি না। স্কন্দ পুরাণ বলিয়া যে বচন লিখিয়াছেন, ইহা যদি সমূলক হয়, তবে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, নান্যোহি ধর্ম্ম— এই অঙ্গিরার বচনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত এ বচনেরও জানিবে, অর্থাৎ মনু বিষ্ণু প্রভৃতি বচনের অনুবোধে স্কন্দ পুরাণের বচনেতে যে সহমরণের প্রাধান্য লিখেন, সে সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবেন। যে হেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রে নিন্দিত যে স্বর্গ কামনা, এমত কামনা বিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম যাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কথন সর্ব্ব প্রকারে অগ্রাহ্য ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের এবং গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হয়। ইতি প্রথম প্রকরণং।

সপ্তম পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখিয়াছেন, যে অঙ্গিরা বিষ্ণু হারীতের স্মৃতি যদ্যপি সহমরণ প্রকরণে মনু বিরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি অনেকের স্মৃতির সহিত মনু স্মৃতির বিরোধ হইলে মনু স্মৃতি বাধিত হয়, অতএব

হারীত বিষ্ণু প্রভৃতির স্মৃতি দ্বারা মনু স্মৃতির অগ্রাহ্যতা হইয়াছে, এবং এ কথার সংস্থাপনের নিমিত্তে তিন যুক্তি প্রমাণ লিখিয়াছেন ; আদৌ বৃহস্পতি বচনে লিখেন যে॥ মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥ অর্থাৎ মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে, এ বচনে যা শব্দ এক বচনান্ত দেখিতেছি, অতএব এক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে, সে স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু অনেক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে মনু স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে॥ উত্তর।—তাবৎ নব্য প্রাচীন গ্রন্থকারেরদিগের এই সর্ব্ব সাধারণ রীতি হয়, যে মনু স্মৃতির বিরোধ এক স্মৃতি অথবা অনেক স্মৃতির সহিত হইলে মনু স্মৃতির অনুসারে সেই সকল স্মৃতির অর্থ কবিয়া থাকেন ; মনুর স্মৃতিকে অন্য স্মৃতি দ্বারা বাধিত করিয়া স্বীকার করেন না, আপনি ঐ সকলের মতের অন্যথায় প্রবর্ত্ত হইয়া অন্য দুই তিন স্মৃতির দ্বারা মনুর স্মৃতিকে অপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, এ যুক্তি আপনকার কেবল পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরদের মত বিরুদ্ধ হয়, এমত নহে, বরঞ্চ সাক্ষাৎ বেদ বিরুদ্ধ হয়,যে হেতু বেদ কহেন ॥ যৎ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈ ভেষজং ॥ যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য, এবং আপনিও ৭ পৃষ্ঠাতে ঐ শ্রুতি লিখিয়াছেন; অতএব মনুবাক্য অন্য বাক্যের দ্বারা অপ্রামাণ্য হইলে বেদের যে এই বাক্য অর্থাৎ যাহা মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য, সে অপ্রমাণ হয় ; আর বৃহস্পতি বচনে যা এই সামান্য শব্দের প্রয়োগের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হয়, যে যে কোনো বচন যাহার স্মৃতিত্ব আছে, সে মনুবাক্যের বিপরীত হইলে অগ্রাহ্য হইবেক ; এবং বৃহস্পতি বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে হেতু দেখাইয়াছেন, যে বেদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত মনু স্মৃতির প্রাধান্য জানিবে। অতএব এই হেতু প্রদর্শন দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়াছে, যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মনু স্মৃতি তাহার বিপরীত যে অন্য স্মৃতি সে সুতরাং বেদের বিপরীত, অতএব গ্রাহ্য নহে। বৃহস্পতি বচনে যে কোনো স্মৃতি মনুর বিরুদ্ধ হয় তাহাই অগ্রাহ্য, ইহাতে আপনি অর্থ করেন যে স্মৃতি এই এক বচনান্ত প্রয়োগের দ্বারা এক স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হইলে মনুর প্রাধান্য হয়, আর অনেক স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে মনু স্মৃতি অপ্রমাণ হয়। এই সিদ্ধান্ত যদি আপনকার হইল, তবে পশ্চাৎ

লিখিত শ্রুতির ঐ সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ করিতে হইবেক, যথা ॥ যো ব্রাহ্মণা-য়াবগুরেত্তং শতেন যাতযাৎ যো নিহন্যাত্তং সহস্রেণ ইতি ॥ যে কোনো এক ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হয়, সে ব্যক্তি শত যাতনা নরকে যায় ; আর যে আঘাত করে, সে সহস্র যাতনা নরকে যায় ; অতএব এ স্থলেও এক বচনান্ত প্রয়োগের দ্বারা যদি দুই তিন ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারে, কিম্বা এক ব্যক্তি দুই তিন ব্রাহ্মণকে মারে, তবে দোষ না হউক। এ রূপ অনেক স্থল আছে, যাহাতে আপনকার সিদ্ধান্তানুসারে অর্থ করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ হয়। দ্বিতীয়ত মনুস্মৃতির খণ্ডনের নিমিত্তে লিখিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদে সহমরণ অনুমরণের প্রয়োগ আছে ; অতএব বেদ বিরোধের নিমিত্ত মনুস্মৃতির গ্রাহ্যতা নাই ॥ উত্তর।—আপনি ৯ পৃষ্ঠায় ১২ পুংক্তিতে শ্রুতি লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিয়াছেন, যে নিত্য নৈমিত্তিক নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনার দ্বারা মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আয়ুঃসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না ; অতএব ইত্যাদি শ্রুতির সহিত মনুস্মৃতির সম্যক্ প্রকারে ঐক্য স্পষ্ট হইয়াছে, অথচ লিখিয়াছেন এস্থলে মনুস্মৃতি বেদ বিরুদ্ধ হয়। আর ॥ যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং ॥ ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে মনুস্মৃতির সহিত বেদের বিরোধ কদাপি সম্ভব নহে, আর ঐ ঋক্‌বেদ শ্রুতি যাহাতে সহমরণের উল্লেখ আছে, এই অধ্যাত্ম প্রকরণীয় শ্রুতির সহিত যে বিরোধ দেখাইতেছে তাহাতে ভগবান্ মনু অধ্যাত্ম প্রকরণীয় শ্রুতির বলবত্তা জানিয়া তদনুসারে ব্রহ্মচর্য্যেব বিধি দিলেন, আর অতি মূঢ়মতি কামাসক্ত প্রতি সুতরাং ঐ ঋক্‌বেদ শ্রুতির অধিকার রহিল ; যাহার দ্বারা ঐ স্বর্গকামিদের পরম শ্রেয়ঃ হইতে পারে না, ইহা আপনিও ১১ পৃষ্ঠ ১৭ পুংক্তিতে লিখিয়াছেন, এবং আমরাও সম্পূর্ণ রূপে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সংবাদের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। বিশেষত আপনি কেন্ না জানেন, যখন দুই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থের নিশ্চয় হঠাৎ না হয়, আর বেদের বিশেষার্থবেত্তা ভগবান্ মনু তাহার যে কোনো অর্থকে নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহাকেই তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া পূর্ব্বাপর আচার্য্যেরা গ্রহণ করিয়াছেন। ভবিষ্য পুরাণে ভগবান্ মহেশ্বর জ্ঞানতো ব্রাহ্মণ বধে প্রায়শ্চিত্ত আছে এমত বিধি দিয়া দেখিলেন,

যে ॥ কামতোব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ অর্থাৎ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই যে মনুবাক্য তাহার সহিত বিরোধ হয় ; এ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ বেদার্থ মনুবাক্যকে আপন বাক্যের দ্বারা বাধিত এবং উল্লঙ্ঘন না করিয়া ঐ মনুবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে॥ কামতোব্রাহ্মণবধে যদেতন্মনুনোদিতং। একান্ততোবিপ্রবধবর্জ্জনার্থমুদীরিতং॥ যদ্বা ক্ষত্রাদিবিষয়মেতদ্বৈ বচনং বিদুঃ॥ অর্থাৎ জ্ঞানত ব্রাহ্মণ বধে নিষ্কৃতি নাই, যে মনু কহিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব প্রকারে ব্রহ্ম বধ নিষেধের নিমিত্ত জানিবে, অথবা ক্ষত্রিয়াদির প্রতি এ বচনের বিষয় জানিবে ; অতএব ভগবান্ মহাদেব আপন বাক্যের দ্বারা মনুবাক্যের অপ্রামাণ্য করেন নাই, কিন্তু আপনি স্ত্রীহত্যা করিবার নিমিত্ত হারীত অঙ্গিরা বাক্য দ্বারা মনু বাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন ॥

তৃতীয়ত, মনুবাক্য খণ্ডনের উদ্দেশে জৈমিনি সূত্র লিখিয়াছেন তাহাব অর্থ এই,বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি এক স্থলে হয় তবে অনেকের যে ধর্ম্ম তাহারই গ্রাহ্যতা,অতএব দুই তিন স্মৃতির বিরুদ্ধ হেতুক এস্থলে মনুস্মৃতির অগ্রাহ্যতা হয় ॥ উত্তর।—এ সূত্র দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হয়, যে তুল্য প্রমাণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি যদি একত্র হয়,তবে অনেকের ধর্ম্ম গ্রাহ্য হয়,তুল্য প্রমাণ না হইলে এ সূত্রের বিষয় হয় না; যেমন এক শ্রুতির একশত স্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে অগ্রাহ্যতা হয় এমত নহে ; সেই রূপ সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মনুস্মৃতি তাহার অগ্রাহ্যতা এক স্মৃতি কিম্বা অনেক স্মৃতির বিরোধ দ্বারা হইতে পারে না, অধিকন্তু অঙ্গিরা হারীত বিষ্ণু ব্যাস ইহাঁরা যেমন সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য এ দুয়ের অনুমতি বিধবার প্রতি করিয়াছেন, সেই রূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ,শাতাতপ, প্রভৃতি ইহাঁরা কেবল ব্রহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন, অতএব মন্বাদি বাক্যকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গ প্রলোভ দেখাইয়া কেন অবলা স্ত্রীর প্রাণ বধ করেন ? ইতি দ্বিতীয় প্রকরণং।

প্লবাহ্যেতে ইত্যাদি শ্রুতি সকল, এবং যামিমাং পুষ্পিতাং বাচমিত্যাদি ভগবদ্গীতা শ্লোক, যাহা আমরা স্বর্গাদি কামনা করা অতি বিরুদ্ধ ইহার প্রমাণের নিমিত্তে লিখিয়াছিলাম, তাহা সকলকে আপনি প্রথমত লিখিয়া

পরে ॥ স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত ॥ অর্থাৎ স্বর্গ কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবেক, ইত্যাদি কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি লিখিয়া বি- চার পূর্ব্বক ১৭ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইহার তাৎপর্য্য এই হইল; যে কাম্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এবং সকাম অধিকারী অপেক্ষা নিষ্কাম অধিকারী শ্রেষ্ঠ ॥ উত্তর।—যদি সকাম অধিকারী হইতে নিষ্কাম অধিকারীকে শ্রেষ্ঠ কহিলেন, তবে বিধ- বাকে স্বর্গ কামনাতে প্রলোভ কেন দেখান? মুক্তি সাধন নিষ্কাম কর্ম্মে কেন প্রবর্ত্ত না করান? আর যে ইতিমধ্যে লিখিয়াছেন, যে কাম্য কর্ম্মের নিষেধ কোথাও নাই, এ অশাস্ত্র, যে হেতু কাম্য কর্ম্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ১৮৫পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, তবে কাম্য কর্ম্মের বিধায়ক শাস্ত্রও আছে, কিন্তু সে নিষ্কাম কর্ম্ম বিধায়ক শাস্ত্রের অপেক্ষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল এবং বাধিত হয়; মুণ্ডক শ্রুতি ॥ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ শাস্ত্র দুই প্রকার, শ্রেষ্ঠ আর অশ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যাহার অনুষ্ঠানে অবিনাশি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতা ॥ অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাং ॥ তাবৎ শাস্ত্রের মধ্যে অধ্যাত্ম শাস্ত্র আমি। শ্রীভাগবতে ॥ এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞাবদন্তি হি ॥ মো- ক্ষেতে যে বেদের তাৎপর্য্য তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল আপাতত রমণীয় যে ফলশ্রুতি তাহাকেই পরম ফল করিয়া কহে, কিন্তু যথার্থ বেদ- বেত্তারা এমত কহেন না। অতএব সকাম কর্ম্মের অধিকার অত্যন্ত মূঢ়ের প্রতি হয়, পণ্ডিতেরা ঐ সকল মূঢ়েরদিগকে কাম্য কর্ম্ম হইতে নি- বৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু লাভার্থী হইয়া ঐ কাম্য কূপেতে তাহারদিগকে মগ্ন করিবার প্রয়াস কদাপি করিবেন না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিপি এবং তাঁহার ধৃতবচন ॥ পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়ি- তব্যঃ ॥ ভাগবতে ॥ স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি। ন রাতি রোগিণে পথ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষক্তমঃ ॥ পণ্ডিতেরা মূর্খ ব্যক্তিদিগকে কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন না। যে হেতু পুরাণে লিখেন, যে আপনি মুক্তি সাধন পথকে জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কাম্য কর্ম্ম করিতে কহিবে না;

যেমন কুপথ্য বাসনা করে যে রোগী, তাহাকে উত্তম বৈদ্য কদাপি কুপথ্য দেন না। ইতি তৃতীয় প্রকরণং।

১৭ পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তিতে লিখেন, যে বিধবার তৈল তাম্বূল মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম এবং মুক্তি সাধন কহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়, এবং ইহার দুই প্রমাণ দিয়াছেন; এক এই, যে মনুবচনে বুঝাইতেছে, যে পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া মরণ কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, অতএব আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য সকাম বুঝাইল; দ্বিতীয়ত মনুর পরবচনে বুঝাইতেছে, যে কুমার ব্রহ্মচারির ন্যায় বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে যান, ইহাতে স্বর্গ ফল শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য কাম্য কর্ম্ম, ইহা স্পষ্ট বুঝাইল॥ উত্তর।—বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম নিষ্কাম, এবং মুক্তি সাধন হইতে পারে না, এরূপ কথন অতি আশ্চর্য্যকর, যে হেতু কি ব্রহ্মচর্য্য কি অন্য কোনো কর্ম্ম তাহাকে কামনা পূর্ব্বক করা, কি কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক করা, ইহা কর্ত্তার অধীন হয়; কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে স্বর্গ ভোগ নিমিত্ত করে, আর কোনো ব্যক্তি কামনার ত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তি পদকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়; অতএব বিধবা যদি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কামনা রহিত হইয়া করে, তথাপি তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না, এ রূপ প্রত্যক্ষের এবং শাস্ত্রের অপলাপ করা আপনকার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মনুর বচনে যে লিখিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্মকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেক, ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক কাম্য হওয়া কদাপি বুঝায় না, যে হেতু মুক্তিতে ইচ্ছা করিয়া জ্ঞানের অভ্যাস করা যায়; ইহাতে কোনো শাস্ত্রে অথবা কোনো পণ্ডিতেরা জ্ঞানাভ্যাসকে কাম্য কহেন না, কেননা প্রয়োজন ব্যতিরেকে কি দৈহিক কি মানস ক্রিয়া মাত্রেই প্রবৃত্তি হয় না? অতএব ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফল কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মকে কাম্য কহা যায়, সে কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনু॥ ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে॥ কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব? এই কামনাতে যে কর্ম্ম করে, তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম, অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্ম মরণ রূপ

সংসারে প্রবর্ত্তক হয়। আর যে লিখেন, মনুর পরবচনে কুমার ব্রহ্মচারির ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যে বিধবারা করেন, তাঁহারা স্বর্গে যান, অতএব স্বর্গ গমন রূপ ফল শ্রবণ দ্বারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কাম্য হইবে॥ উত্তর।— স্বর্গ ফল শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক কাম্যত্ব আইসে না, যে হেতু কেবল সকাম কর্ম্ম করিলেই স্বর্গ গমন হয়, এমত নহে, বরঞ্চ মুক্তির নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস যাঁহারা করেন তাঁহারদের জ্ঞানের পরিপাক যে শরীর ধারণ পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যখন যখন শরীর ত্যাগ তাঁহারা করিবেন তখন তখন তাঁহারদের ভূরিকাল স্বর্গ বাস হইবেক, পরে পরে জ্ঞানের পরিপাক নিমিত্ত ইহলোকে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান সাধন পূর্ব্বক মুক্ত হয়েন। ভগবদ্গীতায় স্পস্ট লিখিয়াছেন॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রস্টোভিজায়তে॥ জ্ঞানের পরিপাক না হইয়া সাধকের মৃত্যু হইলে পুণ্যবান ব্যক্তিরদের প্রাপ্য যে স্বর্গ তাহাতে অনেক বাস করিয়া, পুনরায় জ্ঞানাভ্যাসের নিমিত্ত শুচি এবং শ্রীমানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশেষত ঐ মনুর শ্লোকের টীকাতে কুল্লূকভট্ট লিখেন, যে সনক বালখিল্য প্রভৃতির ন্যায় বিধবারা স্বর্গে গমন করেন, ইহাতে স্পস্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে বিধবারা ঐ সনকাদি নিত্যমুক্ত ঋষিরদের ন্যায় স্বর্গ গমন করেন,অতএব নিত্যমুক্তের তুল্য পদ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য বিনা হইতে পারে না, এই হেতুক এখানে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যই তাৎপর্য্য হইতেছে, ইতি। চতুর্থ প্রকরণং।

১৮ পত্রে লিখেন, যে সহমরণে ও অনুমরণে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা বিধবার অতিশয় ফল, যে হেতু ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্ন মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিষ্পাপ হয়, এবং নরক হইতে মুক্ত হয়; এবং ত্রিকুল পবিত্র হয়; এবং স্ত্রী শরীর হইতে নিষ্কৃতি হয়॥ উত্তর।—আপনি ২৭ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, যে কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, পুনরায় এখানে লিখেন, ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় সহমরণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহার হেতু এই লিখিয়াছেন, যে সহমরণ করিলে ত্রিকুল পবিত্র হয়; এবং মহাপাতকী যে পতি সেও মুক্ত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিখিত বচন প্রমাণে স্পস্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে এরূপ ফলশ্রুতি কেবল অতি মূঢ়মতি ব্যক্তিকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার

উদ্দেশে ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অত এব এই সকল স্তুতিবাদকে অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা সকাম সহমরণকে প্রধান করিয়া কহা সর্ব্ব শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়। আর যদি সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধান্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এ রূপ ফলশ্রুতিকে রোচনার্থ না জানিয়া যথার্থ রূপে স্বীকার করেন, তবে এ রূপ শরীর দাহ করাইয়া কুলোদ্ধার করিবাতে অত্যন্ত শ্রম, এবং দৈহিক ও মানস যাতনা হয়। অনায়াসেই মহাদেবকে একপক্ক কদলী ফলের দান অথবা বিষ্ণু কিম্বা শিবকে এক করবীরের প্রদান দ্বারা ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার কেন না করান? তদ্যথা॥ একং মোচাফলং পক্কং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ, ত্রিকোটিকুলসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥ একেন করবীরেণ সিতেনাপ্যসিতেনবা। হরিং বা হরমভ্যর্চ্চ্য ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥ যে শিবকে এক কদলীফল দেয়, সে তিন কুলের সহিত শিবলোকে বাস করে। এক শ্বেত করবীর অথবা অশ্বেত করবীর শিবকে কিম্বা বিষ্ণুকে প্রদান করিলে ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার হয়। অধিকন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারদের প্রতিও ফল শ্রুতির ত্রুটি নাই, বরঞ্চ আপনকার কথিত ফল শ্রুতি হইতে অধিক হইবেক, শ্রুতিঃ॥ সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিমাহরন্তি॥ পূর্ব্ব প্রকারে যাঁহারা জ্ঞান সাধন করিয়াছেন তাঁহারদের ইচ্ছা মাত্র পিতৃ লোক মুক্ত হয়েন, সকল দেবতারা তাঁহারদের পূজা করেন; এ রূপ ফল শ্রুতি লিখিতে হইলে পৃথক্ এক গ্রন্থ হইতে পারে। বিশেষত কাম্য কর্ম্মের অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে ফলের হানি এবং প্রত্যবায় হয়; আর মোক্ষার্থে নিষ্কাম কর্ম্মের অঙ্গ বৈগুণ্যে কোনো দোষ নাই, ইহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হয়; ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতা॥ নেহাতিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥ নিষ্কাম কর্ম্মের আরম্ভ করিলে তাহা নিষ্ফল কদাপি হয় না, এবং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে প্রত্যবায় জন্মে না। আর নিষ্কাম কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেও সংসার হইতে ত্রাণ পায়, অতএব সর্ব্ব প্রকারে অঙ্গ বৈগুণ্যের সম্ভাবনা সহমরণে ও অনুমরণেতে আছে, বিশেষতঃ আপনারা যে রূপে বিধবাকে বন্ধেতে

শাস্ত্র বিরুদ্ধ দাহ করেন তাহাতে স্বর্গভোগের সহিত বিষয় কি কেবল অপঘাত মৃত্যুফলের ভাগী মাত্র বিধবা হয়। ইতি পঞ্চম প্রকরণং।

১৭ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তির পর্য্যবসানে সহমরণ অপেক্ষায় বিধবার জ্ঞানাভ্যাসকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় তাহারদিগকে সহমরণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে লিখেন, যে সকল স্ত্রী সর্ব্বদা বিষয় সুখে আসক্তা, এবং কাম্য কর্ম্ম ফলে নিতান্ত আসক্তা, এবং সর্ব্বদা সরাগা; তাহারদিগকে সহমরণরূপ বিধবার পরম ধর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত করা কেবল তাহারদের উভয় বিভ্রষ্ট করা হয়, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্তে গীতার শ্লোক লিখিয়াছেন॥ ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং ইতি॥ উত্তর।—সহমরণে স্ত্রীলোককে প্রবৃত্ত করিবার বিষয়ে আপনকারদের তাৎপর্য্য বিশেষ রূপে এখন ব্যক্ত হইল, যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের স্ত্রীলোককে অত্যন্ত বিষয় সুখে আসক্তা এবং সরাগা করিয়া জানেন, সুতরাং এই আশঙ্কায় তাহারদের প্রতি কোনো মতে বিশ্বাস না করিয়া সহগমন না করিলে তাহারা ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইবেক, এই ভয় প্রযুক্ত স্বর্গের প্রলোভ দেখাইয়া স্বামির সঙ্গিত তাহারদের আয়ুঃশেষ করেন, কিন্তু আমরা এই নিশ্চয় জানি যে কি পুরুষ কি স্ত্রী স্বভাব সিদ্ধ কাম ক্রোধ লোভেতে জড়িত হয়েন, কিন্তু শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা এবং সৎসঙ্গের দ্বারা ঐ সকল দোষের দমন ক্রমশঃ হইতে পারে, এবং উত্তম পদ প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন, এই নিমিত্ত আমরা স্ত্রীলোককে এবং পুরুষকে অধম শারীরিক সুখের কামনা হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করি, অর্থাৎ স্বর্গে যাইয়া স্বামির সহিত অত্যন্ত স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার পূর্ব্বক কিছু কাল বাস করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়া গর্ভের মল মূত্র ঘটিত যন্ত্রণা ভোগ করহ, এমত উপদেশ কদাপি করি না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারদিগকে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া সাংসারিক অত্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বিধি দিয়াছেন, আর যাঁহারদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হইয়া থাকে, তাহারদিগের প্রতি কামনা রহিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি

পূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, অতএব সেই শাস্ত্রানুসারে বিধবারদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী যে স্বর্গ সুখ তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস এবং পরম পদকে প্রাপ্ত করেন, যে জ্ঞানাভ্যাস তাহাতে প্রবৃত্ত করির্তে উদ্যোগ করি, অতএব বিধবা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া পরম পদকে প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে বিধবার ইতোভ্রষ্টস্ততোনস্ট হইবার কদাপি সম্ভাবনা নাই। গীতা॥ মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং॥ হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র যে সকল পাপ যোনি তাহারাও পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনারা স্ত্রীলোককে সরাগা জানিয়া এবং মোক্ষ সাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণে প্রবৃত্তি দেন, যে কেহ তাহারদের মধ্যে সহগমন না করে, আপনকার সিদ্ধান্তানুসারে তাহারদের ইতোভ্রষ্টস্ততোনস্ট হওয়া নিশ্চিত হইল, যেহেতু আপনকার মতে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবার তাহারা যোগ্যই নহে, এবং সহমরণ দ্বারা স্বর্গারোহণও তাহারদের হইল না। আর॥ ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং॥ কর্ম্মেতে আবৃত যে অজ্ঞানি, তাহারদিগের বুদ্ধি ভেদ জন্মাইবে না, এই যে গীতার প্রমাণ দিয়াছেন সে বচনের তাৎপর্য্য এই, যে কামনা রহিত কর্ম্মির বুদ্ধি ভেদ জন্মাইবেক না, কিন্তু আপনি সকাম কর্ম্মির বিষয়ে এ বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ অত্যন্ত অশাস্ত্র, যে হেতু কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া কি এ বচনের কি সমুদায় গীতার তাৎপর্য্য হয়, অতএব গীতা ও তাহার টীকা দুই প্রস্তুত আছে, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন॥ সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং ইত্যাদি॥ অর্থাৎ সংসারের সুখে আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কহে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই, সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়। এই যে বশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন, এ যথার্থ বটে, যে হেতু সংসারের সুখে আসক্ত হউক, অথবা না হউক, যে কোন ব্যক্তি এমত অভিমান করে, যে আমি ব্রহ্মজ্ঞ অথবা অন্য কোন প্রকারে গুরুত্বাভিমান করে, সে অতি অধম। কিন্তু সহমরণ প্রকরণে এ বচন যাহার দ্বারা অভিমানের নিষেধ দেখিতেছি, তাহার উদা-

হরণের কি প্রয়োজন আছে, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইতি ষষ্ঠ প্রকরণং।

আপনি বিংশতি পৃষ্ঠায় নিষেধকের পক্ষকে আশ্রয় করিয়া লিখেন, যে আমরা সহমরণ অনুমরণের নিষেধ করি না, কিন্তু বিধবাকে বন্ধন পূর্ব্বক যে দাহ করিয়া থাকেন তাহার নিষেধ করি॥ উত্তর।—এ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু আমারদিগেব যে বক্তব্য তাহার অনাথা লিখিয়াছেন, কারণ সহমরণ অনুমরণ সকাম ক্রিয়া হয়, আর কাম্য ক্রিয়াকে উপনিষৎ এবং গীতাদি শাস্ত্রে সর্ব্বদা নিন্দিত রূপে কহিয়াছেন, সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আমরা করিয়া থাকি, যে তাহারা শরীর ঘটিত নিন্দিত সুখের প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধন পূর্ব্বক যে স্ত্রীবধ আপনকারা করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব বিশেষ রূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্যুক্ত হই।

বলাৎকারে বিধবাকে দাহ করিবার দোষকে নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত ঐ বিংশতি পত্রের শেষে লিখেন, যে যে দেশে অত্যন্ত জ্বলচ্চিতারোহণের ব্যবহার আছে, সে নির্ব্বিবাদ। যে দেশে তাদৃশ ব্যবহার নাই, কিন্তু মৃত পতির শরীরদাহকেরা যথা বিধান ক্রমে অগ্নি দিয়া সেই অগ্নি চিতা সংযুক্ত করিয়া রাখেন, পরে সেই অগ্নির দ্বারা চিতা অল্পে অল্পে জ্বলন্ত হইতে থাকে, এই কালে স্ত্রী যথা বিধানক্রমে ঐ চিতায় আরোহণ করে, সেও দেশাচার প্রযুক্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, এবং দেশাচারের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার দুই তিন বচনও লিখিয়াছেন॥ উত্তর।—স্ত্রীবধ, ব্রহ্ম-বধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচার বলেতে ধর্ম্ম রূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এ রূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়। ইহার বিশেষ পশ্চাৎ লিখিতেছি। অতএব বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা এ সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয়। এ রূপ স্ত্রীবধেতে এক দেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া করে,

তথাপি বধকর্ত্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না, যে যে ক্রিয়ার শাস্ত্রে কোনো বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধর্ম্মানুসারে সে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক, কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্র নিষিদ্ধ; যে জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রীবধ তাহা কতিপয় মনুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার হইয়া সৎকর্ম্মে গণিত কদাপি হয় না। স্কন্দপুরাণ॥ ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ। দেশাচারকুলাচারস্তত্র ধর্ম্মোনিরূপ্যতে॥ যে যে বিষয়ের শ্রুতি, ও স্মৃতিতে সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই সেই বিষয়ে দেশাচার কুলাচারের অনুসারে ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক। যদি বল, দেশাচার ও কুলাচার যদ্যপিও সাক্ষাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়, তথাপি কর্ত্তব্য, এবং তাহা সৎকর্ম্মে গণিত হইবেক। উত্তর, শিবকাঞ্চী, ও বিষ্ণুকাঞ্চী, এই দুই দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক কি পণ্ডিত কি মূর্খ? তাহারদের কুলাচার এই, যে বিষ্ণুকাঞ্চীস্থেরা শিবের নিন্দা করিয়া আসিতেছে, আর শিবকাঞ্চীস্থ লোকেরা বিষ্ণুর নিন্দা করে, অতএব দেশাচার কুলাচারানুসারে শিব নিন্দা ও বিষ্ণু নিন্দার দ্বারা তাহারদিগের পাতক না হউক; যে হেতু প্রত্যেকে তাহারা কহিতে পারে, যে দেশাচার কুলাচারানুসারে নিন্দা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোনো পণ্ডিতেরা কহিবেন না, যে তাহারা দেশাচার বলে নিষ্পাপ হইবেক। এবং অম্বরের নিকটস্থ দেশে রাজপুত্রেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধের পাতকী না হউক, যে হেতু দেশাচারে ঐ ঐ কুলের লোক সকলেই কন্যাবধ করিয়া থাকে, এ রূপ অনেক উদাহরণ স্থল আছে, অতএব সাক্ষাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ দারুণ পাতককে দেশাচার প্রযুক্ত পুণ্যজনক রূপে কোনো পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন নাই।

বিধবাকে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা দেশাচার প্রযুক্ত সৎকর্ম্ম হয়, ইহা প্রথমতঃ কহিয়া পুনরায় আপত্তি করিয়াছেন; যে বনস্থ, পর্ব্বতীয় লোক সকলে, দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রাণি বধাদি করিতেছে, তাহাতে দেশাচার প্রযুক্ত ঐ বনস্থেরদিগের পাপ না হউক। পরে ঐ আপত্তির সিদ্ধান্ত আপনি করেন, যে বনস্থাদি লোকের ব্যবহার উত্তম লোকের গ্রাহ্য নহে, সহমরণ

বিষয়ে যে আচার তাহা মহাপ্রামাণিক ধার্ম্মিক পণ্ডিতেরা আদ্যোপান্ত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, অতএব শিষ্টের আচারের গ্রাহ্যতা দুষ্টের আচারের গ্রাহ্যতা নাই ॥ উত্তর।—দুষ্টতা ও শিষ্টতা, ব্যক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিত হয়, সর্ব্ব শাস্ত্র নিষিদ্ধ এবং সর্ব্ব যুক্তি বিরুদ্ধ যে বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ তাহা পুনঃ পুনঃ করিয়া এ দেশীয় লোক যদি শিষ্টমধ্যে গণিত হইলেন, তবে ইতর মনুষ্যাদি বধ যাহা পর্ব্বতীয়েরা ধন লোভে অথবা তাহারদের বিকট দেবতারদের তুষ্টির নিমিত্ত করে, ইহাতে তাহারা অতি শিষ্টের মধ্যে কেন না গণিত হয়?

দেশাচার যে কোনো প্রকার হউক, তাহার গ্রাহ্যতা, ইহার প্রমাণের নিমিত্ত যে শ্রুতি ও ব্যাসের বচন লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে শাস্ত্রজ্ঞ, ও যুক্তি শীল, এবং যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠান শীল, ক্রোধ রহিত, এবং কর্ম্মে অবিরক্ত যে ব্রাহ্মণ সকল, তাঁহারা যে রূপ আচরণ করেন, তাহা করিবেক। আর শ্রুতি এবং যুক্তি নানাবিধ হইয়াছেন, অতএব মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, তাহাই গ্রাহ্য ॥ উত্তর।—শাস্ত্রজ্ঞ এবং যুক্ত্যনুসারে অনুষ্ঠান শীল যে মহাজন, তাঁহার আচারের গ্রাহ্যতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্র এবং সর্ব্ব যুক্তি বিরুদ্ধ, জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রীলোককে বন্ধন করিয়া যাহারা দাহ করেন, তাহারদিগকে শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠান শীল মহাজন করিয়া কহা যাইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার আচারের গ্রাহ্যতা নহে। জ্ঞান পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিলে যদি মনুষ্য ধার্ম্মিক মহাজন কহাইতে পারেন, তবে অধার্ম্মিক মহাজনের স্থল আর নাই, অতএব পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে সাক্ষাৎ শাস্ত্রে যাহার বিধি নিষেধ না থাকে, দেশ কুলানুসারে তাহার নিষ্পন্ন করিবেক, এ স্থলে বিধবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক, এমত শব্দ প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব স্ত্রীবধকারী ব্যক্তিরদের আচারের দৃষ্টিতে ঐ বিধি অন্যথা করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক স্ত্রীকে চিতায় রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অগ্নি দিয়া দাহ করিলে স্ত্রীবধ পাপ হইতে কদাপি নিষ্কৃতি হইতে পারিবেক না। আর স্কন্দপুরাণীয় কহিয়া যে বচন লিখিয়াছেন, ও যাহার অর্থ এই, যে ব্যক্তির শিবে এবং বিষ্ণুতে ভক্তি নাই তাহার বাক্য ধর্ম্ম নির্ণযে গ্রাহ্য নহে, তাহার। উত্তর।

প্রতীকাবলম্বী যাহারা তাহারদের প্রতি এ বচনের অধিকার, অর্থাৎ নাম রূপাদি কল্পনা করিয়া যাহারা উপাসনা করে, শিবে ও বিষ্ণুতে ভক্তি না করিলে তাহারদের উপাসনা ব্যর্থ, এবং বাক্য অগ্রাহ্য। যেমন, কুলার্ণবে ॥ আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী সবর্জ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ যাহার মুখেতে মদিরা মাংসের সৌরভ নাই, সে প্রায়শ্চিত্তী এবং ত্যাজ্য, ও সাক্ষাৎ পশু, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ বচনের অধিকার তান্ত্রিকের প্রতি হয়, অতএব এসকল বচনের বিষয় অধিকারি ভেদে স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না। ঐ রূপ অধ্যাত্ম শাস্ত্রেও লিখেন, কঠশ্রুতি ॥ ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ॥ হস্তাদি বিক্ষেপের দ্বারা উৎপন্ন অনিত্য যে ক্রিয়া সকল সে নিত্য যে মোক্ষপদ তাহার প্রাপ্তির কারণ হয় না। তথা ॥ ধ্যায়ন্তো নামরূপাণি যান্তি তন্ময়তাং জনাঃ। অধ্রুবাদ্বস্তুজাতাদ্ধি ধ্রুবং নৈবোপজায়তে ॥ যে সকল ব্যক্তি নাম রূপের উপাসনা করে, তাহারা নাম রূপময় হয়, যে হেতু অনিত্য বস্তু সমূহ হইতে নিত্য পদ প্রাপ্তি হইতে পারে না। তথা ॥ যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥ যে ব্যক্তি অপরিচ্ছিন্ন অতীন্দ্রিয় দিক্কাল আকাশের ন্যায় নিষ্কল সর্ব্বব্যাপি যে পরমাত্মা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় গোচর দিক্কাল আকাশের ব্যাপ্য কাম ক্রোধাদি যুক্ত জানে, সেই আত্মাপহারী চোর কি কি পাতক না করিবেক, অর্থাৎ অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, প্রভৃতি সকল পাপ তাহা হইতে নিষ্পন্ন হইল, অতএব এতাদৃশ পাপি ব্যক্তির বাক্য ধর্ম্ম নির্ণয়ে কদাপি গ্রাহ্য নহে। ইতি সপ্তম প্রকরণং।

আপনি ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, যেমন গ্রামের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে এবং পটের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে গ্রামদগ্ধ পটদগ্ধ এই রূপ শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেই রূপ চিতার এক অংশ জ্বলন্ত হইলে চিতাকে জ্বলচ্চিতা কহিতে পারি, অতএব বিধবার জ্বলচ্চিতারোহণ এদেশে অসিদ্ধ না হয়। উত্তর।—এরূপ বাক্য কৌশল করিয়া কতিপয় মনুষ্য যাহারা স্ত্রীবধে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারদের মনোরঞ্জন করিলেন, কিন্তু বাক্য প্রবন্ধ বলে ঈশ্বরের বিচারে কি ত্রাণ হইতে পারে? যে হেতু হারীত ও অঙ্গিরার বচনে

প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ প্রবিবেশ হুতাশনং ॥ অর্থাৎ অগ্নিতে বিধবা প্রবেশ করিবেক ॥ সমারোহেদ্ধুতাশনং ॥ অর্থাৎ বিধবা অগ্নিতে আরোহণ করিবেক। ইহার তাৎপর্য্য আপনি ব্যাখ্যা করিবেন, যে চিতা হইতে অনেক দূরে অগ্নি থাকিবেক, আর সেই অগ্নি সংযুক্ত রজ্জু কিম্বা তৃণাদি চিতা সংলগ্ন হইবেক, এ রূপ চিতা যাহাতে অগ্নির লেশ মাত্র নাই তাহাতে আরোহণ করিলে অগ্নি প্রবেশ করা, ও অগ্নিতে আরোহণ করা সিদ্ধ হয়, কিন্তু কি ভাষাতে কি সংস্কৃতে প্রবেশ শব্দের শক্তি বস্ত্বন্তরের অন্তর্গমনে রূঢ় হয়, যেমন এই গৃহেতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ প্রয়োগ গৃহমধ্য গমন ব্যতিরেকে কদাপি হইতে পারে না ; যদি সেই গৃহ লগ্ন হইয়া এক দীর্ঘকাষ্ঠ থাকে, আর সেই কাষ্ঠ এক রজ্জুর সহিত সংযুক্ত হয়, আর কোন ব্যক্তি ঐ কাষ্ঠকে অথবা রজ্জুকে স্পর্শ করে, তৎকালে সে ব্যক্তি গৃহ প্রবেশ করিলেক, এ প্রয়োগ কি ভাষাতে, কি সংস্কৃততে, কেহ করিবেক না। আর আমার অর্দ্ধেক শরীর পিঞ্জরেতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এ স্থলে পিঞ্জর সংযুক্ত কোন এক বস্তুকে স্পর্শ করিলেও আপনকার শব্দ কৌশলের অনুসারে কহিতে পারা যাউক, যে পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যদ্যপিও চিতার কোনো কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলন্ত থাকিত, যাহা আপনকারদের রচিত চিতাতে কোনমতে থাকে না, তথাপিও পট দাহ গ্রাম দাহ যুক্তিক্রমে কহিতে পারিতেন, যে এক দেশ জ্বলন্ত দ্বারা চিতা জ্বলন্ত হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত অগ্নি এ রূপ দেদীপ্যমান না হয়, যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ তাহার মধ্যে যাইতে পারে, তাবৎ অগ্নি প্রবেশ পদ প্রয়োগ কোনো প্রকারে হইতে পারে না। অতএব অবলা স্ত্রীবধের নিমিত্ত নূতন কোষ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রামাণ্য বিজ্ঞলোকের নিকট হওয়া অত্যন্ত অভাবনীয় জানিবে।

২৪ পৃষ্ঠার শেষ অবধি লিখেন, দাহকেরা যে দেশাচার প্রযুক্ত বন্ধনাদি করে, সেও শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, যে হেতু পূর্ব্বোক্ত হারীত বচনে বুঝাইতেছে, যাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী আত্ম শরীরের দাহ না করে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দাহ না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী শরীর হইতে মুক্ত হয় না, এই প্রযুক্ত স্ত্রীর মৃত শরীর যদি চিতা হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্তত পড়ে, তবে স্ত্রী

শরীরের প্রকৃষ্ট দাহ হয় না, এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে। সেও শাস্ত্রের অনুগত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি করে, তাহাতে তাহারদিগের পাপ নাই, পরন্তু পুণ্য হয়; ও তাহার প্রমাণের নিমিত্তে আপস্তম্বের বচন লিখেন, যাহার তাৎপর্য্য এই, যে বৈধ কর্ম্মের যে প্রবর্ত্তক এবং অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা সকলে স্বর্গে যান, আর নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অনুমতি কর্ত্তা এবং কর্ত্তা সকলে নরকে গমন করেন॥ উত্তর।—আপনকার কক্তব্য এই হইয়াছে, যে চিতায় অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে কিম্বা অগ্নি স্পর্শ শরীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধবা চিতা হইতে পলায়; সে আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দাহকেরা চিতার উপর স্ত্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না, কিন্তু স্ত্রীর মৃত শরীরের খণ্ড খণ্ড দাহকালে চিতা হইতে কি জানি যদি ইতস্ততঃ পড়ে, এনিমিত্ত দাহকেরা জীবদ্দশাতেই চিতাতে বন্ধন করেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লৌহ রচিত রজ্জু দিয়া এরূপ বিধবাকে বন্ধন করিয়া থাকেন, কি সামান্য প্রসিদ্ধ রজ্জু দিয়া বন্ধন করেন? কারণ লৌহ যন্ত্রে শরীরকে প্রবিষ্ট করিয়া দাহ করিলে তাহার খণ্ড খণ্ড ইতস্ততঃ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না, অন্যথা সামান্য রজ্জু দিয়া যদি বন্ধন করেন, তবে সে রজ্জু শরীর দাহের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ সময়ে দগ্ধ হয়, অতএব সে দগ্ধ রজ্জু দ্বারা শরীরের ইতস্তত পতন কোনো রূপে বারণ হইতে পারে না। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম রূপে সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পণ্ডিত লোকেরও এপর্য্যন্ত অনবধানতা হয়, যে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে রজ্জু থাকিয়া দগ্ধ হয় না, এবং অন্যকে অগ্নি হইতে ইতস্তত পতনে নিবারণ করে, এ রূপ বাক্য লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত লিখেন, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা করিবেন, যে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিবার হেতু যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ ঘটে, কি না? সংসারেও সকল লোক এক কালে নেত্রহীন হয় নাই, অতএব স্ত্রীদাহ কালে যাইয়া দেখিলেই বিধবার বন্ধনের যে কারণ আপনি কহিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন; আর আপনকার অনুগত বিষয়িরদিগের মধ্যে যাহার কিঞ্চিৎও সত্যতে শ্রদ্ধা আছে, তাহারা এরূপ হেতু শুনিয়া কি রূপ শ্রদ্ধান্বিত হইবেন, তাহা কি

ঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে কোন্ আপনকার বিদিত না হইবেক ? আপস্তম্বের বচন যাহা প্রমাণ নিমিত্ত আমারদের লেখা উচিত ছিল, তাহা আপনি লিখিয়াছেন, যে হেতু সে বচনের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যে, নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা এবং কর্ত্তা নরকে যায়, সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে অবৈধ ও অতি নিষিদ্ধ, জ্ঞান পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া যে স্ত্রীদাহ তাহার প্রবর্ত্তক ও অনুমতিকর্ত্তা ও কর্ত্তা ঐ বচনের বিষয় অবশ্য হইলেন, দেশাচার ছলে কিম্বা বন্ধন করিলে শরীরের খণ্ড ইতস্তত পড়িবেক না, এরূপ বাক্য কৌশলে, পরলোক শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারিবে না।

আর ২৬ পৃষ্ঠা অবধি লিখেন, যে অল্প জ্বলন্ত চিতাগ্নিদাহকেরা তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ স্ত্রীর অনুমতি ক্রমে চিতাকে প্রজ্বলিত করে, তাহারদের পুণ্যই হয়,যে হেতুক বেতন গ্রহণ না করিয়া পরের পুণ্য কার্য্যের আনুকূল্য যে করে,তাহার অতিশয় পুণ্য হয়; এবং মৎস্যপুরাণীয় স্বর্ণকারের ইতিহাস লিখিয়াছেন, যে পুণ্য কর্ম্মের আনুকূল্য দ্বারা অতিশয় ফল পাইয়াছে॥ ইহার উত্তর।—এই প্রকরণের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যদি জ্ঞান পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া স্ত্রীবধ করা পুণ্য কর্ম্ম হইত, তবে আনুকূল্য কর্ত্তারদেব পুণ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ দারুণ পাতক, অতএব ইহার প্রযোজকেরা স্ত্রীবধের প্রতিফল অবশ্যই পাইবেক। শেষ পরিচ্ছেদে আদ্যোপান্তের শিষ্ট ব্যবহারের প্রদর্শন তিন বচনের দ্বারা দিয়াছেন ; প্রথমত এক কপোতিকা স্বামির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় কুটীরাগ্নির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শরীর দাহকালে গান্ধারী অগ্নি প্রবেশ করিলেন, আর বসুদেব বলরাম প্রদ্যুম্নাদির স্ত্রী সকল তাঁহারদের শরীরের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিলেন ; এ তিন বৃত্তান্ত দ্বাপরের শেষে অল্প কাল পূর্ব্ব পশ্চাৎ হইয়াছিল, অতএব আদ্যোপান্ত প্রদর্শন করিবার নিমিত্তে অন্য অন্য উদাহরণ আপনকাকে দেওয়া উচিত ছিল ; সে যাহা হউক, আপনকার বিদিত অবশ্য থাকিবেক, যে পূর্ব্বকালেও একালের ন্যায় কতক লোক মোক্ষার্থী কতক স্বর্গার্থী ছিলেন, এবং কতক পুণ্যাত্মা কতক পাপাত্মা কতক আস্তিক কতক

নাস্তিক তাহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ যাঁহারা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহারদের স্বর্গ ভোগানন্তর পুনঃ পতন হইত, ঐ সকল শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। মোক্ষ বিধায়ক শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কামনা পরিত্যাগের বিধি তাঁহারদের প্রতি দিয়াছেন ঐ শাস্ত্রানুসারে অগণনীয় বিধবা সকল আদ্যোপান্ত অবধি মোক্ষার্থিনী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে॥ উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্নিভিঃ ইত্যাদি॥ অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গামী যে কুরুবীর সকল যাঁহারা সম্মুখ যুদ্ধে উৎসাহ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারদের পত্নী সকল মৃত শরীরের সহিত সহমরণ না করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া করিলেন। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুণ যে তিন উদাহরণ আপনি দিয়াছেন তাহাতে তিন স্থানেই অগ্নি প্রবেশ শব্দ স্পষ্ট আছে॥ প্রবিবেশ হুতাশনং, তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি, উপগৃহ্যাগ্নিমাবিশন্॥ এবং ঐ তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিধবা প্রজ্বলিত যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব ইদানীন্তন যে বিধবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ না করে, কিন্তু অন্যে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাকে দাহ করে, আপনকার লিখিত সকামির আদ্যোপান্ত ব্যবহারও তাহার সিদ্ধ হয় না, এবং সহমরণ জন্য যে কিঞ্চিৎ কাল স্বর্গভোগ তাহাও সে বিধবার সুতরাং হইবেক না; এবং যাঁহারা তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক বৃহৎ বাঁশ দ্বারা চুপিয়া বধ করেন তাঁহারা নিতান্ত স্ত্রীহত্যার পাতকী সর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে হইবেন। ইতি অষ্টম প্রকরণং ইতি।

প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামির সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ১৮ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে প্রায় লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্প বুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা, এবং ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্যা হয়। স্বামির পরলোক হইলে পর, শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, এক কালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এ প্রকার দুর্ভাগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যে হেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শুদ্ধ ভাবে কাল যাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট, সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, যাহাতে কুল-

ত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায়, যে সহমরণ করিলে স্বামির সহিত স্বর্গ ভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহা যশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিতা ভ্রস্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দর রূপে বিদিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাঁহা স্বভাব সিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এই রূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্ব্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখ দায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্প বুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য

আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃত প্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামির উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাস ঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশ গুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায় এপর্য্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্ম ভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ

হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্ম্ম ভয়ে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃ গৃহে অথবা ভাতৃ গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যে হেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামি শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামির ভাতৃবর্গ অমাত্য বর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যে হেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভাতৃ বিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহারদের স্বামি শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকে ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্ব প্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টি গোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই।

স্বামি দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্ম ভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামি দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে ; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্ম ভয়ে লোক ভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতি হস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে ; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

ইতি সমাপ্ত ॥ ১৭৪১ শক ১৬ অগ্রহায়ণ ॥

সহমরণ বিষয় ।

ওঁতৎসৎ ॥ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা বিষয়ে গীতার শ্লোক সকলের উত্তরে কয়েক পত্রীতে যাহা লেখেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রথমত দৃষ্টি করিবেন, যে শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বাক্য কথন যদি পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারাই সিদ্ধান্ত করিবেন যে গীতাদি শাস্ত্র বিচারকে গালিতে মিশ্রিত যে করে সে কি প্রকার নীচ হয়। শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ তাহাতে লিখিয়াছেন অহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বিপ্রনামার স্বাক্ষরিত যে পত্রী প্রথমে প্রকাশ হয় তাহাতে আদৌ লিখেন। "গীতার মতে স্বর্গাদি ফলের কারণ যে সকল কর্ম্ম তাহার নিন্দা ও নিষেধ যদি লেখক স্থির করিয়া থাকেন, তবে ফলেতে আসক্ত লোক সকলের পারত্রিক মঙ্গল বিষয়ের উপায় কি স্থির করিয়াছেন"। উত্তর।— বিপ্রনামা যদি একবারও গীতা শাস্ত্রেতে মনোযোগ করিতেন, তবে এ প্রশ্ন কদাপি করিতেন না, যেহেতু সকাম ব্যক্তির পারত্রিক বিষয় যেরূপ হয় তাহা গীতার নবমাধ্যায়ে ভগবান্ বিশেষ রূপে লিখিয়াছেন। যথা ॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥ অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনা পূর্ব্বক যাহারা কর্ম্ম করে তাহারদের গতাগতি নিবৃত্তি নাই, কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনা করেন তাঁহারা পরমেশ্বর প্রসাদাৎ কৃতার্থ হন, এবং স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন ॥ অকামঃ সাত্ত্বিকো লোকো যৎ কিঞ্চিদ্বিনিবেদয়েৎ। তেনৈব স্থানমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি॥ ধর্ম্মবাণিজিকা মূঢাঃ ফলকামা নরাধমাঃ। অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামানাপ্নুবন্ত্যথ ॥ অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং॥ নিষ্কাম ব্যক্তি সাত্ত্বিক হয়েন তিনি যে কিঞ্চিৎ নিবেদন করেন তৎ দ্বারা সেই পদ প্রাপ্ত হন যাহার প্রাপ্তির পর দুঃখ না হয়। যাহারা ধর্ম্মকে বাণিজ্য করে তাহারা মূঢ এবং যাহারা ফল কামনা করে তাহারা নরাধম, যেহেতু যদিও ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ফলকে পায় কিন্তু ঐ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিদের সে ফল বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। বিপ্রনামা স্মার্ত্ত গ্রন্থেও মনোযোগ করিলে এ প্রশ্ন করিতেন না।

দ্বিতীয় লিখেন যে“সকাম কর্ম্মের নিন্দাবোধক কোন্ শ্লোক”॥ উত্তর।— ভগবদ্গীতার যে যে শ্লোক কর্ম্মাধিকারে আছে সে সকলি কামনার নিন্দা বোধক হয়, এঁ বিষয়ে যদি বিপ্রনামা মনোযোগ পূর্ব্বক গীতা দেখিতেন তবে এঁ প্রশ্নও করিতেন না॥

তৃতীয় লেখেন যে “ভগবদ্গীতার যে কয়েক শ্লোক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার অধিকারী সকামী কি নিষ্কামী”॥ উত্তর।—ঐ শ্লোক সকলের বিষয় সেই সেই ব্যক্তি হন যাঁহাদের কর্ম্মেতে অধিকার আছে, কিন্তু সকাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্য এই সংশয়ে ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দা পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন॥

চতুর্থ লিখেন,নিষ্কাম লোক অধিক কি সকাম লোক অধিক॥ উত্তর।— এ অদ্ভুত প্রশ্ন হয়, লোকের যে ভাগ অধিক সেই ভাগ যদি উত্তম রূপে গণনীয় হয়, তবে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ হইতে এ ভারতবর্ষে স্ববৃত্তি ত্যাগী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অধিক,এমতে স্ববৃত্তি ত্যাগ কি উত্তম রূপে গণিত হইবেক॥

পঞ্চম লিখেন যে অল্প বুদ্ধি স্ত্রীলোকের কামনার কি প্রকারে নিরাস হয়॥ উত্তর।—পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও তৎপরে সদ্গতি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সমান রূপে হইতে পারে। (প্রমাণ ভগবদ্গীতা) “মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ। স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং”॥ এবং মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা পরম গতি প্রাপ্তি হইয়াছে ইহা বেদ পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে॥

ষষ্ঠ লেখেন। “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং” এই গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য লেখক কি স্থির করিয়াছেন॥ উত্তর।— বিপ্রনামা কিঞ্চিৎ শ্রম করিয়া ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ দৃষ্টি করিলেই তাৎপর্য্য জানিতে পারিতেন, যেহেতু ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধে লিখেন॥ “যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্”॥ অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানি কর্ম্ম সঙ্গিকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানির নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেক, সুতরাং জ্ঞানির কদাপি কাম্য কর্ম্মে অধিকার নাই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া

অজ্ঞানীও চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক। কর্ম্ম সঙ্গিদের কি প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা ভূরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। (কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন) তুমি কর্ম্ম করিতে পার কিন্তু কর্ম্ম ফলেতে তোমার অধিকার কদাপি নাই॥ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ॥ পরমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠস্কন্ধ বচন॥ "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণে পথ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষক্তমঃ"॥ আপনি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এবং এই প্রমাণানুসারে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা লিখেন, "পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ" পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকে কাম্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিবেন না। কি আশ্চর্য্য বিপ্রনামা রাগান্ধ হইয়া এই দেশ প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না।

সপ্তম লিখেন, সহমরণাদির সঙ্কল্প বাক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়া কাম্য কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের ন্যায় চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয় কি না॥ উত্তর।—প্রথমত স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের আত্ম হত্যাতে প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীর দাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়ত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে আত্মার পীড়া দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্যা তাহাকে তামস করিয়া গীতাতে লেখেন, এবং ঐ তামস কর্ম্ম কর্ত্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয় ইহাও ঐ ভগবদ্গীতাতেই লেখেন। "মূঢ়গ্রাহেণাত্মনোযৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং"॥ "জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"॥ অতএব বিপ্রনামা যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়া গীতা দেখিতেন তবে এ প্রশ্নও করিতেন না। মিতাক্ষরাতে কাম্য কর্ম্মের দ্বারা জীবন নাশের নিষেধ শ্রুতিও বুঝি বিশেষ রূপে দেখেন নাই। "তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াৎ"। অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্বে আয়ুর্ব্যয়ঃ করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। এবং সহমরণাদি কাম্য কর্ম্ম সকল কামনা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় এরূপ ব্যবস্থা যদি বিপ্রনামা স্থির করিয়া থাকেন তবে বিপ্রনামা ইতঃপর ইহাও প্রবৃত্তি দিতে সমর্থ হইবেন, যে স্মার্ত্তধৃত নরসিংহ পুরাণের বচন আছে যে "জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী। ভৃগুপ্রপাতী সৌখ্যন্তু রণে চৈবাতিনির্ম্মলং॥ অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ সগচ্ছেত্তু ত্রিপিষ্টপং"॥ যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ করিয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, সাহস পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে মরে সে প্রমোদ নাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বতাদি উচ্চদেশ হইতে পতন পূর্ব্বক যে মরে সে সৌখ্য নামক স্বর্গকে পায়, যুদ্ধ পূর্ব্বক যে মরে তাহার অতি নির্ম্মল নাম স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, আহার ত্যাগ পূর্ব্বক যে মরে সে ত্রিপিষ্টপ নাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাতে নির্ভর করিয়া বিপ্রনামা কহিবেন যে, 'সঙ্কল্প ত্যাগ পূর্ব্বক এ সকল প্রকারে শরীর ত্যাগ করিলে নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় এই নানাবিধ আত্ম হত্যাও চিত্ত শুদ্ধির প্রতি কারণ হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত এ বচনও পাঠ করিবেন "যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ। নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ"॥ সকল পাপ যুক্ত হইয়াও যে মনুষ্য নিয়ম পূর্ব্বক পুণ্য তীর্থে প্রাণত্যাগ করে সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেক। ঐ বচন পাঠানন্তর বিপ্রনামা এ প্রবৃত্তিও দিতে সমর্থ হইবেন যে কামনা ত্যাগ করিয়া তীর্থ মরণে চিত্ত শুদ্ধি হইবেক, কিন্তু বিপ্রনামার ইহাও অনুভব হইল না যে স্বর্গাদি কামনা না থাকিলে এ প্রকার আত্ম হনন রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এবং এ প্রকার দুঃসাহস কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি সে তামসী প্রবৃত্তি হয়, যাহা গীতায় ও উপনিষদে বারম্বার নিষিদ্ধ করিয়াছেন, এই রূপ বিপ্রনামা ভবিষ্য পুরাণোক্ত নরবলি প্রদানের প্রবৃত্তিও দিবেন, যে যদ্যপিও এ ক্রূর কর্ম্ম হয় কিন্তু কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক করিলে চিত্ত শুদ্ধি হইবেক, এবং কালিকা পুরাণোক্ত এ মন্ত্রও উচ্চৈঃসরে পাঠ করিবেন। "নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং" এবং এরূপ বিচারে বিপ্রনামা প্রবর্ত্ত হইবেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কি পণ্ডিত ছিলেন না এবং ইহার পূর্ব্বে এই কলিকালেও কি পণ্ডিত ছিলেন না, দেখ নর বলি সত্যাদি যুগে হইয়া আসিয়াছে, জড়ভরত প্রভৃতির

উপাখ্যান ইহার প্রমাণ হয় এবং কলিতেও তন্ত্রানুসারে নর বলির প্রথা ছিল এবং একালেও দেশ বিশেষে হইতেছে, অতএব শাস্ত্র প্রাপ্ত এবং পরম্পরা ব্যবহার সিদ্ধ নরবলি অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি কেহ কহে যে কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম গীতাদি শাস্ত্র মতে নিন্দিত হয়, তবে বিপ্রনামা কহিবেন যে কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক নরবলি দান কেন না কর চিত্ত শুদ্ধি হইয়া মুক্তি হইবেক। ধন্য ধন্য বিপ্রনামা ধন্য অধ্যাপক।

অষ্টম লিখেন যে গীতায় যদি ভগবান্ কাম্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন তবে যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্য কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কি রূপে ছিলেন ॥ উত্তর।—বিধি নিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ করা কর্ত্তব্য "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যমিত্যাদি" ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধি নিষেধ বাক্যকে অতিক্রম করিয়া ভগবান্ যে যে কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হইলেন, তবে ইহার পর অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ মাতুল কন্যা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন ভগবানের আনুকূল্যতায় বিবাহ করিয়াছেন এই নির্দর্শনে স্ব শিষ্যের প্রতি এই রূপ ব্যবহারের উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন, এবং পঞ্চ পাণ্ডবের এক কন্যা বিবাহ কৃষ্ণানুকূল্যে হইয়াছে ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইয়া তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারিবেন। অতএব ইহা জিজ্ঞাস্য, যে এ প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদের জন্যে শাস্ত্রের নামকে বিপ্রনামা কেন অবলম্বন করেন। ব্রহ্মাদি দেবতার ও অবতারদের কর্ম্মানুরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য এই ব্যবস্থা বিপ্রনামা প্রস্তুত করিয়াছেন, অতএব তদনুসারে ব্যবহারে বুঝি শীঘ্র প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

মুগ্ধবোধ ছাত্র নামে দ্বিতীয় এক পৃথক্ পত্রী প্রকাশ হয় তাহাতে শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ লেখেন তাহার প্রথম এই "গীতার যে কয়েক শ্লোক সকাম কর্ম্ম নিন্দা বিষয়ে প্রকাশ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বাপর সমন্বয় না করিলে মীমাংসা হয় না" ॥ উত্তর।—এস্থলে মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের এই উচিত ছিল যে ভগবদ্গীতার যে যে শ্লোক প্রকাশ করা গিয়াছে তাহার কোন্ কোন্ শ্লোকের কিম্বা কোনো এক শ্লোকের পূর্ব্বাপর অর্থের সহিত বিরোধ

হয় ইহা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ সাধ্য ছিল না, বরঞ্চ মুগ্ধবোধচ্ছাত্র অদ্যাবধি এক বর্ষ শ্রমেতেও যদি তাঁহার আশঙ্কার সম্ভাবনা আমাদের লিখিত গীতার কোনো শ্লোকে দেখাইতে প্যারেন, তবে তাঁহার বাক্য বিচারের যোগ্য হইতে পারে॥ গীতার শ্লোকের পূর্ব্বাপর সমন্বয় বিরোধ দর্শাইতে অসমর্থ হইয়া লিখেন, যে ভগবান ও তাঁহার অংশাবতার অর্জুন ও তাঁহার সমকালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন সেই রূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক॥ ইহার উত্তর পূর্ব্ব পত্রীর উত্তরে লিখা গিয়াছে, অর্থাৎ বিপ্রনামা ও মুগ্ধবোধচ্ছাত্র এইক্ষণে আপনাদের তাবৎ কর্ম্ম ভগবানের ও অর্জুনের ও তাঁহাদের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বুঝি সম্পাদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, এবং অন্যকেও সেই রূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিবেন। অর্থাৎ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা যে বিধি নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অর্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত ঐক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্ব ধর্ম্মের নাশের কারণ হয়, যেহেতু অস্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে কিন্তু গীতা শ্রবণানন্তর অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মকে অর্জুন অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। এবং সাত্যকী ও ভুরিশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদ করিয়াছেন। এবং পাণ্ডবেদের গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কৃষ্ণানুকূল্যে মিথ্যা কথা কহিয়া নষ্ট করিয়াছেন. মুগ্ধবোধচ্ছাত্র বুঝি এই প্রকার গুরু বধাদি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবেন এবং স্বশিষ্যকেও এই সকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত্ত করাইবেন, যে পাণ্ডবেরা মিথ্যা কহিয়া গুরু বধ করিয়াছেন অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরু হত্যা করিতে পারে। এই ব্যবস্থা দিয়া মুগ্ধবোধচ্ছাত্র সকল ধর্ম্মনাশ করিতেছেন কি না তাহা মুগ্ধবোধ চ্ছাত্রদের অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন। এবং মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধচ্ছাত্র আধুনিক স্ত্রী সকলকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তবে বুঝি মুগ্ধবোধ চ্ছাত্র সূর্য্যাদি দ্বারা মাদ্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোনো পরাক্রমী ব্যক্তি দ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্ত্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন। কি আশ্চর্য্য মুগ্ধবোধ-

চ্ছাত্র ও তাঁহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির বিষয় লিখিয়াছেন ইঁহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে ২১৩ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তি অবধি বিবরণ পূর্ব্বক লেখা গিয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিবেন।

শেষে লেখেন যে তন্ত্র বচনানুসারে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অনুচিত এবং মনুষ্যের গোমাংস ভোজন কর্ত্তব্য এবং বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উচিত, এ সকল বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাজ দ্বারে আবেদন করা যায়॥ উত্তর।—ঐ সকল তন্ত্র বচনের যদি বেদ ও মানবাদি স্মৃতির সহিত এক-বাক্যতায় মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের বিশ্বাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকারদের মীমাংসা সম্মত হয় এরূপ তাঁহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই একর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ঐ বচন সকলের অনৈক্য জানেন ও সংগ্রহকারের মীমাংসা সিদ্ধ নহে ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মুগ্ধবোধচ্ছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন সে ব্যর্থ শ্রম॥ যো-ঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা, প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণা-ত্মাপহারিণা॥ এক প্রকার আত্মাকে অন্য প্রকার করিয়া যে প্রতিপন্ন করে সে আত্মাপহারী চোর কি কি অধর্ম্ম না করিলেক, অর্থাৎ অতিপাতক মহাপাতক উপপাতক সকল পাপ সে করিলেক, অতএব এ প্রকার পা-তকী যে ব্যক্তি সে দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক ও অন্যকে প্রবর্ত্ত করিবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি ইতি।

তৃতীয় পত্রে লিখেন যে, শাস্ত্র দ্বারা অনিষিদ্ধ এবং অন্তঃকরণের তুষ্টি জনক যে যে কর্ম্ম পিতৃ পিতামহাদি করিয়াছেন তাহা কর্ত্তব্য অতএব বিধবার সহমরণ উত্তম ধর্ম্ম হয়॥ উত্তর।—সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তা-হার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,এবং এই প্রত্যুত্তর প্রবন্ধের ২১৩পৃষ্ঠে ১৬পংক্তি অবধি দৃষ্টি করিবেন যে সকাম কর্ম্ম কর্ত্তা মূঢ় ও নরাধম শব্দ বাচ্য হয় এবং এস্থানেও পুনরায় কিঞ্চিৎ লিখিতেছি যথা, ভাগবতে॥ "এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবু-দ্ধয়ঃ। ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি"॥ মোক্ষেতে যে বেদের

তাৎপর্য্য তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল ফল শ্রুতিকে উত্তম কহে কিন্তু যথার্থ বেদ বেত্তারা ইহা কহেন না, এই সকল শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়া স্ত্রী দাহ রূপ সহমরণেতে উৎসুক যে হয় সে কি প্রকার নিষ্ঠুর ও ছলগ্রাহী তাহা বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা করিবেন। এ কি অজ্ঞানতা স্ত্রীবধের প্রবর্ত্তক যে ব্যক্তি সে বন্দনীয় হইতে চায় আর তাহার নিবর্ত্তককে নিন্দনীয় জানায়।

দ্বিতীয় লেখেন যে মনু কথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ সহমরণ নহে॥ উত্তর।—অজ্ঞানে যে আবৃত তাহাকে পথ প্রদর্শন ব্যর্থই হয়। সহমরণ যে মনু কথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ তদ্বিষয়ে যে যে প্রমাণ দর্পণে প্রকাশ হইয়াছিল তাহার এক বাক্যেরও উত্তরে সমর্থ না হইয়া কেবল অধ্যবসায় পূর্ব্বক লিখেন, যে সহমরণ মনু কথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে, অতএব দয়া করিয়া পুনশ্চ লিখি, যে যে স্থলে বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্বয়ের সম্ভাবনা হয় সেস্থলে শাস্ত্রেতে আমরণান্ত এক ক্রিয়ার অনুজ্ঞা থাকিলেই সুতরাং অন্য ক্রিয়া বাধিত হয়, যেমন যাবজ্জীবন গৃহে স্থিতি ও বিদেশ গমন এ দুই ক্রিয়ার সম্ভাবনাতে কর্ত্তা আজ্ঞা দিলেন যে তুমি আমরণান্ত গৃহে থাক, তখন সুতরাং সে ব্যক্তির বিদেশ গমন অবশ্যই বাধিত হইল। চক্ষু মুদ্রিত হইয়া শাস্ত্র দৃষ্টি থাকিতেও কেনো কূপে পতিত হও এবং অন্যকে নিপাত কর॥

তৃতীয় লেখেন যে নির্ণয় সিন্ধুধৃত সহমরণ বিধায়ক মনু বচন অগ্রাহ্য নহে॥ উত্তর।—নির্ণয় সিন্ধু আধুনিক কিম্বা প্রাচীন গ্রন্থ হইবেক, তাহাতে প্রথম কোটি, অর্থাৎ আধুনিক হইলে, সুতরাং অপ্রমাণ, বুঝি স্ত্রীবধেচ্ছু কোন ব্যক্তি কল্পিত বচন লিখিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। দ্বিতীয় কোটি, অর্থাৎ যদি সে গ্রন্থ প্রাচীন হয় এবং তাহাতে এ প্রকার মনু নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বচন যদি পূর্ব্বাবধি থাকিত, তবে মিতাক্ষরাকার সহমরণ প্রকরণে নির্ণয় সিন্ধুধৃত ঐ মনু বচনানুসারে সহমরণের উত্তমতা অবশ্য লিখিতেন এবং কুল্লূকভট্ট মনুর বিবরণে বিধবার ধর্ম্ম কথনের প্রস্তাবে অবশ্য ঐ বচনের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আপন গ্রন্থে প্রাচীন নির্ণয় সিন্ধুর উল্লেখ করেন কিন্তু সহমরণ প্রকরণে এ বচনের উল্লেখ কদাপি করেন নাই, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে এ অশ্রুত অদৃশ্য বচন রচনা

করিয়া নবীন কোন স্ত্রী বধেচ্ছু ব্যক্তি প্রাচীন নির্ণয় সিন্ধুতে অর্পণ করিয়া থাকিবেন ॥

চতুর্থ লিখেন যে সহমরণ বিধায়ক ঋগ্বেদ মন্ত্র আছে ॥ উত্তর।—"ইমানারীরবিধবা" ইত্যাদি মন্ত্রে সহমণের বিধি নাই, সে কেবল পুরোবর্ত্তি নারীদের অগ্নি ক্রিয়াবাদ মাত্র, কিন্তু কামনা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের নিষেধে উত্তর কাণ্ডীয় শ্রুতি আছে, এবং কামনার নিন্দায় ভূরি শ্রুতি রহিয়াছে, যাহার দ্বারাই ওই মন্ত্র সর্ব্বথা বাধিত হইয়াছে এবং বেদবাদে যাঁহারা আবৃত তাঁহাকে ভগবদ্গীতাতে মূঢ় কহিয়াছেন॥ "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" ॥ ইহার অর্থ পূর্ব্বে প্রকাশ হইযাছে মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন।

পঞ্চম চূরান্ত সিদ্ধান্ত করেন, যে ঐ কামনা পূর্ব্বক শরীর ত্যাগের নিষেধশ্রুতি ও কাম্য কর্ম্ম নিন্দা প্রদর্শক গীতাদির শ্লোক কোনো এক পুরাণের বচন দ্বারা বাধিত হইবেক॥ উত্তর।—এরূপ অযোগ্য বাক্য কেহ কদাপি বুঝি শুনেন নাই, পুরাণ বচন অপেক্ষা প্রসিদ্ধ যে হারীতের বচন॥ "নান্যোহিধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ"॥ অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, ইহার ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন,। "ইদন্তু সহমরণস্তুত্যর্থং"। এ বচন সহমরণের স্তুতি মাত্র। মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের মতে যদি উত্তর কাণ্ডীয় শ্রুতি ও ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্র অর্থবাদ মন্ত্র কিম্বা বচনের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, আর ঐ হারীতের কিম্বা পুরাণের বচন মাত্র প্রমাণ হয়, অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার অন্য ধর্ম্ম নাই, তবে গৃহস্থিতা যে সকল বিধবা সহমৃতা না হইয়াছেন সে সকল বিধবাকে মুগ্ধবোধচ্ছাত্র কি কহিবেন, অবশ্য সেই সেই বিধবাকে ধর্ম্ম ত্যাগিনী কহিতে হইবেক এরূপে মুগ্ধবোধচ্ছাত্র সকল ঘরেই উত্তম দক্ষিণা পাইবেন। কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্ম্ম ত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এই রূপ প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ইতি॥

শকাব্দাঃ ১৭৫১

চারি প্রশ্নের উত্তর।

ভূমিকা।

চৈত্র মাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজন হিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্ন এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক ইতি॥

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট।

পরমাত্মনে নমঃ ।

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি এবং সর্ব্ব জন হিতৈষি জানাইয়া চারি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে "ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানি তৎসংসর্গি গডড্‌রিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা॥ "সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা"॥ উত্তর।—কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি তাঁহার সংসর্গী কি তাঁহার অসংসর্গী যে কোন ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাদের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তিদের যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে এবং অন্য অন্য শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্ম্মানুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপ করে আর যদি তাহার মধ্যে ঐ ভাক্তকর্ম্মী সেই ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানিকে আপন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার সংসর্গে পাপ জ্ঞান করে সে ভাক্ত কর্ম্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয় কি না। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইকে যদি সমান রূপে স্বীকার করা যায় আর ঐ দুইয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন না করে তবে দুই ব্যক্তিকেই তুল্য রূপে স্বধর্ম্মচ্যুত পাপী কহা যাইবেক। তাহাতে যদি ঐ দুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মচ্যুত কহিয়া নিন্দা ও তাহার গ্লানি করে তবে সে এই রূপ হয় যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে অন্ধ কহিয়া এবং এক খঞ্জ অন্য খঞ্জকে খঞ্জ কহিয়া নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষপাত রহিত ব্যক্তি সকলে ঐ ব্যঙ্গকর্ত্তা অন্ধকে ও খঞ্জকে লজ্জাহীন এবং স্বদোষ দর্শনে অপারক জ্ঞান করিবেন কি না। যোগবাশিষ্ঠে ভাক্ত জ্ঞানির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ

বটে যে ব্যক্তি সংসার সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা কহে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট অতএব ত্যজ্য হয়। সেই রূপ ভাক্ত কর্ম্মির প্রতিও বচন দেখিতেছি। মনুঃ॥ "শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনং। শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ"॥ অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন গ্রহণ শূদ্রের সহিত সম্পর্ক শূদ্রাসনে বসা এবং শূদ্র হইতে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা ইহাতে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন॥ "উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। সপাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং"॥ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে যে আমি বিষ্ণু পূজা করি। অত্রিঃ॥ "আসনে পাদমারোপ্য যোভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ। মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥ অর্থাৎ আসনের উপরে পা রাখিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায় কেবল মুখের দ্বারা ভোজন করে সে ভোজন গোমাংসাহার তুল্য হয়॥ "উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ। সুরাপানেন তুল্যং স্যান্মনুরাহ প্রজাপতিঃ"॥ অর্থাৎ বাম হস্ত করণক পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান তুল্য হয় ইহা মনু কহিয়াছেন। অতএব জ্ঞান সাধনে কোন অংশে ত্রুটি হইলে সে সাধক ত্যজ্য হয় এমৎ যে জ্ঞান করে অথচ কর্ম্মানুষ্ঠানে সহস্র সহস্র অংশে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যজ্য জানে সে স্বধর্ম্মচ্যুত ও স্বদোষ দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশঃ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ত্যজ্য কহে তবে তাহাকে কি কহি। যদি এক ব্যক্তি যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোয়ান গোলাব ও আতর এসকল জলীয় দ্রব্য সর্ব্বদা আহারাদি কালে ও অন্য সময়ে শরীরে ম্রক্ষণ করে কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও এরূপ বক্তাকে কি কহাযায়। ও এক ব্যক্তি নিজে যবন ও ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনু মহাভারতাদির বচনকে সমাচার চন্দ্রিকা ও সমাচার দর্পণ যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে তাহাতে ছাপা করায় কিন্তু অন্যকে

কহে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ সুতরাং স্বধর্ম্মচ্যুত ত্যজ্য হও তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি। যদি এক ব্যক্তি শূদ্র স্বস্থানে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে ও স্বতন্ত্র আসন প্রদান না করিয়া আপনার আসনে বসাইয়া সেই ব্রাহ্মণের পাতিত্য জন্মায় কিন্তু সে অন্য শূদ্রকে কহে যে তুমি ব্রাহ্মণকে মান না তবে তাহাকেইবা কি কহি। আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনা পূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়। বিশেষত দুই স্বধর্ম্মচ্যুতের মধ্যে একজন আপনার ত্রুটি স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অঙ্গীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে পবিত্র জানিয়া অন্যকে প্রাগলভ্য পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রাহিত্য দোষ দেখাইয়া ত্যজ্য কহে তবে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তব্য হয়॥ যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে পূর্ব্বোক্ত বচন সকল অর্থাৎ শূদ্রান্ন গ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়। ও সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন করিলে সে পাপিষ্ঠের পূজাধিকার থাকে না। আর আসনে পা রাখিয়া ভোজন করিলে গোমাংস ভোজন হয়। আর বাম হস্তে পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে সুরাপান হয়। এসকল নিন্দার্থবাদ মাত্র ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্রান্ন গ্রহণাদি করিবেক না। তবে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যোগবাশিষ্ঠের এই বচন যে সংসার বিষয়ে আসক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী কহে সে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থ বাদ না কহিয়া কি প্রকারে যথার্থ বাদ কহিতে পারেন। সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞান নিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ হয় ইহা কেন না ঐ বচনের তাৎপর্য্য হয়॥ একথা যদি কহেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থ বাদ না মানিলে জ্ঞানিদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না। তবে তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনা-

কাঙ্ক্ষী সুতরাং আমরা কি কহিতে পারি। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী লিখিয়াছেন তাহার অর্থ বিশেষ রূপে সেই যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া উচিত তথাচ যোগবাশিষ্ঠে॥ "বহির্ব্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব"॥ অর্থাৎ বাহ্যেতে ব্যাপার বিশিষ্ট মনেতে সংকল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছে। যেহেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই জানেন তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ কহিবেন যে আসক্তি পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন অর্থাৎ কহিবেন যে এব্যক্তি জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে তবে বুঝি যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বকই বিষয় করিতেছে যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রু দমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিত রূপে বর্ণন করিত ইহা পূর্ব্বে পূর্ব্বেও দৃষ্ট আছে। এ উদাহরণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদির ও অর্জ্জুনাদির তুল্য এ কালের জ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞানসাধকের বিপক্ষেরা তাঁহাদের মহাবল পরাক্রম বিপক্ষের তুল্য হয়েন তবে এ উদাহরণের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন আর দুর্জ্জনের সর্ব্বকালেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এই দুইয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে আর সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ গুণ দুইয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বে গুণেরি আরোপ করিয়া থাকেন। ঐ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত যোগবাশিষ্ঠ বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে যে ব্যক্তি বিষয় সুখে আসক্ত হয় আর কহে যে আমি

ব্রহ্মকে জানি সুতরাং সে ত্যাজ্য কিন্তু ইহা বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ব্রহ্মনিষ্ঠ কদাপি এমত কহেন না যে ব্রহ্মকে আমি জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট এবং ভাক্ত কর্ম্মির ন্যায় অধম হয়॥ কেনশ্রুতিঃ॥ "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"॥ অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই কহেন যে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে আর যাঁহারা ব্রহ্মকে না জানেন তাঁহারা কহেন যে ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হয়েন। তবে দুর্জ্জন ও খলে অপবাদ দেয় যে তুমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানি কহিয়া অভিমান কর এ পৃথক্ কথা॥ কোন এক বৈষ্ণব যে আপন বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে সে যদি কোন শাক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্তশাক্ত কহে ওঁ ব্যঙ্গ করে এবং কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে কিন্তু আপনাকে ভাক্ত বৈষ্ণব না মানিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী এবং স্বর্ব্বজন হিতৈষী বলিয়া অভিমান করে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না। জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইকে সমানরূপে স্বীকার করিয়া এই পূর্ব্বের পঙ্ক্তি সকল লেখা গেল বস্তুতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের অত্যন্ত প্রভেদ যেহেতু কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠায়ী হইলেও জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি তাহার তুল্যও সে হয় না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥ "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেভিনন্দন্তি মূঢাঃ জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি"॥ অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞ রূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় ঐ বিনাশি কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মজরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥ "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণোন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে"॥ অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম্ম ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন

হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। আর অপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানির বিষয়ে ভগবদ্গীতা কহেন। অর্জ্জুন উবাচ॥ অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতোযোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্না-ভ্রমিব নশ্যতি। অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহোবিমূঢো ব্রহ্মণঃ পথি"॥ অর্জ্জুন কহিয়াছেন যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয় সে ব্যক্তি জ্ঞান ফল যে মুক্তি তাহা না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবেক। সে ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ প্রযুক্ত দেবস্থান পাইলেক না এবং জ্ঞানের অসি-দ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না। ভগবান্ কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। "ভগবানুবাচ॥ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে"॥ তথা॥ "অত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং। যততে চ ততোভূয়ঃ সং-সিদ্ধৌ কুরুনন্দন"॥ হে অর্জ্জুন সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পর লোকে নরক হয় না যেহেতু শুভকারি ব্যক্তির দুর্গতি কদাপি হয় না সেই জ্ঞান ভ্রষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মিদের প্রাপ্য যে স্বর্গ লোক সকল তাহাতে বহু কাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া শুচি ধনবান্ ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম লয় পরে ঐ জন্মের পূর্ব্ব দেহাভ্যস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা মুক্তির প্রতি অধিক যত্ন করে। মনুঃ॥ "সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ"॥ এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্ম-জ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম কহা যায় যেহেতু সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি হয়। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে যত্ন করিলে তাহাকে গড্ডরিকা বলিবার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ইহার প্র-য়োগ স্থান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যেমন অগ্রগামী মেষ দেখিয়া পশ্চাতের মেষ ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া তাহার অনুগামী হয় সেই রূপ যুক্তি ও শাস্ত্র বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুষ্ঠান যদি কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার প্রতি ঐ গড্ডরিকা প্রবাহ শব্দের

প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন কিন্তু এস্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে বেদ ও বেদ শিরোভাগ উপনিষদ তাহার সম্মত মনু প্রভৃতি তাবৎ স্মৃতি সম্মত এবং মহাভারত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্র সম্মত আত্মোপাসনা হয় ইহা জানিয়া আর ইন্দ্রিয় ব্যাপ্য যে যে বস্তু এবং বিভাগ যোগ্য যে যে বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য অন্য নশ্বর মনঃকল্পিত উপাসনা হইতে বিরত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে তাহার প্রতি গড্ডরিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোনো কল্পিত উপাসনা যাহা বেদ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্ব সম্মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্য অন্য কেহ কেহ করিতেছে এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এক কালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ যাত্রা ও সুবল সম্বাদ এবং বড়াইবুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয় তাহাকে পরমার্থ সাধন করিয়া জানে ও আপন ইস্ট দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গড্‌রিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়, এ দুয়ের বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন ॥

আর ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী প্রথম প্রশ্নে লিখেন যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানিরা এবং তাঁহার সংসর্গিরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়াছেন ॥ উত্তর।— প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক কি অনিগূঢ় হউক ইহারি প্রমাণে তাঁহারা জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদ বিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন্ শাস্ত্র প্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসনা করি ইতি।

ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে "যাঁহারা বেদ স্মৃতি পুরাণোক্ত স্বস্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাঁহাদিগের তবে অনাদর পুরঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায়

বিশ্বাস কারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা॥ সদাচারো হি সর্ব্বার্হোনাচারাদ্বিযুতঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা॥ দুরাচাররতোলোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ॥ তথাচ॥ সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংসং তপো-ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ”॥ উত্তর।—ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সদাচার সদ্ব্য-বহার হীন অভিমানির যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন এস্থলে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা তাঁহার কি তাৎপর্য্য তাহা স্পস্ট বোধ হয় না। প্রথমত যদি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে তাবৎ উপাসকের ও অধি-কারির যে আচার ও ব্যবহার তাহাই সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় এবং তাহা না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় তবে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির আচার ও ব্যব-হার করিয়া থাকেন কি না অর্থাৎ বৈষ্ণবের আচার যে মৎস্য মাংস ত্যাগ এবং অধীনতা ও পরনিন্দা রাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করেন কি না এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন ও মৎস্য মাংস যে আহার না করে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও করিয়া থাকেন কি না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠের ধর্ম্ম যাহা মনু কহিয়াছেন যে॥ “জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্ম খৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥ তথা॥ যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান”॥ অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাঁহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রণব উপনিষদাদি বেদের অভ্যাসে যত্ন করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী করিয়া থাকেন কি না। এই তিন পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় তাহা করিয়া থাকেন এমত কহিতে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বুঝি

সমর্থ হইবেন না যেহেতু ধর্ম্ম বুদ্ধিতে মৎস্য মাংস ত্যাগ ও মৎস্য মাংস গ্রহণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এই তিন ধর্ম্ম কোন মতে এক কালে এক ব্যক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব যদি সকল উপাসকের আচার ও ব্যবহার ইহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষির তাৎপর্য্য হইল তবে তাঁহার ব্যবস্থানুসারে সদাচার সদ্ব্যবহারের অনুষ্ঠানে অক্ষমতা হেতুক যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁহারি আদৌ বৃথা হয়। দ্বিতীয়ত। যদি আপন আপন উপাসনা বিহিত যে সমুদায় আচার তাহাই সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির অভিপ্রেত হয় তবে তাহাকেই মধ্যস্থ মানি যে তিনি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিয়া থাকেন কি না যদি শাস্ত্র বিহিত সমুদায় আচার করিয়া থাকেন তবে যথার্থ রূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম্ম না করিতে পারে তাহাকে ত্যজ্য কহিতে পারেন এবং তাহারি যজ্ঞোপবীত বৃথা ইহাও আজ্ঞা করিতে পারেন আর যদি তিনি আপন উপাসনা বি-হিত ধর্ম্মের সহস্রাংশের একাংশও না করেন তবে তাহার এই যে ব্যবস্থা যে স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় ইহার অনুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া যদি অন্যকে কহেন যে তুমি স্বধর্ম্মের সমুদায় অনুষ্ঠান করিতে পার না অতএব কেন বৃথা যজ্ঞো-পবীত ধারণ করহ তবে একথা শোভা পায়। তৃতীয়ত সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের দ্বারা আপন আপন উপাসনা বিহিত ধর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির যদি অভিপ্রেত হয় ও যে যে অংশের অনু-ষ্ঠানে ত্রুটি হয় তন্নিমিত্ত মনস্তাপ এবং স্বধর্ম্ম বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে তাহার যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা হয় না তবে এব্যবস্থানুসারে কি ধর্ম্ম সংস্থাপ-নাকাঙ্ক্ষির কি অন্য ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল। চতুর্থ যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় ইহাতে প্রথমত জিজ্ঞাসা করি যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায় যেহেতু দেখিতে পাই যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও রূপদাস সনাতনদাস জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের

গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন এবং শাক্ত সম্প্রদা- য়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ ও নির্ব্বাণাচার্য্য এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও তাঁহাদের গ্রন্থানুসারে আচার করিতে প্রবৃত্ত আছেন সেই রূপ রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রামা- নুজ ও তৎশিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার ও আচা- রকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এপর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন যে শিব লিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়া শিব মন্দিরে প্রবেশ করেন না এবং নানকপন্থী ও দাদূপপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিতে যত্ন করেন এবং শাস্ত্রেও অধিকারি বিশেষে বিশেষ বিশেষ অনু ষ্ঠান লিখিয়াছেন ॥ অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ॥ কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবেক বরঞ্চ খাতকও কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামিরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার সদ্ব্যবহারের নিয়মই রহে না সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার সদ্ব্যবহার হীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারী হয়েন। পঞ্চম যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির ইহা তাৎপর্য্য হয় যে আপন পিতৃ পিতামহাদি যে আচার করিয়াছেন সে সদাচার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না পিতা পিতামহ অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির মতে পিতৃ পিতামহের মতানুসারে সেই অযোগ্য কর্ম্ম কর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুত আপন আপন উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অব- হেলা পূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধক প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মনস্তাপ ও তত্তৎশাস্ত্র বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্ম হীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্ম হীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারী বলে এমত রূপ নিন্দকের এবং স্বদোষ দর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্ম সংস্থাপ- নাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র বিড়াল তপস্বির যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার

প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাক্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহ মধ্যে মৎস্য মুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন॥ "যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"॥ অর্থাৎ যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়। এবং তদনুসারে বাক্যে কোন প্রতারকতা কি বেশে কি আলাপে কি ব্যবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদি বিহিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়াল তপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির তৃতীয় প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা করণ কোন্ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ সর্ব্ব ভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানিদের আত্মোদর ভরণার্থে পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি ছেদন করণ কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণ বচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। "যথা॥ যোজন্তূন্নাত্মতুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং ক্বচিৎ"॥ উত্তর।— বর্ণাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে দেখ পূজার্থে কুন্দসেফালিকা জবা মহাদেবকে দান করিলে শাস্ত্র নিষিদ্ধ প্রযুক্ত পাতক হয় আর দেবতাকে রুধির প্রদানেতেও পুণ্য হয় যেহেতু শাস্ত্রে বিধি আছে সেই শাস্ত্রে কহিতেছেন॥ "দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং নদোষভাক্"। মনুঃ॥ "নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোহন্যহন্যপি। ধাত্রৈব সৃষ্টাহ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোত্তারএব চ"॥ "অনিবেদ্য নভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চন"॥ অর্থাৎ

দেবতা পিতৃ লোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষ ভাগী হয় না। ও ভক্ষ্য প্রাণি সকলকে প্রতি দিন ভোজন করিয়া তাহার ভোক্তা দোষ প্রাপ্ত হয় না যেহেতু বিধাতাই একেকে ভক্ষক অপরকে ভক্ষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং মৎস্য মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না। অতএব বিহিত মাংসাদি ভোজনে ছাগ লাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা হইতে পারে না যেহেতু অপ্রোক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে কিন্তু ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগ হনন কালে বিদ্যমান থাকিয়া নৃত্য কিম্বা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন কি ভোজন কালে বসিয়া স্ব স্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন; দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে এককালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি যাঁহারা পরমেশ্বরের জন্ম মরণ চৌর্য্য পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন ইহাও আহ্লাদের বিষয়। মহানির্ব্বাণ॥ "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ"। জ্ঞানে যাঁহার নিভর তিনি সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন অতএব আগম বিহিত মাংস ভোজন স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদন পূর্ব্বক করিলে অধর্ম্মের কারণ হয় ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা স্বহস্তে মৎস্য বধ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইলেও ধর্ম্ম হয় ইহা যদি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির মত হয় তবে তিনি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী হইবেন। মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কাল যাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংস ভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততও লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায় না কিম্বা আচমনে অধিক জল কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টি

নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্র বিহিত আহার ও প্রারব্ধ নির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি ॥

চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গ গ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকা পুরাণ মৎস্য পুরাণ মনু বচনানুসারে কি বক্তব্য। "যথা॥ গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং॥ তথাচ॥ যোব্রাহ্মণোহদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব সস্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরেচ॥ অপিচ॥ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি॥ তথাচ॥ চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়োগত্বা ভুক্ত্বাচ প্রতিগৃহ্যচ। পতত্যজ্ঞানতোবিপ্রোজ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয়ইতি কল্লুকভট্টঃ॥ উত্তর। যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা নিষিদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এনিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবনাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসন যোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ রচিত কলপের চোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সম্বিদা যাহা সুরা তুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনী বেশ্যা ভোগ করেন সে সে ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যে হেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক?। ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিকে জানা উচিত যে প্রয়াগ ও পিতৃ বিয়োগ ব্যতিরেকে বৃথা কেশচ্ছেদ করিবেক না ইহা নিষেধ আছে অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিক কেশচ্ছেদের নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষত বৃথা কেশ

চ্ছেদ অতিক্রকচ্ছ পরিধান ও হাঁচি হইলে জীব ইহা না বলা এবং ভূমিতে পতিত হইলে উঠ এ শব্দ প্রয়োগ না করা যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতক শ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্তে ঐ রূপ অল্পায়াস সাধ্য অন্ন হিরণ্যাদি দানরূপ উপায়ও আছে॥ "ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানাৎ প্রণশ্যতি॥ সম্বর্ত্তঃ॥ হিরণ্যদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈবচ। নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি॥ কুলার্ণবে॥ ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যৎ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎ সর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা"॥ অর্থাৎ অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট হয়। স্বর্ণ দান গো দান ভূমি দান ইহাতে মহাপাতকও নষ্ট হয়। ব্রহ্ম ও জীব এই দুইয়ের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যায় তদ্রূপ সকল পাতক নষ্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বচন লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য হীন হয়েন এবং অন্য স্মৃতি বচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ দেখিতেছি এসকল সামান্য বচন যেহেতু ইহাতে বিশেষ বিধি দেখিতে পাই শ্রুতিঃ॥ "সৌত্রামন্যাং সুরাং গৃহ্ণীয়াৎ"॥ সৌত্রামনী যজ্ঞে সুরাপান করিবেক। ভগবান মনুঃ॥ "নমাংসভক্ষণে দোষো নমদ্যে নচমৈথুনে"॥ অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রী সংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই। কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রঃ। "কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুনস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ মমাজ্ঞয়া॥ অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেষ্টারঃ কুলধর্ম্মাণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ যে। শ্বপচাদধমাজ্ঞেয়া মহাকিল্বিষকারিণঃ"॥ কলিকালে বিশেষত ব্রাহ্মণেরা কদাপি পশু হইবেক না এই হেতু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হয়। যে সকল ব্যক্তি কুল ধর্ম্মের দ্বেষ এবং মদিরার নিন্দা করে সে সকল মহাপাতকী চণ্ডাল হইতেও অধম হয়॥ পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বচনে সামান্যত সুরাপানে নিষেধ বুঝাইতেছে আর পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র বচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে সুরাপানে বিধি প্রাপ্ত হইতেছে অতএব দুই শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল তাহাতে ভগবান মহেশ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন॥ "অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহা-

পাপকরং ভবেৎ" ॥ অর্থাৎ সংস্কার হীন যে মদ্যাদি তাহার পান ভোজনে মহাপাতক জন্মে। অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন যে মদ্য তাহার পানে ঐ স্মৃতি বচনানুসারে অবশ্যই মহাপাতক হয় আর সংস্কৃত মদিরা পানে পাপ কি হইবেক বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে পূর্ব্বোক্ত বচন ইহার প্রমাণ হয়। এই রূপ বিরোধ যখন বেদে উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক বেদে কহিয়াছেন যে কোন প্রাণির হিংসা করিবেক না আর অন্য বেদে কহেন যে বায়ু দেবতার নিমিত্তে শ্বেত ছাগল বধ করিবেক এমত স্থলে মীমাংসকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে যে হিংসাতে বিধি আছে তদ্ভিন্ন হিংসা করিবেক না যেহেতু এক শাস্ত্রের কিম্বা এক শ্রুতির অমান্যতা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারেন না। মদ্যপান বিষয়ে পরিসংখ্যা বিধি অর্থাৎ অধিক বারণও দেখিতেছি। "যথা॥ অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণং॥ সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতং। পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত নপঞ্চতোলকাধিকং॥ মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায়চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপোনরকম্ব্রজেৎ॥ পানে ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য সিদ্ধিস্তস্য নজায়তে। গোপনং কুলধর্ম্মস্য পশোর্বেশবিধারণং॥ পশ্বন্নভোজনং দেবি বিজ্ঞেয়ং প্রাণসঙ্কটে"। কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ॥ কুলবধূর মদ্যপান স্থানে আঘ্রাণ মাত্র বিহিত হয়। আর গৃহস্থ সাধকেরা পঞ্চপাত্রের অধিক গ্রহণ করিবেক না। পাঁচ তোলার অধিক পানমাত্র করিবেক না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবেক লোলুপ হইয়া করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয এমত পান করিলে সিদ্ধি হয় না। কুল ধর্ম্মের গোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর অন্ন ভোজন প্রাণ সঙ্কটে জানিবে। অতএব আপন আপন উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্য পান করিলে হিন্দুর শাস্ত্র যাঁহারা মানেন তাঁহারা শাসন করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন না। যদিস্যাৎ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে যবন শাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্য মঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন যাহাতে কোনো মতে মদিরা পানের বিধি নাই তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে বৈধ মদ্য পানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের উপাসনাতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিন্দু-

মাত্রও সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় তাঁহারা যদি লোক লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় ত্যাগ করিয়া মদ্য কিম্বা সম্বিদা কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন তবে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত বচনের বিষয় তাঁহারা হইয়া পাতক গ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য হীন হইবেন ॥ যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্র বলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিণী অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন সকল শাস্ত্রকে এক কালে উচ্ছন্ন তাহারা করিতে পারগ হয়েন এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র প্রমাণে হয় গো শরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ সে শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে অতএব খাদ্য হইল আর গৃঞ্জনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধ প্রযুক্ত স্মার্ত্ত মতাবলম্বিদের তাহা ভোজনে পাপ হয় সেইরূপ স্মৃতির বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না সেই রূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর প্রোক্ত আগম প্রমাণে সর্ব্ব জাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ ॥ "যথা বয়োজাতিবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ"। মহা নির্ব্বাণ॥ শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞা বলে শক্তি রূপে গ্রহণ করিবেক। কিন্তু যাঁহারা স্মার্ত্ত মতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনা মতে শৈব শক্তি গ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিম্বা অন্য অন্ত্যজ স্ত্রীকে গমন করেন তাহারাই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সেই সেই জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন। ইতি বৈশাখ ৩০ শক ১৭৪৪ ॥

পথ্য প্রদান।

পথ্য প্রদান।

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টকর্ত্তৃক

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দা ১৭৪৫

MEDICINE

FOR THE SICK

OFFERED

BY

ONE WHO LAMENTS

HIS INABILITY TO PERFORM

ALL RIGHTEOUSNESS.

CALCUTTA,

PRINTED AT THE SUNGSCRIT PRESS.

1823.

ভূমিকা।

বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন ঐ দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দা সূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন; এই রূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্ম সংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদছলে এই রূপ কটূক্তি প্রযোগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বদা সম্ভব ছিল। ধর্ম্ম সংহারককে এবং অন্য অন্যকে বিদিত আছে যে তাঁহার প্রতি এরূপ অথবা এতদধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে আমাদের বরঞ্চ আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেরও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যেহেতু তাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম সংহারকের কটূক্তির আদান প্রদানে পরিপূর্ণ লিপি সকল অদ্যাপিও ব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্বয়ং তিন কারণে দুর্ব্বাক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটূক্তি শুনিবার আশঙ্কা না করিয়া আপন অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতি উত্তরে কটূক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোভ ও লজ্জা ও মনঃপীড়া এসকল না হইয়া কেবল তত্তুল্য নীচত্ব সেই উত্তর প্রদাতার স্বীকার মাত্র হয়, সুতরাং (নীচস্যোচ্চৈর্ভাষাং সুজনঃ স্মযতে নশোচতে তাভিঃ। কাকভেকখরশব্দাৎ বদ কোনগরং বিমঞ্চতে ধীরঃ)। দ্বিতীয়ত, বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণির চীৎকারাদির পরিবর্ত্তনা করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেই রূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম্ম সংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ঐ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা

ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। তৃতীয়ত, ভাগবতে লিখেন (ঈশ্বরে, তদধীনেষু, বালিষেষু, দ্বিষৎ সুচ। প্রেম, মৈত্রী, কৃপো, পেক্ষা য়ঃ করোতি সমধ্যমঃ) পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তি সকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কৃপা, ও দ্বেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম সংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।

বিজ্ঞাপনা।

আমাদের নিন্দাব উদ্দেশে ধর্ম্ম সংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম "পাষণ্ড পীড়ন" রাখেন তাহাতে বাগ্দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্ম সংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রযোগ করিয়াছেন।

প্রয়োজন পৃষ্ঠে (তদুত্তর স্বরূপেণ) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা যে দুর্ব্বাক্য আমাদেব উদ্দেশে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাগ্দেতা "তৎ" পদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন চতুষ্টয়কে দেখাইযা ঐ সকল দুর্ব্বাক্য ধর্ম্ম সংহারকের প্রতি উল্লেখ করেন।

আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম্ম সংহাবক "নগরান্তবাসী" এই পদ প্রযোগ পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন, অথচ বাগ্দেতার প্রভাবে এশব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বযং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না॥

প্রত্যুত্তর প্রকাশের দিবস সন ১২২৯ শাল ২০ মাঘ লিখেন কিন্তু এনগরস্থ অনেক সজ্জনের নিকট প্রকাশ আছে যে বৈশাখ মাসে প্রত্যুত্তরেব বিতবণ হয় ইতি॥ ১২৩০, ১৫ পৌষ॥

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টঃ॥

নমোজগদীশ্বরায়।

প্রথমত তিন পৃষ্ঠের অধিক স্বীয় প্রশ্ন ও আমাদের দত্ত উত্তরের কিয়দংশ লিখিয়া, ধর্ম্ম সংহারক চতুর্থ পৃষ্ঠে যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম আপনাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী স্বীকার করিয়াছেন অথচ ভাক্ত শব্দের অর্থ জানেন না "ইদানীন্তন কর্ম্মিদের সন্ধ্যা বন্দনাদি ও নিত্য পূজা, হোমাদি পিতৃ মাতৃ কৃত্য যাত্রা মহোৎসব জপ যজ্ঞ দান ধ্যান অতিথি সেবা প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন তথাপি স্বয়ং প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ কর্ম্মি সকলকে কোন্ শাস্ত্র দৃষ্টিতে নিরপরাধে ভাক্ত কর্ম্মী কহিয়া নিন্দা করেন" ॥ উত্তর।—আমাদের পূর্ব্ব উত্তরে কোনো ব্যক্তি বিশেষের নিয়ম ছিল না কেবল সাধারণ কথন আছে অর্থাৎ "কি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী" "এক ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও এক ভাক্তকর্ম্মী" তাহার দ্বারা আমরা আপনাদের প্রতি কিম্বা অন্য কোনো অসম্পূর্ণ জ্ঞানির প্রতি ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী শব্দের উল্লেখ করিয়াছি এমৎ উপলব্ধি দ্বেষ পরিপূর্ণ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্যের কদাপি হয় না বিশেষত "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম" এই নাম গ্রহণই উত্তর প্রদাতার অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠানকে ব্যক্ত রূপে জানাইতেছে অধিকন্তু ঐ উত্তরের ২২৯ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে ঐ রূপ সাধারণ মতে লিখা আছে "যে কোনো এক বৈষ্ণব যে আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না—সে যদি কোন শাক্তের--এবং কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত ও নিন্দিত কহে—তবে তাহাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত জানিবেন কি না" এই সাধারণ প্রশ্ন এক ব্যক্তির কি শাক্তত্ব ও ব্রাহ্মত্ব উভয়ের ব্যাপক হইতে পারে? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন। যদি কেহ এমৎ নিয়ম করেন যে অসম্পূর্ণ শ্রবণ মনন বিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি শব্দের বাচ্য হয় তবে তাহার অবশ্য উচিত হইবেক যে অসম্পূর্ণ কর্ম্মির প্রতিও ভাক্তকর্ম্মি পদের উল্লেখ করেন কিন্তু এনিয়ম কি আমাদের কি ধর্ম্ম সংহারকের উভয়ের তুল্য গ্লানিকর হয়।

ঐ চতুর্থ পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্ম সংহারক আপনাকে সেই সকল কর্ম্মিদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন যাঁহাদিগো লোকে "শ্রুতি স্মৃতি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন" এনিমিত্ত শ্রুতি স্মৃতি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাহা কর্ম্মির অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার কিঞ্চিৎ এস্থলে লিখিতেছি এই প্রার্থনা যে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে লোকেরা এসকলের অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্ম সংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন কি না। (স্মার্ত্তধৃত বচন সকল॥ প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে ইত্যাদি। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় স্মরেৎ দেববরান্ মুনীন্॥ মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ দক্ষিণাং দিশং দক্ষিণাপরাম্বেতি। তদ্দেশ পরিমাণ মাহ॥ মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং। অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা। স্নানং সমাচরেৎ প্রাতর্দ্দন্তধাবনপূর্ব্বকং। অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং)॥ ইহার অর্থঃ। প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া দ্বিজ সকল যে যে কর্ম্ম প্রতিদিনে করিবেন তাহা লিখিতেছি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রধান দেবতা ও ঋষিগণের স্মরণ করিবেন। বাটীর দক্ষিণ কিম্বা নৈঋ্ঋত কোণে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেন তাহাতে দেশের পরিমাণ এই যে মধ্যবিধ এক ধনু লইয়া তিন শর প্রক্ষেপ করিবেন অর্থাৎ ঐ শর ক্ষেপ পরিমিত ভূমি পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। তৃণের দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদন করিয়া ও বস্ত্রের দ্বারা মস্তকাচ্ছাদন পূর্ব্বক মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেন। পরে দন্ত ধাবনানন্তর অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্নান করিবেন॥ পুস্তক বাহুল্য ভয়ে প্রতিদিন কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে প্রাতঃ কর্ত্তব্যের কিঞ্চিৎ লেখা গেল আর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত দিবসকে আট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ রূপে লেখা যাইতেছে। (অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা) অর্থাৎ আদ্যভাগে ও অন্তভাগে অগ্নিহোত্র করিবেন। (দ্বিতীয়েচ ততোভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে) অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে বেদের অধ্যয়ন বিচার অভ্যাস জপ ও অধ্যাপনা করিবেন। (তৃতীয়েচ তথা ভাগে পোষ্যবর্গার্থসাধনং)

অর্থাৎ তৃতীয় ভাগে স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবেন। (চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ) অর্থাৎ চতুর্থ ভাগে পুনঃ স্নান নিমিত্ত মৃত্তিকা হরণ করিবেন। (পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগোযথার্হতঃ) অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে নিত্য শ্রাদ্ধ বলি বৈশ্যদেব ক্ষুধার্ত্ত জীবে অন্ন দান পশ্চাৎ অবশিষ্ট ভোজন ইত্যাদি করিবেন। (ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠসপ্তমকং নয়েৎ) অর্থাৎ ষষ্ঠ সপ্তম ভাগকে ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনাতে যাপন করিবেন। (অষ্টমে লোকযাত্রায়াং বহিঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ) অর্থাৎ অষ্টম ভাগে লোকযাত্রা ও গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া সন্ধ্যা বন্দন গায়ত্রী ইত্যাদি কর্ম্ম করিবেন॥ যাঁহারা ধর্ম্ম সংহারককে প্রত্যহ দেখিতেছেন তাঁহারাই মধ্যস্থ স্বরূপ মীমাংসা করিবেন অর্থাৎ যদি ধর্ম্ম সংহারককে প্রতিদিন এসকল কর্ম্ম অবাধে করিতে দেখেন তবে সম্পূর্ণ কর্ম্মিদের মধ্যে সুতরাং তাহাকে গণিত করিবেন; যদি তাঁহারা কহেন যে প্রায় এসকল কর্ম্ম ধর্ম্ম সংহারক প্রত্যহ করিয়া থাকেন কোনো দিবস করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যবায় পরিহারের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে সুতরাং তিনি অসম্পূর্ণ কর্ম্মী এই পদ বাচ্য হইবেন; অথবা যদি তাঁহারা দেখেন যে সূর্য্যোদয়ের ভূরি কালানন্তর গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম সংহারক স্বগৃহে আতুরের ন্যায় প্রাতঃকৃত্য করেন পরে দ্বিতীয় ভাগে কর্ত্তব্য বেদাভ্যাসের স্থানে গ্রাম্যালাপ ও লোক নিন্দা করিয়া থাকেন, তৃতীয় ভাগে কর্ত্তব্য যে স্ববৃত্তিতে ধনোপার্জন তাহার স্থানে শূদ্র বৃত্তি দ্বারা দিবসের ভূরিকালকে ক্ষেপণ করেন, আর চতুর্থ ভাগে কর্ত্তব্য মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ স্নান ও সন্ধ্যাদি স্থানে, এবং পঞ্চম ভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্থানে, শূচীবিদ্ধ যবন ব্যবহার যোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ যবন অন্ত্যজ ইত্যাদির সহিত বেষ্টিত হইয়া ম্লেচ্ছ গৃহে স্থিতি করেন; ও অষ্টম ভাগে কর্ত্তব্য হোমাদি স্থানে ধূম্র পানে ও ব্যসনে কাল যাপন করেন তবে ঐ মধ্যস্থেরা বিবেচনা মতে ধর্ম্ম সংহারকের প্রতি ভাক্তকর্ম্মি পদের উল্লেখ করা উচিত জানেন অবশ্য করিবেন আর ঐ স্বধর্ম্ম বিহীন বিশিষ্ট সন্তান আপনাকে উত্তম কর্ম্মি জানাইয়া অন্যের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান নাই এই পরিবাদ দিয়া সমাজ মধ্যে বাহু বাদ্য পূর্ব্বক যদি আস্ফালন করেন তবে তাঁহারাই ঐ

সাধু সন্তানের প্রতি ধৃষ্ট পদের প্রয়োগ করা উচিত বুঝেন অবশ্যই করিবেন ॥

৮ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়ে স্মৃতি শাস্ত্র প্রমাণানুসারে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তাকে নিরন্তর পর ধর্ম্মানুষ্ঠাতা কহিয়া নিন্দা করেন"॥ উত্তর।—"স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়" এই পদের প্রয়োগাধীন অনুভব হয় যে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্ম এদুই শব্দের দ্বারা ধনোপার্জনাদি বিষয় কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত হই-বেক অতএব নিবেদন, যে যে পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম সংহারককে সর্ব্বদা দেখিতে-ছেন তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন যে তিনি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়ে স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে সাময়িক কর্ম্ম ও রাজকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কি ধনোপর্জনের সাবকাশ সময়ে যৎকিঞ্চিৎ স্বধর্ম্মাভাসের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যেহেতু তাঁহারা অবশ্য জানেন যে ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের সাব-কাশ কাল যাহাতে ধনোপার্জন কর্ত্তব্য তাহা দিবসের অর্দ্ধ প্রহর হয় অতএব তাঁহারা এরূপ দম্ভোক্তি সত্য কি মিথ্যা ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

৯ পৃষ্ঠে দশ পংক্তি অবধি যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও ভাক্তকর্ম্মী উভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান রহিত হয়েন কিন্তু তাহার মধ্যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী আপনাকে লোকে সিদ্ধ ও উত্তম রূপে প্রকাশ করেন তবে ঐ ভাক্তকর্ম্মী তাঁহাকে উপহাস করিতে পারেন কিনা"॥ উত্তর।—ধর্ম্ম সংহারক ভাক্তকর্ম্মী কি অসম্পূর্ণ কর্ম্মী হয়েন, পূর্ব্ব লিখিত কর্ম্মিদের নিত্য কর্ম্মের বিবেচনা দ্বারা এবং ধর্ম্ম সংহারকের প্রত্যহ অনু-ষ্ঠানের অবলোকন দ্বারা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার নির্ণয় করিবেন; অথবা আমরা ভাক্ত জ্ঞানী কিম্বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হই, ইহার নিশ্চয়ও সেই রূপ পরের লিখিত শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিত লোক নেন করেন; পূর্ব্ব উত্তর লিখিত মনু বচন (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রায়জন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা)। কোনো কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল জ্ঞান দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে কিরূপ জ্ঞান তাহা পরার্দ্ধে কহিতেছেন,

াহারা জ্ঞান চক্ষু যে উপনিষৎ তাহার দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি
কলের উৎপত্তির মূল জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম হয়েন অর্থাৎ জ্ঞান নিষ্ঠ
চস্থদের পঞ্চ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের স্থানে পরব্রহ্ম পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবতের
মূল হয়েন এই মাত্র চিন্তন উপনিষৎ আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের আবশ্যক
য়। তথা (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে
স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও
ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন
করিবেন অর্থাৎ আত্মার শ্রবণ মননে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্ন
করা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম অবশ্যই ত্যাগ
করিবেক এমত তাৎপর্য্য নহে কিন্তু জ্ঞান সাধনের অন্তরঙ্গ কারণ যে
আত্মার শ্রবণ মনন ও শম ও বেদাভ্যাস ইহারই আবশ্যকতা জ্ঞান নিষ্ঠের
প্রতি হয়, মনুটীকাধৃত কৌষীতকি শ্রুতিঃ (অথ বৈ অন্যা আহুতয়ঃ অনন্তব-
ন্ত্যঃ কর্ম্মময়োহি ভবন্তোবং হি তস্য এতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং
জুহবাঞ্চক্রিরে) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মময়ী আহুতি সকল জ্ঞান নিষ্ঠদের এই হয়
আর এই জ্ঞান সাধন রূপ অগ্নিহোত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান নিষ্ঠেরা করিয়াছেন;
অতএব বিজ্ঞলোক বিবেচনা করিবেন যে যাঁহাদের প্রতি ধর্ম্ম সংহারক
শব্দ তত্ত্বজ্ঞানি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন সে সকল ব্যক্তিরা ব্রহ্ম জগতের
মূল হয়েন এরূপ চিন্তন করেন কি না যেহেতু মনুষ্য ভূরিকাল যদ্বিষয়
ভাবনা করে তদ্বিষয়ের আলাপ ও উপদেশ প্রায় ভূরিকাল করিয়া থাকে
এবং তাঁহাদের প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সম্যক্
প্রকারে কি অসম্যক্ প্রকারে যত্ন আছে কি না ইহাও বিবেচনা করিবেন
তখন অবশ্যই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন যে তাঁহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী
কি অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হয়েন, ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞান কর্ম্ম বিচার
স্থলে পরে লেখা যাইবেক। এবং কোন্ পক্ষে আপনার উত্তমতা প্রকাশ
ও সর্ব্ব প্রকারে আপনার ধর্ম্মানুষ্ঠানের গর্ব্ব ও কোন্ পক্ষে আপনার
অধীনতা ও দম্ভরাহিত্য তাহা পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দৃষ্টি করিলে বঙ্গ
উভয়ের গৃহীত নামের অর্থ বিবেচনা করিলেই বিজ্ঞ লোক জানিতে পা
রবেন, যেহেতু এক জন ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ও ধর্ম্ম সংহারক নাম দ্বারা

আপনি কেবল ধার্ম্মিক হয়েন এমত নহে বরঞ্চ ধর্ম্ম সেতুর রক্ষক রূপে আপনাকে জানাইতেছেন। যথা ঐ প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন পত্রে ধর্ম্ম সংহারক স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক লিখেন "দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিষ্টানাং ত্রাণহেতবে। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় স্বর্গারোহণসেতবে" ইত্যাদি। প্রায় সেই প্রকারে যেমন ভগবান্ কৃষ্ণ গীতাতে কহিয়াছেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে)। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এই নাম গ্রহণ করেন যে "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট" অর্থাৎ আপন ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে অসমর্থ এনিমিত্ত মনস্তাপ বিশিষ্ট হই॥

৫ পৃষ্ঠের শেষে আপনিই এই আশঙ্কা করেন যে "যদি বল ন্যায়ার্জ্জিত ধনেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সিদ্ধ হয় অন্যায়ার্জ্জিত ধনে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না অতএব অন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা কর্ম্ম করণ প্রযুক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা কর্ম্ম করিলেও ভাক্তকর্ম্মী হয়েন" পরে আপনিই সিদ্ধান্ত করেন যে অন্যায়ার্জ্জিত ধনে কর্ম্ম করিলে মীমাংসাদি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়॥ উত্তর। ধর্ম্ম সংহারকের ধন ন্যায়োপার্জ্জিত অথবা অন্যায়োপার্জ্জিত হয় তাহা তিনিই বিশেষ জানেন কিন্তু যে বৃত্তি ব্রাহ্মণের ধনোপার্জ্জনে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হয় সে বৃত্তির দ্বারা ধর্ম্ম সংহারক ধনোপার্জ্জন করিতেছেন কি না তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই লিখিত মনু বচনে দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন, মনুঃ॥ (ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥ ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতং। মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥ সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে। সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ)॥ ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, ও সত্যানৃত এই সকল বৃত্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ ধনোপার্জ্জন করিবেন; শ্ববৃত্তি দ্বারা কদাপি করিবেন না। উঞ্ছবৃত্তি ও শিল বৃত্তিকে ঋত শব্দের অর্থ জানিবে। আর অমৃত শব্দে অযাচিত ও মৃত শব্দে যাচিত ও প্রমৃত শব্দে কৃষি কর্ম্ম ও সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্ববৃত্তি শব্দে সেবা বৃত্তি ইহা জানিবে, অতএব সেবা বৃত্তি ব্রাহ্মণ কদাপি করিবেন না। মনুর দশমাধ্যায়ে সেবা শব্দের অর্থ টীকাকার লিখেন॥ সেবা পরাজ্ঞাসম্পাদনং॥ অর্থাৎ পরের আজ্ঞা সম্পন্ন করাকে সেবা কহি এবং পদ্মপুরাণে দশমাধ্যায়ে

"(ঈশ্বরং বর্ত্তনার্থায় সেবন্তে মানবা যথা। তথৈব মতিমন্তোপি সেবন্তে পরমেশ্বরং ॥ যেমন প্রভুকে জীবিকা নিমিত্ত লোকে সেবা করে সেই রূপ পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের সেবা করেন"। বিরাট পর্ব্ব (নাহমস্য প্রিয়োস্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ) আমি রাজার প্রিয় এমত জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতেরা রাজার সেবা করিবেক না। মহাকবি প্রণীত শ্লোক (নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি বিভৌ নারায়ণে তিষ্ঠতি। যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পপ্রদং সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়াবরাকাবয়ং) প্রভু লোক শ্রেষ্ঠ ত্রিগতের অদ্বিতীয় অধিপতি অন্তঃকরণের দ্বারা সেব্য হইলে আপন পদের দাতা এরূপ নারায়ণ সত্ত্বে, পুরুষাধম কতিপয় গ্রামের অধিপতি অল্প দাতা যে কোন মনুষ্যকে সেবার নিমিত্ত যত্ন বিশিষ্ট থাকি হা আমরা কি নীচ ও মূঢ় হই॥ এখন পণ্ডিতেরা এসকল প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন যে ম্লেচ্ছ সেবা করিয়া সৎ কর্ম্মিদের মধ্যে গণিত হইবার অভিমান করা ব্রাহ্মণের উচিত হয় কি না॥

১২ পৃষ্ঠে লিখেন যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন গ্রহণে পতিত হয়েন ইহা যে বচনে প্রাপ্ত হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ যথার্থ পতিত হয়েন এমত নহে কিন্তু অসৎ প্রতিগ্রহ জন্য পাপ মাত্র হয় যেহেতু অসৎ প্রতিগ্রহ জন্য পাপে ও সুরাপানাদিতে বিস্তর বৈলক্ষণ্য॥ উত্তর।—কর্ম্মিদের প্রতি যে কর্ম্মে পাতিত্য ও অধমত্ব কথন আছে অর্থাৎ একর্ম্ম করিলে কর্ম্মী পতিত হয় তাহার স্পষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সংহারক কহেন, এস্থলে পতিত হওন তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ঐ ঐ ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ দোষ কথন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হয় আর জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি কোনো অবিহিত কর্ম্ম করিলে যে দোষ শ্রবণ আছে সে সকল বাক্যের স্পষ্টার্থই গ্রহণ করেন কিন্তু তাহারও তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ দোষ কথন হয় ইহা কদাপি স্বীকার করেন না এরূপ পক্ষপাতাধীন ব্যবস্থা পণ্ডিতের আদরণীয় হয় কি না তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন॥

১২ পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্ম সংহারকের শূদ্র সম্পর্ক নাই লিখিয়াছেন অতএব তাঁহার শূদ্র সম্পর্ক প্রমাণ করা উদ্বেগ জনক সত্য বাক্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না সে আমাদের নিয়মের বহির্ভূত হয় যে শাস্ত্রীয় বিচারে

কর্ত্তৃক না হইতে পারে তবে অন্য কেহ তাহা প্রমাণ করে আমাদের হানি লাভ নাই। আর শূদ্রাসনে উপবেশনের বিষয়ে ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন "যে বিশিষ্ট শূদ্রেরা আপনিই পৃথক আসনে উপবিষ্ট হয়েন" তাহার উত্তর এই যে যাঁহারা ধর্ম্ম সংহারককে সর্ব্বদা দেখিতেছেন তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিবেন যে ধর্ম্ম সংহারক সৎ শূদ্র হইতে পৃথগাসনে বইসেন কি সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র বরঞ্চ যবনাদির সহিত একাসনে বসিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আমাদের বাক্ কলহ নিরর্থক। অধিকন্তু ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে"শূদ্র যাজনাদি করণে যে সকল দোষ শ্রুতি আছে সে তাবৎ অসৎ শূদ্র অন্ত্যজাদি পর, যেহেতু চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম ষট্ কর্ম্মশালি ব্রাহ্মণ সকল চিরকাল করিয়া আসিতেছেন এবং অদ্যাবধি সৎ শূদ্র যাজী ও অশূদ্র যাজী বিপ্রদিগের পরস্পর তুল্য রূপ মান্য মানকতা কুটম্বতা ও আহার ব্যবহার সর্ব্ব দেশেই হইতেছে"॥ উত্তর।—এ নবীন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের শূদ্র যাজনে দোষ নাই ইহাতে দুই প্রমাণ দিয়াছেন প্রথম এই যে "চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন" কিন্তু এস্থলে ধর্ম্ম সংহারককে জানা উচিত ছিল যে চারি যুগে চারি বর্ণ আছেন সেই রূপ তাঁহাদের মধ্যে উত্তম অধম পতিত ইহাও চারি যুগে হইয়া আসিতেছেন; তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালীন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হইতেছে। মনুঃ (যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ। তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকং) শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণ যত ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসিয়া আহার করে, সে সকল ব্রাহ্মণেতে দান করিলে দাতার শ্রাদ্ধীয় ফল প্রাপ্তি হয় না। টীকাকার কুল্লূকভট্ট শূদ্র শব্দ এস্থলে অসৎ শূদ্র অন্ত্যজাদি পর হয় এমৎ লিখেন নাই। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে,যমঃ (পুরোধাঃ শূদ্রবর্ণস্য ব্রাহ্মণোযঃ প্রবর্ত্ততে। স্নেহাদর্থপ্রসঙ্গাদ্বা তস্য কৃচ্ছ্রং বিশোধনং) যে ব্রাহ্মণ স্নেহ প্রযুক্ত অথবা ধন লোভে শূদ্রবর্ণের পৌরোহিত্য ক্রিয়া একবারও করে সে ঐ পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত করিবেক। এ বচনে সাক্ষাৎ শূদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে। এবং অযাজ্য যাজন প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞাতে ঐ বিবেককার লিখেন। (অথ শূদ্রাতিরিক্তাযাজ্যযাজনপ্রায়শ্চিত্তং) শূদ্র ভিন্ন অন্য

অযাজ্য যাজনের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছি। ইহাতে শূদ্র ও শূদ্র ভিন্ন পতিতাদি উভয়ের অযাজ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। মিতাক্ষরাতেও লিখেন (অতউপপাতকসাধারণপ্রায়শ্চিত্তং শূদ্রাদ্যযাজ্যযাজনে ব্যবতিষ্ঠতে)। অর্থাৎ উপপাতক সাধারণের যে প্রায়শ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা শূদ্র প্রভৃতি অযাজ্য যাজনে জানিবে। এস্থলেও শূদ্রবর্ণ ও তদিতরের অযাজ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। শূদ্র যাজকের নির্দ্দোষত্বে দ্বিতীয় প্রমাণ ধর্ম্ম সংহারক লিখেন যে "সৎ শূদ্র যাজী ও অশূদ্র যাজী ব্রাহ্মণেদের পরস্পর তুল্য রূপে মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার ও সর্ব্বদেশেই হইতেছে"॥ উত্তর।— ইদানীন্তন ব্যবহার দেখিয়া মন্বাদি বচনের সঙ্কোচ করা এ ধর্ম্ম সংহারক হইতেই সম্ভবে. যেহেতু এই ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্ম সংহারক কহিবেন যে শুক্র বিক্রয়ী ও অশুক্র বিক্রয়ী উভয়ের পরস্পর মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার অদ্যাবধি দেখিতেছি অতএব শুক্র বিক্রয়ী নির্দ্দোষ হয় এবং কহিবেন যে ম্লেচ্ছ সেবী ও অম্লেচ্ছ সেবী উভয়ের পরস্পর মান্যমানকতা কুটম্বতা আহার ব্যবহার দেখিতেছি অতএব ম্লেচ্ছ সেবী ব্রাহ্মণ দোষী হয় না এখন সৎ কর্ম্মিরা বিবেচনা করিবেন যে এমহাশয় নিশ্চিত ধর্ম্ম সংহারক হয়েন কি না।

১৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "ব্রাহ্মণের শূদ্র মাত্রের সহিত একাসনে উপবেশন পাতিত্য জনক নহে যে হেতু অন্ত্যজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্ব পবিত্রকারক হয়" এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের বচন লিখিয়াছেন যে চণ্ডাল যবনাদিও বৈষ্ণব হইলে পবিত্রকারী হয়॥ উত্তর।—যদ্যপি এসকল মাহাত্ম্য সূচক বচনের যথাশ্রুত অর্থকে ধর্ম্ম সংহারকের মতানুসারে স্বীকার করা যায় তবে শূদ্র বৈষ্ণবের বরঞ্চ চণ্ডালাদি বৈষ্ণবেরও সহিত একাসনে বসিলে পাপের নিমিত্ত না হইয়া পবিত্রতার কারণ অবশ্য হয; কিন্তু এরূপ মাহাত্ম্য সূচক বচন শাক্ত শৈবাদির প্রতিও দেখিতেছি, যথা কুলার্চ্চনচন্দ্রিকা ধৃত কুলাবলী তন্ত্রে॥ কৌলিকোহি গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌলিকঃ শিবএব চ। কৌলিকস্তু পিতা সাক্ষাৎ কৌলিকোবিষ্ণুরেব হি॥ কৌলিক সাক্ষাৎ গুরু ও শিব ও পিতা ও বিষ্ণু স্বরূপ হয়েন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে॥ অহোপুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ

স্বয়ং প্রিয়ে। যে পুনস্তাত্মসম্বন্ধাম্মেচ্ছশ্বপচপামরান্॥ স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ কৌল সকল কি পুণ্যবন্ত হয়েন যাঁহারা আপন সম্বন্ধ দ্বারা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল পামর সকলকে পবিত্র করেন। কুলার্ণবে॥ শ্বপচোপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণা-দতিরিচ্যতে। কৌলজ্ঞানবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ॥ চণ্ডালও যদি কুলজ্ঞানী হয় তবে সে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যদি কুলজ্ঞান হীন হয়েন তবে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হয়েন। স্কান্দে॥ শিবধর্ম্মপরা যে চ শিবভক্তিরতাশ্চ যে শিবব্রতধরাযে বৈ তে সর্ব্বে শিবরূপিণঃ॥ যাঁহারা শিব ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ও শিবের ভক্ত এবং শিবব্রতধারী তাঁহারা সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ হয়েন। অতএব এতদ্দেশের শূদ্র ও অন্ত্যজ সকলে প্রায় শাক্ত শৈব বৈষ্ণব এই তিন ধর্ম্মের এক ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, আর প্রত্যেক ধর্ম্ম বিশিষ্টের প্রতি ভূরি মাহাত্ম্য সূচক বচন দেখিতেছি যে তাঁহারা নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করেন এই রীতিক্রমে ধর্ম্ম সংহারকের মতে কি শূদ্র কি অন্ত্যজ ইহাদের সহিত একাসনোপবেশনে ও ব্যবহারে কোনো দোষের সম্ভাবনা রহিল নাই, সুতরাং তাঁহার মতে শূদ্র ও চণ্ডা-লাদির বিষয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি যে যে নিয়ম শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহার স্থল প্রায় এদেশে প্রাপ্ত হয় না এবং শূদ্রাদির সহিত যেরূপ ব্যবহার লিখেন তাহারও প্রায় নির্ব্বিষয়তাপত্তি হইল অতএব সৎ কর্ম্মিরা বিবেচনা করি বেন যে ধর্ম্ম সংহারকের এব্যবস্থা তাঁহাদের গ্রহণ যোগ্য হয় কি না।

১৪ পৃষ্ঠের শেষে শূদ্র হইতে বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে মনু বচন লিখেন॥ শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামিত্যাদি॥ পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন "অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শূদ্র হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবেক"॥ উত্তর।-- এবচনের বিবরণে টীকাকার কুল্লূকভট্ট পূর্ব্বাপর গ্রন্থের ঐক্যতার নিমিত্ত, শুভ বিদ্যা শব্দে উত্তম বিদ্যা না লিখিয়া "দৃষ্টি শক্তি" অর্থাৎ সাক্ষাৎ শুভকারী যে গারুড়াদি বিদ্যা তাহা শূদ্র হইতে গ্রহণ করিবেক ইহা লিখিয়াছেন অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে টীকাকার কুল্লূক ভট্টের ব্যাখ্যা মান্য কি ধর্ম্ম সংহারকের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইবেক।

১৫ পৃষ্ঠ অবধি লিখেন যে॥ উদিতে জগতীনাথে॥ ইত্যাদি বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে সূর্য্যোদয়ানন্তর দন্তধাবন করিলে সে পাপিষ্ঠের বিষ্ণু পূজায়

অধিকার থাকে না, তাহার "তাৎপর্য্যার্থ এই যে অশাস্ত্রীয় দন্তধাবনাদি কর্ত্তা অসম্পূর্ণ অধিকারি এ কারণ অসম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়" ॥ উত্তর।—কর্ম্মির প্রতি নিষিদ্ধাচরণে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ ফলের কারণ হয় ইহা ধর্ম্ম সংহারক সিদ্ধান্ত করেন আর জ্ঞানাবলম্বিদের প্রতি অবিহিত অনুষ্ঠানে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ না হইয়া সে এককালে জ্ঞান সাধনের অধিকারকে নষ্ট করে ইহাই বারংবার ব্যবস্থা দেন এরূপ পক্ষপাতিকে পণ্ডিতেরা যাহা উচিত হয় কহিবেন ॥ অধিকন্তু লিখেন যে "সূর্য্যোদয়ানন্তর মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি কর্ত্তার সংস্কারের ক্রুটিতে কর্ম্মের যে বৈগুণ্য জন্মে তাহা বিষ্ণু স্মরণ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় (অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ) ইত্যাদি বচন প্রমাণ দিয়াছেন ॥ উত্তর।—যদি এই বচন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ির অপবিত্রতা ও সংস্কারের ক্রুটি জন্য দোষ নিবৃত্তি হয় এমত স্বীকার করেন তবে জ্ঞানানুষ্ঠায়িদের দোষ ক্ষালনের বিষয়ে যে সকল বচন আছে তাহাকেও তাঁহাদের ক্রুটি মার্জ্জনার কারণ অঙ্গীকার করিতে হইবেক। যোগশাস্ত্রে (সোহং হংসঃ সকৃৎধ্যাত্বা সুকৃতোদুষ্কৃতোপিবা। বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে) সুকৃত কি দুষ্কৃত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য জ্ঞান ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য ভাব একবার করিলেও সাধক সর্ব্ব পাপ ক্ষয় পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুলার্ণবে (ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। তৎসর্ব্বপাতকং নশ্যেৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা) জীব ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয় যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হয় ॥ বস্তুত অধিকারি ভেদে পাপ ক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ ভগবান কৃষ্ণ গীতার চতুর্থাধ্যায়ে, (যাহাতে স্তুতি বাদের আশঙ্কা নাই) পঞ্চবিংশতি শ্লোক অবধি, একত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন; ভগবদ্গীতা পুস্তক সর্ব্বত্র সুলভ এই নিমিত্ত এবং এ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে মূল শ্লোক না লিখিয়া তাহার অর্থ লিখিতেছি। ২৫ শ্লোকার্থ (কোন কোন ব্যক্তি কর্ম্মযোগী তাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দেবতাকেই যজন করেন, আর কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানযোগী তাঁহারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ রূপ যজ্ঞ

দ্বারা যজন করেন) ২৬ শ্লোকার্থ (কোন কোন ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম রূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে হবন করেণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া প্রাধান্য রূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন। অন্য অন্য গৃহস্থেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষযকে বহন করেন অর্থাৎ বিষয় ভোগ কালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করে এই নিশ্চয় করেন)। ২৭শ্লোকার্থ, (অন্য অন্য ধ্যান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বয়ু এ সকলের কর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রজ্বলিত যে আত্মাব ধ্যানরূপ যোগ স্বরূপ অগ্নি তাহাতে বহন করেন। অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে আত্মাকে জানিয়া তাঁহাতে মনস্থির করিয়া বাহ্যে নিশ্চেষ্ট রূপে থাকেন। ২৮ শ্লোকার্থ, (কোন কোন ব্যক্তিরা দানরূপই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞ করেন, আর কেহ কেহ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ যজ্ঞ করেন, ও কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ঞ করেন, ও কেহ কেহ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা বেদার্থ জ্ঞান রূপ যজ্ঞ করেন।) ২৯ শ্লোকার্থ,(কোন কোন ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণাযাম রূপ যজ্ঞ পরায়ণ হয়েন।) ৩০ শ্লোকার্থ, (কোন কোন ব্যক্তি আহার সঙ্কোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে লয় করেন। এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব স্ব অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন আর পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয করেন।) ৩১ শ্লোকার্থ, (স্ব স্ব যজ্ঞের অবসর কালে অমৃত রূপ বিহিতান্ন ভোজন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার মধ্যে কোনো যজ্ঞ যে না করে সে মনুষ্য লোকও প্রাপ্ত হয় না পরলোক সুখ কি প্রকারে তাহার হয়॥) গীতা বাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে তাঁহারা কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা যেমন পাপ ক্ষয়ের স্বীকার করেন সেইরূপ জ্ঞান যোগ ও নৈষ্ঠিক যোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপ ক্ষয়ের অঙ্গীকার অবশ্য করিবেন।

১৭পৃষ্ঠে লিখেন যে "প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ ব্যতিরেকে কেবল মুখের দ্বারা কে ভোজন করে এবং কোন বিশিস্ট লোক আসনারূঢ় পাদপূর্ব্বক ভোজন এবং দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ বিনা বাম হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া জলপান করেন"॥ উত্তর। -আসনে পাদমারোপ্য ইত্যাদি অত্রি বচন যাহা আমরা

প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে লিখিয়াছিলাম তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা তাৎপর্য্য ছিল না যে বিশিষ্ট লোক সকলেই আসনে পাদ স্থাপন পূর্ব্বক ভোজন এবং বামহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া জল পান ও কেবল মুখের দ্বারা আহার করেন, সেই উত্তরের ৫ পৃষ্ঠে দেখিবেন যে আমাদের এ সকল বচন লিখিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে কর্ম্মিদের প্রতি অবৈধ কর্ম্ম করণে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে তাহাকে ধর্ম্ম সংহারক ইহা কহিতে সমর্থ হইবেন যে এ সকল যথার্থ নহে কেবল নিন্দার্থ বাদ কিন্তু জ্ঞানির প্রতি অবিহিতের অনুষ্ঠানে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে সে সকল যথার্থ হয় আমাদের এই তাৎপর্য্যকে ধর্ম্ম সংহারক আপনিই এই প্রত্যুত্তরে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিয়াছেন, বরঞ্চ এই পত্রের পর পৃষ্ঠে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে "অত্রিবচনে তাদৃশ অন্নের গোমাংস তুল্যত্ব ও তাদৃশ জলের সুরাতুল্যত্ব কীর্ত্তন যেমন তর্পণ স্থানে সুবর্ণ রজতের তিল প্রতিনিধিত্ব কথন দ্বারা তিল তুল্যত্ব কীর্ত্তন" এরূপ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতেরা করিবেন।

১৯ পৃষ্ঠে পুনরায় যাহা নিন্দাচ্ছলে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "জ্ঞানানুষ্ঠানের কোন অংশ অস্মদাদিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহাদের স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কোনো দোষ থাকে সে তিল প্রমাণ মাত্র, ইহার উত্তর ৮ পৃষ্ঠাবধি ১১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লেখা গিয়াছে পণ্ডিতেরা তাহাতেই অবলোকন করিবেন পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে কোন কোন ব্যক্তিরা তিন পুরুষ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করেন তাহাতে ধর্ম্ম সংহারক দাস শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে তর্জ্জন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে বেতন লইয়া কর্ম্ম যে করে তাহার প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না ইহার প্রমাণের নিমিত্ত মিতাক্ষরাধৃত (শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ) ইত্যাদি নারদ বচন উদাহরণ দিয়াছেন যাহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম কর চারি প্রকার, ও গৃহ জাত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকার দাস হয়, পরে ২০ পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন যে "এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্র সত্ত্বেও ইদানীন্তন রাজকার্য্য ব্যাপারে নিযুক্ত লোক সকলকে ভৃতক কিম্বা অধিকর্ম্ম কৃৎ না কহিয়া ম্লেচ্ছের দাস এই শব্দ প্রয়োগ কর্ত্তাকে অপূর্ব্ব পণ্ডিত কহা যায় কি না"॥ উত্তর। গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করা ধর্ম্মসংহারককে উচিত ছিল তবে

অবশ্য জানিতেন যে দাস শব্দের প্রয়োগ সামান্য রূপে ভৃতক ও আজ্ঞা-বহের প্রতিও হয় কিন্তু মিতাক্ষরাতে যে স্থলে কর্ম্মকর শব্দের সমভিব্যা-হারে দাস শব্দের প্রয়োগ আছে সে স্থলে কর্ম্মকর ভিন্ন যে গৃহ জাতাদি পঞ্চ দশ প্রকার দাস তাহাকেই বুঝায় যেমন "গোবলীবর্দ্দ" ইহাতে যদ্যপি গোশব্দ সামান্যত গাবী ও বলীবর্দ্দ উভয়কেই কহে তথাপি বলী বর্দ্দ শব্দের সাহচর্য্য প্রযুক্ত স্ত্রীগবীকেই এ স্থলে বুঝায়, বস্তুতঃ সামান্য ভৃতক এবং আজ্ঞাবহেও দাস শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে এবং মহাকবি প্র-য়োগে প্রাপ্ত হইতেছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর উনাদি প্রকরণে পঞ্চম পাদে কোশ প্রমাণ দিতেছেন (দাসঃ সেবকশূদ্রযোঃ) সেবাকারি মাত্রকে এ খানে দাস কহিয়াছেন (তমধীষ্টোভৃতোভৃত) ইত্যাদি পাণিনি স্থত্রের ব্যাখ্যাতে ভৃত শব্দের অর্থ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখেন যে (ভৃতো ভৃতিগৃহী-তোদাসঃ) অর্থাৎ বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে তাহার প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং মহাভারতে কর্ম্মকরের প্রতি ভীষ্মবাক্য (অর্থসা পুরুষোদাসো দাসোত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।) পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহার দাস নহে হে মহারাজ ইহা সত্য অতএব কৌরবদের নিকট অর্থের দ্বারা বদ্ধ আছি। ইহাতে এই ব্যক্ত হইল যে বেতনের দ্বারা কি পালনের দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিলে দাস হয় যে হেতু বেতন বিনা কুরু হইতে পণ গ্রহণ ভীষ্মদেবের প্রতি কদাপি সম্ভব নহে; বিরাট পর্ব্বে ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর বাক্য (ত্বমেব ভীম জানীষে যন্মে পার্থ স্থখং পুরা। সাহং দাসীত্বমাপন্না ন শান্তিমবশা লভে) হে ভীম তুমি আমার পূর্ব্ব স্থখ জান এখন দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরাধী নতা প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ স্থখকে পাই না। দ্রৌপদী বিরাটের গৃহে সৈরিন্ধ্রী রূপে ছিলেন আর সৈরিন্ধ্রী সে স্ত্রীকে কহি যে পরের গৃহে স্ববশে থাকে শিল্প কর্ম্ম করে, অমর (সৈরিন্ধ্রী পরবেশ্মস্থা স্ববশা শিল্পকারিকা) কিন্তু সৈরিন্ধ্রী শব্দে গৃহজাতাদি পরবশা নীচ কর্ম্ম কারিণী স্ত্রীকে কহে না এবং ভারতের টীকাকারও সৈরিন্ধ্রী শব্দের ব্যাখ্যাতে পরিচারিকা ও দাসী দুই শব্দকে এক পর্য্যায় রূপে লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাণে সত্য ধর্ম্ম রাজার প্রতি ইন্দ্রের বাক্য (নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বং হি পুণ্যবতাং বরঃ। নিজদাস

স্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিং) হে পৃথিবী পালক পুণ্যবানদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও তোমাদের নস্কার করি, তোমার যে দাস স্বরূপ আমি আমাকে আজ্ঞা কর আমি কি করি। এস্থলে ইন্দ্রের আজ্ঞা বহত্ব ব্যতিরেক নীচ কর্ম্মকারি দাসত্ব সম্ভবে না। এবং মিতাক্ষরাতেও আচারাধ্যায়ে দাস শব্দ ও কর্ম্মকর শব্দকে এক পর্য্যায় লিখিয়াছেন। অতএব ধর্ম্ম সংহারক বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করণ দ্বারা এবং ম্লেচ্ছের আজ্ঞাবহন দ্বারা ম্লেচ্ছদাস এই শব্দের প্রয়োগ স্থল হয়েন কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন॥ আর ধর্ম্মসংহারক ২৫ পৃষ্ঠে নারদ বচন লিখেন "যে স্বধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তি নীচ লোকের দাসত্ব করিতে পারে ইহার দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের তাৎপর্য্য বুঝি ইহা হইতে পারে যে আপনার স্বধর্ম্ম ত্যাগ অগ্রে প্রতিপন্ন করিয়া ম্লেচ্ছ দাসত্বে যে দোষ তাহা হইতে নির্দ্দোষ হয়েন॥ ধর্ম্মসংহারক ৩২ পৃষ্ঠে লিখেন যে "বিষয় ব্যাপারের নিমিত্ত যাবনিকাদি বিদ্যাভ্যাস তত্তজ্জাতি ব্যতিরেকে তাহা কি রূপে হইতে পারে"॥ উত্তর।—ইহা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে যে বৃদ্ধ পিতামতা ও সাধ্বীভার্য্যা ইত্যাদি পালনের নিমিত্ত অকার্য্যও করিতে পারে কিন্তু এক পুত্র পিতা, যাঁহার অনেক লক্ষ টাকা আছে এমত ব্রাহ্মণের সন্তান শাস্ত্র বিরুদ্ধ যবন বিদ্যাভ্যাস ও যবন সঙ্গ যদি বিষয় ব্যাপারছলে করেন তবে তাঁহাকে উত্তম কর্ম্মির মধ্যে গণ্য করা সম্ভব হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন॥

৩৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে শূদ্রাসনে উপবেশন বিষয়ে লিখেন যে "এমত কোন শূদ্র আছে যে সর্ব্বারাধ্য ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও ভিন্নাসন প্রদান না করে এবং যুগধর্ম্ম প্রযুক্ত বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত অহরহঃ অবিরত সমাগত দ্বিজের প্রতি পৌনঃ পুন্য গাত্রোত্থানাসম্ভবে তাঁহারা প্রয়োজনাধীন স্বতন্ত্রাসনে উপবেশন করেন"॥ উত্তর।— যে সকল লোক ধর্ম্ম সংহারাকাঙ্ক্ষিকে প্রত্যহ শূদ্রাদির সহিত উপবেশনাদি ব্যবহার করিতে দেখিতেছেন তাহারাই বিবেচনা করিবেন যে এরূপ প্রত্যক্ষের অপলাপ কর্ত্তাতে সত্যের লেশ আছে কি না॥

৩৬ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ম্লেচ্ছকে "দেশ ভাষা অধ্যাপন করিলে পাপ হয় না, তাহাতে প্রমাণ মনু বচন দিয়াছেন যে বৃদ্ধ

মাতা পিতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু পুত্র ইহাঁদের পোষণ নিমিত্ত শত অকার্য্য করিলেও দোষ হয় না ॥ উত্তর। - বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতির পোষণার্থ অন্য শত শত উপায় থাকিতেও ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা করিয়া ব্রাহ্মণে ধনোপার্জন করিলে পাপ ভাগী হয়েন কি না তাহা পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা বিশেষ জানেন, কিন্তু আমাদের লিখিবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে কোন ব্যক্তি আপনি ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা পর্য্যন্তও করেন যদি তিনি অন্যকে ম্লেচ্ছ সংসর্গী করিয়া নিন্দা করেন, তবে অতিশয় ধৃষ্টরূপে গণিত হয়েন কি না।

৩৭ পৃষ্ঠে ন্যায় দর্শনের ভাষা পরিচ্ছেদকে ছাপা করিয়া ম্লেচ্ছাদি নিকটে বিক্রয় জন্য দোষোদ্ধারের বিষয়ে লিখেন যে সে গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয় করণের কারণ ইহা বোধ কেন না করা যায়, যে পাষণ্ড খণ্ডন নিমিত্ত ও ছাপা করিবার ব্যয়ের পরি শোধ নিমিত্ত প্রকাশ করা গিয়াছে ॥ উত্তর।—যাঁহারা ঐ গ্রন্থকে পাঠ করিয়াছেন এবং ছাপা পুস্তকের আয় ব্যয়ের বিশেষ জানেন তাহারা বিবেচনা করিবেন যে পূর্ব্বোক্ত কারণে ঐ গ্রন্থকে প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়াছেন কি উপার্জ্জনার্থে করেন কিন্তু যদি তাঁহার ন্যায় দর্শনের ভাষা পরিচ্ছেদের প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য পাষণ্ড ও নাস্তিক দমন ইহা বোধ করা যায় তবে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বেদান্ত সূত্রের ভাষা করণের তাৎপর্য্য নাস্তিক মতের খণ্ডন ও পশু পামর লোককে কৃতার্থ করণ ইহা কেন না গ্রাহ্য হয়।

৩৮ পত্রে ৪ পংক্তিতে অপবাদ দেন যে আমাদের মধ্যে কেহ "অর্থ সহিত বেদ মাতা গায়ত্রীই ম্লেচ্ছ হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন" ॥ উত্তর। যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ কুৎসা ও অপবাদ গান বাদ্য পূর্ব্বক দিতে পারেন তাঁহারা যে মনুষ্যের কুৎসা করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি, যদি এমত আশঙ্কা হয় যে আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ না দিলে ম্লেচ্ছ কি প্রকারে ঐ মন্ত্রের অর্থ জানিলেন তবে সে আশঙ্কা কর্ত্তাকে উচিত যে কালেজে যাইয়া ম্লেচ্ছ ভাষার পুস্তক সকল দৃষ্টি করেন যাহাতে বিশেষ রূপে জানিবেন যে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে গায়ত্রীর অর্থ দেশাধিপতিরা জানিয়াছেন ও শ্রীরামপুরে পাদরি ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থে গায়ত্রী প্রভৃতি বেদমন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বাবধি লিখিত আছে কি না আর

কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কেরি সাহেব ও অন্য পাদরিরা গায়ত্রী প্রভৃতির অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রভৃতিই বর্ত্তমান আছেন।

৪১ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি কোন কোন বচন নিন্দার্থবাদ আর কোন কোন বচন যথার্থবাদ ইহার ব্যবস্থা ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন "যে যে বচনে পাপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং নরক বিশেষ উক্ত নাই কেবল কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র, সেই সেই বচন নিন্দার্থবাদ হয়" এবং প্রথম উত্তরে আমাদের লিখিত "শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্ক" ইত্যাদি বচনকে নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন॥ উত্তর।—যে যে বচনে পাপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং নরক বিশেষ উক্ত নাই সেই সেই নিন্দার্থবাদ, তাঁহার এই বাক্যের গ্রাহ্যতার নিমিত্ত কোনো প্রাচীন কিম্বা নবীন স্মার্ত্ত গ্রন্থের প্রমাণ লেখা উচিত ছিল অন্যথা তাঁহার ঐ স্বরচিত ব্যবস্থার কি প্রামাণ্য আছে অধিকন্তু "পাপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং নরক বিশেষ উক্ত নাই কেবল কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র সেই সেই বচন নিন্দাবাদ হয়" এই ব্যবস্থাকে এবং তাঁহার দত্ত ইহার উদাহরণের বচন সকলকে পরস্পর মিলিত করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে তাহাতে ভয় প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহার দত্ত উদাহরণের প্রথম বচন এই হয় "অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে। প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎ পাপং তেষু গচ্ছতি" অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক প্রায়শ্চিত্তের উপদেশক হইলে পাপী পাপ মুক্ত হইবেক কিন্তু তেঁহ তৎপাপ ভাগী হইবেন" এখন জিজ্ঞাসা করি যে মূর্খ ব্যক্তি অথচ প্রায়শ্চিত্তোপদেশ কর্ত্তা তাহার কি পাপ সূচক এই বচন না হইয়া "কেবল কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র" হয়, দ্বিতীয়তঃ "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" অর্থাৎ কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই ইহাও কি কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র হয়, তৃতীয়তঃ (কুস্তুম্বং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাং তথা। ভক্ষযন্ পতিতশ্চ স্যাদপি বেদান্তগোদ্বিজঃ।" অর্থাৎ কুস্তুম্বশাক নালিকা শাক ও ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী ও পূতিকা এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে বিপ্র বেদপারগ হইলেও পতিত হয়েন ইহাও "কেবল কর্ত্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র" তবে ধর্ম্ম সংহারকের ব্যবস্থানুসারে "কেবল" ও "মাত্র" এই দুই অন্য নিবারক

পদের প্রয়োগ দ্বারা ঐ সকল কর্ম্ম করণে ভয় প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য হয় বস্তুত কিঞ্চিৎও পাপ জন্মে না, কিন্তু ঋষি বাক্য ইহার বিপরীত দেখিতেছি " নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ " অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নরকে গমন হয়। এখন পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে এ ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত কি ধর্ম্ম লোপের কারণ হয় ; বরঞ্চ প্রত্যুত্তরের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিবেন যে তাঁহারি পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত এব্যবস্থা সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হইতেছে। পরে ইহার বিপরীত উদাহরণের আলোচনা করা যাইতেছে অর্থাৎ পাপ বিশেষ কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ কিম্বা নরক বিশেষ ইহার উল্লেখ থাকিলে সে যথার্থ বাদ হইবেক যেমন " পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা " ইহাতে পাপ বিশেষের উল্লেখ আছে অতএব নিন্দার্থ বাদ না হইয়া ঐ ব্যবস্থানুসারে যথার্থ বাদ হইতে পারে। ক্রিয়াযোগ সার " স্নানকালে পুষ্করিণ্যাং যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। তাবৎ জ্ঞেয়ঃ সচণ্ডালোযাবদ্গঙ্গাং নপশ্যতি " অর্থাৎ স্নান কালে পুষ্করিণীতে দন্ত ধাবন করিলে সে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত গঙ্গা দর্শন না করে তাবৎ চণ্ডাল থাকে। এ বচনে প্রায়শ্চিত্ত বিশেষের শ্রবণ আছে অতএব ধর্ম্ম সংহারকের মতে যথার্থ বাদ হইয়া গঙ্গার দূরস্থ অনেক ব্যক্তিরা ভূরি কাল চণ্ডালত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

পরে ৪২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন যে " যে যে বচন কর্ত্তার নরক, প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ ও ভাগাদির প্রতিপাদক সেই সেই বচন যথার্থ বাদ হয় যথা "স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈপুমান্। বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ।" অর্থাৎ এই পঞ্চ পর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গী, তৈলাভ্যঙ্গী ও মাংস ভোজী পুরুষ বিষ্ঠা মূত্র ভোজন নামক নরকে গমন করে "॥

উত্তর।—প্রথমত জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি যদি আপন বাক্যকে ঋষি বাক্য না জানেন তবে এই ব্যবস্থার প্রামাণ্যের নিমিত্ত প্রাচীন কিম্বা নবীন কোনো স্মার্ত্তের বাক্যকে প্রমাণ দিতেন, দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাস্য এই যে এই রূপ কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত এবং নরক প্রতিপাদক ভূরি বচন দেখিতেছি যেমন পূর্ব্বোক্ত পদ্মপুরাণীয় বচন, সেই রূপ স্কন্দপুরাণে " বিল্বং বা তুলসীং দৃষ্ট্বা ননমেদ্যোনরাধমঃ। সযাতি নরকং ঘোরং মহারোগেণ

পীড্যতে” বিল্ব কিম্বা তুলসী দৃষ্ট হইলে যে ব্যক্তি নমস্কার না করে সে নরাধম ঘোরতর নরকে যায় ও মহারোগে পীড়িত হয়। এ বচনেও ঘোর নরক এবং মহারোগ শ্রবণ আছে যাহার প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা হয় অতএব ঐ ব্যবস্থানুসারে যথার্থ বাদ হইবেক, সুতরাং যাঁহারা এই দুই বৃক্ষকে দেখিয়া নমস্কার না করেন তাঁহাদের প্রতি ঘোর নরক এবং মহারোগের অবশ্য ভবিতব্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। ক্রিয়া যোগ সারে (যেন নাচরিতং স্নানং গঙ্গায়াং লোকমাতরি। আলোক্য তন্মুখং সদ্যঃ কর্ত্তব্যং সূর্য্যদর্শনং) যে ব্যক্তি লোকমাতা গঙ্গাতে স্নান না করিলেক তাহার মুখ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য দর্শন করিবেক। এ বচনেও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষের শ্রবণ আছে সুতরাং তাঁহার মতে যথার্থ বাদ হইবেক অতএব কাশ্মীর দ্রবিড় ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অনেকেই দূরে স্থিতি প্রযুক্ত গঙ্গা স্নান করেন নাই এ নিমিত্ত এরূপ পতিত হইবেন যে তাঁহাদের দর্শন মাত্র সূর্য্য দর্শন রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক। যথা (ন দৃষ্টা যেন সরিতাং প্রবরা জহ্নুকন্যকা। তস্য ত্যাজ্যানি সর্ব্বাণি অন্নানি সলিলানি চ॥) অর্থাৎ নদী শ্রেষ্ঠ যে গঙ্গা তাঁহার দর্শন যে ব্যক্তি না করিযাছে তাহার অন্ন জল সকল ত্যাজ্য হয়। এ স্থলেও অন্ন জলের অগ্রাহ্যতার দ্বারা যথার্থ বাদ হইলে অনেকেই দূর দেশস্থ ব্যক্তিরা এ ব্যবস্থানুসারে পতিত রহিলেন। কুলতন্ত্রে (কৌলাচাররতাঃ শূদ্রাবন্দনীয়া দ্বিজাতিভিঃ। অঙ্গহীনাদ্বিজাদেবি ত্যাজ্যাঃ স্যুঃ স্বজনৈরপি।) অর্থাৎ কৌলাচাররত শূদ্র সকল দ্বিজেদেরও বন্দনীয় হয আর কৌলাচার হীন দ্বিজেরা স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। এস্থলেও ত্যাজ্য শব্দ শ্রবণ দ্বারা যথার্থ বাদ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা কৌলাচার হীন হইলে স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। পূর্ব্বোক্ত যোগবাশিষ্ঠ বচন (সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা) অর্থাৎ সংসার সুখে আসক্ত অথচ কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক॥ যে কোনো ব্যক্তি সংসার সুখে কি আসক্ত কি অনাসক্ত হইয়া এরূপ কহে যে ব্রহ্ম স্বরূপকে আমি জানি সে মূঢ় এবং ত্যাগ যোগ্য যথার্থই হয় ইহা স্বীকার করিতে আমরা কদাপি সঙ্কোচ

করি না কিন্তু এ বচনও ধর্ম্ম সংহারকের প্রথম ব্যবস্থানুসারে ভয় প্রদর্শন মাত্র নিন্দার্থবাদ হইতেছে. যে হেতু এবচনে "পাপ বিশেষ, নরক বিশেষ, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ" উক্ত নাই। যদি ধর্ম্ম সংহারাকাঙ্ক্ষী কহেন যে তাঁহার দ্বিতীয় আজ্ঞা অর্থাৎ, ত্যাগ শব্দের উল্লেখ থাকিলে যথার্থবাদ হয়, তদনুসারে ঐ পূর্ব্বের বচন প্রাপ্ত সংসারি ব্যক্তি ত্যাজ্যই হয়; তবে তাঁহার দ্বিতীয় ব্যবস্থামতে এই উত্তরের ২৬৫ পৃষ্ঠে লিখিত বচনের প্রমাণে যাহাতে ত্যাগ শব্দের প্রয়োগ আছে ধর্ম্ম সংহারকও পরের বরঞ্চ স্বজনেরও সর্ব্বথা ত্যাজ্য হইবেন। এই স্বকপোল কল্পিত ধর্ম্ম সংহারকের ব্যবস্থাদ্বয়কে তাঁহার আজ্ঞা এই শব্দ প্রয়োগ আমরা করিলাম ইহার কারণ এই যে প্রাচীন অথবা নবীন কোনো স্মার্ত্তের প্রমাণ এই ব্যবস্থাদ্বয়ের প্রামাণ্যের নিমিত্ত লিখেন না সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা স্বরূপে ঐ দুই ব্যবস্থাকে গণনা করিতে হইযাছে। ফলত শাস্ত্র কর্ত্তা ও সংগ্রহকারদের মতে ধর্ম্ম সংহারকের বিশেষ নিয়মের অনাথায় সামান্যত নিষেধ ও প্রত্যবায় শ্রবণ পাপ সূচক হয়। বস্তুত শাস্ত্রের অপলাপ করিবার দোষ ধর্ম্ম সংহারকের প্রতি দেওয়া বৃথা কিন্তু এই মাত্র তাঁহাকে কহিতে যুক্ত হয় যে মহাশয় দ্বেষ ও পৈশুন্য প্রযুক্ত দুর্ব্বাক্য কহাইবার জন্যে বেতন দিতে কদাপি কাতর নহেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তবে কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যুত্তর কেন না লেখাইলেন, তাহা হইলে এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও সর্ব্ব লোক গর্হিত দুর্ব্বাক্য সকলে গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইত না কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে এ দোষও দেওয়া তাঁহার প্রতি উচিত হয় না যে হেতু এরূপ অশাস্ত্র ও দুর্ব্বাক্য কহিতে বেতন পাইলেও পণ্ডিত লোক কেন প্রবৃত্ত হইবেন।

৪৯ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখেন যে "লোক—সুখে সতত অত্যন্ত অনুরক্ত চিত্ত নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয়—এতাদৃশ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্ট ও অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাজ্য হয়"॥ উত্তর।—যে ব্যক্তি সুখাসক্ত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয় সে পাপিষ্ঠ নরাধম হইতেও অধম বরঞ্চ ভাক্ত কর্ম্মির তুল্য হয় অতএব ধর্ম্ম সংহারকই বিবেচনা করুণ যে ব্যক্তি

সুখাসক্ত হইয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে বিরক্ত হয় ইহার উদাহরণ স্থল তিনি হয়েন কি না।

পুনরায় ঐ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি মৌখিক প্রীতি মাত্র এবং কর্ম্ম কাণ্ডের অকরণার্থ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমার কর্ম্ম কাণ্ডে প্রয়োজন কি ইহা কহিয়া লোক সকলকে প্রতারণা করেন"॥ ইহার উত্তরে আমরা এই কহিব যে যেকোনো ব্যক্তি কেবল মৌখিক জ্ঞানানুষ্ঠান জানায় অথচ এই অভিমান করে যে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হই এবং এই ছলে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লোককে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি ভাক্তজ্ঞানী বরঞ্চ ভাক্ত কর্ম্মি হইতেও নরাধম হয়, সেই রূপ যে কোনো ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হয় আর লোককে প্রতারণার্থ কহে যে আমি সৎকর্ম্মী আমার জ্ঞান সাধনে কি প্রয়োজন, কর্ম্ম দ্বারাই কৃতার্থ হইব সেও ভাক্ত কর্ম্মির মধ্যে অবশ্য গণিত হইবেক। বস্তুত যে কোনো কারণে চটক জ্ঞানানুষ্ঠানে যাহার বৈরক্ত্য হয় তাহার পর ভাগ্যহীন অন্য কে আছে। কেনশ্রুতিঃ (ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।) ইহ জন্মে মনুষ্য যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতীন্দ্রিয় রূপে আত্মাকে জানেন তবে তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় আর যদি মনুষ্য ইহ জন্মে আত্মাকে না জানেন তবে তাঁহার মহান্ বিনাশ হয়। কুলার্ণবে (সুকৃতৈর্ম্মানবোভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।) তথা, (শোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোত্র কঃ।) অর্থাৎ বহু জন্মের পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা মনুষ্য হইয়া যদি জ্ঞানী হয় তবে তাহার মুক্তি হইবেক। মোক্ষের শোপান অর্থাৎ শিঁড়ি যে মনুষ্য জন্ম তাহা পাইয়া যে আপনার ত্রাণ জ্ঞান দ্বারা না করিলেক্ তাহার পর পাপী আর কে আছে।

৫০ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "আপন অপূর্ব্ব ধর্ম্মসংহিতার ২২৬পৃষ্ঠে ১পংক্তিতে যোগবাশিষ্ঠ বচনের তাৎপর্য্যার্থ লিখিয়াছেন যে ব্যক্তি সংসার সুখে আসক্ত হইয়া ইত্যাদি অতএব পূর্ব্ব লিখনের বিস্মরণে যোগবাশিষ্ঠ বচনের পুনর্ব্বার স্বমত রক্ষণার্থ অন্যার্থ কল্পনা করিয়া যোগবাশিষ্ঠের বচনান্তর কথনেও নিরর্থ নানা বাক্যোচ্চারণে উন্মত্ত প্রলাপ ইত্যাদি"॥ উত্তর।—আমাদের প্রথম উত্তরের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যাহা লিখিয়া,

ছিলাম তাহা সমুদায় প্রথমত লিখিতেছি অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সংসার সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী এমত কহে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট ত্যাজ্য হয়" আর ঐ যোগবাশিষ্ঠ বচনান্তরের অর্থ যাহা প্রথম উত্তরের ২২৮ পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম তাহাকেও পুনরুক্তি করিতেছি "বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব।" অর্থাৎ বাহ্যেতে ব্যাপার বিশিষ্ট মনেতে সঙ্কল্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া ও মনেতে অকর্ত্তা জানিয়া হে রামচন্দ্র লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পাবে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইযা ব্যাপার করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় করিতেছে ইত্যাদি" এই দুই বচনের অর্থ যাহা লেখা গিয়াছিল তাহা পরস্পর অন্যার্থ হইয়া প্রলাপোক্তি হয় কি ইহাকে প্রলাপোক্তি কথনের কারণ কেবল ধর্ম্ম সংহারকের দ্বেষ পৈশূন্য হয় তাহা পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন।

৫১পৃষ্ঠে ৩পংক্তিতে লিখেন যে "ঐ জনকার্জ্জুনের লৌকিকাচার দৃষ্টিতে কলির জ্ঞানি মহাশয়দের লৌকিকাচার কর্ত্তব্য, কি সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ ও সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ক্ষৌরি কর্ম্ম ইত্যাদি লোক বিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য হয়"॥ উত্তর।—সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ও ক্ষৌরি কর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্ম সংহারকের স্বপ্ন সুতরাং ইহার উত্তর দিবার প্রয়োজন রাখে নাই; এই উত্তরের ২৫০পৃষ্ঠ অবধি ২৫১পৃষ্ঠ পর্য্যান্ত আমরা লিখিয়াছি তাহা দৃষ্টি করিবেন যে জ্ঞান নিষ্ঠদের সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক আত্ম চিন্তন এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধ্যা বন্দনাদি চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়েন অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যকতা কুত্রাপি লেখা যায় না। পরে ধর্ম্ম সংহারক ঐ পৃষ্ঠে তন্ত্র বচন লিখেন যে (শিব তুল্যোপি যোযোগী গৃহস্থশ্চ যদা ভবেৎ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ) অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী শিবতুল্যও যদি হয়েন তথাপি লৌকিকাচারের লঙ্ঘন মনেও করিবেন না॥ আমরা প্রথম উত্তরের ২৩৬ পৃষ্ঠের ষোড়শ পংক্তিতে এই পরের বচন লিখি যে "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্বহেৎ" জ্ঞান

নিষ্ঠেরা সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন” অতএব লোকাচার নির্ব্বাহের বিষয়ে যাঁহারা এই পূর্ব্বোক্ত বচনকে আপন আচার ও ব্যবহারের সেতু স্বরূপ জানেন তাঁহাদের প্রতি পরিবাদ পূর্ব্বক (তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি নলঙ্ঘয়েৎ) এবচনের উপদেশ করা কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্য নিমিত্ত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে লোকাচার রক্ষার্থে বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কোনো কোনো লোকের উপাসনার অনুষ্ঠান কদাপি জ্ঞান নিষ্ঠের কর্ত্তব্য নহে। মুণ্ডক শ্রুতিঃ (অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো নপ্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে) অর্থাৎ জ্ঞানের বিরোধি ব্যাপারে বহু প্রকারে রত হইয়া বালকের ন্যায় অভিমান করে যে আমরা কৃতকার্য্য হই যেহেতু এই রূপ কর্ম্মি সকল স্বর্গাদিতে অনুরাগ প্রযুক্ত পরম তত্বকে জানিতে পারে না সেই হেতুক দুঃখার্ত্ত হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে স্বর্গাদি হইতে চ্যুত হয়। মহানির্ব্বাণ (বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপময়ং জগৎ। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠোয়ঃ সমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ) নাম রূপাত্মক বস্তু সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অস্থায়ি হইয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ঐ পৃষ্ঠে লিখেন যে “কর্ম্মিদের বিপরীত কর্ম্ম না করিলে কলির জ্ঞানী হওয়া হয় না”॥ উত্তর।—আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ২১০ পৃষ্ঠের ৮ পংক্তিতে এই বচন লেখা যায় যে (“যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনং”॥ অর্থাৎ যে যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়॥) যদি ধর্ম্ম সংহারকের মতে লোকের শুভ চেষ্টা কর্ম্মিদের ধর্ম্মের বিপরীত হয় তবে কর্ম্মিদের বিপরীত কর্ম্ম করা এ অংশে সুতরাং হইল। আমরা পূর্ব্ব উত্তরের ২২৮ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি লিখিয়া ছিলাম যে “জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া দুই অনুভব হইতে পারে এক এই যে মনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছেন দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাপার করিতেছেন যে হেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্বরই

জানেন, তাহাতে দুর্জ্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর সজ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন— যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শত্রু দমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিয়া দুর্জ্জনেরা তাঁহাদিগে বিষয়াসক্ত জানিয়া নিন্দা করিত এবং ভগবান কৃষ্ণ হইতে অর্জ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া নিন্দিত রূপে বর্ণন করিত, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্বও দৃষ্ট আছে। তাহার উত্তরে ধর্ম্মসংহারক ৫২ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "মনুষ্যেও বাহ্য চিহ্নের দ্বারা সে ভাব বোধ করিতে পারেন নতুবা দুষ্ট ও শিষ্ট কি রূপে বোধ হইতেছে" এবং পরাশরের বচন ঐ পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে স্বরবর্ণ ইঙ্গিত আকার চক্ষু চেষ্টা এই সকল বাহ্য চিহ্নের দ্বারা মনুষ্যের অন্তর্গত ভাব বোধ করিবেক। অতএব এই বাহ্য লক্ষণের প্রমাণে ইদানীন্তন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রথম পক্ষই, অর্থাৎ আসক্তি পূর্ব্বক ব্যাপার করিয়া ভাক্তজ্ঞানী হয়েন, ইহাই ধর্ম্ম সংহারকের স্থির হইয়াছে॥ উত্তর। -এরূপ বাহ্য লক্ষণকে ছল করিয়া নিন্দা করা ইহাও কেবল ইদানীন্তন হয় এমত নহে, বরঞ্চ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের দুর্জ্জনেরাও যখন জনকার্জ্জুন প্রভৃতি জ্ঞানিদিগকে নিন্দা করিত তখন তাহাদিগকে নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসিলে এই রূপই উত্তর দিত যে "স্বর বর্ণ ইঙ্গিত আকার চক্ষুঃ চেষ্টার দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে ঐ জ্ঞাননিষ্ঠেরা আসক্তি পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম ও শত্রু বধ স্ত্রী সঙ্গ এবং ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন সুতরাং কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়েন" অতএব দুর্জ্জনেরা সর্ব্বকালেই পর নিন্দা করিবার নিমিত্ত দোষ আরোপ করিতে ত্রুটি করে নাই।

৫৩ পৃষ্ঠে যোগ বাশিষ্ঠের বচন কহিয়া লিখিয়াছেন (সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ) কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে সকল লোক ব্রহ্ম এই শব্দ কহিবেক কিন্তু হে মৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণেরা অনুষ্ঠান করিবেক না। যোগবাশিষ্ঠে ভগবান রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বশিষ্ঠদেব উপদেশ করেন এবচনে মৈত্রেয়ের সম্বোধন দেখিতেছি। সে যাহা হউক, যাহারা যাহারা ব্রহ্ম কহে এবং শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করে না তাহারাই এ বচনের বিষয় হয়

ইহা সর্ব্বথা যুক্তি সিদ্ধ বটে কিন্তু বচনে "সর্ব্ব" শব্দ আছে ইহাকে নির্ভর করিয়া এমত অর্থান্তর যদি কল্পান, যে যাঁহারা যাঁহারা কলিতে ব্রহ্ম কহিবেন তাঁহারা সকলে শিশ্নোদর পরায়ণ হয়েন তবে ভগবান গোবিন্দা- চার্য্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞানানুষ্ঠান কলি- যুগে করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে এবচনের বিষয় কহিতে হইবেক, ইহা কেবল রাগান্ধের কর্ম্ম হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। অধিকন্তু কলির প্রভাব বর্ণনে এরূপ "সর্ব্ব" শব্দ কথন সকল ধর্ম্মের প্রতিই আছে তাহাকে কলির দৌরাত্ম্য সূচক অঙ্গীকার না করিয়া যথার্থই স্বীকার করিলে কোন ধর্ম্ম আছে এমত স্থির হয় না, ক্রিয়াযোগসারে (কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপকর্ম্মরতাজনাঃ। বেদবিদ্যাবিহীনাশ্চ তেষাং শ্রেয়ঃ কথং ভবেৎ) অর্থাৎ কলিযুগে সকল লোকই পাপ ক্রিয়া রত এবং বেদবিদ্যা বর্জ্জিত হইবেক অতএব তাহাদিগের মঙ্গল কি প্রকারে হইবেক। স্মার্ত্ত- ধৃত বচন (বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে) ব্রাহ্মণ সকল শূদ্রের আচার বিশিষ্ট কলিযুগে হইবেন। এসকল বচনেও সর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ দেখিতেছি অতএব কলি দৌরাত্ম্য সূচক না কহিয়া ও সর্ব্ব শব্দের সংকোচ না করিয়া ধর্ম্ম সংহারক যদি যথার্থবাদ কহেন তবে উভয় পক্ষের সমান বিনাশ হইতে পারে।

আমরা লিখিয়াছিলাম যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালীন দুর্জ্জনেরাও জনকার্জ্জু- নাদিকে নিন্দা করিত। এনিমিত্ত ৫৪ এবং ৫৫ পৃষ্ঠে আমাদের আত্ম শ্লাঘা দর্শাইয়া অনেক শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, অতএব এস্থলে পূর্ব্ব উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার পুনরুক্তি করিতেছি "এ উদাহারণ দিবার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে জনকাদি ও অর্জ্জুনাদির তুল্য একালের জ্ঞান সাধকেরা হয়েন অথবা ইদানীন্তন জ্ঞান সাধকেদের বিপক্ষেরা তাঁহা- দের মহাবল পরাক্রম বিপক্ষেদের তুল্য হয়েন তবে এ উদাহারণ দিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বকালেই দুর্জ্জন ও সজ্জন আছেন, দুর্জ্জনের সর্ব্বকা- লেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এদুয়েরি আরোপ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে কিন্তু সজ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ গুণ দুয়ের আরোপ সম্ভে

কেবল গুণেরি আরোপ করিয়া থাকেন" ক্রিয়া যোগসার, (দুষ্টানাং কৃতপাপানাং চরিত্রমিদমদ্ভুতং। নিষ্পাপমপি পশ্যন্তি স্বাত্মমানেন পাপিনং। দুষ্ট ও পাপিদের এই অদ্ভুত চরিত্র হয় যে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও আপনার ন্যায় পাপী জানে। অতএব এই পূর্ব্ব উত্তরের বাক্যের দ্বারা আমাদের শ্লাঘা অথবা আপনার অপকর্ষতা প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

৫৫ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "এ প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগকে জনকাদি তুল্য জ্ঞান করে" অধিকন্তু সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ইদানীন্তন জ্ঞানিদের সহিত জনকাদির সেই সাদৃশ্য যাহা অশ্বলোম ও শ্বেতচামরে এবং অভক্ষ্য ভক্ষক শূকরে ও গাবীতে পাওয়া যায়॥" উত্তর।—ধর্ম্ম সংহারকের মুখ হইতে সর্ব্বদা অশুচি নিঃসরণ হওয়াতে আমাদের হানি কি এবং ইদানীন্তন জ্ঞাননিষ্ঠদেরও জনকাদির সহিত যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতেও আমরা দুঃখিত নহি, কিন্তু ধর্ম্ম সংহারক ইহা জানেন কি না যে জনক ও অর্জ্জুনাদির নিন্দক দুর্জ্জন ও আধুনিক জ্ঞাননিষ্ঠদের নিন্দক দুর্জ্জন এদুইয়ে সেই সাদৃশ্য যাহা করাল ব্যাঘ্রে ও ধূর্ত্ত শৃগালে দৃষ্ট হয়॥

৫৬ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে আরম্ভ করিয়া লিখেন যে "নারদকে দাসী পুত্র ও ব্যাসকে ধীবর কন্যাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী মহাভারতকে উপন্যাস, দেব প্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা সুজন কি দুর্জ্জন জানিতে ইচ্ছা করি"॥ উত্তর।—নিন্দা উদ্দেশে ঐ সকল মহানুভাবকে যাহারা এরূপ কহে তাহারা অবশ্যই দুর্জ্জন বটে কিন্তু এই রূপ কথন মাত্রে যদি দুর্জ্জনতা সিদ্ধ হয় তবে ঐ সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন সে সকল গ্রন্থকারেরা ও তাহার পাঠক ধর্ম্ম সংহারক প্রভৃতিরা আদৌ দুর্জ্জন হইবেন। দাসী পুত্র নারদ ও ধীবর কন্যাজাত ব্যাস ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্তান্ত লোকে প্রসিদ্ধই আছে সুতরাং তাহার প্রমাণ লিখনে প্রয়োজন নাই কিন্তু শেষের দুই প্রস্তাবের প্রমাণের প্রাচুর্য্য নাই এনিমিত্ত তাহার প্রমাণ দিতেছি। প্রথম ভারতাদির উপন্যাস কথন। মহাভারত আদি

পর্ব্বে (লেখকোভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক। ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ) আমি যে কহিতেছি ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে যে ভারত তাহার লেখক হে গণেশ তুমি হও। শ্রীভাগবত (যথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাং। বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতির্ন তু পারমার্থ্যং) রাজারা যশকে লোকে বিস্তার করিযা মরিয়াছেন তোমাকে একথা সকল কহিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইবেক এ কেবল বাক্য বিলাস অর্থাৎ বাক্য ক্রীড়া মাত্র কিন্তু পরমার্থ যুক্ত নয়। দ্বিতীয় প্রতিমা বিষয়ে। যথা শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ) অর্থাৎ যে ব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ু ময় শরীরে আত্ম বুদ্ধি হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মভাব ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রতিমাদিতে পূজ্য বোধ আর জলে তীর্থ বোধ হয় কিন্তু এ সকল জ্ঞান তত্ত্ব জ্ঞানিতে না হয় সে গরুর গাধা অর্থাৎ অতি মূঢ়। আহ্নিক তত্ত্ব ধৃত শাতাতপ বচন (অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা) জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় আর গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দৈবজ্ঞানিরা করেন। আর কাষ্ঠ লোষ্টাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাতেই ঈশ্বর বোধ করেন।

ঐ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "কোন দুর্জ্জন দুগ্ধকে তক্র ও শর্করাকে বালুকা, চামরকে অশ্বলোম—কহিয়া নিন্দা করে"॥ উত্তর।— অনেক দুর্জ্জন এমত ছিলেন এবং আছেন যে উত্তমকে অধম কহিয়া থাকেন, সর্ব্বদেবোত্তম মহাদেবকে দক্ষ কি দেবাধম কহে নাই, আর তদুচিত শাস্তি সে নিন্দকের কি হয় নাই।

পুনরায লিখেন যে "কোন্ সুজনই বা তক্রকে দুগ্ধ ও বালুকাকে শর্করা, অশ্বলোমকে চামর—কহিয়া প্রশংসা করেন॥" উত্তর।— উত্তমেরা স্বল্পকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকে মহৎ কহিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণে স্তুতিবাদ সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। মহাভারতের আদি পর্ব্বে গরুড়ের প্রতি দেবতাদের উক্তি (ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং।)

হে গরুড় নিত্যানিত্য স্বরূপ সমুদায় জগৎ তুমি হও। বস্তুত পর নিন্দাই দুর্জ্জনের জীবনোপায় হয়।

আমরা প্রথম উত্তরে লিখিয়া ছিলাম যে ব্রহ্মনিষ্ঠ এমত কহেন না যে আমি ব্রহ্মকে জানি অতএব যে এমত কহে সে অবশ্যই কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রস্ট হয়, এবং কেন শ্রুতি ইহার প্রমাণ লিখিয়াছিলাম তাহাতে ধর্ম্মসংস্থাবক ৫৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে লিখেন যে "এই কপট বাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় কি না যে ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় আপনাকে আপনি ব্রহ্ম-জ্ঞানী কহিয়াছেন অতএব তিনি উভয় ভ্রস্ট ও ত্যাজ্য হয়েন কি না"॥ উত্তর।—যোগবাশিষ্ঠের বচন নিন্দার্থ বাদ না হইয়া যথার্থ বাদ যদি হয় তবে উভয় বিভ্রস্ট ও ত্যাজ্য সেই হইবেক যে সংসার সুখে আসক্ত হইয়া কহে যে আমি ব্রহ্মকে জানি। তাহাতে এ দুইয়ের প্রথম দোষের বিষয়ে, অর্থাৎ সংসারে আসক্তি, এ অপবাদে দুর্জ্জনের মুখ হইতে নিস্তার নাই যেহেতু কি ইদানীন্তন কি পূর্ব্বযুগে গৃহস্থ ব্রহ্ম নিষ্ঠদের বিষয় ব্যাপার দেখিয়া কেহ বিষয়াসক্তির দোষ তাঁহাদিগকে দিলে ইহার অপ্রমাণ করা লোকের নিকট দুষ্কর হয়, কিন্তু দ্বিতীয় দোষের অপবাদ দিলে দুর্জ্জনকে নিরুত্তর অনায়াসে করা যায়, যে হেতু তাঁহাদের প্রকাশিত শত শত পুস্তক আছে এবং সর্ব্বদা কথোপকথন করিয়া থাকেন ঐ সকলের দ্বারা প্রমাণ হইবেক যে তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বীকার করেন যে ব্রহ্ম স্বরূপ কোন মতে আমরা জানি না এবং পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্ন হস্ত পদ শিশ্নোদর আছে অথবা তিনি যথার্থ আনন্দ রূপ শরীরে স্ত্রী সংসর্গ ও অশুচি পরিত্যাগাদি ক্রিয়া করিয়াছেন ইহা কদাপি কহেন না অতএব দুর্জ্জনেরা যাবৎ প্রমাণ করিতে না পারেন যে আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি এমত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি তাবৎ আমাদের প্রতি, ব্রহ্ম স্বরূপ জানি, এ প্রাগল্‌ভ্যের উল্লেখ করা তাহাদের কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্যের জ্ঞাপক মাত্র হইবেক।

৬১ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রণব ও গায়ত্রী এ দুয়ের জপ মাত্রে অথচ বিহিতানুষ্ঠান রহিত হইলে কোন মতে জ্ঞানানুষ্ঠানের অধিকার হয় না॥ উত্তর।—প্রণব ও গায়ত্রীর জপ মাত্রেই লোক শমদমাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থ হয় ইহার প্রমাণ শ্রুতি

ও মনু প্রভৃতি শাস্ত্র আছেন মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতি-ক্রিয়াঃ। অক্ষরস্ত্বক্ষযং জ্ঞেযং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ) বেদোক্ত হোম যাগাদি সকল কর্ম্ম কি স্বরূপতঃ কি ফলত বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রণব রূপ যে অক্ষর তাহাকে অক্ষয় জানিবে যে হেতু অক্ষয় যে ব্রহ্ম তেঁহো তাহার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন॥ (জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণ উচ্যতে) ব্রাহ্মণ কেবল প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন, ইহার জপের দ্বারা সর্ব্ব প্রাণির মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয়। ইহাতে টীকাকার লিখেন যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় কেবল প্রণব হয়েন এ কথন প্রণবের স্তুতি যেহেতু অন্য উপায়ও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন। কঠ শ্রুতিঃ (এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ) এই প্রণব হিরণ্য গর্ব্ভরূপ হয়েন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপও হয়েন ইহার দ্বারা উপাসনাতে যে যাহা বাসনা করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়। মুণ্ডক শ্রুতিঃ (প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ) প্রণব ধনু স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ, পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ হয়েন, প্রমাদ শূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ্যকে জীব স্বরূপ শরের দ্বারা বেধন করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত এক হইবেক॥ সাধন কালে শমদমাদি অন্তরঙ্গ কারণ হয়েন কিন্তু সে কালে সম্পূর্ণ রূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওনের সম্ভব হয় না যে হেতু সম্পূর্ণ রূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ হয় তাহা সাধনাবস্থায় কি রূপে হইতে পারে। বস্তুতঃ শম দমাদিতে যাহার যত্ন নাই সে জ্ঞাননিষ্ঠ পদের বাচ্য কি হইবেক বরঞ্চ মনুষ্য পদের বাচ্যও হয় না, অতএব শমদমাদিতে যত্ন জ্ঞানাভ্যাসে অবশ্য করিবেক এমত নিয়ম সর্ব্বথা আছে। মনুঃ (আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান) অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। ইতি প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে স্নেহ প্রকাশকো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

৬১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে প্রথমত বেদান্তে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির লক্ষণ কহিয়াছেন, ঐহিক ও পারত্রিক ফল ভোগ বৈরাগ্য, আরকি নিত্য বস্তু কি অনিত্য বস্তু ইহার বিবেচনা, ও শমদমাদি সাধন আর মুক্তিতে ইচ্ছা এই সকল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির বিশেষণ হয়॥ উত্তর।—ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রতি সাধন চতুষ্টয়াদিকে বেদান্তে ও গীতাদি মোক্ষ শাস্ত্রে কারণ লিখিয়াছেন কিন্তু ইহ জন্মে এ সকল বিশেষণ উত্তম অধিকারির বিষয়ে হয় অর্থাৎ এরূপ বিশেষণাক্রান্ত হইলে ইহ জন্মেই ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা মনুষ্যের জন্মে কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম কৃত সুকৃতের দ্বারা ঐহিক সাধন চতুষ্টয় ব্যতিরেকেও মনুষ্যের ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, বেদান্তের ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সূত্র (ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ) যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয় যেহেতু বেদে দেখিতেছি (গর্ব্ভস্থএব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ব্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার ঐহিক কোনো সাধন ছিল নাই সুতরাং পূর্ব্ব জন্মের সাধনের দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতা (পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপি সঃ) সেই পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তি অবশ হইয়া জ্ঞান সাধনে যত্ন করে। শাস্ত্রে সাধন চতুষ্টয়কে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন, অতএব যখন কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা উপলব্ধি হয় তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধন চতুষ্টয় তাহা ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে এ ব্যক্তির হইয়াছে নতুবা কারণ না থাকিলে কি রূপে কার্য্যের সম্ভাবনা হয়। ভগবদ্গীতাতেও ইহাকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন (চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোর্জ্জুন। আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ) স্বামির ব্যাখ্যা, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতের দ্বারা চারি প্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভজন করেন প্রথম আর্ত্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী॥ যেমন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারের কারণ সাধন চতুষ্টয় লিখিয়াছেন সেই রূপ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য ইত্যাদি তাবৎ উপাসনাতেই অধিকারের কারণ বাহুল্য রূপে লিখেন, তন্ত্রসার

ধৃতবচন (শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোয়তিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা) শমগুণ বিশিস্ট অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বিশিস্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্তশুদ্ধি বিশিস্ট, শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী ও মেধাবী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে ক্ষম, আচারাদি গুণযুক্ত, বিশেষদর্শী, সচ্চরিত্র, যত্নশীল ইত্যাদি গুণ বিশিস্ট হইলে শিষ্য হয় অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না॥ এ বচনে "শিষ্যোভবতি,নান্যথা" এই বাক্যের দ্বারা এ সকল বিশেষণকে সাকার উপাসনা বিষয়ে দৃঢ়তর রূপে কহিয়াছেন। যদি ধর্ম্মসংহারক কহেন যে "এ সকল বিশেষণ উত্তমাধিকারি শিষ্যের প্রতি হয় কিন্তু মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারে এ সমুদায়ের নিয়ম নাই যেহেতু এরূপ সঙ্কোচ না করিলে সাকার উপাসনাতে অধিকারী প্রায় পাওয়া যাইবেক না এবং জ্ঞান সাধন বিষয়ে সাধন চতুস্টয়ের সম্পূর্ণরূপে ইহ জন্মেই হওয়া আবশ্যক,এমত না কহিলে ব্রহ্মোপাসনার প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মান যায় না ইহার উত্তর এই যে এরূপ কথন ধর্ম্ম সংহারকের আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু পূর্ব্ব লিখিত বেদান্ত সূত্র ও ভগবদ্গীতায় প্রাপ্ত স্পস্টার্থকে যাঁহারা অমান্য করেন তাঁহাদের সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় বিচার নাই।

৬৪ পত্রে ২ পংক্তি অবধি লিখেন যে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ ভগবদ্গীতাতে কহিয়াছেন (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে) দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত ও সুখেতে নিস্পৃহ ও বিষয়ানুরাগ শূন্য, ভয় ক্রোধ রহিত এবং মুনি অর্থাৎ মৌন শীল যে মনুষ্য তাহার নাম স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হয়॥ উত্তর।—এ সকল স্বাভাবিক লক্ষণ সিদ্ধাবস্থার হয় কিন্তু সাধনাবস্থায় এ সমুদায় বিশেষণ ব্যক্তিতে নিয়ম করিলে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা উভয়ের ভেদ থাকে না, গীতা (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ) চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে চতুর্থ জ্ঞানী তাহাকে সর্ব্বোত্তম কহিয়া তাহার সুদুর্ল্লভত্ব কহিতেছেন যে এই চতুর্থ ভক্ত অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য বৃদ্ধির দ্বারা অনেক জন্মের অন্তে আত্মজ্ঞানকে লব্ধ হইয়া চরাচর এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবই হয়েন এই ঐক্য

জ্ঞানে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্ম দৃষ্টি রূপে আমার ভজন করেন অতএব সেই অপরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ হয়েন, অর্থাৎ অনেক জন্ম সাধনাবস্থার পরে সিদ্ধাবস্থা জন্মে (প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিং) স্বামী, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অল্প যত্ন বিশিস্ট জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি পর জন্মে পরম গতিকে প্রাপ্ত হয় তবে যে ব্যক্তি উত্তরোত্তর জ্ঞানাভ্যাসে অধিক যত্ন করে এবং সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা নিস্পাপ হয় সে ব্যক্তি অনেক জন্মেতে সমাধির দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানী হইয়া ততোধিক শ্রেষ্ঠ গতিকে প্রাপ্ত হইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি॥ এই গীতা বাক্যানুযায়ি, ভগবৎ শাস্ত্রেও সাধনাবস্থার অনেক প্রকার কহিয়াছেন, শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে (সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সমধ্যমঃ। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ) স্বামী, জ্ঞান পক্ষে এবং " যদ্বা " কহিয়া ভক্তি পক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার প্রথম পক্ষ লিখিতেছি। সকল জগতে আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে জগৎকে যে দেখে অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্ম দৃষ্টি যে করে সে উত্তম ভাগবত হয়। ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ ও মূর্খে কৃপা আর দ্বেস্টাতে উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম ভাগবত হয়। ভগবানকে প্রতিমাতে যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করে ও তাঁহার ভক্ত সকলে ও ভক্ত ভিন্ন ব্যক্তি সকলে সেই রূপ পূজা না করে সে কনিষ্ঠ ভাগবত হয়। অতএব সাধন অবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধন অবস্থাতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভেদ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি তাবৎ মোক্ষ শাস্ত্রে করেন, সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম সাধনাবস্থায় কেন নাই এবং উত্তম সাধকের লক্ষণ মধ্যম ও কনিষ্ঠাদি সাধকেতে কেন নাই এই ছল গ্রহণ করিয়া নিন্দা করা কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্য হেতু ব্যতিরেকে কি হইতে পারে॥ ভগবদ্গীতাতে যেমন (দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা) ইত্যাদি বচনে জ্ঞানির লক্ষণ লিখিয়াছেন সেই রূপ ভক্তের লক্ষণও লিখেন। যথা (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ) শত্রুতে মিত্রেতে সমান ভাব আর মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, ইহাতে সমান ভাব এবং বিষয়াসক্তি রহিত ও নিন্দা স্তুতিতে সমান ও মৌন বিশিষ্ট, যথা কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট, এক স্থান বাস হীন, এবং আমার প্রতি স্থির চিত্ত এই প্রকার ভক্তি বিশিষ্ট মনুষ্য আমার প্রিয় হয়॥ ক্রিয়াযোগসারে (বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্বে দোষলেশো ন বিদ্যতে। তস্মাচ্চতুর্ম্মুখ ত্বঞ্চ বৈষ্ণবো ভব সম্প্রতি) সমুদায় গুণ বৈষ্ণবে থাকে দোষের লেশও থাকে না অতএব হে ব্রহ্মা তুমি বৈষ্ণব হও॥ এ স্থলে এ সকল লক্ষণ উত্তম ভক্তের হয় ইহা স্বীকার না করিয়া ধর্ম্ম সংহারকের মতানুসারে প্রথম সাধনাবস্থায় স্বীকার করিলে বিষ্ণু ভক্ত পদের প্রয়োগ প্রথম অসম্ভব হইবেক। সুতরাং কি সাকার উপাসনায় কি জ্ঞান সাধনে সিদ্ধাবস্থা ও সাধনাবস্থা এ দুইয়ের প্রভেদ এবং সাধন অবস্থায় উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠাদি প্রভেদ পূর্ব্বকালে ঋষিরা ও গ্রন্থকারেরা স্বীকার করিয়াছেন অতএব ইদানীন্তনও তাহা স্বীকার করিতে হইবেক।

৬৫ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে " তাঁহারা (অর্থাৎ আমরা) আপনারদিগকে না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না॥ " উত্তর।—আমরা আপনাদের সাধনাবস্থাই সর্ব্বদা স্বীকার করি সেই সাধনাবস্থা অধিকারি ভেদে নানা প্রকার হয় ভগবদ্গীতাতে (অমানিত্বমদাম্ভিত্বং) ইত্যাদি পাঁচ বচন, যাহা ধর্ম্ম সংহারক ৬২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, অর্থাৎ মান ও দম্ভ ও রাগদ্বেষ ত্যাগ ও বিষয় সকলে বৈরাগ্য ও ইষ্ট, অনিষ্ট উভয়েতে সমভাব ইত্যাদি বিশেষণাক্রান্ত কোনো কোনো সাধক হয়েন। এবং ঐ ভগবদ্গীতাতে লিখেন (যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে) অর্থাৎ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া নৈষ্ঠিকী শান্তি যে মুক্তি তাঁহা প্রাপ্ত হয়েন, ঈশ্বর বহির্ম্মুখ ব্যক্তি ফল কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া নিতান্ত বদ্ধ হয়। এই রূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বিশিষ্ট কোনো কোনো সাধক

হয়েন ॥ ভগবদ্গীতাতে ভূরি সাধনের উপদেশের পরে গ্রন্থশেষে ভগবান্ পুনরায় সাধনান্তরের উপদেশ দিতেছেন (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ.। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ) সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণ লও, বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার যে পাপ হইবেক সে সকল পাপ হইতে আমি তোমায় মোচন করিব।” ভগবান্ মনুও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার কহিয়া গ্রন্থ শেষে ই-হারি তুল্যার্থ বচন কহিয়াছেন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তম। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্ম-ণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজোভবতি নান্যথা) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্ম জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন, আত্মজ্ঞান ও বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এ সকলের, বিশেষত ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয় যে হেতু এই অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজাতিরা কৃতকৃত্য হয়েন, অন্য প্রকারে কৃতকৃত্য হয়েন না ॥ আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকেরা পরের লিখিত বিশেষণাক্রান্ত হয়েন, গীতা (শব্দা-দীন্বিষযানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি) অর্থাৎ বিষয় ভোগ কালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ই করেন এই নিশ্চয় করিয়া স্থিতি করেন। ইহারি তুল্যার্থ বচনকে বিশেষ রূপে ভগবান মনুঃ গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রকরণে লিখিয়াছেন, ৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোক (এতানেকে মহাযজ্ঞান যজ্ঞ-শাস্ত্রবিদোজনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েস্বেব জুহ্বতি) অর্থাৎ যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন ॥ পুনরায় অন্য সাধনের প্রকার গীতাতে কহেন “(অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরয়ণাঃ) অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞ পরায়ণ হয়েন। এস্থলে স্বামিধৃত যোগশাস্ত্র বচন (সঃ কারেণ বহির্যাতি হং কারেণ বিশেৎ পুনঃ

প্রাণস্তত্র সএবাহমহং সইতি চিন্তয়েৎ) অর্থাৎ নিশ্বাসের সময় প্রাণ বায়ু সঃ কহিয়া বহির্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং কহিয়া প্রবিষ্ট হয়েন, অতএব সোহং হং সঃ, ইহারি চিন্তন সাধক করিবেক ॥ ” ভগবান্ মনু ঐ গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে তত্ত্ল্যার্থ বচন কহিতেছেন ২৩ শ্লোক (বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষযাং) অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞস্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের বহন করাকে ও নিশ্বাসে বাক্যের বহন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসেব বহন আর নিশ্বাসে বাক্যের বহন করেন॥ পুনরায় অন্য সাধন প্রকার গীতাতে লিখিয়াছেন, (“ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি) কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন ॥ ভগবান মনুঃ ২৪ শ্লোকে তত্তুল্যার্থ লিখেন (জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা।) কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন তাহারা জ্ঞান চক্ষুর্দ্বারা অর্থাৎ উপনিষদের দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হয়েন ॥ ইহার উপসংহারে ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট লিখেন যে (শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসংন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ) বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি এই সকল বিধি কহিলেন। জ্ঞান প্রতিপত্তির নিমিত্ত নানাবিধ সাধন কহিলেন ইহার প্রত্যেকেতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ সাধক হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও সেই রূপ মোক্ষোপায় সাধন নানা প্রকার লিখিয়াছেন, শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৯ অধ্যায় ১৯ শ্লোক (সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতোমুক্তসংশয়ঃ। অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সমীচীনোমতোমম। মদ্ভাবং সর্ব্বভূতেষু মনোবাককায়বৃত্তিভিঃ) সর্ব্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান তাহা হইতে সকল জগৎ ব্রহ্মাত্ম বোধ হয়, অতএব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দৃষ্টি রূপ জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল তখন সংশয় হীন হইয়া ক্রিয়ামাত্র হইতে নিবৃত্ত হইবেক। যদ্যপিও মোক্ষ সাধনে নানা উপায় আছে কিন্তু মনোবাক্য

কায় এ সকলের দ্বারা সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি ইহা সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ হয় এই আমার মত। এবং এই পরের লিখিত শ্রীভাগবতীয় শ্লোকের অবতরণিকাতে নানাবিধ সাধনার প্রকার ভগবান্‌ শ্রীধরস্বামী বিবরণ করিতেছেন, (যএতান মৎপথোহিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্। ক্ষুদ্রান কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে) একাদশস্কন্ধ ২১ অধ্যায় স্বামী, (এবমেবং গুণদোষব্যবস্থার্থং যোগত্রয়মুক্তং তত্র চ জ্ঞানভক্তিসিদ্ধানাং ন কিঞ্চিৎ গুণদোষৌ। সাধকানান্তু প্রথমতোনিবৃত্তকর্ম্মনিষ্ঠানাং যথা শক্তি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সত্বশোধকত্বাদ্গুণঃ, তদকরণং নিষিদ্ধকরণঞ্চ তন্মালীমসকরণত্বাৎ দোষঃ তন্নিবর্ত্তকত্বাচ্চ প্রায়শ্চিত্তং গুণঃ। বিশুদ্ধসত্বানান্তু জ্ঞাননিষ্ঠানাং জ্ঞানাভ্যাসএব সিদ্ধিনিমিত্তত্বাদ্গুণঃ। ভক্তিনিষ্ঠানান্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরেব গুণঃ, তদ্বিরুদ্ধং সর্ব্বং উভয়েষাং দোষ ইত্যুক্তং ইদানীন্তু যে ন সিদ্ধাঃ নাপি সাধকাঃ কিন্তু কেবলং কাম্যকর্ম্মপ্রধানাস্তেষাং সকলদোষান্ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ আদৌতানতিবহির্মুখান্ নিন্দতি যএতানিতি) অর্থাৎ গুণ দোষের পৃথক পৃথক করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে তিন প্রকার যোগ কহিলেন তাহার মধ্যে জ্ঞান সিদ্ধ ব্যক্তির অথবা ভক্তি সিদ্ধ ব্যক্তির কোন প্রকারেই পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু সাধকদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্ম ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদের যথা শক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান গুণ হয় যে হেতু নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, যথা শক্তি কর্ম্ম না করাতে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাতে দোষ হয়, যে হেতু এ দুই কারণে চিত্তের মালিন্য জন্মে। চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের কেবল জ্ঞানাভ্যাস গুণ হয় যে হেতু জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক জন্মে। ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান গুণ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠের ও ভক্তের আপন আপন নিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ দোষ হয় ইহা কহিয়াছেন, এখন যাহারা না সিদ্ধ না সাধক কিন্তু কেবল কাম্য কর্ম্মে রত হয়েন তাঁহাদের সকল দোষ গুণ বিস্তার রূপে কহিবেন, প্রথমে সেই বহির্ম্মুখ কাম্য কর্ম্মির নিন্দা করিতেছেন (যএতান্ ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা) অর্থাৎ যাহারা আমার কথিত ভক্তি পথ ও জ্ঞান পথ ত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র কামনার সেবা করে তাহারা

সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মে॥ জ্ঞাননিষ্ঠদের মধ্যে উত্তম সাধনাবস্থা যে ব্যক্তিদের হয় নাই তাহাদের প্রতি ধর্ম্ম সংহারক কহেন " যে তোমাদের না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা " অতএব ধর্ম্ম সংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি বিষ্ণু উপাসনা বিষয়ে অধিকারাবস্থায় হয়েন কি সাধনাবস্থায় কি সিদ্ধাবস্থায় আছেন বিষ্ণু প্রভৃতি উপাসকের অধিকারাবস্থায় এই সকল লক্ষণ হয়, তদনুসার ধৃত বচন (শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা ইত্যাদি) যাহা ২৭৭ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে লেখাগিয়াছে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি ঐ বচন প্রাপ্ত বিশেষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না। এবং ঐ উপাসনায় সাধনাবস্থার লক্ষন সকল এই হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে (তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ) তৃণ হইতে নীচ আপনাকে জানে এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হয়, আত্মাভিমান শূন্য কিন্তু অন্যের সম্মান দাতা এমত ব্যক্তি সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন করিতে পারে। ভগবদ্গীতা, (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ ইত্যাদি) অর্থাৎ শত্রু মিত্রে মান অপমানে সমান বোধ করিলে ভক্ত ব্যক্তি ভগবানের প্রিয় হইবেক। তথা, (মচ্চিত্তামদ্গতপ্রাণা বোধযন্তঃ পরস্পরং। কথযন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।) অর্থাৎ যাহারা আমাতেই চিত্ত ও আমাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয় রাখে ও আমার ও আমার গুণকে পরস্পর জানায় ও সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করে ইহার দ্বারা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়॥ অতএব বিজ্ঞ লোক সকল দেখিবেন যে পূর্ব্বলিখিত বচন প্রাপ্ত সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না। পরে ভক্তির সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ (তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা) অর্থাৎ এইরূপ নিরন্তর উদযুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজন যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক অজ্ঞান জন্য যে অন্ধকার তাহাকে দেদীপ্যমান জ্ঞান রূপ দীপের দ্বারা নষ্ট করি। অর্থাৎ

তাঁহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি দিই ॥ এখন ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেখিবেন যে ভগবানের দত্ত তত্ত্বজ্ঞান যাহা ভক্তির সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হয় তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম সংহারকের সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি হইয়াছে কি না। সুতরাং ইহার কোনো এক অবস্থা স্বীকার করিলে তাঁহার মতেই তাঁহার নিস্তার নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে না অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থা না সিদ্ধাবস্থা ইহার এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না যদি এরূপ কহেন যে "পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনে বিষ্ণুভক্ত. বিষয়ে যে সকল বিশেষণ অধিকারাবস্থার ও সাধনাবস্থার কহিয়াছেন সে উত্তম অধিকারী ও উত্তম সাধকের প্রতি হয় কিন্তু ব্যক্তি ভেদে সাধনাবস্থা উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি নানা প্রকার হয়" তবে ধর্ম্ম সংহারকই বিবেচনা করিবেন যে এরূপ কথন প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় উপাসনাতে নির্ব্বাহের কারণ হইবেক এবং শাস্ত্রের ও অপলাপ হইবেক না। যথা মাণ্ডূক্যভাষ্য ধৃত কারিকা (আশ্রমাস্ত্রিবিধাহীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ) অর্থাৎ আশ্রমিরা তিন প্রকার হয়েন, হীন দৃষ্টি, মধ্যম দৃষ্টি, উত্তম দৃষ্টি ॥

আমরা পূর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে কোন এক বৈষ্ণব যে আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান করেন না ও বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি যদি কোন ব্রহ্মনিষ্ঠের ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহেন তবে তাঁহাকে নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া পণ্ডিতেরা জানিবেন কি না। ইহাতে ধর্ম্ম সংহারক ৬৮ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে লিখেন যে "পূর্ব্বোক্ত লিখনানুসারে ভাক্ত বৈষ্ণব ও ভাক্ত শাক্ত খপুষ্পের ন্যায় অলীক"॥ উত্তর।—জ্ঞান নিষ্ঠদের যথোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে ধর্ম্ম সংহারক তাহাকে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী উৎসাহ পূর্ব্বক কহেন কিন্তু আপন ধর্ম্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান না করিয়াও ভাক্ত বৈষ্ণব পদের প্রয়োগ পাত্র হইবেন না ইহা স্থাপনা করিতে যত্ন করেন, এ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতেরা করিবেন।

৬৯ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপনার আপনার উপাসনার সকল অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি পাপ ক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি তাঁহাদের অনায়াস লভ্য হয়, যে হেতু বিষ্ণু

প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম স্মরণ মাত্রেই সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ও অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়" এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত নাম মাহাত্ম্য সূচক কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন লিখিয়াছেন॥ উত্তর।—সে সকল বচন স্তুতিবাদ কিং যথার্থবাদ হয় এ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি কিন্তু এই উত্তরের ২৫৭পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি ২৫৮ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয় ও পুরুষার্থ সিদ্ধি বিষয়ে যাহা আমরা লিখিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানাবলম্বিদের জ্ঞানাভ্যাস প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হয়, সংপ্রতি সেই স্থলের লিখিত বচন সকলের কিঞ্চিৎ লিখিতেছি (সোহং সংসঃ সকৃৎধ্যাত্বা সুকৃতো দুষ্কৃতোপিবা। বিধূতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে॥) অর্থাৎ সুকৃত কিম্বা দুষ্কৃত ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান একবার করিলেও সর্ব্ব পাপক্ষয় পূর্ব্বক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক (সর্ব্বেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ) এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব স্ব যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন ও পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন॥ বৈষ্ণব শাস্ত্রেও স্ব স্ব অধিকারে পৃথক পৃথক পাপ ক্ষয়ের উপায় যাহা কহিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি, শ্রীভাগবত একাদশস্কন্ধ, বিংশতি অধ্যায় ২৬ শ্লোক (যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতং। যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন। স্বে স্বেধিকারে যানিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ) স্বামী, যদি প্রমাদেতে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি গর্হিত কর্ম্ম করে সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা দগ্ধ করিবেক তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই॥ স্বামীর অবতরণিকা, পরশ্লোকে, শাস্ত্রে কথিত প্রায়শ্চিত্তং ব্যতিরেক জ্ঞান যোগেং কি রূপে পাপক্ষয় হইবেক অতএব এই আশঙ্কা নিবারণার্থে পনের শ্লোকে কহিতেছেন, আপন আপন অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকে গুণ কহি এক অধিকারে অন্য প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না॥ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন যদি যথার্থবাদ হইয়া দেবতা প্রভৃতির নাম গ্রহণাদি সাধনার ত্রুটি জন্য দোষ ও অন্য কুকর্ম্ম জন্য পাপক্ষয়ের কারণ হয়, তবে পূর্ব্বের লিখিত গীতাদি বচনের প্রামাণ্য দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠদের পাপক্ষয়ের উপায় জ্ঞানাভ্যাস অবশ্যই হইবেক, ইহা ধর্ম্ম সংহারক যদি স্বীকার না করেন কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন।

৭৮ পৃষ্ঠে এক পংক্তি অবধি লিখেন যে " যদ্যপিও জ্ঞানের প্রাধান্য মন্বাদি বচনে কথিত আছে তথাপি কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না " আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোশ্নুতে) ইত্যাদি ভগবদ্গীতার বচন লিখিয়াছেন ॥ উত্তর ।—যদি এস্থলে এমত অভিপ্রেত হয় যে ঐহিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না তবে এ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য যে হেতু এরূপ ব্যবস্থা তাবৎ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয়, বেদান্তের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রশ্ন করেন যে "কাহার অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয়" এই আকাঙ্ক্ষাতে ভগবান্ ভাষ্যকার আদৌ আশংকা করিলেন। যে "কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় এরূপ কেন না কহি" পরে এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত আপনিই করেন যে (ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ) অর্থাৎ বেদান্তের অধ্যয়ন বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম জানিবার পূর্ব্বেও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় ॥ অতএব ঐহিক কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় এমত নিয়ম নাই। ইহাতে পাঁচ হেতু ভাষ্যে লিখেন, প্রথম এই যে, কর্ম্মের অঙ্গ জ্ঞান হয়েন না। দ্বিতীয় অধিকৃতাধিকার নাই। অর্থাৎ যেমন দীক্ষণীয় যাগের অধিকারী হইয়া অগ্নিষ্টোমের অধিকারী হয়, সেইরূপ কর্ম্মে অধিকারী হইয়া জ্ঞানে অধিকারী হয় এমত নিয়ম নাই। তৃতীয়, কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের ফলে ভেদ আছে। অর্থাৎ কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি আর জ্ঞানের ফল মোক্ষ হয়। চতুর্থ, জিজ্ঞাস্যের ভেদ আছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব মীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে কর্ম্ম তাহা পুরুষের চেষ্টার অধীন হয়, আর উত্তর মীমাংসাতে জিজ্ঞাসা যে ব্রহ্ম তিনি নিত্য সিদ্ধ হয়েন। পঞ্চম, উভয়ের বিধি বাক্যের ভেদ দেখিতেছি। অর্থাৎ কর্ম্মের বিধায়ক যে বিধিবাক্য সে আপন বিষয় যে কর্ম্ম তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি নিমিত্ত আপন অর্থ বোধ প্রথমে করান পরে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেন, আর ব্রহ্ম বিষয়ে যে বিধিবাক্য সে কেবল পুরুষের বোধ জন্মান প্রবৃত্তি দেন না ॥ যদ্যপিও মিতাক্ষরায় পূজ্যপাদ বিজ্ঞানেশ্বরের এ প্রকার অভিপ্রায় ছিল যে সংন্যাসাশ্রম ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, তথাপিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কোনো এক পূর্ব্ব জন্মের সংন্যাস পর জন্মে গৃহস্থের মুক্তির কারণ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য .ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞান-

নিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে) ন্যায়েতে ধনোপার্জ্জন যে করে এবং জ্ঞান নিষ্ঠ হয় ও অতিথিকে প্রীতি এবং শ্রাদ্ধ করে ও সত্যবাক্য কহে এরূপ গৃহস্থও মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ বানপ্রস্থ প্রকরণের শেষে মিতাক্ষরাকার লিখেন (যদ্যপি গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ইতি গৃহস্থস্যাপি মোক্ষপ্রতিপাদনং তৎ ভবান্তরানুভূতপারিব্রজ্যস্যেত্যবগন্তব্যং) অর্থাৎ এ বচনে গৃহস্থ মুক্ত হয় যে লিখেন সে জন্মান্তরে সংন্যাস লইয়াছেন এমত গৃহস্থ পর হয়॥

"কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না" এ কথনের দ্বারা যদি ধর্ম্ম সংহারকের এমত অভিপ্রেত হয় যে ইহ জন্মের, কিম্বা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম বিনা জ্ঞান হয় না, তবে ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ বটে যে হেতু বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদের ৫১ সূত্র (যাহার বিবরণ এই উত্তরের ২৭৬ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে করিয়াছি) এই অর্থকে প্রতিপন্ন করেন। এবং ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন, যথা (গর্ভস্থএব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবং) গর্ব্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার ঐহিক কোন কর্ম্ম সম্ভবিতে পারে না সুতরাং জন্মান্তরের সাধন দ্বারা তাঁহার ব্রহ্ম ভাব হইয়াছে। ভগবদ্গীতাও ইহা পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আমরা ওই ২৭৬ পৃষ্ঠ অবধি লিখিয়াছি কর্ম্মকর্ত্তব্যতার বিষয়ে গীতার যে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহার বিষয় কোন্ কোন্ ব্যক্তি হয়েন ইহার প্রভেদ জানা আবশ্যক,গীতাতে কোন স্থলে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন যথা (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং) এই সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য হয় হে অর্জ্জুন এনিশ্চিত উত্তম মত আমার জানিবে। এবং কোন স্থানে কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দেন ও সেই ত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইলে পরমেশ্বরের শরণ বলে তাহার মোচন হয় এমত লিখেন, যথা (সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ) অর্থাৎ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণাপন্ন হও, বর্ণাশ্রমাচারের ত্যাগ জন্য যে পাপ তোমার হইবেক তাহা হইতে আমি তোমাকে মোচন

করিব শোক করিও না। এবং কোন স্থানে গীতাতে লিখেন যে ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্ম ত্যাগ জন্য পাপস্পর্শে না এবং তাহার বাঞ্ছিত ফলোৎপত্তিতে অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই, যথা (নৈব তস্য কৃতে নার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ) সেই জ্ঞানির কর্ম্ম করিলে পূণ্য হয় না এবং কর্ম্ম না করিলেও পাপ হয় না, আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিবেকে অন্য কোনো উপায় আশ্রয়ণীয় হয় না॥" অতএব এই সকল বচনের ঐক্য নিমিত্তে কোন্ অধিকারে বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্মের আবশ্যকতা এবং কোন্ অধিকারে অনাবশ্যকতা ইহার বিশেষ জ্ঞানের সর্ব্বথা অপেক্ষা করে, নতুবা বচন সকলের পূর্ব্বাপর অনৈক্য হইয়া অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা হয়। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে অধিকারের বিশেষ বিবরণ করিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র (পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ) বেদান্ত বিহিত আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, বেদব্যাসের এই মত যে হেতু বেদে ইহা কহিয়াছেন, শ্রুতিঃ (তরতি শোকমাত্মবিৎ) আত্মজ্ঞান বিশিস্ট ব্যক্তি শোকের কারণ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন (ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং) ব্রহ্ম জ্ঞান বিশিস্ট পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন (সসর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্) সেই আত্মনিষ্ঠ সকল লোককে প্রাপ্ত হয়েন এবং সকল কামনাকে প্রাপ্ত হয়েন ইত্যাদি শ্রুতিঃ। ইহার পর দ্বিতীয় সূত্র অবধি ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত জৈমিনির মতকে লিখেন এবং তাহার খণ্ডন করিয়া ২৫ সূত্রে ঐ প্রথম সূত্রের অনুবৃত্তি করিতেছেন (অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ২৫) যে হেতু কেবল আত্মজ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি আশ্রম কর্ম্ম সকলের অপেক্ষা নাই। এই সূত্রের দ্বারা সংশয় উপস্থিত হয় যে আত্মজ্ঞান সর্ব্ব প্রকারে কর্ম্মের অপেক্ষা করেন না কি কোনো অংশে কর্ম্মের অপেক্ষা করেন, তাহার মীমাংসা পরের সূত্রে করিতেছেন (সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ। ২৬) আত্মজ্ঞান আশ্রম কর্ম্ম সকলের অপেক্ষা করেন, যে হেতু বেদে যজ্ঞাদিকে বিদ্যার কারণ কহিয়াছেন এমত শুনিতেছি, শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) সেই যে এই আত্মা তাঁহাকে

ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠের দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা এবং উপবাসের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। যেমন অশ্বকে লাঙ্গলে যোজন না করিয়া রথে যোজন করেন সেই রূপ আত্মজ্ঞানের ইচ্ছার উৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদির অপেক্ষা হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদর্থ যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই॥ ২৬, যদি কহেন যে " ঐ যজ্ঞাদি শ্রুতিতে " বিবিদিষন্তি " এই পদ আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু আত্মাকে যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছা কর, এমত বিধি তাহাতে নাই অতএব ঐ শ্রুতি কেবল পুনঃ কথন মাত্র" এই কোটের উপর নির্ভর করিয়া পরের সূত্র কহিয়াছেন (শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ২৭) যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত কোটি করেন যে ঐ যজ্ঞাদি শ্রুতিতে " কর " এমত বিধি বাক্য নাই, তথাপিও জ্ঞানার্থী শমদমাদি বিশিষ্ট হইবেন যে হেতু আত্মজ্ঞান সাধনের নিমিত্ত শমদমাদির বিধান বেদে করিয়াছেন এবং যাহার যাহার বিধান বেদে আছে তাহার অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় (২৭) বস্তুতঃ পূর্ব্বের লিখিত যজ্ঞাদি শ্রুতি ভাষ্যকারের মতে বিধি বাক্যের ন্যায় হয়, অতএব উভয়ের অর্থাৎ আশ্রম কর্ম্মের ও শমদমাদির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান করেন, তাহাতে প্রভেদ এই যে আত্মজ্ঞানের যে ইচ্ছা তাহা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে এ নিমিত্ত আশ্রম কর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ কারণ কহেন ও আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা এবং আত্মজ্ঞানের পরিপাক এ দুই শমদমাদির অপেক্ষা করেন এ নিমিত্ত শমদমাদিকে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ কারণ কহিয়াছেন (২৭) পরে ৩৫ সূত্র পর্য্যন্ত প্রাণ বিদ্যার এবং আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা যাহাদের নাই তাহাদের আশ্রম কর্ম্মের আবশ্যকতার বিধান করিয়া ৩৬ সূত্রে এই পরের আশঙ্কার নিরাশ কর[illegible]র, যে আত্মজ্ঞান বর্ণাশ্রম কর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা করেন কিম্বা কোনো অংশে নিরপেক্ষ হয়েন, তাহাতে এই সূত্র লিখেন (অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ (৩৬) আশ্রম কর্ম্ম রহিত ব্যক্তিরও জ্ঞানের অধিকার আছে যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে, রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতি আত্মজ্ঞানিদের আশ্রম কর্ম্ম ছিল না কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মীয় সুকৃতির দ্বারা জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল (৩৬)। তদনন্তর আশ্রম কর্ম্ম বিশিষ্ট ও

আশ্রম কর্ম্ম রহিত এই দুই সাধকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হয় তাহা পরের সূত্রে কহিতেছেন (অতস্ত্বিতবজ্যাযোলিঙ্গাচ্চ) আশ্রম কর্ম্ম রহিত সাধক হইতে আশ্রম কর্ম্ম বিশিষ্ট সাধক জ্ঞানাধিকারে শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু শ্রুতি স্মৃতিতে আশ্রমির প্রশংসা করিয়াছেন।

সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার ফল যে মুক্তি তৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নীন্ধনাদি বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, তবে লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কোন কোন জ্ঞানিরা (যেমন বশিষ্ঠ জনকাদি) বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিযাছেন এবং লোকানুরোধ না করিয়া কোন কোন জ্ঞানিরা (যেমন শুক ভরতাদি) বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহাতে ঐ আশ্রমী জ্ঞানী ও অনাশ্রমী জ্ঞানী দুয়ের মধ্যে কাহাকেও পুণ্য পাপস্পর্শ করে নাই। (অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা) অর্থাৎ পরিপক্ব জ্ঞানির কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ২৫ সূত্রের বিষয়, এবং (নৈব তস্য কৃতে নার্থোনাকৃতেনেহ কশ্চন) অর্থাৎ তাঁহাদের পাপ পুণ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই। ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় ঐ জ্ঞানিরা হয়েন॥ (সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ) অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছার প্রতি আশ্রম কর্ম্ম সকলের অপেক্ষা আছে, বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ২৬ সূত্রের বিষয়, ও (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ) অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধির জন্যে কামনা ত্যাগ করিয়া আশ্রম কর্ম্ম করিবেক, ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় মুমুক্ষু কর্ম্মিরা হয়েন॥ (অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ) অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারে বর্ণাশ্রমাচারের অপেক্ষা নাই, বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ৩৬ সূত্রের বিষয়, ও (সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগ করিয়া আমি যে এক পরমেশ্বর আমার শরণ লও, ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম রহিত মুমুক্ষু ব্যক্তিরা হয়েন। অতএব অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কিম্বা দ্বেষ পৈশুন্যতা হেতু এক সূত্রের ও এক বচনের বিষয়কে অন্য সূত্র ও অন্য বচনের বিষয় কল্পনা করিয়া শাস্ত্রের পরস্পর অনৈক্য স্থাপন করা কেবল শাস্ত্রের প্রামাণ্যের সঙ্কোচ করা হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি পর্য্যন্ত আবশ্যক এবং কোন অবস্থায় অনাবশ্যক হয় যদ্যপিও

পূর্ব্বে বিবরণ পূর্ব্বক ইহা লিখা গিয়াছে, সংপ্রতি বোধ সুগমের নিমিত্ত সেই সকলকে একত্র করিয়া লিখিতেছি, জ্ঞান সাধনে ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম রূপে বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, ইহার প্রমাণ পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি হয়েন। শ্রুতিঃ (তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন) ও পূর্ব্বোক্ত বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্র, এবং (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ) ইত্যাদি ভগবদ্গীতা বাক্য, ও (নিরন্তং সেবমানস্তু ভূতান্যতোতি পঞ্চ বৈ) ইত্যাদি মনুবচন, ও (অস্মিঁ ল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।, জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া) ইত্যাদি ভাগবত শাস্ত্র এই অর্থকে দৃঢ়রূপে কহিতেছেন। জ্ঞান সাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণ মননদ্বারা আত্মাতে এক নিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যত্ন ইহাই আবশ্যক হয়, বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম করিলে উত্তম কিন্তু অকরণে হানি নাই, ইহা পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি কহেন। শ্রুতিঃ (শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ বিশিষ্ঠ, দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, চিত্তবিক্ষেপক, কর্ম্মত্যাগী, সমাধান বিশিষ্ট হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দেখিবেক, তথা শ্রুতিঃ (অথ বৈ অন্যা আহুতয়োঽনন্তবনাস্তাঃ কর্ম্মময্যোভবন্তি এবং হি তস্য এতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রুঃ) ইহার অর্থ ২৫১ পৃষ্ঠে দেখিবেন, তথা শ্রুতিঃ (আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ সখলেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে. নসপুনরাবর্ত্ততে নসপুনরাবর্ত্ততে) অর্থাৎ যথাবিধি আচার্য্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট কালে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিয়া কৃতবিবাহ ব্যক্তি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া শুচি দেশে বেদাভ্যাস করিবেক, এবং পুত্র ও শিষ্য সকলকে ধর্ম্মিষ্ঠ করত, বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে উপসংহার করিয়া আবশ্যকের অন্যত্র হিংসা ত্যাগ পূর্ব্বব

যাবজ্জীবন উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক স্থিতি পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পশ্চাৎ মুক্ত হইবেক, তাহার পুনরাবৃত্তি নাই তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। তথা শ্রুতিঃ (আত্মৈবোপাসীত) (আত্মানমেব লোকমুপাসীত) অর্থাৎ কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। জ্ঞান স্বরূপ আত্মারই কেবল উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি শ্রুতি এবং বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৩৬ সূত্র যাহার অর্থ ২৯০ পৃষ্ঠে লেখাগেল, এবং মনু বচন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ) তথা (জ্ঞানে নৈবাপরে বিপ্রাযজন্তোতৈর্মখৈঃ সদা) ইত্যাদি, ও গীতাবাক্য (সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) ইত্যাদি স্মৃতি ইহার প্রমাণ হয়েন। ভাগবতশাস্ত্রেও এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা করিয়াছেন, শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২০অধ্যায় ১০শ্লোক (তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে) অর্থাৎ আশ্রম কর্ম্ম তাবৎ করিবেক যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে দুঃখ বুদ্ধি হইয়া তাহার ফলেতে বিরক্ত না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অন্তঃকরণের অনুরাগ না জন্মে ॥ এই শ্লোকের অবতরণিকাতে ভগবান শ্রীধর স্বামী লিখেন (কাম্যকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানস্য সর্ব্বাত্মনা বিধিনিষেধাধিকার, ইত্যুত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতি, নিষ্কামকর্ম্মাধিকারিণস্তু যথাশক্তি, সচ জ্ঞানভক্তিযোগাধিকারাৎ প্রাগেব, তদধিকৃতয়োস্তু স্বল্পঃ, তাভ্যাং সিদ্ধানান্তু ন কিঞ্চিৎ, সাবধি কর্ম্মযোগমাহ (তাবদিতি) অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার প্রতি সর্ব্ব প্রকারে বিধি নিষেধের অধিকার হয় ইহা পরের অধ্যায়ে কহিবেন, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত তাহার প্রতি সাধ্যানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়, ঐ সাধ্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানের তাবৎ অধিকার যাবৎ জ্ঞান কিম্বা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত না হয়, এ দুইয়ের একে প্রবৃত্ত হইলে অতিশয় অল্প কর্ত্তব্য হয়, এবং জ্ঞান কিম্বা ভক্তির দ্বারা সিদ্ধ ব্যক্তির কিঞ্চিৎও কর্ত্তব্য নহে। পরের শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা লিখিলেন (তাবৎ কর্ম্মাণি) পুনরায় ঐ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক (যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অভ্যাসেনাত্মনোযোগী ধারয়েদচলং মনঃ) স্বামী, যখন আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখ বোধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও তাহার ফলেতে

বিরক্তি হয়, তখন ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা পরমাত্মাতে মনকে স্থির কবিবেক। ২২ শ্লোক, (এষ বৈ পরমোযোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ। হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বনোমুহুঃ) স্বামী, ক্রমশ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থির করা পরম যোগের উপায়,হয় এনিমিত্ত এই সাধনকে পরমযোগ কহিয়াছেন যেমন অদম্য অশ্বকে দমন করিবার সময় তাহার অভিপ্রায় মতে কিঞ্চিৎ যাইতে দিয়া পুনরায় তাহাকে অশ্বগ্রাহ রজ্জুতে ধারণ পূর্ব্বক আপন বাঞ্ছিত পথে লইয়া যায়। ২৩ শ্লোক (সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমান্থলোমতঃ। ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়ন্ মনোযাবৎ প্রসীদতি) অর্থাৎ মন কিঞ্চিৎ বশীভূত হইলে তত্ত্ববিবেকের দ্বারা মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তাবৎ বস্তুর ক্রমে উৎপত্তি ও ব্যুৎক্রমে নাশ চিন্তা করিবেক যে পর্য্যন্ত মনের নৈশ্চল্য না হয়॥ ভাগবত শাস্ত্রে কথিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সীমা লেখাগেল তাহা ভগবদ্গীতার অনুরূপ কথন হয়। গীতা (আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে) জ্ঞানারোহণে যে ব্যক্তির ইচ্ছা তাহার ঐ আরোহণে বর্ণাশ্রমাচার কর্ম্ম কারণ হয়, সেই ব্যক্তি যখন যোগারূঢ় হইল তখন তাহার জ্ঞান পরিপাকের নিমিত্ত চিত্ত বিক্ষেপকারি কর্ম্মের ত্যাগ ঐ জ্ঞান পরিপাকের কারণ হয়॥ সেই যোগারূঢ় তিন প্রকার হয়েন। প্রথম (যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে। সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে) যেকালে সকল সঙ্কল্পকে মনুষ্য ত্যাগ করে, অতএব ইন্দ্রিয় বিষয় সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হয় সেকালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়॥ এ প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ যোগারূঢ় হয়েন,কিন্তু উত্তম যে নিষ্কামকর্ম্মী তাহার তুল্য বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ হয়েন, যে হেতু (এতান্যপি তু কর্ম্মাণি) ইত্যাদি গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের এবং (কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম) ইত্যাদি নবম শ্লোকের প্রমাণে উত্তম যে নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁহারও সংকল্পত্যাগাধীন কর্ম্মে আসক্তি ও ফল কামনা থাকে না, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে নাই, কিন্তু জ্ঞানারোহণে উপক্রম না হওয়াতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকে। পরে গীতাতে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম-

লোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ) অর্থাৎ গুরূপদেশ জ্ঞান ও পরোক্ষানুভব ইহার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে অতএব নির্ব্বিকার ও বিশেষ রূপে ইন্দ্রিয় জয় বিশিস্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা ও পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি তাঁহার হয়, তাঁহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহি॥ যুক্ত যোগারূঢ়কে পূর্ব্বোক্ত যোগারূঢ় হইতে উত্তম কহিলেন যে হেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও নির্ব্বিকার ভাব ও বিশেষ রূপে ইন্দ্রিয় জয় ও পাষাণ ও সুবর্ণে সম ভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে নাই, এ নিমিত্ত তেঁহো যুক্ত যোগারূঢ়ের তুল্য রূপে গণিত হয়েন না। পরে মধ্যম যোগারূঢ় হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন (সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে) অর্থাৎ স্বভাবত যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহ বশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও দ্বেষ্যের পাত্র ও সম্পর্কীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি যাঁহার তিনি সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ় হয়েন। যে হেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে প্রাপ্ত হয়॥ এই রূপ বিষ্ণু ভক্তি প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত তাহাতে যদ্যপিও নানাবিধ প্রতিমা পূজার বিধি আছে, কিন্তু তাহারও অবধি ঐ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অর্থাৎ কি পর্য্যন্ত প্রতিমাদি পূজা করিবেক ও কোন অধিকারে করিবেক না বরঞ্চ করিলে পরমেশ্বরের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ নিন্দা তাহাতে হয়, সে সীমা এই, তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে (অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং ১৮॥ যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ১৯। দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনোভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ২০॥ অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়যোৎপন্নযাঽনঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ২১॥ অর্চ্চায়ামর্চ্চয়েদ্যাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ২২॥ আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্ব্বিদধে ভযমুল্বনং ২৩॥ অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাঽভিন্নেন চক্ষুষা ২৪॥) অর্থাৎ

বিশ্বের আত্মা স্বরূপ যে আমি, সকল জগতে সর্ব্বদা স্থিতি করি এবং বিশিষ্ট আমাকে অনাদর করিয়া পরিচ্ছিন্ন রূপ প্রতিমাতে মনুষ্য পূজা রূপ বিড়ম্বনা করে ।১৮। আমি যে সর্ব্বত্র ব্যাপক আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যে প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মে হবন করে। ১৯। অন্যের শরীরস্থ আমি তাহার দ্বেষের দ্বারা যে আমাকে দ্বেষ করে এমন মানী ও ভিন্ন দর্শী ও অন্যের সহিত বদ্ধবৈর যে ব্যক্তি তাহার চিত্ত প্রসন্নতাকে প্রাপ্ত হয় না ।২০। অন্যের নিন্দাকারি ব্যক্তিরা আমাকে নানাবিধ দ্রব্যের আহরণ দ্বারা প্রতিমাতে পূজা করিলে আমি তাহাতে তুষ্ট হই না ।২১। সর্ব্বভূতে অবস্থিত যে আমি আমাকে আপন হৃদয়স্থ যে কাল পর্য্যন্ত না জানে তাবৎ প্রতিমাতে স্বকর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া পূজা করিবেক। ২২। আপনার ও পরের ভেদ মাত্রও যে ব্যক্তি করে সেই ভিন্ন দ্রষ্টা পুরুষের প্রতি মৃত্যু রূপে আমি, জন্ম মরণ রূপ অতিশয় ভয় প্রদর্শন করাই। ২৩। এখন কি কর্ত্তব্য তাহা কহি, আমি যে বিশ্বের আত্মা সর্ব্বত্র বাস করিয়া আছি আমার আরাধনা দানের দ্বারা ও অন্যের সম্মানের দ্বারা, ও অন্যের সহিত মিত্রতার দ্বারা, ও সমদর্শনের দ্বারা, করিবেক। ২৪।*

অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ কালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন, অথচ তাঁহাদের উপাধি সম্বন্ধাধীন পুনরায় স্থানে স্থানে ভেদ প্রদর্শন বিশেষণাক্রান্ত করিয়াও আপনাকে কহেন, অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্য রূপে উপদেশ আর আপনাকে স্বতন্ত্র বিশেষণাক্রান্তরূপে বর্ণন করেন; অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্মা স্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষে তাৎপর্য্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ সূত্রে করিয়াছেন। আশঙ্কা এই উপস্থিত হইয়াছিল যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্র আপনাকে পরব্রহ্ম স্বরূপে উপদেশ করেন (প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব) জ্ঞান স্বরূপ জীবন দাতা ও মরণ শূন্য যে ব্রহ্ম তাহা আমি হই আমার উপাসনা করহ। (মামেব বিজানীহি) কেবল আমাকেই জান। এ সকল

শ্রুতি পরব্রহ্মের বিশেষণকে কহিতেছেন কিন্তু ইন্দ্র ইহার বক্তা, অতএব ইন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব এ সকল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এই আসঙ্কার নিরাস পরের সূত্রে করিতেছেন। (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ) ৩০। ইন্দ্র এস্থলে "অহংব্রহ্ম" এই শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে পরব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়া কহিয়াছেন " যে আমাকেই কেবল জান" " আমার উপাশনা কর " যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ (অহং মনুরভবংসূর্য্যশ্চেতি) বামদেব কহিতেছেন যে, " আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য্য হইযাছি " কিন্তু ঐ অধ্যাত্ম উপদেশের মধ্যে ইন্দ্র উপাধি বশে পুনরায় ভেদ দৃষ্টিতেও আপনাকে কহিতেছেন (ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনং) ত্রিশীর্ষা যে বৃত্রাসুরের জেষ্ঠ বিশ্বরূপ তাহাকে আমি নষ্ট করিয়াছি। অর্থাৎ এরূপ ক্রূর কার্য্য সকল করিয়াও আত্মজ্ঞান বলে আমার কিঞ্চিৎ মাত্র হানি হয় না ॥ বস্তুত ঐ সকল পরমাত্ম প্রতিপাদক শ্রুতির বক্তা ইন্দ্র হইয়াছেন, অথচ তাহাতে পরিচ্ছেদ বিশিস্ট যে ইন্দ্র তাঁহার সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে তাৎপর্য্য হয়। সেই রূপ ভগবান্ কপিলও অধ্যাত্ম উপদেশে কহিতেছেন, শ্রীভাগবতে ৩স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে (বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতো মুখং। ভজন্ত্যনন্যযা ভক্ত্যা তান মৃত্যোরতিপারয়ে) অর্থাৎ তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাহাকে আমি সংসার হইতে তারণ করি। এ স্থলে ভগবান্ কপিল পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করিতেছেন কিন্তু ইহা তাৎপর্য্য তাঁহার নহে যে তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তি বিশেষ, অর্থাৎ হস্ত পাদাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে কপিল তন্মূর্ত্তির উপাসনা করিবেক। পুনরায় কপিলের উপাধি সম্বন্ধ দ্বারা ঐ উপদেশের মধ্যে আপন দৈহিক বিশেষণ সকল, যেমন "হেমাতঃ" ইত্যাদি, যাহা পর ব্রহ্মের বিশেষণ হইবার সম্ভব নহে, তাহার দ্বারা ভেদ সূচনাও করিতেছেন। (অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে) হে মাতা ইহলোকেই স্বর্গ নরকের চিহ্ন হয়। এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্য্যেরা করিয়াছেন ॥

সংপ্রতি এ পরিচ্ছেদকে পশ্চাৎ লিখিত শ্রুতি বাক্য ও মহাকবি প্রণীত শ্লোকের দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি, শ্রুতিঃ (যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতং) অর্থাৎ যে পর ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন, মন, এই পাঁচ ; দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, এই পাঁচ ; ও চারি বর্ণ ও অন্ত্যজ; এই পাঁচ ; অর্থাৎ জগৎ ও আকাশ স্থিতি করেন সেই মরণ শূন্য আত্মা যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল আমি মনন করি এবং এই মনন দ্বারা আমি জন্ম মরণ শূন্য হই ॥ মহাকবি ভর্ত্তৃহরি শ্লোক, (মাতর্মেদিনি, তাত মারুত, সখে তেজঃ, সুবন্ধো জল, ভ্রাতর্ব্যোম, নিবদ্ধ এষভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ। যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মলজ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি) হে মাতা পৃথিবী ও পিতা পবন, হে সখা তেজঃ, হে অতিমিত্র জল, হে ভ্রাতা আকাশ, তোমাদিগো প্রণামের নিমিত্ত অন্ত কালীন এই অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি; তোমাদের সম্বন্ধাধীন উৎপন্ন যে সুকৃত পুণ্য, তাহার দ্বারা প্রকাশ স্বরূপ যে নির্ম্মল জ্ঞান, তাহা হইতে দূর হইযাছে সম্পূর্ণ মোহের প্রাবল্য যে ব্যক্তি হইতে এমন যে আমি সংপ্রতি পরব্রহ্মে লীন হইতেছি ॥ ইতি প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে সর্ব্বহিত প্রদর্শকো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

৮৬ পত্রে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে আমরা বেদের অসদর্থ কল্পনা করিয়া থাকি। উত্তর।—বেদের যে সকল ভাষা বিবরণ আমরা করিয়াছি তাহা গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি এমত নহে, তাহার ভূরি পুস্তক অন্যত্র প্রচলিত আছে এবং বেদান্ত ভাষা ও বার্ত্তিকাদি পুস্তক সকলও এই নগরেই মহানুভব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেদের নিকটে এবং রাজগৃহে আছে, অতএব আমাদের কৃতভাষা বিবরণের কোনো এক স্থানে অসদর্থ দর্শাইয়া তাহার প্রমাণ করিবার সমর্থ হইলে এরূপ যদি লিখিতেন তবে হানি ছিল না, নতুবা অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যতিরেক দ্বেষ ও পৈশূন্যতার বাক্যে কে বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা ও স্বীয় পরমার্থ লোপ করিবেক। এ যথার্থ বটে যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য আমরা নহি যে হেতু

শ্রুতির বিশেষ বেত্তা মন্বাদি ঋষিরা হয়েন, কিন্তু ঐ সকল ঋষির ও ভাষ্যকারের ব্যখ্যানুসারে আমরা প্রণব গায়ত্রী ও উপনিষদাদি বেদের বিবরণ করিয়াছি এবং করিতেছি; ঐ সকল স্মৃতি ও ভাষ্য গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয় এবং পরস্পর ঐক্য করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিবার যোগ্যতা জ্ঞানবান্ মাত্রেরই আছে। বাস্তবিক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দ্বেষবশে যথার্থকে অযথার্থ কদাপি কহেন না, আমাদের এই এক মহৎ ভরসা আছে এবং তাঁহারা ইহাও বিশেষ রূপে জানেন যে বেদার্থ দুরূহ হইয়াও মহর্ষিদের বিবরণ দ্বারা সর্ব্বথা জ্ঞেয় হইয়াছেন। (বেদাদ্যোর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্যদি। ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং) অর্থাৎ বেদের অর্থ যদি স্বয়ং করিতে সংশয় হয় তবে তাহার যথার্থ অর্থে ঋষিরা যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহার দ্বারা পণ্ডিতেদের সংশয় থাকিবার বিষয় কি।

আমরা প্রথম উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ যত্ন না করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি পর পর জন্মে পূর্ব্বের প্রবৃত্তির ফলে জ্ঞান সাধনে যত্ন বিশিষ্ট হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি) ইত্যাদি ভগবদ্গীতার প্রমাণ দিয়াছিলাম তাঁহাতে ৮৬ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে ধর্ম্মসংস্থাপক লিখিয়াছেন যে আমরা অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ "যোগারূঢ" কহি। উত্তর।—এরূপ মিথ্যাপবাদের পরিহার নাই যে হেতু আমাদের উত্তরের ২৩০পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখিয়াছি যে "যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ যত্ন না করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়--সে ব্যক্তি জ্ঞানের অসিদ্ধান্ প্রযুক্ত মুক্তিকে না পাইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না" এস্থলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা দেখিবেন যে ভগবান্ শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যানুসারে অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ "নিরাশ্রয়" লেখাগিয়াছে, অতএব ইহার বিপরীত বক্তাকে যাহা উচিত হয় তাঁহারাই কহিবেন।

পরে ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠে স্বীয় নীচ স্বভাবাধীন এই মোক্ষ শাস্ত্রের বিচারে

গীতা বচনের ক্রোড় পংক্তি সকলে নানা ব্যঙ্গ ও কটূক্তি পূর্ব্বক ৯০পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এই ভগবদ্গীতার শ্লোকে যোগ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত কোন্ যোগ, জ্ঞানযোগ কি কর্ম্মযোগ কি সাংখ্যযোগ?" উত্তর।-- ভগবদ্গীতার ঐ যোগোপায় প্রকরণে (তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিযোগং যোগসংজ্ঞিতং) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান্ শ্রীধরস্বামী যোগ শব্দের প্রতিপাদ্য কি হয় তাহার বিবরণ স্পষ্টরূপে করিয়াছেন যে "পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য রূপে চিন্তন, যাহা সকল দুঃখ নাশের প্রতি কারণ হইয়াছে, তাহা যোগশব্দের প্রতিপাদ্য হয় আর নিষ্কাম কর্ম্মেতে যে যোগ শব্দের প্রয়োগ আছে সে ঔপচারিক হয়" অতএব আমরা (অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যানুসারে যোগ শব্দের অর্থ প্রথম উত্তরের ২৩০পৃষ্ঠে ৫ ও ৬ পংক্তিতে "জ্ঞানাভ্যাস" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার পুনঃ পুনঃ ঐক্য চিন্তন ইহা লিখিয়াছি অতএব এরূপ বিবরণ করিবার পরে ধর্ম্মসংহারকের পূর্ব্বোক্ত তিন কোটির প্রশ্ন করা অর্থাৎ "যোগশব্দে জ্ঞানযোগ কি কর্ম্মযোগ কি সাংখ্যযোগ অভিপ্রেত হয়" ইহা উচিত হয় কি না তাহার বিবেচনা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন ঐ গীতা বচন সকলের সাক্ষাৎ স্পষ্টার্থে আশঙ্কা কেবল নাস্তিকে করিতে পারে কিন্তু যাহার শাস্ত্রে কিঞ্চিৎও শ্রদ্ধা আছে সে কদাপি সংশয় করে না।

৮৯ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা যোগারূঢ়, যুক্ত, ও পরম যোগী এই তিনের কি হইতে পারেন"। উত্তর।— আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ২৩০ পৃষ্ঠে ব্যক্ত আছে যে যোগারূঢ়, কিম্বা যুক্ত যোগারূঢ়, অথবা পরম যোগারূঢ়, ইহার মধ্যে যে কোন অবস্থা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন, ইহ জন্মে অথবা পর জন্মে তাঁহার পুরুষার্থ সিদ্ধির কি আশ্চর্য্য, বরঞ্চ যাঁহারা জ্ঞান যোগের কেবল জিজ্ঞাসু মাত্র হইয়া থাকেন অথচ দুর্ভাগ্যবশে সাধনে যত্ন না করেন তাঁহারাও পর জন্মে কৃতার্থ হয়েন॥ ভগবদ্গীতায় ঐ জ্ঞানাভ্যাস প্রকরণে ভগবান্ কৃষ্ণ ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা (জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে) অর্থাৎ আত্ম তত্ত্বকে কেবল জানিতে ইচ্ছা মাত্র করিয়াছে এমত ব্যক্তিও পর

জন্মে যোগাভ্যাস দ্বারা বেদোক্ত কর্ম্ম ফলকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়॥ এ সকল বাক্যার্থকে নাস্তিকেরা যদি দ্বেষ প্রযুক্ত অবরোধ করিতে না পারেন তাহাতে তামাদের সাধ্য কি॥ ৯২ পৃষ্ঠে ৯০পংক্তিতে লিখেন যে "সর্কল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় এ বিষয়ে পণ্ডিতাভিমানী মহাশয় যেমন এক মনু বচন প্রকাশ করিয়াছেন তেমন কলিযুগে দানের শ্রেষ্ঠত্ব বোধক মনুর অন্য বচনও দৃষ্ট হইতেছে যথা (তপঃ পরং কৃত-যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে)। উত্তর।—এস্থলে ধর্ম্মসংহারকের এমত তাৎপর্য্য না হইবেক যে "মনু কোন স্থানে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ কহেন আর কোনো স্থানে দানকে শ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণন করেন অতএব পূর্ব্বাপর অনৈক্য প্রযুক্ত মনুর প্রামাণ্য নাই" যেহেতু এ প্রকার কথনের সম্ভাবনা শুদ্ধ নাস্তিক বিনা হয় না। বস্তুতঃ ভগবান্ মনু এস্থলে দানের প্রশংসাতেই জ্ঞানের প্রশংসা ফলত করিয়াছেন, যে তাবৎ দানের মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম দান উত্তম হয় যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। যথা, মনুঃ (সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্ম দানং বিশিষ্যতে) সকল দানের মধ্যে ব্রহ্মদান শ্রেষ্ঠ হয়। তথাচ মনুঃ (ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং) ব্রহ্মদান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে যেখানে যজ্ঞদান তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এ সকল কর্ম্ম ইহ জন্মে কিম্বা পর জন্মে জ্ঞানেচ্ছার প্রতি কারণ হয়, শ্রুতিঃ (বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন) সেই যে এই পরমাত্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপবাস এ সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ এ সকল কর্ম্ম আত্মজ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়। তাহাতে যে যুগে যে কর্ম্মানুষ্ঠান বাহুল্য রূপে করিয়াছেন সেই যুগে তাহারই প্রাধান্য রূপে বর্ণন করেন, কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বযুগেই এই নিয়ম যে (যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন) অর্থাৎ যজ্ঞ দান তপস্যা ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে উত্তম ব্যক্তিরা জ্ঞানেচ্ছার উদ্দেশে করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কহিয়া পরে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ লিখেন যে কর্ম্মের ও ভক্তির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মকে জ্ঞানের উপায় কহিয়া প্রশংসা করিলে

ফলত জ্ঞানেরই প্রশংসা করা হয়, যথা (সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স্করাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ সংন্যাসস্তু মহাবাহোত্নুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি) সংন্যাস ও কর্ম্ম যোগ উভয়েই মুক্তিসাধন হয়েন তাহার মধ্যে কর্ম্ম সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব হে অর্জ্জুন নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি না হইলে কর্ম্ম সংন্যাস দুঃখের কারণ হইবেক, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি যাহার হইল সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগী হইয়া শীঘ্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়॥ সেই রূপ দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কহিতেছেন, যথা (ময্যাবেশ্য মনোযে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়াপরযোপেতাস্তে মে যুক্ততমামতাঃ) ২শ্লোকঃ স্বামী,আমাতে যাহারা মনকে একাগ্র করিয়া মন্নিষ্ঠ হইয়া পরম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার উপাসনা করে তাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। (ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে) ৫অব্যক্ত পরব্রহ্মে যাহাদের চিত্ত আসক্ত তাহাদের ভক্ত অপেক্ষা ক্লেশ অধিক হয়, যে হেতু অব্যক্ত পরমাত্মাতে নিষ্ঠা দেহাভিমানি ব্যক্তির দুঃখেতে হয়॥ (ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অতউর্দ্ধং নসংশয়ঃ) আমাতেই মনকে ধারণ কর ও আমাতে বুদ্ধিকে রাখ তাহার পর আমার প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তে আমাতেই লীন হইবে॥ জ্ঞান হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম অধ্যায়ে কহিয়া শ্রেষ্ঠত্বে কারণ কহিলেন যে বিনা কর্ম্ম কিম্বা বিনা ভক্তি জ্ঞান সাধনে ক্লেশ হয়, কিন্তু উভয় স্থলে এবং দশম অধ্যায়ের ১০ ও ১১ শ্লোকে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্ম্মের এবং ভক্তির ফল জ্ঞান হয় অতএব ঐ দুইয়ের প্রশংসাতে জ্ঞানেরই প্রশংসা হয়॥

৯২ পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখেন " যেমন পণ্ডিতাভিমানি মহাশয়ের লিখিত বচন দ্বারা জ্ঞানের মোক্ষ সাধনত্ব বোধ হইতেছে তেমন ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির পূর্ব্ব লিখিত গীতাদির অনেক শ্লোকেই কর্ম্মেরও মোক্ষ সাধনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে "। উত্তর।—পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত গীতা বচনে কি অন্য কোনো বচনে " যেমন "

জ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষ কারণ কহিয়াছেন "তেমন" কর্ম্মকে কি কোন স্থানে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ রূপে বর্ণন করিয়াছেন? অধিকন্তু যে প্রকার জ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষ সাধনত্ব আছে সেই প্রকার কর্ম্মেরও যদি সাক্ষাৎ মুক্তি সাধনত্ব হয়, তবে পরের লিখিত শ্রুতি স্মৃতির কি রূপ নির্ব্বাহ হইবেক, তাঁহারাই ইহায় বিবেচনা করিবেন। শ্রুতিঃ (তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়) (তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতীনেতরেষাং) (নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে)। মনুঃ (প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা) অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়েন অন্য কোনো সাধন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না॥ বেদান্তে ও গীতাদি মোক্ষ শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবাহ ইহ জন্মে কিম্বা পরজন্মে চিত্ত শুদ্ধির কারণ কহেন, চিত্ত শুদ্ধি জ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, আর জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়েন, যেমন কর্ষণাদি ক্রিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরা হইবার কারণ হয়, আর উর্ব্বরা হওয়া উত্তম শস্যের কারণ, শস্য তণ্ডুলের কারণ, তণ্ডুল ওদনের কারণ, ওদন ভোজনের কারণ, ভোজন তৃপ্তির কারণ, অতএব কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এমত কহিবেন যে তৃপ্তির কারণ "যেমন" ভোজন হয় "তেমন" ক্ষেত্রের কর্ষণাদি ক্রিয়াও তৃপ্তির কারণ হয়।

৯৫ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অন্যান্য লোকেরা জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তির পশ্চাৎ গমন করেন সেই ব্যক্তি আপনাকে জ্ঞানী করিয়া মানিতেছেন। উত্তর।—আমাদের প্রথম উত্তরের ২৩১ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে এস্থলে দুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি এক এই যে, বেদ ও বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ সম্মত ও মনু প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র সম্মত যে আত্মোপাসনা হয় ইহা বিশেষ রূপে নিশ্চয় করিয়া, এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে যে বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব সেই নশ্বর হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তি সিদ্ধ জানিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর সত্তাকে তাঁহার কার্য্য দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাতে

যে শ্রদ্ধা করে, তাহার প্রতি গড্ডরিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ করা উচিত হয়, কি যে ব্যক্তি এমত কোন মনঃ কল্পিত উপাসনা যাহা কেবল অন্য কহিতেছে এই প্রমাণে পরিগ্রহ করে এবং যুক্তিহইতে এক কালে চক্ষুর্ম্মুদ্রিত করিয়া তুর্জ্জয় মান ভঙ্গ যাত্রা ও সুবলসম্বাদ ইত্যাদি হাস্যাস্পদ কর্ম্ম, কেবল অন্যকে এ সকল করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডরিকা বলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়? এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে প্রথম প্রকার ব্যক্তিরা স্বীয় বিবেচনা ও শাস্ত্রান্বেষণ দ্বারা পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা করেন এরূপ যদি স্পষ্টার্থের দ্বারা প্রথম উত্তরে প্রাপ্ত হয়, তবে তাঁহাদিগো পশ্চাদ্বর্ত্তি রূপে আমরা লিখিয়া আপনাকে জ্ঞানী অভিমান করিয়া থাকি এমত অপবাদ যিনি দিতে সমর্থ হয়েন তিনি দ্বেষান্ধ হয়েন কি না।

৯৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সদ্যুক্তি ও সদ্ব্যবহার ও সৎপ্রমাণের অনুসারে যাঁহারা কর্ম্ম করেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব লোকেদের পশ্চাদ্বর্ত্তি হয়েন তাঁহারা গড্ডরিকা বলিকার ন্যায় হয়েন না। অতএব ধর্ম্মসংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে বাণিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পান পূর্ব্বক আপন আপন ইষ্ট দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং তুর্জ্জয় মান ভঙ্গ যাত্রায় নাপিতিনীর বেশ ইষ্ট দেবতার করা কোন্ সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াইবুড়ী ইত্যাদি দ্বারা ইষ্ট দেবতার উপহাস করা কোন সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? কেবল দশ জনে করিয়া থাকে এই অনুসারে যদি এ সকল নিন্দিত কর্ম্ম কেহ কেহ করেন, তবে তাঁহার প্রতি গড্ডরিকা বলিকার ন্যায় করিতেছেন, এরূপ কহা যাইতে পারে কি না।

৯৮ পৃষ্ঠের শেষ অবধি লিখেন যে "তুর্জ্জয়মান ভঙ্গ প্রভৃতি কালীয় দমন যাত্রার অন্তর্গত হয় তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে আছে এবং রাম যাত্রার প্রমাণ হরিবংশে বজ্রনাভবধে ও প্রদ্যুম্নোত্তরে আছে যদি সন্দেহ হয় তবে সেই সেই পুস্তক দৃষ্টি করিলে নিঃসন্দিগ্ধ হইবেক"॥ উত্তর।—এ আশ্চর্য্য চাতুর্য্য যে স্থলে এক বচন লিখিলে যথেষ্ট হয় তথায় গ্রন্থ বাহুল্য জন্যে ভূরি বচন পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সংহারক লিখিয়াছেন,

কিন্তু এস্থলে দুর্জ্জয়মান ও বড়াই বুড়ীর যাত্রা ইত্যাদির প্রমাণের উদ্দেশে শ্রীভাগবতের দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে ও হরিবংশে প্রেরণ করেন, যে হেতু সামান্যাকারে লিখিলে হঠাৎ অশাস্ত্র কথন ব্যক্ত হইতে পারে না, অতএব বিজ্ঞলোকে বিবেচনা করিবেন যে এস্থলে ভাগবতের এক দুই বচন দুর্জ্জয মানে নাপিতিনীর বেশ ধারণের বিষয়ে ধর্ম্মসংহারকের লেখা উচিত ছিল কি না? যদ্যপিও ভাগবতে ও হরিবংশে দৃষ্ট হয় যে ভগবান্ কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিচরেরা পরস্পর বিলাস পূর্ব্বক কেহ২ কাহারে প্রহার ও পদাঘাত ও পরস্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন এবং অন্যোন্যের বেশ ও ধরিয়াছেন; যদি সেই দৃষ্টিতে ইদানীন্তন উপাসকেরা ঐরূপ আচরণ করেন, তবে আপন আপন উভয় লোক নস্ট অবশ্যই করিবেন কি না, অন্যেরা করিতেছে এ নিমিত্ত করিতেছি এই প্রমাণে যদি করেন তবে দুষ্কৃত হইতে নিবারণ কি হইবেক কেবল গড্ডরিকা প্রবাহের মধ্যে পতিত হইবেন ॥

৯৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে " মলিন চিত্ত ব্যক্তিদের দুর্জ্জয মান ভঙ্গাদি দর্শনে চিত্তের মালিন্য হওয়া কোন আশ্চর্য্য তাহাদিগের কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনেও এই প্রকার হইতে পারে "॥ উত্তর।—(তং তমেবৈতি কৌন্তেয সদা তদ্ভাবভাবিতঃ)। এই গীতা বাক্যানুসারে যাহা ধর্ম্মসংহারককেও বিদিত থাকিবেক, ও সামান্য যুক্তি মতে, অগম্যাগমনে ও স্ত্রীলোকের সহিত বহু প্রকার ক্রীড়াতে ও নানাবিধ ব্যভিচার ভজনে ও সাধনে যে ব্যক্তিরা সর্ব্বদা চিত্ত মগ্ন করেন তাঁহা হইতে কন্যা ও ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রভৃতি দর্শনে চিত্ত মালিন্যের অধিক সম্ভাবনা হয় কি না ইহার মধ্যস্থ ধর্ম্ম সংহারকই হইবেন। ঐ পৃষ্ঠে সর্ব্বভাবেতে ভগবানের আরাধনা করিতে পারে, ইহার প্রমাণের উদ্দেশে শ্রীভাগবতের বচন ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন, যে কামে অথবা দ্বেষে কিম্বা ভক্তিতে ইত্যাদি কোন্ ভাবে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়, এবং অবহেলা ক্রমে ভগবন্নামোচ্চারণ করিলে পাপক্ষয়কে পায়। যদি ধর্ম্ম সংহারকের এই ব্যবস্থা স্থির হইল যে এই সকল মাহাত্ম্য সূচক বচনে নির্ভর করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাতে তাঁহার স্মরণ কীর্ত্তন করিলে যে পুণ্য হইবেক

তাহা দ্বেষ ও অবহেলাতেও হইতে পারে তবে বড়াই বুড়ীর দ্বারা ও বাসুয়া প্রভৃতির প্রমুখাৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভগবান্‌কে যে পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিতে পারেন করিবেন আমাদের হানি লাভ ইহাতে নাই।

ধর্ম্মসংহারক ১০০ পৃষ্ঠ অবধি ১০৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গকে বিষ্ণু অবতার প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া অনন্ত সংহিতা এই গ্রন্থ কহিয়া বচন সকল লিখেন, যথা (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ। কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ। প্রভুর্গৌরহরির্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে। ইত্যাদি)। উত্তর।—এ ধর্ম্মসংহারকের ব্যবহার পণ্ডিতেরা দেখুন, গৌরাঙ্গকে প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার কহেন নাই, বরঞ্চ ঐ গৌরাঙ্গ মত স্থাপক তৎকালীন গোঁসাইরা, যাঁহাদের তুল্য পণ্ডিত ওমতে জন্মে নাই, তাঁহারা যদ্যপিও গৌরাঙ্গকে বিষ্ণু রূপে মানিতেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ অনন্ত সংহিতার বচন সকল লিখেন নাই, যাহাতে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুর অবতার হয়েন ইহা স্পষ্ট প্রাপ্ত হয়, এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, যে এমত ব্যক্তি হইতে কি কি বিরুদ্ধ কর্ম্ম না হইতে পারে যিনি গৌরাঙ্গকে অবতার স্থাপনের নিমিত্ত এ সকল বচনকে ঋষি প্রণীত কহিয়া লোকে প্রসিদ্ধ করেন; কিন্তু পণ্ডিতেরা এ সকল কল্পনাতে কদাপি ক্ষুব্ধ হইবেন না, যে হেতু যে সকল পুরাণ ও সংহিতাদি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকা না থাকে তাহার বচনের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ সংগ্রহ কারের ধৃত হইলেই হয়, এই সর্ব্বত্র নিয়ম আছে, তাহার কারণ এই যে এরূপ ধর্ম্মসংহারক সর্ব্ব কালেই আছেন, কখন গৌরাঙ্গকে অবতার করিবার উদ্দেশে অনন্ত সংহিতার নাম লইয়া দুই কি দুই শত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক লিখিতে অক্লেশে পারেন, কখন বা নিত্যানন্দের অবতার স্থাপনার জন্যে নাগসংহিতা কহিয়া দুই চারি বচন লিখিবার কি অসাধ্য তাঁহাদের ছিল, কখন বা ফনিসংহিতা নাম দিয়া অদ্বৈতের প্রমাণের নিমিত্ত চারি পাঁচ শ্লোক প্রমাণ দিতে পারিতেন, বরঞ্চ কর্কট সংহিতার নাম লইয়া এই ধর্ম্মসংহারক ধর্ম্ম সংস্থাপক রূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ দিতে সেই সকল লোকের আশ্চর্য্য কি, অতএব ঐ সকল

লোক হইতে এই রূপ ধর্ম্মচ্ছেদের নিবারণের নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরাণ সংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ টীকা সম্মত অথবা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ধৃত ব্যতিরেক সামান্যত বচনের গ্রাহ্যতা নাই, যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথা করিয়া প্রসিদ্ধ টীকা রহিত ও অন্য গ্রন্থকারের ধৃত বিনা পুরাণ সংহিতা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র বচনের প্রামাণ্য জন্মে তবে তন্ত্ররত্নাকরের প্রমাণ গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের উচ্ছেদে কারণ কেন না হয়েন? যথা (বটুকউবাচ। হতে তু ত্রিপুরে দৈত্যে দুর্জ্জয়ে ভীমকর্ম্মণি। তদানশৎ কিং তদ্বীর্য্যং স্থিতং বা গণনায়ক॥ তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতো ভবতঃ প্রভো। বেত্তা হি সর্ব্ববার্ত্তানাং ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন॥ গণপতিরুবাচ॥ সএষ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা। কৃপয়া পরয়া বিস্ট আত্মানমকরোত্ত্রিধা॥ শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে। হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন॥ অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ব্বে বভূবসঃ॥ নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥ অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥ ততোত্ত্রবাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ। উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥ বৃষলৈর্ব্বৃষলীভিশ্চ সঙ্করৈঃ পাপযোনিভিঃ। পূরয়িত্বা মহীং কৃৎস্নাং রুদ্রকোপমদীপয়ৎ॥ বহবো দানবাঃক্রূরা দুশ্চেস্টাস্ত্রিপুরানুগাঃ। মানুষং দেহমাশ্রিত্য ভেজুস্তাংস্ত্রিপুরাংশজান্॥ মহাপাতকিনঃ কেচিদতিপাতকিনঃ পরে। অনুপাতকিনশ্চান্যে উপপাতকিনোঽপরে॥ সর্ব্বপাপযুতাঃ কেচিৎ বৈষ্ণবাকারধারিণঃ॥ শরলান বঞ্চয়ামাসুস্তন্মায়াধ্বান্তবিহ্বলান্॥ প্রথমং বর্ণয়ামাসুঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুং সনাতনং। দ্বিতীয়মতুলং শেষং তৃতীয়ন্তু মহেশ্বরং॥ বটুক উবাচ॥ কেনোপায়েন দেবেশ ত্রিপুরোঽভূৎ পুনর্ভবি। কআসন্ সঙ্গিনস্তস্য বিস্তরেণ বদস্ব মে।) ইহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যে বটুক ভৈরব ভগবান্ গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ত্রিপুরাসুর হত হইলে পর তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইল কি তাহার নাশ হইল না, আমাকে হে গণনায়ক কহ যে হেতু তোমা ব্যতিরেক অন্য এরূপ সর্ব্বজ্ঞ নাই। তাহাতে ভগবান্ গণেশ কহিতেছেন যে ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া

শিব ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ করিয়া ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণ সঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনবায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক, আর তাহার সঙ্গী যে সকল অসুর ছিল তাহারা মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া ঐ ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিলেক ঐ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপতকী, অতি পাতকী, উপপাতকী, অনুপাতকী ; আর কেহ কেহ সর্ব্ব পাপযুক্ত ছিল তাহারা বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া অনেক শরলান্তঃকরণ লোককে মায়ারূপ অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে, সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে শেষ স্বরূপ বলরাম, তৃতীয় অংশকে মহাদেব রূপে তাহারা বিখ্যাত কবিলেক। ইহা শ্রবণ করিয়া বটুক কহিলেন যে কি উপায়ের দ্বারা ত্রিপুরাসুর পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ও তাহার সঙ্গী কে কে ছিল তাহা বিস্তার করিয়া আমাকে কহ ॥ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাবৎ প্রকরণ লেখাগেল না, যাঁহাদের অধিক জানিতে বাসনা হয় ঐ মূল গ্রন্থ অবলোকন করিবেন ; এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এবং এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকাবের ধৃত নহে এ নিমিত্ত আমাদের এবং তাবৎ পণ্ডিতেদেব নিয়মানুসারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসনা ছিল না কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লেখাইলে কি করা যায়।

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ করেন যে " বহু বিজ্ঞজনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহাব নাম নিগূঢ় শাস্ত্র " পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন "যে নিগূঢ় শাস্ত্রেব অনুসাবে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি॥" উত্তর। ধর্ম্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যে হেতু পণ্ডিত লোক সমাগমে চরিতামৃতে ডোর পড়িয়া থাকে তাহাব কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয, ও পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যাগমন বর্ণন ঐ চরিতামৃতে বিশেষ রূপে আছে অতএব ঐ লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন ॥ গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত

যাহার শব্দ ব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত চেস্টা করা যাইতেছে।. ইতি শ্রী ধর্ম্মসংহারকের প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে অনুকম্পাসূচকো নাম তৃতীয পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তঃ প্রথম প্রশ্নোত্তরঃ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর।

ধর্ম্মসংহারকের দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল, যে সদাচার বদ্ব্যবহার হীন অভিমানির যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক হয়, তাঁহার উত্তরে আমরা লিখিয়া ছিলাম যে সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দ হইতে তাঁহার যদি এ অভিপ্রায় হয়, যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির যে আচার ও ব্যবহার তাহাকেই সদাচাব ও সদ্ব্যবহার কহা যায়, তবে তাবৎ উপাসকের ও অবিকারির আচার ও ব্যবহার এক ব্যক্তি হইতে এক কালে কদাপি সম্ভব হয় না ; যে হেতু বৈষ্ণব ও কৌল প্রভৃতির আচার ও ব্যবহার পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়, এমতে ধর্ম্মসংহারকের এবং অন্যের কাহারও যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্ভবে না, দ্বিতীয়ত যদি আপন আপন উপাসনা বিহিত যে সমুদায় আচার তাহাই সদাচার সদ্ব্যবহার ইহা ধর্ম্মসংহারকের অভিপ্রেত হয়, এবং তাহার অকরণে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয়, এমতে যে যে ব্যক্তি আপন উপাসনার সমুদায় আচার করিতে সমর্থ না হয়েন তাঁহার যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকার না থাকে তবে প্রায একালে যজ্ঞোপবীত ধারণে অধিকারী প্রাপ্ত হইবেক না। তৃতীয়তঃ সদাচার ও সদ্ব্যবহার শব্দ দ্বারা আপন আপন উপাসনা বিহিত যথা শক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম্ম সংহারকের যদি অভিপ্রেত হয়, ও যে যে অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি জন্মে তন্নিমিত্ত মনস্তাপ ও স্ব স্ব ধর্ম্ম বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে যজ্ঞসূত্র ধারণ বৃথা হয় না, তবে এব্যবস্থানুসারে ধর্ম্ম সংহারকের এবং অন্য অন্য ব্যক্তিরও যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়। চতুর্থ যদি ধর্ম্ম সংহারক কহেন যে মহাজন সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহারই নাম সদাচার সদ্ব্যবহার হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্য ছিল যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির করা যায় ; যেহেতু

গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরা কবিরাজ গোসাঁই, রূপসনাতন জীব প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ ও আচারানুসারে আচরণ করিতে উদ্যত হয়েন, এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ, নির্ব্বাণাচার্য্য, ও আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদের আচার ও ব্যবহারকে সদাচার কহেন, এবং রামানুজী বৈষ্ণবেরা রামানুজ ও তৎ শিষ্য প্রশিষ্যকে মহাজন কহিয়া তাঁহাদের আচারকে সদাচার জানেন এবং তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন, এবং নানকপন্থী ও দাদূপন্থী প্রভৃতিরা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি সকলকে মহাজন জানিয়া তাঁহাদের ব্যবহার ও আচারানুসারে ব্যবহার ও আচার করিয়া থাকেন। একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কহে না এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামিরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্ম সংহারকের এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না সুতরাং একের মতে অন্য সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ও বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী হয়। পঞ্চম যদি ধর্ম্ম সংহারকের এমত অভিপ্রায় হয় যে আপন পিতৃ পিতামহ যে আচার ও ব্যবহার করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না এবং শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য হয়, যে হেতু পিতা পিতামহ অতিশয় অযোগ্য কর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি সেই সেই অযোগ্য কর্ম্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম্ম সংহারকের মতে সেই অযোগ্য কর্ম্ম কর্ত্তার যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইবেক ও সদাচার রূপে গণিত হইবেক। ইহার প্রত্যুত্তরে কতিপয় পৃষ্ঠ ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ করিয়া ধর্ম্মসংহারক ১১৫ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখিয়াছেন " ঐ প্রশ্নে সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বস্ব জাতীয় এই শব্দ লিখিত আছে তাহাতে স্বীয় স্বীয় জাতির সদাচার সদ্ব্যবহার এই তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে"। উত্তর।—ইহা দ্বারা বিজ্ঞ লোক বিবেচনা করিবেন যে স্ব স্ব জাতীয় শব্দ কহাতে আমাদের ঐ পাঁচ কোটির মধ্যে কোন্ কোটির নিরাস হইতে পারে, স্ব স্ব জাতির যে সদাচার তাহা আপন আপন উপাসনার অনুগত হয়; এক জাতির চারি জন বর্ত্তমান আছেন তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গ মতে বৈষ্ণব হয়েন, দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজ মতের

বৈষ্ণব, তৃতীয় দক্ষিণাচার শাক্ত, চতুর্থ কৌল, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি গৌরাঙ্গ মতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের যে আচার ও ব্যবহার তাহাকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহিয়া মৎস্য ভোজন মাংসত্যাগ ও বলিদানে পাপ বোধ ও সর্ব্বথা তুলসী কাষ্ঠ মালা ধারণ, চৈতন্য চরিতামৃতাদি পাঠ ও পঙ্গতে ভোজন করেন কিন্তু সেই সম্প্রদায় নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল তাঁহাকে সদাচারী ও সদ্ব্যবহারী কহেন কি না? আর অন্য তিন জন সে ব্যক্তির দোষোল্লেখ করেন কি না? দ্বিতীয় ব্যক্তি রামানুজ ও তন্মতের প্রধান প্রধানের আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানেন ও তদনুসারে মৎস্য মাংস উভয়ের ত্যাগ ও ভোজন কালে, ক্ষৌরকালে, আর অশুচি বিসর্জ্জনে তুলসী কাষ্ঠ মালার ত্যাগ ও আবৃত স্থানে ভোজন এবং শঙ্কটে ও শিবালয়ে গমনের নিষেধ করিয়া থাকেন, ঐ মতের অন্য ব্যক্তিরা তাহাকে সদাচারী সদ্ব্যবহারী কহেন কি না, যদ্যপিও অন্য অন্য মতাবলম্বিরা বিশেষ রূপে শিবদ্বেষ প্রযুক্ত দোষাবিষ্ট ও পতিত রূপে তাহাকে জানেন. তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষিণাচার শাক্ত তিনি তন্মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার জানিয়া দেবীপ্রসাদ মৎস্য মাংস ভোজন ও বলি প্রদানে পুণ্য বোধ ও পঙ্গত ভোজনে পাপ জ্ঞান করেন, চতুর্থ ব্যক্তি কুল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচারকে সদাচার জানিয়া বিহিত তত্ত্বত্যাগীকে পশুরূপে জ্ঞান ও তত্ত্ব স্বীকার ও আরাধনা কালে তুলস্যাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ঐ চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকে কহিবেন যে আমার জাতির মধ্যে অনেকেই পরম্পরায় এই রূপ আচার করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ সকল স্ব স্ব জাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের কৃত গ্রন্থ ও ব্যবহার এবং তত্তৎ প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইয়া আপন আপন ব্যবহারকে ও আচারকে সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহিবেন; এবং ধর্ম্মসংহারক যে সদাচার ও সদ্ব্যহারের লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারেই প্রত্যেকের আচারকে "স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার" কহাগেল বস্তুত ঐসকল ব্যবহার পরস্পর অতি বিরুদ্ধ হইয়াও প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রয়োগ হইল। অতএব স্ব স্ব জাতীয় এই অধিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া এরূপ আস্ফালনের কারণ কি, যে হেতু যেমন সদাচার

সদ্ব্যবহার শব্দ দ্বারা পাঁচ কোটি পূর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম সেই রূপ, স্ব স্ব জাতীয় শব্দ পূর্ব্বক সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দেও সমান রূপে পাঁচ কোটি সংলগ্ন হয়, কেন না প্রত্যেক জাতিতে নানা প্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐ পাঁচ কোটির উদাহরণ পুনরায় দিতেছি অর্থাৎ স্ব স্ব জাতীয় সদাচার শব্দে কি স্বস্ব জাতীয় তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির যে আচার তাহার নাম স্বস্ব জাতীয় সদাচার হইবেক? কি স্বস্ব জাতীয়ের মধ্যে আপন আপন উপাসনা বিহিত সমুদায় আচারকে স্বস্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে কহেন? কি স্বস্ব জাতীয়ের মধ্যে আপন আপন উপাসনা বিহিত আচারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকে স্বস্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার কহেন? কিম্বা স্ব স্ব জাতীয় পৃথক পৃথক মহাজনেরা যাহা করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার সদ্ব্যবহার হয়? কিম্বা স্ব স্ব জাতিতে আপন আপন পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়াছেন তাহাকে স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার শব্দে কহেন? প্রত্যেক জাতিতে নানা প্রকার পরস্পর বিপরীত উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব স্ব স্ব জাতীয় শব্দ দিলেও ঐ পাঁচ কোটি তদবস্থ রহিল এখন ধর্ম্ম সংহারককে নিবেদন করি তিনি ঐ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ব্যক্তির একের আচারকে সদাচার ও অন্যের আচারকে অসদাচার কহিতে পারিবেন না, যেহেতু বিনিগমনা বিরহ হয় অর্থাৎ বিশেষ নিয়ামক সম্ভবিতে পারে না, তাঁহাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় মহাজনকে এবং তত্তৎ মান্য শাস্ত্রকে আপন আপন উপাসনা বিহিত আচারের ও ব্যবহারের প্রমাণার্থে নিদর্শন দিবেন, আর এচারি ব্যক্তির অনুষ্ঠিত আচার সকলকে স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার কহিলে তাহা এক ব্যক্তি হইতে এককালে কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং স্ব স্ব জাতীয়ের মধ্যে আপন আপন উপাসনা বিহিত আচারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকে স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার কহিলে কি ধর্ম্ম সংহারকের কি, অন্যের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইবার উপায় হয়॥

১১৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে ধর্ম্ম সংহারক লিখেন "যে কোন্ আচারের ব্যতিক্রম হইলে যজ্ঞোপবীত বৃথা হয়, উপাসকের আচারের ব্যতিক্রম হইলে বরং উপাসনারই ত্রুটি হইতে পারে ইহাই যুক্তি সিদ্ধ হয় যজ্ঞো-

পবীত ধারণ বৃথা হয় ইহাতে কি শাস্ত্র কি যুক্তি তাহা বৃহস্পতিরও অগোচর”। উত্তর।—গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ভূরি বৈষ্ণবেরা বর্ণ বিচার না করিয়া গঙ্গকে ভোজন ও অধরামৃত গ্রহণ করেন ইহাতে অন্যোপাসকেরা এআচারকে বিষ্ণু ধর্ম্মের বিপরীত জানিয়া তাঁহাদিগ্যে পতিত বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারী জানেন বরঞ্চ এনিমিত্ত পূর্ব্বে পূর্ব্বে জাতি বিষয়ে কত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ বৈষ্ণবেরা কৌল উপাসকের আচারকে ব্যতিক্রম কহিয়া বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারী এই বোধে নিন্দা করেন, রামানুজ সম্প্রদায়ে কি মৎস্য ভোজী কি মৎস্য মাংস ভোজী উভয়কেই বৃথা যজ্ঞোপবীত ধারী কহেন এবং ঐ সকলে পরস্পরকে পতিত কহিবার নিমিত্ত বচন প্রমাণ দেন; অথচ ধর্ম্ম সংহারক কহেন যে উপাসনা বিহিত আচারের ক্রটি হইলে কেবল উপাসনারি ক্রটি হইতে পারে। যদি ধর্ম্ম সংহারকের এমত অভিপ্রায় হয় যে স্ব স্ব উপাসনা বিহিত আচারের ক্রটি হইলে কেবল অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য হয়, যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না, তবে তাঁহার একথন আমাদের তৃতীয় কোটিতে গতার্থ হইয়াছে, অর্থাৎ আপন আপন উপাসনার অনুষ্ঠানে যদি ক্রটি হয় তবে মনস্তাপ ও বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় না এমতে সুতরাং ধর্ম্ম সংহারকের ও অনেকের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায়।

১১৭ পৃষ্ঠে সদাচারের প্রমাণ মনুবচন লিখিয়াছেন, যথা (সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং। তদ্দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। তস্মিন্ দেশে যআচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং সসদাচার উচ্যতে)। উত্তর।—এবচনের অর্থ যাহা টীকাকার লিখিয়াছেন যে এই যে এসকল দেশে প্রায় সল্লোকের জন্ম হয় একারণ ঐ সকল দেশীয় ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ও শঙ্কর জাতির পরম্পরা ক্রমে আগত যে ব্যবহার যাহা আধুনিক না হয় তাহাকে সদাচার শব্দে কহা যায়, অতএব এবচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইল যে, যে সম্প্রদায়ে পরম্পরাক্রমে আগত যে আচার তাহা সেই উপাসনা বিশেষে সদাচার শব্দের প্রতিপাদ্য হয় অতএব এ মনু বচন আমাদের কোটিকে প্রমাণ করিতেছে; কেন না কৌল সম্প্রদায়েরা আপন আপন মহাজন পরম্পরাতে আগত কুলাচার প্রবাহকে সদাচার

রূপে দেখাইতেছেন এবং রামানুজী ও গৌরাঙ্গীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়েরা আপন আপন অঙ্গীকৃত মহাজন পরম্পরাতে আগত আচার প্রবাহকে সদ্ব্যবহাররূপে দেখাইতেছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে এমত্ন্ বচন দ্বারা আমাদের কোন্ কোটির কি নিরাস করিয়াছেন।

১১৮ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে স্মৃতিঃ (ব্যবহারোপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ) অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিদের যে ব্যবহার সেও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয়"। উত্তর।—যদ্যপিও এই বচনে (সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ) এই পাঠ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, তথাপি যদি কোনো অন্য স্মৃতিতে ঐ ধর্ম্ম সংহারকের লিখিত পাঠ থাকে তাহা হইলেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ কোটিতে পর্য্যবসান হয়; অর্থাৎ লোকে আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগ্যেই মহাজন ও সাধু জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহাদেব আচার ব্যবহারকে সাধু ব্যক্তির আচার ও ব্যবহার না জানিলে তাহার অনুষ্ঠানে কেন প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহাদিগ্যে সাধু ও মহাজন কি কহিরেন বরঞ্চ তদ্বিপরীত জানেন।

১১৮ পৃষ্ঠের প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্ম সংহারক সাধুর লক্ষণ করিয়াছেন যে "অহঙ্কার হিংসা দ্বেষাদি রহিত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ যে মনুষ্য তাঁহার নাম সাধু"। উত্তর।—এস্থলে হিংসা শব্দে অবৈধ হিংসা ধর্ম্ম সংহারকের অভিপ্রেত অবশ্য হইবেক নতুবা বশিষ্ঠ, অগস্ত্যাদি ও তাবৎ যাজ্ঞিক ও বিহিত মাংস ভোজী মুনিদের কাহারও সাধুত্ব থাকে না, অতএব ধর্ম্ম সংহারকের লিখিত যে সাধু শব্দের লক্ষণ তাহা আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিতে ছিল ইহা সকলেই কহেন; নতুবা আপন সম্প্রদায়ের মহাজনকে অহঙ্কারী, হিংসক, দ্বেষ্টা, অসত্যবাদী, অজিতেন্দ্রিয়, অধার্ম্মিক, অশাস্ত্রজ্ঞ জানিলে তাঁহাদের মতে অনুগমন করিতে কেন প্রবৃত্ত হইতেন।

১১৬ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে সন্ধ্যা করণের আবশ্যকতা দর্শাইবার নিমিত্ত বচন লিখিয়াছেন। উত্তর।—যাজ্ঞবল্ক্য লিখেন যে (সা সন্ধ্যা সা চ গায়ত্রী দ্বিধাভূতা প্রতিষ্ঠিতা) সেই সন্ধ্যা সেই গায়ত্রী দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন,

অতএব প্রণব গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা যাঁহারা করেন সন্ধ্যোপাসনা তাঁহাদের অবশ্য সিদ্ধ হয়। মনুঃ (ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ) হোম যাগাদি যে যে বৈদিক ক্রিয়া তাহা সকল স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ নষ্ট হয় কিন্তু প্রণব রূপ যে অক্ষর তিনি ফলতঃ এবং স্বরূপতঃ অক্ষয় হয়েন যেহেতু তজ্জপের ফল ব্রহ্ম প্রাপ্তি সে অক্ষয় হয়, আর বাচ্য বাচকের অভেদ লইয়া সেই প্রণব প্রজাপতি যে পরব্রহ্ম তৎ স্বরূপ কহা যান, তথা (ওঁকার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং) প্রণব ও তিন ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী এই তিন নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম সংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে আত্মোপাসনার নিত্যতা বোধক বেদে ও মন্বাদি স্মৃতিতে যে সকল বিধি আছে তাহার উল্লঙ্ঘন করিলে বিধির উল্লঙ্ঘন হয় কি না? যথা (আত্মা-বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ) অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবেক। (আত্মানমেবোপা-সীত) কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক। মনুঃ (সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ। সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ) সৎ বস্তু ও অসদ্বস্তু এ সকলকে ব্রহ্মাত্মক রূপে জানিয়া ব্রাহ্মণ অনন্যমনা হইয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিবেক যেহেতু সকল বস্তুকে ব্রহ্ম স্বরূপে আত্মার সহিত অভেদ জানিয়া অধর্ম্মে মন করেন না। শ্রুতিঃ (যোঽন্যাং দেবতা-মুপাস্তে অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি নস বেদ, যথা পশুরেবং সদেবানাং।) যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে তিনি অন্য আর আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপ হই সে যথার্থ জানে না; যেমন পশু সেই রূপ দেবতাদের সম্বন্ধে সে ব্যক্তি হয়। কুলার্ণবে প্রথমে জ্ঞানী হইলে মুক্ত হয় ইহা কহিয়া পরে কহেন। (সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং। যস্তারযতি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোত্র কঃ।) মোক্ষের সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি হইয়াছে যে মনুষ্য দেহ তাহা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মাকে ত্রাণ না করে তাহার পর অতিশয় পাপী আর কে আছে।

১২০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে ধর্ম্ম সংহারক লিখেন যে "যাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইয়া তজ্জাতির অত্যাবশ্যক কর্ম্মেও জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা স্বধর্ম্ম চ্যুত কি যাঁহারা আদর পূর্ব্বক তজ্জাতির আবশ্যক কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হয়েন"। উত্তর।—এই উত্তরের ২৫০ পৃষ্ঠে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা এবং ২৪৮ পৃষ্ঠ অবধি কর্ম্মিদের যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা বিবরণ পূর্ব্বক লিখা গিয়াছে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবচনা করিবেন যে কোন্ পক্ষে জলাঞ্জলি প্রদানের উল্লেখ করা যায়।

১১৮ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "নানা মুনি বচন সত্ত্বে বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্য পানে ও হিংসার প্রাবর্ত্তক প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অকরণের ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ব্যবহার হয় ইহার বিপরীত অসদ্ব্যবহার"। উত্তর।—বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার কহাইতে পারে না, কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধহিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য্য অতএব তত্তৎপক্ষে সে সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে। এই প্রকরণের শেষে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব পুরুষের আচার ও ব্যবহারকে মনুষ্যে সদাচার সদ্ব্যবহার রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। উত্তর।—ইহার সিদ্ধান্ত আমরা প্রথম উত্তরের পঞ্চম কোটিতেই করিয়াছি যে কেবল আপন আপন পূর্ব্ব পুরুষের আচার ও ব্যবহার যদি সদাচার সদ্ব্যবহার হয় তবে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নিয়মই থাকে না এবং শাস্ত্রের বৈফল্য হয়, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পিতৃ পিতামহের কি ধর্ম্মাংশের কি অধর্ম্মাংশের ব্যবহার দৃষ্টিতে ব্যবহার করিলে এই মতানুসারে সদাচারী ও সদ্ব্যবহারী হইবেক; বিশেষত পুরাণে ও ইতিহাসে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতেছি যে লোকে পূর্ব্ব পুরুষের উপাসনা ও আচার ভিন্ন উপাসনা ও আচার করিয়া আসিতেছেন ইহাতে শাস্ত্রত, ধর্ম্মত, লোকত, কোন হানি হয় নাই।

ধর্ম্মসংহারক ঐ দ্বিতীয় প্রশ্নে কহেন যে যাঁহারা নিজে সদাচারহীন, অথচ আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া মানেন, তাঁহাদের তবে অনাদর পূর্ব্বক

যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাস জন্মাইবার কারণ হয়। তাহাতে আমরা প্রথম উত্তরের ২৩৫ পৃষ্ঠে উভয় পক্ষের বেশ ও আলাপ ও ব্যবহার দর্শাইয়া লিখিয়াছিলাম যে এদুয়ের মধ্যে কে বিড়াল তপস্বির ন্যায় হয়েন তাহা পণ্ডিতেরা প্রণিধান করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্ম সংহারক ১২৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিদিগের বিষয়ে এপ্রকার অনুভব হইতে পারে, কারণ স্বীয় স্বীয় স্বভাবের অনুসারেই ইতর লোকে পরকীয় স্বভাবেরো অনুভব করিয়া থাকে"। উত্তর।—এই কথন দ্বারা ধর্ম্মসংহারক আপনাকেই আদৌ দোষী প্রমাণ করিলেন, যেহেতু তিনি অন্যের প্রতি ইহা উল্লেখ করেন যে তাঁহাদের যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় হয়, সুতরাং তাঁহার স্বীয় স্বভাব এই রূপ হইবেক যাহার দ্বারা অন্যের স্বভাবের এই প্রকার অনুভব করিয়াছেন; সে যাহা হউক পুনরায় প্রার্থনা করি যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাদের প্রথম উত্তরের ২৩৫ পৃষ্ঠে লিখিত উভয় পক্ষের বেশ ও ব্যবহারাদি দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে কোন্ পক্ষে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির উপমা শোভা পায়।

১২৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে স্বকপোল কল্পিত শাস্ত্রে মোহ করেন। অতএব ধর্ম্ম সংহারককে জিজ্ঞাসা করি, যে প্রণব স্বকপোল কল্পিত হয়েন? কি গায়ত্রী ও দশোপনিষৎ বেদান্ত, যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, তাহা স্বকপোল কল্পিত? ও বেদান্ত দর্শন এবং মনু স্মৃতি ও ভগবদ্গীতা ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারধৃত বচন সকল, যাহা ব্যতিরেক অন্য বচন কোন স্থানে আমরা লিখি না, সেই সকল শাস্ত্র কি স্বকপোল কল্পিত হয়েন? অথবা গৌরাঙ্গকে অবতার সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনন্ত সংহিতা কহিয়া ১০৩ পৃষ্ঠে যে সকল বচন এবং ১২৫ পৃষ্ঠে (স্ববুদ্ধিবচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ। বিষ্ণুবৈষ্ণবযোঃ পাপাসে বৈ নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে)। ইত্যাদি বচন যাহা কোনো প্রসিদ্ধ টীকা সম্মত নহে এবং কোনো মান্য সংগ্রহকারের ধৃত নহে, সে কপোল কল্পিত হয়? ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন।

১২৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন যে "নূতন ব্রাহ্ম বস্ত্র ও চর্ম্ম পাদুকা যাহা যবনদিগের ব্যবহার্য্য ও যে সকল বস্ত্রকে যবনেরা ইজের ও কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্ম্ম পাদুকার যাবনিক নাম মোজা' সেই বস্ত্র পরিধান ও সেই চর্ম্ম পাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয়, দণ্ড চতুষ্টয়, কাল বিলম্বেই বা কি শুভাদৃস্ট জন্মে তাহার শ্রবণের প্রয়াসে রহিলাম। উত্তর।—বস্ত্র বিষয়ে এরূপ ব্যঙ্গোক্তি তাঁহারা এক মতে করিতে পারেন, যাঁহারা স্বভাবাধীন নিন্দক, অথচ বাহ্যে কেবল ত্রিকচ্ছ সর্ব্বদা পরিধান ও উত্তরীয় গ্রহণ আর মৃগ চর্ম্মাদির পাদুকা ধারণ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি এক পেঁচা পাগ অথবা গোটাদেয়া টোপী ও আজানুলম্বিত আস্তীনের কাবা ও রঙ্গ মিশ্রিত গোটাদেয়া চাদর যাহা নীচ যবনেরা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পরিধান করেন, যদি তিনি সাদা কাবা কি সাদা বস্ত্র যাহা বিশিস্ট যবনেরা ও বিশিস্ট পাশ্চাত্য হিন্দুরা পরিধান করেন তাহা অন্যে ব্যবহার করে ইহা কহিয়া তাহাদিগে ব্যঙ্গ করেন তবে এরূপ ধর্ম্ম সংহারকের প্রতি কি শব্দ উল্লেখ করা যায়।

১২৭ পৃষ্ঠে অনেক অযোগ্য ভাষা যাহা অতি নীচ হইতেও হঠাৎ সম্ভব হয় না তাহা কহিয়া পরে ১৩ পংক্তিতে লিখেন যে (ব্রহ্মজ্ঞানিরা বাহ্যে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শুদ্ধ সত্ত্ব ও সিদ্ধ পুরুষ জানিতে পারে তাহা করিবেন না কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত মদ্য মাংস ভোজনাদি গর্হিত কর্ম্মই করিবেন যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে"। উত্তর। —পূর্ব্বোত্তর লিখিত বচন, যাহা বিশ্ব গুরু আচার্য্যাদের ধৃত হয়, তদনুসারে তন্ত্র শাস্ত্র প্রমাণে জ্ঞানাবলম্বিদের মধ্যে অনেকে আহারাদি লোক যাত্রার নির্ব্বাহ করেন, ইহার নিন্দকের প্রতি যাহা বক্তব্য পরমারাধ্য মহাদেবই কহিয়াছেন অতএব আমরা অধিক কি লিখিব (যে দহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ। স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাস্তিকা যতঃ স্বতঃ)। যে খল পাপিরা পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করে সে আপনারই অনিস্ট করে যেহেতু তাঁহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। এই তন্ত্র শাস্ত্র প্রমাণে ভগবান্ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ও শুক্রাচার্য্য ও ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিরা পান ভোজনাদি করিয়াছেন এ ধর্ম্ম

সংহারককে বুঝি তাহা অবগত হইয়া না থাকিবেক। মিতাক্ষরাধৃত ব্যাস বচন। (উভৌ মধ্বাসবক্ষীণৌ উভৌ চন্দনচর্চ্চিতৌ। একপর্য্যঙ্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবার্জুনৌ।) আমি কৃষ্ণার্জুনকে এক রথে স্থিত চন্দন লিপ্ত গাত্র মাধ্বীক মদ্যপানে মত্ত দেখিলাম।

১২৮ পৃষ্ঠে পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা এই বচনকে ব্যঙ্গে লিখিয়া বিহিত মদ্যপান যাঁহারা করেন তাঁহাদের সাম্য হাড়ি ডোম চণ্ডাল যাহারা অবিহিত মদ্যপান করে তাহাদের সহিত করিয়াছেন। উত্তর।—বিহিত ও অবিহিত এবিচার না করিয়া কেবল আহারের একতা লইয়া যদি পরস্পর সাম্যের কারণ ধর্ম্ম সংহারকের মতে হয়, তবে তাঁহার মতে আরণ্য শূকর এবং সেই মনুষ্য বিশেষেরা যাহাদের কেবল ফলমূল কন্দ আহার হয় উভয়ের আহারের ঐক্য লইয়া পরস্পর কেন তুল্যতা না হয়? এবং কেবল দুগ্ধাহারির সহিত ছাগ মেষাদির বৎসের সহিত আহারের ঐক্যতা লইয়া সাম্য কেন না হয়? বস্তুতঃ দ্বেষ পৈশূন্য ও মৎসরতাতে নিতান্ত মুগ্ধ না হইলে এরূপ সাম্য কল্পনা ধর্ম্ম সংহারক হইতে কদাপি হইত না। পরমেশ্বর শীঘ্র ইহাঁকে এরূপ দ্বেষ পাশ হইতে মুক্ত করুন। ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে অতি দয়া বিস্তারোনাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরঃ॥

তৃতীয় প্রশ্নোত্তর

ধর্ম্মসংহারকের তৃতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বর নিষ্ঠ ব্যক্তিদের ছাগলাদি ছেদ করণ ঐহিক পারত্রিক নাশের কারণ হয়। ইহার উত্তরে মনু প্রভৃতির বচন প্রমাণ পূর্ব্বক আমরা লিখিয়াছিলাম যে বৈধ হিংসাতে ও বিহিত মাংসাদি ভোজনে দোষ নাই এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের আহারাদি লোক যাত্রা নির্ব্বাহ বেদোক্ত বিধানে অথবা তন্ত্রানুসারে কলিযুগে কর্ত্তব্য, অতএব বিহিত হিংসা ও বিহিত মাংস ভোজনে নিন্দার উল্লেখ বৌদ্ধ কিম্বা ধর্ম্মসংহারক ব্যতিরেকে অন্য কেহ করে না। ইহার প্রত্যুত্তরে ১২৯ পৃষ্ঠ অবধি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ

লিখিতেছি। ১৬ পংক্তি, "দুষ্টান্তঃকরণ দুর্জ্জনদিগের আন্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাতাও ভগ্নোদ্যম"। ১৩১ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে "হায় হায় একি অদৃষ্ট এত কষ্ট তথাপি না তাঁতিকুল না বৈষ্ণবকুল একুল ওকুল দুইকুল নষ্ট"। ১৩৮ পৃষ্ঠে "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানিদের দুর্ব্বোধ দূরে যাউক কি মধুর বচন শুনিতে পাই অন্তঃকরণে পুলকিত হই"। ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে "লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কানে কানে কহিয়াছেন" এখন বিশিষ্ট লোকেরা বিবেচনা করিবেন যে শাস্ত্রীয় বিচারে এসকল উক্তি পণ্ডিতেরা করেন কি জঘন্য নীচেরা এই সকল কদূক্তিকে সরস ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ও তদ্‌যোগ্য লোকের প্রশংসার নিমিত্ত উল্লেখ করিয়া থাকে, সে যাহা হউক আমাদের নিয়মানুসারে এসকল কটূক্তির উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু ঐ সকল পৃষ্ঠের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় কথা আছে তাহার উত্তর লিখিতেছি।

১২৬ পৃষ্ঠে লিখেন যে "তত্ত্বজ্ঞানির হিংসা মাত্রই অবিহিত হয় কিন্তু যে যে কর্ম্মে হিংসার বিধি আছে সেই সকল কর্ম্মে তাঁহাদিগের প্রতি অনুকল্পের বিধান করিয়াছেন"। উত্তর।—তত্ত্বজ্ঞানি শব্দের মুখ্যার্থ প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যক্তিরা হয়েন, তাহাদের প্রতি কর্ম্মেরি বিধি নাই সুতরাং কর্ম্মের অঙ্গ যে হিংসা তাহার অনুকল্প সুদূর পরাহত হয়, ভগবদ্গীতা (নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন) অর্থাৎ জ্ঞানির কর্ম্ম করিলে পুণ্য নাই এবং কর্ম্ম ত্যাগে পাপ হয় না। বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানিদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন জনক বশিষ্ঠাদি যখন লোক সংগ্রহের জন্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়াছিলেন তখন বিহিত হিংসাও করিয়াছেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানির প্রতি অনুকল্পের বিধি দিয়াছেন এরূপ কথন এমতেও অযুক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানি শব্দে যদি প্রাপ্ত জ্ঞান না কহিয়া জ্ঞানেচ্ছুক অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহারা সাধনাবস্থায় দুই প্রকার হয়েন তাহার উত্তম কল্প বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট সাধক ও কনিষ্ঠ কল্প বর্ণাশ্রমাচারহীন সাধক, তাহাতে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট সাধকের হিংসাত্মক নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়।

যাহা এই পুস্তকের ২৮৯ পৃষ্ঠ অবধি বিস্তার রূপে লিখা গিয়াছে এবং যজ্ঞীয় মাংস ভোজনের আবশ্যকতা মনু বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যথা মনুঃ (নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ। সপ্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিং) যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিতে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে সে মৃত্যু পরে এক বিংশতি জন্ম পশু হয়। বরঞ্চ ভগবান্ মনু ঐ প্রকরণে লিখেন যে (এস্বর্থেষু পশূন্ হিংসন বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ। আত্মানঞ্চ পশূংশ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিং) এসকল কর্ম্মে পশু হিংসা করিয়া বেদার্থ বিজ্ঞ দ্বিজেরা আপনাকে ও পশুকে ও উত্তমা গতি প্রাপ্ত করান। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত এবং মনু বচনের বিপরীত যে কোনো মত থাকে সে প্রশংসনীয় নহে।

১৩৭ পৃষ্ঠে (মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ) ইত্যাদি মনুর দুই বচন লিখিয়াছেন। তাহার দ্বারা আম্মাদের পূর্ব্ব লিখিত যে (দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্) ইত্যাদি বচনেরই পোষক হইয়াছে অর্থাৎ বৈধ হিংসাতে কদাপি দোষ নাই।

১৩৮ পৃষ্ঠে অগস্ত্য সংহিতার বচন লিখেন যে (হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা চ রাজসী। ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকামতা।) কি বৈধ কি অবৈধ হিংসা মাত্রই করিবেক না যেহেতু বৈধ হিংসাও রাজসী হয়, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্ব গুণাবলম্বী হয়েন অতএব তাহা করিবেন না। আর ঐ পৃষ্ঠে মহাকাল সংহিতার বচন লিখেন যে (বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী গৃহস্থোবা দয়াপরঃ। সাত্ত্বিকো ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ যশ্চ হিংসাবিবর্জ্জিতঃ। তে ন দদ্যুঃ পশুবলিমনুকল্পং চরন্ত্যপি) অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, আর দয়াবান্ গৃহস্থ, এবং সাত্ত্বিক, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, ও হিংসা বিবর্জ্জিত ব্যক্তি, ইহাঁরা পশু বলিদান করিবেন না, কিন্তু যে স্থানে বলিদানের আবশ্যকতা হয় সেস্থানে অনুকল্পের আচরণ করিবেন। উত্তর।—এসকল বচনে এবং অন্য যে যে বচনে বৈধ হিংসার দোষ ও অকর্ত্তব্যতা লিখেন সে সকল সাংখ্য মতের অন্তর্গত, কিন্তু গীতা মত বিরুদ্ধ এবং মনু বাক্য বিপরীত হয়, গীতা (ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেব কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি

মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং) অর্থাৎ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মেতে হিংসাদি দোষ আছে এনিমিত্ত সাংখ্যেরা যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অকর্ত্তব্য কহেন, আর মীমাংসকেরা কহেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; কিন্তু এসকল কর্ম্ম যাহাকে সাংখ্যেরা নিষেধ করেন ও মীমাংসকেরা বিধি দিতেছেন তাহা আসক্তি ও ফল ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য হয় হে অর্জ্জুন নিশ্চিত আমার এই উত্তম মত॥ ইত্যাদি বচনে বৈধ হিংসার অনুমতি ব্যক্ত রূপে কহিয়াছেন। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ১ পাদে ২৫, সূত্র (অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম হিংসা মিশ্রিত প্রযুক্ত অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপজনক হয় এমত নহে যেহেতু বেদে তাহার বিধি দিয়াছেন। এবং স্মার্ত্ত প্রভৃতি তাবৎ নবীন ও প্রাচীন নিবন্ধকারেরা ভগবদ্গীতার এবং মনু বাক্যানুসারে ও বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শনের প্রমাণে বৈধ হিংসার কর্ত্তব্যতা লিখিয়াছেন এবং বৈধ হিংসাতে যে সকল দোষ শ্রুতি আছে তাহাকে মন্বাদি বাক্যের বিরুদ্ধ সাংখ্যমতীয় জানিয়া আদর করেন নাই॥ (ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকামতাঃ) এই অগস্ত্য সংহিতা বচনের টীকা। এই রূপ ধর্ম্ম সংহারক ১৩৮ পৃষ্ঠে লিখেন "এস্থানে কোনো নিপুণ মতি কহেন যে ব্রহ্মজ্ঞানির সর্ব্ব শাস্ত্রেই অহিংসা দর্শনে এবং ব্রাহ্মণ জাতির শাস্ত্রান্তরে বৈধ হিংসা বিধি শ্রবণে এই বচনে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি নহে কিন্তু ব্রহ্মকে জানেন এই ব্যুৎপত্তির অনুসারে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানী এই অর্থ সুতরাং বক্তব্য হয়।" উত্তর।—এবচনে ব্রাহ্মণের হিংসা ত্যাগের কারণ লিখেন, যে তাঁহারা সাত্ত্বিক হয়েন ইহাতে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতিরই গ্রহণ হয়, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ প্রধান হয়েন অতএব শম দমাদি তাঁহাদের প্রাধান্য রূপে কর্ম্ম হয় (চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ) এ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান শ্রীধর স্বামী সত্ত্ব প্রধান ব্রাহ্মণ হয়েন এই বিবরণ করিয়াছেন, এবং গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে লিখেন (শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং) শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, শরলতা, শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অনুভব, আস্তিক্য বুদ্ধি, এ সকল সত্ত্বগুণ প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের, স্বাভাবিক কর্ম্ম হয়। অতএব সাংখ্যমতীয় অগস্ত্য সংহিতা বচনের স্পষ্টার্থ, এই যে যদ্যপিও যজ্ঞীয় হিংসা

কর্ত্তব্য হইয়াছে তথাপি ব্রাহ্মণেরা সাত্ত্বিক হয়েন ও শমদমাদি তাঁহাদের কর্ম্ম একারণ বৈধহিংসাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। অতএব এরূপ মুখ্য স্পষ্টার্থের সম্ভাবনা সত্বে বিপরীতার্থের কল্পনা যে নিপুণমতি করিয়াছেন তিনি ধর্ম্মসংহারক কিম্বা তাঁহার সহায় হইবেন; অধিকন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠের প্রতিও বিহিত হিংসার নিষেধ নাই, ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ (আত্মনি সর্ব্বে-ন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বা ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ) পরমাত্মাতে ইন্দ্রিয় সকল সংযোগ করিয়া বিহিত ব্যতিরেকে হিংসা করিবেন না। এবং পুরাণ ইতিহাসেতেও বশিষ্ঠ, ব্যাস, প্রভৃতি জ্ঞানীরা বিহিত হিংসা ও বিহিত মাংসাদি ভোজন আপনারা করিয়াছেন ও জনক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যজমানকে অশ্বমেধাদি হিংসাযুক্ত কর্ম্ম করাইয়াছেন, এইরূপ মহাকাল সংহিতার ঐ বচন সাংখ্যমতান্তর্গত হয় বিশেষত ঐ বচন বলিদান প্রকরণে লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাবৎ বৈধহিংসার অনুকল্পের অনুমতি বোধ হয় নাই।

১৩৯ পৃষ্ঠে পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের বচন লিখেন, তাহাতেও বৈধ হিংসার নিষেধ নাই কেবল জীবনার্থ ও স্বভক্ষণার্থ নিষিদ্ধ করিয়াছেন ইহ সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত বটে।

১৪৫ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে " কখন ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী কখন বা ভাক্ত বামাচারী " এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এই রূপ পুনঃ পুনঃ কথন আছে, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য্য কি যেহেতু তাঁহার এ বোধও নাই যে কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞান মূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় (একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং) এবং দ্রব্যশোধনে সর্ব্বত্র বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্ত্যান, অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে। কুলার্চ্চন দীপিকাধৃত তন্ত্র বচন (অনেকজন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। ব্রতক্রতু-তপস্তীর্থদানদেবার্চ্চনাদিষু। তৎফলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং নচান্যথা। কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে) তথাচ (জীবঃ প্রকৃতি-তত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে

ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পং এতেষ্বাচরণঞ্চ য়ৎ। কুলাচরঃ সএবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষদঃ।)

১৪৮ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে লিখেন যে "স্ব স্ব উপাসনা শব্দেই বা তাঁহার অভিপ্রেত কি—যদি ব্রহ্মোপাসনাই হয় তবে ব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" উত্তর।—যাঁহার কিঞ্চিৎও শাস্ত্রজ্ঞান আছে তিনি অবশ্যই জানেন যে দেবতারাই কেবল যজ্ঞাংশ ভাগী হয়েন, অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে পশুঘাতের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্ শাস্ত্রে লিখিত আছে এ প্রশ্ন করা সর্ব্ব প্রকারে অযোগ্য হয়, বস্তুত (ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা) এবং (ব্রহ্মার্পণেন মন্ত্রেণ পানভোজনমাচরেৎ) এই প্রমাণানুসারে ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠের পান ভোজন বিহিত হয় এবং পরব্রহ্মের সর্ব্ব ময়ত্ব প্রযুক্ত ও তদ্ভিন্ন বস্তুর যথার্থত অভাব প্রযুক্ত, পান ভোজন দ্রব্যের নিবেদন তাহার প্রতি সম্ভব নহে। অধিকন্তু অন্য দেবতার উদ্দেশে দত্ত যে সামগ্রী তাহা ভক্ষণের নিষেধ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি নাই, ধর্ম্মসংহারক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিতে পারেন।

১৫১ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদি কিঞ্চন" এবচনে মৎস্য মাংসাদি তাবৎ দ্রব্যেরি স্বতঃ কিম্বা পরতঃ সামান্যত দেবতাকে অনিবেদিত ভোজনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যথা অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য এবং এক দেবতার উপাসক দেবতান্তরের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না" এরূপ কথনের দ্বারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে কোন দেবতা বিশেষের নৈবেদ্য ভোজন দ্বারা সেই দেবতা বিশেষের উপাসক হয় না।

১৫৭ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "বেদোক্তেন বিধানেন ইত্যাদি মহানির্ব্বাণ বচনে লোকযাত্রা শব্দে কেবল মদ্য মাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কাণে কাণে কহিয়াছেন" আমাদের প্রথম উত্তরের ৩৩ পৃষ্ঠে ঐ পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থ এই রূপ লিখা গিয়াছে যে (জ্ঞানে

যাঁহার নির্ভর তিনি সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন” অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠেরা লৌকিক ব্যবহার কলিতে আগমোক্ত বিধানে করিতে সমর্থ হয়েন, এই বিবরণে মদ্য মাংস ভোজন এশব্দও নাই, তবে সর্ব্বদা মদ্য মাংস খাইবার লালসাতে ধর্ম্মসংহারক স্বপ্নে এবং জাগ্রদবস্থায় কেবল মদ্য মাংসই দেখিতে পান, সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে (লোক-যাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংসাদি ভোজন এই অর্থ কি মহাদেব তাঁহার কাণে কাণে কহিয়াছেন) বস্তুত শাস্ত্র কর্ত্তাদের গ্রন্থ প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে ঐ সকল শাস্ত্র মনুষ্যের সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কর্ণগোচর হয়, অতএব ভগবান মহেশ্বর ঐ বচন প্রাপ্ত “ যাত্রা ” শব্দের অর্থ আমাদের কর্ণে পরম্পরায় ইহা কহিয়াছেন যে সাংসারিক ব্যবহার অর্থাৎ সংস্কার ও বিত্তোপার্জ্জন, পোষ্যবর্গ পালন ও আহারাদি, যাহা গৃহস্থের জন্যে ইহ-লোক নির্ব্বাহে আবশ্যক, তাহা আগমোক্ত বিধানে সম্পাদন করিবেন (লোকস্তু ভুবনে জনে ইত্যমরঃ, যাত্রা স্যাৎ পালনে গতৌ ইতি) এবং ভগবান্ শ্রীধরস্বামী (শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ) এই গীতা বচনের অর্থে লিখেন যে, কর্ম্মমাত্রও যদি তুমি না কর তবে শরীর নির্ব্বাহ ও হইতে পারে না, এস্থলে শরীর যাত্রা শব্দে শরীর নির্ব্বাহ শ্রীধর স্বামীর কর্ণে ভগবান্ কৃষ্ণ কহিয়া ছিলেন কি না ইহার নিশ্চয় ধর্ম্মসং-হারক অদ্যাপি বুঝি করেন না। আর ঐ বচন অবলম্বন করিয়া ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে (ঐ বচনে জ্ঞানিদের স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে নিবেদিত মাংসাদি ভোজনই বা কি রূপে প্রাপ্ত হয় ”। উত্তর।—আগমোক্ত বিধানে যদি সংসার নির্ব্বাহার্থ আহারাদি করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ সমর্থ হইলেন তবে ব্রহ্মার্পণ সংস্কারে আগম বিহিত মাংসাদি ভোজন অবশ্য প্রাপ্ত হইল ইহার বিশেষ বিবরণ পরিচ্ছেদের শেষে লিখা গেল পণ্ডিতেরা যেন অবলোকন করেন। আমরা প্রথম উত্ত-রের ২৩৬ পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম যে (ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিরা কি রূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত মাংস ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি তত্তৎ কালে উপস্থিত

হইয়া নৃত্য কি উৎসাহ করিতে দর্শন করিয়াছেন” ইহার উত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১৩৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে “ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানির কি ভ্রান্তি, দর্শনের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে দশের বচনই সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়”। উত্তর।—দশের মুখই প্রমাণ এই নিয়ম যদি ধর্ম্ম সংহারক করেন তবে এ বিশিষ্ট সন্তান আমাদের প্রতি যে পান ও হিংসার উল্লেখ করেন ততোধিক ঐ দশ মুখ প্রমাণ দ্বারা তাঁহার অতি মান্যের ও অতি প্রিয়ের বর্ণন বাহুল্য আছে কিন্তু আমরা সে উদ্বেগ জনক বাক্য কহিব না।

১৪৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে “ অতি শিশু ছাগলকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া কাহার বা পুরুষাঙ্গ হীন পূর্ব্বক উত্তম আহারাদি দ্বারা পালন করত—অঙ্গুলির দ্বারা ভোজনের উপযুক্ততানুপযুক্তত্ব পরীক্ষণ করিয়া যখন বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ দর্শন করেন তৎকালে পরম হর্ষে বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বহস্তে বহু প্রহারে ছেদনানন্তর স্বোদর পূরণ করিয়া থাকেন” উত্তর।—এরূপ অলীক কথন যাহার স্বাভাবিক চিত্ত তাহা হইতে কদাপি হয় না, যদ্যপি এ অমূলক মিথ্যার সমুচিত উত্তর এই ছিল যে হিন্দুর সর্ব্বথা অভক্ষ্য যে পশু তাহার বৎসের ঐ রূপ পালন ও পরে হিংসন ধর্ম্মসংহারক স্বয়ং করিয়া থাকেন কিন্তু অদ্যাবধি কে কোথায় অলীক বক্তা ব্যলীকের সহিত রাগান্ধ হইয়া অলীক কথন করিয়াছেন। ১৪৬ ও ১৪৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক ব্যক্তি পণ্ডিত সভাতে আপনাকে বৈদিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক, রূপে প্রকাশ করাতে তাঁহাদের বিচার দ্বারা আপনাকে পশ্চাৎ কৃষি কর্ম্মকারী স্বীকার করিলেন। উত্তর।—পণ্ডিত সভাতে এরূপ অপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশে তাহার কেবল লজ্জাকর হয়, সেইরূপও অপণ্ডিতমণ্ডলীতে যথার্থ কথনের দ্বারা পণ্ডিতও অপমানিত হইয়াছেন ইহাও শ্রুত আছে যেমন মূর্খদের সভাতে কোনো এক পণ্ডিত শাক, শাল্মলি, বক, ইহা কহিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন যেহেতু তাহারা শাগ শিমুল বগ ইহাকেই শুদ্ধ জ্ঞান করিত। আমরা প্রথম উত্তরের ২৩৬ পৃষ্ঠে লিখি যে “ পরমেশ্বরের জন্ম মরণ চৌর্য্য পারদার্য্য ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন” তাহার উত্তরে প্রথমত ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে “ শ্রীভগবানের জন্ম ও

মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়" এবং জনন মরণের প্রমাণের উদ্দেশে গীতা, বিষ্ণু পুরাণ, অগস্ত্যসংহিতাদির বচন লিখিয়াছেন পরে আপনি এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যথা করিয়া সিদ্ধান্তে ১৪৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন "অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু বাস্তব নহে" অধিকন্তু ১৩৫ পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখেন যে " পরমার্থ বিবেচনায় মনুষ্যেরও জন্ম মৃত্যু কহা যায় না "। উত্তর।—এপ্রমাণ বটে যে কি জীবের কি ভগবান্ রামকৃষ্ণ প্রভৃতির " পরমার্থ বিবেচনায় জন্ম মৃত্যু কহা যায় না" তবে কি প্রকারে ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিলেন যে " ভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়" এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে আমরা লিখিয়া ছিলাম যে ধর্ম্ম সংহারক পরমেশ্বরে জন্ম মরণাদি দোষ যথার্থ বোধে দিতে পাবেন তাহা তাঁহাদেরই প্রথম বাক্যানুসারে প্রমাণ হইল কি না।

ভগবদ্গীতা শ্লোকের অর্থকে যে অন্যথা কল্পনা করিয়াছেন তাহার যথার্থ বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিয়া লিখিতেছি (বহূনি মে ব্যতীতানি) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ১৪১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে "আমি মায়া রহিত একারণ আমার সকল স্মরণ হয়" কিন্তু শ্রীধরস্বামী লিখেন যে (অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ) অর্থাৎ আমার বিদ্যা মায়া, যাহার প্রকাশ স্বভাব হয়, সুতরাং আমার সকল স্মরণ হয়। এবং ইহার পর শ্লোকে স্পষ্টই কহিতেছেন (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া) আমি শুদ্ধ সত্ব স্বরূপ আপন মায়াকে স্বীকার করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্বি সত্বাত্মক মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হই। অতএব মূর্ত্তি যদ্যপিও বিশুদ্ধ, তেজস্বি, সত্ত্বগুণাত্মক, হয়েন তথাপিও সে মায়াকার্য্য। এবং ঐ অর্থকে আরো দৃঢ় করিতেছেন শারীরক ভাষ্যধৃত স্মৃতি (মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি) হে নারদ সর্ব্বভূত গুণ বিশিষ্ট আমাকে যে দেখিতেছ এমায়ার সৃষ্টি আমি করিয়াছি কিন্তু এরূপ আমাকে যথার্থ জানিবে না। অধ্যাত্ম রামায়ণ (পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশং) হে রাম রূপহীন যে তুমি তোমার যে এই সুন্দর মনুষ্য বেশ দেখিতেছি সে কেবল মায়া

বিড়ম্বনাতে কৃত হয়। দেবী মাহাত্ম্য (বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ) অর্থাৎ যেহেতু বিষ্ণু ও আমি এবং মহাদেব আমরা যে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, হে.মহামায়া,সে তুমি আমাদের দ্বারা করিয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত মৎস্য মাংস ভোজনের বিষয়ে দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত ১৫২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন (যদি স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে অনিবেদ্য যে দ্রব্য তাহাতে প্রবৃত্তি হয় তবে স্বতঃ কিম্বা পরতঃ দেবতান্তরের নিবেদিত করিয়া ভোজনে তাঁহার বাধা কি যেহেতু দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্যের ভোজনেই শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে"। উত্তর।—এবিধি বিষ্ণূপাসকের প্রতি সম্ভবে না, যে হেতু স্মার্ত্তধৃত বহ্বৃচ গৃহ্য পরিশিষ্ট বচনে এবং নানা বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রমাণে বিষ্ণূপাসকের অন্য দেবতা নৈবেদ্য ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতি আছে যথা (পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং। অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ) দেবতা, সিদ্ধগণ ও ঋষি সকল ইহাঁরা বিষ্ণু নৈবেদ্যকে পবিত্র করিয়া জানেন অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেক। বাস্তবিক এই ব্যবস্থার দ্বারা ইহা জানাইয়াছেন যে ধর্ম্মসংহারকের মৎস্যাদিতে এপর্য্যন্ত লোভ যে তাঁহার স্বীয় ইষ্ট দেবতার অনিবেদিত হইলেও তাহাকে স্বত কিম্বা পরত দেবতান্তরকে দিয়া ভোজন করেন, অতএব ১৪৮ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন " যদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে দেবতা বিশেষের উপাসনা হয় তবে কেবল ভোজন কালেই স্মরণ প্রযুক্ত সুতরাং তেঁহ ভাক্ত কর্ম্মির অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবেন " সেই কথনের বিষয় তেঁহ আপনিই হইলেন কি না।

১৫৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে "ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির সজ্জনতাতে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানির মৎসরতার ভ্রম এবং ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানির প্রারব্ধের ভোগে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির ঐহিক ভোগের ভ্রম, সজ্জনের এই স্বভাব যে সদ্বংসজাত ব্যক্তি সকলকে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহাদিগ্যে সদুপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত করান তাহাতেও যদি না হয় তিরস্কার করিয়া থাকেন" উত্তর।—কোন কোন ব্যক্তি বিশেষেরা দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা যে কর্ম্ম

করেন তাহাকে অন্য কোনো ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম রূপে প্রমাণ করিবার ইচ্ছুক হইয়া পরে প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াও সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কুকর্ম্মি ও তাঁহাদের আহারকে অশুচি ইত্যাদি পদের উল্লেখ করেন, ইহাতেও তাঁহাকে মৎসর না কহিয়া যদি সুজনের মধ্যে গণিত করা যায় তবে দুর্জন ও মৎসর পদের বাচ্য প্রায় দুর্লভ হইবেক। বস্তুত সজ্জনেরা যদি কাহারো আহারকে দূষ্য ও কর্ম্মকে নিন্দিত জানেন তথাপি যে পর্য্যন্ত বিচার পূর্ব্বক তাহার দূষ্যত্ব প্রমাণ না করিতে পারেন কদাপি ভোজ্য ও ভোক্তার প্রতি দুর্ব্বাক্য কহেন না, বরঞ্চ বিচারে পরাস্ত করিলেও তাঁহারা সৌজন্যের বাধ্য হইয়া নীচের ভাষা কদাপি কহিতে সমর্থ হয়েন না।

১৫৫ পৃষ্ঠে লিখেন "কেহ কাহারো প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ কদাচ নিবারণ করিতে পারেন না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কীট পক্ষি গবাদি ও শূকর, ইহারা উত্তম আহার দ্বারা গৃহস্থের গৃহে প্রতিপালিত হইলেও প্রারব্ধের গুণে পতঙ্গ উচ্ছিন্ট পত্র ও মলমূত্র ভক্ষণে ব্যাকুল হয়"। উত্তর।—এ উদাহরণের দ্বারা ধর্ম্মসংহারক স্বহস্ত লগ্ন খড়্গের দ্বারা আপন মস্তকচ্ছেদ করিয়াছেন, যেহেতু বিশেষ ধনবত্তা থাকিতেও পশুরও অগ্রাহ্য দ্রব্যকে সর্ব্বাগ্রে ভক্ষণ করিতেছেন আর দেবতা এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিরা ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তিরা যে মাংস দুর্লভ জানিয়া আহার করিতেন,' তাহা ত্যাগ করিয়া পর্য্যুষিত শাক ও তিক্ত পত্রাদিকে অতি প্রিয় আহার জ্ঞান করেন অতএব তাঁহার প্রতিই তাঁহার উদাহরণ অবিকল সঙ্গত হয়।

১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠে গীতার বচনানুসারে আহারের সাত্বিকতা ও তামসতা কহিয়াছেন "যে ভোগ্য ভোক্তার আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদ্যাত হয় সেই ভোজন সাত্বিকের প্রিয় তাহার নাম সাত্বিক—প্রহরাতীত, বিরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিন্ট, অথবা অস্পৃশ্য এই প্রকার যে কদর্য্য ভোগ সেই তামসদিগের প্রিয় তাহার নাম তামসিক"। উত্তর।—বিজ্ঞ লোক ঐ দুই বচনের অর্থ বিবেচনা করিবেন যে আয়ু উৎসাহ বল আরোগ্য ইত্যাদি বর্দ্ধন গুণ ঘৃত মাংসাদি আহারে থাকে কি ঘাস মৃতমৎস্য ইত্যাদি আহারে জন্মে। এবচনস্থ (রস্যাঃ) এই পদের অর্থ শ্রীধরস্বামী লিখেন যে (রসবন্তঃ) ধর্ম্মসংহারক

লিখেন (মধুরঃ) আর শেষ বচনস্থ (অমেধ্যং) এই পদের অর্থ স্বামী লিখেন যে (অভক্ষ্য কলঞ্জাদি) কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লিখেন (অস্পৃশ্য) সংপ্রতি পূর্ব্বোক্ত বিবরণকে বোধ সুগমের নিমিত্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি, সাঙ্খ্যমতে এবং অন্য কোন কোন শাস্ত্রে বৈধ হিংসাতেও পাপ লিখিয়াছেন, পরন্তু মন্বাদি স্মৃতি ও মীমাংসা, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ও ভগবদ্গীতাতে এবং প্রাচীন নব্য সংগ্রহেতে বিহিত হিংসা পাপ জনক নহে ইহা লিখেন, তাহাতে ভগবান মহেশ্বর বিহিত হিংসাকে যুক্তি দ্বারা সঙ্গত করিয়া ভুরি তন্ত্রে তাহার কর্ত্তব্যতার আজ্ঞা দিয়াছেন,তথাচ কুল তন্ত্রে (জলং জলচরৈর্মিশ্রং দুগ্ধং গোমাংসনিঃস্বতং। অন্নানি মেদজাতানি নিরামিষ্যং কথং ভবেৎ) অর্থাৎ লোকে নিরামিষ্য ভোজনের সম্ভাবনা নাই যেহেতু জল পান ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রাণ ধারণ হয় না সে জল মৎস্য, শামুক ও ভেক, সর্পাদির ক্লেদে মিশ্রিত হয় এবং জলীয় কীট যাহা সূক্ষ্ম দর্শন যন্ত্রের দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সেই সকল কীটেতেও জল পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব জল পান দ্বারা ঐ ক্লেদ পান ও কীট ভক্ষণ হইতে পরিত্রাণ নাই, সেই রূপ দুগ্ধ গোমাংস হইতে নিঃস্বত হয় যেহেতু গাবীর আহারের পরিমাণে ও আহারের গন্ধানুসারে দুগ্ধের পরিমাণ ও গন্ধ হইয়া থাকে ইহা দেখিয়াও বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা তাহা পান করেন আর তাবৎ অন্ন গোধূমাদি মধুকৈটভের শরীর যে এই মেদিনী তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং মনুষ্য ও পশ্বাদি তাবৎ জীবের মৃত শরীর ও শরীরের রক্ত ক্লেদ ইহা প্রত্যক্ষ মৃত্তিকা রূপে অল্পকালেই পরিণত হইতেছে যাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, পরে সেই শস্য সকলের আহার হইয়াছে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা বিহিত আমিষ্য ভোজনে উৎসাহ পূর্ব্বক নিন্দা করেন তাঁহারাই স্বয়ং অবিহিত আমিষ্য ভোজন বারম্বার করিয়া থাকেন। গুড় চিনি প্রভৃতি দ্রব্যে পিপীলিকা কীটাদি পতিত হইবাতে তাহার শরীর নির্গত রসে ঐ সকল বস্তু মিশ্রিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া সেই সেই দ্রব্যকে পান যোগ্য করিবার নিমিত্ত জল সংযুক্ত করেন, পরে ছানিবার সময়ে ঐ দ্রব্যের ও মৃত পিপীলিকা কীটাদির স্থূল অংশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অংশের গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ ঘৃতাদিতে

পতিত কীট পিপীলিকাদির রসকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা নিঃসৃত করিয়া পরে ছানিবার দ্বারা তাহার স্থূল অংশ বর্জ্জন ও সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করেন, সেই রূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ মৃত মক্ষিকা ও তাহার বৎস ও ক্লেদ এসকল সম্বলিত চাঁকের পিষ্পীড়ন পূর্ব্বক মধু গ্রহণ ও পান করেন। এই রূপ নানাবিধ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আমিষ ভোজন শত শত বচন থাকিলেও বস্তুত নিরামিষা ভোজন হইতে পারে না, তবে বচন বলে এসকলের দোষ নিবারণের যত্ন করা উভয় পক্ষেই সমান হয় অর্থাৎ বিহিত মাংস ভোজনের নির্দোষত্বে এই রূপ শত শত বচন আছে॥ অতএব বাস্তবিক নিরামিষ্যের অসম্ভাব্য প্রযুক্ত অবিহিত আমিষের নিষেধ পূর্ব্বক বিহিত আমিষের বিধান ভগবান্ পরমারাধ্য করিতেছেন, কুলার্ণবে (তৃপ্ত্যর্থং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ। সেবেত মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ সপাতকী) সর্ব্ব দেবতার তুষ্টির ও ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি নিমিত্ত মধু ও মাংস সেবন করিবেক, লোভ প্রযুক্ত অবিহিত ভোজন করিলে পাতকী হয়। ইতি তৃতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে ভূরি কৃপাবলোকোনাম পঞ্চম পবিচ্ছেদঃ॥ সমাপ্তং তৃতীয় প্রশ্নোত্তরং॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

ধর্ম্মসংহারক ১৬০ পৃষ্ঠে (যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং) এই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া ১৪ পংক্তি অবধি লিখেন যে "এই নীতি শাস্ত্রের বচনেব তাৎপর্য্য নহে যে এই যৌবনাদি চতুষ্টয় ব্যক্তি মাত্রেরি অনর্থের কারণ কিন্তু দুঃশীল দুর্জ্জনদিগের সকল অনর্থের সাধন হয়" এবং রাবণ ও বিভীষণাদির দৃষ্টান্ত দিয়া পরে ১৬১ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে "ইদানীন্তন অনেক দুর্জ্জন ও সুজনেরও যৌবনাদিতে দৌর্জ্জন্য ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে।" উত্তর।—আমাদের প্রথম উত্তরে সামান্যতঃ কথন ছিল যে কেহ পিতা অবর্ত্তমানে যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রযুক্ত অনর্থ করিতেছেন; কেহ বা পিতা বিদ্যমান প্রযুক্ত ধন ও প্রভুত্ব তাঁহার নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত নানা অনর্থকারী হয়েন। তাহাতে আমা-

দের এই বাক্যকেই ধর্ম্মসংহারক বস্তুত আপন প্রত্যুত্তরে দৃঢ় করিয়াছেন যে যৌবন, ধন, ইত্যাদি দুর্জ্জনেরি অনর্থের কারণ হয়, সংপ্রতিক ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া দৌর্জ্জন্য কিম্বা সৌজন্য বিবেচনা করা উচিত,—ধর্ম্মসংহারকের সেরূপ বিভব ও অমাত্য ও সৈন্য সেনাপতি নাই যে যাহার প্রতি দ্বেষ হয় তাহাকে বধ কিম্বা দেশ হইতে নির্যাপন রূপ অনর্থ করিতে পারেন, কেবল কিঞ্চিৎ বিভব আছে যাহার দ্বারা ছাপা করিবার ব্যয়ে কাতর না হয়েন, তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় বিচার স্থলে প্রশ্ন চতুস্টয়ের ও প্রত্যুত্তরের ছলে এরূপ দুর্ব্বাক্য, যাহা অতি নীচেও কহিতে সঙ্কোচ করে, তাহা স্বজন ও অন্যকে কহিয়া নানা অনর্থের মূলীভূত হইতেছেন, যদি শাস্ত্রীয় বিচার অভিপ্রেত ছিল তবে চণ্ডাল, কুক্কুর, শূকর, ইত্যাদি পদ প্রয়োগ বিনা কি শাস্ত্রীয় বিচার হইতে পারে না। এবং ঐ পৃষ্ঠেতে আপন সৌজন্যের প্রমাণ লেখেন যে "কেহ কেহ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী রূপে বিখ্যাত" যদি স্বগৃহীত নাম লোকের সদ্‌গুণের প্রমাণ হয় তবে মনসাপোতার দ্বিজরাজ সর্ব্বোত্তম রূপে মান্য কেন না হয়েন।

১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে "সুশীল সুজন দিগের—বৃথা কেশ চ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদা ভক্ষণ,জবনী গমন ও বেশ্যা সেবন সর্ব্বকালেই অসম্ভব"। উত্তর।—এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় তবে দুর্জ্জন পদ প্রয়োগ তাহার প্রতি সঙ্গত হয় কি না? শৈব ধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়, শাস্ত্র বোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়েই তুল্য রূপে মান্য হইয়াছেন একের মান্যতা অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোনো যুক্তি ও প্রমাণ নাই।

১৬৩ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে সম্বিদার সুরাতুল্যত্বে প্রমাণ চাহিয়াছেন। উত্তর।—যে শাস্ত্রানুসারে মন্ত্র গ্রহণ ও উপাসনা করিতেছেন, সেই শাস্ত্রেই দিব্য, বীর, পশু, তিন ভাব উপাসকেদের লিখেন, তাহাতে পশু

ভাবে মাদক দ্রব্য মাত্রের নিষেধ করিয়াছেন, যথা কুলার্চ্চন চন্দ্রিকা ধৃত কুব্জিকাতন্ত্র (পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ—ন পিবেম্মাদকদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ) তথা (সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী)

১৬৩ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিদের কোনো কোনো ব্যক্তির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুক্লতা দৃষ্ট হইতেছে, যদি তাঁহারা জবনের কৃত কলপের দ্বারা কেশের কৃষ্ণতা করিতেন তবে শুক্লতার প্রত্যক্ষ কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারো হইত না"। উত্তর।—ধর্ম্ম সংহারকের নিয়মই এই যে প্রত্যক্ষ অপলাপ ও অযথার্থ কথনের দ্বারা জগৎকে প্রতারণা করিবেন, অদ্যাবধি এমত কলপ কোথায় জন্মিয়াছে যে একবার গ্রহণে কেশের শুক্লতা কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারও প্রত্যক্ষ না হয়? কলপ দিবার দুই তিন দিবস পরে কেশ বৃদ্ধি হইবার দ্বারা তাহার মুলের শুক্লতা সুপক্ষ বিপক্ষ সকলেরি প্রত্যক্ষ হয়। আর এই পৃষ্ঠের শেষে ধর্ম্মসংহারক বুঝি স্বপ্নে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে অস্মদাদির মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি কৃত্রিম দন্ত ও মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলের লোম মুণ্ডন ও সমুদায় মস্তকের মুণ্ডন করিয়া থাকেন, এ উন্মত্ত প্রলাপের কি উত্তর আছে, যদি কোনো ব্যক্তি অস্মদাদির মধ্যে বার্দ্ধক্যের প্রত্যক্ষ ভয়ে এরূপ করিয়া থাকেন, যাহা আমরা জ্ঞাতা নহি, তবে তিনি ধর্ম্মসংহারকেরই তুল্য এতদংশে হইবেন।

১৬৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তিতে লিখেন যে (যদি প্রধান ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানির মানিত হইয়া কোনো কোনো ক্ষুদ্র ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মিথ্যা বাণী কহেন যে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি দিগের মধ্যেও কোনো কোনো ব্যক্তিকে জবনী গমনাদি করিতে আমরা দর্শন করিয়াছি, তবে সেই সেই সাক্ষির প্রামাণ্য কি রূপে হইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রে তাদৃশ দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অসাক্ষিত্ব কহিতেছেন)। উত্তর।—প্রামাণ্য ভয়ে সাক্ষিকে দুষ্ট কহা কেবল ধর্ম্মসংরকেরই বিশেষ স্বভাব হয় এমত নহে, কিন্তু সামান্যত চোর ও ব্যভিচারী তত্তদ্দোষ প্রমাণ হইবার সময়ে সাক্ষিকে দুষ্ট ও অপ্রমাণ কহিয়াই থাকে, বরঞ্চ গ্রামের সকল লোককে আপন বিপক্ষ কহিয়া নিস্তারের পথ অন্বেষণ করে, কিন্তু চোর দুরাচার জগতের মুখ রুদ্ধ করিয়া অস্বীকার বলে কবে

নিস্তার পাইয়াছে। ১৬৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "প্রয়াগাদি সপ্ত আর প্রায়শ্চিত্ত চূড়া এই নয় প্রকার কেশ ছেদের নিমিত্ত হয় তাহার কোন নিমিত্ত প্রযুক্ত যে কেশ ছেদ তাহার নাম্ নৈমিত্তিক কেশ ছেদ" পরে ১৬৮ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে এই বচন লিখেন "প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং মাতাপিত্রোর্গুরৌ মৃতে। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতং)—প্রায়শ্চিত্ত ও চূড়াতে কেশ ছেদন প্রসিদ্ধই আছে" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ বচন প্রাপ্ত যে বপন শব্দ তাহার তাৎপর্য্য যদি সর্ব্ব কেশ মুণ্ডন হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে কেবল ঐ বচনানুসারে ব্যবস্থার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু পিতৃ মাতৃ গুরু মরণে ও আরাধনাদিতে ঐ বচন প্রাপ্ত ব্যবস্থার অনাদর দেখিতেছি, আর যদি শিখা ব্যতিরিক্ত মুণ্ডন ঐ বচনস্থ বপন শব্দের অর্থ হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে ঐ বচন প্রাপ্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে অন্য বচনের সহিত এক বাক্যতা করিয়া মিতাক্ষরাকার প্রয়াগেও শিখা ব্যতিরিক্ত কেশ বপন অঙ্গীকার করেন, কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রয়াগাদিতে বচনান্তর প্রমাণে সর্ব্ব মুণ্ডন কর্ত্তব্য কহিয়াছেন, সেই রূপ পূর্ণাভিষেকিরা বিশেষ সংস্কারে শিখা ত্যাগে পাপ বুদ্ধি করেন না। যদি আমাদের মধ্যে মস্তকের ঊর্দ্ধ ভাগে গ্রন্থি বন্ধন যোগ্য কেশের বপন কেহ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম উত্তরে ২৩৮ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে (এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহাপাতক শ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্ত ঐ রূপ অল্পায়াস সাধ্য অন্ন হিরণ্যাদি দান রূপ উপায়ও আছে) অর্থাৎ নিন্দার্থ বচন প্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ স্তুত্যর্থ বচন প্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদির প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নাশকে পায় এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত আমরা তিন বচন লিখিয়াছিলাম, যাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে অন্ন হিরণ্যাদি দানে ব্রহ্মহত্যাদি পাপক্ষয় হয় আর ক্ষণমাত্রও জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিলে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক ১৭০ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে "বৃথা কেশ চ্ছেদনে শিখা বিবহে সুতরাং শিখা বন্ধনের অভাবে সেই শিখা রহিত ব্যক্তির তৎকৃত সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্মের প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মে" পরে ১৭১ পৃষ্ঠে স্মৃতি বচন লিখিয়া ৮ পং

ক্তিতে লিখেন যে (শিখার অভাবে ক্রমে ঐ পাপ মহাপাতক তুল্য হয় যেমন উপপাতক ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে) উত্তর।—এ আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংহারক, আপন প্রত্যুত্তরের ১৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখিয়াছেন (উদিতে জগতীনাথে ইত্যাদি বচনের এতাৎপর্য্য নহে যে সূর্য্যোদয়ানন্তর দন্তধাবন কর্ত্তা বিষ্ণু পূজাদি রূপ কর্ম্মে অনধিকারী হয়, যেহেতু দন্তধাবন স্নান ও আচমন তাবৎ কর্ম্মের কর্তৃসংস্কাররূপ অঙ্গ, তাহার যথোক্ত কাল ও মন্ত্রাদির বৈগুণ্যে অনধিকারি কৃত কর্ম্মের ন্যায় যথোক্তকাল মন্ত্রাদি রহিত দন্ত ধাবনাদি কর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিন কর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষ্ণু পূজাদি কর্ম্ম যথা কথঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়) এখন পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্মসংহারক আপনি সূর্য্যো-দয়ের ভূরি কালানন্তর প্রত্যহ প্রায় গাত্রোত্থান করেন এনিমিত্ত লিখেন যে (যথোক্তকাল দন্তধাবনাদি রহিত কর্ত্তার কৃত দৈব ও পৈত্রকর্ম্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিন কর্ত্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষ্ণু পূজাদি কর্ম্ম যথা কথ-ঞ্চিদ্রূপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়) কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের দ্বেষ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থা দিতেছেন, যে শিখা বন্ধনাভাবে প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মিয়া ঐ পাতক ক্রমে মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে, অথচ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থানের অভাবে প্রত্যহ ক্রিয়া বৈগুণ্য হইলেও সেই পাপ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মসংহারকের প্রতি মহা-পাতক হয় না; অতএব দ্বেষেতে যে মনুষ্য অন্ধ হইয়া পূর্ব্বাপর এরূপ অনন্বিত কহেন তিনি শাস্ত্রীয় আলাপের যোগ্য কিরূপে হয়েন। ১৭২ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে (স্ত্রী পুত্রাদিকে অন্ন দান কেনা করিয়া থাকে? অতএব ঐ বচনে অন্নদান শব্দের অন্নদান ব্রত কহিতে হইবেক) আমরা প্রথম উত্তরে এরূপ লিখি নাই যে স্ত্রী পুত্রকে ও বেতন গ্রহীতা ভৃত্যকে অন্নদান করিলে পাপক্ষয় হয়, অতএব কিরূপে এ আশঙ্কা করিতে ধর্ম্ম সংহারক সমর্থ হইলেন? আর সামান্য অন্নদানাপেক্ষা অন্নদান ব্রতে ফলাধিক্য বটে কিন্তু ও বচনে যে অন্নদান পদের তাৎপর্য্য অন্নদান ব্রতই হয় তাহার প্রমাণ লিখা ধর্ম্মসংহারকের উচিত ছিল, যেহেতু সামান্য

অন্নদানে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা ক্রিয়াযোগসার প্রভৃতি পুরাণে ও ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কেশ ছেদন বিষয়ে ১৭৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে "সুবর্ণাদি দানে সাধারণ পাপের ক্ষয় হয় ইঁহাও যথার্থ যদ্যপি তাঁহারা ও কদাচিৎ কদাচিৎ সুবর্ণদান করিয়া থাকেন তথাপি তাহাতে তৎপাপের ক্ষয় হয় না, যেহেতু তৎপাপে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে তাহার নিবৃত্তি কোনো প্রকারে হইতে পারে না" এবং ঐ প্রকরণে এক বচন লিখিয়াছেন যে পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে তাহাকে গঙ্গা পবিত্র করেন না। এবং ১৭৪ পৃষ্ঠের শেষের পংক্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "পুনঃ পুনর্ব্বার তাদৃশ পাপকারি লোকেরা পাপ কর্ম্মে রত হয় তাহাদের নিস্তার সর্ব্ব পাপ নাশিনী পতিতোদ্ধারিণী ত্রিভুবন তারিণী গঙ্গাও করেন না"। উত্তর।—কর্ম্ম নিষ্ঠের প্রতি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান প্রভৃতি যাহা যাহা বিহিত তাহাকে ধর্ম্মসংহারক পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ও যবন স্পর্শাদি যাহা যাহা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ তাহার প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিয়াও, গঙ্গাস্নান দ্বারা না হউক কিন্তু গৌরাঙ্গ কৃপাতে হরিনাম বলে সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, কিন্তু অন্যে এক জাতীয় পাপ পুনঃ পুনঃ করিলে তাহার গঙ্গা স্নানাদিতেও নিষ্কৃতি নাই এই ব্যবস্থা দেন; অতএব এধর্ম্মসংহারকের চরিত্র পণ্ডিতেরা বিবেচনা করুন, বিশেষত ঐ প্রত্যুত্তরের ১০৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্বজ্ঞানির শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিনা আর গত্যন্তর নাই" পরে ১০৫ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে (যদ্যেতে পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনোপিবা—জীবহত্যারতাব্রাত্যাঃ নিন্দকাশ্চাজিতেন্দ্রিয়াঃ। পশ্চাৎ জ্ঞানসমুৎপন্না গুরোঃ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ—ততস্তু যাবজ্জীবন্তি হরিনামপরায়ণাঃ। শুদ্ধাস্তেহখিলপাপেভ্যঃ পূর্ব্বজন্মভ্যোপি নারদঃ) এস্থলে যাবজ্জীবনের পাপ ও জীবহত্যা পুনঃ পুনঃ করিয়াও হরিনাম বলে ধর্ম্মসংহারকেরা মুক্ত হইবেন কিন্তু অন্যে যদি কেশচ্ছেদন মাত্র বারম্বার করেন তাঁহার নিষ্কৃতি সুবর্ণদানে ও গঙ্গাস্নানেও হয় না এরূপ ধর্ম্মসংহারক প্রায় দৃশ্য নহে।

১৭৫ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন যে "ভাক্ত তত্বজ্ঞানি মহাশয় অন্য একবচন লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই, যে আমি ব্রহ্ম এই প্রকার চিন্তা

ক্ষণমাত্র কাল করিলেই সকল পাপ নষ্ট হয় কিন্তু তাঁহাকেই এই জিজ্ঞাসা করি যে এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ কাহার প্রতি করেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের পাপাভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অসম্ভব"। উত্তর।—সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত ইহা হয় যে জ্ঞানির সিদ্ধাবস্থায় পাপ পুণ্যের সম্বন্ধ তাঁহার সহিত থাকে না, অতএব তাঁহারা ঐ কুলার্ণব বচনের বিষয় কদাপি নহেন ; বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১৩ সূত্র (তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ) ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পূর্ব্ব পাপের বিনাশ ও পর পাপের স্পর্শাভাব ব্যক্তিতে হয়, যেহেতু বেদেতে এই রূপ উপদেশ আছে। কিন্তু জ্ঞান সাধনাবস্থায় পাপের সম্ভাবনা আছে সুতরাং জ্ঞানানুষ্ঠায়িতা এবচনের বিষয় হয়েন, যে ক্ষণমাত্রও আত্ম চিন্তা করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ইহার বিশেষ বিবরণ এই দ্বিতীয় উত্তরের ২৫৭ পৃষ্ঠে ও ২৮৫ পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে তাহাব অবলোকন করিবেন ॥

ধর্ম্মসংহারক ১৭৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ "যদি ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানিদের প্রতি কহেন তবে তাহাও অসম্ভব যেহেতু ব্রহ্ম পুবাণ বচনানুসারে তাদৃশ দুস্ট পাপিষ্ঠদিগের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধন হয় না" এবং ব্রহ্ম পুরাণীয় বচন লিখেন তাহার অর্থ এই যে "অন্তর্গত দুস্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না যেমন জলেতে শত শত বার ধৌত করিলেও সুরাভাণ্ড অশুচি থাকে" অত্যদ্ভুত এই যে ঐ প্রত্যুত্তরের ৬৯ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখিয়াছেন যে "যদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক আপন আপন উপাসনার সর্ব্ব অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি পাপক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি তাঁহাদিগের অনায়াস লভ্য যেহেতু বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম মাত্রেই সর্ব্ব পাপক্ষয় অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়" দেবতার উপাসনা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকেও কেবল তাঁহাদের নাম স্মরণ মাত্রেই পাপক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইহাকে স্তুতিবাদ না কহিয়া ধর্ম্মসংহারক যথার্থ স্বীকার করেন, কিন্তু জ্ঞান সাধনে কোন পাপ উপস্থিত হইলে তৎক্ষয় বিশয়ে শত শত বচন থাকিলেও ধর্ম্মসংহারক তাহার অন্যথার জন্যে এই প্রকাব চেস্টা সকল করেন যে "অন্তর্গত দুস্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থস্নান করিলেও শুদ্ধ

হয় না” “দুষ্ট চিত্ত লোকেরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয় না এবং দুষ্টা-শয় দাম্ভিক ও অবশেন্দ্রিয় মনুষ্যকে কি তীর্থ কি দান কি ব্রত কি কোন আশ্রম কেহ পবিত্র করেন না”। উত্তর।—এসকল ব্রহ্ম পুরাণীয় বচনকে নিন্দার্থবাদ না কহিয়া যদি দুষ্ট চিত্ত প্রভৃতির পাপকে বজ্র লেপ রূপে ধর্ম্মসংহারক স্বীকার করেন, তবে তাঁহারই মতে দুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি সকলের কি নাম স্মরণে কি আত্ম চিন্তনে এ দুয়ের একেও তুল্যরূপে নিস্তারাভাব।

১৭৮ পৃষ্ঠে (ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ। যথেষ্টাচরণস্যাহু-র্মরণান্তমশৌচকং) এই বচন লিখিয়াছেন। উত্তর।—এবচন অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠায়িকে, ও সার্থ গায়ত্রী বেত্তাকে, ও সুস্থ শরীরকে, শাস্ত্র বিহিত আচরণ বিশিষ্টকে, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগী, যথেষ্টাচারী, কহিতে সকলেই দ্বেষ প্রযুক্ত সমর্থ হয় কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদিগ্যে দ্বেষান্ধ না করেন॥

১৭১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে (পণ্ডিতাভিমানি মহাশয় অন্য দুই বচন লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অন্ন দানে স্বর্ণাদি দানে ব্রহ্ম হত্যাকৃত মহাপাপও ক্ষয় হয় কিন্তু তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত পাপ নাশক কি আচরিত প্রায়শ্চিত্ত পাপ নাশক হয়)? উত্তর।—আমাদের পূর্ব্ব উত্তরে এমত লিপি কোন স্থানে নাই যাহার দ্বারা ইহা বোধ হইতে পারে যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্তেও পাপক্ষয় হয় অতএব এ প্রশ্ন ধর্ম্মসংহারকের সর্ব্বথা অযুক্ত, বস্তুত আমা-দের লিখিবার এমত তাৎপর্য্য ছিল যে ক্ষুদ্র দোষে বৃহৎ পাপ শ্রবণ যে স্থানে আছে অর্থাৎ হাঁচিলে জীব না কহিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়, সেই সেই স্থলে সামান্য দান ও নাম স্মরণ, যাহাতে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ হয় কহিয়াছেন, তত্তৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্থানীয় হইতে পারে অর্থাৎ কেবল বচন প্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ প্রায় সামান্য অন্নদান নাম স্মরণাদিতে যায়, ইহাতে ধর্ম্মসংহারকের এরূপ প্রশ্ন সর্ব্বদা অযোগ্য হয়, যেহেতু অনেকের অন্নদান ও নাম স্মরণ করা কেবল পুস্তকে লিখিত না হইয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা ধর্ম্মসংহারক রাগান্ধ হইয়া দেখিতে যদি না পান কিন্তু অন্যের প্রত্যক্ষ বটে।

১৬৯ পৃষ্ঠের তৃতীয় পংক্তিতে লিখেন যে (ধর্ম্ম শাস্ত্রে যবনী মনোরঞ্জনাদিকে কেশ চ্ছেদের নিমিত্ত কহেন না)। উত্তর।—কেশ চ্ছেদন বেশ্যার মনোরঞ্জন কারণ কহা বদতো ব্যাঘাত হয়, বরঞ্চ কেশ ধারণ, বিন্দু প্রদান, অলকা তিলকা বিন্যাস বেশ্যার মনোরঞ্জনের কারণ হইতে পারে। পরেই লিখেন যে (যদ্যপি উপদংশ রোগেই তাহাদিগের ত্বক্ চ্ছেদন বিধি কৃত হইয়াছে)। উত্তর।—শাস্ত্রীয় বিচারে এই সকল নিন্দিত উক্তি কি রূপ মহাবালীক হইতে সম্ভব হয় তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, এই রূপ পূর্ব্ব পুরুষের উল্লেখ পূর্ব্বকও স্থানে স্থানে অলীকোক্তি করিয়াছেন তাহার যথোচিত উত্তর লিখিয়া যদ্যপিও আমরা ছাপা করিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু পূর্ব্ব নিয়ম স্মরণে তাহা হইতে পরে ক্ষান্ত হওয়া গেল তদনুরূপ এসকল কদর্য্য ভাষার উত্তর দিতেও নিরস্ত থাকিলাম॥ ইতি চতুর্থ প্রশ্নে দ্বিতীয়োত্তরে ক্ষমা প্রচুরো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ
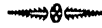
ধর্ম্ম সংহারকের চতুর্থ প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য হীন হয়েন; তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মণাদি কলিতে সুরাপান করিবেন না এরূপ বচন শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, সেই রূপ কলিতে উপাসনা ভেদে ব্রাহ্মণাদি সুরাপান করিবেন এরূপ বচনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় অতএব উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইবাতে পরমারাধ্য মহেশ্বর আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (অসংস্কৃতঞ্চ মদ্যাদি মহাপাপকরং ভবেৎ) অর্থাৎ যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির প্রতি মদিরার নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে সে অসংস্কৃত মদিরাদি পর জানিবে, ও যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির মদিরা পানে বিধি দেখিতেছি তাহা সংস্কৃত মদ্য পর হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে ১৮৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক আদৌ লিখেন যে "পুরুষের ইচ্ছাতেই যে বিষয়ের প্রাপ্তি হয় তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শাস্ত্র তাহার নাম নিয়ম সেই নিয়ম ঋতুকালে ভার্য্যা গমন—ইত্যাদি অতএব মদ্য পানাদি স্থলে যে বিধির আকার শাস্ত্র দেখা যায় সে বিধি নহে কিন্তু নিয়ম" অর্থাৎ মদিরা পান পুরুষের

ইচ্ছা প্রাপ্ত হয় তাহার নিমিত্ত যে বিধির আকার শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতে মদিরা পানের নিয়ম অভিপ্রেত হয়। উত্তর।—ধর্ম্মসংহারকের এরূপ কথন আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের কোনো বাধা জন্মায় না, যেহেতু পুরুষের ইচ্ছা প্রাপ্ত মদ্য মাংসাদি ভোজন বটে, তাহার পান ভোজন উদ্দেশে সংস্কারাদি বিধি কহিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব ব্যক্তির রাগ প্রাপ্ত ঋতুকালীন ভার্য্যা গমনের আবশ্যকতার ন্যায় অধিকারি বিশেষের সংস্কৃত মদিরা পানে আবশ্যকতা রহিল। ১৮৪ পৃষ্ঠে শ্রীভাগবতের দুই বচন লিখিয়া পরে ১৮৫ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে অর্থ লিখেন যে (সৌত্রামণীযাগে সুরাপান অবিহিত, কিন্তু আঘ্রাণ মাত্র বিহিত)। উত্তর।—ভাগবত শাস্ত্র বৈষ্ণবাধিকারে হয়, তথাচ ভাগবতে (শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং) অতএব সৌত্রামণী যাগে সুরার আঘ্রাণ ভাগবতে যে কহিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবাধিকারে কহিলেই সঙ্গত হয়, নতুবা অন্য শাস্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মে ঐ ভাগবতেই কহেন যে (স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ) স্বীয় স্বীয় অধিকারে মনুষ্যের যে নিষ্ঠা তাহাকে গুণ কহি॥ দ্বিতীয়ত, বচনান্তরের দ্বারা কলিকালে তন্ত্রোক্ত সংস্কারে সুরা সেবন ও তাহার গ্রহণের পরিমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, ও শ্রীভাগবতে বৈদিকানুষ্ঠানে যজ্ঞীয় সুরার ঘ্রাণ লইবার অনুমতি দেন, কিন্তু তান্ত্রিক অধিকারে এ অনুমতি নহে; অতএব পরস্পর শাস্ত্রের এক বাক্যতা নিমিত্ত ভাগবতীয় বচনকে কেবল বৈদিক যজ্ঞ বিষয়ে কহিতে হইবেক।

১৮৬ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে এক পুরাণীয় বচন লিখেন (নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ) অর্থাৎ নরমেধ, অশ্বমেধ, ও মদ্য, দ্বিজাতিরা কলিতে ত্যাগ করিবেন। উত্তর।—ইহাতে শ্রৌত অশ্বমেধাদি যাগ সাহচর্য্যে মদিরার নিষেধ কলিযুগে করিয়াছেন অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে বিধানে মদ্য পান করিতেন, তাহা কলিতে অকর্ত্তব্য আর ঐ তিন যুগে বেদোক্ত বিধানে মদ্যাচরণ ছিল ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব এবচন দ্বারা তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত উপাসনা বিশেষে সংস্কৃত মদিরার নিষেধ নাই সুতরাং আমাদের পূর্ব্বোত্তরের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত হইল। অধিকন্তু এনিষেধকে সামান্যত যদি কহ তথাপি যাহার সামান্যত নিষেধ থাকে অথচ বিশেষ

বিশেষ বিধিও তাহার দৃষ্ট হয়, তখন সেই বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন ঐ সামান্য নিষেধকে অঙ্গীকার করিতে হয়, যেমন পুত্রকে মন্ত্র দিবেন না এই সামান্য নিষেধ আছে আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্র দিবার বিশেষ অনুমতি দিয়াছেন; অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন পুত্রেরা ঐ সামান্য নিষেধের বিষয় হয়েন কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধি প্রাপ্ত হইলেন, সেই রূপ কলিতে মদ্যপানের সামান্য নিষেধ আছে, এবং অধিকারি বিশেষে সংস্কৃত মদ্য কলিতে পান করিবেক এমত বিশেষ বিধিও দেখিতেছি, অতএব কলিতে তন্ত্রোক্ত সংস্কৃত ভিন্ন মদ্যের পান ঐ নিষেধের বিষয় হয়েন কিন্তু সংস্কৃত মদ্য প্রাপ্ত হইলেন॥ দ্বিতীয়ত ঐ পৃষ্ঠে ধর্ম্মসংহারক কালিকা পুরাণীয় বচন লিখেন (মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে) এবং উশনার বচন লিখেন (মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্যং) এতুই বচন দ্বারা না কলি যুগে মদ্যপানের নিষেধ, না সংস্কৃত মদ্যপানের নিষেধ, এ দুয়ের একেরো কথন নাই, কিন্তু সামান্যত মদ্যপানের নিষেধ প্রাপ্ত হয়, অতএব সংস্কৃত মদ্যপান বিধায়ক বিশেষ বচন দ্বারা ঐ কালিকা পুরাণের ও উশনা বচনের বিষয় অসংস্কৃত মদ্যকে অবশ্য কহিতে হইবেক।

১৮৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে (এস্থানে কলিযুগে মদ্যের নিষেধ প্রযুক্ত অনেক নব্য প্রাচীন সর্ব্ব জন মান্য গ্রন্থকারেরা মদ্য পানাদি স্থলে মদ্য প্রতিনিধি দানাদিরও নিষেধ করিয়াছেন)। উত্তর।—পশ্বাদি অধিকারে মদিরা পানের নিষেধ প্রযুক্ত তৎ প্রতিনিধির নিষেধও অবশ্যই যুক্ত হয়, সুতরাং গ্রন্থকারেরা এ অধিকারে প্রতিনিধির নিষেধ করিতেই পারেন, কিন্তু সেইরূপ সর্ব্বজন মান্য অন্য অন্য গ্রন্থকারেরা পশ্বাদি ভিন্ন অধিকারে বিহিত মদ্যের গ্রাহ্যত্ব ও তদভাবে তাহার প্রতিনিধি দান এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, অতএব অধিকারি ভেদে উভয়ের মীমাংসা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। কুলার্চ্চন দীপিকাধৃত কুলার্ণব বচন (বিজয়াযাবটী কার্য্যা সুরাশুদ্ধ্যাদিসংযুতা। মুখ্যাভাবে তু তেনৈব তর্পয়েৎ কুলদেবতাং) সময়াতন্ত্রেচ (দ্রব্যাভাবে তাম্রপাত্রে গব্যং দদ্যাদ্ঘৃতং বিনা) মদ্য মাংসযুক্ত সম্বিদার বটিকা করিয়া মুখ্য মদ্যাদির অভাবে তাহার দ্বারা কুলদেবতার তর্পণ করিবেক। মদ্যের অভাবে ঘৃত ব্যতিরিক্ত গব্যকে তাম্রপাত্রে রাখিয়া তাহা প্রদান করিবেক।

১৮৮ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি পদ্ম পুরাণীয় বচন প্রমাণে পাষণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই, যে যে সকল লোকেরা অভক্ষ ভক্ষণে অপেয় পানে রত হয় তাহাদিগ্যে পাষণ্ড করিয়া জানিবে এবং যে বেদ সম্মত কার্য্য না করে ও স্বস্ব জাতীয আচার ত্যাগ করে তাহারা পাষণ্ড হয়। উত্তর।—যাহারা বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল চৈতন্য চরিতামৃতীয় উপাসনা করেন ও স্বস্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজাদির সহিত পঙ্গতে তত্তৎ স্পৃষ্ট অখাদ্যও অপেয় আহার করেন তাহারা যথার্থ রূপে ঐ লক্ষণাক্রান্ত হয়েন কি না ইহা ধর্ম্মসংহারকই বিবেচনা করিবেন।

১৮৯ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তি অবধি কলিতে পশুভাব ব্যতিরেক দিব্য ও বীর ভাব নাই ইহার প্রমাণের উদ্দেশে সিদ্ধ লহরী তন্ত্র প্রভৃতির বচন লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি (দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে। পশুভাবাৎ পরোভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ। কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরোভবেৎ)। উত্তর।—প্রথমত এ সকল বচন কোন্ গ্রন্থকারের ধৃত তাহা ধর্ম্মসংহারকের লিখা উচিত ছিল; দ্বিতীয়ত এসকল বচনের সহিত শাস্ত্রান্তরের বিরোধ না হয় এনিমিত্ত ইহাকে পশু ভাবের স্তুতিপর অবশ্যই মানিতে হইবেক, যেহেতু কলিকালে বীরভাব সর্ব্বথা প্রশস্ত এবং অন্য ভাবের অপ্রশস্ততা বোধক বচন সকল যাহা প্রসিদ্ধ টীকা প্রাপ্ত ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বোত্তরে লিখিয়াছি, সম্প্রতিও তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লিখিতেছি। কুলার্চ্চন দীপিকাধৃত কামাখ্যাতন্ত্রে (জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয়া) মহানির্ব্বাণে (কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতোভবেৎ। অতোদ্বিজাতিভিঃ কার্য্যং কেবলং বীরসাধনং) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং মযোচ্যতে। বীরভাবং বিনা দেবি সিদ্ধির্নাস্তি কলৌ যুগে) ইহার সংক্ষেপার্থ, কলিকালে জম্বুদ্বীপে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কদাপি পশুভাব আশ্রয় করিবেন না। কলিতে পশুভাব হইতে পারে না, দিব্যভাব কি রূপে হয় অতএব দ্বিজেরা কলিতে কেবল বীরসাধন করিবেন।

এখন আমাদের লিখিত বীরভাবের প্রাশস্ত্য সূচক এই সকল বচন ও ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্য সূচক বচন উভয়ের পরস্পর অনৈক্য দেখাইতেছি, যেহেতু তাঁহার লিখিত বচনে কলিতে পশুভাবেই সাধন প্রশস্ত হয় এবং তাহার দ্বারা কেবল সিদ্ধি জন্মে ইহা বোধ হয়, আর আমাদের লিখিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংগ্রহকারধৃত বচনে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিতে বীর সাধনই প্রশস্ত ও তাহার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি হয়; অতএব এরূপ বিরোধস্থলে সংগ্রহকারেরা সর্ব্ব সামঞ্জস্যে এই রূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে পশুভাবের বিধায়ক যে সকল বচন তাহা সেই অধিকারে পশুভাবের স্তুতিপর হয় এবং বীরভাবের বিধায়ক বচন সকল তদধিকারে তাহার মাহাত্ম্য জ্ঞাপক হয়, যেমন বিষ্ণু প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথনের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর এবং তদ্ধর্ম্মের স্তুতি মাত্র তাৎপর্য্য হয়, রামায়ণে (অহং ভবন্নাম জপন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।) মহাদেব কহিতেছেন যে হে রাম আমি তোমার নাম জপেতে কৃতকার্য্য হইয়া নিরন্তর ভবানীর সহিত কাশীতে বাস করি: এবং শিব প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হইতে শিবের প্রাধান্য বর্ণন ও শৈব ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথন দ্বারা ভগবান মহেশ্বরের ও মহেশ্বর ধর্ম্মের স্তুতি বোধ হয়, মহাভারতে দান ধর্ম্মে (রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা।) অর্থাৎ মহাদেবে ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ জগদ্ব্যাপক হইয়াছেন; আর শক্তি প্রধান তন্ত্রাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি হইতে শক্তির প্রাধান্য বর্ণন ও তদ্ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্ব কথন শক্তির স্তুতি সূচক হয়, নির্ব্বাণ তন্ত্রে (গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ) অর্থাৎ গোলোকের অধিপতি যে কৃষ্ণ তিনি স্তুতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া কালীপদ প্রসাদের দ্বারা লোক পালক হয়েন। এই সকল স্থলে এরূপ কথনের দ্বারা কোনো দেবতার লঘুত্ব অথবা অন্য হইতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি এমত তাৎপর্য্য নহে, অন্যথা প্রত্যেক বর্ণনকে স্তুতিপর স্বীকার না করিয়া যথার্থ অঙ্গীকার করিলে পরস্পর স্পষ্ট বিরোধোক্তির দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না। প্রায় ব্রত মাত্রেই কহেন যে এব্রত সকল ব্রতের উত্তম হয়

তাহাতে সেই ব্রতের স্তুতিই তাৎপর্য্য হয় অন্য ব্রতের লঘুত্ব তাৎপর্য্য নহে, বরঞ্চ ধর্ম্মসংহারক আপনিই প্রথমত আপন প্রত্যুত্তরের ২১৩ পৃষ্ঠে শ্রীভাগবতের ও ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের বচন লিখিয়াছেন, যাহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রেষ্ঠ হয়েন এতদুইয়ের পরস্পর বিরোধের মীমাংসা আপনিই পুনরায় এই রূপে ২১৫ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে করেন (যে শ্রীভাগবতাদির শ্লোকে কেবল তত্তৎ গ্রন্থের উত্তমতা কহিতেছেন অতএব তত্তদ্গ্রন্থে লোকের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ তত্তৎ বচনকে তত্তৎ গ্রন্থের স্তাবক কহা যায় একের স্তুতিবাদে অন্যের নিন্দা কুত্রাপি কেহ কহিবেন না) বিশেষত ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্য বোধক বচনে কলিতে বীরভাব নাই এই প্রাপ্ত হয়, আর বীরভাবের প্রাশস্ত্য বোধক বচন যাহা আমরা লিখিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট লিখেন যে কলিযুগে জম্বুদ্বীপে বীরভাব ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব উভয় বচনের এক বাক্যতা করিবার উপায়ান্তরও আছে যে কলিযুগে বীরভাব সামান্যত প্রশস্ত নহে ইহা ঐ সিদ্ধ লহরী বচনে লিখেন কোনো দ্বীপের বিশেষ করেন না, আর কামাখ্যা তন্ত্রের বচন প্রমাণে জম্বু দ্বীপে বীরভাবের বিশেষ কর্ত্তব্যতা প্রাপ্ত হয় অতএব জম্বু দ্বীপ ভিন্ন দ্বীপান্তরে বীরভাবের অপ্রাশস্ত্য মানিলেও উভয় বচনের বিরোধ লেশও থাকে না।

১৯১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে (ভাক্ত বামাচারি মহাশয় স্বমত সাধন কারণ মদ্য মাংস মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশয়ে (ন মাংসভক্ষণে দোষঃ) ইত্যাদি মনুবচনের শেষ দুই পাদ অপহরণ করিয়া প্রথম দুই পাদ দর্শন করাইয়াছেন তাহার কারণ এই যে শেষ দুই পাদ দর্শন করাইলে তাহাদিগ্যে চতুষ্পদ হইতে হয়)। উত্তর।—গ্রন্থ বাহুল্য দ্বারা কাল বাহুল্যে বেতন বাহুল্যের আশা আমাদের নাই, সুতরাং পূর্ব্বোত্তরে মনু বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ লিখিয়া তাহার বিবরণ পরার্দ্ধের তাৎপর্য্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনের অভিপ্রায় লিখা গিয়াছিল, প্রথম উত্তরের ২৩৮ পৃষ্ঠে ১৭ ও ১৮ পংক্তি (ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে) অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে

এবং স্ত্রী সংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই) পরার্দ্ধের যে তা-ৎপর্য্য, (অর্থাৎ নিবৃত্তি না হইয়া (প্রবৃত্তি হইলে) বিহিত মাংসাদি ভোজনে দোষ নাই) তাহাও ঐ বিবরণে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনের অভিপ্রায়ও লিখা গিয়াছে অর্থাৎ (যে প্রকার মদ্য পানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রী সংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই) অতএব পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে পরার্দ্ধ নালেখাতে তাহার প্রয়োজন লেখা হইয়াছে কিনা ? আর ইহাও বিবেচনা করিবেন যে যে প্রকার বিধি আছে এই শব্দ প্রয়োগাধীন (মদ্য মাংস ও মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন করাইবার আশয়ে) ঐ পূর্ব্বার্দ্ধকে আমরা লিখিয়াছিলাম কি কেবল বিহিত মদ্য মাংস ও বিহিত স্ত্রী সঙ্গ বিষয়ে আমরা লিখি, পরে তাঁহারাই যাহা উচিত হয় ধর্ম্মসংহারককে বুঝাইবেন ।

১৯৫ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে (কুলার্ণব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমাত্র দর্শী ভাক্ত বামাচারী মহাশয় কলিকালে জাতি মাত্রের বিশেষত ব্রাহ্মণের মদ্যপানে কুলার্ণব ও মহা নির্ব্বাণের বচন দর্শন করাইয়া তাহাতে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত মন্বাদির বচনের সহিত বিরোধ প্রযুক্ত নিজ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে বিরোধ ভঞ্জনার্থ মীমাংসাও করিয়াছেন যে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত স্মৃতি পুরাণ বচনে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে যে নিষেধ সে অসংস্কৃতের অর্থাৎ অশোধিত মদ্যের, আর মহা নির্ব্বাণ বচনে মদ্যপানের যে বিধি সে সংস্কৃতের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের"।

উত্তর।—ধর্ম্মসংহারক এস্থলে লিখেন যে কুলার্ণব মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মাত্র দর্শী আমরা হই, সুতরাং এরূপ অধিকার ভেদে কলিযুগে মদ্য পানের নিষেধের ব্যবস্থা ও অধিকার ভেদে তাহার পানাদির বিধি দিয়াছি ; অত-এব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে ভগবান্ মহেশ্বরও কি কুলার্ণব মহানির্ব্বাণ মাত্রদর্শী ছিলেন যে এই রূপ সিদ্ধান্ত অধিকারি ভেদে করিয়াছেন। তথাচ কুলার্ণব তন্ত্রে (অনাঘ্রেয়মনালোক্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং। মদ্যং মাংসং পশূনান্তু কৌলিকানাং মহাফলং, অর্থাৎ মদ্য মাংস পশুদের ঘ্রাণের পানের অবলোকনের ও স্পর্শনের যোগ্য নহে, কিন্তু বীরদের মহাফল জনক হয়। তথাচ (স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোয়োদীক্ষাসংস্কারবর্জিতঃ। ন তস্য সদ্গতি

কাপি তপস্তীর্থব্রতাদিভিঃ) অর্থাৎ দীক্ষা ও সংস্কারহীন হইয়া যে স্বেচ্ছা- চারে রত হয় তাহার তপস্যা ও তীর্থ ও ব্রতাদির দ্বারা কদাপি সদ্গতি নাই ॥ এবং জিজ্ঞাসা করি যে তন্ত্র শাস্ত্র পারদর্শী কুলার্চ্চন দীপিকাকার কি কুলার্ণব মহানির্ব্বাণ মাত্রদর্শী ছিলেন যে আমাদের বহুকাল পূর্ব্বে এই রূপ সিদ্ধান্ত তিনি করেন ? কুলার্চ্চন দীপিকাযাং (পূর্ব্বোক্তবচনেভ্যো- ব্রাহ্মণানামপি সুরাপানমায়াতি তত্র ব্রাহ্মণাদৌ নিষেধমাহ, ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ইত্যাদি, ব্রাহ্মণোন চ হন্তব্যঃ সুরা পেয়া ন চ দ্বিজৈঃ। রুদ্রয়া- মলে, বেদত্যাগাৎ মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেধনাৎ তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্র- শ্চণ্ডালাদপি গর্হিতঃ। শ্রীক্রমেচ, ন দদ্যাদ্ব্রাহ্মণোমদ্যং মহাদেব্যৈ কদাচন, ইত্যাদি নিষেধাৎ ব্রাহ্মণানাং কুলার্চ্চনাভাব ইতি চেন্ন, ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য সুরাপানাদৌ যদ্যন্নিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাহ্মণপরং। তথাচ নিরুত্তর তন্ত্রে, অভিষেকং বিনা দেবি ব্রাহ্মণোন পিবেৎ সুরাং। নপিবেন্মাদকদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ। কৃতাভিষেকে বিপ্রে তু মদ্যপানং বিধীয়তে। অভি- ষেকে কৃতে বিপ্রঃ সুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে। বিজয়াং রক্তকম্পাঞ্চ সুরাভাবে নিযোজয়েৎ। তথা, অভিষেকেণ সর্ব্বেষামধিকারোভবেৎ প্রিয়ে। অভি- ষেকে কৃতে বিপ্রো ব্রহ্মত্বং লভতে ধ্রুবং, এতেন ব্রাহ্মণানাং সুরাপানাদৌ যদ্যন্নিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাহ্মণপরমেবাবগন্তব্যং) ইহার অর্থ, কুলা- র্চ্চন দীপিকাতে পূর্ব্বোক্ত বচন সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও সুরাপান প্রাপ্ত হইল তাহাতে ব্রাহ্মণাদির নিষেধ কহিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ইত্যাদি মহাপাতক হয়, ব্রাহ্মণ বধ করিবেক না ও দ্বিজেরা সুরাপান করি- বেন না, বেদের ত্যাগ ও মদ্যপান এবং শূদ্রপত্নী গমন ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল হইতে অধম হয়েন, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে কদাপি মদ্যদান করিবেন না ইত্যাদি নিষেধ দর্শনে ব্রাহ্মণের কৌলধর্ম্ম অকর্ত্তব্য হয় এমত কহিতে পারিবেন না, যেহেতু ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া সুরা পানাদিতে যে যে নিষেধ কহিয়াছেন তাহা অভিষিক্ত ভিন্ন ব্রাহ্মণ পর হয়, নিরুত্তর তন্ত্রে লিখেন অভিষেক ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না এবং অন্য মাদক দ্রব্য ও আমিষ ভক্ষণ করিবেন না কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিষেকী হইয়া মদ্যপান করিবেন অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণের সর্ব্বযুগেই মদ্যপান

কর্ত্তব্য হয়, সুরার অভাবে বস্ত্র তুল্য সম্বিদা প্রদান করিবেন, অভিষেক দ্বারা সকলের অধিকার হয় অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; অতএব ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সুরাপানাদিতে যে যে নিষেধ কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণ পর জানিবে) এবং দীপিকাকারের পূর্ব্ব, কালীকল্পলতাকার প্রভৃতি অতি প্রাচীন আচার্য্যেরাও এই রূপ মীমাংসা করিয়াছেন তাঁহারাও কি কুলার্ণব মহানির্ব্বাণ মাত্রদর্শী ছিলেন ? কালী-কল্প লতাসারে মদ্যপানের বিধায়ক ও নিষেধক নানা শাস্ত্রীয় বচন লিখিয়া পশ্চাৎ সমাধান করেন যে (দেবতাধিকারভাবভেদেন তত্তচ্ছাস্ত্র বচনোত্থিতবিরোধঃ সমাধেয়ঃ) দেবতা অধিকার ও ভাব ভেদে সেই সেই শাস্ত্রের বচন হইতে উৎপন্ন যে পরস্পর বিরোধ তাহার সমাধা করিবে ॥ সেই অভিষেক দুই প্রকার হয় এক পূর্ণাভিষেক দ্বিতীয় শাক্তা-ভিষেক তাহার ক্রম ও অনুষ্ঠানের বিবরণ তন্ত্র শাস্ত্রে দেখিবেন ॥

ধর্ম্ম সংহারক ১৯৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি কালীবিলাস তন্ত্রের বচন লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভূরি পান কলিতে করিবেক না এবং পান করিয়া করিয়া পুনরায় পান করিয়া ভূমিতলে পতিত হয় পরে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না ইত্যাদি বচন সকল সত্যাদি যুগে সম্মত হয় কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় সত্য ত্রেতা যুগে মদ্য শোধন প্রশস্ত হয় কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং কলিতে মদ্যপান নাই। উত্তর।—এই কালীবিলাস তন্ত্রের বচন কোন্ গ্রন্থকারের ধৃত হয় তাহা ধর্ম্ম সংহারককে লেখা কর্ত্তব্য ছিল, দ্বিতীয়ত, ইহার প্রথম দুই বচন কলিযুগে অধিক পানের নিষেধ করণ দ্বারা বিহিত এবং শাস্ত্রোক্ত পরিমিত পানের অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু পরের বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং মদ্যপান কর্ত্তব্য নহে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে পশুদের মদ্যপান ও মদ্য শোধন কর্ত্তব্য নহে, কালীকল্পলতা ধৃত কুলতন্ত্র বচন (সুরায়াঃ শোধনং পানং দানং তর্পণ মম্বিকে। পশূনাং গর্হিতং দেবি কৌলানাং মুক্তিসাধনং) মদিরার শোধন, পান, দান, তর্পণ, পশুদের সম্বন্ধে নিন্দিত কিন্তু কৌলদের সম্বন্ধে মুক্তি সাধন হয়। তৃতীয়ত, ধর্ম্ম সংহারকের লিখিত বচনকে কুলার্চ্চন

দীপিকাধৃত বচন সকলের সহিত একবাক্যতা করিয়া অভিষেকি ভিন্ন ব্যক্তির মদ্য শোধনে ও মদ্যপানে অধিকার নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বচনে সামান্যত পান শোধনের নিষেধ করিয়াছেন ও দীপিকাধৃত বচনে অভিষেকি ব্যক্তির মদ্য শোধন ও পান কর্ত্তব্য হয় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অভিষেকি ভিন্ন ব্যক্তি ঐ কালীবিলাস বচন প্রাপ্ত নিষেধের বিষয় হইবেন। চতুর্থ, সত্যাদি যুগে তত্ত্ব গ্রহণে আগমোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না উদ্গীথ, শতরুদ্রী, দেবী সূক্ত প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্রে তত্ত্ব শোধনের বিধি ছিল, অতএব কলিতে যে শোধন ও পান নিষেধ তাহা বৈদিক মন্ত্র মাত্রে শোধন ও বৈদিক পান নিষেধ হয় অর্থাৎ তান্ত্রিক মন্ত্র সাহিত্য বিনা কলিতে তত্ত্ব শোধন নাই যেহেতু ঐ কালীবিলাস তন্ত্রে সত্য ত্রেতাতে শোধনের প্রাশস্ত্য লিখিবাতে সত্যাদি কালে বিহিত যে বৈদিক শোধন তাহার প্রাশস্ত্য প্রথমে জানাইয়া পরে ঐ শোধনের নিষেধ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে কলিতে বৈদিক শোধন ও পান অকর্ত্তব্য হয়, তথাহি (কুলদ্রব্যাণি সেবন্তে যেঽন্যদর্শনমাশ্রিতাঃ। তদঙ্গরোমসংখ্যাতো ভূতযোনিষু জায়তে) যে ব্যক্তি তন্ত্র ভিন্ন শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কুলদ্রব্য গ্রহণ করে তাহার শরীরস্থ লোম সংখ্যায় প্রেত যোনিতে জন্ম পায় (উদ্গীথরুদ্রশতৈকৈর্দেবিসূক্তেন পার্ব্বতি। কৃতাদিষু দ্বিজাতীনাং বিহিতং তত্ত্বশোধনং। তন্ন সিদ্ধং কলিযুগে কলাবাগমসম্মতং। বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈর্ম্মন্ত্রৈস্তত্ত্বানি শোধয়েৎ কলৌ। অর্থাৎ উদ্গীথ শতরুদ্রী, দেবীসূক্ত, ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সত্যাদি যুগে দ্বিজেদের তত্ত্ব শোধন বিহিত হয়। কলিযুগে তাহা সিদ্ধ নহে, অতএব কলিতে তান্ত্রিক এবং বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করিবেক। তৃতীয়ত, সর্ব্বত্র সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে তত্ত্ব গ্রহণের নিষেধ যে স্থানে আছে তাহাকে দেবতা বিশেষের উপাসনা ভেদে কহিয়াছেন ও যে যে স্থানে বিধি আছে তাহাও মন্ত্র বিশেষে ও দেবতা বিশেষে অঙ্গীকার করেন, তথাচ কুলার্চ্চন দীপিকা (নন্বাহো তর্হি আগমোক্তবিধানেন পঞ্চতত্ত্বেন কলাবখিলদেবতা পূজনীয়েত্যায়াতি—অতো দেবীপুরাণে চীনতন্ত্রে কুলাবলাশ্চাহ, মহাভৈরবকালোসং শিবস্য রামনায়কং শ্মশানভৈরবী কালী

উগ্রতারাচ পঞ্চম) ইত্যাদি। অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবতা পূজা আবশ্যক হয় ইহা কহিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত করেন যে কলিতে তত্ত্ব দ্রব্যের দ্বারা সকল দেবতার পূজা প্রাপ্ত হইল, এমত নহে কিন্তু দেবীপুরাণ চীন তন্ত্র কুলাবলী তন্ত্রে কহিয়াছেন যে মহাদেবের মহাকাল ভৈরব মূর্ত্তির উপাসনায় এবং শ্মশান ভৈরবী ও মহা বিদ্যাদির উপাসনায় তত্ত্বের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হয়, এই রূপ বিবরণ করেন। সময়াতন্ত্রে (যে ভাবাযস্য বৈ প্রোক্তাস্তৈর্ভাবৈর্যদি নার্চ্চয়েৎ। বিরুদ্ধভাবমাশ্রিত্য ভ্রষ্টোভবতি সাধকঃ) যে দেবতার যে ভাব বিহিত হইয়াছে সে ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা না করিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধ ভাব আশ্রয় করে তবে সে সাধক ভ্রষ্ট হয়। তথাচ (অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ) অধিকারি বিশেষে নানা শাস্ত্র কথিত হইয়াছেন।

দেবতা বিশেষে অধিকার বিশেষে ও সংস্কার ভেদে তত্ত্ব গ্রহণের কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যত্ব স্বীকার না করিয়া উভয় পক্ষের লিখিত বচন সকলের পরস্পর অনৈক্য বোধ করিয়া তাহার মীমাংসা নিমিত্ত ধর্ম্মসংহারক ২০০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি লিখেন যে (ভাক্ত বামাচাবির কুলার্ণবাদি তন্ত্রের বচনে কলিযুগেও ব্রাহ্মণের মদ্যপানে বিধি দেখিতেছি, আর ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত মন্বাদি স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রান্তর এই সকল শাস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে নিষেধও দেখিতেছি অতএব এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক) পরে এই ব্যবস্থাকে দূর করিবার উদ্দেশে ১৬ পংক্তি অবধি স্মার্ত্তধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচন লিখেন (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী। করালভৈরবঞ্চাপি য়ামলং নাম যৎ কৃতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে) ইহলোকে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ নানা প্রকার যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে তাহার যে নিষ্ঠা সে তামসী, ফলত শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্রে কেহ কদাচ শ্রদ্ধা করিবে না যেহেতু তদনুসারে শ্রদ্ধা করিলে তামসী গতি হয়, এবং করাল ভৈরব নামে ও যামল নামে যে তন্ত্রকৃত হইয়াছে এবং এই প্রকার যে যে অন্য তন্ত্র আমার কথিত হয় তাহা লোকের

মোহনার্থ এবং এই প্রকার অন্য অন্য যে তন্ত্র আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা এই ভবার্ণবে তামসিক লোকের মোহ নিমিত্ত হয়”

পরে ২০১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি সিদ্ধান্ত করেন (অতএব কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান বিষয়ে ভাক্ত বামাচারির লিখিত যে কুলার্ণবের ও মহা নির্ব্বাণের বচন তাহারি অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক যে হেতু সেই সকল তন্ত্র শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ও নানা তন্ত্র বিরুদ্ধ একারণ কল্পিত আগম হয় তাহাকে অসদাগম কহা যায়) তাহার পর ২০২ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তি অবধি ধর্ম্মসংহারক পদ্ম পুরাণীয় বচন যাহা প্রসিদ্ধ টীকা সম্মত ও সংগ্রহকার ধৃত নহে লিখেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্ত অসুরদিগ্যে মোহ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে মহাদেব বেদ বিরুদ্ধ আগম রচনা ও নিজে ভস্মাস্থি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ প্রথম উত্তর।— এসকল বচনে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ তন্ত্রকে মোহনার্থ কহেন, কিন্তু উপাসনা ও সংস্কার বিশেষে তত্ত্ব গ্রহণ করিতে কুলার্ণব মহা নির্ব্বাণাদি নানা তন্ত্রে যে কহিয়াছেন তাহা শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ কদাপি নহে, যেহেতু সত্যাদিযুগে যে শ্রৌত মদ্যসেবা বিধি প্রাপ্ত ছিল কলিতে তাহারি নিষেধ স্মৃতিতে করেন, কিন্তু মহা বিদ্যাদি দেবতা বিশেষের উদ্দেশে তন্ত্রোক্ত বিশেষ সংস্কারে মদ্যমাংস গ্রহণের নিষেধ কোনো শ্রুতি স্মৃতিতে নাই, যাহার দ্বারা ঐ সকল কুলার্ণবাদি তন্ত্র শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, বরঞ্চ কুলার্ণবাদি তন্ত্রে কি প্রকার মদ্য শ্রুতি স্মৃতি নিষিদ্ধ হয় তাহার বিবরণ কহিয়া শ্রুতি স্মৃতির ন্যায় তাহার পুনঃ পুনঃ পান ও দানকে নিষেধ করিয়াছেন, যথা কুলার্ণবে (বৃথা পানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে, যন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতং তথা (তস্মাদবিধিনা মদ্যং মাংসং সেবেত কোপি ন। বিধিবৎ সেবতে দেবি তরসা ত্বং প্রসীদসি) অর্থাৎ ভোগার্থ যে অবিহিত মদ্যপান তাহাব নাম সুরাপান জানিবে যাহাকে বেদাদি শাস্ত্রে মহাপাপ জনক কহিয়াছেন অতএব অবিধান ক্রমে কোনো ব্যক্তি অবিহিত মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিবেক না, কিন্তু হে দেবি যথা বিধানক্রমে যে ব্যক্তি সেবন করে তাহাকে তুমি শীঘ্র প্রসন্না হও ॥ নানা স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণাদিতে কলিযুগে অন্নের জাতি ভেদে বিশেষ

নিয়ম করিয়াছেন, অধম জাতির পক্ক অন্ন উত্তম জাতির ভোজ্য কলিতে নহে এই রূপ সামান্যত নিষেধ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে করেন, কিন্তু উৎকলখণ্ড গ্রন্থে জগন্নাথের নিবেদিত হইলে সর্ব্ব জাতিকে একত্র হইয়া অন্ন সেবন করিতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি দেন, ইহাতে উৎকল খণ্ডকে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র কোনো গ্রন্থকার কহেন না, এবং তদনুসারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিষ্ণুকাঞ্চি প্রভৃতি দ্রবিড় দেশস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক সর্ব্ব জাতি তন্নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জন একত্র ভোজন করিয়াও পাপগ্রস্ত ও জাতি ভ্রস্ট হয়েন না, কেন না শ্রুতি স্মৃতিতে সামান্যত অপকৃষ্ট বর্ণের স্পৃষ্ট অন্নাদির ভোজন কলিতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু উৎকল খণ্ডে বিশেষ স্থানে বিশেষ দেবতাকে বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি অপকৃস্ট জাতির সহিত খাইতে আজ্ঞা দেন, সেই রূপ মদিরা গ্রহণের সামান্যত নিষেধ স্মৃতিতে দৃস্ট হইতেছে আর বিশেষ অধিকারে বিশেষ দেবতার উদ্দেশে সংস্কার বিশেষে তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যমাংসের গ্রহণে বিধি দিতেছেন ; অতএব কুলার্ণব ও মহা নির্ব্বাণাদি কৌল ধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্র উৎকল খণ্ডের ন্যায় শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ কদাপি নহেন, সুতরাং ঐ স্মার্ত্তধৃত বচনানুসারে ও পদ্ম পুরাণ বচন সমূলক হইলে তদনুসারে ঐ সকল তন্ত্র অমান্য হইলেন না ॥ অধিকন্তু পদ্ম পুরাণীয় যে বচন লিখেন তাহা প্রমাণ কি অপ্রমাণ নিশ্চয় করা যায় না যে হেতু সর্ব্বত্র প্রচলিত পদ্ম পুরাণীয় ক্রিয়া যোগ সার মাত্র হয় অন্যথা পঞ্চাশৎ পঞ্চ সহস্র শ্লোক সংযুক্ত সমুদায় পদ্ম পুরাণ অপ্রাপ্য এবং এসকল বচন কোনো সংগ্রহকারের ধৃত নহে, যদিও ঐ সকল পদ্ম পুরাণীয় বচন সমূলক হয় তথাপি তাহার দ্বারা কেবল বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্র বচনের অমান্যতা হইবেক কিন্তু এসকল বেদাবিরুদ্ধ তন্ত্রের মান্যতায় কোনো হানি নাই। আর স্মার্ত্তধৃত কূর্ম্ম পুরাণ বচনের অর্থ সুসঙ্গতই আছে যেহেতু তাহার প্রথম শ্লোক এই (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানিচ। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হিতামসী) ইহা পশ্চাৎ লিখিত মনু বচনের সমানার্থ হয় (যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃস্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ। অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ শাস্ত্র অগ্রাহ্য হয়। স্মার্ত্তধৃত ঐ

কর্ম্ম পুরাণীয় দ্বিতীয় শ্লোক এই যে (করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতং। এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া সৃষ্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে) অর্থাৎ করাল ভৈরব যামলাদি তন্ত্রে নানাবিধ মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহ কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া লোককে মোহযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম মরণ রূপ দুঃখদায়ক হয়েন, নিষ্কামি ব্যক্তিরা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। কূর্ম্ম পুরাণ বচনে এরূপ লিখিবাতে ঐ সকল তন্ত্রের শাস্ত্রত্বে অপ্রমাণ্য হয় না। যেমন ভগবদ্গীতাতে কহেন (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন) স্বামী, বেদ সকল কামনা বিশিষ্ট যে অধিকারী তাহাদের কর্ম্ম ফলের সম্বন্ধ প্রতিপাদক হয়েন তুমি নিষ্কাম হও। অর্থাৎ ফল প্রদর্শক বেদ সকল কামনা বিশিষ্টকে সংসারে মুগ্ধ করেন তুমি নিষ্কাম হইলে সেই সকল বেদের বিষয় হইবে না। তথাচ ভগবদ্গীতা (যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।) স্বামী, যে মূঢ় ব্যক্তিরা বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় যে সকল ফল শ্রুতি বাক্য তাহাকে পরমার্থ সাধন কহে এবং চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিলে অক্ষয় ফল হয় ইত্যাদি ফল প্রদর্শক বেদ বাক্যে রত হয় আর ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাপ্য নয় ইহা কহে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এই মোক্ষ ধর্ম্ম উপদেশে স্বর্গাদি ফল প্রতিপাদক বেদকে পুষ্পিতবাক্য অর্থাৎ বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় পশ্চাৎ দুঃখদায়ক ইহা কথনের দ্বারা ঐ কর্ম্ম কাণ্ডীয় বেদের অপ্রামাণ্য হয় এমত নহে, কিন্তু কেবল মুমুক্ষুর তাহাতে প্রয়োজনাভাব ইহা জানাইয়াছেন। এবং মুণ্ডক শ্রুতি (প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপা অস্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি) অস্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশি হয় এই বিনাশি কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু জরাকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে শ্রুতি আপনিই কর্ম্ম কাণ্ডীয় শ্রুতির অনাদর দেখাইতেছেন কিন্তু ইহাতে কর্ম্ম কাণ্ডীয় শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় না। সেই রূপ ঐ কূর্ম্ম পুরাণীয় বচনের দ্বারা মারণ উচ্চাটনাদি কর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রের অনাদর তাৎ-

পর্য্য হয় কিন্তু অপ্রামাণ্য তাৎপর্য্য নহে ॥ দ্বিতীয় উত্তর।—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যিনি ঐ কূর্ম্ম পুরাণীয় বচন লিখেন তাঁহার অভিপ্রায় যদি এরূপ হইত যে কূর্ম্ম পুরাণ, বচনানুসারে "ঐ সকল তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব নাই, তবে যামলাদি তন্ত্রের বচনকে প্রমাণ বোধে স্বীয় গ্রন্থে কদাপি লিখিতেন না ॥ তৃতীয় উত্তর।—২০৬ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে বরাহ পুরাণের উল্লেখ করিয়া কল্পিত আগমের লক্ষণ দেখাইবার নিমিত্ত বচন সকল ১৫ পংক্তি অবধি লিখিয়া তাহার অর্থ ২০৭ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখিয়াছেন (অর্থাৎ প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করিবেক এবং গঙ্গা যমুনার মধ্যে তপস্বিনী বালরণ্ডার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলাৎকারে তাহাকে মৈথুন করিবেক এবং মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল যোনিতে বিহার করিবেক এবং কি স্বদার কি পর-দার স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্ব যোনিতে বিহার করিবেক কেবল গুরু শিষ্য প্রণালী ত্যাগ করিবেক) পরে ঐ সকল বচনে নির্ভর করিয়া মহা নির্ব্বাণাদিকে ঐ সকল দূষ্য আগমের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এনিমিত্ত মহানির্ব্বাণ ও কুলার্ণবের কতিপয় বচন এস্থলে লিখা যাইতেছে যাহার দ্বারা পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন, যে ধর্ম্মসংহারকের লিখিত বরাহ পুরাণীয় বচন প্রাপ্ত কুকর্ম্মোপদেশ সকল ঐ সকল তন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে ঐ সকল তন্ত্র অসদাগমের মধ্যে গণিত হয়েন, কি ধর্ম্মসংহারকের লিখিত ঐ সকল কুকর্ম্ম অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণ অপরিমিত সুরাপান, বলাৎকারে স্ত্রী সংসর্গ, ও তাবৎ পরস্ত্রী গমন ইত্যাদি পাপকর্ম্মের নিষেধ তাহাতে প্রাপ্ত হইয়া সদাগম রূপে সিদ্ধ হয়েন ॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে একাদশোল্লাসে (অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুদ্ধোত্রুপবসঁস্ত্র্যহং। ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসমু-পবাসদ্বয়ং চরেৎ। বলাৎকারেণ যোগচ্ছেদপি চণ্ডালযোষিতং। বধস্তস্য বিধাতব্যোনক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ। ভুঞ্জানোমানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে। উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতং। পিবন্নতি শয়ং মদ্যং শোধিতস্বাপ্যশোধিতং। ত্যাজ্যোভবতি কৌলানাং দণ্ডনী-য়োপি ভূভৃতঃ) অর্থাৎ অসংস্কৃত সুরাপান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয় আর অশোধিত মাংস ভোজন করিলে দুই দিন উপবাস করিবেক। যে ব্যক্তি চণ্ডালের স্ত্রীকেও বলাৎকারে গমন করে

রাজা তাহার বধ করিবেন কদাপি ক্ষান্ত হইবেন না। যে ব্যক্তি মানুষের মাংস এবং গোমাংস জ্ঞান পূর্ব্বক ভোজন করে এক পক্ষ উপবাস তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। শোধিত কি অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করিলে কৌলের ত্যাজ্য ও রাজদণ্ডের যোগ্য হয় (কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্। পরিষ্বজ্যোপবাসেন বিশুদ্ধ্যেদ্দ্বিগুণক্রমাৎ। মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছন্তো নিধনং দমঃ) অর্থাৎ কাম পূর্ব্বক পরস্ত্রীর দর্শন ও নির্জ্জন স্থানে সম্ভাষণ, স্পর্শন কিম্বা আলিঙ্গন করিলে ক্রমশ এক, দুই, তিন, চারি, উপবাসের দ্বারা শুদ্ধ হইবেক। মাতা ভগিনী কিম্বা কন্যা ইহাঁদিগে গমন করিলে তাহার মৃত্যু দণ্ড হয়॥ কুলার্ণবে (অসংস্কৃতং পিবন্ মদ্যং বলাৎকারেণ মৈথুনং। আত্মার্থং বা পশূন্ নিঘ্নন্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ) অসংস্কৃত মদ্যপান ও বলাৎকারে স্ত্রী সঙ্গ এবং আপনার নিমিত্ত পশুবধ করিলে রৌরব নরকে যায়। তথা (প্রথম উল্লাসে, স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারলঙ্ঘনাদ্দুষ্প্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়োভবেৎ। বেদশাস্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ নৃণামায়ুঃক্ষয়োভূয়াদিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ) আপন আপন বর্ণাশ্রমাচারের লঙ্ঘন দ্বারা ও নিন্দিত প্রতিগ্রহের দ্বারা এবং পরস্ত্রীতে ও পরধনে লোভ ইহার দ্বারা মনুষ্যের পরমায়ু ক্ষয় হয়। আর বেদ শাস্ত্রাদির অনভ্যাস ও গুরু বঞ্চনা এবং ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ ইহাতে মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় হয়। চতুর্থ উত্তর।—ভূরি তন্ত্র শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ মহেশ্বর কহিয়াছেন যে বীর ভাব ও তত্ত্ব গ্রহণ কলিযুগে সর্ব্বদা প্রশস্ত ও সিদ্ধিদায়ক হয়েন, আর পশুভাব যাহা কহিয়াছি সে পশুদের মোহনার্থ জানিবে। তথাহি কুলার্ণবে দ্বিতীয় উল্লাসে। (পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি বৈ। মূর্ত্ত্যন্তরঞ্চ গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাং। মহাপাপবশান্নৃণাং বাঞ্ছা তেষ্বেব জায়তে। তেষাঞ্চ সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি।) অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুরাত্মাদের মোহন নিমিত্ত আমিই পশুশাস্ত্র সকল কহিয়াছি মহাপাপ বিশিষ্ট মনুষ্যদের তাহাতেই কেবল বাঞ্ছা হয় শত কোটি কল্পেও তাহাদের সদ্গতি নাই।

তাহাতে যদি ধর্ম্মসংহারকের লিখিত কূর্ম্ম পুরাণ পদ্ম পুরাণ ও সিদ্ধলহরীর বচন প্রমাণে বীরাধিকারীয় কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র সকল

মোহনার্থ অসদাগম হয়েন, আর আমাদের ঐ পূর্ব্ব লিখিত বচন প্রমাণে পশ্বধিকারীয় তন্ত্র সকল মোহনার্থ অসদাগম হয়েন আর ঐ ঐ বচনকে উভয় ধর্ম্মের স্তুতিপর স্বীকার করা না যায়, তবে শিবপ্রণীত সকল শাস্ত্রের বৈযর্থ্য ও অপ্রামাণ্য এককালেই হইল, এবং সর্ব্বজ্ঞ ও ধর্ম্ম সেতু রক্ষাকর্ত্তা পরমারাধ্য ভগবান্ মহেশ্বরের মিথ্যাবাদিত্বে ও আপ্ত পুরুষত্বে শঙ্কা জন্মে এবং মহেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের যদি অপ্রামাণ্য হয় তবে ভগবান্ পরমেষ্ঠির প্রণীত বেদ শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি কেন না হয়? যেহেতু শাস্ত্রে তুল্য রূপে উভয়কেই সর্ব্বজ্ঞ আপ্ত ও সত্য স্বরূপ একাত্মা কহিয়াছেন, সুতরাং একের বাক্য লঙ্ঘনে অন্যের বাক্য লঙ্ঘন হইতেই পারে; অতএব ধর্ম্মসংহারক আপনি এই ব্যবহার দ্বারা যে "এক শাস্ত্রের প্রামাণ্য, অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক" বেদাগম সর্ব্ব শাস্ত্রের উচ্ছেদক হয়েন কি না? এবং "ধর্ম্মসংহারক" এই নাম তাঁহার উচিত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন।

যদ্যপিও ধর্ম্মসংহারক পশু ধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রকে শাস্ত্রত্বে মান্য কহিয়া বীরধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রের অপ্রামাণ্যের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু ভগবান্ মহেশ্বর ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তবিৎ তন্ত্রের প্রামাণ্য কহিয়া অধিকারি ভেদে পরস্পরের অনৈক্যের মীমাংসা করেন। মহানির্ব্বাণ (তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ। সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূবিশঃ॥ যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্নাঃ যেন যেন যদা যদা। তথা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে॥ অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। স্বেস্বেঽধিকারে দেবেশি সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ) অর্থাৎ নানা আখ্যানযুক্ত অনেক প্রকার তন্ত্র কহিয়াছি, সিদ্ধ ও সাধকের নানা প্রকার বিধান কহিয়াছি—যে যে সময়ে যাহার যাহার দ্বারা যে যে রূপ প্রশ্ন হইয়াছিল তখন তাহার উপকারের নিমিত্ত তদনুরূপ শাস্ত্র কহিয়াছি—অধিকার ভেদে নানাবিধ শাস্ত্র কহা গিয়াছে আপন আপন অধিকারে মনুষ্য সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন॥ এখন জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে ধর্ম্মসংহারকের ব্যবস্থা মান্য হইয়া কি সকল শাস্ত্র উচ্ছন্ন হইবেক? কি ভগবান্ মহেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য হইয়া শাস্ত্র সকল রক্ষা পাইবেক?॥

২১২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে কুলার্ণবাদি তন্ত্রের অমূলকত্ব স্থাপনের উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে (সমূলক ও অমূলক স্মৃতি পুরাণাদির পরস্পর বিরোধে অমূলকই ত্যাজ্য হয়”। উত্তর।—কূর্ম্ম পুরাণ বচন রচনাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও কেবল কুলধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রের প্রকাশ সময়ে আমরা বিদ্যমান ছিলাম না এমৎ নহে, বস্তুত এতুইয়ের একও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, কিন্তু কি পুরাণ কি তন্ত্র উভয়ের প্রামাণ্যের কারণ পরম্পরা ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও সংগ্রহকারেদের বাক্য হইয়াছেন অতএব উভয়ের তুল্য প্রমাণ থাকিতে পুরাণের সমূলকত্ব ও এই সকল তন্ত্রের অমূলকত্ব কথন ধর্ম্মসংখাদক হইতেই হয়॥

ঐ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন যে“শ্রুতি স্মৃতির বিরোধে স্মৃতির অমান্যতায় কি শ্রুতির অমান্যতা হয়, মনু স্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে অন্য স্মৃতির অমান্যতায় মনু স্মৃতির অমান্যতা কি হয়”। উত্তর।—শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে শ্রুতির মান্যতা এবং মনু স্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে মনু স্মৃতির মান্যতা হয়, সুতরাং তদনুরূপ ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু ইহা কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বিরোধ হইলে পুরাণই মান্য হইবেন? অথবা পুরাণে লিখিত যে মহেশ্বরোক্তি, তাহা তন্ত্র লিখিত মহেশ্বর বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ হয়? বরঞ্চ ইহাই দৃষ্ট হয় যে পুরাণ যেরূপ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করেন সেইরূপ তন্ত্রে পুরাণাদি তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কথন আছে; বিশেষত ঐ কূর্ম্ম পুরাণীয় বচনে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্রকেই কেবল তামস কহিয়াছেন তাহাতেও এরূপ কথন নাই যে পুরাণ বিরুদ্ধ তন্ত্র অগ্রাহ্য হয়, অথবা কি শ্রুতি সম্মত কি শ্রুতি বিরুদ্ধ স্মৃতি মাত্রেরই সহিত যে তন্ত্র বিরুদ্ধ সে অগ্রাহ্য হয়; কেবল ধর্ম্মসংহারক দক্ষ পক্ষ আশ্রয় করিয়া মহেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের অপমান করিতেছেন॥

আদৌ ধর্ম্মসংহারক আপন অজ্ঞানতার প্রাবল্যে কুলধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্র মাত্রকে অসদাগম স্থির করিয়া, ২০৮ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি (কৌলযুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যান্মমাজ্ঞয়া।) ইত্যাদি বচনের উল্লেখ পূর্ব্বক ১১ পংক্তিতে লিখেন যে (এই মহানির্ব্বাণের বচনে পশুর্নস্যাৎ ইত্যাদি স্থানে নঞেব অর্থ নিষেধ নহে

কিন্তু শিরশ্চালন এবং পুনঃ পুনঃ পশুর্নস্যাৎ এই শব্দ প্রয়োগে নিশ্চয় অর্থও বোধ হইতেছে, তাহাতে এই অর্থ স্থির হয় যে কলিযুগে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কি পশু হইবেন না, ফলত অবশ্যই পশু হইবেন” ইত্যাদি।

উত্তর।—আপন প্রত্যুত্তরের ১৮৮ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে “ যে পাষণ্ডেরা পরদারান্ ন গচ্ছেৎ পরধনং ন গৃহ্ণীয়াৎ ” অর্থাৎ পরদার গমন করিবেক না এবং পরধন অপহরণ করিবেক না ইত্যাদি স্থলে শিরশ্চালনে নঞ এই কথা কহিয়া এই প্রকার অর্থ করে যে সর্ব্বদা পরদার গমন ও পরধন হরণ করিবেক সে পাষণ্ডেরাও এইক্ষণে ব্রহ্ম পুরাণে ও কালিকা পুরাণে মদ্যের নিষেধ দর্শনে উশনার বচনেও (মদ্য অদেয় অপেয়) ইত্যাদি স্থানে অ শব্দ নিষেধার্থ অবশ্যই কহিবেন” অর্থাৎ শাস্ত্রের স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন কহিয়া যে অর্থান্তর করে তাহাকে এস্থলে ধর্ম্মসংহারক পাষণ্ড কহিলেন কিন্তু আপনিই পুনরায় (পশুর্নস্যাৎ) ইত্যাদি স্থলে অন্য শাস্ত্রের পোষক বচন থাকিতেও ইহার স্পষ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন জানাইয়া অর্থান্তরের কল্পনা করিতেছেন; কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংহারক স্বমুখেই আপন পাষণ্ডত্ব স্বীকার করিলেন, অধিকন্তু ধর্ম্মসংহারকের দর্শিত এই শিরশ্চালন অর্থে নির্ভর করিয়া তাঁহার লিখিত (ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি)—(ন কলৌ শোধনং মদ্যে) ইত্যাদি বচনকে মদ্যপান বিধায়ক অন্য অন্য বচনের সহিত এক বাক্যতা করিয়া নঞের অর্থ শিরশ্চালন কহিতে তত্তুল্য ব্যক্তিরা কেন না সমর্থ হয়েন? এবং এই রূপ ব্যাখ্যা কেন না করেন যে (ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি) প্রকৃষ্ট রূপে মদ্য কি পান করিবেক না, ফলত অবশ্যই পান করিবেক (ন কলৌ শোধনং মদ্যে) কলিতে কি মদ্যের শোধন নাই, ফলত অবশ্যই শোধন আছে, সুতরাং ধর্ম্মসংহারক এইরূপ ব্যাখ্যার পথ দর্শাইয়া স্বাভিলষিত ধর্ম্মনাশের উদ্দেশে তাবৎ শাস্ত্রকে উচ্ছন্ন করিতে বসিয়াছে॥ পরে ঐপৃষ্ঠে (অতএব দ্বিজাতীনাং) ইত্যাদি এক স্থানস্থ বচনকে অন্য স্থানীয় বচন (দ্বেষ্টাবঃ কুলধর্ম্মাণাং) ইত্যাদির সহিত অন্বয় করিয়া যে যে প্রলাপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা পণ্ডিতেরা যেন অবলোকন করেন।

২০৯ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে "যদ্যপি ভাক্ত বামাচারি মহাশয় কহেন যে (কলৌ যুগে মহেশানি) ইত্যাদি মহা নির্ব্বাণের বচন শিববাক্য আর (যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে) ইত্যাদি কূর্ম্ম পুরাণীয় বচন বেদব্যাস বাক্য অতএব বেদব্যাস বাক্যের দ্বারা শিব বাক্যের বাধ কি প্রকারে জন্মান যায়, তথাপি সেই কূর্ম্ম পুরাণ বচনকে শিববাক্য বলিয়া তাহাতে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা করিতে হইবেক"। উত্তর।—আমরা পূর্ব্বেই পুনঃ পুনঃ কহিয়াছি যে কি শিববাক্য কি দেবী বাক্য কি ব্যাসাদি ঋষিবাক্য সকলই শাস্ত্র বোধে মান্য হয়েন অতএব ধর্ম্মসংহারকের এরূপ লেখা যে "তথাপি সেই কূর্ম্ম পুরাণীয় বচনকে শিববাক্য বলিয়া তাহাতে তাঁহাদিগ্যে শ্রদ্ধা করিতে হই-বেক" সর্ব্বথা অযোগ্য, বিশেষত ধর্ম্ম সংহারকের লিখিত এ কূর্ম্ম পুরাণীয় বচন শিব শাস্ত্রের কোনমতে বাধক নহে যাহা আমরা এই দ্বিতীয় উত্তরে ৩৩৯ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি ৩৫৫ পৃষ্ঠের ২১ পংক্তি পর্য্যন্ত বিবরণ পূর্ব্বক লিখিয়াছি; অধিকন্তু ভগবান্ বেদব্যাস কাশীখণ্ডে স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের মাহাত্ম্যের স্বল্পতা দর্শাইয়া যদি কদাপি কোনো উক্তি স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন তাহাতে পরমারাধ্যের হেয়ত্ব সূচনা না হইয়া তাঁহারি হস্তস্তম্ভন ও কণ্ঠ রোধ ইত্যাদি বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছিল, এই রূপ তন্ত্ররত্নাকরেও প্রাপ্ত হইতেছে তথাহি (হৃতদর্পস্তদা ব্যাসোভৈরবেণ মহাত্মানা কম্পিতোরুশিরগ্রীবস্ততঃ কাশ্যাবিনির্যযৌ।—তেনাহূতা সুরনদী যমুনা চ সরস্বতী। গোদাবরী নর্ম্মদা চ কাবেরী বাহুদাতথা—দেবা দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাইচ্ছন্তোপি হিতং মুনেঃ। ভৈরবস্য ভয়াদ্দেবি নজগ্মুর্ব্যাসসন্নিধৌ। ভগ্নোদ্যমোনিরানন্দঃ শোকসংবিগ্নমানসঃ। কিং করোমি ক্বগচ্ছামি জল্প-তি স্ম পুনঃ পুনঃ॥ অর্থাৎ বেদব্যাস দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণে উদ্যত হইয়া কেবল ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন।

পুনরায় ২১১ পৃষ্ঠের প্রথম অবধি কুল ধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রকে শ্রুতি বিরুদ্ধ অপবাদ দিয়া অগ্রাহ্য কহিয়াছেন ইহার উত্তর ৩৪৯ পৃষ্ঠ অবধি বিশেষরূপে লিখাগিয়াছে অতএব পুনরায় আম্রেড়নে প্রয়োজনাভাব॥

ভাগবতের, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ও তন্ত্রের বচন লিখিয়া পরে ২১৬পৃষ্ঠে ৮পংক্তি অবধি লিখেন "যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্রের বচনে কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রের

নিন্দা বোধ হইতেছে যেহেতু সেই বচনে তৎপথ বিমুখ ব্যক্তি সকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্ম ঘাতক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর এবং ষড় দর্শনকে কূপ কহিতেছেন, উত্তমের রীতি এই যে পরের প্রশংসার দ্বারা আপনিও প্রশংসিত হয়েন অধমে তাহার বিপরীত।" উত্তর।—প্রথমত সাদৃশ্য দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রতি "অধম" এপদ প্রয়োগ করা অতি অধম ও ধর্ম্মসংহারক হইতেই সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা কথন তন্ত্র শাস্ত্রে আছে তাহার প্রমাণের উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক লিখেন যে "সেই বচনে তৎপথ বিমুখ ব্যক্তি সকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্ম ঘাতক ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রকে অর্কক্ষীর ও যড় দর্শনকে কূপ কহিতেছেন"॥ উত্তর।—তন্ত্রে দেখিতেছি যে তন্ত্র শাস্ত্র বিমুখ ব্যক্তিকে পাষণ্ড কহেন যথার্থই বটে যেহেতু তন্ত্র বিমুখ ব্যক্তি প্রায় এদেশে অপ্রাপ্য, কিন্তু ধর্ম্মসংহারকের লিখিত পদ্মপুরাণীয় বচন সমূলক হইলে তাহাতে স্পষ্ট শিবশাস্ত্রকে পাষণ্ড শাস্ত্র কহিয়াছেন অতএব বিবেচনা কর্ত্তব্য যে সাক্ষাৎ নিন্দোক্তি কোথায় লিখিত আছে।

তৃতীয়ত, যেমন আগমে শিব পথ বিমুখকে পাষণ্ড কহেন সেই রূপ শ্রীভাগবতাদি বিষ্ণু প্রধান গ্রন্থে বিষ্ণু ভক্তি বিমুখকে চণ্ডাল ও অন্য উপাসককে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছেন, এইরূপ মাহাত্ম্য প্রদর্শক নিন্দা বোধক বচনের দ্বারা শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ কি অধম হইবেন? (বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বালাঙ্গুলেনাতিতর্ত্তি সিন্ধুং) ভাগবত, তাবৎ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণু পাদপদ্ম বিমুখ হয়েন তবে তাঁহা হইতে চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানি। বিষ্ণুর প্রতি দেবতাদের বাক্য, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যতিরেকে অন্যের শরণাগত যে হয় সে মূর্খ কুক্কুরের লাঙ্গূল অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পার হইতে বাসনা করে। চতুর্থ, মহেশ্বর মত ত্যাগ করিয়া অন্য মত গ্রহন করিলে সেই মতকে অর্কক্ষীর তন্ত্র বচনে কহিয়াছেন, ইহা ধর্ম্মসংহরক লেখেন বস্তুত এই বাক্যানুসারে ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়, তন্ত্রমত ত্যাগ করিয়া অন্য মতে উপাসনাদি এদেশে কেহ করেন্ না। / পঞ্চম, ষড়দর্শনকে কূপশব্দে তন্ত্রে

কহিয়াছেন ধর্ম্মসংহারক লিখেন। উত্তর।—পরম তত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ষড়দর্শন বাদে রত হয়েন তাঁহাদের প্রতি ষড়দর্শন কূপ স্বরূপ হইবেন তন্ত্র বচনের এই তাৎপর্য্য, ইহাতে ষড়দর্শনের নিন্দা অভিপ্রেত নহে যেহেতু কুলার্ণবে ষড় দর্শনকে মুক্তি সাধন ও ভগবানের অঙ্গস্বরূপ কহিয়াছেন, কুলার্ণব (দর্শনেষু চ, সর্ব্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ। মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয়ঃ (তথা) ষড়দর্শানানি স্বাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ। তেষু ভেদং হি য়ঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি) সকল দর্শনেতে চিরকাল অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয় আর কুল ধর্ম্মে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই। পাদদ্বয় হস্তদ্বয় উদর ও মস্তক এই আমার ছয় অঙ্গ ষড় দর্শন হয়েন ইহাতে যে ভেদজ্ঞান করে সে আমার অঙ্গচ্ছেদ করে।

২১৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন যে মহা নির্ব্বাণাদি তন্ত্র অসদাগম একারণ অগ্রাহ্য ও অপ্রমাণ হইলেও তথাপি পুরাণাদির মতাবলম্বী ও মহানির্ব্বাণাদির মতাবলম্বী এউভয়েরই তুল্য ফল" ইত্যাদি। উত্তর।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণের দ্বাবা কুল ধর্ম্ম বিধায়ক মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণবাদির সদাগমত্ব ও শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হওয়াতে একোটি আমাদের প্রতি সম্ভব হয না, যেহেতু যাঁহারা এসকল কুলধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রাবলম্বী হয়েন তাঁহাদের ইহলোকে ভোগ এবং পরলোকে মোক্ষ প্রপ্তি দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের সহিত কদাপি ফলেতে সমান নহে, (যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্য কা কথা। যোগেপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে) অর্থাৎ বৌদ্ধাদি অধিকারে যাহাতে বিহিতানুষ্ঠান বিনা ভোগের বাহুল্য আছে, তথায় তথায় মোক্ষের সম্ভাবনা নাই আর যোগাদি অধিকারে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় কিন্তু তাহাতে ভোগের অপ্রাপ্যতা পরন্তু কৌল ধর্ম্মে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তি হয়॥ তবে যে সকল লোক কেবল যুক্তিতেই নির্ভর করেন তাঁহাদের নিকটে একোটি অন্য কোটি ত্রয়ের সহিত সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি কুল ধর্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র এবং আপাতত কুল ধর্ম্ম নিষেধক স্মৃতিশাস্ত্র উভয়ই সত্য হয়েন তবে উভয় ধর্ম্মাবলম্বিদের পর লোক সিদ্ধ হইবেক, অধিকন্তু কৌলের ইহলোকে ভোগ রহিল, যদি উভয় শাস্ত্র মিথ্যা হয়েন তাহাতে যদ্যপিও উভয় মতাবলম্বি-

দের পরলোক সিদ্ধ হইবেক না তথাপি ঐ স্মার্ত্তদের নিষ্ফল ঐহিক যন্ত্রণা রহিল, যদি উভয়ের মধ্যে এক সত্য অন্য মিথ্যা হয়েন অর্থাৎ কুল ধর্ম্ম বিধায়ক শাস্ত্র সত্য হয়েন ও আপাতত কুল ধর্ম্ম নিষেধক স্মৃতিশাস্ত্র মিথ্যা হয়েন তবে কৌলিকের উভয়ত্র সদ্গতি হইল, আর ঐ ঐ স্মৃতি মতাবলম্বিদের উভয় লোকভ্রষ্ট হইবেক, অথবা তাহার অন্যথাতে অর্থাৎ ঐ আপাতত কুল ধর্ম্ম নিষেধক স্মৃতি সত্য ও কুল ধর্ম্ম বিধায়ক শাস্ত্র মিথ্যা যদি হয়েন তথাপি কৌলিকের ইহলোকে স্বচ্ছন্দতা রহিল আর ঐ স্মৃত্যবলম্বিদের কেবল পরলোক সিদ্ধ হইতে পারে; এই অংশে উভয় ধর্ম্মের এক প্রকার তুল্য ফল দাতৃত্ব কেবল থাকে। একোটি চতুষ্টয় কেবল যুক্তি পর ব্যক্তিদের নিকট কুল ধর্ম্মের প্রশংসার প্রতি কারণ হয়।

২১৮ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির লিখিত স্মৃতি পুরাণাদি বচনে ব্রাহ্মণাদির মদ্য পানের নিষেধ দর্শনে শূদ্র ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়েরা লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ প্রদান করিবেন না যেহেতু শূদ্র কমলাকর ধৃত পরাশর বচন দর্শন করিলে তাঁহাদিগেরও বাক্যরোধ ও হৃদ্বোধ হইবেক, যথা পরাশরঃ (তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণী গমনেন চ। বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ) শূদ্রজাতি যদি মদ্য পান ব্রাহ্মণী গমন কিম্বা বেদের বিচার করেন তবে তাঁহাদের চণ্ডাল জাতি প্রাপ্তি হয়"। উত্তর।—ধর্ম্মসংহারক এই ব্যবস্থা দিলেন যে শূদ্রের সুরাপান সুদূর, যদি মদ্য পানও শূদ্রে করে তবে চণ্ডাল হয়, কিন্তু মিতাক্ষরাকার ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেক কার প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা মন্বাদি ঋষি বচনে নির্ভর পূর্ব্বক ইহার অন্যথায় ব্যবস্থা দেন। মনুঃ (তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ) বৃহদ্যাজ্ঞবল্ক্যঃ (কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যোবাপি কথঞ্চন। মদ্যমেবাসুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাঁরা সুরাপান করিবেন না (অর্থাৎ অবিহিত সুরাপান করিবেন না) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরাভিন্ন মদ্যপান করেন তবে দোষ প্রাপ্ত হয়েন না। পরে মিতাক্ষরাকার সিদ্ধান্ত করেন (ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্রনিষেধোপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব, রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌ-

ড্যাদিমদ্যনিষেধঃ শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধোনাপি মদ্যপ্রতিনিষেধঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টীসুরা নিষিদ্ধ হয় আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্য মাত্রের নিষেধ। ক্ষত্রিয় বৈ-শ্যের গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে আর শূদ্রের প্রতি সুরা কিম্বা মদ্য এতদুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে। প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার নানা মুনি বচনের বিচার করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করেন (তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বীনিষেধস্তু ব্রাহ্মণা-নামেব। তথা, (রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বীপ্রভৃতিসকলমদ্যপানে ন দোষঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরা নিষেধ হয় আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ীমাধ্বীর নিষেধ হয়। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের গৌড়ীমাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মদ্যপানে দোষ নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসনে ও মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের ব্যবস্থা দ্বারা শূদ্রের বৈধাবৈধ মদ্যপানে দোষাভাব মানিতে হইবেক, কি ধর্ম্মসংহার-কের ব্যবস্থানুসারে ঐ সকলের সিদ্ধান্ত অন্যথা হইয়া শূদ্রের মদ্যপান নিষিদ্ধ ইহাই স্থির করা যাইবেক। ধর্ম্মসংহারক শূদ্র কমলাকরধৃত কহিয়া যে পরাশরের বচন লিখেন তাহা শূদ্র কমলাকর ধৃত অথবা শূদ্র পদ্মাকর ধৃতইবা হউক সমূলক যদি হইত তবে মিতাক্ষরাকার, কুল্লূক ভট্ট, প্রায়-শ্চিত্ত বিবেকেকার, ইহাঁরা অবশ্যই লিখিয়া ইহার মীমাংসা করিতেন ; যদ্যপিও ঐ পরাশর বচন সমূলক হয় তবে মন্বাদি অন্য স্মৃতির সহিত এক বাক্যতা করিবার জন্যে ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য যে শ্রৌত যজ্ঞীয় মদিরা তাহারি নিষেধ পরাশর বচনে শূদ্রের প্রতি অভিপ্রেত হইবেক, অন্যথা মন্বাদি স্মৃতির সহিত এক বাক্যতা থাকে না। এতদ্ভিন্ন শূদ্রের মদ্যপান বিধায়ক শত শত বচন তন্ত্র শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং ঐ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংগ্রহ কারেরা তদনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। এস্থলে পুনরায় স্মরণ দেওয়াইতেছি যে স্মৃতিতে যে যে স্থানে ব্রাহ্মণের বিষয়ে মদ্যপানের নিষেধ কহিয়াছেন সে অবিহিত কামত মদ্যপর হয়, যেহেতু (ন মাংসভক্ষণে দোষোন মদ্যে ন চ মৈথুনে) ইত্যাদি মন্বাদি স্মৃতিতে তাঁহারা বিহিত মদ্যপানে দোষাভাব স্বয়ং কহিয়াছেন।

২১৯ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তি অবধি ২২১ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তি পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ শ্রীকালীশঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে ধর্ম্মসংহারকের পরাভবের আশয়ে আমরা উত্থাপিত করিয়াছিলাম• তিনি বাগ্‌দেবতার প্রীত্যর্থে স্মৃতি পুরাণাদি স্বরূপ অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্মসংহারক কর্তৃক আগত মাত্রেই নিহত হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মসংহারক কি কি উপায়ে আর কি কি বচন রূপ শস্ত্রে তাঁহাকে নিহত করিলেন তাহার বর্ণও লিখেন না, বিবরণ যদি লিখিতেন তবে বিবেচনা করা যাইত যে তাঁহাদের কোন্ পক্ষে জয় পরাজয় হইয়াছে ॥

২২১ পৃষ্ঠের ১০পংক্তিতে শৈবসক্তি গ্রহণের অপ্রামাণ্যের উদ্দেশে লিখেন যে এতদ্বিধায়ক তন্ত্র শাস্ত্র মোহনার্থ কল্পিত আগম হয়। উত্তর।—ঐ সকল মহেশ্বর প্রণীত শাস্ত্র সর্ব্বথা প্রমাণ ইহা আমরা ৩৪৯ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি ৩৫৫পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিবরণ পূর্ব্বক লিখিয়াছি তাহাতে যেন পণ্ডিতেরা দৃষ্টি করেন, অতএব সর্ব্বনিয়ন্তার আজ্ঞানুসারে অনুষ্ঠান করিলে কদাপি পাপ স্পর্শ ও যম তাড়না হইতে পারে না, যেহেতু ভগবান রুদ্র যমেরও যম হয়েন।

২২৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন যে (লোকের বিদ্বিষ্ট যে কর্ম্ম তাহা শাস্ত্রীয় হইলেও স্বর্গের বিরোধি হয় তাহা বিশিষ্ট লোকের আচরণীয় নহে এই মনু বচনে যে কর্ম্ম লোকের দ্বেষ্য হয় সে অবশ্যই নরকের কারণ—অতএব শৈব বিবাহ যথার্থ হইলেও সজ্জনদিগের কদাচ কর্ত্তব্য নহে)। উত্তর।—কেবল বিশিষ্ট লোকের দ্বেষ্য ও প্রিয় এই বিবেচনায় ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থির করাতে যে আপত্তি ও যে যে দোষ হয় তাহা বিশেষ রূপে এই দ্বিতীয় উত্তরের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩০৮ পৃষ্ঠ অবধি ৩১৫পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লিখা গিয়াছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অবলোকন করিয়া ইহার সিদ্ধান্ত করিবেন; বস্তুত তাঁতি, শুড়ি, স্বর্ণ বণিক ও কৈবর্ত্ত এবং কতিপয় বিশিষ্ট লোক ঐ সকল তন্ত্রকে এবং তদুক্ত অনুষ্ঠানকে যদিও দ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি ভূরি বিশিষ্টেরা ঐ মহেশ্বর শাস্ত্রকে পরম পুরুষার্থ সাধন ও অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব অধিকারে তাহার অনুষ্ঠান করেন, অতএব তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বেষ্য কি হইবেন, সর্ব্বথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশিষ্ট রূপে মান্যই হইয়াছেন।

ধর্ম্মসংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে (এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা জবনী গমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহাদের স্ত্রীও বিধবা তুল্য, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কিনা)। উত্তর।—স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতি শাস্ত্রে, লিখেন না ; তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।

১৯৩ পৃষ্ঠে ও অন্য স্থানে স্থানে আপন প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মসংহারক আপনার উত্তর প্রদানের নানাবিধ প্রাগল্‌ভ্য করিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে ফলেন পরিচীয়তে ; যখন আমরা স্বনিয়মানুসারে লোকান্তর প্রাপ্ত দত্তজার যহিত ভূরিশ উত্তর প্রত্যুত্তরে অনিচ্ছুক হইয়াও করিয়াছি, সুতরাং সেই নিয়মে ধর্ম্মসংহারকের সহিতও উত্তর করিতে হইয়াছে ইহাতে খেদ কি ? শাস্ত্রীয় সদালাপের অবকাশ কাল কৌতুকার্থেও কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিতে হইয়াছে ॥

এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে পরমেষ্ঠি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থ সাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয় এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে ॥

ইতি চতুর্থ প্রশ্নে দ্বিতীয় উত্তরে অতিপ্রিয়করো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

সমাপ্তং চতুর্থপ্রশ্নোত্তরং ॥

দ্বিতীয়োত্তরং সমাপ্তং ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার হন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অনুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান্ মনু চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে তিন শ্লোকে বিধান করিয়াছেন; তাহার চরম প্রকারকে ঐ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে কহেন, যথা।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥

ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট সম্মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষা বিবরণ এই "অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন" অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন। এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান্ কুল্লূক ভট্ট লিখেন।

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমীবিধয়ঃ।

"এই তিন শ্লোকেতে বেদ বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে"।

স্বশাখাদি বেদ পাঠ, তর্পণ, নিত্যহোম, ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান, এবং অতিথি সেবন, এই পাঁচকে পঞ্চযজ্ঞ কহেন।

পুনশ্চ দ্বাদশাধ্যায়ে ৯২ শ্লোক।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন" ইহাতে তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম পরিত্যাগ অবশ্যই কর্ত্তব্য হয় এমত তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু জ্ঞান সাধনে, ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসে, যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠের আবশ্যক হয় ইহাই বিধি দিলেন।

এই শেষের লিখিত মনুবচনে জ্ঞান সাধন ও তাহার উপায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ও বেদাভ্যাস, এই তিনে যত্ন করিতে বিধি দিয়াছেন; তাহার প্রথম, "পরব্রহ্ম চিন্তন" সে কিরূপ হয়, ইহা পূর্ব্বেই চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের পরার্দ্ধে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ "পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন" এইরূপ চিন্তন করিবেন, যেহেতু ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। প্রমাণ, মনু প্রথমাধ্যায়ে।

যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।

"সকল জন্য বস্তুর কারণ, এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, ও উৎপত্তি নাশ রহিত, এবং সৎ স্বরূপ, ও প্রত্যক্ষাদি তাঁহার হয় না একারণ অলীক বস্তুর ন্যায় হঠাৎ বোধ হয়, যে এপ্রকার সেই পরমাত্মা হন"

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

"মনের সহিত বাক্য যাঁহার নিরূপণ বিষয়ে অক্ষম হইয়া নিবৃত্ত হন"

বৃহদ্বারণ্যকশ্রুতিঃ।

অথাত আদেশোনেতি নেতি।

"আদৌ 'বোধ সুগমের নিমিত্ত' লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা পরব্রহ্মকে কহিলেন; কিন্তু তিনি এ সমুদায় বিশেষণ হইতে অতীত হন, এ নিমিত্ত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন" অর্থাৎ কোনো বিশেষণ দ্বারা তাহাঁর নিরূপণ হইতে পারে না।

ঐ মনুবচনে প্রথম উপায় "শম" ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ, ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিঘ্ন না জন্মে।

দ্বিতীয় উপায়, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাস, অর্থাৎ প্রণব এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থ চিন্তন ইহাতে যত্ন করিবেন।

প্রণব প্রকরণে, মনুঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৪ শ্লোক।

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ অক্ষরন্তক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।

"তাবৎ বৈদিক কর্ম্ম কি হবন কি যজন স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পায়, কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম তাহার প্রতিপাদক যে প্রণব ইহাঁর কি স্বভাবত কি ফলত ক্ষয় হয় না।"

অতএব প্রণব একাক্ষর স্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া, পরব্রহ্ম সাধনের উপায় হন। মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৩ শ্লোক।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।

"একাক্ষর যে প্রণব তিনি পরব্রহ্মের প্রাপ্তির হেতু হন, একারণ পর-ব্রহ্ম শব্দে কহা যায়" কিন্তু ত্র্যক্ষর রূপে প্রণব অভিপ্রেত হইলে তিন অবস্থা, বেদত্রয়, ত্রিলোক, ও ত্রিদেব, ইত্যাদি প্রতিপাদক হন।

উপনিষদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ।

তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।

"সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তোমাকে তাঁহার প্রশ্ন করিতেছি"।

প্রয়োজন।

বেদ দ্বেষকারি জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত, ভারতবর্ষে নানা শাখা বিশিষ্ট বেদের সমুদায় প্রাপ্তি হইতেছে না; কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে

যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং।

"যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয়" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্ম-কাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনু গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদ বিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি ভগবান্ মনু যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তি সকলে লিখি-লাম, অভীষ্ট মতে অনুশীলন করিবেন। ইতি শকাব্দা ১৭৪৮।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার

পরমেশ্বরায় নমঃ

কোনো বিশিষ্ট বংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে "একি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্যপান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে ; ইহারা অতি নিন্দনীয় সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে" অতএব ঐ কায়স্থ মহাশয়কে নিবেদন করি যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধ্যে গঙ্গা অনন্ত শুভদায়ক ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন, লোক দৃষ্টিতে অন্যাপেক্ষা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শাস্ত্র প্রমাণ হন ; শূদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ম্ম নাই. তাহার প্রমাণ মনু, যথা

তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইঁহারা সুরা পান করিবেন না।

বৃহদযাজ্ঞবল্ক্যঃ। কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্যমেবাসুবাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ ব্যতিরেকেও সুরা * ভিন্ন অন্য মদ্যপান করেন তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন না।

দ্বিতীয় প্রমাণ ; মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, যাহার মতে সমুদায় ভারতবর্ষে এসকল বিষয়ের ব্যবস্থা মানা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে

মিতাক্ষরা, যথা

ত্রৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈষ্টীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্র নিষেধোপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব রাজন্যবৈশ্যয়োস্তু ন কদাচিদপি গৌড্যাদিমদ্যনিষেধঃ শূদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধো নাপি মদ্যপ্রতিষেধঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টী সুরা নিষিদ্ধ হয় আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্য মাত্রের নিষেধ, † ক্ষত্রিয় ও

---

* এস্থানে সুরা শব্দে পৈষ্টী মদিরাকে কহি।

† এস্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মদ্য নিষেধ করিলেন তাহা অবিহিত মদ্য বিষয়ে জানিবে, যেহেতু "সৌত্রামন্যাং সুরাং গৃহ্নীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ন মাংসভক্ষণে দোষো" ইত্যাদি মনুবচন ও নানাবিধ তন্ত্র বচনের সহিত এক বাক্যতা করিতে হইবেক।

বৈশ্যের প্রতি গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ নহে ; আর শূদ্রের প্রতি সুরা এবং মদ্য এ দুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে।

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক যথা

তদেবং পৈষ্টীনিষেধস্ত্রৈবর্ণিকানাং গৌড়ী মাধ্বী নিষেধস্তু ব্রাহ্মণানামেব। তথা, রাজন্যাদীনান্তু গৌড়ীমাধ্বী প্রভৃতি সকল মদ্যপানে ন দোষঃ।

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী সুরাপান নিষিদ্ধ হয়, আর কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ী মাধ্বীর নিষেধ হয় ; কিন্তু গৌড়ী মাধ্বী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দোষ নাই।

এই সকল দেদীপ্যমান শাস্ত্রের প্রমাণ মান্য কি ঐ কায়স্থ মহাশয়ের অযোগ্য জল্পন গ্রাহ্য হইবেক ? আর এরূপ শাস্ত্র সম্মত ব্যবহার নিন্দনীয় হয় কি এ ব্যবহারকে যে নিন্দা করে সে নিন্দনীয় হয় ?

বিশেষত ঐ কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন তথা হইতে গৌড় রাজ্যে আইলেন অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন যে কান্যকুব্জস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্র প্রমাণে পরম্পরানুসারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না।

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভুলাইবার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক, শূদ্রের মদ্যপান নিষেধ বিষয়ে স্বকপোল কল্পিত শ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্ট বংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে বিবেচনা করা উচিত হয় ; যে এরূপ শ্লোক যদি সমূল হইত, তবে প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার ও মিতাক্ষরাকার যাহাঁরা সর্ব্ব শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন, তাহাঁরা অবশ্যই ইহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত যে বচন নহে তাহার অর্থ দৃষ্টিতে ইদানীন্তন কোন নূতন ব্যবস্থার কল্পনা যদি প্রমাণ হয়, তবে এক দুই শ্লোক কিম্বা কতিপয় পত্রের কোন এক গ্রন্থ রচনা করিতে যাহার শক্তি আছে সেও নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে ; কিন্তু তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রথমত গ্রাহ্য হইবেক না, এবং তাহার যোগ্য উত্তর ঐ প্রকার

স্বকপোল রচিত শ্লোক ও গ্রন্থের দ্বারা অন্য ব্যক্তি ও কোন্ দিতে না পারেন।

এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, কিম্বা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন। ইতি শকাব্দা ১৭৪৮।

শ্রীরামচন্দ্র দাসস্য।

বজ্র সূচী

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রস্সূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনং। দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাং ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রা শ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণস্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম, কিংজীবঃ কিংদেহঃ কিংজাতিঃ কিংবর্ণঃ কিংধর্ম্মঃ কিংপাণ্ডিত্যং কিংকর্ম্ম কিংজ্ঞানমিতি।

তত্র জীবো ব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি সর্ব্বস্য জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যোজীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদিদেহসম্বন্ধে অন্যবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণইতি চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব নতু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তীত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্য ব্রাহ্মণচিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহ নিষিদ্ধৈকপংক্তিভোজনৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তিঃ কেন বাধ্যেত তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

দেহো ব্রাহ্মণ ইতিচেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত মূর্ত্তত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্বেনচ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধম্মিতি নিয়মাভাবাচ্চ অপিচ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃশরীবদহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদেহো ব্রাহ্মণো নভবত্যেব।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি অন্যোপি ক্ষত্রিয়াদ্যা বর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি কিন্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদিচ জাতিশব্দেন শাস্ত্রবিহিতং ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধমহর্ষীণামব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গোমৃগ্যা কৌসিবঃ কুসুমস্তবকেন বাল্মীকি র্বল্মীকৈঃ মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ অগস্ত্যঃ কলশোদ্ভবঃ মাণ্ডব্যো মণ্ডুকোদরোৎপন্নঃ হস্তিগর্ব্ভোৎপত্তি রচরঋষেঃ শূদ্রাণীগর্ভোৎপত্তি র্ভারদ্বাজমুনেঃ ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়ামিতি

এতেষাং তাদৃশজন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞানবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রূয়তে তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো নভবত্যেব।

বর্ণেন ব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্বগুণত্বাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্বরজঃস্বভাবত্বাৎ বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বাৎ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাচ্ছূদ্রস্য। ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদিবর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো নভবত্যেব।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োপীস্টাপূর্ত্তাদিধর্ম্মকারিণো নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবোদৃশ্যন্তে তে কিং ব্রাহ্মণা ভবেয়ুঃ তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো নভবত্যেব।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতিচেত্তর্হি জনকাদিক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষূপলভ্যতে অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি কারণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যেব কিন্তু ন ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো নভবত্যেব।

অন্যচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণইতিচেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদযোপি কন্যাদানগজপৃথিবীহিরণ্যাশ্বমহিষীদানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে নতেষাং ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো নভবত্যেব।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদিযত্নশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যদম্ভসম্মোহো যঃ সএব ব্রাহ্মণইত্যুচ্যতে তথাহি "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ইতি অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণোনান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি" "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তীতি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং। তজ্জ্ঞানতারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ। ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদমৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যবিরচিতে প্রথমনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

পরমাত্মনে নমঃ।

বজ্রসূচীনাম গ্রন্থের ভাষা বিবরণ।

অজ্ঞানের নাশ করেন এমত রূপ বজ্রসূচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি যে শাস্ত্র অজ্ঞানিদের দূষণ আর জ্ঞানিদের ভূষণ হন॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি ইহা প্রথমত বিচারণীয় হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান।

যদি বল জীবাত্মা ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্ব্ব প্রকারে দোষ হয়। প্রথমত সর্ব্ব প্রাণির জীবকে এক স্বরূপ স্বীকার করিলে সর্ব্ব প্রাণির ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়ত শরীর ভেদে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন তেহঁ কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্র দেহ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাব শূদ্রত্ব তবে না হউক। তৃতীয়ত ব্রাহ্মণ রূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে তাহাতে যে জীব আছেন তিনি ব্রাহ্মণ হন এমত কহিলে, ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহার মূলক হইল পরমার্থত কিছুই নহে ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবেক। আর ব্রাহ্মণ বেশধারী কোন এক শূদ্র যাহার জাতি ও কুল জ্ঞাতসার নহে কিন্তু ব্রাহ্মণ রূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে তাহার ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত এক পংক্তি ভোজন ও এক শয্যা শয়ন উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা করিলে পাপোৎপত্তির বাধক কি; অতএব জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বল দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আচণ্ডাল মনুষ্য সকলের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু মূর্ত্তিতে ও জরা মরণাদি ধর্ম্মেতে সকল দেহ তুল্য হয়। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ এক শত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষত্রিয়, তাহার অর্দ্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্দ্ধেক শূদ্র বাঁচেন, এমত নিয়মও নাই যাহার দ্বারা অন্য দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ কহিলে পিতামাতার মৃত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের

ব্রহ্মহত্যা পাপের উৎপত্তি হউক; অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষি সকলও এক এক জাতি বিশিষ্ট হয় কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্পস্তবক হইতে কোসিব মুনি, উইঢিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলশ হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তিগর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রা গর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্তকন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন ইহাঁদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক প্রকার জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।

যদি বর্ণ বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে সত্ত্বগুণত্ব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ স্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ ও রজোগুণ ও তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শূদ্র তমোময় এই হেতু তাহার কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়, এক্ষণে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি; অতএব বর্ণ বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্য নিত্য নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ হইবেন; অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকের মহা পাণ্ডিত্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে এবং এক্ষণেও কারণ সত্বে অন্য জাতীয়দেরও পাণ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে; অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহিলে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও

কন্যাদান হস্তি হিরণ্য অশ্ব পৃথিবী মহিষী দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন কিন্তু তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই ; অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

কিন্তু করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও শরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়, যেহেতু শাস্ত্রে কহে "জন্ম প্রাপ্ত হইলে সর্ব্ব সাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ শব্দ বাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বাবা বিপ্র আব ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন" অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল। "যাঁহা হইতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাহাঁতে পুনর্গমন করে তিনি ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর" "সকল বেদ যে ব্রহ্ম পদকে কহিতেছেন" "ব্রহ্ম এক মাত্র দ্বিতীয় রহিত হন" "নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম যাহাঁকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর তাহাব অভাব দ্বারা শূদ্র হয় এই সিদ্ধান্ত। ইতি শ্রীভগবৎপূজ্যপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য কৃত বজ্রসূচী গ্রন্থেব প্রথম নির্ণয় সমাপ্ত হইল।

কলিকাতা শকাব্দা ১৭৪৯।

কলার্ণব তন্ত্র। পঞ্চম খণ্ড। প্রথম উল্লাস।

ওঁনমঃ পরমদেবতায়ৈ ॥ কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুং। পপ্রচ্ছেশং পরানন্দং পার্ব্বতী পরমেশ্বরং ।১। শ্রীদেব্যুবাচ। ভগবন্দেবদেবেশ পঞ্চকৃত্যবিধায়ক। সর্ব্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল ।২। কুলেশ পরমেশান করুণাময়বারিধে। সুঘোরে ঘোরসংসারে সর্ব্বদুঃখমলীমসে ।৩। নানাবিধশরীরস্থা অনন্তা জীবরাশয়ঃ। জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ তেষামন্তো ন বিদ্যতে ।৪। ঘোরদুঃখোম্বুবাব্ধৌ চ ন সুখী বিদ্যতে কচিৎ। কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মে প্রভো।৫। শ্রীঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। তস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ।৬। অস্তি দেবি পরব্রহ্মস্বরূপো নিষ্কলঃ শিবঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোঽদ্বয়ঃ।৭। স্বয়ংজ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্ব্বিকারঃ পরাৎপরঃ। নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।৮। অনাদ্যবিদ্যোপহতা যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ। সর্ব্বোপাধিসংভিন্নাস্তে কর্ম্মভিরনাদিভিঃ।৯। সুখদুঃখপ্রদৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যপাপৈর্নিয়ন্ত্রিতাঃ। তত্তজ্জাতিযুতং দেহমায়ুর্ভোগাঞ্চ কর্ম্মজং।১০। প্রতিজন্ম প্রপদ্যন্তে মমতা মূঢ়চেতসঃ। সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরন্তদামোক্ষাদক্ষয়ং প্রিয়ে।১১। স্থাবরাঃ কৃময়শ্চাব্জাঃ পশবঃ পক্ষিণো নরাঃ। ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমং।১২। চতুর্ব্বিধশরীরাণি ধৃত্বা লক্ষাণি ভূরিশঃ। সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।১৩। চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাং। ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।১৪। অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি। কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।১৫। সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ।১৬। নরশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং। ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ।১৭। বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন দৃশ্যতে। তস্মাদ্দেহধনং প্রাপ্য পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।১৮। রক্ষেৎ সর্ব্বাত্মনাত্মানং আত্মা সর্ব্বস্য ভাজনং। রক্ষার্থং যত্নমাতিষ্ঠেজ্জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।১৯। পুনর্গ্রামাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্ব্বিত্তং পুনর্গৃহং। পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ।২০। শরীররক্ষণে যত্নঃ ক্রিয়তে সর্ব্বথা জনৈঃ। ন হীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ।২১। উদ্‌বোধস্য ধর্ম্মার্থো ধর্ম্মো জ্ঞানার্থএব চ। জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থং সোঽচিরাৎ পরিমুচ্যতে।২২। আত্মৈব

যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ। কোন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মতারকইষ্য-তে।২৩। ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতিয়ঃ। গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি।২৪। যাবত্তিষ্ঠতি দেহোয়ং তাবত্তত্ত্বং সমভ্যসেৎ। সুদীপ্তে ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।২৫। ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ। বিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।২৬। যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়াতি চাপদঃ। যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।২৭। কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ। সুখদুঃখপ্রদৈর্ভূতো ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ।২৮। জড়ানার্ত্তান্মৃতানাপদ্গতান্ দৃষ্ট্বাতিদুঃখিতান্। লোকোমোহসুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন।২৯। সম্পদঃ স্বপ্নসংকাশা যৌবনং কুসুমোপমং। তড়িচ্চপলমায়ুশ্চ কস্য স্যাজ্জানতোধৃতিঃ।৩০। শতং জীবতি যদ্যল্পং নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী। বাল্যরোগজরাদুঃখৈস্তদর্দ্ধমপি নিষ্ফলং।৩১। প্রারব্ধজনিরুকৃচ্ছ্রজাগর্ত্তব্যসুষুপ্তিকে। বিশ্বস্তব্যভয়স্থানে হা নরঃ কৈর্ন হন্যতে।৩২। তোয়ফেণসমে দেহে জীবে শোকব্যবস্থিতে। অনিত্যে প্রিয়সংবাদী চাধ্রুবে ধ্রুবচিন্তকঃ। অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী স্বমৃত্যুং যোন পশ্যতি।৩৩। পশ্যন্নপি প্রস্খলতি শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতে। পঠন্নপি ন জানীতে তব মায়াবিমোহিতঃ।৩৪। শক্তিমগ্নং জগদিদং গম্ভীরে কামসাগরে। মৃত্যুরোগজরাগ্রাহে ন কশ্চিদপি বুধ্যতে।৩৫। প্রতিক্ষণমযং কায়োজীর্য্যমাণো ন লক্ষ্যতে। আমকুম্ভইবাম্ভস্থো বিশীর্ণস্তদ্বিভাব্যতে।৩৬। ন বন্ধনং ভবেদ্বায়োরাকাশস্য ন খণ্ডনং। গ্রথনঞ্চ তরঙ্গাণামাস্থানায়ুষি যুজ্যতে।৩৭। পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে। শুষ্যতে সাগরজলং শরীরে দেবি কাকথা।৩৮। অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবঞ্চ মে। লপন্তমিতি মর্ত্যং যদ্ধন্তি কালবৃকোবলাৎ।৩৯। ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎকৃতাকৃতং। এবমীহাসমাযুক্তং মৃত্যুরত্তি জনং প্রিয়ে।৪০। শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতং।৪১। জরাদর্শিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকং। মৃত্যুশত্রুমভিজ্ঞোসি আয়ান্তং কিং নপশ্যসি।৪২। আশাশূচীবিনির্ভিন্নমীহাবিষয়সর্পিষা। রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবং।৪৩। বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভ্ভগতানপি। সর্ব্বানাবিশতে মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ।৪৪। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতরাশয়ঃ। সর্ব্বে

নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ।৪৫। স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারলঙ্ঘনা-
দ্দুষ্প্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ।৪৬। বেদশাস্ত্রা-
দ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ। নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভূযাদিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহাৎ।৪৭।
ব্যাধিরাধির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুৎ সর্পঃ পশবোমৃগাঃ। নির্যাণং যেন নির্দ্দিষ্টং তেন
গচ্ছন্তি মানবাঃ ।৪৮। জীবস্তৃণজলৌকেব দেহাদ্দেহান্তরং বিশেৎ। সংপ্রাপ্য
চোত্তরং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বজং।৪৯। বাল্যযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা দেহান্তরা-
লিকং। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীবস্তত্র ন মুহ্যতি ।৫০। জনাঃ কৃত্বেহ কর্ম্মাণি
সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে। পরত্রাজ্ঞানিনো দেবি যন্ত্যাযান্তি পুনঃ পুনঃ ।৫১।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে। সিক্তমূলস্য বৃক্ষস্য ফলং
শাখাসু দৃশ্যতে ।৫২। দারিদ্র্যদুঃখরোগাদিবন্ধনং ব্যসনানি চ। আত্মাপরাধ-
বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনঃ ।৫৩। নিঃসঙ্গএব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঃ সর্ব্বে হি
সঙ্গজাঃ। সঙ্গাৎ পতত্যধো জ্ঞানী কিমুতাহনাত্মবিৎ প্রিয়ে।৫৪। সঙ্গঃ সর্ব্বা-
ত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে। সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্ব্বীত সতাং সঙ্গোহি
ভেষজং ।৫৫। সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং। যস্য নাস্তি নরঃ সো-
হন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ ।৫৬। যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোহস্য নিখন্যন্তে শরীরে শোকশঙ্কবঃ।৫৭। স্বদেহমপি জীবোহয়ং ত্য-
ক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি। স্ত্রীমাতৃভ্রাতৃপুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ।৫৮। দুঃখমূলং
হি সংসারঃ সযস্যাস্তি সদুঃখিতঃ। তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন সসুখী নাপরঃ
প্রিয়ে ।৫৯। প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামাশ্রয়ং সকলাপদাং। আলয়ঃ সর্ব্বপাপানাং
সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে ।৬০। অবজ্জুবন্ধনং ঘোরং মিশ্রীকৃতমহাবিষং। অ-
শস্ত্রখণ্ডনং দেবি সংসারাসক্তচেতসাং।৬১। আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বদুঃখমিদং
যতঃ। তস্মাৎ সংত্যজ্য সংসারং তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখীভবেৎ ।৬২। লৌহদারুময়ৈঃ
পাশৈর্দৃঢ়বদ্ধোপি মুচ্যতে। স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন ।৬৩।
কুটুম্বচিন্তাযুক্তস্য শ্রুতশীলাদয়োগুণাঃ। অপক্বকুম্ভজলবন্নশ্যন্ত্যঙ্গেন কে-
বলং ।৬৪। বঞ্চিতাশেষবিত্তৈস্তৈর্নিত্যং লোকো বিনাশিতঃ। হাহন্ত বিষযা-
হারৈর্দেহস্থেন্দ্রিযতস্করৈঃ ।৬৫। মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন
পশ্যতি। সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি।৬৬। হিতাহিতং ন জানন্তি
নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ। কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তেহবুধা নারকাঃ প্রিয়ে। ৬৭

নিদ্রাক্ষুন্মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ। জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্মৃতঃ ।৬৮। প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া। রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ প্রিয়ে।৬৯। স্বদেহধর্ম্মদারাদিনিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হ্যহন্তাজ্ঞানমোহিতাঃ ।৭০। স্বস্ববর্ণাশ্রমাচারনিরতাঃ সর্ব্বমানবাঃ। ন জানন্তি পরং তত্ত্বং বৃথা নশ্যন্তি পার্ব্বতি ।৭১। ক্রিয়ায়াসপরাঃ কেচিৎ ক্রতুচর্য্যাদিসংযুতাঃ। অজ্ঞানসংবৃতাত্মানঃ সংচরন্তি প্রতারকাঃ ।৭২। নামমাত্রেণ সন্তুষ্টাঃ কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ। মন্ত্রোচ্চারণহোমাদ্যৈর্ভ্রামিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈঃ ।৭৩। একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ। মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ।৭৪। দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা মুক্তিরবিবেকিনাং। বল্মীকতাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কিন্নু মহোরগঃ ।৭৫। ধনাহারার্জ্জনে যুক্তা দাম্ভিকা বেশধারিণঃ। ভ্রমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে ভ্রাময়ন্তি জনানপি ।৭৬। সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা ।৭৭। গুহারণ্যসমালোকে গতব্রীড়া দিগম্বরাঃ। চরন্তি গর্দ্দভাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তি কিং ।৭৮। মৃদ্ভস্মধারণাদ্দেবি মুক্তাঃ স্যুর্যদি মানবাঃ। মৃদ্ভস্মবাসিনো গ্রাম্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তি হি ।৭৯। তৃণপর্ণোদকাহারাঃ সততং বনবাসিনঃ। হরিণাদিমৃগা দেবি যোগিনস্তে ভবন্তি কিং ।৮০। পারাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ। ন পিবন্তি মহীতোয়ং যোগিনস্তে ভবন্তি কিং ।৮১। শীতবাতাতপসহা ভক্ষ্যাভক্ষ্যসমাঃ প্রিয়ে। তিষ্ঠন্তি শূকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তি কিং ।৮২। আজন্মমরণান্তং হি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ। [illegible] কিন্তু মুক্তা ভবন্তি হি ।৮৩। বদন্তি [illegible] কেনাপি [illegible] দেবি বিবুধাস্তে ভবন্তি কিং ।৮৪। জন্মাদিকালিকং কার্য্যং লোকরঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি ।৮৫। ষড়্দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে। পরাত্মানং ন জানন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ।৮৬। বেদশাস্ত্রার্ণবে ঘোরে ভ্রাম্যমাণা ইতস্ততঃ। কালোর্ম্মিণা গ্রহগ্রস্তাস্তিষ্ঠন্তি হি কুতার্কিকাঃ ।৮৭। বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ। বিড়ম্বনঞ্চ তস্মাৎ তৎ সর্ব্বং কাকভক্ষণং ।৮৮। ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং ইতি চিন্তাসমাকুলাঃ। পঠন্ত্যহর্নিশং দেবি পরতত্ত্বপরাঙ্মুখাঃ ।৮৯। বাক্যব্যূহনিবন্ধেন

কাব্যালঙ্কারশোভিনা। চিন্তয়া দুঃখিতা মূঢাস্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ।৯০। অন্যথা পরমং ভাবং জনাঃ ক্লিশ্যন্তি চান্যথা। অন্যথা শাস্ত্রসদ্ভাবো ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি চান্যথা।৯১। কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং স্বয়ং নানুভবন্তি হি। অহঙ্কারহতাঃ কেচিদুপদেশাদিবর্জ্জিতাঃ।৯২। পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরং। ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্ব্বীপাকরসং যথা।৯৩। শিরো বহতি পুষ্পাণি গন্ধং জানাতি নাসিকা। পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্ল্লভা ভাবভেদকাঃ।৯৪। তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতি। গোপঃ কক্ষগতে ছাগে কূপে পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।৯৫। সংসারমোহনাশায় শব্দবোধো নহি ক্ষমঃ। ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবর্জ্জিনা।৯৬। প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনং অন্ধস্য দর্পণং যথা। দেবি প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।৯৭। অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন। তত্ত্বমীদৃক তাদৃগিতি বিবদন্তে পরস্পরং।৯৮। সদ্বিদ্যাদানশীলাদিগুণবিখ্যাতমানবাঃ। ঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ দিশ্যতে জনৈঃ।৯৯। প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্ত্তয়া গ্রহণং কুতঃ। এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়াস্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ।১০০। ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং তু শ্রোতুমিচ্ছতি। দেবি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি।১০১। বেদাদ্যনেকশাস্ত্রাণি স্বল্পায়ুর্বিঘ্নকোটয়ঃ। তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ।১০২। অভ্যস্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তু বুদ্ধিমান্। পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রাণি সংত্যজেৎ।১০৩। যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনং। তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনং।১০৪। ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি। জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে।১০৫। নাশ্রমাঃ কারণং মুক্তের্দর্শনানি ন কারণং। তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণং।১০৬। মুক্তিদা তত্ত্বভাবৈকা বিদ্যাঃ সর্ব্বা বিড়ম্বকাঃ। কাষ্ঠভারসমাস্তস্মাদেকং সংজীবনং পরং।১০৭। অদ্বৈতং হি শিবং প্রোক্তং ক্রিয়ায়াসবিবর্জ্জিতং। গুরুবক্ত্রেণ লভ্যেত নান্যথাগমকোটিভিঃ। ১০৮। আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে। শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজং।১০৯। অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে। মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং।১০০। দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ। মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে।১১১। তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্প-

নৈপুণং ।১১২। যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসারবাসনা। যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ।১১৩। যাবৎ প্রযত্নবেগোস্তি তাবৎ সংকল্পকল্পনং। যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ।১১৪। যাবদ্দেহাভিমানঞ্চ মমতা যাবদেব হি। যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ।১১৫। তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং। বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং নবিন্দতি ।১১৬। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা। তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদ্দেবি যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ।১১৭। ধর্ম্মজ্ঞানসুপুষ্পস্য স্বর্গলোকফলস্য চ। তাপত্রয়ার্ত্তিসংতপ্তশ্ছায়া মোক্ষতরোঃ শ্রয়েৎ ।১১৮। বহুনোক্তেন কিমুক্তেন শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে। কুলমার্গাদৃতে মুক্তির্নাস্তি সত্যং বরাণনে ।১১৯। তস্মাদ্বদামি তে তত্ত্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্মুখাৎ। সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারসাগরাৎ ।১২০। ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ জীবজ্ঞানস্থিতিঃ প্রিয়ে। সমাসেন কুলেশানি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।১২১। ইতিকুলার্ণবে মহারহস্যে স্বর্ব্বাগমোত্তমোত্তমে সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে জীবস্থিতিকথনং নাম প্রথমোল্লাসঃ ॥ * ॥

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা বিধানং ।

গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং (১)

অথাহ ভগবান্ মনুঃ। "ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্"॥

"ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ"॥ (২)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ। "প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"॥

"ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ"। (৩)

---

(১) গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান।

(২) ভগবান্ মনু এ প্রকরণে কহেন। "প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া জপ করে সে ব্যক্তি পর ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হয় এবং পবন তুল্য বিভূতি বিশিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়"।

"তৎ সবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী তাহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন"।

(৩) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে কহিতেছেন।

"প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক"।

"যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাঁহাকে ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ত্রিলোক ব্যাপক ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন"।

স পুনস্তদর্থং বিবৃণোতি শ্লোকৈস্ত্রিভিঃ।

"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ" ॥ (৪)

এবমন্তেঽপি গায়ত্র্যাঃ, প্রণবজপো বিধীয়তে গুণবিষ্ণুধৃতস্মৃতিবচ-নেন॥ তদ্যথা। "ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্যনোং-কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি" ॥ (৫)

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি **শ্রুতিঃ॥**

মুণ্ডকোপনিষৎ॥ "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং"। (৬)

মনুরপি স্মরতি তৎশ্রুত্যর্থং॥ "ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ"।

(৪) সেই যোগিযাজ্ঞবল্ক্য তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করি-তেছেন (যাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃত হয়) অর্থাৎ "সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন সেই প্রার্থনীয়কে আমরা আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতে-ছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর যিনি জন্ম মরণাদি সংসার হইতে যাঁহারা ভয় যুক্ত তাঁহাদের প্রার্থনীয় হন"।

(৫) গুণবিষ্ণুধৃত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব জপ আবশ্যক হয় সেইরূপ শেষেও আবশ্যক হইয়াছে। সে এই বচন। "ব্রাহ্মণ গায়-ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে ফলের ত্রুটি জন্মে"।

(৬) গায়ত্রীর আদ্য ও অন্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদকত্ব বেদে দর্শাইতেছেন।

মুণ্ডক শ্রুতি। ওঙ্কারের অবলম্বন, করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ।

"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে"॥ (৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যশ্চ॥ "বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি"। (৮)

ভগবদ্গীতায়াং॥ "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"।(৯)

গায়ত্র্যর্থোপসংহারে দর্শিতো নিষ্পন্নার্থঃ প্রাচীনভট্টগুণবিষ্ণুনা॥ "যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল জ্যোতি রসামৃত ভূরাদি লোকত্রয়াত্মক সকল চরাচর স্বরূপ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্ত লোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মযোনি নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ"।(১০)

(৭) ভগবান মনু সেই বেদার্থকে স্মরণ করিতেছেন। অর্থাৎ "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম তাঁহার প্রতিপাদক ওঁকারের নাশ স্বভাবত কিম্বা ফলত কদাপি হয় না"।

"প্রণব গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হন অন্য কর্ম্ম করুন অথবা না করুন তিনি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন বেদে কহিয়াছেন"॥

(৮) যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন। "ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের প্রতিপাদক ওঙ্কার হন অতএব পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হন"।

(৯) ভগবদ্গীতা॥ "ওঁ তৎ সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়"॥

(১০) গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে সমুদায়ের নিষ্পন্নার্থকে প্রাচীন বিবরণকার গুণবিষ্ণু লিখেন "যে এ প্রকার সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপি পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময়

তথোক্তং গোড়ীয়স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যেণ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি-বচনব্যাখ্যাপ্রকরণে "প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং" (১১)।

এবং মহানির্ব্বাণপ্রদে তন্ত্রে চ। "তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা। জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি। সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥ প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনা ভবন্। পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা। ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ॥ যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং॥ বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিণং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥ এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাঽন্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ একমেবাঽদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥ একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্। একাকী বহুভির্বাপি সংসিদ্ধো-হুত্তরোত্তরং॥ জপান্তে সংস্মরেদ্ধ্যেয় একমেবাদ্বয়ং বিভুং। তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপি বা। তন্ত্রোক্তেষ্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে ঽরধিকারিণঃ॥ (১২)

সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করিয়া পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনাতে আপন চিদ্রূপের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেক"।

(১১) এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে লিখেন॥ "ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করিবেক"।

(১২) মহানির্ব্বাণ প্রদায়ি তন্ত্রে কহিতেছেন। "সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন মনের পবিত্রতা যে কালে হইবেক তখন মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক॥ প্রণব ও ব্যাহৃতির

তদাদৌ "ওঁ" ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ।

তদোঙ্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভ্যঃ কার্য্যেভ্যো বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যাশঙ্কায়ামনন্তরং পঠতি। "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রং। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপ্যৈব তৎ কারণরূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

কিং তর্হি তস্মাৎ কারণাৎ জগদন্তঃস্থিতানি স্থূলসূক্ষ্মাত্মকানি ভূতানি স্বাতন্ত্র্যেণ নির্ব্বহন্তি নবেতি সংশয়ে পুনঃপঠতি "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো

সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভপ্রদান করেন॥ প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না॥ প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক॥ যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয় যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতীরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বিভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন॥ এইরূপ অর্থ যুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ একমাত্র দ্বিতীয় রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন॥ একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এসকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়॥ অবধূত অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকলে অধিকারী হন॥

দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচদয়াৎ” ইতি তৃতীয় মন্ত্রং। দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়মন্তর্যামি জ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থো ঽন্তর্যামী সন্ বুদ্ধিবৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি “যআদিত্যমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ” ইতি শ্রুতিঃ। “ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽ-র্জ্জুন তিষ্ঠতি” ইতি গীতাস্মৃতিশ্চ। (১৩)

(১৩) তাহাতে আদৌ “ওঁ” এই শব্দ জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। “যাঁহা হইতে এই সকল ভূত জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহাতে পুন-র্গমন করে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হন” এই শ্রুতি।

সেই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য্য হইতে বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন “ভূর্ভুবঃ স্বঃ” এই তিন ব্যাহৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। “জ্যোতীরূপ মূর্ত্তি রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহ্যে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং জন্ম রহিত পরমাত্মা হন” এই শ্রুতি।

জগতের অন্তঃপাতি স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতন্ত্র রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কি না এই সংশয়ে পুন-রায় পাঠ করিতেছেন “তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ” এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্যামি জ্যোতিঃ স্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামি হন এমত নহে কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রে-রণ করিতেছেন “যিনি সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতে-ছেন সেই অবিনাশি তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন অর্থাৎ তোমার অন্তঃ-স্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন” এই শ্রুতি। ভগবদ্গীতা “সকল ভূতের হৃদয়ে হে অর্জ্জুন ঈশ্বর অবস্থিতি করেন”

ত্রয়াণাং মন্ত্রাণামভিধেয়ৈক্যকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ।

সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদি সর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিণং চিন্তয়ামঃ ইতি (১৪)।

---

(১৪) এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হন এ কারণ তিনের একত্র জপের বিধি দিয়াছেন।

সেই তিনের সংক্ষেপার্থ এই।

সকলের কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপি সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহস্বন্তের অন্তর্যামি তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি।

অবতরণিকা।

অনুষ্ঠান।

শকাব্দাঃ

১৭৫১

অবতরণিকা।

উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণকে অঙ্কানুসারে পরের পত্র সকলে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এপ্রকরণকে বোধ সুগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তর-ক্রমে উপদেশ করেন, একারণ এস্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা লিখিত হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

১ শিষ্যের প্রশ্ন। কাহাকে উপাসনা কহেন।

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য

২ উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় রচনা-বিশিস্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষা কৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশি চক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে. সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন। কোনো উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না।

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা

যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি-সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।

৫ প্রশ্ন। বিচারত এই উপাসনায় বিরোধী কেহ আছে কি না।

৫ উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ কারণ ও জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা রূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও তিব্বৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

৬ প্রশ্ন। বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি।

৬ উত্তর। যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য

যাঁহাকে জীব কহেন তিনি আছেন ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

৭ প্রশ্ন। আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না।

৭ উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার২ উপাসনা করেন সেই২ উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।

৮ প্রশ্ন। যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহা-দের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি।

৮ উত্তর। তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথ-মত, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়ত, এক প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়।

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও

অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্ম বিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।

১০ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদি রূপ লোক যাত্রা নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য।

১০ উত্তর। শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থাবিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন নাকরিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন তবে লোক নির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা খাদ্যাখাদ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ওগম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্বজনের এক প্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে সর্ব্বদাই কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ চর্চ্চা নাকরিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু আহার কোন প্রকারের হউক অর্দ্ধপ্রহরে সেইবস্তু রূপে পরিণামকে পায় যাহাকে অত্যন্ত

অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং ঐ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে অন্নাদেরের শস্যাদি স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইতেছে, অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়।

১১ প্রশ্ন। এ উপাসনাতে দেশ, দিক, কাল, ইহার কোনো বিশেষ নিয়ম আছে কি না।

১১ উত্তর। উত্তম-দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

১২ প্রশ্ন। এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে।

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাহার যে প্রকার চিত্ত শুদ্ধি তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয় ইতি।

সৎ এই শব্দ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যায় প্রমাণ ভগবদ্গীতা। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

১ উত্তরের প্রমাণ। আত্মেত্যেবোপাসীত। (বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ) নসবেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাঽবগম্যতে (ইতি ভাষ্যং) আত্মানমেব লোকমুপাসীত (বৃহদারণ্যকশ্রুতি)

২ উত্তরের প্রমাণ। জন্মাদ্যস্যযতঃ (বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র) যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। (তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতৎ ব্রহ্মনাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে। (মুণ্ডক শ্রুতিঃ) যত্তৎ কারণ মব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে। (মনুবচন) যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ

ত্তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম লক্ষণং॥ কালং কলয়তে কালে মৃত্যো মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ং। বেদান্তবেদ্যং চিদ্রূপং যত্তৎশব্দোপলক্ষিতং। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বচন) অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেক কর্ত্তৃ ভোক্তৃ সংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্য রচনা রূপস্য জন্মস্থিতি ভঙ্গং যতঃসর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য শেষঃ। ইতি পূর্ব্ব লিখিত দ্বিতীয় সূত্র ভাষ্য।

৩ উত্তরের প্রমাণ। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। (তৈত্তিরীয় শ্রুতি) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদংযদিদমুপাসতে। (কেন শ্রুতি)

৪ উত্তরের প্রমাণ। অথাত আদেশো নেতি নেতি। (বৃহদারণ্যক শ্রুতি) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। (কেনোপনিষৎ শ্রুতিঃ) ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃপরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্ব্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ। (গীতাস্মৃতি)

৫ উত্তরের প্রমাণ। আত্মাহ্যেষাং স ভবতি। এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি (ইতি বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ) নামরূপাদি নির্দ্দেশৈর্বিভিন্নানামুপাসকাঃ। পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি ন তৈরেতদ্বিরুদ্ধ্যতে (ইতি গৌড়পাদাচার্য্য কারিকা) প্রথম ব্যাখ্যানে ইহা বিস্তার মতে লেখা গিয়াছে।

৬ উত্তরের প্রমাণ। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপ লব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। (কঠ শ্রুতিঃ) নাম রূপাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ বিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষয় বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি জন্মভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং। (বিষ্ণু পুরাণ) দ্বাদশ ব্যাখ্যানে বিস্তর পাইবেন।

৭ উত্তরের প্রমাণ। তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি। (কঠশ্রুতিঃ) ব্রহ্ম দৃষ্টি রুৎ কর্ষাৎ (বেদান্তসূত্র) ব্রহ্মদৃষ্টি রাদিত্যাদিষু স্যাৎ কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্ট দৃষ্টিস্তেষধ্যাসাৎ। (ঐ সূত্রের

ভাষ্য) যে প্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং (ইতি গীতাস্মৃতিঃ)।

৮ উত্তরের প্রমাণ। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পং। (ইতি ছান্দোগ্য শ্রুতি) পঞ্চম উত্তরের লিখিত প্রমাণেও দেখিবেন।

৯ উত্তরের প্রমাণ। প্রথমত পরমেশ্বরের চিন্তনের প্রকার। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। (কঠশ্রুতিঃ) তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বেক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ। তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বযাংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিয়বৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ। অতঃসমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে তস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা। (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ) জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাঃ যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞান মূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞান চক্ষুষা। (চতুর্থাধ্যায়ে মনু বচন) ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (ইতি মুণ্ডকশ্রুতিঃ) দ্বিতীয়ত এ উপাসনার আবশ্যক সাধনে প্রমান। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্। (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু বচন) যথৈবাত্মাপরস্তদ্বদ্দ্রষ্টব্যঃ শুভমিছতা। সুখ দুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথাপরে। (ইতি স্মার্ত্তধৃত দক্ষ বচন) সত্যমায়তনং (কেনশ্রুতিঃ) দ্বিতীয় চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন।

১০ উত্তরের প্রমাণ। শাস্ত্রই ক্রিয়ার নিয়ামক ইহার প্রমাণ। চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চত্বার আশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি। (৯৭)। সেনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্ব মেবচ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদ শাস্ত্র বিদর্হতি। (১০০) (দ্বাদশাধ্যায়ে মনু বচন)। ঐ উত্তরে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে প্রমান। ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এবচ। যথেষ্টাচরণ স্যাহু র্মরণান্তমশৌচকং। উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার নিমিত্ত যত্নের আবশ্যকতার প্রমাণ। মলে পরিণতে শস্যং

শস্যে পরিণতে মলং। দ্রব্যশুদ্ধিং কথং দেবি মনঃ শুদ্ধিং সমাচরেৎ। (তন্ত্র বচন)।

১১ উত্তরের প্রমাণ। শুচি দেশাদির প্রাশস্ত্যে প্রমাণ। কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীযানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ)। শুচি দেশাদির বিশেষ আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ। যত্রৈকাগ্রতা তত্রা বিশেষাৎ (বেদান্ত দর্শনের সূত্র) ৪।১।১১। যত্রৈবাস্য দিনে কালেবা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত প্রাচীদিক্ পূর্ব্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণা দিবৎ বিশেষশ্রবণাৎ। (ভাষ্য)।

১২ উত্তরের প্রমাণ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকটে সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধ স্বভাব প্রযুক্ত উপদেশের ফল প্রাপ্ত হইলেন না, প্রমাণ। সহ শান্ত হৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যোহৈতা মুপনিষদং প্রোবাচ আত্মৈবেহ মহয্য আত্মাপরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহযন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌলোকাববাপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি। (ছান্দগ্য উপনিষৎ)। অথচ ইন্দ্র ক্রমশ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ। অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং স্বকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য) ইতি।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।

ओं तत् सत् ।

साङ्गवेदाध्ययनाभावाच्छूद्रत्वं प्रतिपिपादयिषता सुब्रह्मण्येन श्रीमता सुब्रह्मण्यशास्त्रिणानेकाननधीतसाङ्गवेदान् गौड़ान् ब्राह्मणान् प्रति प्रेरितायां तद्विषयायां पत्रिकायां तद्विषयाप्रयोजकानि "वेदविहीनस्याभ्युदयनिःश्रेयसयोरसिद्धिरेव एवमधीतवेदस्यैव ब्रह्मविचारेऽप्यधिकारः प्रागब्रह्मविज्ञानान्नियमेन कर्त्तव्यानि श्रौतस्मार्त्तानि कर्माणि" इत्येतानि वाक्यान्युक्त्वाक्य तैर्वाक्यैर्ब्रह्मविद्या स्वोत्पत्तये ब्रह्मयज्ञदेवयज्ञादीन्याश्रमकर्माण्यवश्यमपेक्षते इति तत्प्रतिपिपादयिषितं समालोच्य च वयं ब्रूमः ब्रह्मविद्यया स्वाभिव्यक्त्यनुकूलत्वात् अध्ययनादीनि वर्णाश्रमकर्माण्यपेक्ष्यन्ते इति तु वेदादिशास्त्राविरोधित्वादस्माभिरपि मन्यते न तु मन्यते एतत् यत् प्रतिपिपादयिषितम् आश्रमकर्माणि स्वोत्पत्तवे ब्रह्मविद्ययाऽवश्यमपेक्ष्यन्त इति भगवता बादरायणेन आश्रमकर्मरहितानामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य सूचितत्वात् तथाच भगवद्बादरायणप्रणीते सूत्रे "अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः" "अपि च स्मर्य्यते" इत्येते। विवृते चैते सूत्रे भगवद्भाष्यकारपूज्यपादैः "विदुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानामन्तरालवर्त्तिनां किं विद्यायामधिकारोऽस्ति किम्वा नास्तीति संशये नास्तीति तावत्प्राप्तं आश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वावधारणात् आश्रमकर्मासम्भवाच्चैतेषामित्येवं प्राप्ते इदमाह अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेरिति अन्तरा चापि तु अनाश्रमित्वेन वर्त्तमानोऽपि विद्यायामधिक्रियते कुतः तद्दृष्टेः रैक्कवाचक्नवीप्रभृतीनामेवम्भूतानामपि ब्रह्मवित्त्वश्रुत्युपलब्धेः। अपि च स्मर्य्यते इति। सम्वर्त्तप्रभृतीनाञ्च नग्नचर्य्यादियोगादनपेक्षिताश्रमकर्मणामपि महायोगित्वं स्मर्य्यते इतिहासे" इति।

किञ्च वेदाध्ययनाधिकारासम्भवादेवानधीतवेदानामपि ब्रह्मवादिमैत्रेयीप्रभृतीनां ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य "तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी

बभूव" "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो वक्तव्यो निदिध्यासितव्य" इत्यादि श्रुतिबोधितत्वात् सुलभादीनामपि स्त्रीव्यक्तीनां ब्रह्मवादित्वस्य स्मृतौ भाष्ये च प्रदर्शनात् शूद्रयोनिप्रभवत्वेनानधीतवेदानामपि विदुरधर्मव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तेरितिहासे समर्थमानत्वाच्च अधीतवेदस्यैव ब्रह्मविचारेऽप्यधिकार इति नियमोक्तिस्तत्तच्छ्रुतिस्मृतिपर्य्यालोचनपरैर्नैव श्रद्धेया।

अपि च "श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृतेश्च" इति सूत्रं विवृण्वन्तो भाष्यकारपादाः शूद्रादीनां ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य प्रसङ्गे "श्रावयेच्चतुरो वर्णानिति चेतिहासपुराणागमे चातुर्वर्ण्याधिकारस्मरणात्, इतिहासपुराणागमानां सामान्यतः सर्वेभ्यो वर्णेभ्यो ब्रह्मविद्याप्रदातृत्वमिति सिद्धान्तयाञ्चक्रुः। तस्माद्ब्रह्मयज्ञाद्याश्रमकर्मरहितानामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य भगवता बादरायणेन सिद्धान्तितत्वात् अनधीतवेदानामपि विद्याधिकारस्य श्रुतिस्मृतिबोधितत्वात् भाष्यकारपादैर्निर्णीतत्वाच्च ब्रह्मविद्यया स्वोत्पत्तिनिमित्तत्वादध्ययनाद्याश्रमकर्माणि नियमेनापेक्ष्यन्ते इत्युक्तिर्वैयासिकतन्त्रसिद्धान्ततत्त्वव्याख्यातृभगवत्पूज्यपादराद्धान्तश्रद्धालुभिर्नादरणीया। एतेन अधीतकेवलेश्वरगीताशास्त्रः परां शान्तिं प्राप्तवानिति ब्रुवन्नितिहासस्चरितार्थो भूतः। शिष्टपरिगृहीतप्रसिद्धागमोक्तात्मतत्त्वश्रवणमननादेर्निःश्रेयसावाप्तिरैकान्तिकीति परमाराध्यस्य महेश्वरस्य दृढप्रतिज्ञापि सफलासीत्। आत्मानात्मनोः सत्यानृतत्वे प्रदर्शयन्तो लोकानात्मश्रवणमनननिदिध्यासनेषु प्रवर्त्तयन्तो वेदान्तग्रथितशब्दा यथा निःश्रेयसहेतवो भवन्ति तथैव तमेवार्थं प्रवदतां स्मृत्यागमप्रभृतीनां तत्तच्छब्देभ्यो निःश्रेयसप्रदातृत्वं वक्तुमपीत्यलमति जल्पनेन ॥ ओं ॥

ओं तत् सत ।

जो सव ब्राह्मण साङ्गवेदका अध्ययन नही करते सो सव ब्रात्यहैं अर्थात् अब्राह्मणहैं यह प्रमाण करणेकी इच्छा करके ब्राह्मण धर्म-परायण श्रीसुब्रह्मण्यशास्त्रीजीने जो पत्र साङ्गवेदाध्ययनहीन' अनेक इसदेशके गौड़ब्राह्मणोंके समीप पठायहैं उसमें देखा जो उन्होने लिखाहै "वेदाध्ययन हीन मनुष्योंको स्वर्ग और मोक्ष होने शकता नही और जिसने वेदका अध्ययनकियाहै उसहीका केवल ब्रह्मविद्यामें अधिकारहैं और ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होनेके पूर्व वेदोक्त और स्मृत्युक्त कर्म अवश्य कर्त्तव्यहै,, यह सव वाक्य यो अब्राह्मणत्वके प्रमाण करणेमें संबंध रखते नही विनोके द्वारा यह प्रमाण करणेकी इच्छा करेहैं, यो ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ आदि वर्णाश्रम कर्मके अनुष्ठान विना ब्रह्मज्ञान हो शकता नही, यह जानके हम सव उत्तर देतेहैं : ब्रह्मविद्याके प्रकाशके निमित्त वर्णाश्रमके कर्मका अनुष्ठानकर्त्तव्यहै यह सत्य, जिस-लिये यह वेदादि शास्त्रोंके सहित विरुद्ध नही, हम सबही यह अङ्गी-कार करते हैं परन्तु यह सर्वथा अमान्यहैं जो वर्णाश्रम कर्मके अनुष्ठान विना ब्रह्मज्ञानको उत्पत्ति होती नही जिसलिये भगवान् वेदव्यास वर्णाश्रमकर्मरहित मनुष्योंकाभी ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै यह दो सुत्रमें लिखे हैं सो यहो दो सूत्र । "अन्तराचापि तु तद्दृष्टेः । अपि च स्मर्यते,, । और इन्ही दो सुत्रोंका अर्थ भगवान् भाष्यकार करतें हं । जो "अग्निहीन मनुष्य सव और द्रव्यादि संपत्तिरहित जो मनुष्य सव,, जिनोको किसी वर्णाश्रमके कर्मका अनुष्ठान नही इस प्रकार अनाश्रमि मनुष्योंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै किम्वा नही, इसी संदेहमें पहिला बूझा जाताहै यही जो आश्रमकर्म रहित मनुष्यका विद्यामें अधिकार नही, जिसलिये विद्याके प्रति आश्रम कर्म कारणहै और इन सव मनुष्योंको आश्रमकर्मको सम्भावना नही, इसी पूर्वपक्षमें

वेदव्यास सिद्धान्त करतेहैं जो अनाश्रमि पुरुषभी ब्रह्मविद्यामें अधिकारीहैं जिसकारण रैक्कवाचक्नवी आदि आश्रमकर्मरहित मनुष्योंकेभी ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति भईहै यह वेदमें देखतेहैं और सदा दिगम्बर रहते इस कारण वर्णाश्रमकर्म रहित जो संवर्त्तआदि तिन सबकोभी महायोगी करके इतिहासमें कहतेहैं। "और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी आदि स्त्री सब जिनोंको वेदाध्ययनका अधिकारका कदापि सम्भव नही तिनोंकाभी ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै यह "तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनीबभूव आत्मावा अरे द्रष्टव्य,, "इत्यादि श्रुति में बुझायाहै और सुलभा आदि स्त्री सब ब्रह्मज्ञानी थी यह स्मृतिमें और भाष्यमे देखतेहैं और शूद्रयोनिमें उत्पन्न भयेथे इसी निमित्त वेदाध्ययनहीन जो विदुर धर्मव्याध प्रभृति वो सबभी ज्ञानीथे यह इतिहासमें देखतेहैं अतएव जिन्होंने वेदाध्ययन करा हैं उन्हीका केवल ब्रह्मविचारमें अधिकारहै यह जो नियम आपने कियाहै तिसमें इनसबश्रुति स्मृतिका अवलोकन करतेहैं जो सब मनुष्य सो सब कदापि श्रद्धा करेङ्गे नही। "और श्रवणाध्ययन इत्यादि" इसी सूत्रके अर्थमे शूद्रादिका ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै कि नही यह संशय दूर करणेके लिये भगवान् भाष्यकार लिखतेहैं जो स्मृतिमें यहहै जो इतिहासपुराण आगममे चारोंवर्णका अधिकारहै इसलिये इतिहासपुराण आगमसामान्यसे चारोंवर्णोंको ब्रह्मविद्याका प्रदानकरणे शकतेहैं यह भगवान् भाष्यकार सिद्धान्त करेहैं अतएव ब्रह्मयज्ञादि वर्णाश्रमकर्म रहित मनुष्योंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारहै यह भगवान् वेदव्यासके सिद्धान्त द्वारा और वेदाध्ययनहीन मनुष्योंका विद्यामें अधिकारहै यह श्रुति स्मृतिमें प्राप्त होताहै इसें और भगवान् भाष्यकारकेभी इसीप्रकार निर्णय करणेके द्वारा निश्चयभया अतएव ब्रह्मविद्या अपने प्रकाशके लिये वेदाध्ययनादि आश्रमकर्मको अवश्यही अपेक्षा करतीहै इसवार्त्ताको वेद-

व्यासके सिद्धान्तमें और तिनके शास्त्रके व्याख्याकार भगवान् पूज्यपाद भाष्यकारके सिद्धान्तमें जिनको श्रद्धाहै वह सब कदापि श्रद्धाकरैंगे नहीं। इसीलिये 'इतिहासमें लिखेहैं जो केवल ईश्वरगीता शास्त्रको अध्ययन करके परमंपदको प्राप्तभयेहैं यहभी सुसङ्गत भया।' और शिष्टोकरके परिगृहीत जो सब प्रसिद्ध तन्त्र तिसमें कथित जो आत्मतत्वका श्रवणमननादि तिसके अनुष्ठान द्वारा अवश्यही परमपदको प्राप्तिहोतीहै यही जो परम आराध्य महेश्वरकी दृढ़प्रतिज्ञा सोभी सफला भई। आत्मासत्य और आत्माभिन्न सब वस्तु मिथ्या यह दिखायके आत्माका श्रवण मनन निदिध्यासनमें वेदान्त लिखित शब्द सब जिसप्रकारलोकको प्रवृत्ति दे के तिनको मुक्तिप्राप्तिके कारणहैं तिसीप्रकार उसीसब अर्थको कहतेहैं जो स्मृति आगमप्रभृति शास्त्रसव सो अपने श्रोताके प्रति मोक्ष प्राप्तिका जो कारणहैं यह युक्ति सिद्धभीहै। और अधिक कहनेका क्या प्रयोजनहै॥ इति ओं तत् सत्॥

ওঁতৎসৎ

সাঙ্গবেদাধ্যয়নাভাবাদ্ব্রাত্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতা সুব্রহ্মণ্যেন শ্রীমতা সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিণানেকাননধীতসাঙ্গবেদান্ গৌড়ান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি প্রেরিতায়াং তদ্বিষয়িকায়াং পত্রিকায়াং তদ্বিষয়াপ্রযোজকানি "বেদবিহীনস্যাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সয়োরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারে প্যধিকারঃ প্রাগ্ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি" ইত্যেতানি বাক্যান্যবলোক্য তৈর্বাক্যৈর্ব্রহ্মবিদ্যা স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মযজ্ঞদেবযজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণ্যবশ্যমপেক্ষতে ইতি তৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং সমালোচ্য চ বয়ং ক্রমঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাভিব্যক্ত্যনুকূলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাশ্রমকর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে ইতিতু বেদাদিশাস্ত্রাবিরোধিত্বাদস্মাভিরপি মন্যতে ন তু মন্যতে এতৎ যৎপ্রতিপিপাদয়িষিতং আশ্রমকর্ম্মাণি স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মবিদ্যয়াঽবশ্যমপেক্ষ্যন্ত ইতি ভগবতা বাদরায়ণেন আশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যা-

ন্নামধিকারস্য সূত্রিতত্বাৎ তথাচ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতে সূত্রে "অন্তরাচাপি তুতদ্দৃষ্টেঃ" "অপিচ স্মর্য্যতে" ইত্যেতে॥ বিবৃতেচৈতে সূত্রে ভগবদ্ভাষ্যকার-পূজ্যপাদৈঃ "বিদুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তি-হীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিম্বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎপ্রাপ্তং আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাস-ম্ভবাচ্চৈতেষাং ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ অন্তরা চাপিতু তদ্দৃষ্টেরিতি অন্তরা চাপিতু অনাশ্রমিত্বেন বর্ত্তমানোপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ রৈক্কবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ অপিচ স্ম-র্য্যতে ইতি। সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে" ইতি।

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাধিকারাসম্ভবাদেবানধীতবেদানামপি ব্রহ্মবাদিমৈত্রেয়ী-প্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিতত্বাৎ সুলভাদীনামপি স্ত্রীব্যক্তীনাং ব্রহ্মবাদিত্বস্য স্মৃতৌ ভা ষ্যেচ প্রদর্শনাৎ শূদ্রযোনিপ্রভবত্বেনানধীতবেদানামপি বিদুরধর্ম্মব্যাধ-প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তেরিতিহাসে অধীতবেদস্যৈব ব্রহ্মবিচারেপ্যধিকার-ইতি নিয়মোক্তিস্তত্তচ্ছ্রুতিস্মৃতিপর্য্যালোচনপরৈর্নৈব শ্রদ্ধেয়া।

অপিচ "শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" ইতি সূত্রং বিবৃণ্বন্তোভা-ষ্যকারপাদাঃ শূদ্রাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারসংশয়ে "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাগমে চাতুর্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ" ইতিহাসপুরাণাগমানাং সামান্যতঃ সর্ব্বেভ্যো বর্ণেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদাতৃত্বমিতি সিদ্ধান্তয়াঞ্চক্রুঃ। তস্মাদ্‌ব্রাযজ্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্মরহিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্য ভগবতা বাদরায়ণেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ অনধীতবেদানামপি বিদ্যাধিকারস্য শ্রুতি-স্মৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈর্নির্ণীতত্বাচ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বোৎপত্তিনি-মিত্তত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিয়মেনাপেক্ষ্যন্তে ইত্যুক্তির্বৈয়াসিকতন্ত্র-সিদ্ধান্ততত্তন্ত্রব্যাখ্যাতৃভগবৎপূজ্যপাদরাদ্ধান্তশ্রদ্ধালুভির্নাদরণীয়া। এতেন অধীতকেবলেশ্বরগীতাশাস্ত্রঃ পরাং শান্তিং প্রাপ্তবানিতি ব্রুবন্নি-তিহাসশ্চরিতার্থী ভূতঃ। শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণ-

মননাদের্নিঃশ্রেয়সাবাপ্তিরৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ॥ আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তোলোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবোভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছেত্তৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তমপীত্যলমতিজল্পনেন। ইতি॥

ওঁতৎসৎ

যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন না করেন, তাঁহারা ব্রাত্য, অর্থাৎ অব্রাহ্মণ হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম তৎপর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গ বেদ পাঠ হীন অনেক এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরদের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, যে তেঁহ লিখিয়াছেন, "বেদাধ্যয়ন হীন ব্যক্তিরদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারি কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার, এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয়," আর এ সকল বাক্য যাহা অব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিবাতে সম্পর্ক রাখে না, তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ব্রহ্মযজ্ঞ দেবযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা উত্তর দিতেছি, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, যে হেতুক একথা বেদাদি শাস্ত্রের সহিত বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং আমরাও ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহা সর্ব্বথা অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, যে হেতুক ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণাশ্রম কর্ম্মহীন ব্যক্তিরদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা সূত্রে লিখিয়াছেন, সে এই দুই সূত্র।

অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ।

অপিচ স্মর্য্যতে।

এবং এই দুই সূত্রের বিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকার করিয়াছেন, "অগ্নি হীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তি রহিত ব্যক্তি সকল, যাহারদের

কোন বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, এমত রূপ অনাশ্রমি ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিম্বা নাই,এই সংশয়ে আপাতত জ্ঞান এই হয়, যে আশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার নাই, যে হেতুক বিদ্যার প্রতি আশ্রম বিহিত কর্ম্ম কারণ হয়; আর ঐ সকল ব্যক্তিরদের আশ্রম কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, এই পূর্ব্বপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যাতে "অধিকারী হয়, যে হেতুক রৈক্ক, বাচক্নবী, প্রভৃতি আশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তি সকলেরও ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা বেদেদেখিতেছি; আর সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রম কর্ম্ম হীন যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি, তাঁহারদেরও মহা যোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি," এবং ব্রহ্মবাদিনী, মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি স্ত্রী সকল, যাঁহারদের বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নহে, তাঁহারদেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা

তযোর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।

এবং, আত্মা বা অরে দ্রস্টব্যঃ।

ইত্যাদি শ্রুতিতে বুঝাইয়াছে; আর সুলভাদি স্ত্রী সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে এবং ভাষ্যেতে দেখিতেছি, এবং শূদ্র যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়ন হীন যে বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ, প্রভৃতি তাঁহারাও জ্ঞানী ছিলেন ইহা ইতিহাসে দেখিতেছি অতএব যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহারদেরি ব্রহ্মবিচারে অধিকার, এই যে নিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতির আলোচনা করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, আর শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই সূত্রের বিবরণেতে শূদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে ভগবান্ ভাষ্যকার লিখেন, যে "ইতিহাস পুরাণ আগমেতে চারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন," অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারি বর্ণেতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে পারেন, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মযজ্ঞাদি বর্ণাশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তিরদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের সিদ্ধান্ত দ্বারা, আর বেদাধ্যয়ন

হীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রাপ্তি হইবার দ্বারা এবং ভগবান্ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার দ্বারা, নিশ্চয় হইল, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা আপন প্রকাশের নিমিত্ত বেদাধ্যয়নাদি আশ্রম কর্ম্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, এ কথাকে বেদব্যাসের সিদ্ধান্তে এবং তাঁহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃ ভগবান্ পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে যাঁহারদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা কদাপি শ্রদ্ধা করিবেন না, অতএব ইতিহাসে লিখেন, যে কেবল ঈশ্বর গীতা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও সুসঙ্গত হইল এবং শিষ্ট পরিগৃহীত যে সকল প্রসিদ্ধ আগম তাহাতে কথিত যে আত্ম তত্ত্বের শ্রবণ মননাদি তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও সফল হইল, আত্মা সত্য আত্মা ভিন্ন তাবৎ মিথ্যা, ইহা দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে বেদান্ত গ্রথিত শব্দ সকল যে রূপে লোককে প্রবৃত্ত করিয়া তাহারদের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কারণ হয়েন; সেই রূপ ঐ সকল অর্থ কহেন, যে স্মৃতি আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহারা আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষ প্রাপ্তির যে কারণ হয়েন ইহা যুক্তি সিদ্ধ হয়। অধিক কথনে প্রয়োজন নাই ইতি।

প্রার্থনা পত্র।

পরমেশ্বরায় নমঃ।

সবিনয় প্রার্থনা।

যাঁহারা এই বেদ বাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ;" "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয় রহিত হয়েন ;" "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক ; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞান গোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন ? "—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন " যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন,"—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশ নামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরুনানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন ; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে ; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদ গানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে "ঋগ্‌গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেযমেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি॥" অর্থাৎ " ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথা সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষ বিহিত গান ব্রহ্ম বিষয়ক এই চারি প্রকার গান

অনুষ্ঠেয় হয় ; মোক্ষ ।এই স ল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।” স্মার্ত্তধৃত শিব ধর্ম্মের বচন, “সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বা-ক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগুরুঃ স্মৃতঃ।” অর্থাৎ “শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।”

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শানে, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধিভাব রাখি, সেই রূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না ; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া

থাকি সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।

আত্মানাত্ম বিবেক।

ওঁতৎসৎ

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাৎ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ। আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্মজ্ঞ বিবেকি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় গোচর সকল বস্তু অনাত্মা হয় সর্ব্বসাক্ষি ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, এই আত্মানাত্ম বিবেক কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইতেছে॥ আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে। স্বল্পগ্রন্থ দ্বারা আত্মানাত্ম বিবেক কহিতেছেন॥ আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং। আত্মার কি নিমিত্ত দুঃখ॥ শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং। শরীর পরিগ্রহ নিমিত্ত॥ ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। শরীরের সহিত বর্ত্তমানের প্রিয়াপ্রিয়ের নাশ হয় না ইহা শ্রুতি কহিতেছেন॥ শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি। শরীর পরিগ্রহ কেন হয়॥ কর্ম্মণা। কর্ম্ম হেতু হয়॥ কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ। কর্ম্মই বা কেন হয় ইহা যদি বল॥ রাগাদিভ্যঃ। রাগাদি হইতে হয়॥ রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ। রাগাদি কিহেতু হয় ইহা যদি আশঙ্কা হয়॥ অভিমানাৎ। অভিমান নিমিত্ত হয়॥ অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অভিমান কি কারণ হয়॥ অবিবেকাৎ। অবিবেক হেতু॥ অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ। অবিবেক কি নিমিত্ত হয় ইহা যদি কহ॥ অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান কারণে হয়॥ অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ। অজ্ঞান কাহা হইতে হয় ইহা যদি সংশয় হয়॥ ন কেনাপি ভবতীতি। কাহা হইতেই হয় না॥ অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয়॥ অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে। অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে॥ অবিবেকাদভিমানো জায়তে। অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে॥ অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে। অভিমান হইতে রাগাদি জন্মে॥ রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। রাগাদি হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে॥ কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। কর্ম্ম সকল হইতে শরীর পরিগ্রহ হয়॥ শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। শরীর পরিগ্রহ কারণে দুঃখ জন্মে॥ দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ। দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে শরীর

পরিগ্রহ নাশ হইলেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়॥ সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং। সর্ব্বাত্ম পদ প্রয়োগ কি নিমিত্ত॥ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থান-সময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাসনাস্থিতং ভবতি। সুষুপ্ত্যবস্থাতে দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও পুনর্ব্বার উত্থান কালে মন বাসনাস্থ হয়॥ অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং, সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। এই হেতু বাসনা নিবারণার্থ সর্ব্বাত্মপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্ত হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়॥ শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মনিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম নিবৃত্তি হইলে শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্তি হয়॥ কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। কর্ম্ম নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। অশেষরূপে রাগাদি নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়॥ রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। রাগাদি নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদি-নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতোভাবে অভিমান নিবৃত্তি হইলে রাগাদি নিবৃত্তি হয়॥ কদাভিমাননিবৃত্তিঃ। কখন অভিমানের নিবৃত্তি হয়॥ সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ। সর্ব্ব প্রকারে অবিবেক নিবৃত্ত হইলে অভিমানের নিবৃত্তি হয়॥ অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি। অবি-বেক নিবৃত্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ। নিঃশেষরূপে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অবিবেক নিবৃত্তি হয়॥ কদা অজ্ঞান নিবৃত্তিঃ। কখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়॥ ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। ব্রহ্মতে জীবের একত্ব জ্ঞান হইলে নিঃশেষে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়॥

ননু নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বান্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য। নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানে বেদ বিধান আছে অতএব নিত্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইবে তবে কি নিমিত্ত জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় এই আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন॥ ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। কর্ম্মাদি দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না॥ তৎকুতইতিচেৎ। কি হেতু হয়

না এমত যদি আশঙ্কা হয়॥ কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন ভবেৎ। কর্ম্ম অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয় না॥ জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধোভবেৎ। জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয়॥ অতোজ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। এই হেতু জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়॥ তজ্জ্ঞানং কুত ইতিচেৎ। সেই জ্ঞান কাহা হইতে হয়॥ বিচারাদেব ভবতি। বিচার হইতেই হয়॥ কি বিষয় বিচার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্ম বিবেক বিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয়॥ আত্মানাত্মবিবেকেকোবাঽধিকারী। আত্মানাত্ম বিবেকে কে অধিকারী॥ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী॥ সাধনচতুষ্টয়ং নাম। সাধন চতুষ্টয় কাহার নাম॥ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিষট্কসম্পত্তিঃ, মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকাদির অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকোনাম। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ইহার নাম॥ ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় সেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক॥ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগোনাম। ইহামুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ ইহার নাম॥ ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্চন্দনাদিবনিতাদিষু বান্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোকফলভোগবিরাগঃ। ইহ লোকে শরীর ধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয় মাল্য চন্দন স্ত্রী সম্ভোগাদি তাহাতে যেমন বমনান্ন মূত্র বিষ্ঠাদিতে ইচ্ছা নাই তাদৃশ ইচ্ছার নিবৃত্তি যে তাহার নাম ইহলোকে ফল ভোগ বিরাগ॥ অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্তর্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ। পর লোকে স্বর্গ লোক অবধি ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সকল লোকে বর্ত্তমান যে অপ্সরা সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় যে ইচ্ছার নিবৃত্তি তাহার নাম পর লোকে ফলভোগ বিরাগ॥ শমদমাদিষট্কং নাম শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধাঃ। শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা ইহার নাম শম দমাদি ষট্ক॥ শম দমাদির লক্ষণ কহিতেছেন, শমোনাম অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম শম॥ অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনস্তস্য

নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয় মন তাঁহার নিগ্রহ অর্থাৎ সংযম॥ ইহার তাৎপর্য্যার্থ কহিতেছেন, শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মননাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্ম বিষয় শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম শম॥ দমোনাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের নাম দম॥ বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি। বাহ্যেন্দ্রিয় সকল কি॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়॥ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে সেই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম দম শব্দে উক্ত হয়॥ উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। বিহিত কর্ম্ম সকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাম উপরতি॥ শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিম্বেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ। কিম্বা শব্দাদি বিষয় শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনের প্রত্যাহার পূর্ব্বক ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদিতে যে বর্ত্তন তাহার নাম উপরতি॥ তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তং। শরীর বিচ্ছেদ জনক ব্যতিরিক্ত যে শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বের সহন তাহার নাম তিতিক্ষা॥ নিগ্রহশক্তাবপি পরাপরাধে সোঢ়ৃত্বং বা তিতিক্ষা। কিম্বা নিগ্রহশক্তি থাকিতেও যে পরাপরাধ সহিষ্ণুতা তাহার নাম তিতিক্ষা॥ সমাধানং নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষ দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মন বাসনাবশে বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন বিষয়েতে নশ্বরত্বাদি দোষ দর্শন দ্বারা পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান॥ শ্রদ্ধা নাম গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ। গুরু এবং বেদান্ত বাক্যেতে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা॥ ইদং তাবৎ শমাদিষট্‌কমুক্তং। এই শমাদি ষট্‌ক উক্ত হইল॥ মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বং। মুক্তিতে অতি তীক্ষ্ণ ইচ্ছা বত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব॥ এতৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। এই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন॥ তস্যাত্মানাত্মবিবেকবিচারেঽধিকারো নান্যস্য।

তাহারি আত্মানাত্ম বিবেক বিচারে অধিকার হয় অন্যের নয়॥ তস্যাত্মা-নাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি।, তাহার কেবল আত্মানাত্ম বিচারই কর্ত্তব্য আছে অন্য নাই॥ ইহার দৃষ্টান্ত কহিতেছেন, যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যা-ন্তরং নাস্তি তথাঽন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি। যেমন ব্রহ্মচারির কর্ত্তব্যান্তর নাই তেমনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্যান্তর নাই। সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্য-বায়োনাস্তি কিন্তু তীব শ্রেয়োভবতি। সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থের দিগের আত্মানাত্ম বিচার কৃত হইলেও তাহার দ্বারা প্রত্যবায় নাই কিন্তু অতিশয় মঙ্গল হয়॥ দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাৎ ভক্তি-সংযুতাদ্। গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং। প্রতিদিন গুরু সেবা দ্বারা লব্ধ ভক্তি সংযুক্ত বেদান্ত বিচার হইতে অশীতি কৃচ্ছ্র ব্রতের ফল লাভ করে অতএব আত্মানাত্ম বিচার করিবে ইহা উক্ত হইল॥ আত্মা নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিল-ক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ হইতে পৃথক্ জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মা ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ হয়॥ অনাত্মা নামানিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যা-ত্মকং শরীরত্রয়মনাত্মা। অনিত্য জড় দুঃখাত্মক এবং সমষ্টিব্য-ষ্টিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা॥ শরীরত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্ম-কারণশরীরত্রয়ং। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ইহার নাম শরীরত্রয়॥ স্থূলশরীরং নাম পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্‌ভাববিকারং। পঞ্চী-কৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য জন্মাদি ষড়্ বিকার বিশিষ্ট তাহার নাম স্থূল শরীর॥ তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে॥ পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং। শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়-তনমুচ্যতে।. পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহা ভূত সম্ভব এবং কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মাধীন জাত সুখ দুঃখ ভোগের স্থান তাহাকে শরীর কহেন॥ শীর্য্যতে বয়োভির্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং। বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদি বয়োদ্বারা শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা

শরীর শব্দে বাচ্য হয়॥ দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। দহ ধাত্বর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারাও দেহ পদ বাচ্য হয় অর্থাৎ ভস্মসাৎ হয়॥ ননু কেচিদ্দেহা ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি। এস্থলে এই পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে কত গুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইতেছে কত গুলি খননাদি প্রাপ্ত হইতেছে তবে কি হেতু কহিতেছেন যে সকল স্থূল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় ইহার সিদ্ধান্ত পশ্চাৎ করিতেছেন॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যতআহ। যদ্যপিও সকল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় না ইহা সত্য বটে তথাপি কোনো অগ্নি দ্বারা দাহত্ব সম্ভাবিত হয় এই হেতু পরে কহিতেছেন॥ সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। সকল স্থূলাদি দেহ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈহিক রূপ যে তাপত্রয় সেই অগ্নি দ্বারা দাহত্ব সম্ভাবিত হইতেছে এই কারণে কহিয়াছেন॥ আধ্যাত্মিকং নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি। আত্ম শব্দবাচ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান হয় যে শিরোরোগাদি দুঃখ তাহার নাম আধ্যাত্মিক॥ আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদিজন্যং দুঃখং। ব্যাঘ্র তস্করাদি ভয়ঙ্কর প্রাণিকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক॥ আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজন্যং। দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে বজ্রপাতাদি জনিত দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক॥ সূক্ষ্মশরীরং নাম অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং। অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য সপ্তদশ বিশিষ্ট যে লিঙ্গ দেহ তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর॥ সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাদিপঞ্চ বায়বো বুদ্ধির্মনশ্চেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বুদ্ধি মন ইহার নাম সপ্তদশক॥ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি॥ শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম॥ শ্রোত্রে-

ন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তকর্ণসস্কুল্যবচ্ছিন্ননভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি। ত্বক্ শিরাদি আকৃতি বিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণযন্ত্র মধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়॥ ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়-মাপাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। ত্বগ্ ভিন্ন অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপনশীল শীত গ্রীষ্মাদি-স্পর্শ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়॥ চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ গোলকা-শ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্ত্তি রূপ গ্রহণ শক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষু-রিন্দ্রিয়॥ জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রস-গ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বা ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার অগ্রবর্ত্তি মধুরাদি রস গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম জিহ্বে-ন্দ্রিয়॥ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্ত্তি গন্ধ গ্রহণ শক্তিশালি যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়॥ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কি॥ বাক্ পাণিপাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি। বাক্য পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ইহারদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়॥ বাগিন্দ্রিয়ং নাম বাগ্ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তি-মদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। বাক্য ব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যাশ্রয় এবং অষ্ট স্থান বর্ত্তি শব্দোচ্চারণ শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম বাগিন্দ্রিয়॥ অষ্টস্থানং নাম হৃদয়কণ্ঠশিরউর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠতালুদ্বয়জিহ্বাইত্যষ্টস্থানানি। বক্ষঃস্থল কণ্ঠদেশ মস্তক উর্দ্ধৌষ্ঠ অধরৌষ্ঠ তালুদ্বয় জিহ্বা এই অষ্ট স্থান॥ পাণীন্দ্রিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তি-মদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। কর হইতে ভিন্ন অথচ করতলাশ্রিত দান এবং গ্রহণাদি শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম পাণীন্দ্রিয়॥ পাদেন্দ্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি গমনাগমন-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। চরণ ভিন্ন অথচ চরণাশ্রিত চরণতলবর্ত্তি

গমনাগমন শক্তিশালি ইন্দ্রিয়ের নাম পাদেন্দ্রিয় ॥ পায়্বিন্দ্রিয়ং নাম গুদ-ব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়্বিন্দ্রিয়মিতি। অপান হইতে অন্য অথচ অপানাশ্রিত মলত্যাগ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম পায়ু ইন্দ্রিয় ॥ উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়মূত্র-শুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। উপস্থ হইতে অন্য অথচ উপস্থাশ্রয় মূত্র এবং শুক্র ত্যাগ শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম উপ-স্থেন্দ্রিয় ॥ এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে। ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দে বাচ্য হয় ॥ অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ইহার নাম অন্তঃকরণ ॥ মনঃস্থানং গলান্তং। কণ্ঠ মধ্যে মনের স্থান ॥ বুদ্ধের্ব্বদনং। বুদ্ধির স্থান বদন ॥ চিত্তস্য নাভিঃ। চিত্তের স্থান নাভি ॥ অহঙ্কারস্য হৃদয়ং। অহঙ্কারের স্থান হৃদয় ॥ অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়াঃ সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের বিষয় সংশয় নিশ্চয় ধারণ অভিমান ॥ প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু ॥ তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে। তাহারদিগের স্থান বিশেষ কহিতেছেন ॥ হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানোনাভি-সংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ। প্রাণ বায়ু হৃদয়স্থ হয়েন পায়ুস্থানে অপান বায়ুস্থিতি করেন সমান বায়ু নাভিদেশে স্থিত হয়েন উদান বায়ু গলদেশে থাকেন ব্যান বায়ু সমস্ত শরীর গামী হয়েন ॥ তেষাং বিষয়াঃ। তাহারদিগের বিষয় কহিতেছেন ॥ প্রাণঃ প্রাগ্গমনবান্। প্রাণ বায়ু পূর্ব্ব গমন বিশিষ্ট ॥ অপানোঽবাগ্গমন-বান্। অপান বায়ু অধোগমন বিশিষ্ট ॥ উদানঊর্দ্ধগমনবান্। উদান বায়ু ঊর্দ্ধ গমন বিশিষ্ট ॥ সমানঃ সমীকরণবান্। সমান বায়ু ভক্ষিত অন্নাদিকে একত্রাবস্থান করান ॥ ব্যানোবিশ্বগ্গমনবান্। ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহে গমন বিষিষ্ট হয়েন ॥ এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ। ইহারদিগের উপবায়ু পঞ্চ ॥ নাগঃ কুর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তোধনঞ্জয়ঃ। নাগ কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয় ইহাদিগের নাম ॥ এতেষাং বিষয়াঃ। ইহারদিগের বিষয় কহিতেছেন ॥ নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনন্তথা। ধনঞ্জয়াৎ

পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণং। কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদোবিদুঃ। নাগ উদ্‌গীরণ কর, কূর্ম্ম উন্মীলন কর, ধনঞ্জয় পোষণ কর, দেবদত্ত জৃম্ভণ কর, কৃকর ক্ষুৎ কর। নাগ বায়ুর শক্তিতে উদ্‌গীরণ হয়, কূর্ম্মের শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্মীলন হয়, ধনঞ্জয়ের শক্তিতে শরীরে পুষ্টতা হয়, দেবদত্তের শক্তিতে জৃম্ভণ হয়॥ এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়োদিগাদয়ঃ। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিগাদি হয়েন॥ তাহা প্রমাণের সহিত কহিতেছেন, দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। তথা চন্দ্রশ্চতুর্বক্ত্রোরুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞঈশ্বরঃ। বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টাচ বিশ্বযোনিরয়োনিজঃ। ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথা ক্রমাৎ। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ এবং ত্বকের বায়ু নেত্রের সূর্য্য জিহ্বার বরুণ নাসিকার অশ্বিনী কুমার বাক্যের অগ্নি হস্তের ইন্দ্র চরণের বিষ্ণু গুহ্যের মৃত্যু উপস্থের ব্রহ্মা একত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট চিত্ত এবং মনের চন্দ্র অহঙ্কারের রুদ্র বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা তিনিই বিশ্বের কারণ অনাদি শ্রোত্রাদির যথাক্রমে ইঁহারা অধিপতি দেবতা হয়েন॥ এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সকল মিলিত হইয়া তাহার নাম লিঙ্গ শরীর হয়॥ তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে তাহা কহিতেছেন॥ পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু মন বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমন্বিত পঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে জাত নহে এবং ভোগের সাধন তাহার নাম সূক্ষ্ম শরীর॥ লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ যে লয় বিশিষ্ট অর্থ তাহাকে প্রাপ্ত করান এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ শব্দ বাচ্য হয়েন॥ শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। শীর্ণ হয়েন এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দ বাচ্য হয়েন॥ কথং শীর্য্যত ইতি চেৎ। কি প্রকারে শীর্ণ হয় ইহা যদি আশঙ্কা হয়। অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। আমি ব্রহ্ম এই রূপ ব্রহ্মেতে আত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে শীর্ণ হয়॥ দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। দহ ধাতুর

অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ দেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়॥ কথং। কি হেতু॥ বাগাদ্যাকারেণ পরিণামোবৃদ্ধিঃ। বাক্যাদি আকার দ্বারা লিঙ্গ দেহের বিকার এবং বৃদ্ধি হয়॥ তৎসংকোচোনাম জীর্ণতা। বাক্যাদির সংকোচ হইলে লিঙ্গ দেহের জীর্ণতা হয় এই হেতু তাহার ক্ষয় উক্ত হইয়াছে॥ কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই শরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মেতে আত্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহার দ্বারা নিবৃত্ত হয় অজ্ঞান স্বরূপ তাহার নাম কারণ শরীর ইহা উক্ত হয়॥ তথাচোক্তং। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে॥ অনাদ্যবিদ্যানির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে। উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয় কারণ শরীরের উপাধি কথিত হয়। জ্ঞান স্বরূপ আত্মা যিনি তাঁহাকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর রূপ যে উপাধিত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন অবধারণ করিবেক॥ শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ। শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দে বাচ্য হয়। ইহা কি প্রকারে হয় এমত যদি আশঙ্কা হয় এই হেতু পরে কহিতেছেন। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে। ব্রহ্মেতে আত্মার একত্ব জ্ঞান দ্বারা শীর্ণ হয়॥ দহভস্মীকরণইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। দহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কারণ শরীরের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয় ইহা উক্ত হইতেছে॥ অনৃতজড়দুঃখাত্মকমিত্যুক্তং। মিথ্যাজড় এবং দুঃখাত্মক ইহা উক্ত হইল॥ কালত্রয়েষ্ববিদ্যমানবস্তু অনৃতমিত্যুচ্যতে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে অবিদ্যমান যে বস্তু সেই অনৃত শব্দে কথিত হয়॥ জড়ং নাম স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়মিত্যুচ্যতে। স্ববিষয়ে এবং পর বিষয়ে জ্ঞান রহিত যে বস্তু সেই জড় শব্দে উক্ত হয়॥ দুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখমিত্যুচ্যতে। প্রীতি শূন্য যে পদার্থ তাহার নাম দুঃখ॥ সমষ্টি ব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং কা সমষ্টিঃ কা ব্যষ্টিঃ। সমষ্টি ব্যষ্টি রূপ ইহা উক্ত হইয়াছে, কি সমষ্টি কি ব্যষ্টি তাহা দৃষ্টান্তের সহিত পরে কহিতেছেন॥ যথা বনস্য সমষ্টিঃ যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টি র্জলসমূহস্য সমষ্টিঃ

র্জলস্য ব্যষ্টিঃ তদ্বদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেকশরীরস্য ব্যষ্টিঃ। যেমন বন শব্দের অর্থ বহুবৃক্ষের সংক্ষেপ কথন যেমন বৃক্ষ শব্দের অর্থ বহুবৃক্ষের প্রত্যেকে বিস্তার কথন, সংক্ষেপ দ্বারা জল সমূহের আর বিস্তাররূপে প্রত্যেক জলের কথন তেমনি বহু শরীরের সংক্ষেপ কথনের নাম সমষ্টি প্রত্যেক শরীরের বিস্তার কথনের নাম ব্যষ্টি॥ অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎ-স্বপ্নস্বুষুপ্তয়ঃ। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ইহার নাম অবস্থাত্রয়॥ জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং। ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয়ের যে অনুভব তাহার নাম জাগরণ॥ স্বপ্নোনাম জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। জাগরণাবস্থার যে সংস্কার তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা তাহার নাম স্বপ্ন॥ সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। সকল বিষয় জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট যে অবস্থা তাহার নাম সুষুপ্তি॥ এই উক্ত অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম কহিতেছেন, জাগ্রৎস্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। জাগরণাবস্থাস্থিত স্থূল শরীরাভিমানী পুরুষের নাম বিশ্ব॥ স্বপ্নসূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী তৈজসঃ। স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী পুরুষের নাম তৈজস॥ সুষুপ্তিকারণশরীভিমানী প্রাজ্ঞঃ। সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ॥ কোষপঞ্চকং নামান্ন-ময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় ইহার নাম পঞ্চকোষ॥ ইহারদিগের স্বরূপ কহি-তেছেন, অন্নময়োঽন্নবিকারঃ। অন্নের বিকার অন্নময়॥ প্রাণময়ঃ প্রাণ-বিকারঃ। প্রাণের বিকার প্রাণময়॥ মনোময়ো মনোবিকারঃ। মনের বিকার মনোময়॥ বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ। বিজ্ঞান বিকার বিজ্ঞান-ময়॥ আনন্দময়ঃ আনন্দবিকারঃ। আনন্দের বিকার আনন্দময়॥ অন্নময়-কোষোনাম স্থূলশরীরং। স্থূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ॥ কথং॥ কিহেতু॥ মাতৃপিতৃভ্যামন্নে ভুংক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ-ইত্যুচ্যতে। মাতা পিতা কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন শুক্র শোণিত রূপে পরিণত হয় তদনন্তর মাতা পিতার সংযোগ হেতু সেই শুক্র শোণিত দেহ রূপে পরিণত হইয়া খড়্গাদি কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয় এই হেতু

স্থূল শরীর অন্নময় কোষ॥ ইতিবুৎপত্ত্যান্নবিকারত্বে সতি আত্মানমাছাদয়তি। পূর্ব্বোক্ত এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অন্নবিকারত্ব হইলে আত্মাকে আচ্ছাদন করে॥ কথমাত্মানমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদিষড়্বিকাররহিতমাত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বন্তমিবাছাদয়তি। কি প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় জন্মাদি ষড়্বিকার হীন আত্মাকে জন্মাদি ষড়্বিকার বিশিষ্টের ন্যায় আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় রহিত আত্মাকে তাপত্রয় যুক্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে, তাহা কহিতেছেন॥ যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছাদয়তি যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি যথা গর্ব্ভঃ সন্তানমাবারয়তি তথাত্মানমাবারয়তি। যেমন খড়্গকে কোষ আচ্ছাদন করে যেমন তুষ তণ্ডুলকে আচ্ছাদন করে যেমন গর্ব্ভ সন্তানকে আচ্ছাদন করে তেমনি স্থূল শরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে॥ প্রাণময়কোষোনাম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিতং সৎপ্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। হস্ত পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু ইহারা সকল মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষশব্দে বাচ্য হয়॥ প্রাণবিকারে সতি বক্তৃত্বাদি রহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবন্তমিবাবারয়তি। প্রাণের বিকার হইলে বক্তৃত্বাদি রহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায় দাতৃত্বাদি রহিত আত্মাকে দাতার ন্যায় গমনাদি রহিত আত্মাকে গমন কর্ত্তার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি রহিত আত্মাকে ক্ষুৎ পিপাসাদি বিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে॥ মনোময়কোষোনাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষইত্যুচ্যতে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ইহারা সকল মিলিত হইয়া মনোময় কোষ শব্দে কথিত হয়॥ কথং। কিম্বেতু॥ মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্মানং সংশয়বন্তমিব শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব দর্শনাদিরহিতমাত্মানং দ্রষ্টারমিবাবারয়তি। মনের বিকার হইলে সংশয় রহিত আত্মাকে সংশয় যুক্তের ন্যায় শোক মোহাদি রহিত আত্মাকে শোক মোহাদি বিশিষ্টের ন্যায় দর্শনাদি রহিত আত্মাকে দর্শন কর্ত্তার ন্যায় আচ্ছাদন করে॥ বিজ্ঞানময়কোষোনাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এতৎ

সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষইত্যুচ্যতে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ইহারা সকল মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়॥ কথং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকোজীব-ইত্যুচ্যতে। কিহেতু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ অভিমান দ্বারা ইহলোক পর-লোক গমন শীল ব্যবহারচারী জীব ইহা বাচ্য হয়॥ বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্ত্তারমাত্মানং কর্ত্তারমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিব নিশ্চয়-রহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্যরহিতমাত্মানং জাড্যাদিবন্তমিবা-বারয়তি। বিজ্ঞানের বিকার হইলে অকর্ত্তারূপ আত্মাকে কর্ত্তার ন্যায় অবিজ্ঞানকর্ত্তা আত্মাকে বিজ্ঞান কর্ত্তার ন্যায় নিশ্চয় রহিত আত্মাকে নিশ্চয় বিশিষ্টের ন্যায় মন্দত্ব জড়ত্বাদি রহিত আত্মাকে জড়ত্বাদি বিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে এই হেতু॥ আনন্দময়কোষোনাম প্রিয়মোদপ্রমোদ-বৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়ঃ কোষইত্যুচ্যতে। প্রীতি হর্ষ বিহাররূপ বৃত্তি যুক্ত অজ্ঞান প্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়॥ কথং। কি হেতু॥ প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদপ্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব পরিচ্ছিন্নসুখ-রহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখমিবাচ্ছাদয়তি। প্রীতি হর্ষ বিহার রহিত আত্মাকে প্রীতি হর্ষ বিহার বশিষ্টের ন্যায় অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় পরিচ্ছিন্ন সুখ রহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন সুখের ন্যায় আচ্ছাদন করে এই হেতু॥ শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুচ্যতে। আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয়॥ কথং। কি হেতু॥ সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি। সত্যরূপ আত্মা অসত্য শরীর বিশিষ্ট হয়েন না॥ অসত্যস্বরূপঃ সত্য-স্বরূপো ন ভবতি। অসত্য স্বরূপ শরীর সত্য স্বরূপ আত্মা হইতে পারে না॥ জ্ঞানস্বরূপো জড় স্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞান স্বরূপ আত্মা জড় স্বরূপ শরীর হয়েন না॥ জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। জড় স্বরূপ শরীর জ্ঞান স্বরূপ আত্মা হয় না॥ সুখস্বরূপো দুঃখ স্বরূপো ন ভবতি। সুখ স্বরূপ আত্মা দুঃখ স্বরূপ শরীর হয়েন না॥ দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি। দুঃখ স্বরূপ শরীর সুখ স্বরূপ আত্মা হয় না॥ এবং শরীরত্রয় বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। এই প্রকারে

শরীরত্রয় হইতে আত্মার বিলক্ষণত্ব কহিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী আত্মা ইহা কহিতেছেন ॥ কথং । কিহেতু ॥ জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি। জাগ্রদবস্থা হইয়াছে জাগ্রদবস্থা হইতেছে জাগ্রদবস্থা হইবেক স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক এই প্রকারে অবস্থাত্রয়কে অধিকারিত্বরূপে জানিতেছেন এই হেতু ॥ 'অথাত্মনঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমুচ্যতে। অনন্তর আত্মার অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা কহিতেছেন ॥ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং। কি হেতু আত্মার পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা ॥ দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। সেইটি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥ মমেয়ং গৌঃ। আমার এই গরু ॥ মমায়ং বৎসঃ। আমার এই বাছুর ॥ মমায়ং কুমারঃ। আমার এই কুমার ॥ মমেয়ং কুমারী। আমার এই কুমারী ॥ মমেয়ং স্ত্রী। আমার এই স্ত্রী ॥ এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি। ইত্যাদি পদার্থ বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা হয়েন না ॥ তথা মমান্নময়কোষঃ। আমার অন্নময় কোষ ॥ মম প্রাণময় কোষঃ। আমার প্রাণময় কোষ ॥ মম মনোময়কোষঃ। আমার মনোময় কোষ ॥ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ। আমার বিজ্ঞানময় কোষ ॥ মমানন্দময়কোষঃ। আমার আনন্দময় কোষ ॥ এবং পঞ্চকোষবানাত্মা ন ভবতি। এই প্রকার পঞ্চকোষ বিশিষ্ট আত্মা হয়েন না ॥ তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ সাক্ষী। তাহারদিগের হইতে পৃথক্ সাক্ষী স্বরূপ হন ॥ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। আত্মা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় রহিত অব্যয় অনাদি অনন্ত এবং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ নিত্য হয়েন তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয় এই শ্রুতি আছে ॥ তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং। সেই হেতু আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব উক্ত হইল ॥ সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েঽপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। কাহার কর্তৃক বাধিত না হইয়া যে ভূত ভবি-

ষ্যৎ বর্ত্তমান রূপ ত্রিকালেতে একরূপে থাকা তাহার নাম সদ্রূপ॥ চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিত-সর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব॥ আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। নিত্য এবং যাহা হইতে অতিশয় নাই এমত যে পরম প্রেমের আধারত্ব তাহার নাম আনন্দ স্বরূপত্ব কথিত হয়। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। বিজ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ এবং দানদাতা ইহার দিগের আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্ম ইহা শ্রুতি কহিতেছেন॥ এবং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয় সম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা রাহিত্যেন যস্তু জানাতি সজীবন্মুক্তোভবতি। এই প্রকারে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্ম স্বরূপ আমি ইহাতে সংশয় সম্ভাবনা বিপরীত ভাবনারহিত হইয়া যে জানে সে জীবন্মুক্ত হয়। ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত আত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

ব্রাহ্মণ সেবধি ।

BRAHMUNICAL

MAGAZINE.

THE MISSIONARY & THE BRAHMUN

NO. 1

ব্রাহ্মণ সেবধি।

ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ।

সং ১

1821

জগদীশ্বরায় নমঃ।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানা বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও য়িশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার

মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাঁহারাও এই রূপ নানা বিধ ধর্ম্মগ্লানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বর নিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম্ম ছিলনা তাহারাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানা বিধ অসৎ কর্ম্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বর পরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ ধর্ম্ম ঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা কবেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং [তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ কর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্ম ঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার বলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছা পূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের [ধর্ম্ম গ্রহণ] করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন

নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তি, সিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এই রূপে ছাপান যাইবেক ইতি।

আঠার শও একুশের ১৪ জুলাইয়ের লিখিত পত্র

যাহা পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্ব্ব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহ চ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকন পূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।

প্রথম হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য কালত্রয় রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্ব্বহিঃ পূর্ণ তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়া রচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্ব নগরী দর্শন তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল অজ্ঞান বশতো অহং ও জগৎ সত্যর ন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য

হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই উৎপত্তি স্থিতি লয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্যযতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসদ্ভোগ কেন মানি ইতি।

দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্রে কহেন যে পরমাত্মা এক ও জীব নানা উভয়েই অবিনাশী এবং দিগ্‌দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারাহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয় কেননা তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কারকত্বে প্রতিপাদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ঐ দ্রব্যাদিও জীবের বাচকত্ব তাহাতে অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি স্থিতি নাশ ও জীবের কর্ম্ম ফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ও অল্পৈশ্বর্য্যবান্ মধ্যে ন্যূনাতিরেক তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতি ব্যাঘাত।

তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল বর্ত্তে সে ঈশ্বর মনুষ্য জীব মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতেও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে দ্রব্য ও ভাষা উভয়ই জড় মনুষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি বিশেষত ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক ঐ শাস্ত্র এই কহেন নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয় অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেননা কহা যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম।

চতুর্থ সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চনক দলের ন্যায় পুরু-ষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পা-দন কেমনে সম্ভব হয় এমতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি ইতি ॥

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবেক।

নমো জগদীশ্বরায়।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার দর্পণে স্থান পায় নাই।

আঠার শত একুশের চৌদ্দয়ি জুলাইয়ের সমাচার দর্পণকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তি হীন জানাইয়া তাহার খণ্ডন কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই করিয়াছেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিসিনরি মহাশয়রা এরূপ খণ্ডনের চেষ্টা সদালাপে ও গ্রন্থ রচনায় করিতেন সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম নাই যেহেতু তেঁহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি।

প্রথমত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি দোষ দিবার নিমিত্ত বেদান্তের মত লিখেন যে বেদান্তে ঈশ্বরকে এক নিত্য কালত্রয় রহিত অরূপী নিরীহ ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্বহিঃ পূর্ণ কহেন ও তাঁহা হইতে অন্য বস্তু ও জীব পৃথক্ নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় মায়া রচিত সেই মায়া অজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাহার কার্য্য আর থাকে না) যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব পুরী দর্শন যথার্থ জ্ঞানে আর থাকেনা পরে ঐ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন প্রথম এই যে এ মতের গৌরব মানিলে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান প্রাধান্য ও নিত্যতা প্রমাণ হয়।

উত্তর—এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ আত্মাতে স্পর্শে তাহা লিখেন না সুতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম যদি অনুগ্রহ করিয়া সে দোষ লিখেন তবে উত্তরের চেষ্টা করিব আর যে দ্বিতীয় কোটিতে দোষ

েন যে এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ দুয়ের সমান নিত্যতা ও প্রাধান্য হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি কি বেদান্তবাদী কি খ্রিষ্টান কি মোছলমান যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন তাঁহারা ঈশ্বরের তাবৎ শক্তিকেও নিত্য কহেন সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের শক্তি মায়া হয়েন অতএব শক্তিমানকে নিত্য করিয়া বেদান্ত জানেন সুতরাং শক্তিকেও নিত্য কহেন " নিঃসত্তা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নিশক্তিবৎ " বেদান্ত ধৃত বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয় তবে এ দোষ সর্ব্ব সাধারণ হইবেক কেবল বেদান্ত পক্ষে হয় এমত নহে। সেই রূপ শক্তি হইতে শক্তিমানের প্রাধান্য কি বেদান্ত কি অন্য অন্য শাস্ত্রে ও লোক দৃষ্টিতে সকলেই স্বীকার করেন অতএব উভয়ের সমান প্রাধান্য বেদান্তে কোনো মতে অঙ্গীকার করেন না যে আপনি দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন যে এক আত্মা হইলে অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত মানা আশ্চর্য্য হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়।

উত্তর—প্রপঞ্চ মায়া কার্য্য জড় স্বরূপ হয় পরমাত্মা চিদাত্মক ঐ জড় স্বরূপ নানা প্রপঞ্চে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন যেমন নানাশরাস্থিত জলে এক সূর্য্যের অনেক প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেই সেই প্রতিবিম্ব জলের কম্পন দ্বারা কম্পিত অনুভূত হয় কিন্তু সেই জলের কম্পনেতে সূর্য্য কাঁপেন না সেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীব সকল চিদাত্মার প্রতিবিম্ব হয়েন অতএব জীবের হিতাহিত ভোগ পরমেশ্বরে স্পর্শ করেনা যেমন জলের নির্ম্মলতাতে কোনো কোনো প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোনো কোনো প্রতিবিম্ব মলিন হয় সেই রূপ প্রপঞ্চ ময় শরীরে ঐ ইন্দ্রিয়াদির স্ফূর্ত্তির দ্বারা কোনো কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির আধিক্য আর ঐ সকলের মলিনতার দ্বারা কোনো কোনো জীবের স্ফূর্ত্তির মলিনতা হয়। আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বস্তুত তেজঃ পদার্থ না হইয়াও তেজঃ পদার্থের প্রতিবিম্বতার দ্বারা তেজস্বী দেখায় সেই রূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হইয়াও চিদাত্মার প্রতিবিম্বিত প্রযুক্ত চেতনাত্ম বুঝায় ও চেতনের আচরণ করে আর যেমন নানা শরাস্থিত জলের সহিত এক সূর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারা

নানা প্রতিবিম্ব উপস্থিত হইয়া ওই সকলকে সূর্য্যের ন্যায় অথচ সূর্য্য হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম বিশিষ্ট দেখায় পুনরায় সেই সেই জলের অন্যথা হইলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না সেই রূপ আত্মা এক তাঁহার মায়া প্রভাবে প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনাত্মক জীব পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আচরণ ও কর্ম্ম ফল ভোগ করে পুনরায় সেই সেই প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্বের ন্যায় আর ক্ষণ মাত্রো পৃথক্ রূপে আত্মার সহিত থাকেনা অতএব আত্মা এক ও জীব যদ্যপীও বস্তুত তাহা হইতে ভিন্ন না হয়েন তথাপি জীবের ভোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না।

তৃতীয় প্রকার দোষোল্লেখ করেন " আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে " কি নিমিত্ত দোষ পড়ে তাহার বিবরণ লিখেন না অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব যদি আপনকার এ অভি-প্রায় হয় যে আত্মার স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃসৃত হইলে আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্ভবে না তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ করিবেন যে প্রতিবিম্বের সত্তা সূর্য্যের সত্তাতেই হয় এবং সূর্য্যকে অব-লম্বন করিয়া স্থিতি করে ও সূর্য্যতে পুনরায় লীন হইতেছে ইহাতে সূর্য্যের অখণ্ডত্বে নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না।

অধিকন্তু লিখেন যে বেদান্তে কহেন যেমন জলের বুদ্বুদ উঠিয়া পুনরায় ঐ জলে লীন হয় সেই রূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগতের উৎপত্তি স্থিতিলয় বারংবার হয় ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার করিলে ঈশ্বর নির্দ্দোষ থাকেন না।

উত্তর—এস্থলে বেদান্ত বাদিরা দৃষ্টান্ত এই অংশে দেন যে যেমন জলকে অবলম্বন করিয়া বায়ু দ্বারা বুদ্বুদের উৎপত্তি স্থিতি হয় সেই রূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি হইতেছে দ্বিতীয়ত যেমন বুদ্বুদ অস্থায়ি সেই রূপ জগৎ অস্থির হয়। ব্যাঘ্রের ন্যায় অমুক ব্যক্তি ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে হয় চতুষ্পাদাদি সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হয় না সেই রূপ এখানেও স্বীকার করেন তবে সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জল পুঞ্জের ন্যায় জড় স্বীকার করিতে হয় ও জগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয়াংশ স্বরূপ তাহার বিকার মানিতে হয়

কখন কখন ঐ জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরিবেক ও কখন কখন তাঁহার সহিত একত্র হয় যাঁহাদের কেবল দোষ দৃষ্টি তাঁহারাই এরূপ সর্ব্বাংশ দৃষ্টান্ত মানিয়া মায়ার বল আত্মার উপর হইতেছে এই দোষ দিতে উৎসুক্ক নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়া তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হইতেছে ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়ার বল কোনো পক্ষপাত রহিত বিজ্ঞ লোক স্বীকার করিবেন না যেহেতু যে কোনো জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা কহেন তাঁহারা সকলে মানেন যে সৃষ্টি করিবার শক্তি ঈশ্বরে আছে সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই শক্তির বল ঈশ্বরের উপর হয় এমৎ তাঁহারদের কেহ অদ্যাপি দেখিতে পান না। পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণা শক্তি দ্বারা মার্জ্জনা করেন ইহাতে করুণাশক্তি ঈশবের উপর প্রবল হয় এমৎ নহে। বেদান্তবাদিরা মায়াকে অজ্ঞান কহেন যে হেতু জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য্য যাহার দ্বারা ঈশ্বর হইতে জীব সকল পৃথক্ দেখায় সে কার্য্য আর থাকে না অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মায়া শব্দের প্রয়োগ মুখ্য রূপে ঈশ্বরের জগৎ কারণ শক্তিতে ও গৌণ রূপে ঐ শক্তির কার্য্যেতে হয়। রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয় তাহার সহিত জগতের দৃষ্টান্ত বেদান্তে দেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রম সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া জগৎ সত্তা বিশিষ্ট হয় সেই রূপ জগতকে স্বপ্নের সহিত সাদৃশ্য দেন যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সকল জীবের সত্তার অধীন হয় সেই রূপ জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় পরমাত্মাই সর্ব্বথা হয়েন আর বেদান্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই ঈশ্বর সকল ও ঈশ্বর সকলেতে ইহা কহেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ সত্তা কেবল পরমেশ্বরের হয় অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপি অন্য তাবৎ অসত্য। ঈশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক এমৎ প্রয়োগ খ্রিষ্টানদের কেতাবেও শুনিতে পাই তাহার তাৎপর্য্য বুঝি এমৎ না কহিবেন যে ঘট পট সকল ঈশ্বর বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে তিনি সর্ব্ব ব্যাপক অতএব মিথ্যা বাক্ কলহের বলে বেদান্তে কেন দোষ দেন।

জড়াত্মক মায়া কার্য্য এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্য স্বরূপ হয়েন

যেহেতু পদার্থ জড় ও চেতন এই দুই প্রকার করিয়া সকলে স্বীকার করেন তাহাতে সমষ্টি জগতের অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আত্মার অধিষ্ঠানে দৃশ্য হইয়া পুনরায় ঐ জগতে লীন হয় সেই রূপ সমষ্টি চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের অবলম্বনে, চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিম্ব রূপে পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধ হয় পুনরায় আত্মাতে লয় পায় আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে এক বর্ত্তিকার অগ্নি অন্য বর্ত্তিকার অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ দেখায় কিন্তু বর্ত্তিকার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ হইলে মহা তেজে লীন হয় সেই রূপ উপাধি ত্যাগ হইলে পৃথক্ পৃথক্ জীব পরমেশ্বরে লীন হয়েন অতএব জিজ্ঞাসা করি যে চৈতন্যাত্মক জীবের অধিষ্ঠান সমষ্টি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তি সিদ্ধ হয় কি অভাবকে অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ নানা যুক্ত হয় যদি বলেন ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয় তাহার এক এই যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান সিদ্ধ হয়েন যদি প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্য পদার্থের উৎপত্তি মানা যায় তবে ঈশ্বরের সত্তাতে কোনো প্রমাণ থাকে না আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার শক্তি সুতরাং অপ্রমাণ হইবেক। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম নস্ট করা হয়॥

ন্যায় শাস্ত্রে দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীব নানা দুই অবিনাশী ইহা ন্যায় শাস্ত্রে কহেন আর দিক কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরে আছে জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছা বিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয় কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কর্ত্তা হইলেন।

উত্তর—ঈশ্বরবাদি যেমন নৈয়ায়িক ও খ্রিস্টান সকলেই কহেন যে ঈশ্বর নশ্বর নহেন এবং জীবের নাশ নাই জীব চিরকাল ব্যপিয়া জ্ঞান ফল অথবা কর্ম্ম ফলকে প্রাপ্ত হয়েন সেই রূপ ঈশ্বরকে ফলদাতা উভয় মতেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক খ্রিস্টানেরাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য ইহাও উভয় মতে স্বীকার করেন অতএব এ মতকে গ্রহণ করিলে যদি

দোষ হয় তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পার্শিবেক। বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়েনা যেহেতু পরমেশ্বর কালাতীত বস্তু সকল কালিক যে কালে যাহার উৎপত্তি তাঁহার নিত্যেচ্ছায় হয় সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাতে তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোনো ব্যাঘাত জম্মেনা। ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে সমবায় কহেন সেই সম্বন্ধে জগৎ কর্ত্তৃত্ব জগৎ কর্ত্তা যে ঈশ্বর তাঁহাতে আছে ইহাও সকল মত সিদ্ধ কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দিক্‌কাল আকাশের অসম্বলিত কি ঈশ্বর কি অন্য কোনো পদার্থকে মনেও ভাবা যায় না অতএব দিক্‌কাল আকাশের অভাব স্বীকার করিলে কোনো বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বরকে খ্রিস্টানেরা ও নৈয়ায়িকেরা উভয়েই নিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎ কাল ব্যাপিয়া আছেন অতএব সেই নিত্যকাল না থাকিলে ঈশ্বর নিত্য হয়েন না অথবা নিত্য শব্দের অর্থ এই যে প্রথম ও অন্ত নাই এ অর্থ যেমন ঈশ্বরে সম্ভবে সেই রূপ কালেও সম্ভবে ও ঈশ্বরের নিত্যত্ব জ্ঞান কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের সমবায়ি কারণ জগতের অতি সূক্ষ্মতম অবয়ব হয় তাহার নাশ অসম্ভব সেই পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মতম ভাগকে পরমাণু কহেন অবয়ব রহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে পরমাণুর সমবায়ি কারণ কহা যায় না অতএব পরমাণুর জন্য হওয়া অসম্ভব ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ কালে পৃথক্ পৃথক্ আকারে একত্র হইয়া নানাসৃষ্টি হইতেছে। যে যে জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ত্তা সেই সেই কর্ত্তা দ্রব্য সংযোগ কার্য্য সম্পন্ন করেন প্রত্যক্ষ দেখি এবং ঈশ্বরকে জ্ঞান পূর্ব্বক জগৎকর্ত্তা সকল মতে মানেন অতএব পরমাণু কাল আকাশ সমভিব্যাহারে তাহারও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিত হয় ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন এমতে কর্ত্তা ও জীব বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর হয়েন তাহা লগ্ন হয় না যেহেতু ঈশ্বরের জগৎ কার্ত্তৃত্ব ও স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব জীবের কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব তাহাও ঈশ্বরাধীন হয় কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মিসনরি মহাশয়রা এবং আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছা বিশিষ্ট দয়া বিশিষ্ট কহি জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছা বিশিষ্ট কহিয়া থাকি

ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে কি মিসনরি মহাশয়রা কি আমরা কেহ বড় ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না।

মীমাংসা শাস্ত্রের প্রতি দোষোল্লেখ করেন যে সংস্কৃত শব্দ রচিত মন্ত্র ও সেই মন্ত্রাত্মক যাগ নানাবিধ দ্রব্য যোগে যে আশ্চর্য্য রূপী ফল জন্মে সে ঈশ্বর হয় এ দর্শনে এমৎ কহেন কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে নানা ভাষা ও শাস্ত্র এবং ভাষা ও দ্রব্য দুই জড় ও মনুষ্যের অধীন কিন্তু মনুষ্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাষা তাহার অধীন যে কর্ম্ম ফল তাহাকে এই শাস্ত্রে ঈশ্বর কি রূপে কহেন পুনরায় লিখেন যে মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর কর্ম্ম রূপী এক হয়েন কিন্তু কর্ম্ম নানা এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব কি প্রকারে প্রতীত হয় বিশেষত যে যে দেশে সংস্কৃত শব্দে কর্ম্ম না হয় সে সে স্থান অনীশ্বরীয় কেন না হয়।

উত্তর—প্রথমত আপনাকার দুই আশঙ্কার পূর্ব্বাপর ঐক্য নাই একবার লিখিলেন কর্ম্মফল ঈশ্বর পুনরায় লিখিলেন ঈশ্বর কর্ম্ম হয়েন সে যাহাহউক মীমাংশকেরা দুই প্রকার হয়েন যাঁহাদের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেবল পর্য্যবসান তাঁহারা নাস্তিকের প্রভেদ কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া কর্ম্ম হইতে তাবৎ ভোগাভোগ মানেন তাঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম করে সে উত্তম ফল পায় অসৎ কর্ম্ম করিলে অধম ফল পায় ঈশ্বর ইহাতে নির্লিপ্ত কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও সৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া সুখ দেন কাহাকে বা আপন হইতে ঔদাস্য প্রদান পূর্ব্বক অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া আরাধনা করে না এ নিমিত্তে দুঃখ দেন এমত স্বীকার করিলে তাঁহাতে বৈষম্য দোষ হয় যেহেতু উভয়ই তাঁহার সমান কার্য্য হয় অতএব এরূপ মীমাংসা মতে ঈশ্বরের একত্বে কোনো দোষ হয় না॥

পাতঞ্জল মতে দোষ দিবার সময়ে লিখেন যে ওই শাস্ত্রে যোগ সাধন রূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন অতএব মীমাংসক মতে পাতঞ্জল মতকে ভুক্ত করা গেল।

উত্তর—পাতঞ্জল মতে যোগ সাধন দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয় এমৎ কহেন এবং ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ অতীন্দ্রিয় চৈতন্য স্বরূপ

সর্ব্বাধ্যক্ষ কহেন অতএব মহাশয় কি বিবেচনায় মীমাংসা মতে পাতঞ্জল মতকে ভুক্ত করিলেন জানিতে পারিলাম না।

সাংখ্য মতে দোষ দেন যে প্রকৃতি পুরুষ চনক দ্বিদল তাহাতে পুরুষের প্রাধান্য বিধানে তাঁহাকে অরূপী ব্রহ্ম কহেন. ইহাতে ঈশ্বরের দ্বৈত আইসে।

উত্তর—অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রকৃতি কার্য্যোৎপত্তিতে ও বিশ্বের প্রবাহে চৈতন্যের অধীন হয়েন অতএব চৈতন্যের প্রাধান্য কেবল হয় সুতরাং চৈতন্য কেবল ব্রহ্ম হয়েন। বেদার্থ বক্তাদের যদ্যপিও অন্য অন্য অনাত্ম পদার্থে মত ভেদ আছে কিন্তু ঈশ্বরকে আকার ও কুণপ কিম্বা জন্ম ও মৃত্যু বিশিস্ট কহেন না ইতি।

ইহার শেষ উত্তর দুইয়ের সংখ্যায় লেখা যাইবেক ইতি।

সংখ্যা ২

আঠার শও একুশের চন্দ্রিল্ জুলায়ের সমাচার দর্পণে লিখিত পত্রের একদেশ যাহাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ কল্পনা আছে।

পঞ্চম প্রশ্ন। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানা বিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণ দায়ক বিধানে স্থির পূর্ব্বক গুরু করণীয় গৌরব ও গুরু বাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বরের অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রী পুত্র ও বিষয় ভোগী ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতি আশ্চর্য্য আদৌ এমতে নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তো নাম রূপ বিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবেনা। যদি বল অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে একথা উত্তমা কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছি তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় যুক্ত মানিতে হবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চ রচিত জীবে জানিতে পারে না তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃতীয়ত ঐ

শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপ বিশিষ্ট কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুরু বাক্য নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভ দায়ক বরং বোধহয় যে ব্যক্তি দ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে তথাচ সম্ভব তদ্ভিন্ন দেশ চলিত লৌকিক গুরু করণীয় দ্বারা লাভ কি।

ষষ্ঠ প্রশ্ন। হিন্দুদের শাস্ত্র মতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম বশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কেচিৎ মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অথও স্বর্গ নরক ভোগ হয় ও কেচিৎ মতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

সমাচার দর্পণের লিখিত পত্রের উত্তর যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রের দোষ-উদ্ধার আছে ও যাহা শ্রীরামপুরে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু ছাপা কর্ত্তা সমাচার দর্পণে স্থান দেন নাই এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান গেল।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর। পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দোষোল্লেখ করেন যে তাহাতে ঈশ্বরের নানা বিধ নাম রূপ ও ধাম মানিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য কহিয়াছেন এবং গুরু করণের বিধি ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিতে লিখেন ওই সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী মানিয়া তাঁহার বিভুত্ব মানিতেছেন এমতে আদৌ নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভবে দ্বিতীয়ত নাম রূপ

বিশিষ্টের বিভুত্ব কোনো মতে সম্ভবে না। তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপ বিশিষ্ট কিন্তু প্রপঞ্চ চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিতে পায় না এ বিধানে নাম রূপ কি প্রকারে মানিতে পারি।

উত্তর—পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকার রহিত কহেন পুরাণে অধিক এই যে মন্দ বুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্ম ক্ষেপ করিবেক কিম্বা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুস্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্ব্বদা গ্রহ হয় তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয় পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দ বুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম বস্তুত পরমেশ্বর নাম রূপ হীন ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বিষয় ভোগ রহিত হয়েন। মাণ্ডুক্য ভাষ্যধৃত বচন। নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ। স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে। এবংগুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং। কিন্তু ইহা বিশেষ রূপে জানা কর্ত্তব্য যে তন্ত্র শাস্ত্রের অন্ত নাই সেই রূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার এ নিমিত্ত শিষ্ট পরম্পরা নিয়ম এই যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজন ধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ নহে অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে কোনো কোনো পুরাণ তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক লোক নবীন কৃত জানিয়া "অমান্য" করেন। অতএব সটীক কিম্বা

মহাজন ধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন। গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম এই যে সকল গ্রন্থ বেদ বিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ। মনুঃ। যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ। কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্ট সংগৃহীত পরম্পরা সিদ্ধ তন্ত্রাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না কিন্তু বেদ বিরুদ্ধ শিষ্টের অসংগ্রহীত পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অতি কদর্য্য ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ করেন। পুরাণ ও তন্ত্রে দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে পুরাণে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম রূপ কহেন ও স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসী কহেন ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয় ভোগ সম্ভবে ও ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকেনা অতএব মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্য রূপ বিশিষ্ট য়িশুখ্রিষ্টকে ও কপোত রূপ বিশিষ্ট হোলি গোস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর য়িশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কি না এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসী ভূত স্বীকার করেন কি না অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধ হইত কি না তাঁহার মনঃপীড়া হইত কি না তাঁহার দুঃখ বেদনাদি জন্মিত কি না ও তাঁহার আহারাদি ছিল কি না তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুটুম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কি না ও তাঁহার জন্ম মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং সাক্ষাৎ কপোত রূপ বিশিষ্ট হোলিগোস্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা য়িশুখ্রীষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম রূপ সিদ্ধ হয় ও তাঁহাকে বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বসী মানিতে হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট মানিতে হয় ও আকার বিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিভুত্ব থাকে না যে হেতু এ সকল দোষ অর্থাৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয় ভোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তাঁহাদের প্রতি সংলগ্ন হয়।

যদি কহেন যে তাবৎ অসম্ভব বস্তু যাহা সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিপরীত তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয় তবে হিন্দুরা ও মিসনরিরা উভয়েই আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্যে এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমান রূপে করিতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য কহিয়াছেন। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি। বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে নাম ও রূপ ও ইন্দ্রিয় ভোগাদি যাহা ঈশ্বরের বর্ণন করিলাম সে কাল্পনিক মন্দ বুদ্ধির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্তে কহিয়াছি কিন্তু মিসনরি মহাশয়েরা কহেন যে বায়বেলে নাম রূপ ও বিষয় ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে সে যথার্থ অতএব নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের অবিভুত্ব ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসিত্ব দোষ তথ্য রূপে মিসনরি মহাশয়দের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ত হিন্দুদের পুরাণ তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়। শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা। স্মার্ত্ত ধৃত বচন। কিন্তু বায়বেল মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ হয়েন যাহার বর্ণনের দ্বারা তাঁহারা এ সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়া ঈশ্বরে দিয়া থাকেন অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের আধিক্য তাঁহাদের মতেই দেখা যায়।

ষষ্ঠ লিখিয়াছেন যে যে গুরুর বস্তু অনুভূত নহে তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভ দায়ক হয় দেশ চলিত লৌকিক গুরু করণের কি ফল।

উত্তর—এ আশঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোনো মতে উপস্থিত হয় না যেহেতু শাস্ত্রে কহেন যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে তাঁহাকেই গুরু করিবেক অন্য প্রকার গুরু করণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক শ্রুতিঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তন্ত্রে। গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ। গুরুর লক্ষণ। শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দ ধৃত বচন।

শেষে লিখেন যে হিন্দুদের শাস্ত্র মতে কর্ম্ম বশত বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় ও কোনো মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় কোনো মতে ভোগাভাব।

উত্তর—হিন্দুর কোনো মতে এমৎ লিখিত নাই যে ভোগাভাব এ নাস্তিকের মত কিন্তু ইহা প্রমাণ বটে যে শাস্ত্রে লিখেন যে কোনো কোনো পাপ পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয় কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেন কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবর জঙ্গমাদির শরীরে পরম নিয়ন্তা দিয়া থাকেন ইহাতে পরস্পর কি দোষ জন্মে যে সমন্বয় করিতে লিখিয়াছেন। খ্রীষ্টান মতেও ভোগের নানা প্রকার লিখন আছে কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই দেন যেমন ইহুদিদিগ্যে বারম্বার তাহাদের পাপ পুণ্যের ফল ইহলোকে ঈশ্বর দিয়াছেন এ রূপ বায়বেলে লিখিত আছে বরঞ্চ য়িশুখ্রিষ্ট আপনি কহিয়াছেন যে ব্যক্ত রূপে দান করিলে তোমাদের কর্ম্মফল এই লোকেই প্রাপ্ত হইবেক আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে ইহাও ঐ বায়বেলে লিখেন, এ রূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য দোষ জন্মে না যে হেতু পরমেশ্বর ফল দাতা কাহাকে এই লোকেই ফল দেন কাহা-কেও বা পরলোকে ফল দেন। খ্রিস্টানেরা সকলে স্বীকার করেন যে এ দেহ নাশ হইলে পাপ পুণ্যের ফল দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীর বিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা দুঃখ রূপ কর্ম্ম ফল দিবেন যদি সৃষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্ম্ম ফল ভোগ করাইতে পারেন এমৎ তাঁহারা মানেন তবে সৃষ্টির পর-ম্পরা নির্ব্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন ইহাতে অসম্ভব জ্ঞান কেন করেন। ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষীয় মনু-ষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ নাই আপনি লিখিয়াছেন এমত কোন স্থানে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না কিন্তু অন্য বর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্ম নাই ইহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদোক্ত কর্ম্ম নাই সে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব শাস্ত্রের পরস্পর সর্ব্বথা সমন্বয় আছে এই রূপ ও পরস্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থাৎ তাবৎ দর্শন ঈশ্বরকে

এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কহেন কেবল অন্য অন্য পদার্থের নিরূপণে যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন তিনি সেই রূপে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন সেই রূপ বায়বেলেরও টীকাকারদের কোনো কোনো অংশে পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দোষ জন্মে না এবং টীকাকারদের মহিমার লঘুতা হয় না।

পুনশ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তি বিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলাম কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাদ্রি মহাশয়েরা আছেন পশ্চাতের লিখিত তাঁহাদের মত কি রূপে যুক্তি সিদ্ধ হয় ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। য়িশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। য়িশুখ্রিষ্ট কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না।

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ট ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য়িশুখ্রিষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেক তুল্যতা সম্ভবেনা। এ সকলের উত্তর পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব ইতি শেষ ইতি। শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা।

৩ সংখ্যা।

নমো জগদীশ্বরায়।

ব্রাহ্মণ সেবধির দুইয়ের সংখ্যা যাহা কএক সপ্তাহ হইল ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইয়াছিল তাহার প্রত্যুত্তর ফ্রেণ্ড-ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয় বিচার প্রধান রূপে এতদ্দেশীয়ের উপকারের নিমিত্ত আর

আনুসঙ্গিক রূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্যে উভয় পক্ষে আরম্ভ হইয়াছে একারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া গ্রন্থ কর্ত্তা কিম্বা অন্য কোন মিস্যনরি মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাহ্মণ সেবধিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন তাহাতে কেবল ইঙ্গরেজী উত্তর পাইয়া নিরাশ হইলাম সে যাহা হউক যে রূপ উত্তর লিখিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং সেই প্রত্যুত্তরের উত্তর বিনয় পূর্ব্বক লিখিতেছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাহ্মণ সেবধিতে এই ছিল যে "য়িশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন" তাহাতে যে নিদর্শনের দ্বারা আমি ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাকে আপনি অতথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন যে "বাইবেলে এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই যে পুত্র য়িশুখ্রিস্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বর হয়েন" এ নিমিত্ত আমি যে কারণে এপ্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে ঐ প্রশ্ন তাঁহাদের আলাপে এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুসারে যুক্ত কি অযুক্ত হয়। খ্রিস্টান ধর্ম্মের উপদেশ কর্ত্তারা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর এক ও য়িশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন তাঁহাদের এই উক্তির দ্বারা আমি সুতরাং ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে তাঁহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে পুত্র য়িশুখ্রিস্ট সাক্ষাৎ পিতা হয়েন অতএব পুত্র কি রূপে পিতা হইতে পারেন ইহাই প্রশ্ন করিয়াছি যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি কহে যে দেবদত্ত এক হয় আর যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র কিন্তু পুনরায় কহে যে যজ্ঞদত্ত সাক্ষাৎ দেবদত্ত হয় তবে আমরা ইহার দ্বারা সুতরাং এই উপলব্ধি করিব যে তাহার অভিপ্রায় এই যে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে। সে যাহা হউক খ্রিস্টান ধর্ম্মের প্রধান পাদরিদের মধ্যে গণিত হইয়া আপনি যখন ইহা কহিলেন যে "বায়বেলে এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই যে পুত্র পিতা হয়েন বরঞ্চ বাইবেলে এমৎ কহেন যে পুত্র য়িশুখ্রিস্ট স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার তুল্য হয়েন ও পিতা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন" আর আমাকে মনুষ্য জাতির মধ্যে

বিবেচনা করিতে অনুমতি করিয়াছেন যে প্রত্যেক পুত্র তাহার পিতার সহিত যদি এক মনুষ্য স্বভাব না হয় তবে সে অবশ্য রাক্ষস হইতে পারে। যদি আমি বায়বেলের অর্থ আপনকার অপেক্ষায় অধিক জানি এমৎ অভিমান করি তবে আমার অতিশয় স্পর্দ্ধা হয় অতএব আপনকার অনুমতি ক্রমে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা আমি ইহা অঙ্গীকার করিতাম যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন যেমন মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয় যদি ঐ স্বীকারের দ্বারা আপনকার অন্য এই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে না হইত যে "পুত্র য়িশুখ্রিষ্ট পিতার সহিত সর্ব্বকাল স্থায়ী হয়েন" যেহেতু মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য হয় এই সাদৃশ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন ইহা যেমন উপলব্ধি হয় সেইরূপ ঐ সাদৃশ্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে পুত্র পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে পারেন না কেন না যদি মনুষ্যের পুত্রকে পিতার সমকালীন স্বীকার করা যায় তবে সে রাক্ষস হইতেও কোন অধিক অদ্ভুত হইতে পারিবেক। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বি তাবৎ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে কোন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র উপদেশ করেন তখন তাঁহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন অতএব আমি বিনয় পূর্ব্বক আপনকার নিকট আমার পরের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি মিসনরি মহাশয়রা ঈশ্বর এই শব্দকে সংজ্ঞা শব্দ কহেন কি জাতি শব্দ কহেন ইহা জানিতে চাহি যেহেতু গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন যাবৎ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থাৎ কথক্ জাতি শব্দ ও কথক্ সংজ্ঞা শব্দ হয়। যদি কহেন যে ঈশ্বর এই পদ সংজ্ঞা শব্দ হয় তবে তাঁহারা কদাপি কহিতে পারিবেন না যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হয়েন কিরূপে আমরা মানিতে পারি যে দেবদত্তের কিম্বা যজ্ঞদত্তের পুত্র সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা যজ্ঞদত্ত হয় অথবা দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সমান কালীন হয়। আর যদি ইহা কহেন যে ঈশ্বর এই পদ জাতি বাচক হয় তবে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্য এই সাদৃশ্যের বলেতে তাঁহারা কহিতে পারেন যে ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর হয়েন কিন্তু এ প্রয়োগ তাঁহাদিগ্যে পরিত্যাগ করিতে হইবেক যে পুত্র ও পিতা উভয়ে এক কালীন হয়েন যেহেতু পুত্রের সত্তা পিতার সত্তার পর কালীন অবশ্যই হইয়া থাকে।

এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ হইবেক যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি আর ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় মিসনরিদের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন যাঁহাদের অধিক শক্তি ও সত্ব স্বভাব হয় কিন্তু কোনো এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। জগতের বিচিত্র রচনার সুক্ষ্ম দর্শি-দের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্ব্ভে যত ডিম্ব জন্মে তাহা হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূন সংখ্যা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয় এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতি বাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয় এমত নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যপিও পিণ্ডেতে পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু মনুষ্যত্ব স্বভাবে এক হয় সেইরূপ আপনকার মতে ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরত্ব স্বভাবে এক হয়েন অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোস্ট ঈশ্বর। আপনারা কহেন যে ঈশ্বর এক হয়েন সেকি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন কি আশ্চর্য্য। এরূপ যাঁহাদের মত তাঁহারা কিরূপে হিন্দুকে অনেক ঈশ্বরবাদি দোষ দিয়া উপহাস করেন যেহেতু হিন্দুরা অনেকে কহেন যে ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হইয়াও বস্তুত ঈশ্বরত্ব ধর্ম্মে সকলে এক হয়েন॥

আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনারা ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোস্ট ঈশ্বর" ইহা আপনি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে "বায়বেলে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোস্ট এই তিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিয়া কহেন এবং কহেন যে যদ্যপিও তাঁহারা তিন পৃথক্ ব্যক্তি হয়েন তথাপিও এক স্বভাব ও এক ধর্ম্মী হয়েন ও বায়বেলে মনুষ্যের প্রতি আজ্ঞা দেন যে ঐ প্রত্যেক ঈশরকে আরাধনা করিবেক" অধিকন্তু আপনি লিখেন যে বায়বেলে কহেন "পিতা ও পুত্র ও হোলিগোস্ট তুল্য রূপে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যকে দেন ও তুল্য রূপে মনুষ্যের অপরাধ ক্ষমা করেন" কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ইহা যুক্তি সিদ্ধ কিরূপে হয় তাহার ছন্দাংশে লাগিয়া

বরঞ্চ স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাতে কোনো যুক্তি নাই এবং অযুক্তি সিদ্ধ ক্রটি বায়বেলে নিক্ষেপ করিয়াছেন যেহেতু কহেন যে "বায়বেল যদ্যপিও এসকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাপি আমাদিগ্যে জানান নাই যে কিরূপে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোস্ট স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে এক হয়েন" আর আপনি লিখেন যে "যদ্যপিও বায়বেল আমাদিগ্যে জানাইতেন তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে আমরা বোধগম্য করিতে পারিতাম" অতএব আপনকাকে ও অন্য মিসনরিদিগ্যে বেদান্ত ও অন্য অন্য শাস্ত্রে অযুক্তি সিদ্ধ দোষ সমাচার দর্পণে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত ছিল যে তাঁহাদের মূল ধর্ম্ম এরূপ অযুক্তি সিদ্ধ হয় যেহেতু এরূপ বিবেচনা প্রথমে করিলে আপনার মূল ধর্ম্ম অযুক্তি সিদ্ধ হয় ইহা স্বীকার করিবার মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি ঐ মত যাহা সর্ব্বথা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় তাহাতে লোকের নিষ্ঠা জন্মাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে "যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই অথচ আমরা তাহার সত্তাতে কোনো সন্দেহ করি না যেমন বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সকল কি রূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্রে ও পুষ্পে ও ফলে প্রদান করে ইহার বিশেষ কারণ না জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে আপন ইচ্ছাতে মনুষ্য মস্তকের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে নিযোজিত করে এ সকল বস্তুর কারণ না জানিয়াও বিশ্বাস করা যায় যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে অতএব ইহাতে আমরা অসন্তোষ জানাইতে পারি না যে তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে আপনি কিম্বা কোনো সাধারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই সাদৃশ্যের অত্যন্ত অযোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে না পারেন অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়া যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে

কি থাকিবেন কেবল খ্রিষ্টানেদের মনঃকল্পনাতে আছেন এই দুয়ের সাদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পত্র ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয় যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খ্রিস্টান কি খ্রিস্টান ভিন্ন সকলের সমান রূপে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ মূলক প্রমাণ সিদ্ধ বস্তু সকল আমাদিগ্যে বলাৎকারে সেই সকল বস্তুতে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে বৃক্ষের বৃদ্ধির ন্যায় ও জীব সংক্রান্ত শরীরের ন্যায় ঐ তিন ঈশ্বরের ঐক্যতা কি আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া কি আমাদের মধ্যে আছে আর কি তাঁহারা বহিঃস্থিত বস্তুর ন্যায় খ্রিস্টানদের ও খ্রিস্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়েন। কি তাঁহারা উত্তর দেশীয় হিম পর্ব্বতের ন্যায় হয়েন যাহা যদ্যপিও আমি দেখি নাই কিন্তু তাহার দ্রষ্টাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং অন্য কোনো দ্রষ্টা তাহার খণ্ডন করে নাই ও যাহা সকলের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ প্রকার হইত তবে আমরা বৃক্ষের ন্যায় ও জীব সংক্রান্ত দেহের ন্যায়ও হিম পর্ব্বতের ন্যায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম যদ্যপিও উপলব্ধির বহির্ভূত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিপ্রায় করি যে খ্রিস্টানেরা তাঁহাদের বাল্যাবধি শিক্ষা বলেতে স্বীকার করেন যে ঐ তিন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়েন যেমন বাঙ্গলাতে তান্ত্রিকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কহেন অথচ ঐ পাঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদানীন্তন হিন্দুরা অভ্যাসের দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ করিয়া জানেন। খ্রিস্টানেরা যাঁহারা যথার্থ রূপে আপন মার্জ্জিত বুদ্ধির অভিমান রাখেন তাঁহারা কি রূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন এবং অন্য অন্যকে ঐরূপ হেত্বাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে দেন। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হইতে পারে যে তাঁহাদের পণ্ডিতেরা গ্রীক ও রোমন পণ্ডিতদের ন্যায় এ সকলকে অযথার্থ জানিয়াও

লৌকিক নির্ব্বাহের জন্যে অনেকের মতে মত দিয়া থাকেন। আমাদের ইহা দেখিতে খেদ জন্মে যে অনেক খ্রিষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা অন্তঃকরণ ঐ তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হয়েন এমতের পক্ষপাতে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে তাঁহারা ঐ মতের বিপরীত শুনিলে ইন্দ্রিয়ের ও যুক্তির ও পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপন মতাবলম্বিদের উপর অতিশয় প্রভুতা রাখেন কিন্তু ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন যে আপনারা কিরূপে আপন পাদরিদের প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে এরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে পায়েন না॥ আপনি প্রথম লিখেন যে "বায়বেলে আমাদিগ্যে জানান নাই যে পিতা ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি ও ক্রিয়া করেন তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা স্বীকার করেন নাই" তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহারা কিঁ বিশেষ রূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়াছেন "যে পুত্র ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে যে মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক্ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেন আর তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্ব্বে ছিলেন তথায় পিতার অনুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের তাবৎ শক্তি মধ্যস্থ যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন আর ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতার হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন "পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোস্ট ঈশ্বর এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ বিনাশ পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তা

কহিয়া পুনরায় কহেন যে তাঁহারা এক হয়েন আর বাসনা করেন যে অন্য সকলেও তাঁহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্ দ্রব্যকে এক জ্ঞান করা ক্ষণ মাত্রও সম্ভব হয় না সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান আর তাঁহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্ম্ম যাজন করেন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য এদুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্ম্মের পার্থক্য বস্তু সকলের পৃথক্ হইবার ও অনেক হইবার কারণ না হয় তবে এককে অন্য হইতে পৃথক্ জানিবার অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্ব্বত পৃথক্ ও মনুষ্য হইতে পক্ষি পৃথক্ তাহার প্রমাণ কিছু রহিল না এই কি সেই উপদেশ যাহাকে আপনি কহিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের প্রণীত হয় আর যে কোনো পুস্তক এমৎ উপদেশ করেন যে ইন্দ্রিয় সকলের শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না সেই পুস্তক কি পরমেশ্বরের প্রণীত হয় যিনি আমাদের উপকার ও নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাল্যাভ্যাসের ভ্রমে মগ্না হয় সে ব্যক্তি কোনো বাক্ প্রণালীর দ্বারা যাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় তাহাতে প্রতারিত হইতে পারে না। আপনি লিখেন যে পুত্র ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কালের জন্যে আপন মহিমাকে পৃথক্ করিয়াছিলেন আর পিতা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সেই মহিমা দেন ও ভৃত্যের আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহা কি অবস্থান্তর রহিত পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে ত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন। আর এই কি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের স্বভাবের যোগ্য হয় যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ভৃত্যের বেশ ধারণ করেন। এই কি ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য যাহা আপনি উপদেশ করিতেছেন। হিন্দুদের মধ্যেও যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাহারাও আপনকার এইরূপ বাক্য রচনা হইতে উত্তম বাক্য প্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি আপনকার উপকৃতি স্বীকার করিব যদি আপনি প্রমাণ করিতে পারেন

যে আপনকার অনেক ঈশ্বর কথন অপেক্ষায় হিন্দুর অনেক ঈশ্বর কথন অযুক্তি সিদ্ধ হয় যদি এমৎ প্রমাণ না হয় তবে হিন্দুদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আপন ধর্ম্মসংস্থাপন চেষ্টা আপনি আর করিবেন না যেহেতু আপনারা ও হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নানা ঈশ্বর বাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভাব ও শক্তিকে তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন ॥ আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পুত্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে নিযুক্ত হওয়াতে স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন আর তাহাতে এই যুক্তি দেন যে "যখন ঈশ্বর আপনাকে মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর করেন তখন অবশ্যই কোনো আকার গ্রহণ করেন" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোত রূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কি রূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড় বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। কি মৎস্য কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে। কি গরুড় পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না ॥ আমি হোলি গোষ্ট ঈশ্বরের বিষয়ে এই মাত্র লিখিয়া ছিলাম যে "সাক্ষাৎ কপোতরূপ বিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা য়িশুখ্রিস্টকে সন্তান উৎপত্তি করিয়াছেন কি না" ইহার প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা তাৎপর্য্য ছিল যে য়িশুখ্রিস্টের উপর তাঁহার জলে নিমজ্জন সময়ে কপোতরূপে হোলিগোষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে হোলিগোষ্টের বিবাহ যে স্ত্রীর সহিত হয় নাই তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন যাহা বায়বেলে স্পষ্ট আছে যে "হোলিগোষ্ট হইতে মেরীর সন্তান হইল" "তোমার উপরে হোলিগোষ্ট আসিবেন" এ দুই বিষয়কেই আপনি সম্যক্ প্রকারে অঙ্গীকার করিয়াছেন কিন্তু আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে আমি এস্থলে বিদ্রূপ করিবার বাসনা করিয়া অন্যথোক্তি করিয়াছি ইহার কারণ বুঝিলাম নাই।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনারা ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে য়িশুখ্রিস্টকে

সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন” ইহার উত্তর স্পষ্ট রূপে দেন নাই যেহেতু আপনি লিখেন যে “খ্রিস্টানেরা যিশুখ্রিস্টকে উপাসনা করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার শরীরকে আরাধনা করেন না” আমি আপন প্রশ্নে এমৎ কদাপি লিখি নাই যে খ্রিস্টানেরা যিশুখ্রিষ্ট হইতে তাঁহার শরীরকে পৃথক্ করিয়া উপাসনা করেন যে আপনি এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন যে খ্রিস্টানেরা যিশুখ্রিস্টকে উপাসনা করেন তাঁহার শরীরকে উপাসনা করেন না বস্তুত আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে যিশুখ্রিস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে আপনারা আরাধনা করিয়া থাকেন অথচ ইহাও স্থাপন করিতে উদ্যত হয়েন যে খ্রিস্টানেরা অপ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। যদি আপনি ইহা মানেন যে দেহ বিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা করা তাহাই অপ্রপঞ্চ ভাবে উপাসনা হয় তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়া অপবাদ দিতে অতঃপর পারিবেন না যেহেতু কোনো ব্যক্তি ভূমণ্ডলে চেতন রহিত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও রোমানেরা যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্য রহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত। তাহাদের লীলা রূপ মাহাত্ম্য কথনের দ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে গ্রীকেরা ও রোমেনেরা ঐ সকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহ বিশিষ্ট চৈতন্যকে তাৎপর্য্য করিত। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্য রহিত দেহকে উপাসনা করেন এমৎ কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্ম্মাণ করেন তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না যাবৎ সে সকল মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনকার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতন্য রহিত শরীরের উপাসনা করে না। বস্তুত কি মানস মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া কি হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবেক। আপনি লিখেন “যেঁ বায়বেলে কহেন পিতা ও পুত্র ও

হোলিগোষ্ট এই তিনে তুল্য রূপে মনুষ্যকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করেন ও পাপ হইতে মোচন করেন আর মনুষ্যকে ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্তি দেন যাহা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ অনন্ত স্নেহ ও অত্যন্ত দয়ালু বিনা করিতে পারেন না” আমি আপনকার এই মত অপেক্ষা করিয়া অধিক স্পষ্ট অন কোনো নানা ঈশ্বরবাদ অদ্যাপি শুনি নাই যেহেতু আপনি তিন পৃথক্ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ অনন্ত দয়া বিশিষ্ট কহেন আমি এস্থলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে একের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তি ও সর্ব্ব দয়ালুত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে কি না যদি বলেন এক সর্ব্ব শক্তিমান্ হইতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হইতে পারে তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ স্বীকার করিবাতে মিথ্যা গৌরব হয়। যদি বলেন এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ হইতে সৃষ্টি স্থিতি হইতে পারে না তবে তৃতীয় সংখ্যাতে কেন পর্য্যবসান করিব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমানের গণনা কেন না করি ও তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাগে এক এক ব্রহ্মাণ্ডকে কেন না চিহ্নিত করা যায়। এরোপদেশীয়েরা যেরূপ বিচক্ষণতা রাজ কার্য্যে ও শিল্প শাস্ত্রে প্রকাশ করেন তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্য দেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমত অনুমান করেন যে ইহাঁদের ধর্ম্মও এইরূপ উত্তম যুক্তি সিদ্ধ হইবেক কিন্তু যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা আপনকার দেশে অনেকের গ্রাহ্য হয় তাহা জ্ঞাতা হয়েন তৎক্ষণ মাত্র তাঁহাদের এই নিশ্চয় জন্মে যে রাজ্য ঘটিত উন্নতি যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কোনো নৈয়ত্য সম্বন্ধ রাখে না।

আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল যে আপনারা “কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ যিশুখিষ্ট পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না” আপনি এই প্রশ্নের এক অংশকে উত্তরে লিখিযাছেন যে আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে কি রূপে পুত্র পিতার তুল্য হইতে পারেন যদি পিতার সহিত সেই পুত্র এক স্বভাব হয়েন। পরে লিখেন যে এ অনন্বিত প্রশ্ন করা গিয়াছে। আমি এরূপ লিখি নাই যে এক স্বভাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না যে হেতু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মনুষ্য সকল এক স্বভাব অথচ পরস্পর

কোনো কোনো অংশে তুল্যতা আছে কিন্তু আমি লিখিয়াছি যে অভিন্ন হইলে তুল্যতা হইতে পারে না ও মিসিনরি মহাশয়রা কহেন যে পুত্র পিতা হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন অথচ পিতার তুল্য হয়েন। যদি তেঁহ সর্ব্ব প্রকারে অভিন্ন তবে পরস্পর তুল্যত্ব কখন সম্ভবে না। পিতা হইতে পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতার তুল্য কহা সর্ব্বথা অযুক্ত হয় অতএব অভিপ্রায় করি যে আমার প্রশ্ন অনন্বিত নহে॥

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে "য়িশুখ্রিষ্টকে কখন, কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন যে কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না" ইহার উত্তরে আপনি লিখেন "যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশ্বরত্ব স্বভাবকে সুতরাং প্রকাশ করিতেন আর স্ত্রী হইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিনা আর অন্য সকল মনুষ্য স্বভাবে সর্ব্ব প্রকারে আমাদের ন্যায় ছিলেন সেই য়িশুখ্রিষ্ট আপনাকে মনুষ্যের পুত্র কহিয়া আপন লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন যদ্যপিও কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না" আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি একবার য়িশুখ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও আপ্তত্ব প্রমাণ করিতে আপনি উদ্যত হয়েন আর একবার তাহার বিপরীত কহেন যে কথা বাস্তবিক নহে তেঁহ তাহার উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তেঁহ মনুষ্যের পুত্র কহিয়া লঘুতা স্বীকার করিলেন যদ্যপিও মনুষ্যের পুত্র ছিলেন না। আমি আরো আশ্চর্য্য বোধ করি যে আপনারা এইরূপ আপন প্রভু বাক্যের অবাস্তবিকত্ব রূপে দোষ গ্রহণ করেন না অথচ হিন্দুর পুরাণকে মিথ্যা কথনের অপবাদ দেন যেহেতু পুরাণ অল্প বুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্প বুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম যাহাতে পুরাণে দোষ মাত্র স্পর্শে না অধিকন্তু আপনি বেদার্থ বক্তাদের মধ্যে এক জন যিনি অল্প বুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও ইতিহাস ছলে ধর্ম্ম কহিয়াছেন তাঁহার প্রতি মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন কিন্তু এইমাত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদের তদ্ভিন্ন আর সমুদায় শাস্ত্রে আঘাত করেন॥ আপনকার এই প্রত্যুত্তরেই দেখিতেছি যে আপনি বায়বেলের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছেন যে "ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব" ইহা বায়বেলে লিখেন অতএব আমি জানিতে বাঞ্ছা করি

যে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব এই উক্তি বায়বেলে যথার্থ হয় কি রূপক হয়। বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন" "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতে ছিলেন" "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে। আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতে ছিলেন এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদ বিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থান গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে স্থিতি ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকার রূপে মোসা জানিয়াছিলেন এবং মোসার পরমার্থ জ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ জ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। কিন্তু আমি অভিপ্রায় করি যে সেকালের অজ্ঞান ইহুদিদের বোধ সুগমের জন্যে এইরূপ মনুষ্য বর্ণনায় ঈশ্বরের বর্ণন মোসা করিয়াছেন এবং আমি খ্রিস্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টারা যাঁহাদিগ্যে ঐ খ্রিস্টান ধর্ম্মের পিতা কহিয়া থাকেন তাহারা এবং ইদানীন্তন জ্ঞানবান্ খ্রিস্টানেরা কহেন যে মোসা অজ্ঞানদের বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন॥ আপনি আহ্লাদ জানাইয়াছেন যে "এদেশস্থ মনুষ্যেরা এখন অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রৎ হইলেন যে জড়তা সর্ব্ব প্রকারে নীতি ও ধর্ম্মের হন্তা হয়" আমি এই খেদ করি যে আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্ক শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার

হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসিনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এক কালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। এদেশের লোকের নীতি ও ধর্ম্মের ত্রুটি বিষয়ে যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিষয়ে উৎপ্রেক্ষাদিয়া দোষের ন্যূনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ্ব করা অনুচিত হয় সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে॥ আপনি যে সকল কটূক্তি করিয়াছেন যে "মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম উৎপত্তি হয়" আর "হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল" "হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল" সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই উত্তরকে পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে ইহার প্রত্যুত্তরকে আপনি ক্রম পূর্ব্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচ প্রশ্নের উত্তরকে পূর্ব্বাপর নিয়ম পূর্ব্বক যেন দেন যাহাতে বিজ্ঞলোক সকল প্রত্যেকের পূর্ব্ব পক্ষ ও সিদ্ধান্তকে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন॥ ইতি॥

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা॥

পাদরি ও শিষ্য-সংবাদ।

এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইহাঁরদের পরস্পর কথোপথন।

পাদরি—তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক?

প্রথম শিষ্য—উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য—কহিল, ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য—উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদরি—হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারির ন্যায় উত্তর করিলে?

সকল শিষ্য—আমরা জ্ঞাত নহি আপনি এ ধর্ম্ম যাহা আমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্তু আমারদিগকে এই রূপে শিক্ষা দিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদরি—তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য—আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছি এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয় এমত বাঞ্ছা রাখি না কিন্তু আপনকার উপদেশে আমারদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদরি—ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ তাহাতে কি রূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলিগোস্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমারদিগের গণনা মতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদরি—আহা আমি দেখিতেছি তুমি অতি মূঢ় আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন কিন্তু আমি অনুমান

করিলাম যে আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক এনিমিত্তে যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদরি—হা এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহারদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীন দেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদরি—ওহে ভাই এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য—এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয় মহাশয়।

পাদরি—এ নিগূঢ় বিষয় হয় কিন্তু আমি জানি না কি রূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য— হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদরি—আহা স্থূল বুদ্ধির বাক্য এই বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃত রূপে করিতেছে। পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, যে কি রূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয় শিষ্য—অনেক ঈশ্বর আছেন আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদরি—আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর দুই হয়েন; সে যাহা হউক তোমারদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য—সত্য বটে আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে ঈশ্বর দুই কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদরি—তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য—আমরা চীন দেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন

ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে এক জন বহু কাল হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদরি—কি বিপদ্ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য—আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম. অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই; আপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি সুতরাং যাহা বুঝা যায় তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে অতএব এই অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদরি—এ যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য—এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে ইহাকে স্থানান্তর করিলে এস্থানে এবস্তুর অভাব হইবেক।

পাদরি—এ দৃষ্টান্ত কি রূপে এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য—আপনারা পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক, আমারদিগের বুদ্ধি আপনকারদিগের ন্যায় নহে, দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না, কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্র তীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুণ যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি।

পাদরি—আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জ্জ-

নার জন্যে প্রার্থনা করিব, কারণ তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকা করিলে না অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকা যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য—এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, এম ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমরা চিরকাল নরবে থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে না ইতি।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

তৎসৎ।

ধ্রুবপদ।

মন যাবে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।

চিতান।

সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।

অন্তরা।

ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।১।

ধ্রুবপদ।

দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান।
আমি যারে বল তার নাপাও সন্ধান॥

চিতান।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ নাজান
তার কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান।২।

ধ্রুবপদ।

একি ভুল মনঃ। দেখিবারে চাহ যারে নাদেখে নয়ন।

চিতান।

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তারে আনা একেমন।

অন্তরা।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত যে চালায় অবিরত, তারে দোলাইতে
কত, করহ যতন। পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয়
নরে, চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন। ৩।

ধ্রুবপদ।

নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি হয় সম্ভাবনা।

চিতান।

অচিন্ত্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

অন্তরা।

পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর, বেদ বিধির অন্তর, মন জান না। বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি, শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা। ৪।

ধ্রুবপদ।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন,
সে অতীত ত্রৈগুণ্য।

চিতান।

নষণ্ড পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূত পঙ্‌ক্তি, সমাধান শূন্য।

অন্তরা।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়, কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে জন্য। সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র, এক সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য। ৫।

ধ্রুবপদ।

জ্ঞানত বিষয়ে মন প্রপঞ্চ সব।
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব॥

চিতান।

হইয়া আশার দাস, করো নানা অভিলাষ,
না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি অশিব।

অন্তরা।

একেতে ভাবিয়া তঞ্চ, কল্পনা করিয়া পঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, একি বোধ তব। না করো সত্যেতে প্রীত, কর্ম্ম জালে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব।৬।

ধ্রুবপদ।

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায়।

চিতান।

প্রাণ দান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।

অন্তরা।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেকে স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার। প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে, এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায়। ৭।

ধ্রুবপদ।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।

চিতান।

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার।

অন্তরা।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার। এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার। ৮।

ধ্রুবপদ।

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেন্যে কারণ।
একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।

চিতান।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন,
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন।

অন্তরা।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আস্বাদন, অনিলেতে স্পর্শ আর

তেজে দরশন। শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বেরে আশ্রয় হইয়া, সর্ব্বান্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন। ৯।

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
যেমন বদন থাকিতে স্বাদন করা নাসিকায়॥

চিতান।

সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথায়।

অন্তরা।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায়। ত্যজিয়া বাস্তব বোধ, করো জন্য অনুরোধ, মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়। ১০।

ধ্রুবপদ।

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয়॥

চিতান।

হংস রূপে সর্ব্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে,
সে বিনা কে আছে ওরে একোন নিশ্চয়।

অন্তরা।

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব সম, প্রত্যেকেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়। কর অভিমান খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ময়। ১১।

ধ্রুবপদ।

মনরে ত্যজ অভিমান। যদি হে নিশ্চিত জান রবেনা এপ্রাণ।

চিতান।

কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জাননা রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান।

অন্তরা।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই অনুরাগে, করেয়ে অহং জ্ঞান। আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিনা অন্য, ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ। ১২॥

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যেরে ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥

অন্তরা।

জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে, পুনর্ব্বার ক্ষণ মাত্রে নাশিবারে পারে, জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয়। ১৩।

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই ভাবিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান॥

চিতান।

ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন।
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন।
তোমারে নিয়োজিত যে করে তাবতো পাও প্রমাণ। ১৪।

ধ্রুবপদ।

ভুলো না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্ম জাল,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।

চিতান।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্ম তরু ফল,
গরল ময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।

অন্তরা।

ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন। নিত্য সুখ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন। সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ। ১৫।

ধ্রুবপদ।

পরমাত্মায় মনরে হও রত। বেদ বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত॥

অন্তরা।

বিধি বিষ্ণু বল যাঁরে, কালে শেষ করে তাঁরে, গুণত্রয় বুঝনা রে, স্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত। ১৬।

ধ্রুবপদ।

চৈতন্য বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ পুষ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন।

চিতান।

কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্ত্তিলে,
আত্ম তত্ব মর্ম্ম জান কর্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান। ১৭।

ধ্রুবপব।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ।

চিতান।

দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি,
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জু মন।

অন্তরা।

বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, মায়া জিনি ব্রহ্ম ভাবে কর অবস্থান। ১৮।

ধ্রুবপদ।

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণমনন।

চিতান।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।

অন্তরা।

কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম, গুণাতীত পরব্রহ্ম,

সকল কারণ। জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয়, সে পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জান কি মন। ১৯।

ধ্রুবপদ।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়॥

চিতান।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য ভাব করি চিতে, চিন্তহ তাঁহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান, নাহি কোন অন্য উপায়। ২০।

ধ্রুবপদ।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্ব্বান্তরে।

চিতান।

সূর্য্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি, শশিতে শীতলতা জগতে এই রীতি, তোমাতে যে আত্মা রূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে। ২১।

ধ্রুবপদ।

কোথায় গমন, কর সর্ব্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে। ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি আপন মনে।

অন্তরা।

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে। ২২।

ধ্রুবপদ।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান।

অন্তরা।

জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার, অলভ্য বাণিজ্য তাহে

না দেখি সুসার, অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব অতত্ত্বে যথার্থ ভান। ২৩।

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বর মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার।

অন্তরা।

সঙ্গ করি অত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বময় তাঁরে মানি ত্যজ আশা অহংকার। ২৪।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন। বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ নীন, নির্ব্বিশেষ সনার্তন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্বচরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা রহিত, সর্ব্ব জন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর। জলবিন্দু পরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।

পশু পক্ষি নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়। স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয়।

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু বিশ্বপাতা।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধি মতে। ২৫।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং। তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ। বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যং। ২৬।

ধ্রুবপদ।

জানত বিষয় মম প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি অশিব। একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব। ২৭। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান। উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন। তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন। তোমারে নিয়োজিত যে করে তারত পাও সন্ধান। ২৮। গৌ, স,

ধ্রুবপদ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়। দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়। সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।

মা করু ধন জন যৌবন গর্ব্বং। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা। ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

নলিনী দলগত জলমতিতরলং। তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং। ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ। শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, স্তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ। পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। ২৯। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

কেন সৃজন লয় কারণে ভজ না। হবে না হবে না জনন মরণ যাতনা। দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।

অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ, নির্গুণ বিশেষ বোঝনা ।৩০ ।
ক্ক, ম,

ধ্রুবপদ ।

কেমনে হব পার, সংসার পারাবার, বিনা জ্ঞান তরণি বিবেক কর্ণধার। শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ, কর্ম্ম গুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার। ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার। নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা, কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার। ৩১। ক্ক, ম,

ধ্রুবপদ ।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে। ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে। ৩২।

ধ্রুবপদ ।

এই হল এই হবে এই বাসনায়। দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং। ৩৩।

ধ্রুবপদ ।

আরে মম চিত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত, বোঝ না। বিষয় আসব, পান সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে যাতনা। ধন জন সর্ব্ব, যৌবনের গর্ব্ব, ক্ষণে হবে খর্ব্ব, জান না। আমি বল যাঁরে, না চেন তাঁহারে, মিছা অভিমান কর না। ৩৪। ক্ক, ম,

ধ্রুবপদ ।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন। করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি দর্শন। নিরাধার, বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,

চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন। শুন শান্তচিত্ত জন সেতো জীবের জীবন মনের সে মন। ৩৫। ক্‌, ম,

ধ্রুবপদ।

বিনাশ অজ্ঞান রিপু প্রবোধ আমার। জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হুইবে অপার। দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী, লক্ষ কর বাদি প্রতি, ভয় কি তোমার। অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরাশ রজ্জু হাতে, নিবার বিষয় পথে, আশা অনিবার। বস্তু বিচারণ বাণ, কর সদা সুসন্ধান, ইথে না পাইবে ত্রাণ, রিপু কুল আর। ৩৬। রা, দ,

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে। বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ির উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে। ৩৭।

ধ্রুবপদ।

শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিনতো মিছা গেল বয়্যা। ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়্যা।

একি অনুচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মোহিত, রয়্যাছ হয়্যা। সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়্যা।

সৃজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, দেখ ভাবিয়্যা। শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, সত্য পরায়ণ, থাক রে হয়্যা। ৩৮। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ। যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্ম তত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ। পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়্ ভূতের উপদেশে, ভ্রম কেন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ। ৩৯। নী, হা,

ধ্রুবপদ।

সঙ্গের সঙ্গিরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ। যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, মাজিয়া মন দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন। ৪০

ধ্রুবপদ।

দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান। আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান। সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান। ৪১।

ধ্রুবপদ।

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ। দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশ রজ্জু মন। বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, আশা জিনি স্বরূপেতে কর অবস্থান। ৪২। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যার মায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায়। যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে, চিন্তহ তাঁহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাভান, নাহি কোন অন্য উপায়। ৪৩। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার। আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার। সঙ্গ করি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তাঁরে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার। ৪৪। নী, ঘো,

ধ্রুবপদ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। যাহাতে করিলে পীতি জগতের প্রিয় হয়। জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়। সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়। কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়। ৪৫।

ধ্রুবপব।

ভুলনা ভুলনা মন নিত্যং সদসদাত্মকে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাঁকে। অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে। ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরি হরি, জ্ঞান অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে। ৪৬। কা, রা,

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু রবে নিরুত্তর। যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর। গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর। অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর। ৪৭।

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ। এত আশা বৃদ্ধি কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলী সার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ। ৪৮।

মানিলাম, হও তুমি পরম সুন্দর। গৃহ পূর্ণ ধনে, আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর। রাথ বাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর। কিন্তু দেখ মনে ভাব্যে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর। অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমো গুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর। ৪৯।

দম্ভভাবে, কত রবে, হবে সাবধান। কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান। কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর দ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান। রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান। অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান। ৫০।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।

মাতৃ গর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুন অন্ধকার সং-সার দেখিবে।

প্রথমেতে সংজ্ঞা হীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে। অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পর হিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে। ৫১।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে।

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।

এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে। অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে। ৫২।

আর কত সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ, হবে কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার,কফ কাশ দুর্নিবার, হস্ত পদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে। ৫৩।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বেড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, এক মাত্র তিনি হন। ৫৪।

ভজ অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী ভ্রমে যাঁর ভয়ে। সর্ব্ব কাল বিদ্যমান, সর্ব্ব ভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে।৫৫।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন। ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে রিপুগণ। সম্মুখে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, গেল কাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন। যাহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক মতি, এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন। ৫৬। কা, রা,

তাঁবে দূর জ্ঞান ভ্রম সংসার সঙ্কটে। আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে। তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর, ভাব সেই পরাৎপর, নিত্য অকপটে। অতএব জ্ঞান রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা, দেখ সত্য বটে। ৫৭। কা, রা;

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা। কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা। জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, যা হতে হতেছে এই সংসার কল্পনা।

দেখ জলবিন্দু পরি, যেই শিল্প কর্ম্ম করি, অপূর্ব্ব রূপ মাধুরি, বিবিধ প্রকার।

করিল সৃজন যেই, জানিবা উপাস্য সেই, কর ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনা।

অনিত্য কামনা বশে, বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম ফাঁসে, বিষয়ের অভিলাষে রহিলে অদ্যাপি।

অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ, যাবে ক্লেশ, নির্ব্বিশেষ, কর রে সূচনা। ৫৮। কা, রা,

এদুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে। যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে। দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও, আশার বশেতে রও, বৃথা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান, ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে। ৫৯। কা, রা,

অহঙ্কার পরিহরি চিন্ত ওরে অহরহঃ। ক্রিয়াহীনমনাকারং নির্গুণং সর্ব্বগং অহঃ। গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভু বিশ্বময়, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার শরণ লহ। জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ যাহার সত্তায়, সর্ব্বত্র অথচ ইন্দ্রিয় গোচর নয়। দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ মনন মন তাঁহার করহ। ৬০। কা, রা,

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে। আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হায় রে। অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত, মিথ্যায় প্রতীত সত্য, করহ মায়ায় রে। স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন, সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ কায়ায় রে। আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে, নির্ব্বোধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বাঁচায় রে। ৬১। নি, মি,

কেন ভোল মনে কর তাঁরে। যে বিভু সৃজন পালন সংহারে। সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে। ৬২। নি, মি,

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি। জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি।

কাম ক্রোধ নাহি যাঁর, নির্দ্বন্দ্ব নির্ব্বিকার, না দিবে উপমা তার এই সত্য বিধি। তিনি যে গুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শাতীত, বেদে বলে নিরবধি। মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া, হয় কি জলধি। ৬৩। নি, মি,

সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিয়া একের লও শরণ। নাশিবে কলুষ রাশি নিরর্থক শোক কেন।

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী, জলেতে যাদৃশ শশী, সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন।

বশীভূত কর মায়া, সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ না হবে কায়া, আনন্দেতে হবে লীন। ৬৪। নি, মি,

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন। সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে, সতত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভ্রমণ। আত্ম পরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব তাঁর সত্তাধীন, বেদের এই বচন। তাঁহারে ভাবিলে পরে সর্ব্ব দুঃখ যাবে দূরে, শোক মোহ সিন্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন। ৬৫। নি, মি,

ভাব সেই পরাৎপরে অতীন্দ্রিয় সর্ব্বাত্মারে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মন অগোচরে।

কে বুঝিবে শাস্ত্র মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম, একমেবাদ্বিতীয়ং বেদে কহে বারে বারে। পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু, দেখ রবি প্রতিবিম্ব, তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্ব্বভূত চরাচরে। দেখ গাবী নানাবর্ণ, দুগ্ধ সবে এক বর্ণ, সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তাঁরে। ৬৬। নি, মি,

বিষয় মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ। আমি কৃতী আমি ধনী এই দর্পে যায় দিন।

হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত আত্ম বিস্মৃত হারাইয়া তত্ত্বধন।

ক্ষুধাদি চতুষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন।

যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ, সংসার সকলি ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন। ৬৭। নি, মি,

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যাঁরে। বিভু পরিপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাপ্ত সাক্ষী চরাচরে।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নাহি পায় ধ্যান ধরে, স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ বেদে

কহে বারে বারে। বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি, নষণ্ড পুমান্ নারী, কে তাঁরে বলিতে পারে। ৬৮। নি, মি,

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন বিম্ব জানিয়া কি জান না। ক্ষণ মাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।

দারা সুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ হলে তখন, কোথায় জাবে বলনা।

মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে, শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, কর আত্মার সাধনা। ৬৯। নি, মি,

ছিল না রবে না সংযোগ প্রাণেতে। অবশ্য হইবে লীন স্বস্ব কারণেতে। মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাশরিয়ে দারা সুত ধন লয়ে, আছ ভাল সুখেতে। কি কর বিষয় গর্ব্ব, অবিলম্বে হবে খর্ব্ব, নাশিবে তোমার সর্ব্ব কাল নিমেষেতে। অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে। ৭০। নি, মি,

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে প্রাণে। কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে। দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাতি, জ্ঞান করে অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে। যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জন। ৭১। নি, মি,

বিষয় বিষ পানানে ক ত্যজিল জীবন। প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভৃঙ্গ, স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন। বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঝটিত, পতঙ্গাদি নিদর্শন। অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন হৃদে ভাব নিরঞ্জন। ৭২। নি, মি,

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল এসংসার আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ৭৩॥

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি অশিব ॥

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না হিতাহিত, আর কত কব ॥ ৭৪॥ নী ঘো

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে। লোল চর্ম্ম কদাকার কফ কাস দুর্নিবার হস্ত পদ শিরঃ-কম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব, দয়া ভাবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ ৫ ॥

মন তুমি সদা কর তাহার সাধনা। নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা। সে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না। জানিতে তায় পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম, সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা। বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে মাত্র এই জান, অতীত ভাবনা ॥ ৭৬॥ নী ঘো

কোন ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ। তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে ভান। ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে কালেরে চায়ে, মোহরস করে পান। ক্ষণ ভঙ্গ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন। মনুষ্য জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন। ৭৭। নি, মি,

এ কি ভুলে রয়েছ মন বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য

দেহ করেছ ধারণ। পঞ্চ ভূত জড় ময়, কভু আছে কভু নয়, সকলি অনিত্য হয় দারা সুত ধন জন। ভুলনা মায়ায় আর, ত্যজ আশা অহঙ্কার, ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জনন-হরণ। ৭৮। মি, মি,

তাঁরে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন, অপনি জগত ব্যাপ্ত জগত কারণ। নির্ব্বিকার নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিভু অতীন্দ্রিয় হয়, সকল কারণ। যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার ভয়ে বহিছে পবন। দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে ফলে তরু বন্ধু অকারণ। সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ না জানে দেব ঋষি মুনিগণ। অভ্রান্ত বদান্ত শান্ত, কহে না পাইয়া অন্ত, এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ। ৭৯। কৃ ম

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ জাত। অনাদি অনন্ত সত্যে চিত্ত রাখ অবিরত। স্থাবর জঙ্গম দ্বয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একাত্ম সর্ব্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যা ভূত। মমেতি বাক্যেতে প্রাণী, কর্ত্তা ভোক্তা অভিমানী, অহংসুখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত ॥ ৮০ ॥ নি, মি,

নিরঞ্জন নিরাময় করহ স্মরণ। কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে কখন। আরে অভাজন সুখে ; কুপিত ফনি সম্মুখে করেছ শয়ন। সুখ মানিতেছ যারে সে সব যন্ত্রণা। সুধা ভ্রমে বিষ পান করো না করো না। মত্ত করি তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি তত্ত্ব গুণে, কর হে বন্ধন। কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন। কামরসে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন। জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, কোথা সত্যে মন ॥ ৮১ ॥ কৃ, ম,

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন। রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন। প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিগেতে গমন। তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ। কোথা কুসুম চন্দন, মণি-ময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন। ধন যৌবন গুমান, কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥ ৮২ ॥ কৃ, ম,

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা, অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না। শীত গ্রীষ্ম আদি সুবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না। একারণে বলি শুন, ত্যাজ রজস্তম গুণ, ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ॥ ৮৩ ॥ বৈ, দ,

বিষয় আসক্ত মন দিবা নিশি আছো, লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট পাতেছো। ধন জন দারা সুত, যাহাতে মমতা এতো, শেষে না রহিবে সে তো, তাহা কি ভুলেছো, অতএব আত্ম জ্ঞান, কর তার সুসন্ধান, পরম পদার্থ জান, মিছে কেন মজিতেছো ॥ ৮৪ ॥ বৈ, দ,

ভাব মন আপন অন্তরে তারে যে জগত পালন করে। সর্ব্বশাস্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান তিমির তার যায় অতি দূরে। অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার, আত্মানাত্ম বিচার যে এক বার করে ॥ ৮৫ ॥ বৈ, দ,

ভজ মন তাঁরে যে, তারে ওরে ভব পারাবারে। পড়িয়া মায়ায় বৃথা কাল যায়, মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে। ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন, ওরে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে। এখন উপায় শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন। কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে ॥ ৮৬ ॥ নী, ঘো

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন। লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন। নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তস্করে, প্রতি দিন আয়ু হরে, নাহি অন্বেষণ। মোহরাত্রি তমো ঘন, মায়া নিদ্রা প্রাণিগণ, প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ। শুন মন অতঃপরে জ্ঞান অসি করে ধরে, জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ ॥ ৮৭ ॥ নি, মি,

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন। ঘৃতাহুতি দিলে বহ্নি না হয় বারণ। বৃত্তিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রহ্ম এক জ্ঞানে, থাক যোগ পরায়ণ। উপভোগে সুঁপে বিরাগ, ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ, তবে তো হইবে ত্যাগ, ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান। এক ব্রহ্ম নদ্বিতীয়, বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ব্ব ভয়, আত্মায় কর প্রাণার্পণ ॥ ৮৮ ॥ নি, মি,

চপল চঞ্চল আয়ু যায় প্রতিক্ষণ। পত্রাগ্রভাগে যেমন জলের গমন।

বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায় দেখ সুস্বপন।
ইহা দেখে মন আমার ত্যজ আশা অহঙ্কার সদা কর সুবিচার মন
ইন্দ্রিয় দমন। বিবেক বৈরাগ্যদ্বয় আত্ম জ্ঞানের সহায় ভাব চিদানন্দ
ময় সকল কারণ॥ ৮৯॥ নি, মি,

আত্ম উপাসনা বিনা কিছু নাহি মন। আত্মাতে আত্মতা করা
ব্রহ্মের সাধন। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে বিভু আছেন আত্মরূপে ডুবো
নাহি মায়াকূপে না জানে কারণ। দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি
কেহ নই কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন। যতো হলো বলা কওয়া
ভস্মেতে আহুতি দেওয়া উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন॥ ৯০॥
নী, ঘো,

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর। মন প্রতিকূল হয়ে
ভাবিতে না দেয় পরাৎপর। পঞ্চ বিষয় গরল ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল মন
তার অনুকূল কুপথগামী নিরন্তর। চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে রিপু পরিবার
সে নিয়োগ সবাকার করিছে বিষয় ব্যাপার। শুন মন দুরাচার কি ভাব
বিষয় আর অনিত্যময় এ সংসার নিত্য অবিনাশী স্মর॥ ৯১॥ নি, মি.

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি সূচনা যথার্থ। ভুলে আত্ম
তত্ত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ বত্ম নিরর্থ। কর্ম্মজন্য ফল মিশ্রিত গরল
নহে কোন ফল এফলে। ভাবিলে নিষ্ফল, হইবে সকল, আত্মজ্ঞান
হেন পদার্থ॥ ৯২॥ কা, বা,

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে, কে তুমি তোমার কে বা
চিন্তিলে না একবারে। নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন প্রপঞ্চ জগত
তেমন ভ্রমে সত্য দরশন। অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে॥
॥ ৯৩॥ কা, রা,

আমি আমি বল কারে পড়ে মোহ অন্ধকারে, আপনারে আপনি না
কর সন্ধান। অতএব বলি শুন, হও সাবধান আত্মজ্ঞান অবলম্বে বিনাশ
ভ্রমাত্মজ্ঞান। এই সে জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে॥ ৯৪॥ কা, মা,

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে। কিন্তু গৃহ ক্ষয় মূল হইতেছে

দিনে দিনে। অজপা হিমের প্রায়ঃ কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। ক্রমেতে হইলো শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, ত্যজ দ্বেষ যাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জনে ॥ ৯৫ ॥ কা, রা,

তাঁরে ভাবো ওরে মনঃ যে মনের মনঃ। নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকলি অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন। জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা। যিনি সর্ব্ব মূলাধার ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর, সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত, না জানে তাঁহার। মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য মনোতীত তিনি সকল কারণ ॥ ৯৬ ॥ কা, রা,

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরি আশায়। রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায়। কর দম্ভ মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কাল ফণী দংশিবে তোমায়। দুঃখ যেন দুর্দ্দিন সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন রে নিশ্চয় জান, সংসার কান্তারে, অতএব বলি সার ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার, ভজ সেই নির্ব্বিকার, হইবে উপায়। যদি না মানে বারণ, প্রমত্তবারণ মন, জ্ঞানাঙ্কুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে দুঃখ দুর্দ্দিন, নিত্য সুখি হবে মন, রিপু করি জয় ॥ ৯৭ ॥ কা, রা,

আত্ম উপাসনায় রে মন কর হে যতন। সংসার জলধি পারে নিতান্ত হবে গমন। বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এসাংসার, শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ। সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন, সাধনার গুণে তেমন পাপরিপু হবে দমন। ব্রহ্মে অনুরাগ যার, কাল ভয়ে কি ভয় তার, দেহ পরিগ্রহ আর না হবে কখন ॥ ৯৮ ॥ নি যি

দেহরূপে এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী করে কাল যাপন। ঔপাধিক ভেদ মাত্র স্বরূপত অভেদ হন। দৈহিক বৃক্ষের ফল যত জীব কর্ত্তা ভোক্তা অবিরত পরমাত্মা ভোগ রহিত সর্ব্ব সাক্ষি সর্ব্ব কারণ। জলাদি সংসর্গ গুণে দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে তেমতি প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ। ঘর্ষণ করিলে পরে ক্লেদাদি যাইবে দূরে প্রকাশিবে বাহ্যান্তরে এক

যথার্থ চন্দন। তেমতি জানিবে মন অবিদ্যা নাশিবে যখন স্বপ্রকাশ চিদাভাস উদিত হইবে তখন ॥ ৯৯ ॥ নি, মি,

কর সে আত্ম তত্ত্ব কাল আসিতেছে। নিরাধার বিভু সর্ব্বাধার হই-য়াছে। ন নীল ন পীত রক্ত সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত মহাশূন্য স্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। অনল জল তপনে এ তিনের তিন গুণ আকাশেতে শব্দরূপে সুধা শশধরে। আদি অন্ত মধ্য শূন্য বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন বিশ্ব সাক্ষিরূপে বিশ্বেরে দেখিতেছে। মন বাক্য অগোচর পরম ব্যোমের পর জন্মাদ্যস্য যত বলি বেদে কহে যাঁরে। পাবন সর্ব্ব কারণ তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বদা ভাসিতেছে ॥ ১০০ ॥ ক্ব, ম,

হে মন কর আত্মানুসন্ধান শমন ভয় রবেনা রবেনা। পঙ্কজ দল জল ইব জীবন চঞ্চল ধনজন চপলা সমান রবেনা রবেনা। নির্গুণ নির্গুণ মন জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন মহামায়া নির্ম্মিত ত্রিগুণ ব্যবধান। এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুলনা ভুলনা ॥ ১০১ ॥ ক্ব, ম,

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি। তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি। দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা প্রতিক্ষণ সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা। তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥১০২॥

ভুলনা নিষাদ কাল পাতিয়াছে কর্ম্মজাল সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ। দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল, গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ। ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মনঃ, নিত্য সুখজ্ঞানারণ্যে করহ করহ গমন। সুন্দর তরু নির্ভয় অমৃতাক্ত ফলচয় পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ ॥ ১০৩ ॥ গৌ, স,

সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি। অজ্ঞান সলিলে, ভাসে দিবস শর্ব্বরী। দেখ দেখ, সাবধান রিপুর সুখর বান প্রতিক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ লহরী। অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, তোলো বৈরাগ্যের পালি, বাঁধ শান্তিগুণে। বুদ্ধি কর কর্ণধার অনায়াসে হবে পার নিত্যজ্ঞান আত্মতত্ত্ব অবলম্ব করি ॥ ১০৪ ॥ কা, রা,

সংসার সকলি অসার ভাবিয়া দেখ মন। কখন আসি প্রাণ লয়ে কাল করিবে গমন। আমকুম্ভে বারি যেমন জীবের জীবন তেমন। কে কখন পঞ্চত্ব পাইবে তাহার নাহি নিরূপণ। প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ, শোভিত করে কানন, অবশ্য হবে মলিন, এক বা দ্বিতীয় দিনে। তেমতি জানিবে মনঃ ধন জীবন যৌবন কিছু দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হয় নিধন। এখন এই উপায় ভাব চিদানন্দময়, দূরে যাবে কালভয় অচিরে নির্ব্বাণ ॥ ১০৫ ॥ নি, মি,

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না বারংবার যাতাযাতে পাইবে ঘোর যাতনা। তমোগুণাক্রান্ত মতি পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি পরমায়ু অল্প স্থিতি গর্ব্ব খর্ব্ব ভাবনা। সম্বন্ধ জীবনাবধি আশার নাহি অবধি তবে কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা। দম্ভ দর্প খর্ব্ব করি দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি বিষয়ে বৈরাগ্য করি কর আত্মার উপাসনা ॥ ১০৬ ॥ নি, মি,

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে। কে দহে কলুষ রাশি বিনা জ্ঞানানলে। শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে কর সাধন, না রহিও ভুলে। শুন রে অশান্ত মনঃ নিবৃত্তি হৃদয়ে আন করিয়া অতি যতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে পরাজয় এ কথা অন্যথা নয় সত্য সত্য এই সত্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। বিবেকেরে সঙ্গে লয়ে জ্ঞান চন্দ্র সুধা পিয়ে আনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশূন্যে যাবে মনঃ না হবে অনুগমন ভ্রম হবে মৃষা ভ্রম তত্ত্বজ্ঞান হলে ॥ ১০৭ ॥ কৃ, ম,

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়, চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়। পড়িলে অজ্ঞান কূপে ত্রাণ নাহি কোন রূপে এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়। দেহ দেহী যে সৃজিল ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে। অনুচিত মম চিত না চিন্তিলে হিতাহিত তাঁরে ভুলো এ কি ভুল হায় হায় হায় ॥ ১০৮ ॥ কা, রা,

এক অনাদি পুরুষ সনাতন, ধ্যান না ধরিয়ে দারা সুত ধনলয়ে প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে নিদ্রিত ফণি সম্মুখে করেছ শয়ন। না হইল শ্রবণ মনন গেল দিন ভ্রমে হলাহল পান করো না করো না। না ভাবিলে না

ভজিলে না চিন্তিলে হে নির্গুণ নির্গুণানন্দ জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে যে দেখায় নিরঞ্জন ॥ ১০৯ ॥ চি, ম,

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ। জ্ঞানামৃত পান করি সেই রস আভাসে ভাস, অবলম্ব করি যারে স্থিতি কর এ সংসারে ক্ষণে না ভাবহ তাঁরে অনিত্য করি বিশ্বাস ॥ ১১০ ॥ কা রা

ওরে মন ভৃঙ্গ দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রঙ্গ। শুন বলি তোমারে জ্ঞানদীপ জ্বালিলে পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ। সংসার কেতকী বনে, আছ মধুর অন্বেষণে, পাপ রজ বই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ। হারাইবে তত্র নেত্র সন্দেহ নাহিক অত্র সৎপথে না হলে সত্বর বৃথা হয় অঙ্গ ॥ ১১১ ॥ নী যো

শুন ওরে মনঃ ভজ সদা অশোকমভয় যে জন হয় সৃজন পালন লয়েরি কারণ। বিষয় কূপেতে হইয়ে পতিত রহিলে ভুলে এ কি অবিবেক বল মন রে ত্যজ বাসনা, গরল ময় হায় হায় ভ্রম বৃথারে মান হে বারণ ॥ ১১২ ॥ কা, রা,

আত্মাএব উপাসনা প্রসিদ্ধ এ অনুভব বিষয় বাসনা ছাড়ি সে রসে কর গৌরব, জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিয়ে অজ্ঞান তমোনাশিয়ে সহজে থাক বসিয়ে রিপুকরি পরাভব ॥ ১১৩ ॥ কা রা

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে, সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে। হৃদে অহঙ্কার ভরা রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু-তার কি চিন্তিলে। প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়, ধিক্ ওরে দম্ভময়, বৃথা অহঙ্কার। অতএব যুক্তি শুন মনেতে বৈরাগ্য আন আত্মতত্ত্ব সমরে দলহ রিপুদলে ॥ ১১৪ ॥ কা, রা,

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ওরে মনঃ আত্ম উপাসনা বীজ করহে রোপণ। প্রযত্ন সেচনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বারি প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিত্যজ্ঞান ফলচয় নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল

ফলিলে। যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্বর হও ইহাতে, নিবৃত্তিয়া গতাগতি নিত্যসুখী হবে মনঃ ॥ ১১৫ ॥ কা, রা,

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথা বল, না জানিয়া আত্মতত্ব অনর্থ কাল গেল। কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চ ভূত গামি, অথচ বলায় আমি, আমার এ সকল। ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল স্থানে আছ তেমন, কেন অভিমান ওমন করিছ বিফল ॥ ১১৬ ॥ নী ঘো

ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁতৎসৎ।

মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

১ পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টি রূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি॥

২ পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সে রূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।

পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা প্রভু জ্ঞান করা আর তাঁহার সর্ব্ব সাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা আমারদিগ্যে পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র করিতে পারে ধনাদি যে তাঁহার সামগ্রী সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষিত তেঁহো নহেন।

পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রিয়কারী ইহার প্রমাণ এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ। ৫৩। ৩। ৩।

পরমেশ্বর জীব হইতেও অধিক প্রিয় হয়েন যেহেতু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সর্ব্বদা শরীরে আছে অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত্ত করেন।

এষহ্যেবানন্দয়তি। কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দ যুক্ত করেন।

পরমেশ্বর সকলের শাস্তা তাহার প্রমাণ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং। জগদ্ভক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে। ন ধনেন নচেজ্যয়া। ধনেতে আর যজ্ঞেতে মুক্তি হয় এমৎ নহে।

পরিনিমর্থ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেবহি। নোপকারাৎ পরোধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরং।

ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই।

ওঁতৎসৎ ॥ ১ ॥	একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। ২।
১ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য।	২ এক মাত্র অদ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যাপি নিত্য।

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক।

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

* যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ। যস্মিন্ পুনর্লয়ং যান্তি তদেব শরণং পরং। যদ্ভয়াদ্বাতিবাতোহয়ং সূর্য্যস্তপর্তি যদ্ভয়াৎ। যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেব শরণং পরং॥ তরবঃ ফলিনো যস্মাদ্যেন পুষ্পান্বিতা লতাঃ। যচ্ছাসনে গ্রহাযান্তি তদেব শরণং পরং।

যাহা হতে এই বিশ্ব জন্মে পরে পরে। জন্মিয়া যাহার ইচ্ছা মতে স্থিতি করে॥ মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়। জানিতে বাঞ্ছহ তারে সেই ব্রহ্ম হয়॥

তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাধিকারে হয়।

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তেচিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমো ২দ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়। ১। ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপং। ত্বমেকং জগৎকর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ ত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকল্পং॥ ২॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাং॥ ৩॥

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা বিনাশিন্ন নির্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ব জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশনিত্য ॥ ৪ ॥ বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং জপামো বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫ ॥

এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে অতএব ছাপা করাণগেল শেষ ছাপা হইল।

গায়ত্রীর অর্থ

ওঁতৎসৎ

ভূমিকা
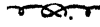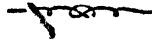
বেদেতে এবং বেদান্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্রহ্মোপাসনার ভূরি বিধি বাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমত শ্রুতিঃ। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম হয়েন তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ। বৃহদারণ্যকে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি কহিতেছেন। আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক। আত্মানমেবোপাসীত। কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক। মুণ্ডকোপনিষৎ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। কেবল সেই এক আত্মাকে জানহ অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। ছান্দোগ্যে কুটম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য আসন, ইত্যাদি বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ। তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষের আর উপায় নাই॥ মনুঃ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে প্রণবাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেক। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অনন্যবিষয়ং কৃত্বা

মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং। ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোহসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ। মন বুদ্ধি চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত প্রকাশ স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক। ভগবদ্গীতা।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

হে অর্জুন তুমি জ্ঞানিদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বকে জান। কুলার্ণব। করপাদো দরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং॥ হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবেক॥ অতএব এপর্য্যন্ত বাহুল্য মতে বিধি বাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি-সকলের এমৎ সাহস হঠাৎ হয়না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ সাধন শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ওই অনুগতব্যক্তিরা কি সিদ্ধ পরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয় তাহাকেই পরমার্থ সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন ব্রাহ্মণাদির প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধহয় ইহা বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হইয়াছে॥ প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ গায়ত্রী ইহাঁকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া থাকেন অথচ তাঁহারদের গায়ত্রী প্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পরব্রহ্মোপাসনা হইতে তাঁহাদিগ্যে পরাঙ্মুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ওই জপকর্ত্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন একারণ ইহার অর্থজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের জপের সাফল্য হয় এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য

স্মৃতিতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার ভট্টগুণ বিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি যাহার দ্বারা তাঁহাদের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্ত্তাদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন তখন তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। অর্থচিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ। স্মার্ত্তধৃতব্যাসস্মৃতিঃ। লপিত্বা প্রতিপদ্যেত্ত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ। গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্ব্বক এই রূপে তাঁহাকে জানিয়া যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত অভিন্ন হয়েন উপাসনা করিবেক। আর গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন। প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং। ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। এবং ভট্টগুণ বিষ্ণুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন। যস্তথাভূতো ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জল-জ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদি-লোক-ত্রয়াত্মক-সকল-চরাচর-স্বরূপ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানা-দেবতাময়-পরব্রহ্ম-স্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎপ্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। যে সর্ব্বব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচর স্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবেক। বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতি-

রিক চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জপ-কালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। 'এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়। ইতি শকাব্দা ১৭৪০।

ওঁ কারশব্দে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম তেঁহ প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদায় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতিব্রহ্ম। ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করিবেক। ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন। মুণ্ডক। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং। ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান করহ। মাণ্ডুক্য। সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ। সেই পরমাত্মার তেঁহ ওঙ্কার যে অক্ষর তৎস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। এইরূপ ভূরি প্রয়োগ আছে। মনুঃ। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলেই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ। প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যাত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥ প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদায়ের উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক। বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি॥ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পর-ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার হয়েন অতএব ব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হয়েন। ভগব-দ্গীতা। ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ওঁ। তৎ। সৎ। এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়॥ দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন। শ্রুতিঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। পুরুষ এবেদং বিশ্বঃ। তাবৎ সংসার পরব্রহ্ম-ময় হয়েন। মনুঃ। ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। ত্রিপদা-চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং॥ প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে॥ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্যাহৃতাজ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ। যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং

ব্রহ্মা সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন॥ তৃতীয় গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হইয়াছেন। গায়ত্রী প্রকরণে শ্রুতিঃ। যদ্বৈতদ্‌ব্রহ্ম। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম হয়েন। যজুঃশ্রুতি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মীতি। সূর্য্য মণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ সূর্য্যের যিনি অন্তর্যামী তেঁহ আমার অন্তর্যামী হয়েন। মনুঃ। ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ। তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ। তৎসবিতুরিত্যাদি যে গায়ত্রী তাঁহার তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন। যোঽধীতেঽহন্য-হন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্। যে ব্যক্তি প্রণব ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন জপ করে সে ব্যক্তি পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গ মন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিযো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ॥ বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষোবিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভী রুভিঃ॥ সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্মবাদিরা কহেন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামি রূপে চিন্তাকরি যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ হয়েন আর যেঁহ জন্মমরণাদি সংসার হইতে যাহারা ভয়যুক্ত তাহা-দের প্রার্থনীয় হয়েন॥ গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের আবশ্যকতা সেইরূপ অন্তেতেও ওঁকারোচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। প্রমাণ গুণবিষ্ণুধৃত মনুবচন। ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। ক্ষরত্য নোঁক্বতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতি। ব্রাহ্মণেতে গায়ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেক। যেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ না করিলে

ফলের বৃদ্ধি জন্মে। এখন ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং প্রাচীন সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও লেখা যাইতেছে॥ দেবস্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তন্নিরাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পূর্ব্বোক্তেন সোহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণাং ধিয়োবুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি॥ সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয় নিবারণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামি স্বরূপ জানিয়া চিন্তা করি যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন॥ এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য তাঁহার অন্তর্যামি আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা আমাদের অন্তর্যামি আত্মা একই হয়েন কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধি ভেদে উত্তম অধম ভেদ আছে বস্তুত আত্মার ভেদ নাই। কঠশ্রুতিঃ। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। পরমেশ্বর এক সমুদায় জগৎকে আপন বশে রাখেন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তরাত্মা হয়েন—

নিষ্কৃষ্টার্থঃ

১। ওঁ ২। ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ ৩ প্রচোদয়াৎ ওঁ। প্রথম ওঁকার একমন্ত্র। দ্বিতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ একমন্ত্র। তৃতীয় তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ এই একমন্ত্র। এইতিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্ম হয়েন এ নিমিত্ত তিনকে একত্র করিয়া জপ করিবার বিধি দিয়াছেন—

সমুদায়ের মিলিতার্থঃ। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা
২।
তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন সূর্য্যদেবের অন্তর্য্যামি সেই প্রার্থনীয়
সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামি রূপে আমরা চিন্তা করি
৩।
যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি।

কঠোপনিষৎ

পূর্ব্বে কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের আদর্শ পুস্তক না পাওয়াতে ইহা যথাস্থানে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে আদর্শ পুস্তক পাইয়া এই স্থলে প্রকাশ করিলাম।

প্রকাশক

ওঁ তৎসৎ

ভূমিকা।

যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল ইহাতে কি পর্য্যন্ত কর্ম্ম ফলের গতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার কি প্রভাব পরিপূর্ণরূপে স্ব স্ব স্থানে বর্ণন আছে, আর অধ্যাত্ম বিদ্যার বিশেষ মতে পরিসীমা ইহাতে আছে। পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা এতৎকালীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন আর যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বের অভ্যাসে সুতরাং না হইতে পারে। হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মীর অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব নিয়ন্তা করিয়া দৃঢ় রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি॥ ওঁ তৎসৎ—

ওঁতৎসৎ॥ অথ কঠোপনিষৎ॥ ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যার্কে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। 'শম দমাদি বিশিস্ট পুরুষ' উপনিষদের অধিকারি জানিবে। সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির, জন্য জনক ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়। *। *। উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসংদদৌ তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্রআস।১। *। যজ্ঞ ফলের কামনা বিশিস্ট বাজশ্রবস রাজা বিশ্বজিৎ নাম যজ্ঞ করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ধনকে দক্ষিণা দিলেন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজার নচিকেতা নামে পুত্র ছিলেন।১।*। তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাশ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত।২।*। যে সময়ে ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগ্যে দক্ষিণার গরু বিভাগ করিয়া দিতে ছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে অতি বালক রাজপুত্র ছিলেন তাঁহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল আর ওই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন সে কি বিচার করিতে লাগিলেন তাহা পরের মন্ত্রে কহিতেছেন।২।*। 'পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ।৩।*। যে সকল গরু পিতা দিতেছেন তাহারা এমৎরূপ বৃদ্ধ যে পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় জলপান এবং তৃণ আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্ব্বে যে তাহাদের দুগ্ধ দোহা গিয়াছে সেই মাত্র পুনবায় তাহাদিগ্যে দোহন কবিতে হয় কিম্বা পুনর্ব্বার তাঁহাদের বৎস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমৎ রূপ গরু যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দ শূন্য যে লোক অর্থাৎ নরক তাহাতে যায়। এখন নচিকেতা এই রূপ বিবেচনা করিয়া পিতার অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত পিতার নিকট যাইয়া কহিতেছেন।৩।*। স হোবাচ পিতরং তাত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি,দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।৪।*। হে পিতা কোন ঋত্বিককে দক্ষিণা স্বরূপে আমাকে দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার রাজাকে কহিলেন। বালক

পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন যে তোমাকে যমেরে দিলাম। তখন নচিকেতা একান্তে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪। *। বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি। ৫। *। অনেক সৎপুত্রের মধ্যে আমি প্রথমে গণিত হই আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই অর্থাৎ কদাপি অধম পুত্রে গণিত নহি। আমার দানের দ্বারা যমের যে কার্য্য পিতা এখন করিবেন সে কার্য্য কি পূর্ব্বে স্বীকৃত ছিলো কি ক্রোধ বশেতে পিতা এরূপ কহিলেন। সৎ পুত্র তাহাকে কহি যে পিতার অভিপ্রায় জানিয়া পিতার সন্তোষ জনক কর্ম্ম করে আর মধ্যম পুত্র সেই যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া পিতৃ সন্তোষ জনক কর্ম্ম করে আর অধম পুত্র সেই যে পিতার ক্রোধ জন্মাইয়া পিতার অভিপ্রেত কর্ম্ম করে। যাহা হউক ইহা মনে করিয়া তখন শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতে লাগিলেন। ৫। *। অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ। ৬। *। আপনকার পিতৃপিতামহাদি যে যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যে রূপে সত্যাচারণ করিতেছেন তাহাকেও দেখ অর্থাৎ তাঁহারা সত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সদ্গতিকে পাইয়াছেন অতএব তাহাদের সত্য ব্যবহারকে অবলম্বন করা আপনকার উচিত হয় মিথ্যার দ্বারা মনুষ্যে কদাপি অজরামর হয় না যেহেতু মনুষ্য সস্যের ন্যায় কালে জীর্ণ হইয়া মরে আর মরিয়া সস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে এনিমিত্ত আমাকে যমকে দিয়া আত্ম সত্য প্রতিপালন কর। পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন নচিকেতা যম লোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্ম লোকে গিয়াছিলেন তেঁহ পুনরাগমন করিলে পর যমের পরিজন সকল যমকে কহিতেছেন। ৬। *। বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্। তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং। ৭। *। অতিথি রূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ

অগ্নির ন্যায় যেন দাহ করেন এই মতে গৃহকে প্রবেশ করেন সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিস্বরূপ অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন অতএব হে যম তুমি এই অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন কর।৭ অতিথি বিমুখ হইলে প্রত্যবায় হয় ইহা পরে কহিতেছেন। ৭।*। আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতং চেষ্টাপূর্ত্তেপুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোযস্যান- শ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে। ৮। *। যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন সেই পুরুষের আশাকে আর প্রতীক্ষাকে সঙ্গতকে আর সূনৃতাকে ইষ্টকে আর পূর্ত্তকে এবং পুত্রকে আর পশ্বাদি এই সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন। যে বস্তুর প্রাপ্তিতে সন্দেহ থাকে তাহার প্রার্থনাকে আশা কহি। আর যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় থাকে তাহার প্রার্থনাকে প্রতীক্ষা কহি। সৎসঙ্গাধীন ফলকে সঙ্গত কহি। প্রিয় বাক্য জন্য ফলকে সূনৃতা কহি। যাগাদি জন্য ফলকে ইষ্ট কহি। কৃত্রিম পুষ্পোদ্যানাদি জন্য ফলকে পূর্ত্ত কহি। ৮। যম আপন পরিজনের স্থানে এসম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকট যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। *। তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽন- শ্নন্ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বারান্ বৃণীব। ৯। *। হে ব্রাহ্মণ যেহেতুক তিনরাত্রি আমার গৃহেতে অতিথি হইয়া অনাহারে বাস করিয়াছ এবং তুমি নমস্য হও অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এনিমিত্তে কহিতেছি যে তিনরাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে তাহার এক একরাত্রির প্রতি এক একবার যাচ্ঞা কর। ৯। তখন নচিকেতা কহিতেছেন। *। শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনাযথা স্যাৎ বীতমন্যুর্গৌ- তমোমাভিমৃত্যো। ত্বৎ প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে। ১০। *। হে যম যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি যাচ্ঞা করি যে আমার পিতা গৌতম তাঁহ সঙ্কল্পের শান্তি হউক অর্থাৎ তোমার নিকট আসিয়া আমি কি করিতো এইরূপ যে তাঁহার চিন্তা তাহা নিবৃত্তি হউক আর আমার প্রতি পিতার

চিত্ত প্রসন্ন হউক এবং আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার এই রূপ স্মৃতি যেন হয় যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইল।১০। তখন যম কহিতেছেন। যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্ম্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং।১১। পূর্ব্বে যে রূপে পুত্র করিয়া তোমাকে তোমার পিতার প্রতীতি ছিল সেই রূপ নিঃসন্দেহ হইয়া যে রূপ পূর্ব্বে তোমার প্রতি তেঁহ সংতুষ্ট ছিলেন সেই রূপ সংতুষ্ট হইবেন আর তোমার পিতা যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি তেঁহ আমার অনুগৃহীত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরের রাত্রি সকল সুখেতে শয়ন করিবেন আর তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধী হইবেন অর্থাৎ তোমার পিতার বিশ্বাস হইবেক যে তুমি যমালয় পর্য্যন্ত গিয়াছিলে পথ হইতে ফিরিয়া আইসো নাই।১১। এখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর যাচ্ঞা করিতেছেন। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।১২। স্বর্গলোকেতে হে যম রোগাদি জন্য কোন ভয় হয় নাই আর তুমি যে মৃত্যু তুমিও স্বর্গে হঠাৎ প্রভুতা করিতে পারো না অতএব জরাযুক্ত মর্ত্য লোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে তোমা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গে বাস করে।১২। স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ।১৩। এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয় সেই অগ্নিকে হে যম তুমি জান অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপ কে কহ যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমান সকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন এই দ্বিতীয় বর আমি তোমার স্থানে যাচ্ঞা করিতেছি।১৩। এখন যম কহিতেছেন। প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াং।১৪। হে নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে

জানি অতএব তোমাকে কহিতেছি তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ আর সকল জগতের আশ্রয় সেই অগ্নি হয়েন আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিতে স্থিতি করেন এই রূপ অগ্নির স্বরূপ আমি কহিতেছি তাহা তুমি জান। ১৪। লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যাযিষ্টকাযাবতীর্বা যথা বা। স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরাহ তুষ্টঃ। ১৫। সেই নচিকেতাকে সকল লোকের আদি যে অগ্নি তাঁহার স্বরূপকে যম কহিলেন আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন হয় আর যেরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয় সে সকল নচিকেতাকে কহিলেন। যমের কথিত বাক্যকে নচিকেতা সম্যক প্রকারে বুঝিয়াছেন যমের এমৎ প্রতীতি জন্মাইবার জন্যে ঐ সকল বাক্যকে নচিকেতা যমকে পুনরায় কহিলেন তখন নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা যম সন্তুষ্ট হইয়া তিন বরের অতিরিক্ত বর দিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় কহিতেছেন। ১৫। তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়-মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ। ১৬। নচিকেতাকে শিষ্যের যোগ্য দেখিয়া মহানুভব যম প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি এ নিমিত্ত পুনরায় এখন তোমাকে অন্য বর দিতেছি। এই পূর্ব্বোক্ত যে অগ্নি তেঁহ তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবেন অর্থাৎ অগ্নির নাম নাচিকেত হইবেক। আর এই নানারূপ বিশিষ্ট বিচিত্র রত্নময়ী মালা যে তোমাকে দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর। ১৬। ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি। ১৭। মাতা পিতা আচার্য্যের অনুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিনবার শাস্ত্রোক্ত অগ্নির চয়ন করেন সে ব্যক্তি যাগ বেদাধ্যয়ন এবং দানের কর্ত্তা যেমন জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন সেইরূপ জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন। আর ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ যে অগ্নি তেঁহ দীপ্তি বিশিষ্ট এবং স্তুতি যোগ্য হয়েন তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রত জানিয়া এবং আত্ম ভাবে দৃষ্টি করিয়া শান্তিকে অর্থাৎ বিরাট্ পদকে পায়েন। ১৭।

এখন অগ্নি জ্ঞানের ফল এবং তাহার চয়নের ফল এই দুই প্রস্তাবকে সমাপ্তি করিতেছেন। ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাং শ্চিনুতে নাচিকেতং। স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। ১৮। যে ত্রিণাচিকেতপুরুষ যেরূপ ইষ্টক আর যত ইষ্টক আর যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয় এ তিনকে বিশেষরূপে বোধ করিয়া আত্ম ভাবে অগ্নিকে জানিয়া ধ্যান করেন তেঁহ অধর্ম্ম অজ্ঞান রাগদ্বেষাদি রূপ যে মৃত্যুপাশ তাহাকে মরণের পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন। ১৮। এষ তে অগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব। ১৯। হে নচিকেতা তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর যাচ্ঞা করিয়া ছিলে তাহা তোমাকে তুষ্ট হইয়া দিলাম। আর লোক সকল তোমার নামেতে অগ্নিকে বিখ্যাত করিবেন এখন হে নচিকেতা তৃতীয় বরকে তুমি যাচ্ঞা কর। ১৯। এপর্য্যন্ত ক্রিয়া কারক ফল এ তিনের আরোপ আত্মাতে করিয়া কর্ম্মকাণ্ড কহিলেন এখন তাহার অপবাদ অর্থাৎ বাধক যে আত্ম জ্ঞান তাহা কহিতেছেন। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ। ২০। যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন ইহলোকে এক সংশয় আছে সে এই যে মনুষ্য মরিলে পর শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এসকল ভিন্ন জীব আত্মা আছেন এরূপ কেহ কহেন আর এ সকল ভিন্ন জীবাত্মা নাই এরূপো কেহ কহেন আমি তোমার শিক্ষা দ্বারা ইহার নির্ণয় জানিতে চাহি বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর আমার অতি প্রার্থনীয়। ২০। এখন নচিকেতা জ্ঞান সাধনের বিষয়ে দৃঢ় কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনং। ২১। দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন এ ধর্ম্ম শুনিলেও মনুষ্য সুন্দর প্রকারে বুঝিতে পারেন না যেহেতু এ

ধর্ম্ম অতি সুক্ষ্ম হয় অতএব হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা কর আমি তিন বর দিতে স্বীকার করিয়াছি ইহা জানিয়া আমাকে এরূপ কঠিন বরের প্রার্থনার দ্বারা নিতান্ত বাধিত করিবে না আমার নিকট এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর। ২১। এই রূপ যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।২২। দেবতারা এ আত্মবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম আর হে যম তুমিও আত্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ অতএব এধর্ম্মের বক্তা অন্বেষণ করিলেও তোমার ন্যায় কাহাকে পাওয়া যাইবে না মোক্ষসাধন যে এ বর ইহার তুল্য অন্য বর নহে অতএব এই বর দেও। ২২। পুনরায় যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইতেছেন। শতায়ুষঃ পুত্ত্রপৌত্ত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি। ২৩। এতত্তুল্যং যদিমন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি। ২৩। যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্ব্বান্কামান্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যাঃ নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ। ২৪। শত বর্ষ পরমায়ু হয় এমৎ পুত্ত্র পৌত্ত্র সকলকে যাচ্ঞা কর আর গরু প্রভৃতি অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার যাচ্ঞা কর আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর বাঁচিবে এমৎ বর প্রার্থনা কর। ২৪। এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান তবে তাহার প্রার্থনা কর আর রত্ন প্রভৃতি এবং চিরজীবিকা বৃত্তিকে যাচ্ঞা কর। আর সকল পৃথিবীতে হে নচিকেতা তুমি রাজা হও এমৎ করিব আর প্রার্থনীয় যে যে বস্তু আছে তাহার মধ্যে যাহা তুমি প্রার্থনা কর তাহার ভাজন তোমাকে করিব। ২৫। আর মর্ত্যলোকেতে যে যে বস্তু দুর্লভ আছে তাহাকে আপন ইচ্ছামতে প্রার্থনা কর আর বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে যাচ্ঞা কর

যেহেতু মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ। হে নচিকেতা মরণের পর জীবসম্বন্ধি প্রশ্ন অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না।২৫। যম এ প্রকার লোভ নচিকেতাকে দেখাইলেও নচিকেতা ক্ষুব্ধ না হইয়া পুনরায় যমকে কহিতেছেন। শ্বোভাবামর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।২৬। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা। জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃসএব।২৭। অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্যঃকৃধঃস্থঃপ্রজানন্। অভিধ্যায়ন্‌বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।২৮। যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে। ২৯। হে যম তুমি যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ সে সকল সন্দিগ্ধপর অর্থাৎ কল্য হইবেক কিনা এমৎ সন্দেহ সে সকল ভোগেতে আছে আর সেই সকল ভোগ যেমন অপ্সরাদি তাহার প্রাপ্তি হইলেও মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে তাহারা নষ্ট করিবেক আর দীর্ঘ আয়ু যে দিতে চাহ সেও যথার্থ বিবেচনায় অল্প হয় অতএব তোমার রথাদি বাহন এবং নৃত্য গীত যত আছে সে তোমারি নিকট থাকুক।২৬। ধনের দ্বারা মনুষ্যের যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে না অর্থাৎ ধনের উপার্জ্জনে এবং রক্ষণে দুয়েতেই কষ্ট আছে আর যদিও ধনের ইচ্ছা হয় তবে তাহা পাইব যেহেতু তোমাকে দেখিলাম আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে তুমি যাবৎ যমরূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে তাবৎ বাঁচিব অতএব আত্ম বিষয় যে বর তাহাই আমি বাঞ্ছা করি।২৭। জরা মরণ শূন্য যে দেবতা সকল তাঁহাদের নিকট আসিয়া উত্তম ফল ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক আর গীত রতি প্রমোদ এ তিনের কারণ যে অপ্সরা সকল হইয়াছেন তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক।২৮। হে যম মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাকেন এই সন্দেহ লোকে

করেন অতএব আত্মার নির্ণয় জ্ঞান মহৎ উপকারে আইসে তাহা তুমি কহ এই দুর্জ্ঞেয় বর ব্যতিরেকে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না। ২৯। ইতি প্রথমবল্লী। *। এই রূপে শিষ্যের পরীক্ষালইয়া এবং শিষ্যকে জ্ঞানের যোগ্য দেখিয়া যম কহিতেছেন। অন্যৎশ্রেয়োঽন্য দুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়ো বৃণীতে। ১। শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম সেও পৃথক্ হয় সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম এেহারা পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এদুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করে তাহার কল্যাণ হয় আর য ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ১। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীয়োঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে। ২। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এদুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করেন। ২। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ। ৩। হে নচিকেতা তুমি পুনঃ পুনঃ আমার লোভ দেখাইবার দ্বারা লুব্ধ না হইয়া পুত্রাদিকে এবং অপ্সরা দিকে অনিত্য জানিয়া এ সকলের প্রার্থনা ত্যাগ করিলে তোমার কি উত্তম বুদ্ধি যে হেতু ধনময় কর্ম্মপথেতে লুব্ধ হইলে না যে কর্ম্মপথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়। ৩। জ্ঞানের অবলম্বন করিলে ভালো হয় কর্ম্মের অবলম্বন করিলে ভালো হয় না ইহাতে কারণ কহিতেছেন। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত। ৪। জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন এইরূপে

বিদ্যাকে আর অবিদ্যাকে অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম্মকে পণ্ডিত সকলে জানিয়াছেন তুমি যে নচিকেতা তোমাকে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি জানিলাম যে হেতু অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে পারিলেক না। ৪। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃপণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। ৫। কর্ম্মান্ধকারের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্থিতি করিয়া আমরা বুদ্ধিমান্ হই শাস্ত্রেতে নিপুণ হই এরূপ অভিমান করে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার পথেতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয় যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধ সকল দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখকে পায়। ৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে। ৬। অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক তাহারা পর লোক সাধনের উপাযকে দেখিতে পায না এই লোক যাহা দেখিতে পায় সেই সত্য আর ইহা ভিন্ন পরলোক নাই এই প্রকার জ্ঞান করে সে সকল লোক আমি যে মৃত্যু আমার বশে অর্থাৎ আমার শাসনে পুনঃ পুনঃ আইসে। ৬। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিস্টঃ। ৭। সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারেনা আর আত্মজ্ঞানের বক্তা দুর্লভ হয়েন আর আত্মজ্ঞানকে শুনিয়াও অনেকের মধ্যে কোনো নিপুণ ব্যক্তি ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন যে হেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্লভ হয়। ৭। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ। ৮। অল্পবুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যেহেতু নানা প্রকার চিন্তা আত্ম বিষয়ে বাদিরা উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু যদি ব্রহ্মজ্ঞানী সেই আত্মার উপদেশ করেন তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এমৎ জ্ঞানীর উপদেশ না হইলে আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও

সূক্ষ্ম থাকেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তেঁহ কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। ৮। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা। ৯। এই বেদ গম্য যে আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না কিন্তু কুতার্কিক ভিন্ন বেদান্ত জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে যে আত্মজ্ঞানকে তুমি পাইবে সেই আত্মজ্ঞানের তখন সুন্দর রূপে প্রাপ্তি হয় হে প্রিয়তম নচিকেতা যেহেতু তুমি সত্য সংকল্প হও অতএব তোমার ন্যায় প্রশ্ন কর্ত্তা শিষ্য আমাদের হউক এই প্রর্থনা করি। ৯। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হিধ্রুবং তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃপ্রাপ্তবানস্মি নিত্যং। ১০। প্রার্থনীয় যে কর্ম্ম ফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্য বস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্য বস্তু দ্বারা স্বর্গ ফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০। কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। ১১। হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফল যে হিরণ্যগর্ভের পদ তাহা প্রার্থনীয় বস্তু সকলেতে পরিপূর্ণ হয় আর সকল জগতের আশ্রয় সে পদ হয় আর ভূরি কাল স্থায়ী ও সকল অভয় স্থান হইতে উত্তম এবং প্রশংসনীয় ও যাবদৈশ্বর্য্য বিশিস্ট সেই পদ হয় ও সে পদ হইতে শীঘ্রচ্যুতি হয় না এমন স্থানকে হস্তগত দেখিয়া ও ধৈর্য্য দ্বারা আত্ম জ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা পণ্ডিত যে তুমি সেই হিরণ্যগর্ভ মহৎ পদকে ত্যাগ করিয়াছ। ১১। তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি। ১২। যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ অতিদুঃখে তাঁহার বোধ হয় আর মায়িক যে সংসার তাহাতে আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় আর দুষ্প্রাপ্য স্থানেতে তিনি স্থায়ী অর্থাৎ অতিদুর্জ্ঞেয় এবং অনাদি হয়েন আর অধ্যাত্ম

যোগের দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিত সকল হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে অর্পণ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহি। ১২। এতৎশ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমে-তমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে। ১৩। যে মনুষ্য এই রূপ উত্তম ধর্ম্ম আত্ম জ্ঞানকে আচার্য্য হইতে শুনিয়া সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া শরীব হইতে আত্মাকে পৃথক ভাবিয়া সূক্ষ্মরূপ যে আত্মা তাঁহাকে জানে সে আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয় হে নচিকেতা সেই ব্রহ্ম যেমন অবারিতদ্বার গৃহের ন্যায় তোমার প্রতি হইয়াছেন আমার এইরূপ বোধ হয়।১৩। যমের এই বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ। ১৪। শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম এবং ফল ও অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা এ সকল হইতে যে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন আর অধর্ম্ম হইতেও তিনি ভিন্ন হয়েন আর যিনি কার্য্য এবং প্রকৃত্যাদি যে কারণ তাহা হইতে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন হয়েন এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে তুমি জান অতএব আমাকে কহ। ১৪। এখন যম নচিকেতাকে কহিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবী-ম্যোমিত্যেতৎ। ১৫। সকল বেদ যে এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতেছেন আর সকল তপস্যা করিবার প্রয়োজন যাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করেন সেই বস্তুকে আমি সংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি ওঙ্কার শব্দে তাঁহাকে কহা যায় অথবা তেঁহ ওঁকার স্বরূপ হয়েন। ১৫। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ১৬। এই ওঁকার অপব ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে কহেন এবং হিরণ্যগর্ভস্বরূপ হয়েন আর এই ওঙ্কার পরব্রহ্মকে কহেন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপও হয়েন অতএব এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায় অর্থাৎ অপর ব্রহ্মবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিলে হিরণ্য-গর্ভকে পায় আর পরব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ১৬।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ১৭। ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন, আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম হয় আর এই প্রণব অপর ব্রহ্মের অবলম্বন এবং পরব্রহ্মেরও অবলম্বন হয়েন অতএব এই প্রণবস্বরূপ অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মস্বরূপ হয় কিম্বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবলম্বন করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয় আর অপর ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।০১৭। প্রণবের বাচ্য আত্মা হয়েন অর্থাৎ প্রণব শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায় এমৎ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা এবং আত্মাকে প্রণবস্বরূপ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারির প্রতি কহিলেন এক্ষণে আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ১৮। আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই তেঁহ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েন কোনো কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও আপনার কারণ নহেন অতএব এই জন্মশূন্য যে আত্মা তেঁহ নিত্য হয়েন এঁহার হ্রাস নাই সর্ব্বদা এক অবস্থাতে থাকেন এই হেতু খড়্গাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আত্মাতে আঘাত হয় না যেমন শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আকাশেতে আঘাত না হয়। ১৮। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ১৯। যে ব্যক্তি শরীর মাত্রকে আত্মা জানিয়া আত্মাকে বধ করিব এমৎ জ্ঞান করে আর যে ব্যক্তি এমৎ জ্ঞান করে যে আমি পর হইতে হত হইব সে উভয় ব্যক্তি আত্মাকে জানে না যে হেতু আত্মা কাহাকে নষ্ট করেন না এবং কাহা হইতেও নষ্ট হয়েন না। ১৯। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ। ২০। এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যাবৎ বস্তু আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এই আত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ প্রানির হৃদয়েতে সাক্ষিরূপে আছেন এই আত্মার মহিমাকে নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা দ্বারা জানিয়া

শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন। ২০। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। ২১। এই আত্মা অচল হইয়াও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দূরগতি দ্বারা যেন দূরে গমন করেন এমৎ অনুভব হয় আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে সাধারণ জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সেই সুষুপ্ত কালে হর্ষযুক্ত আর জাগরণ কালে হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ উপাধির দ্বারা যাবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি কি রূপে জানিতে পারে। ২১। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেম্ববস্থিতং। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ২২। আকাশের ন্যায় শরীররহিত যে আত্মা তেঁহ যাবৎ নশ্বর শরীরেতে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী হয়েন আর তেঁহ মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ২৩। এই আত্মা অনেক বেদের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না আর পঠিত গ্রন্থের অভ্যাস করিলেও জ্ঞেয় হয়েন না আর কেবল বেদার্থ শ্রবণেতেও আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে সেই তাহাকে পায় কি রূপে পায় তাহা কহিতেছেন যে সেই আত্মা আপনার যথার্থ জ্ঞানকে সেই সাধকের প্রতি প্রকাশ করেন। ২৩। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ। ২৪। দুষ্কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি রত হয় আত্মাকে সে পায় না আর যে ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে তাহারো আত্মা প্রাপ্য হয়েন না আর যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির হয় তাহারো লভ্য আত্মা হয়েন না আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেবল আচার্য্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৪। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। ২৫। হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি এই দুই যে পরমাত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যাঁহার অন্নের ঘৃত হয়েন অর্থাৎ এ সকলকে যে আত্মা সংহার করেন সেই আত্মাকে কোন্

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানীর ন্যায় জানিতে পারে অর্থাৎ যে রূপে, জ্ঞানিতে আত্মা প্রকাশিত হয়েন সে রূপে অজ্ঞানিতে আত্মা প্রকাশ হয়েন না। ২৫। ইতি দ্বিতীয়বল্লী। *। এখন অধ্যাত্মবিদ্যার অনায়াসে বোধগম্য হয় এ নিমিত্ত দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসারে দুই আত্মার উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন। ঋতং পিবন্তৌ স্বকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ। ১। এই শরীরেতে উপাধি অবস্থাতে বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় দুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে দুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিম্বস্বরূপ যে পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন আর প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে জীবাত্মা তেঁহ সাক্ষাৎ ভোগ করেন আর ঐ দুই আত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন তাহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় আর আত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মার ও আত্মার অত্যন্ত প্রভেদ করিয়াছেন। ১। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি। ২। যে অগ্নি যজমানেদের সেতুর ন্যায় সহায় হয়েন সেই অগ্নিকে জানিতে এবং স্থাপন করিতে পারি আর ভয়শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন যাঁহারা তাঁহাদের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ কর্ম্মি ব্যক্তির জ্ঞেয় যজ্ঞাদির দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন আর জ্ঞানি ব্যক্তির জ্ঞেয় পরব্রহ্ম হয়েন। ২। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ৩। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। ৪। সংসারি যে জীব তাঁহাকে রথী করিয়া জান আর শরীরকে রথ আর বুদ্ধিকে সারথি করিয়া আর মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্তে সারথির হস্তের রজ্জু করিয়া জান আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ করিয়া জান, শরীর ইন্দ্রিয় মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকি

ধ্যক্তিয়া ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন। ৩।৪। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।৫। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয় আর মন রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকেনা যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা করে। ৫। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ। ৬। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে। ৬। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি। ৭। বুদ্ধিরূপ সারথি অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে অতএব সে সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মান্বিত হয় এমন সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না আর সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে। ৮। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মান্বিত হয় এমৎ রূপ সারথি দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন যে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৮। বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। ৯। যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্বকে পায়। ৯। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। ১০। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ প্রভৃতি যে বিষয় সে সূক্ষ্ম হয় আর সেই সকল বিষয় হইতে মন সূক্ষ্ম হয় মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে ব্যাপক যে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ স্বরূপ মহত্তত্ত্ব সে সূক্ষ্ম হয় সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির আদি বীজ যে স্বভাব

যে সূক্ষ্ম হয় সে স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপি সদ্রূপ যে পরমাত্মা তেঁহ সূক্ষ্ম হয়েন সেই পরমাত্মা হইতে আর কেহ সূক্ষ্ম নাই আর তেঁহই প্রাপ্তব্য হইয়াছেন্। ১১। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।১২। এই আত্মা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অবিদ্যা মায়াদ্বারা অজ্ঞানির প্রতি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন অতএব আত্মারূপে অজ্ঞানিতে প্রকাশ পায়েন না কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা সেই আত্মাকে দেখেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কেবল ঘট পটাদি এবং আপনার শরীরকে দেখে অস্তি রূপে ঘটাদিতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন যে আত্মা তাঁহাকে দেখিতে পায় না।১২। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ১৩। যে বিবেকী ইন্দ্রিয় সকলকে মনেতে লয় করে মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে মহত্তত্ত্বকে শান্তস্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করে সে পরম শান্তিকে পায়।১৩। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। ১৪। হে মনুষ্য সকল অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সাধনে প্রবর্ত্ত হও আর অজ্ঞানরূপ নিদ্রাকে ক্ষয় কর আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান মার্গকে পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন। ১৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।১৫। ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন ইহাতে কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই অতএব তাঁহাকে শুনিতে স্পর্শ করিতে দেখিতে আস্বাদন করিতে আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না। এই সকল গুণ যদি তাঁহার না রহিল তবে তেঁহ সুতরাং হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য এবং নিত্য হয়েন আর তেঁহ আদি আর অন্ত শূন্য হয়েন এবং অতি সূক্ষ্ম যে মহত্তত্ত্ব তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন এবং সর্ব্বথা নিরপেক্ষ নিত্য হয়েন এই রূপ আত্মাকে জানিলে লোক মৃত্যু হস্ত হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।১৫। নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং। উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ১৬। যম হইতে কথিত এবং নচিকেতার প্রাপ্ত এই

সনাতন উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন তেহোঁ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন। ১৬। য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে ।১৭। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ব্রহ্ম সভাতে এ আখ্যানকে শুনায় অথবা শ্রাদ্ধকালে পাঠ করে তাহার অনন্তফল হয়। ইতি তৃতীয় বল্লী প্রথমোঽধ্যায়ঃ। *। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌। ১। স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায়েন না কোনো বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন। ১। পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ।২। স্বভাবত ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি হয় এই হেতু অজ্ঞানী সকল প্রার্থনীয় বাহ্য বিষয়কে কামনা করে অতএব তাঁহারা সর্ব্ব ব্যাপি যে মৃত্যু তাহার বশে যান এই হেতু পণ্ডিত সকল যাবৎ অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন আর অন্য বস্তুর প্রার্থনা করেন না। ২। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্‌ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ। ৩। যে আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে জড় স্বরূপ যে এই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ সে অনুভব করে যেহেতু পঞ্চভূত দেহ ইন্দ্রিয় এ সমুদায় জড় অতএব চৈতন্যের অধিষ্ঠানেতেই এ জড় সকল বিষয়ের উপলব্ধি করে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ যে লৌহ সে অগ্নির অধিষ্ঠানেতে দাহ করে আত্মা না জানেন এমৎ বস্তু নাই। যাহার অধিষ্ঠানেতে এ সকল জানা যায় আর যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন তেহোঁ এই প্রকার হয়েন। ৩। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ৪। স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থা এই দুই অবস্থাতে যাহার অধিষ্ঠানে লোক বিষয়ের উপলব্ধি করে সেই শ্রেষ্ঠ

সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না। ৪। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।৫। যে ব্যক্তি এই রূপ করিয়া কর্ম্মের ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নিয়ম কর্ত্তা যে পরমাত্মা তৎ স্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সে ব্যক্তি পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ৫। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ। ৬। ব্রহ্ম হইতে জলাদির পূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে সকল ভূতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এমৎ যে জানে সে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে। ৬। যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতি র্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈতৎ। ৭। সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপে যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া আছেন তাহাকে সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া যে জানে সে অদিতির কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই প্রকার হয়েন। ৭ অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদাগর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈতৎ।৮। যে অগ্নি যজ্ঞেতে উর্দ্ধ এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যজ্ঞ কাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং ঘৃত ইত্যাদি সকল যজ্ঞ দ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণী সকল যত্ন পূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদ শূন্য যোগিরা এবং কর্ম্মিরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নির স্তুতি ঐ কর্ম্মিরা আর যোগিরা সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন।৮। যতশ্চোদেতি সূর্য্যো-ঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ। ৯। যে প্রাণ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয়েন আর যাহাতে অস্ত হয়েন সেই প্রাণস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার

স্থিতি করেন তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক রূপে কেহ প্রকাশ পায় না যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন অর্থাৎ আত্মা অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন।৯। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।১০। যেঁহ এই শরীর ব্যাপি আত্মা তেঁহই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন আর যেঁহ বিশ্বব্যাপি আত্মা তেঁহই শরীর ব্যাপি আত্মা হয়েন অদ্বিতীয় আত্মাকে যেব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১০। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ১১। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মা এক হয়েন ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত হইলে ভেদ জ্ঞান আর থাকে না কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ। ১২। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি যে শরীরস্থ আত্মা তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। ১২। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ। এতদ্বৈতৎ। ১৩। হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি নির্ম্মলজ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহই সকল প্রাণিতে এখনো বর্ত্তমান আছেন। এবং পরেও সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ১৩। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানুবিধাবতি। ১৪। যেমন উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হইয়া নানা নিম্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট হয়েন সেইরূপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ দেখিয়া শরীর ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম। ১৫। যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেতা সে ব্যক্তির বিশ্বাসে

আত্মা এক হয়েন। ১৫। ইতি চতুর্থী বল্লী। *। পুরমেকাদশ দ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈতৎ।১। জন্মাদি রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই একাদশ দ্বার বিশিষ্ট শরীর হয় সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করে সে শোক পায় না এবং অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হয় আর পুনরায় শরীর গ্রহণ তাহার হয় না। প্রসিদ্ধ নব দ্বার আর ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি এদুই লইয়া একাদশ দ্বার হয়। ১। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ২। আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সূর্য্য রূপে আকাশে গমন করেন আর সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান এবং বায়ু রূপে আকাশে গমন করেন আর অগ্নির স্বরূপ হয়েন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইয়া পৃথিবীতে গমন করেন আর সোম লতার রস হইয়া যজ্ঞ কলশে গমন করেন আর মনুষ্যেতে ও দেবতাতে গমন করেন আর যজ্ঞেতে গমন করেন আর আকাশের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে আকাশে গমন করেন আর জল জন্তু রূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন আর ধান্য যবাদি রূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন আর নদ্যাদি রূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন যদ্যপিও তেঁহ সর্ব্বস্বরূপ হয়েন তথাপি তাঁহার বিকার নাই আর সকলের কারণ সেই আত্মা এই হেতু তেঁহ মহান্ হয়েন। ২। ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। ৩। যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা প্রাণ বায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন সেই হৃদয়াকাশস্থিত সকলের ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এক চৈতন্য স্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানেতে জড়রূপ ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান করেন। ৩। অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ। ৪। এই শরীরস্থ চৈতন্য স্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহ যখন এ শরীরকে ত্যাগ করেন তখন এ শরীরেতে এবং ইন্দ্রিয়েতে

কোনো শক্তি থাকে না অর্থাৎ আত্মার ত্যাগ মাত্র শরীর এবং ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবত যেমন পূর্ব্বে জড় ছিলেন সেই রূপ হইয়া যান। ৪। ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ। ৫। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং ইন্দ্রিয় সকল এহাদের অধিষ্ঠানে দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন এমৎ নহে কিন্তু প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন এবং প্রাণ আর অপান বায়ু ইন্দ্রিয় সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাণ অপান এবং ইন্দ্রিয় সকল মিশ্রিত হইয়া শরীর কহায় অতএব শরীরের অধিষ্ঠাতা এসকল ভিন্ন অন্য কেহ চৈতন্য স্বরূপ হয়েন। ৫। হন্ত তইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম। ৬। হে গৌতম এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব সংসারেতে বদ্ধ হয়। ৬। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং। ৭। শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কোন কোন মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে প্রবেশ করেন কেহ অতি মূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ। ৮। ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই নির্ম্মল অবিনাশি ব্রহ্ম হয়েন পৃথিব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। ৮। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ। ৯। এক অগ্নি যেমন এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক্ পৃথক্ রূপ সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ বক্রকাষ্ঠে বক্রেরন্যায় আর চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণের ন্যায় ইত্যাদি রূপে অগ্নি দৃষ্ট হয়েন সেইরূপ একআত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই

প্রবিস্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন। ৯। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ। ১০। এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিস্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই প্রবিস্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন।১০। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ। ১১। সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু সকলকে লোককে দেখাইয়া ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দ্দোষ অথবা বহির্দ্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না যেহেতু কাহারো সহিত তেঁহ মিশ্রিত নহেন অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে রজ্জু কোন দোষ প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জীবেতে যে সুখ দুঃখের অনুভব হইতেছে তাহাতে বস্তুত আত্মা সুখী এবং দুঃখী নহেন।১১। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং। ১২। সেই এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্বর্ত্তী হয়েন অতএব যাবৎ সংসার তাঁহার বশেতে আছে আর আপনার এক সত্তাকে নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি রূপে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা তেঁহ দেখাইতেছেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন কেবল তাঁহাদের নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় আর ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১২। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নাম রূপাদি বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন আর যাবৎ চৈতন্য বিশিস্টের চেতনার কারণ তেঁহ হয়েন তেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণির কামনাকে দেন সেই

বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদেরই নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১৩। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং। কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা। ১৪। যদি এমৎ কহ অনির্দ্দেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানি সকলে অনুভব করেন কিরূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করি। সে ব্রহ্মসত্তা আমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কিন্তু তেঁহ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন কিনা। ১৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ১৫। এখন ঐ প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তেঁহ ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না এবং চন্দ্র তারা আর এসকল বিদ্যুৎ এঁহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং আমাদের দৃষ্টি গোচর যে অগ্নি তেঁহ কিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ প্রকাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এসকলের প্রকাশ হয় যেমন অগ্নির প্রকাশের দ্বারা অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠ প্রকাশিত হয়। ১৫। ইতি পঞ্চমী বল্লী। *।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ। ১। এই ষষ্ঠ বল্লীতে সংসারকে বৃক্ষের সহিত উপমা আর ব্রহ্মকে ওই বৃক্ষের মূলের সহিত উপমা দিতেছেন কারণ এই যে বৃক্ষ দেখিয়া তাহার মূল যদ্যপিও অদৃষ্ট হয় তথাপি লোকে সেই মূলকে অনুভব করে এখানে কার্য্য রূপ সংসার বৃক্ষকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার নিশ্চয় হইতেছে। এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম হয়েন আর যাবৎ স্থাবর জঙ্গম এই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন সেই সংসার বৃক্ষের যে মূল স্বরূপ পরমাত্মা তেঁহো শুদ্ধ এবং ব্যাপক হয়েন তাঁহাকে কেবল অবিনাশী করিয়া কহা যায় যাবৎ সংসার সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন

তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহো প্রকাশ পায় না। ১। মূল স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন না হইয়া আপনিই জন্মে এমত সন্দেহ বারণ করিবার নিমিত্ত পরের মন্ত্র কহিতেছেন। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ২। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট যে এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন আপন নিয়ম মতে চলিতেছেন অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাবৎ বস্তু পৃথক্ পৃথক্ নিয়মে গমন করেন অতএব ইহার নিয়ম কর্ত্তা কেহো অন্য আছেন সেই নিয়ম কর্ত্তা তেঁহো শ্রেষ্ঠ এবং বজ্র হস্তে থাকিলে যেমন ভয়ানক হয় সেইরূপ তেঁহো সকলের ভয়ের কারণ হয়েন অতএব কেহ তিলার্দ্ধ নিয়মের অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন। ২। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ৩। সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহারি ভয়েতে সূর্য্য যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন আর সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে ইন্দ্র এবং বায়ু আর পঞ্চম যে যম তেঁহো যথা নিয়ম আপন আপন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছেন যেমন প্রভুকে বজ্র হস্ত প্রত্যক্ষ দেখিলে ভৃত্য সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারে না। ৩। ইহচেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে। ৪। এই সংসারে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে তবে সংসার বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয় আর যদি এরূপে আত্মাকে না জানে তবে সে এই লোক সকলেতে শরীরের গ্রহণ পুনঃ২ করে। ৪। যথাদর্শে তথাত্মনি যথাস্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপযোরিব ব্রহ্মলোকে। ৫। যেমন দর্পণেতে স্পষ্ট আপনার দর্শন হয় সেইরূপ এই লোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্বের দর্শন হয় আর যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেইরূপ পিতৃ লোকে আচ্ছন্নরূপে আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি হয় আর যেমন জলেতে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেই মত গন্ধর্ব্বাদি লোকেতে

আত্মতত্ত্বের অনুভব হয় আর যেমন ছায়া আর তেজের পৃথক্ হইয়া উপলব্ধি হয় সেইরূপ ব্রহ্মলোকে স্পষ্টরূপে আত্মজ্ঞান জন্মে কিন্তু সেই ব্রহ্মলোক দুর্লভ হয় অতএব আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত এই লোকেই যত্ন করিবেক। ৫। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব মুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি। ৬। আকাশাদি কারণ হইতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদিগ্যে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া এবং শয়ন আর জাগরণ এদুই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের হয় আত্মার কদাপি না হয় এরূপ জানিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না যে হেতু আত্মা অন্তঃকরণে স্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়াদি রূপ উপাধিতে মিশ্রিত না হয়েন। ৬। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ৮। ইন্দ্রিয় সকল হইতে তাহাদের রূপ রস ইত্যাদি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয় আর এই সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু মনের সংযোগ ব্যতিরেক ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ের অনুভব হয় না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু সঙ্কল্প করা মনের কর্ম্ম কিন্তু নিশ্চয় করা বুদ্ধির কর্ম্ম হয় আর বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব যাহা স্বভাব হইতে প্রথমত উৎপন্ন হয় সে শ্রেষ্ঠ ওই মহত্তত্ত্ব হইতে জগতের বীজ স্বরূপ যে স্বভাব সে শ্রেষ্ঠ হয় সেই স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে মনুষ্য যথার্থ রূপে জানিয়া জীবদ্দশাতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষকে পায়। ৮। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ৯। এই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। সেই প্রকাশ স্বরূপ আত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধির মননের দ্বারা জানিতে পারে। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই মুক্ত হয়েন। ৯। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং। ১০। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্র-

মত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ। ১১। মনের সহিত যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকেন আর বুদ্ধিও কোনো বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত না হয় সেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের উত্তম অবস্থাকে যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন সেই ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির নিগ্রহের পূর্ব্বে সাধনেতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক যে হেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয় আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়। ১১। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। ১২। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। ১৩। সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল অস্তি স্বরূপ তেঁহো হয়েন এইরূপ তাঁহাকে জানিবেক অতএব অস্তি রূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞান গোচর তেঁহো কিরূপে হইবেন এই হেতু অস্তিমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক অথবা সর্ব্ব প্রকারে তেঁহো অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ এমৎ করিয়া জানিবেক এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে পশ্চাৎ যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে জানায়েন। অস্তিরূপে তেঁহো জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ এই যে আর্দ্রো ঘট দেখিলে ঘট আছে এমৎ জ্ঞান হয় তাহার 'পর ঘট ভাঙ্গাগেলে তাহার খণ্ডআছে এমৎ জ্ঞান জন্মে সেই ঘট খণ্ডকে চূর্ণ করিলে পুনরায় চূর্ণ আছে এই প্রতীতি হয় অতএব অস্তি অর্থাৎ আছে ইহার নিশ্চয় পরে পূর্ব্বে সর্ব্বদা সমান থাকে। ১৩। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ১৪। বুদ্ধি বৃত্তিতে যে সমুদায় কামনা থাকে তাহা যখন জ্ঞানীর বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সেই ব্যক্তি মায়ারূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ১৪। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং। ১৫। যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি সকল অর্থাৎ এই শরীর আমি আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হয় তখন তাহার কামনা সকল দূর হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন। এই উপদেশকে

সমুদায় বেদান্তের সিদ্ধান্ত জানিবে।১৫। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি। ১৬। উত্তম জ্ঞানী ইহ লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন পূর্ব্বে কহিয়া দুর্ব্বল জ্ঞানীর ফল পরের এই মন্ত্রে কহিতেছেন। একশ ও এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় তাহার মধ্যে সুষুম্না এক নাড়ী ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে মৃত্যুকালে সেই সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে পায়েন কিন্তু সুযুম্না ব্যতিরেক অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে ব্রহ্মলোক না পাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবর্ত্ত হয়েন। ১৬। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি। ১৭। অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ রূপে জ্ঞান করিবেক যেমন শরের মুংজ হইতে তাহার সূক্ষ্ম পত্রকে পৃথক্ করিয়া লয়। সেই আত্মাকেই বিশুদ্ধ অবিনাশি ব্রহ্ম করিয়া জানিবে। শেষ বাক্যের দুইবার কথন এবং ইতি শব্দের প্রয়োগ উপনিষৎ সমাপ্তির সূচক হয়। ১৭। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব। ১৮। যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদায় যোগবিধিকে নচিকেতা পাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন অন্য ব্যক্তিও যে এইরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে জানে সেও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ১৮। ইতি কঠোপনিষদি ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পরের মন্ত্র সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই উপনিষদের আদিতে এবং অন্তে পাঠ করিতে হয়। সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ১। উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁহো আমাদের দুই জন অর্থাৎ গুরুশিষ্যকে

একত্র এই আত্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা রক্ষা করুন আর আমাদের দুই জনকে একত্র এই বিদ্যার ফল প্রকাশ দ্বারা পালন করুন। আর বিদ্যা জন্য যে সামর্থ্য তাহাকে আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নিস্পন্ন যেন করি আর বিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা আমরা যে দুই তেজস্বী হইয়াছি আমাদের পঠিত বিদ্যাকে পরমেশ্বর সুপঠিত করুন আর যেন আমরা পরস্পর দ্বেষ না করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তিনবার শান্তির পাঠ সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত হয় আর ওঁকার শব্দ উপনিষদের সমাপ্তির জ্ঞাপক হয়। সমাপ্তিঃ।

ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র।

বাঙ্গালি প্রেষ।

মুণ্ডকোপনিষৎ

ও তৎসৎ। মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় প্রাহ॥ ১॥ অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাং॥ ২॥ শৌনকোহ বৈ মহাশালোঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩॥ তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥ যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥ যথোর্ণ-নাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং॥ ৭॥ তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং॥ ৮॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥ ৯॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ॥ তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ ১॥ যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥ ২॥ যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণ-মতিথিবর্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥ ৩॥ কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ৪॥ এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ॥ ৫॥ এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চ্চ-যন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥ ৬॥ প্লবাহ্যেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢা জরামৃত্যুং

তে পুনরেবাপিয়ন্তি ॥ ৭ ॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮॥ অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥ ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি ॥ ১০ ॥ তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥ পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥ ১২ ॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং ॥ ১৩ ॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি ॥ ১ ॥ দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪॥ তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥ তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণোপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥ সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥ অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥ পুরুষ

এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতং এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং সোবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ॥ আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতং। এজৎ প্রাণ-ন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাং ॥১॥ যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোণু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥ ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥৩॥ প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৪॥ অস্মিন্ দৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥ অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ সএষোন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতি-ষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বি-জ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥ ১১॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১ ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীত-শোকঃ ॥ ২ ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥ প্রাণো

হ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ-আত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রোয়ং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫ ॥ সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং ॥৬॥ বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং ॥৭॥ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥ এযোণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষআত্মা ॥ ৯ ॥ যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধসত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ ॥ সবেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥১॥ কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ৩ ॥ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদা ত্তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥ সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৫॥ বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে ব্রহ্ম-লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥ গতাঃ কলাঃ পঞ্চ-দশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকীভবন্তি ॥ ৭ ॥ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ-মুপৈতি দিব্যং ॥ ৮ ॥ স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থি-ভ্যো বিমুক্তোমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥ তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণং ॥ ১০ ॥ তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥১১॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈ-রঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

সকল জগতের সৃষ্টি এবং পালনের প্রয়োজ্য কর্ত্তা ও সকল দেবতার প্রধান যে ব্রহ্মা তেঁহ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন সেই ব্রহ্মা সকল বিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা অথর্ব্বনামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ১। যে বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে করিয়াছিলেন অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে অঙ্গির নামে ঋষিকে পূর্ব্বে উপদেশ করেন। সেই অঙ্গির ভরদ্বাজের বংশজাত যে সত্যবাহ তাঁহাকে ওই বিদ্যা কহি-লেন এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইতে পর পর কনিষ্ঠেতে উপদিষ্ট যে সেই ব্রহ্মবিদ্যা তাহা ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে উপদেশ করেন। ২। পরে মহাগৃহস্থ শৌনক যথাবিধান ক্রমে অঙ্গিরসের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবান্ এমৎরূপ কি কোনো এক বস্তু আছেন যে তাঁহাকেই জানিলে সমুদায় বিশ্বকে জানাযায়। ৩। শৌনককে অঙ্গিরস উত্তর করিলেন। বিদ্যা দুই প্রকার হয় ইহা জানিবে যাহা বেদার্থবিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে কহেন তাহার প্রথম পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা। ৪। তাহাতে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সাম-বেদ অথর্ব্ববেদ আর শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা হয়। আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা সেই অবিনাশি

ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। ৫। সেই যে ব্রহ্ম তেঁহো অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন অগ্রাহ্য অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য এবং গোত্র রহিত ও শুক্লকৃষ্ণাদি গুণ রহিত ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিত এবং হস্তপাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় রহিত বিনাশশূন্য আর যিনি আব্রহ্মস্থাবরান্ত জগৎ স্বরূপ হইয়া আছেন ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন আর তেহোঁ অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়রহিত হয়েন আর সকল ভূতের কারণ করিয়া যাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা জানিতেছেন অর্থাৎ এতদ্রূপ অবিনাশি ব্রহ্মকে যে বিদ্যার দ্বারা জানায়াঘ তাহার নাম পরাবিদ্যা। ৬। যেমন মাকড়সা অন্য কাহাকে সহায় না করিয়া আপন হইতে সূত্রের সৃষ্টিকরে ও পুনরায় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীরের সহিত এক করিয়া লয় আর যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি যব ও গোধূম প্রভৃতি জন্মে আর যেমন জীবন্ত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় এই সংসারে সমুদায় বিশ্ব সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৭। সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন তখন সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহা হইতে অব্যাকৃত অর্থাৎ জগতের সাধারণ কারণ সূক্ষ্ম রূপে উৎপন্ন হয় পরে সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাসনা কর্ম্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদায় জীব স্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎপন্ন হয়েন পরে ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প বিকল্পরূপ মনের জন্ম হয় আর ঐ মন হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে ক্রমে ভূরাদি সপ্ত লোকের জন্ম হয় সেই লোকেতে মনুষ্যাদির বর্ণাশ্রমাদিক্রমে কর্ম্ম সকল জন্মে আর ঐ কর্ম্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়। ৮ যিনি সামান্য রূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষ রূপে সকলকে জানেন আর যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ আর নাম রূপ এবং অন্ন অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি সকল জন্মিতেছে। ৯। ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

যে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে বশিষ্ঠাদি পণ্ডিতেরা বেদে দেখিয়াছেন তাহা সকল সত্য অর্থাৎ সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য ফলদায়ক হয়।

আর হোতা উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এই তিন ঋত্বিকের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম বাহুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইযাছে। সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে তোমরা যথোক্ত ফলের কামনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকহ কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগের নিমিত্ত তোমাদের এই এক পথ আছে। ১। অগ্নি উত্তম রূপে প্রজ্বলিত হইলে যখন শিখা সকল লেলায়মান হয় তখন হোমের স্থান যে সেই শিখার মধ্যদেশ তাঁহাতে দেবোদ্দেশে আহুতি প্রক্ষেপ করিবেক। ২। যে ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অমাবস্যা যাগে এবং পৌর্ণমাসী যাগে রহিত হয় আর চাতুর্ম্মাস্য কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় আর শরৎ ও বসন্ত কালে নূতন শস্য হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে না করে এবং অতিথি সেবা রহিত হয় ও যথাকালে অনুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় কিম্বা অযথা শাস্ত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ঐ যাগ কর্ত্তার সপ্তলোককে নষ্ট করে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে স্বর্গাদি সপ্তলোককে সে প্রার্থনা করিত তাহা প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়। ৩। কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সাত প্রকার জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়। ৪। যে ব্যক্তি এই সকল অগ্নির জিহ্বা প্রকাশমান হইলে বিহিতকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিকে ঐ যজমানের অনুষ্ঠিত যে আহুতি সকল তাহারা সূর্য্য রশ্মির দ্বারা সেই স্থানে লইয়া যান যেখানে দেবতাদের পতি, যে ইন্দ্র তেঁহ শ্রেষ্ঠরূপে বাস করেন। ৫। সেই দীপ্তিমন্ত আহুতি সকল আগচ্ছ আগচ্ছ করিয়া ঐ যজ্ঞ কর্ত্তাকে আহ্বান করেন আর প্রিয়বাক্য কহেন এবং পূজা করেন আর কহেন যে উত্তমধাম এই স্বর্গ তোমাদের সুকৃত কর্ম্মের ফল হয় এপ্রকার কহিয়া সূর্য্য রশ্মির দ্বারা যজমানকে লইয়া যান। ৬। অষ্টাদশাঙ্গ যে জ্ঞানহীন যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। ৭। আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞান রূপ কর্ম্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্ম

জরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধ সকল গমন করে অর্থাৎ পথে নানাপ্রকারে ক্লেশ পায় । ৮ । যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া কহে যে আমরাই কৃতকার্য্য হই সে সকল অজ্ঞানি কর্ম্ম ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফলের ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় । ৯ । অতি মূঢ় যে সকল লোক শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, আর স্মৃতিতে উক্ত যে কূপোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম তাহাকেই পরমার্থসাধন ও শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে আর কহে যে ইহা হইতে পুরুষার্থসাধন আর নাই সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্ম ফল ভোগের আয়তন যে স্বর্গ তাহাতে ফল ভোগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই মনুষ্যলোককে কিম্বা ইহা হইতে হীন লোককে অর্থাৎ পশ্বাদি ও বৃক্ষাদি দেহকে প্রাপ্ত হয । ১০ । বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের দমন পূর্ব্বক বনেতে ভিক্ষাচরণ করিয়া বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করেন এবং জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ যাহারা ঐ রূপে উপাসনা ও তপস্যা করে তাঁহারা পুণ্য পাপ রহিত হইয়া উত্তর পথের দ্বারা সেই সর্ব্বোত্তম স্থানে যান যেখানে প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী যে অমর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ অবস্থিতি করেন ।১১। কর্ম্ম জন্য যে সকল স্বর্গাদি লোক তাহার অস্থিরতা ও দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে বৈরাগ্য করিবেন যেহেতু তেঁহ বিবেচনা করিবেন যে ইহ সংসারে ব্রহ্ম ভিন্ন অকৃত বস্তু অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর নাই এবং অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না তবে আয়াসযুক্ত কর্ম্মে আমার কি প্রয়োজন আছে এই প্রকারে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সেই পরম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত হস্তে সমিৎ লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন । ১২ । সেই বিদ্বান গুরু এই প্রকারে অনুগত এবং দর্পাদি দোষ রহিত ও ইন্দ্রিয় দমনশীল যে সেই শিষ্য তাহাকে যে প্রকারে সেই অক্ষর পর ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেইরূপে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ যথার্থ মতে করিবেন । ইতি প্রথম মুণ্ডকং ।

পরা বিদ্যার বিষয় যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহ কেবল পরমার্থ

সত্য হয়েন। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমান রূপ সহস্র ২ স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় তাহার ন্যায় হে প্রিয়শিষ্য সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীব সকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই লীন হয়। ১। ব্রহ্ম অলৌকিক হয়েন এবং মূর্ত্তিরহিত ও পরিপূর্ণ হয়েন আর বাহ্যেতে ও অন্তরেতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন ও জন্মরহিত আর প্রাণাদি বায়ু ও মনঃ প্রভৃতি ইহা সকল ব্রহ্মেতে নাই অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর স্বভাব অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়েন। ২। হিরণ্যগর্ভ এবং মন ও সকল ইন্দ্রিয় আর তাহাদের বিষয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবী ইহাঁরা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন। ৩। স্বর্গ যাঁহার মস্তক আর চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার দুই চক্ষু হয়েন দিক্ সকল কর্ণ আর যাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্য বেদ হয়েন এবং বায়ু যাঁহার প্রাণ আর এই বিশ্ব যাঁহার মন আর পৃথিবী যাঁহার পা হয়েন অতএব তেঁহো সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে আছেন। ৪। সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করেন এমৎরূপ স্বর্গ সেই ব্রহ্মহইতে জন্মিয়াছেন আর ঐ স্বর্গেতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহা হইতে মেঘের জন্ম হয় সে মেঘ হইতে ভূমিতে ব্রীহিযবাদি জন্মে আর ঐ ব্রীহিযবাদি ভক্ষণ করিয়া পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে এই প্রকারে জন্মিতেছে যে বহুবিধ প্রজা তাহাও সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ৫। সেই পুরুষ হইতে ঋক্ সাম যজু এই তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র আর মেখলাদি ধারণরূপ নিয়ম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ক্রতু অর্থাৎ পশুবন্ধনার্থ যূপবিশিষ্ট যে যজ্ঞ আর দক্ষিণা ও কর্ম্মের অঙ্গ সম্বৎসরাদি কাল আর কর্ম্মকর্ত্তা যজমান এবং কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক জন্মিতেছে যে লোক সকলকে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন আর সূর্য্য যাহাতে রশ্মি দেন। ৬। বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন আর সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষি ও প্রাণ এবং অপানবায়ু আর ব্রীহিযব এবং তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি ইহা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন। ৭। আর মস্তক সম্বন্ধি সাত ইন্দ্রিয় সেই পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন এবং আপন আপন বিষয়েতে তাহাদের সাত

প্রকার স্ফূর্ত্তি ও রূপাদি সাত প্রকার বিষয় আর ঐ বিষয় ভেদে সাত প্রকার জ্ঞান আর সাত ইন্দ্রিয়ের স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণি ভেদে ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রাকাল ব্যতিরিক্ত স্থিতি করে ইহাঁ সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মি-তেছে।৮। আর সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্র সকল পর্ব্বত সকল জন্মিয়াছে আর গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী সকল জন্মিয়াছেন আর সর্ব্ব প্রকারে ব্রীহিযব প্রভৃতি ও তাহার মধুরাদি ছয় প্রকার রস যে রসের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর অবস্থিত হইয়া আছে তাহা সকল সেই অক্ষর পর ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে।৯। কর্ম্ম তপস্যা ও তাহার ফল ইত্যাদিরূপ যে বিশ্ব তাহা সেই ব্রহ্মাত্মক হয় সেই ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী হয়েন যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে হে প্রিয়শিষ্য হৃদয়ে চিন্তন করে সে ব্যক্তি নানা দৃঢ় যে অবিদ্যা বাসনা তাহাকে ছিন্ন করে অর্থাৎ সে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ।

• সেই ব্রহ্ম সকল প্রাণির হৃদয়ে আবির্ভূত রূপে অন্তরে হইয়া আছেন অতএব তাঁহার নাম গুহাচর অর্থাৎ সকল প্রাণির হৃদয়েতে চরেন এবং তেঁহ সকল হইতে মহৎ ও সর্ব্ব পদার্থের আশ্রয় হয়েন আর সচল পক্ষি প্রভৃতি ও প্রাণাপানাদি বিশিষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি আর নিমেষাদি ক্রিয়া বিশিষ্ট যে সকল জীব ও নিমেষশূন্য জীব ইহারা সকলেই সেই পরমেশ্বরেতে অর্পিত হইয়া আছেন এইরূপে সকলের আশ্রয় ও স্থূল সূক্ষ্মময় জগতের আধার এবং সকলের প্রার্থনীয় তেঁহো হয়েন ও প্রজা দিগের জ্ঞানের অগোচর ও সকলের শ্রেষ্ঠ যে সেই ব্রহ্ম তাঁহাকে জানহ অর্থাৎ তেঁহই আমাদের অন্তর্যামি হয়েন।১। যিনি দীপ্তি বিশিষ্ট আর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল আর ভবাদি সপ্ত লোক এব ঐ লোকনিবাসী মনুষ্য দেবাদি ইহারা সকল যাহাতে অবস্থিত আছেন এইরূপে যিনি সকলের আশ্রয় তেঁহ সেই অবিনাশী ব্রহ্ম এবং তেঁহ প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরে যে চৈতন্য তেঁহ তৎস্বরূপ হয়েন যে ব্রহ্ম প্রাণাদির অন্তরে চৈতন্য রূপে আছেন তেঁহই কেবল সত্য অব্যয় এবং তাঁহাতেই চিত্তের সমাধি কর্ত্তব্য হয় অতএব হে প্রিয় শিষ্য তুমি সেই ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি করহ।২।

উপনিষদে উক্ত যে মহাস্ত্ররূপ ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনার দ্বারা শাণিত শরকে ঐ ধনুকেতে যোগ করিবেক তুমি সেইরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত যে মন তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহাকে বিদ্ধ করহ। ৩। এস্থলে প্রণব ধনুঃস্বরূপ হয়েন আর জীবাত্মা শরস্বরূপ আর লক্ষ সেই ব্রহ্ম হয়েন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া শর যেরূপ লক্ষে বিদ্ধ হইয়া মিলিত হয় তাহার ন্যায় জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেক। ৪। স্বর্গ পৃথিবী আকাশ আর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যে ব্রহ্মতে সমর্পিত হইয়া আছেন সেই এক এবং সকলের আত্মা স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল তোমরা জানহ আর কর্ম্ম জ্ঞাপক যে অন্য বাক্য তাহা পরিত্যাগ করহ যেহেতু সেই আত্মজ্ঞান কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। ৫। যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত কাষ্ঠেতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কাষ্ঠ সকল সংলগ্ন হইয়া আছে তাহার ন্যায় যে হৃদয়েতে শরীরব্যাপি নাড়ী সকল সংলগ্ন আছে সেই হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কারাদির আশ্রয় এবং শ্রবণ দর্শন চিন্তাদি উপাধি প্রযুক্ত বিশিষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম অবস্থিত আছেন সেই আত্মাকে ওঁকারের অবলম্বন করিয়া চিন্তা করহ (শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ এই) যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের বিঘ্ন দূর হউক। ৬। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন ও যাঁহার শাসনে নানাবিধ নিয়ম রূপ মহিমা পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে সেই আত্মা দীপ্তিবিশিষ্ট যে হৃদয়স্থিত শূন্য তাহাতে অবস্থিত আছেন এবং মনোময় হয়েন ও স্থূল শরীরের হৃদয়ে সন্নিধান পূর্ব্বক প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে অন্যত্র চালন করিতেছেন। আনন্দ স্বরূপ অবিনাশি এবং স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন যে সেই আত্মা তাহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বত্র জানিতেছেন। ৭। কারণ স্বরূপে শ্রেষ্ঠ আর কার্য্য রূপে ন্যূন যে সেই সর্ব্বস্বরূপ আত্মা তাহাকে জানিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে বুদ্ধিস্থিত অজ্ঞান জন্য বাসনা তাহা নষ্ট হয়। আর সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের ছেদ হয়

আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যাদি দোষ রহিত এবং অবয়ব শূন্য অতএব নির্ম্মল আত্মা প্রকাশ স্বরূপ যে সূর্য্যাদি তাঁহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মা স্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ম্ময় কোষ অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিতেছেন তাঁহারাই যথার্থ জানেন। ৯। সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং চন্দ্র তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন আর এই সমুদায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকাশিত জানিবে এবং সেই ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রাদি এই জগতে দীপ্তি বিশিষ্ট হইতেছেন। ১০। সম্মুখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে ঐ অবিনাশি ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চাৎ ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে আর উত্তর ভাগে এবং অধোদিকে ও উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত হইয়া আছেন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম এসমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ মাত্র বিকার সকল মিথ্যা ব্রহ্ম কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকং সমাপ্তং।

সর্ব্বদা সহবাসি এবং সমান ধর্ম্ম এমৎরূপ দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মা শরীররূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহার মধ্যে এক যে জীবাত্মা তেঁহ নানাবিধ স্বাদুযুক্ত কর্ম্ম ফলের ভোগ করেন আর অন্য যে পরমাত্মা তেঁহ ফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন মাত্র করেন। ১। জীবাত্মা ঐ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া দীনতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু যে সময়ে জগতের নিয়ন্তা ও সকলের সেব্য পরমাত্মাকে এবং এই জগৎ স্বরূপ তাঁহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বারা পুনরায় শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২। যখন সেই সাধক ব্যক্তি স্বয়ং প্রকাশ এবং জগতের কর্ত্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ঐ জ্ঞানিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ রহিত হইয়া পরমসমতা অর্থাৎ অদ্বয় ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। ৩। এবং সর্ব্বভূতস্থ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন যে

সেই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি কাহাকে অতিক্রম করিয়া কহেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদি বিশিষ্ট যে ঐ সাধক তাঁহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রীতি থাকে না এইরূপ যে জ্ঞানি সে সকল ব্রহ্মজ্ঞানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ৪। সর্ব্বদা সত্য কথন আর ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তের একাগ্রতা এবং সম্যক্ প্রকার বুদ্ধি আর ব্রহ্মচর্য্য এই সকল সাধনের দ্বারা সেই আত্মার লাভ হয় যিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় এবং নির্ম্মল রূপে অবস্থিত আছেন এবং কাম ক্রোধাদি রহিত যত্নশীল ব্যক্তিরা যাঁহার উপলব্ধি করিতেছেন। ৫। সত্যবান্ যে ব্যক্তি তাহারি জয় অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাপি না হয় আর সত্য-বাদির প্রতি দেবযানাখ্যেয় পথ তাহা অনাবৃতদ্বার হইয়া আছে যে পথের দ্বারা দম্ভাহঙ্কার রহিত এবং স্পৃহা শূন্য ঋষি সকল সেই স্থানে আরোহণ করেন যেখানে সত্যের দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম তত্ত্ব আছেন।৬। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়েন আর তেঁহ স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য নহেন অতএব তাহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে তেঁহ সূক্ষ্মবস্তু যে আকাশাদি তাহা হইতেও অতি সূক্ষ্ম হয়েন অথচ সর্ব্বত্র তেঁহ প্রকাশিত হয়েন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দূর হইতেও অতি দূরে আছেন আর জ্ঞানির অতি নিকটে তেঁহ আছেন আর চেতনাবন্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি করিতেছেন জ্ঞানিরা তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি করেন। ৭। সেই আত্মা চক্ষুঃদ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো গ্রাহ্য নহেন এবং তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন কিন্তু যখন জ্ঞানের প্রসন্নতা হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তখন সর্ব্বোপাধি রহিত পরমাত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তন পূর্ব্বক তাহাকে জানিতে পারে। ৮। যে শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া প্রবেশ করিয়া-ছেন সেই শরীরের হৃদয়েতে এই সূক্ষ্ম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন আর প্রজাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্ব প্রকার চিত্তকে যে আত্মা চৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেহোঁ রাগ দ্বেষাদি রহিত চিত্ত হইলে হৃদয়েতে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। ৯। এইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী

কি আপনার নিমিত্ত কি অন্যের নিমিত্ত পিতৃলোক স্বর্গলোক প্রভৃতি যে যে লোককে মনেতে সংকল্প করেন আর যে যে ভোগ্য বিষয়কে প্রার্থনা করেন তেঁহ সেই লোককে এবং সেই সেই ভোগ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হয়েন অতএব ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি আত্মজ্ঞানির পূজা করিবেক ॥ ১০ ॥ ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ ॥

সকল কামনার আশ্রয় ও সমস্ত জগতের আধার এবং নিরুপাধি হইয়া আপন দীপ্তির দ্বারা প্রকাশিত যে এই ব্রহ্ম তাঁহাকে জ্ঞানি ব্যক্তি জানিতেছেন যে সকল লোকে নিষ্কাম হইয়া সেই আত্ম জ্ঞানির পূজা করে তাহারা শরীরের কারণ যে এই শুক্র তাহাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের হয় না। ১। যে ব্যক্তি কাম্য বিষয় স্বর্গ ও পুত্র পশ্বাদির বিবিধ গুণকে চিন্তা করিয়া সে সকল বস্তুকে প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি তাদৃশ কামনাতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেই বিষয় ভোগের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে আর যে ব্যক্তি অবিদ্যাদি হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মাকে জানিয়া তন্নিষ্ঠ হয় সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাম্য বিষয়েতে তাহার স্পৃহা থাকে না এমৎরূপ ব্যক্তির শরীর বিদ্যমান থাকিতেই সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। ২। এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। ৩। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিদের লভ্য পরমাত্মা নহেন এবং বিষয়াসক্তি জন্য অনবধানতার দ্বারা ও বিবেক শূন্য কেবল জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন কিন্তু এই সকল উপায় দ্বারা যে বিবেকি ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করেন সেই ব্যক্তির জীবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়। ৪। রাগাদি দোষ শূন্য ইন্দ্রিয় দমনশীল এবং জীবকে পরমাত্মা স্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে ঋষি সকল তাহারা এই আত্মাকে জানিয়া কেবল ঐ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন এবং সমাধিনিষ্ঠচিত্ত যে ঐ জ্ঞানি সকল তাঁহারা সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র জানিয়া দেহ ত্যাগ সময়ে অবিদ্যাকৃত সর্ব্ব প্রকার উপাধিকে

পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। ৫। যে সকল যত্নশীল ব্যক্তি বেদান্ত জন্য জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা করেন আর সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম নিষ্ঠার দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের তাহারা অন্যাপেক্ষা উত্তম মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অবিনাশি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৬। দেহের কারণ যে প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পঞ্চদশ অংশ তাহারা আপন আপন কারণেতে তাঁহাদের মৃত্যুর সময় লীন হয় আর চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয় তাহারাও আপন আপন প্রতি দেবতা সূর্য্যাদিকে প্রাপ্ত হয়েন। আর শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্ব স্বরূপে প্রবিষ্ট যে আত্মা অর্থাৎ জীব ইহারা সকল অব্যয় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানি ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং প্রকাশ সেই সর্ব্বত্র ব্যাপি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে কোনো ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির বংশে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ও পাপ হইতে ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞান রূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা দ্বৈতজ্ঞানের কারণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৯। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত যে এই আত্মজ্ঞানের উপদেশ বিধি তাহা সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কহিবেক যাহারা যথা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বেদজ্ঞ হয়েন ও পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একর্ষি নামে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং হোমের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা প্রসিদ্ধ যে শিরোব্রত তাহার অনুষ্ঠান করেন তাহাদের প্রতিও এই ব্রহ্ম বিদ্যারূপ উপনিষদের উপদেশ করিবেন। ১০। সেই যে অবিনাশি*

---

* ইহার পরের কএকটী পংক্তি পাওয়া যাইতেছে না। সেই কএক পংক্তির মর্ম্মার্থ এই রূপ হইবে—"পূর্ব্বে অঙ্গিরা ঋষি এই সত্যটী বলিয়াছেন। অচীর্ণব্রত পুরুষ ইহা অধ্যয়ন

করিবার যোগ্য নহে। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। ১১
ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড।

হে যজ্ঞরক্ষক দেবতা সকল! আমরা কর্ণেতে "যেন ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি, নয়নেতে ভদ্র বস্তুই দর্শন করি, এবং স্থির অঙ্গ বিশিষ্ট শরীরে স্তোত্র সম্পাদন করিয়া দেবতাদিগের উপযুক্ত আয়ু যেন প্রাপ্ত হই। শান্তি শান্তি শান্তি হরি।"

মুণ্ডক উপনিষৎ সমাপ্ত।

সম্পাদক।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা।

ওঁতৎসৎ॥ পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এইমাত্র জানাযায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ওই জ্ঞানির জীব ইন্দ্রিয় সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহ লোকেই মৃত্যুপরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তে সর্ব্বত্র কহেন। তৈত্তি-রীয়শ্রুতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হয়েন। এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ। যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবর্ত্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহু র্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে। আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক। ভগবান্ মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকে কহেন। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলিই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপিহয় না। গীতাস্মৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ

বিহিতাঃ পুরা। ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তেঁহো ব্রাহ্মণ সকলকে এবং বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ওঁকার জপের দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন যেহেতু বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক যেহেতু আত্মা বা অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মনুস্মৃতি। ২ অধ্যায়। ৮৭ শ্লোক। জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই যে হেতু বেদান্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যে হেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক এসকলের নিয়ম নাই। আর ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের

চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন যেহেতু বেদান্তে কহিতেছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ২৭ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। যদি এমৎ কহ যে জ্ঞানসাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না তথাপি জ্ঞান সাধনের সময় শমদমাদি বিশিষ্ট হইবেক যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শমদমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। আর সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহাযায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি। ভগবান্ মনুও এইরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন। ১২ অধ্যায়। ৯২ শ্লোক। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক। যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে এবং জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক ও যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিতেছেন কেনশ্রুতি। সত্যমায়তনং। জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি হয় না। এবং মহাভারতে কহিতেছেন। অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে। এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এদুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা করিয়া এক সত্য গুরুতর হইলেন অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। আর ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেক অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখিবেন না। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা

হইতেও ভীত হয় না আর কেবল এক পরমেশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ব নিয়ন্তা জানিয়া তাঁহারি কেবল শরণাপন্ন থাকিবেন। শ্বেতাশ্বতর। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চপ্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেব মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে নচেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। স কারণং কারণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনেশ মীড্যং। যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমত ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি। ইহ জগতে পরব্রহ্মের পালনকর্ত্তা এবং তাঁহার শাসন কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তেঁহ বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই। সেই পরমাত্মা যত ঈশ্বর আছেন তাঁহাদের পরম মহেশ্বর হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহাদের তেঁহ পরম দেবতা হয়েন এবং যত প্রভু আছেন তাঁহাদের তেঁহ প্রভু আর সকল উত্তমের তেঁহ উত্তম হয়েন অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মকে আমরা জানিতে ইচ্ছাকরি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম [১] যেহেতু জ্ঞান সাধনের সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় এমৎ বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্রে লিখিয়াছেন। বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে ইহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ৩৭ সূত্রে কহিতেছেন। অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অধিকার আছে রৈক্বা চক্নবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমীছিলেন তাঁহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমৎ বেদে দেখা যাইতেছে। এবং গীতাস্মৃতিতে ভগবান্ কৃষ্ণ তাবৎ ধর্ম্মকে উপদেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তিতে কহিতেছেন। সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি

[১] আদর্শ পুস্তকের এই স্থানে কয়েকটি শব্দ কাটিয়া গিয়াছে।

মা শুচঃ। বর্ণাশ্রম বিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাকুল হইও না। এই গীতাবচেনর দ্বারাতেও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপাসনাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয় ইহা বেদান্তে কহিয়াছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ৩৯ সূত্র। অতস্তিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ। আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন। যে কোনো ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সেই ব্যক্তির নামরূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৪ সূত্রে লিখেন। নপ্রতীকেনহিসঃ। বিকার ভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি। আত্মেত্যেবোপাসীত। কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক। আত্মানমেবলোকমুপাসীত। জ্ঞানস্বরূপ আত্মারি উপাসনা করিবেক। বৃহদারণ্যক শ্রুতি। তস্যহনদেবাশ্চনাভূত্যাঈশতে আত্মাহ্যেষাং সভবতি যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহসাবন্যোহমস্মিনসবেদযথাপশুরেবং সদেবানাং। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরো আরাধ্য হয় আর যে কোনো ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়। নামরূপ বিশিষ্টকে ব্রহ্মকরিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন যেহেতু বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৫ সূত্রে কহেন। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। আদিত্যাদি যাবৎ নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদির যাবৎ নামরূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে

আরোপিত করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাস বুদ্ধি করিবেক না। আর নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোনো উপায় নাই বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ সূত্রে লিখেন। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদিগোই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোককে লইয়া যান ইহা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার কবিলে কোনো দোষ হয় না তৎক্রতুন্যায়ো ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহাকেই পায়। ঈশোপনিষৎ। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদিও সকল অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্যালোক অর্থাৎ অসুর দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভকর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্য। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্য দ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। যে ব্রহ্মতত্ত্বে দর্শন যোগ্য এবং শ্রবণ যোগ্য ও জ্ঞানগম্য কোনো বস্তু নাই তেঁহই সর্ব্বব্যাপক অপরিছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর যাহাকে দেখাযায় ও শুনাযায় ও জানাযায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প সুতরাং সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিছিন্ন সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তেঁহ অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল অপরিছিন্ন অবিনাশী পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। কেনোপ-

নিষৎ। ইহচেদবেদীদথ সত্য মস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যদি এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ি ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপবিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচর হয়েন এমৎ অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমৎ অপবাদও দিবেন না তাঁহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে এবং তেঁহ স্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমৎ অপবাদও দিবেন না। শ্বেতাশ্বতর। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তংনিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অবয়ব-শূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত এবং উপাধি শূন্য পরমেশ্বর হয়েন। কঠোপনিষৎ। অশব্দ মস্পর্শম রূপ মব্যয়ং তথাহ-রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পরব্রহ্মতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসব গুণ নাই অতএব তেঁহ হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। নামরূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়ে। ২ পাদে। ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়। প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ন তস্য প্রতিমাস্তি। সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই। বৃহদারণ্যক। স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতী-তিঈশ্বরোহতথৈব স্যাৎ। যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমাত্মা ভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিলবাক্য। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। ২২। সর্ব্বভূতব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে

পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে ব্রহ্মতত্ত্বে মতি নাই এবং সর্ব্বব্যাপি করিয়া পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ব্রহ্ম বিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্য মগ্রাহ্যমিত্যাদি। বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয় আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানাযায় সে কেবল বেদ শিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন। কঠবল্লী। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমা-দ্বৃণীতে। জ্ঞান আর কর্ম্ম এদুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এদুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে আপাতত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। এবং শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারি বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। অধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্ম তত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেণ

ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়া ঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণযেদ্যঃ ইত্যাদি যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে স্বমেকমেকমুর্দিরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা। ইত্যাদি মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ব বিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্রীপুরুষ ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিকরূপে এসকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্ব লিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে। গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতাঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। যে মূঢ় সকল বেদের ফল শ্রবণ বাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতি বাক্য তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহেন আর কহেন যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিত চিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানেন আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য

আছে এমৎবাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কহেন অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোক-রঞ্জন মাত্র। কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোক-রঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥ অতএব এ সকল কর্ম্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। মহানির্ব্বাণ। আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহার-তুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥ যাঁহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না। গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন। ছান্দোগ্য। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্রতীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেইকালে যথাবিধি নিয়ম পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবর্ত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেক হিংসা করিবেক না এই প্রকারে মৃত্যুপর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর-ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। মুণ্ডকোপনিষৎ। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্নু ভগবো

বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধি পূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান সকলকে জানাযায়। এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতিও এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবযা। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকট যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানি সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন। ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধন-চতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই হইয়াছে। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৫১ সূত্রে কহেন। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্টয় পূর্ব্ব জন্ম ব্যতিরেক ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানদাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমত স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কথা বৃথা হয়। অতএব গুরুর লক্ষণ মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক। এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্রেই গুরু কিরূপ হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ বিভাগরহিত চরাচরব্যাপি যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি। কিন্তু চরাচরের এক দেশস্থ আকাশের অন্ত

র্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না কেন না বিবেচনা করেন। অতএব তন্ত্রে লিখেন। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমৎ গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুরু দুর্লভ যে শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্মরক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃ-করণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠে। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। যদি সর্ব্বদা বেদান্তের শ্রবণে অসমর্থ হয়েন তবে প্রথমা-ধিকারি ব্যক্তিরা যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতি আর যো ব্রহ্মাণং ইত্যাদি শ্রুতি যাহা এই ভূমিকাতে লিখাগিয়াছে ইহার শ্রবণ ও অর্থের আলোচনা সর্ব্বদা করিবেন। যে যে শ্রুতি এবং সূত্র এই ভূমি-কাতে লেখাগেল তাহার ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করাগিয়াছে। হে পরমেশ্বর এই সকল শ্রুত্যর্থের স্ফূর্ত্তি আমাদের *

---

* ভূমিকার শেষে আদর্শ পুস্তকের এই স্থলে কয়েকটী শব্দ কাটিয়া গিয়াছে।

ওঁ তৎসৎ। অথ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের উপায় ওঁকার হইয়াছেন সেই ওঁকারের ব্যাখ্যান এই উপনিষদে করিতে-ছেন যেহেতু বেদে ওঁকারকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়া কহিয়াছেন কারণ এই যে ওঙ্কার ব্রহ্মকে কহেন আর ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন। কঠশ্রুতিঃ। ওমিত্যেতৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং। ছান্দোগ্য। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওঁমিতি ব্রহ্ম। এই সকল শ্রুতির দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় যে যেমন মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি সত্য রজ্জু আশ্রয় হইয়াছে সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রপঞ্চময় বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন সেই প্রকারে এই সকল প্রপঞ্চময় বাক্যের আশ্রয় ওঁকার হইয়াছেন ওই ওঙ্কার শব্দ ব্রহ্মকে কহেন এ নিমিত্ত ওঁকারকে ব্রহ্ম করিয়া অঙ্গীকার করাযায়। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কারএব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঁকারএব। যেমন পর ব্রহ্মের বিকার এই বিশ্ব হয় সেইরূপ ওঙ্কারের বিকার যাবৎ শব্দকে জানিবে আর শব্দ সকল আপন আপন অর্থকে কহেন এ প্রযুক্ত শব্দ সকল আপন আপন অর্থস্বরূপ হয়েন অতএব তাবৎ শব্দ ও তাহার অর্থ এদুয়ের স্বরূপ ওঁকার হইলেন আর পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎরূপে ওঙ্কার কহেন এনিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপও ওঙ্কার হইলেন সেই অক্ষরস্বরূপ ওঙ্কার যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন হইয়াছেন তাঁহার স্পষ্টরূপে কথন এই উপনিষদে জানিবে আর ভূত ও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেতে যে সকল বস্তু থাকে তাহাও ওঙ্কার হয়েন যে কোনো বস্তু ত্রিকালের অতীত হয় যেমন প্রকৃত্যাদি তাহাও ওঙ্কার হয়েন। ১। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক এবং ব্রহ্ম ওঙ্কার শব্দের বাচ্য হয়েন অতএব ঐ দুয়ের ঐক্য জানাইবার জন্যে যেমন পূর্ব্বে ওঁকারকে বিশ্বময় এবং ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন এখন সেইরূপ পরের মন্ত্রে ব্রহ্মকে বিশ্বময় এবং ওঙ্কার স্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। যে সকল বস্তুকে ওঙ্কারস্বরূপ করিয়া কহাগেল সে সকল বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন. আর সেই ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় এই চারি অবস্থার ভেদে ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে

চারি প্রকার করিয়া কহাযায় তাহার তিন প্রকারের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ঐ তিন প্রকারের অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি পূর্ব্ব পূর্ব্বাবস্থাকে পর পর অবস্থাতে লীন করিলে পরে অবশেষ যে চতুর্থ প্রকার থাকেন সেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্ঞেয় হইয়াছেন। ২। এখন ঐ চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। সেই চৈতন্য যখন জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে প্রথম প্রকার কহি তখন তেঁহ ঘট পটাদি প্রপঞ্চময় যাবদ্বস্তুকে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আপন মায়ার প্রভাবে প্রকাশ করিয়া ঐ সকল বস্তুকে অনুভব করেন সেইকালে পরমাত্মাকে বিরাট অর্থাৎ বিশ্বরূপ করিয়া কহাযায় সেই বিশ্বরূপকে বেদে সপ্তাঙ্গ কহিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহোবহুলো বস্তিরেবরয়িঃ পৃথিব্যেবপাদাবিত্যাদি। এই বিশ্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মার মস্তক স্বর্গ হইয়াছেন আর সূর্য্য তাহার চক্ষু হয়েন আর বায়ু তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ হয়েন আর আকাশ তাঁহার মধ্যদেশ হয়েন আর অন্নজল তাহার উদর আর পৃথিবী তাহার দুই পাদ আর হবনযোগ্য অগ্নি তাহার মুখ হয়েন অর্থাৎ এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র হইয়া স্থিতি করেন এমৎ নহে কেবল সেই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন যেমন রজ্জুর সত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্পের এবং মিথ্যা দণ্ডের জ্ঞান হয়। সেই জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার উপলব্ধির দ্বার ১৯ উনিশ প্রকার হইয়াছে এনিমিত্তে তাঁহাকে একোনবিংশতিমুখ কহি। চক্ষু ১ জিহ্বা ২ নাসিকা ৩ চর্ম্ম ৪ কর্ণ ৫। বাক্য ৬ হস্ত ৭ পাদ ৮ পায়ু ৯ সন্তান উৎপত্তির কারণঅঙ্গ ১০। প্রাণ ১১ অপান ১২ সমান ১৩ উদান ১৪ ব্যান ১৫। মন ১৬ বুদ্ধি ১৭ অহঙ্কার ১৮ চিত্ত ১৯। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি স্থূল বিষয়কে ঐ জাগরন অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই চক্ষুঃ প্রভৃতি উনিশ প্রকার উপলব্ধি স্থানের দ্বারা গ্রহণ করেন এইহেতু তাঁহাকে স্থূলভুক শব্দে কহি। বিশ্বসংসারকে

তেঁহ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত করান এ নিমিত্ত তাঁহাকে বৈশ্বানর শব্দে কহাযায় অথবা বিশ্বরূপ পুরুষ. তেঁহ হয়েন এনিমিত্ত তাঁহার নাম বৈশ্বানর হয়। ৩। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার চারি প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ৪। সেই চৈতন্য যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রকার কহি জাগ্রদবস্থাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে বিষয়ের অনুভব হয় মনেতে তাহার সংস্কার থাকে ঐ মন নিদ্রাবস্থায় পূর্ব্বসংস্কার বশেতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও বিষয়ের অনুভব করেন মনকে অন্তরিন্দ্রিয় কহাযায় স্বপ্নে সেই অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহার অনুভব কেবল থাকে এইহেতু ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতাকে অন্তঃপ্রজ্ঞ কহাগেল স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আপন প্রভাবে বিশ্বকে স্বপ্নাবস্থায় রচনা করেন আর স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল যে মনেতে মিলিত হইয়াছে সেই মনের দ্বারা বিশ্বের অনুভবও করেন এই নিমিত্ত ঐ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতার ন্যায় সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ এ দুই শব্দ কহাযায়। স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারাধীন বিষয় সকলকে মন অনুভব করেন এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে প্রবিবিক্তভুক্ শব্দে কহিলেন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্থূল বিষয়কে ভোগ না করিয়া সূক্ষ্মরূপে ভোগ করেন। জাগ্রদবস্থায় যে স্থূল বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই বিষয়রহিত যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতার অনুভব হয় এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে তৈজস নামে কহাযায়। ৪। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার তৃতীয় প্রকারের বিবরণ করিতেছেন। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। ৫। যে সময়ে স্বপ্ন না দেখাযায় এবং কোনো কামনা না থাকে সেই সময়কে সুষুপ্তি অবস্থা কহি সেই অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সুষুপ্তিস্থান এই শব্দে কহিয়াছেন। জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে কুহাসাতে যেমন নানা আকার-

বিশিষ্ট বস্তু সকল একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপে ওই বিশ্ব সুষুপ্তি অবস্থাতে একীভূত হইয়া থাকে অতএব সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত শব্দে কহি। নানা প্রকার বস্তুর নানা প্রকার যে জ্ঞান তাহা মিশ্রিতের ন্যায় হইয়া সুষুপ্তি কালে থাকে এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞান-ঘন শব্দে কহাযায় অর্থাৎ সে অবস্থায় জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্‌২ জ্ঞান থাকে না। বিষয় অনুভবের দ্বারা যে ক্লেশ তাহা সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দ-প্রচুর কহি। আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন ব্যক্তি সকল সুখী কহায় সেইরূপ আয়াসশূন্য যে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে আনন্দভুক্ অর্থাৎ সুখের ভোক্তা কহা যায়। স্বপ্ন এবং জাগরণ এই দুই অবস্থার চৈতন্যের দ্বার সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হয়েন এনিমিত্ত তাঁহাকে চেতোমুখ অর্থাৎ চেতনের দ্বার কহি। জাগরণাপেক্ষা ও স্বপ্নাপেক্ষা সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতার নিরুপাধি জ্ঞান হয় এনিমিত্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞশব্দে কহেন। ৫। এখন ঐ তিন অবস্থাশূন্য যে তুরীয় পরমাত্মা তাঁহাকে তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতার সহিত অভেদ রূপে কহিতেছেন। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং। ৬। এই তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা তেঁহ তাবৎ বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন ঐ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সকল বস্তুকে বিশেষ রূপে জানেন ঐ পরমাত্মা সকলের অন্তরে স্থিত হইয়া সকলের নিয়ম-কর্ত্তা হয়েন তেঁহ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় তাঁহা হইতেই হয়। ৬। এখন সাক্ষিস্বরূপ তুরীয়কে কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকল সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণ সকলের নিষেধ দ্বারা সেই সর্ব্ববিশেষণশূন্য তুরীয় পরমাত্মাকে সংপ্রতি কহিতেছেন। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। ৭। নান্তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ সেই আত্মা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা

এই যে বিশেষণ তাহার ভিন্ন হয়েন ন বহিঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহারো ভিন্ন হয়েন নোভয়তঃ প্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ এবং স্বপ্ন এতদুয়ের মধ্য অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞানঘনং অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞং অর্থাৎ এক কালে সকল বিষয়ের জ্ঞাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও ভিন্ন পরমাত্মা হয়েন অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় অপ্রসিদ্ধ সুতরাং ঐ বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। এই পূর্ব্ব লিখিত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছিল যে পরমাত্মা অচৈতন্য হয়েন এই নিমিত্ত নাপ্রজ্ঞং অর্থাৎ পরমাত্মা অচৈতন্য নহেন এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্ব সন্দেহ দূর করিলেন। পরমাত্মাকে অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ ইত্যাদি নানা বিশেষণের দ্বারা বেদে কহিয়াছেন তবে কিরূপে নিষেধের দ্বারা ঐ সকল বিশেষণকে মিথ্যা করিয়া জানাযায় এই আশঙ্কার সমাধান ভাষ্যে করিতেছেন যে রজ্জুতে যেমন একবার সর্পভ্রম এক বার দণ্ডভ্রম হয় যে কালে সর্পভ্রম জন্মে সে কালে দণ্ডভ্রম থাকে না আর যে কালে দণ্ডভ্রম হয় সেকালে সর্পভ্রম থাকে না অতএব যথার্থে উভয় মিথ্যা হইয়া কেবল রজ্জুমাত্র সত্য থাকে সেইরূপ যখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার প্রতীতি থাকে না আর যখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার অনুভব হয় না অতএব স্বপ্ন জাগরণ ইত্যাদি উপাধি ঘটিত যে সকল বিশেষণ তাহা কেবল মিথ্যা কিন্তু উপাধিরহিত সর্ব্ববিশেষণশূন্য যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় তেঁহই সত্য হয়েন তবে বেদে যে এসকল বিশেষণের দ্বারা কহেন সে উপাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধসুগমের নিমিত্ত কহিয়াছেন কিন্তু ঐ বেদে তুরীয়কে যখন কহেন তখন ঐ সকল উপাধির নিষেধের দ্বারাই কহেন। অদৃষ্টং অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ হইতে ভিন্ন হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অব্যবহার্য্যং অর্থাৎ পরমাত্মা অদৃষ্ট এই নিমিত্ত তেঁহো ব্যবহার্য্য হইতে পারেন না। অগ্রাহ্যং অর্থাৎ

হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হইতে পারেন না। অলক্ষণং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানাযায় না। অচিন্ত্যং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের চিন্তা করা যায় না। অব্যপদেশ্যং অর্থাৎ শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। একাত্মপ্রত্যয়সারং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠাতা হয়েন এই জ্ঞানেতে যে ব্যক্তির নিশ্চয় থাকে তাহার প্রাপ্ত তেঁহ হয়েন। প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ যাবৎ প্রপঞ্চময় উপাধি তাহার লেশ সেই আত্মাতে নাই। শান্তং অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত। শিবং অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ তেঁহ হয়েন। অদ্বৈতং অর্থাৎ ভেদবিকল্পশূন্য তেঁহ হয়েন। চতুর্থং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা রূপে তেঁহ প্রতীত হইয়াছিলেন এখন এই তিন উপাধি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতির নিমিত্ত তাঁহাকে চতুর্থ করিয়া কহিতেছেন। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ অর্থাৎ সেই উপাধিরহিত যে তুরীয় তেঁহই আত্মা তেঁহই জ্ঞেয় হয়েন। ৭। সোঽয় মাত্মা অধ্যক্ষরমোঁকারোঽধিমাত্রং পাদামাত্রামাত্রাশ্চ পাদা অকারোকার-মকার ইতি। ৮। সেই তুরীয় আত্মা তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর তৎস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন সেই ওঙ্কারকে বিভাগ করিলে অধিমাত্র হয়েন অর্থাৎ ওঙ্কার তিনমাত্রা সহিত বর্ত্তমান হয়েন যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার নিদর্শনে আত্মার যে তিন প্রকার কহাগিয়াছে সেই তিন প্রকার ওঁকারের তিন মাত্রা হয়েন সেই তিন মাত্রা অকার উকার মকার হইয়াছেন। ৮। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা আপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বা আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯। জাগরণের অধিষ্ঠাতা যে বিশ্বরূপ আত্মা তেঁহ ওঙ্কারের অকাররূপ প্রথম মাত্রা হয়েন যেহেতু বিরাটের ন্যায় অকার সকল বাক্যকে ব্যাপিয়া থাকেন। শ্রুতিঃ। অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্। অথবা যেমন প্রথম অবস্থার অধি-ষ্ঠাতা যে বিরাট তেঁহ অন্য অন্য অবস্থার অধিষ্ঠাতার প্রথমে গণিত হই-য়াছেন সেইরূপ ওঙ্কারের তিন মাত্রার মধ্যে অকার প্রথমে গণিত হয়েন এই নিমিত্ত অকারকে বিরাট করিয়া বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ অকার আর বিরাট উভয়কে এক করিয়া জানে সে তাবৎ অভিলষিত

দ্রব্যকে পায় আর উত্তম লোকের মধ্যে প্রথমে গণিত হয়। ৯। স্বপ্নস্থান স্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ। ১১। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা যে তৈজস পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা যে উকার তৎস্বরূপ হয়েন বৈশ্বানর হইতে যেমন তৈজসকে উপাধির ন্যূনতা লইয়া উৎকৃষ্ট কহেন সেইরূপ অকার হইতে উকারকেও উৎকৃষ্ট কহিয়াছেন অথবা যেমন বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের মধ্যে অর্থাৎ জাগরণের অধিষ্ঠাতা এবং সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা এ দুইয়ের মধ্যেতে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা গণিত হইয়াছেন সেইরূপ ওঁঙ্কারের অকার আর মকারের মধ্যেতে উকার গণিত হইয়াছেন এই সাম্য লইয়া উকারকে তৈজস করিয়া বর্ণন করিলেন যে ব্যক্তি এইরূপে উকার আর তৈজসের অভেদ জ্ঞান করে সে যথার্থ জ্ঞান সমূহকে পায় আর সে ব্যক্তিকে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষে দ্বেষ করে না এবং সে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন অন্য প্রকার হয় না। ১১। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বং অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ১১। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা যে মকার তৎস্বরূপ হয়েন যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগরণ আর স্বপ্নের প্রবেশ হইয়া পুনরায় সুষুপ্তি হইতে নিঃসরণ হয়েন সেইরূপ ওঙ্কারের উচ্চারণের সমাপ্তিতে অকার এবং উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ওঙ্কারের প্রয়োগের সময় ঐ দুই মাত্রা মকার হইতে নির্গত হয়েন অথবা যেমন বিশ্ব আর তৈজস অর্থাৎ জাগরণ আর স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাতে লীন হয়েন সেইরূপ অকার আর উকার মকারে লয়কে পায়েন এই নিমিত্ত মকারকে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা করিয়া বর্ণন করেন যে ব্যক্তি এইরূপে মকার আর প্রাজ্ঞকে অভেদ করিয়া জ্ঞান করে সে এই জগৎকে যথার্থ মতে জানে আর জগতের কারণ যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ হয়। ১১। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ। ১২। মাত্রাশূন্য যে ওঙ্কার অর্থাৎ বর্ণরহিত প্রণব তেঁহ তুরীয় নির্বিশেষ পরমাত্মা হয়েন তেঁহ বাক্য

মনের অগোচর এনিমিত্ত অব্যবহার্য্য উপাধিরহিত এবং নিত্যশুদ্ধ ভেদশূন্য হয়েন এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ওঙ্কারকে পরমাত্মাস্বরূপ করিয়া যে ব্যক্তি জানে সে আত্মস্বরূপেতে অবস্থিতি করে অর্থাৎ তাহার উপাধিজন্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম সর্পের জ্ঞান পুনরায় আর থাকেনা। শেষ বাক্যে পুনরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন প্রকরণে ঐহিক ফল শ্রুতি লিখিলেন কিন্তু নির্বিশেষ যে তুরীয় তাঁহার প্রকরণে উপাধিঘটিত কোনো ফলশ্রুতির লেশ নাই যেহেতু কেবল স্বরূপে অবস্থিতি ইহার প্রয়োজন হয় ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা। ওঁতৎসৎ। শন ১২২৪ শাল। ২১ আশ্বিন।

॥ ওঁতৎসৎ ॥

এই উপনিষদের ভাষ্যেতে যে যে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে আশঙ্কা এবং সামাধানকে জানিলে পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধার দৃঢ়তা জন্মে এবং বিচারের ক্ষমতা হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতেছি এই গ্রন্থের ৬০৮ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে লিখেন যে জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকলের কিছুই সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণের নিষেধ দ্বারা অর্থাৎ তন্ন তন্ন রূপে তাঁহাকে বেদে কহিতেছেন এস্থানে ভগবান্ ভাষ্যকার আপত্তি করিয়া সমাধান করিয়াছেন। আপত্তি। জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ যদি পরমাত্মার নাই তবে তেঁহ শূন্যের ন্যায় কোনো বস্তু না হয়েন অতএব তেঁহ আছেন এমৎ কেন স্বীকার করি। সমাধান। যদি পরমাত্মা কোনো বস্তু না হইতেন তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চময় জগৎ সত্যের ন্যায় দেখাইতো না যেমন বাস্তবিক মন না থাকিলে স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দেখাযায় তাহা কদাপি দেখাযাইতো না আর যেমন ভ্রম সর্প রজ্জু বিনা আর ভ্রমাত্মক জল জ্যোতির অবলম্বন বিনা প্রকাশ পায় না। যদি এস্থলে এমৎ কহ যে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা জানাগেল যে ব্রহ্ম প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন তবে যেমন জলের আধার এই

বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহিতেছি সেইরূপ জগতের আশ্রয় এই বিশেষণের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে না কহিয়া তন্ন তন্ন এইরূপে বিশেষণের নিষেধ দ্বারা কেন কহেন। তাহার উত্তর। জল সত্য হয় এনিমিত্ত জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহাযায় কিন্তু প্রপঞ্চময় জগৎ সর্ব্ব প্রকারে অসৎ হয় অতএব অসতের সহিত সত্য যে পরমাত্মা তাঁহার বাস্তবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই এনিমিত্ত অসৎ যে জগৎ তদ্ঘটিত বিশেষণের দ্বারা বেদে সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে কহিতে পারেন। এস্থলে পুনরায় যদি বল যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অতএব কিরূপে তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে মিথ্যা কহা যায়। উত্তর। স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। পুনরায় যদি কহ যে পরমাত্মা প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন ইহা স্বীকার করিলাম কিন্তু তাঁহার জ্ঞানে কোনো প্রয়োজন নাই। উত্তর। আত্মার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয় তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য দুঃখ আর থাকে না। যদি বল তিন প্রকার অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই মায়িক বিশেষণের নিষেধ দ্বারা পরমাত্মাকে বেদে প্রতিপন্ন করিতেছেন তবে পৃথক করিয়া তুরীয়কে বর্ণন করিবার কি আবশ্যকতা আছে যেহেতু ঐ তিন প্রকার বিশেষণকে কহিলেই ঐ তিন প্রকার হইতে যে

ভিন্ন তেঁহ তুরীয় হয়েন ইহা বোধগম্য সুতরাং হইতো। উত্তর। যদি তিন প্রকার অধিষ্ঠাতা হইতে বস্তুত তুরীয় ভিন্ন হইতেন তবে ঐ তিন প্রকারকে কহিলেই তাহা হইতে ভিন্ন যে তুরীয় তাঁহার প্রতীতি হইতো কিন্তু ঐ তিন অবস্থার যে অধিষ্ঠাতা তেঁহই তুরীয় হয়েন তবে তিন অবস্থা মায়িক এনিমিত্ত তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতাকেই তিন অবস্থা হইতে পৃথক করিয়া তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন যেমন রজ্জুকে ভ্রম সর্পের অধিষ্ঠাতা করিয়া কখন উপলব্ধি করিতেছি কখন বা সর্পের নিষেধের দ্বারা কেবল রজ্জুকে উপলব্ধি করি অতএব বাস্তবিক উভয়ের ভেদ নাই ঐ বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিষ্কল পরমাত্মা তেঁহই উপাস্য হইয়াছেন॥ ওঁ তৎসৎ॥

——

গোস্বামীর সহিত বিচার।

ওঁ তৎসৎ

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেন যে "সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব যেহেতু একথা সকল দর্শন-কারদিগের সম্মত কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোনো উপাধি দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার কি"। উত্তর। বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবর্ত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন যদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে এতাদৃশ প্রশ্নের পুনরায় সম্ভাবনা থাকে না। সম্প্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কেনোপনিষৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদৃশ্য যে পরমাণু তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক। অথাত আদেশো নেতি নেতি। এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এ বস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদি রূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করেন। যদি এই প্রশ্নের উত্তরকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বিশেষ মতে কোন জ্ঞানির নিকট আপনকার জানিবার ইচ্ছা হয় তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতি এবং গীতা স্মৃতির

অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। মুণ্ডকোপনিষৎ শ্রুতি। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেক। গীতাস্মৃতি। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবয়া। প্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানির নিকটে তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবেক। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে তোমাদের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর। কেবল ভগবৎ পূজ্যপাদের ভাষ্যেই ব্রহ্মকে আকার রহিত করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে ব্রহ্মকে নাম রূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে সুতরাং তাহাতে কাহারো প্রতারণার সম্ভাবনা নাই অতএব তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। কঠবল্লী। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে এ নিমিত্ত শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পৃথিবী হয়েন জলেতে গন্ধ গুণ নাই এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ ভিন্ন চারি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর তেজেতে গন্ধ ও রস এই দুই গুণ নাই এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর বায়ুতে রূপ রস গন্ধ এই তিন গুণ নাই এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ঘ্রাণ জিহ্বা চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে দুই ইন্দ্রিয় তাহার গোচর হয়েন আর আকাশেতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই চারি গুণ নাই এ নিমিত্ত বায়ু হইতেও আকাশ সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন অতএব এ পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মাতে নাই তেঁহ কি রূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি। যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন

এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হয়েন ইত্যাদি। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং। যে হেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বিশেষণ রহিত হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তেঁহ হয়েন না আর হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তেঁহ শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহেন। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়। ২ পাদ। ১৪ সূত্র। ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপ বিশিষ্ট নহেন যে হেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন যাহাদের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন। পুনর্ব্বার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না। উত্তর। যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তত্রাপি বেদের অনুশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ ইতি। ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্ মনু। আত্মজ্ঞানে সমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। শ্রুতিঃ। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য। এবং বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন এবং ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপনিষদের ভাষ্যে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের

দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। ব্যাসস্মৃতি। বেদাদ্‌ যোঽর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্‌ যদি। ঋষিভি র্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাং। বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন যে পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তর। 'অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয় কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহাদের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং এক দেশ স্থায়ীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না। সুতরাং নবীনমতাবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কেহো প্রমাণ করে না আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন বেদার্থ নির্ণায়ক যে মুনিগণ তাহাদের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক যে

পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে। উত্তর। বেদার্থ নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর-বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি ঋষিবাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা ঋষিবাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ বচনে করিয়া থাকেন। পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগ্যের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র মান্য কিন্তু পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাত বেদ নহেন যেহেতু সাক্ষাত বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপন-কার যে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাত বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরাম চন্দ্রের অষ্টোত্তর শত নামের ফলে লিখিয়াছেন। রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি শীততাং। এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন আর অগ্নি সকল শীতল হন। যদি এবাক্য প্রশংসাপর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এ স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইতো না আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্মহত্যা হয় তবে পূতিকা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে। এই রূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের

কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ॥ স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না এনিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। সর্ব্ববেদার্থ সংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং॥ সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রীশূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদ ব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন। শ্রুতিঃ। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন। মনুঃ। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূযায় কল্পতে॥ যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ বেদের বিরুদ্ধ যেং স্মৃতি ও বেদবিরুদ্ধ তর্ক তাহা সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন। ৫। আপনি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি যাহা জানিয়াছেন ও যাহা কহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখিয়াছেন। ইহার উত্তর। এ যথার্থ বটে এই নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারীরক সূত্র করিয়াছেন তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহে মান্য হইয়াছে এবং স্ত্রীশূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন তাহাও মান্য এবং অধিকারীবিশেষের উপকারক হয় একথা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন তাহাও সর্ব্ব প্রকারে মান্য। পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায় লিখেন যে পুরাণের মধ্যে যেং স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে সে সাত্ত্বিক আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যাহাতে আছে তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্ম্য

যে পুরাণে আছে সে তামস এবং গরুড় পুরাণ বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার উত্তর। তমোলেশরহিত যে মহাদেব তাহার মাহাত্ম্য যে শাস্ত্রে থাকে সে শাস্ত্র তামসী হয় ইহা মনু প্রভৃতি কোনো শাস্ত্রে নাই বিশেষত মহাভারতে লিখেন। যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ। যাহা মহাভারতে নাই তাহা কুত্রাপি নাই সে মহাভারতেও শিব মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে তামস করিয়া কহেন নাই বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হয় তবে আপনি গরুড় পুরাণ বলিয়া যে সকল বচন লিখিয়াছেন এরূপ বচন কোনো প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত মহাভারতীয় দান ধর্ম্মে শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য। নমোস্তু তে শাশ্বতসর্ব্বযোনয়ে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি। তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ॥ সর্ব্বদা একরূপ সকলের উৎপত্তিকারণ আর যাঁহাকে সাধু ঋষিরা ব্রহ্মার অধিপতি করিয়া কহেন আর তপস্যা ও সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণের সাক্ষী যে তুমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। সদাশিবাখ্যা যা মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সদাশিবাখ্যা মূর্ত্তির তমোলেশ নাই। ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্ব্বপ্রকারে তমোবর্জ্জিত হয়েন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে তবে কিরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য তামস হইতে পারে অতএব সমূলক এই সকল বচনের দ্বারা পূর্ব্ববচনের অমূলত্ব বোধ হয় আর মহাদেবের অংশাবতার নানা প্রকার রুদ্র ও ভৈরব হইতে কখন২ তামস কার্য্য হইয়াছে সে তমো দোষ মহাদেবে কদাপি স্পর্শ হয় না যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ বুদ্ধতেই আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু সে দোষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই। যদিও গরুড় পুরাণে ঐ সকল বচন যাহাতে শিবের মাহাত্ম্যকে তামস করিয়া লিখেন তাহা পাওয়া যায় তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয় যে হেতু মহাভারত বিরুদ্ধ এবং শিব নিন্দা বোধক যে বচন সে দক্ষযজ্ঞ প্রকরণীয় বাক্য হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দা বাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না অধিকন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে রাজস তামসাদি রূপ পুরাণেতে যে সকল শিবাদির মাহাত্ম্য এবং চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা যদি মিথ্যা কহ তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে ব্যাঘাত হয় আর আপনি

যে কহিয়াছ যে বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন সে প্রমাণ তাহারও বিরোধ হয় আর যদি সত্য কহ তবে পুরাণ মাত্রেরি সমান রূপেই মান্যতা হই বেক। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদান্ত সূত্র অতি কঠিন ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গরুড় পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন। তদ্যথা। অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতো দিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ উত্তর। শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চয় আছে তবে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব সংপ্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড় পুরাণীয় কহিয়া ঐ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ পুরাণ নহেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা যাইতেছে প্রথমত ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোনো গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত শ্রীধরস্বামী যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন তিনিও এরূপ গরুড় পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়ত আপনকার লিখিত গরুড় পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদান্তসূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন আর পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্ব্বে লিখেন যে পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার পূর্ব্বাপর বাক্য বিরোধ হয় যেহেতু ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে সম্পূর্ণ শ্রীভাগবত বেদ এবং বেদের বিবরণ ও পুরাণচক্রবর্ত্তি না হইয়া বেদার্থ যে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র তাহার বিবরণ হইলেন। চতুর্থ এ দেশে পুরাণ

সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচারনাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে ভীষণ করিবা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণবলি-য় বচন রচনা করিয়াছেন আর দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের এক অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমং নবীন২ ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন সেই রূপ কোনো২ শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দ পুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন। তদ্যথা। ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্য-বধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ। কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণব-মানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥ যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক। অতএব পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা মাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এই রূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সন্দসম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চম। শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারা-তেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু। অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অবধি অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বেদান্ত সূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রূপ গ্রন্থ শ্রীভাগ-বত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক। তদ্যথা। দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে। বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষ্যান্ বিভজতি সংচেন্নাত্তি

ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ ২২ শ্লোক॥ এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোঽয়মাস্তে॥ ২৪ শ্লোক॥ ২২ অধ্যায়ে ভগবানুবাচ। ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ॥ ১২ শ্লোক॥ ৩৩ অধ্যায়ে। কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং॥ ১৪ শ্লোক॥ কখন২ শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন আর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন আর না খাইতে পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ২২। এই রূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে যিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্ন রূপে থাকিতেন। ২৪। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগ্যের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছিলেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্য বদনে আমার নিকট ওই রূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২। নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন। ১৪। বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্ব লোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন। অধিকন্তু কৃষ্ণনাম আর তাঁহার অন্য২ প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন কিন্তু বেদান্ত সূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোনো প্রসিদ্ধ নামের লেশো নাই সুতরাং তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনের সহিত বিষয় কি অতএব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্ন না ইইয়া থাকে সে অবশ্যই জানিবেক যে যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই

দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্য রূপে অবশ্য থাকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। যদি বল বৈষ্ণব সংপ্রদায় কেহ২ কেবল ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড২ করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রকে স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং তাঁহার রাস ক্রীড়াদি লীলা-পক্ষে বিবরণ করিয়াছেন। উত্তর। সেই রূপে শৈব সকল ঐ বেদান্ত সূত্রকে ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাহার কোচবধূর সহিত লীলা পক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই রূপে বিষ্ণুপ্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন অতএব এরূপ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারেন না। ষষ্ঠ। বেদান্তভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন২ দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপন কৃত বেদান্ত সূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্য-পাদ বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তম। শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন অতএব গৌতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদরহিত ছিলেন তাঁহারা এবং তাঁহাদের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত মতকে উত্থাপন করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু আপনকার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ যে পরিমিত রূপ তেঁহ বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন না। অষ্টম বেদার্থ বিবরণকর্ত্তা যত মুনি তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহস্পতি কহেন। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে অতএব সেই ভগবান মনু বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমা-

আত্মকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মনুঃ। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বা রাজ্যমধিগচ্ছতি। যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে এমৎ রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তি হয়। এবং উপসংহারে ভগবান্ মনু লিখেন। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা। স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেই রূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র করিয়া কহেন। তদ্যথা। মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং॥ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন ইহাদের ঐ২ অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক। ন্যূন। অন্য২ পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত করিলেন এই আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোনো ঋষিবাক্য নাই দ্বিতীয়ত পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গ পুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদ-ব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।

শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি ॥ বিষ্ণুপুরাণে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন। দশম। যদি বল শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর। কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐ রূপে সেই২ পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। শ্রীভাগবত। নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ অর্থাৎ শ্রীভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ। ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী। তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য২ পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোনো পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসামাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভাগবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে তেহ কিরূপে বিচারণীয় হইতে পারেন। আপনি পঞ্চম পত্রে লিখেন এই যে "ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্বিষাং। ইত্যাদি অনেক বচন পরে আজ্ঞপ্ত ভগবান্ শিব শিবার প্রতি কহিয়াছেন। বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি ময়াপ্তুক্তং ময়াহনঘে। ইত্যাদি অনেক বচন পরে। ব্রহ্মণোহস্য পরং রূপং লিপ্তকং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্য জগতোহপ্যস্য মোহনায় কলৌ যুগে॥ এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্ব২ যুগে অসুর মোহনের নিমিত্ত ভগবান্ শিব নানা প্রকার পাশুপতাদি শাস্ত্র করিয়াছেন এবং কলিযুগে আপনি শ্রীমদাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভাষ্যাদি শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মের পরংরূপ অর্থাৎ আকার লিপ্তক অর্থাৎ অলীক ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জগতের আসুর স্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত করিলেন অতএব আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তাঁহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের যাথার্থ্য আচ্ছাদিত হয়

কি না।" ইহার উত্তর। এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয় তত্রাপি ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কৃত ভাষ্য অলীক হয় এমৎ কদাপি প্রতিপন্ন হইতেছে না কিন্তু এই মাত্র প্রমাণ হয় যে যদি বেদবাহ্য কোনো শাস্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্ম স্বরূপকে যদি কোনো স্থানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া কহিয়া থাকেন তবে সে অসুরদিগের মোহনার্থ বটে আর যদি ঐ বচনকে প্রমাণ করিয়া এমৎ বল যে মহেশ্বর কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এদেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ওই উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয় অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। যেহেতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা রহিত ব্যক্তিদের ঐ রূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়। আর অমূলক কিম্বা সমূলক ঐ বচনের অবলম্বন করিয়া শিবোক্ত তাবৎ শাস্ত্রকে মিথ্যা আর মহেশ্বরকে প্রতারক করিয়া যদি বৈষ্ণবেরা কহেন তবে তন্ত্র বচনে নির্ভর করিয়া তান্ত্রিকেরা পুরাণ সকলকে মিথ্যা এবং বিষ্ণুকে প্রতারক করিয়া কহিলে কি করা যায় ইহাতে কেবল পুরাণ এবং তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোনো শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব বিষ্ণুর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বর্ণের ধর্ম্ম লোপ হয়। যথোক্তং কুলার্ণবে তন্ত্রে। বেদা বিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। হরের্নাম ন গৃহ্লীয়াৎ ন স্পৃশেত্তুলসীদলং। ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ॥ এ সকল বচন যদিও সমূল হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য এই যে এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়। যথা বিষ্ণুমাহাত্ম্যে। গীতা। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। দেবীমাহাত্ম্যে। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। অর্থাৎ দেবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। শিব মাহাত্ম্যে। মহেশ্বর গীতা। প্রতি-

পাদ্যোঽস্মি নান্যোস্তি প্রভুর্জগতি মাং বিনা। অর্থাৎ মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। ইন্দ্র মাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহি ইতি। অর্থাৎ ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। প্রাণ বায়ু মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্য্যন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবীরয়ির্দেবঃসদসচ্চামৃতঞ্চযৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। গরুড় মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং ইতি। অর্থাৎ গরুড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। এই রূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা এক২ দেবতার প্রাধান্য রূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না। যদাপিও ভগবান্ আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্য দেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগ্যের অত্যন্ত অপরাধ জনক হইবেক যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে ছিলেন তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সংপ্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন আর সেই শ্রীধরস্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে। ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃর্গিরস্তথা ইত্যাদি। ভাষ্যকারের মত ও ভাষ্যের টীকাকারদিগ্যের মতকে আলোচনা করিয়া যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি। এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে। সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্ব্বাপর্য্যানুসারত ইত্যাদি। অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সংন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক আর আচার্য্য মতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে অতএব আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগ্যের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্য মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব। আপনি ছয়ের পৃষ্ঠায় লিখেন যে ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার

কেবল ভক্ত জনের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল আছেন ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তসূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতি পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে অতএব তাহাকে এস্থলে পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন নাই এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বস্তু সাকার সে নিত্য সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোনো এক বস্তু যদ্যপিও অতি বৃহৎ হয় তথাপি আকাশের এবং দিক্ ও কালের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে বিশ্বের ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারে না সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কোন বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে অস্থায়ী এবং পরিমিত তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর করিয়া কি রূপে কহা যায় আর যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কি রূপে মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদের চক্ষুগোচর হয় আপনকার একথা অত্যন্ত অসম্ভাবিত যেহেতু পৃথিবী জল তেজ ইত্যাদি প্রাকৃত বস্তু ব্যতিরেক কোনো আকার চক্ষু গোচর হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ না হয় যদি বল পৃথিব্যাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর। শ্রুতি স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকার একথা সেই রূপ হয় যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশাকের শৃঙ্গ ইহারো একটি২ অপ্রাকৃত রূপ আছে কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশ পুষ্পেরো অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুত আনন্দের হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস

এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেঁশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক অদ্যাপি কেহো আনন্দাদি রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না। নবম পৃষ্টায় লিখেন যে সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্থায়ি এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দনির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তর। যেখানে২ তর্কের নিষেধ আছে সে বেদবিরুদ্ধ তর্ক জানিবে কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য অতএব শ্রুতি সকল পূর্ব্বে যাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপি করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর নিরানন্দ করিয়া কহেন এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন তদনুসারে আমরাও সেই অর্থকে ওই বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিতেছি। বেদার্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিবেক ইহার প্রমাণ শ্রুতি। শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদি। বেদ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তিদ্বারা নিশ্চিত করিবেক। মনু। আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না। বৃহস্পতি। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। আপনি ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তেঁহো সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। আপনকার এ কথা তবে গ্রাহ্য হইতে পারিত যদি সাকার সকলের মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম

করিয়া কহিতেন কিন্তু আপনারা যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করিয়া কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন সেই রূপ শাক্তেরা দেবীসূক্ত ও অন্য২ উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া থাকেন এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিব পুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতিতে মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এই রূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মা সূর্য্য অগ্নি প্রাণ গায়ত্রী অন্ন মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তার রূপে বর্ণন করেন সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষ রূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব তাপনী ও ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ বিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি যাঁহাদিগ্যে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর। যদি কহ পুরাণাদিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্য রূপে কহেন নাই এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না যে বারম্বার বেদে যাহাকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন তাহা মান্য আর একবার দুইবার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে যেহেতু যাহার বাক্য প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। দ্বিতীয়ত অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্য রূপে কহিয়াছেন এমত নহে যেহেতু দশোপনিষৎ বেদান্তের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি। তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়া মেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥ অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোনো এক ঋষি তেঁহ দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে

জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন। এই শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়ে। নারদ কৃষ্ণকে এই রূপ দেখিতেছেন। ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগ্যতং। ক্বাপি। ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥ ১৯॥ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন কোনো স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায় বা প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমৎ রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। বরঞ্চ সূর্য্য বায়ু অগ্নি প্রভৃতির বাহুল্য রূপে বেদে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে এবং কৃষ্ণপ্রতিপাদক গোপালতাপনী গ্রন্থ হইতেও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুদ্রী প্রভৃতি শিব প্রতিপাদক শ্রুতি সকল বাহুল্য রূপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাভারতেও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা করিয়া শিব মাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে পুরাণ ও উপ-পুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য অপেক্ষা করিয়া ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি কহ যাঁহাকে২ বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন সুতরাং তাঁহাদের হস্ত পাদাদিও ওই রূপ আনন্দনির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর। অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে। একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয় দ্বিতীয়ত ঐ বেদসম্মত যুক্তির দৃষ্টান্তেও এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না তৃতীয়ত বেদে যাঁহাকে২ ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদের সকলের আনন্দময় হস্ত পাদাদি স্বীকার করিলে সর্ব্ব প্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় যেহেতু সূর্য্য বায়ু অগ্নি অন্ন ইত্যাদি যাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাঁহাদেরো আন-ন্দের নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক এবং সূর্য্যের ও অগ্নির আনন্দ-ময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে পারিত। যদি বল যে সকল দেবতাদের ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছে তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুত এক হয়েন। উত্তর। পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত কি দেবতা কি অন্য সকলেই এক বটেন কিন্তু নাম রূপ ময় প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্বিভুজ চতু-

ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র কৃষ্ণ বর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন২ শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরো ঐক্য স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল এই রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে সকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ। উত্তর। সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র। নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না যেমন রাজার অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা যায় না অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এই রূপে নাম রূপ বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয় এনিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগ্যে পুনরায় জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুন২ কহিয়াছেন যেন কোনো মতে এমৎ ভ্রম না হয় যে উঁহাদের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এস্থলে তাহার এক উদাহরণ লিখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া পুনরায় দান ধর্ম্মে লিখেন। রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেণ জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা। অর্থাৎ শিব ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। সৌষুপ্তিকে। প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। মহাদেব হইতে শত২ সহস্র২ হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্মে। ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্ব্বাণ। গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ। কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥ কালিকার স্তুতিভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ তেঁহ কালীপদ প্রসাদেতে লোকের পালন কর্ত্তা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য

নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে সূক্ষ্ম রূপের অর্থাৎ চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং পাতালমেতস্য হি পাদমূলং ইত্যাদি ভাগবতের শ্লোক যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ কহিয়াছেন সেই সকল শ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর। আশ্চর্য্য এই যে আপনকার বক্তব্য হইয়াছে এই যে পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমা তাহা ঈশ্বরের কল্পিত রূপ হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য কিন্তু প্রমাণ দেন যে সমুদায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ হয় অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার আর প্রমাণ অন্য প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের শ্লোকের যে তাৎপর্য্য তাহা যথার্থ বটে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যে বিশ্ব তাহা প্রপঞ্চময় কাল্পনিক হয় কেবল সদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ঐ প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও যে২ শরীরের ঐ সকল মূর্ত্তি হয় সে সকলেই ঐ কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্য রূপে পাইবেন আর এস্থলে এক জিজ্ঞাসা এই যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয় রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষত শ্লোকের অর্থ এই যে রূপ রহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের ক্ষুদ্র২ রূপ কল্পনা করিয়াছেন অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনকাদের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে২ বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপেতে ব্রহ্মারোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্ত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থ কর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম

জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পর কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি। সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি। ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পূজা করেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। ব্রহ্মনিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুত পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম জ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিবে অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক। দশমস্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য। অহং য়ূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেহপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥ হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বসুদেব আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান এমৎ নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান। অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে সেই রূপ যাবৎ চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে। এবং নানা প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা পূজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন কিন্তু পুনরায় ঐ ভাগবতে সিদ্ধান্ত করেন তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিল বাক্য। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদস্ব হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং। তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবেক যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করি। অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্চাবিড়ম্বনং॥ আমি সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি এমৎরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে

পূজার বিড়ম্বনা করে। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাঁহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে২ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন অতএব তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর। ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন আর কপিল ও কৃষ্ণ ইঁহারাই কেবল ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন এমৎ নহে কিন্তু ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। মামেব বিজানীহি ইত্যাদি। এইরূপ অন্য২ দেবতা এবং ঋষিরা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ। বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি ইতি। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। অধিক কি কহিব আমরাও আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি ইহার প্রমাণ। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আপনি দশম পত্রে লিখেন যে তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। উত্তর। যদ্যপিও এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্য২ শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কঠবল্লী। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি

ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয় তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন শ্রুতি। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চে- দিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন তাঁহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন তাঁহাদেব মহান্ বিনাশ হয়। ভগবদ্গীতা- তেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রশংসা বাহুল্যরূপে করিয়াও সিদ্ধান্তকালে এই কহিয়াছেন যে জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না কিন্তু সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কর্ম্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার হয়। গীতা। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। যে সকল ভক্ত এই রূপে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে তাহাদিগ্যে সেই জ্ঞান রূপ উপায় আমি দি যাহারদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই ভক্তদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ দীপেরদ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। মনু। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥ এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন তাঁহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। ১১ পত্রে লিখেন যে আমরা এক স্থানে লিখিয়াছি যে এ সকল যত্ন কহিয়াছেন সে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র আর অন্য অন্যত্র লিখি যে এ প্রকার রূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরাদ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমাদের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর। পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছিলেন তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমৎ জানিতেন না পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বার

এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে এরূপ কল্পনা অল্প কাল হইয়াছে তাঁহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত কৃত নানা প্রকার নবীন২ বিগ্রহ এদেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে ইহা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন। পুনরায় ১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে এক বিষয়ের মানস জ্ঞান হইয়া পরে অন্য বিষয়ের মানস জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব বিষয়ের মানস জ্ঞান ধ্বংস হয় কিম্বা বিষয়ের ধ্বংস হয়। উত্তর। সর্ব্বথা অনুভব সিদ্ধ বিষয়েতে এরূপ জিজ্ঞাসা করা এ অত্যন্ত আশ্চর্য্য। আপনকার এ আশঙ্কা নিবৃত্তি করণের পথ অতি সুগম আছে যে আপনকার কোনো স্বজনের কিম্বা অন্য কোনো জনের মানস জ্ঞান করিবেন পুনরায় অন্য বিষয়ের মানস জ্ঞান করিলে পূর্ব্বের মানস জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নাশকে পাইবেক কিন্তু সেই স্বজন কিম্বা অন্য জন যদ্বিষয়ের মানস জ্ঞান হইয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ নষ্ট না হইয়া পরে২ কালে নষ্ট হইবেক সেইরূপ এস্থানেও জানিবেন যে যাঁহার মনোময়ী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া মনেতে রচনা করিবেন মনের অন্য বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে সেই মনোময়ী মূর্ত্তির তৎক্ষণাৎ নাশ হইবেক এবং সেই মনোময়ী মূর্ত্তি যাঁহার হয় তেহোঁ কালের, এবং আকাশাদির ব্যাপ্য সুতরাং তাঁহারো কালে লোপ হইবেক। তথাহি ছান্দোগ্য শ্রুতি। যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। যে পরিমিত সে অবশ্যই নষ্ট হইবেক। যদি পুরাণেতে এমৎ রূপ বচন কোনো স্থানে পাওয়া যায় যে যাঁহার যাঁহার এই সকল মনোময়ী মূর্ত্তি হয় তাঁহাদের শরীর অপ্রাকৃত তবে সে সকল বচনকে প্রশংসাপর করিয়া জানিবে যেহেতু পুরাণাদিতে বর্ণনের প্রণালী এইরূপ হয় যে যখন কাহাকে অপ্রাকৃত কহেন তখন তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন করিয়া সংস্থাপন করা তাৎপর্য্য হয়। যেমন পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ। পাঁচ জনের ও পোষণকর্ত্তা যে হয় সে প্রাকৃত মনুষ্য নহে ইত্যাদি। অন্যথা পৃথিবী অপ তেজ বায়ু আকাশ প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন শরীর হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব কোন্ ধর্ম্ম পরমার্থ সাধন হয় আর কোন্ ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়া স্বরূপ হয় ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন॥ ইতি ১২২৫। ২ রা আষাঢ়।

কবিতাকারের সহিত বিচার।

ভূমিকা

ওঁ তৎসৎ। ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানা প্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্টলোক সকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপিও আমাদের কোন২ আত্মীয়ের আপাতত বাসনা ছিল যে ঐ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার কথনে লোকত ও ধর্ম্মত বিরুদ্ধ জানিয়া মহাভারতীয় এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদনন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ॥ পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আমোদিত হয়। কিন্তু কবিতাকারকে অন্য কোন কবিতাকার তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই। সংপ্রতি কবিতাকার যেসকল পরমার্থ বিষয়ের অপবাদ আমাদের প্রতি দিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতেছি। প্রথমত আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে বেদের ও সূত্রের অর্থ কোন২ স্থানে পরস্পর বিপরীত আছে অতএব স্থানের২ সেই সকল বিপরীত বাক্যকে আমরা লিখিয়া বেদকে মিথ্যা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি। উত্তর। ইহা অত্যন্ত অলীক এবং কবিতাকার দ্বেষ প্রযুক্ত কহিয়াছেন কারণ বেদের কোন্ স্থানের বিপরীত বাক্যকে আমরা কোন্ পুস্তকে কোন স্থলে লিখিয়াছি ইহা কবিতাকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখেন নাই। কবিতাকার আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে ঈশ কেন প্রভৃতি বেদের দশোপনিষদ্‌কে গণনা করিয়াছেন এবং সেই স্থানে আর ২ পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তিতে ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে ঐ সকল উপনিষদের ভাষ্যকার অঙ্গীকার

করেন আমরা ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐ দশোপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ ৫ পাঁচ উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ আচার্য্যের ভাষ্যের অনুসারে করিয়াছি তাহার এক মন্ত্রও ত্যাগ করা যায় নাই এবং বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র অবধি শেষ পর্য্যন্ত ঐ ভাষ্যের অনুসারে ভাষাবিবরণ করিয়াছি তাহার কোন এক সূত্রের পরিত্যাগ হয় নাই সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক শত২ এই নগরে এবং এতদ্দেশে পাওয়া যাইবেক এবং ঐ সকল মূল উপনিষদ্ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য২ পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞলোক জানিতে পারিবেন যে বেদের স্থান স্থানের বিপরীত অর্থকে ও বেদান্ত দর্শনের বিপরীত সূত্রকে ভাষায় বিবরণ করা গিয়াছে কিম্বা সম্পূর্ণ উপনিষদ্ সকলের ও বেদান্ত দর্শনের অর্থ করা গিয়াছে যদি সম্পূর্ণ উপনিষদের ও সূত্রের ভাষা বিবরণ দেখিতে পায়েন তবে কবিতাকারের বিষয়ে যাহা উচিত বুঝেন কহিবেন কবিতাকার নিজে বরঞ্চ স্থানের২ শ্রুতিকে আপন পুস্তকে উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব প্রকারে, ভাষ্যের অসম্মত তাহার অর্থ লোকের ধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত লিখিয়াছেন ইহা বিশেষ রূপে পণ্ডিত লোকের জানিবার নিমিত্ত পশ্চাতে লেখা যাইবেক আর ১০ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা বেদব্যাসকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি। উত্তর। যাঁহার মিথ্যা কথনে কিঞ্চিতো ভয় থাকে তেঁহ কদাপি দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া এরূপ মিথ্যা অপবাদ দিতে সমর্থ হইবেন না কারণ যে বেদব্যাসের নামকে আশ্রয় করিয়া ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে মঙ্গলাচরণ আমরা করি ও বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে ৬ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে যাঁহাকে বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব শব্দে লিখি ও যাঁহার কৃত সূত্রকে বেদ তুল্য জানিয়া তাহার বিবরণ এ পর্য্যন্ত শ্রমে ও ব্যয়ে আমরা করি ও যাঁহার পুরাণাদি শাস্ত্রের বচনকে পুনঃ২ মান্য জানিয়া প্রতি পুস্তকে প্রমাণ দিয়া থাকি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী কথনের সম্ভব কদাপি হয় না ইহার বিবরণ এই ঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখি যে " পুরাণ ও তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন। " আর ঐ ভূমিকার ৭, পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখি " যাঁহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাঁহার সকল বাক্য বিশ্বাস করিতে হইবেক অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপন বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই

করিয়াছেন যাহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ না হয় ” আর ঐ বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে ১৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে নিশ্চয় করা যায় “ যে পুরাণ মাত্রের সমান রূপে মান্যতা হইবেক ” বিশেষত ভগবান্ বেদব্যাসের বাক্যের বলেতে আমরা পুনঃ২ কহিয়াছি এবং কহিতেছি যে নাম রূপ সকল জন্য ও নশ্বর হয় পরমেশ্বর তাহার অতীত হয়েন ও যেখানে নাম রূপের ব্রহ্মত্ব বর্ণন আছে সে ব্রহ্মের আরোপ দ্বারা কল্পনা মাত্র হয়। বিষ্ণুপুরাণে। নামরূপাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। নাম রূপাদি বিশেষণরহিত পরমেশ্বর হয়েন। অধ্যাত্ম রামায়ণে। বুদ্ধ্যাদি সাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্ নির্ব্বিষয়েঽখিলং। আরোপ্যতে নির্ব্বিকল্পে নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি॥ বুদ্ধি মনঃ প্রভৃতির কেবল সাক্ষী ব্রহ্ম হয়েন সেই বিষয়শূন্য বিকাররহিত সর্ব্বাত্মাতে অজ্ঞান ব্যক্তিরা জগতের আরোপ করেন। আর স্কন্দপুরাণে। দেহস্তদঙ্গ আত্মেতি জীবাধ্যাসাৎ যথোচ্যতে। বিশ্বস্মন্ তৎ প্রতীকে চ ব্রহ্মত্বং কল্প্যতে তথা॥ যেমন শরীকে ও তাহার অঙ্গকে জীবের আরোপ করিয়া আত্ম শব্দে কহা যায় সেইরূপ ব্রহ্মের অধ্যাসে তাবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। অতএব এই সকল অবলোকনের পরে জ্ঞানবান্ লোক বিবেচনা করিবেন যে মিথ্যাবাদী কে হয়। ৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের দ্বেষ আমরা করিয়া থাকি। উত্তর। একথার অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যে বিজ্ঞ লোককে পুনঃ২ বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি যে তাঁহারা আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তককে বিশেষরূপে অবলোকন করিয়া দেখেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের প্রতি কোনো স্থানে আমাদের দ্বেষ বাক্য আছে কি না বরঞ্চ পুনঃ২ তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাঁহার ধৃত বচন সকলকে ও তাঁহার কৃত ব্যাখ্যাকে পুনঃ২ গৌরব পূর্ব্বক লিখিয়াছি গায়ত্রীর অর্থ বিবরণের ভূমিকায় ৪ পৃষ্ঠে আমরা লিখি “ এবং সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণু ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি ” ৫ পৃষ্ঠের তিন পংক্তিতে লেখা যায় “ অর্থ চিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ স্মার্ত্ত ধৃত ব্যাস স্মৃতিঃ ” ঐ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে লিখি “ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাতে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখেন ” ঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখি

"প্রমাণ স্মার্ত্ত ধৃত যমদগ্নির বচন" ৫ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে "প্রমাণ স্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণুর বচন" এবং সহমরণ বিষয়ের দ্বিতীয় সম্বাদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে স্মার্ত্ত বাক্যকে প্রমাণ করিয়া লিখিয়াছি আর ৭ পৃষ্ঠে দশের পংক্তিতে পুনরায় স্মার্ত্তের প্রমাণ লিখা গিয়াছে এবং ১২ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তিতে ও অন্য অন্য অনেক পুস্তকে তাহার প্রমাণ লিখা গিয়াছে তাহার অবলোকন করিবেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যদ্যপিও নানাবিধ কর্ম্ম ও সাকার উপাসনা বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্তে ওই সকলকে কাল্পনিক ও অজ্ঞানের কর্ত্তব্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব তাহার মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে আমরা দ্বেষ করিব। স্মার্ত্তের একাদশী তত্ত্বে বিষ্ণু পূজার প্রকরণের প্রথমে। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীর রহিত যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। স্মার্ত্তের আহ্নিক তত্ত্বে। অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবো মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥ জলেতে দেবতা জ্ঞান ইতর মনুষ্যে করে আর গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি দেবজ্ঞানীরা করেন আর কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আর আত্মাতে ঈশ্বর জ্ঞান জ্ঞানীরা করেন। ৯ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা রাম কৃষ্ণ মহাদেবের দ্বেষী হই। উত্তর। হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে তথায় ভগবান্ শব্দ কিম্বা পরমারাধ্য শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে আমরা লিখি "শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে চৌরাশী অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য" ১৫ পৃষ্ঠায় ১৭ পংক্তিতে "বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন" পুনরায় ঐ ভূমিকায় ১৬ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে "গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য" আর দাক্ষিণাত্যদের উত্তরে ৩ পৃষ্ঠে ২৪ পংক্তিতে লিখিয়াছি "এই যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঐ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে তাহাও সফল হইল" এবং বেদান্ত চন্দ্রিকার উত্তরে ৫৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে "শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে। পঁচাশী অধ্যায়ে বসুদেবের স্তুতি শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ কহিতেছেন" বৈষ্ণবের

প্রত্যুত্তরে ১৪ পৃষ্ঠায় ৭ পংক্তিতে আমরা দৃঢ় করিয়া লিখিয়াছি "যে মহাভারত বিরুদ্ধ শিবনিন্দা বোধক বাক্য যে সে দক্ষ যজ্ঞ প্রকরণীয় হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দাবোধক বাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে লিখি "বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যেতে পরিপূর্ণ হয়" ঐ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখি "সদাশিবাখ্য মূর্ত্তির তমোলেশ নাই" তবে তাঁহাদের শরীরকে জন্য ও নশ্বর করিয়া যে কহি সে তাঁহাদেরি আজ্ঞানুসারে। কুলার্ণবের প্রথমাধ্যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ও ভূতসকল ইহারা সকলেই বিনাশকে প্রাপ্ত হইবেন অতএব আপনার হিতকর্ম্ম করিবেক। বেদান্তভাষ্যধৃত বচনে ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥ হে নারদ তুমি সর্ব্বভূতগুণযুক্ত যে আমাকে দেখিতেছ সে মায়ারচিত মাত্র যেহেতু আমার যথার্থ স্বরূপ তুমি দেখিতে পাইবে না। অধ্যাত্ম রামায়ণে। পশ্যামি রাম তব রূপ মরূপিণোঽপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশং। তুমি যে বস্তুত রূপরহিত রামচন্দ্র তোমার সুন্দর মনুষ্যরূপ দেখিতেছি সে মায়া বিড়ম্বনা দ্বারা হইয়াছে॥ ২০ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এদেশের ব্রাহ্মণকে আমরা বেদহীন বলিয়া নিন্দা করি। কবিতাকারকে উচিত ছিল যে কোন্ পুস্তকে কোন্ স্থানে লিখিয়াছি তাহার ধ্বনি দিয়া লিখিতেন আমরা গায়ত্রীর ব্যাখ্যানের ভূমিকাতে তৃতীয় চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখি "যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণেদের পরব্রহ্মোপাসনা হয় অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর অনুষ্ঠান থাকিলে নিতান্ত বেদহীনত্ব ব্রাহ্মণেদের হয় না" ইহা বিজ্ঞলোক ঐ ভূমিকা দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন। যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জন্মমরণ ইত্যাদি অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি দ্বেষ হইলে যে মিথ্যা অপবাদ দিবেন ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে অতএব এমৎ সকল ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ দিবাতে ক্ষোভ কি। কবিতাকার প্রথম পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা এই সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছি। কবিতাকারের

এরূপ লিখাতে আশ্চর্য্য করি নাই যেহেতু ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিয়া ও অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে যাঁহাদের জ্ঞান তাঁহারা পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্ম্মনাশের কারণ করিয়া যে কহিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে আমাদের সকল পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে নশ্বর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত হয় বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগ্যে পুনঃ২ নিবেদন করিতেছি যে আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তকের অবলোকন করিয়া যদ্যপি সকল হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় এমৎ দেখেন তবে কবিতাকারের প্রতি যাহা কহিতে উচিত জানেন তাহা যেন কহেন। ঐ প্রথম পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে আর ২২ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এই সকল মতের প্রকাশ হইবাতে লোকের অমঙ্গল ও মারীভয় ও মন্বন্তর হইতেছে। যদ্যপিও বিজ্ঞলোক একথা শুনিয়া উপহাস করিবেন তথাপি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল হওয়া আপন২ কর্ম্মাধীন হয় ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অথবা পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় পুস্তকের রচনার সহিত তাহার কোনো কার্য্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেক দিন পূর্ব্বে কবিতাকারের রোগ নিমিত্ত এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের হানি ও মানহানি জন্যে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে তাঁহার স্বকর্ম্মের ফল নহে কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোষে ঐ সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল আপনাকে নির্দ্দোষ জানাইবার উত্তম পথ কবিতাকার সৃষ্টি করিয়াছেন বস্তুত অনেকের মঙ্গল ও অনেকের অমঙ্গল পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং সম্প্রতিও হইতেছে সেইরূপ মন্বন্তর অথবা আহার দ্রব্যের প্রচুর হওয়া ও মারীভয় কিম্বা সুখে কাল হরণ করা তাবদ্দেশে [illegible] লৌকিক কারণ সত্বে হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে বরঞ্চ আমরা এরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে পরমেশ্বরের সত্যো-পাসনাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় হইবেক। আর প্রথম পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি অবধি মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারি প্রভৃতি

এক জনকে ও আমাদিগে্য ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া ব্যঙ্গরূপে গণনা করিয়াছেন।
উত্তর। কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে, সহস্র২
লোক কি এদেশে কি পশ্চিমাদি দেশে নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা
করেন তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের তার-
তম্য হয় অতএব আমরা সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানেতে, অধম যদ্যপিও হই তাহাতে
এ ধর্ম্মের অগৌরব নাই এবং অন্য উত্তম জ্ঞানিদেরও তাহাতে কি হানি
হইতে পারে সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে রামপ্রসাদ
অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গোসাই এবং কবিতাকার আ-
পন২ সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু ইহার দ্বারা
এমৎ নিশ্চিৎ হয় না যে অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই বরঞ্চ ইহা প্রত্যক্ষ
দেখা যাইতেছে যে অনেক২ ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপা-
সনা করিতেছেন তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান্যতা বিজ্ঞলোকের
নিকট হয় এমৎ নহে। ২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আপন
পাওনার অন্বেষণের কারণ পাগলের ন্যায় চুচুড়া মোং দিবিরিঙ সাহেবের
তত্ত্বে যাই। যদ্যপিও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ এবং আত্মীয়রক্ষণ করিলে
পরমার্থে হানি কিছুই নাই কিন্তু দিবিবিঙ সাহেবের তত্ত্বে যাওয়া এ কেবল
মিথ্যা অপবাদ যেহেতু দিবিরিঙ সাহেবের সহিত দেনা পাওনা কোনো কালে
নাই দ্রবিঙ সাহেব বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার কাগজপত্র ও চাকর লোক
বিদ্যমান বিশেষত চুচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাত্র নাই অতএব
বিজ্ঞলোক বিবেচনা করিলে কবিতাকার কিপর্য্যন্ত আমাদের প্রতি দ্বেষ ও
অপকারের বাঞ্ছা করেন এবং মিথ্যা রচনাতে কবিতাকারের শঙ্কা আছে কি
না ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। ১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি কবিতা-
কার ভঙ্গিতে জানান যে আমরা আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া অভিমান করি
এবং যোগবাশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন। সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি
বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥ অর্থাৎ সংসারের সুখেতে
আসক্ত হয় অথচ ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া অভিমান করে সে কর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়
তাহাকে অন্ত্যজের ন্যায় ত্যাগ করিবেক। ইহা আমরাও স্বীকার করিতে পারি
যদি আমরা সংসারে আসক্তি করি ও ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া অভিমান রাখি তবে

উভয় ভ্রষ্ট হইতে পারিব বাস্তবিক এবচনের তাৎপর্য্য এই যে সংসারসুখে আসক্ত হইবেক না এবং অভিমান করিবেক না যেমন স্মৃতিতে লিখেন। উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পরে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে সে পাপিষ্ঠ কিরূপে কহে যে আমি বিষ্ণুপূজার অধিকারী হই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সূর্য্যোদয়ের পরে দন্তধাবন করিবেক না কিন্তু বশিষ্ঠের ঐ বচনকে শাসনপর না জানিয়া যথাশ্রুত গ্রহণ করিলেও আমাদের হানি নাই যেহেতু আত্ম অভিমানকে সকল পাপের মূল করিয়া জানি কিন্তু কবিতাকার প্রভৃতি অনেক পৌত্তলিকেরা যদ্যপি ঐ স্মৃতির বচনকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের সকল কর্ম্ম প্রায় পণ্ড হয়। কবিতাকার ২২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি ইহা লোককে জানাই কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সে মৌন ও নির্জ্জনে থাকে। উত্তর। কবিতাকার প্রভৃতির ন্যায় আমরা পৌত্তলিক নহি যে দীর্ঘ তিলক ছাপা ও খোল করতালের সহিত নগর কীর্ত্তন করিয়া অথবা সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান ও নৃত্যগীতের দ্বারা আপন উপাসনা অন্যকে জানাইব এবং আমরা কোন কোন বিশেষ পৌত্তলিকের ন্যায় নহি যে উপাস্যকে ঘোর প্রতারণার দ্বারা গোপন করিব অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ ও উপদেশ করিলে অন্যে আমাদিগ্যে যেরূপে জানিতে চাহে তাহা জানিবে আমাদের হানি লাভ নাই সর্ব্বকাল মৌন ও নির্জনে থাকা ইহা ব্রাহ্মের নিত্য ধর্ম্ম নহে যেহেতু উপনিষদাদির পাঠ ও তাহার উপদেশ করিতে বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বিধি আছে এবং সত্যকাল হইতে এপর্য্যন্ত বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ সকল কি জ্ঞানসাধন সময়ে কি সিদ্ধাবস্থায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ ও উপদেশ এবং গার্হস্থ্য করিয়া আসিতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ। স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ ইত্যাদি ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যন্তং। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট গৃহস্থ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া কালহরণ করেন তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। ভগবান্ মনুঃ ১২ অধ্যায়ে। "আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। আত্মজ্ঞানেতে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে এবং বেদাভ্যাসে ব্রহ্মনিষ্ঠেরা যত্ন করিবেন। ২২ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকা

আমাদের প্রতি দোষ দেন যে আমরা বহি ছাপাইয়া ঘরে ঘরে জ্ঞান দিতে চাহি। উত্তর। এরূপ পুস্তক বিতরণ আমরা শাস্ত্রানুসারে করি যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ামক শাস্ত্র হইয়াছেন আহ্নিক তত্বে স্মার্ত্তের ধৃত গরুড় পুরাণের বচন। বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদেতি স বৈ দিবং॥ যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে মূল্য দ্বারা লেখাইয়া দান করে সে স্বর্গে যায়। এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখেন। স যোহন্য মাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যসীতি। যে ব্যক্তি আত্ম ভিন্ন অন্যকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কহিবেন যে তুমি বিনাশকে পাইবে এইরূপ শত ২ প্রমাণানুসারে আমরা আত্মা হইতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগ্যে আত্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কহিয়া থাকি এবং। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ম্মি ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেক না এই বচনানুসারে যাহাকে দেখিব যে এ ব্যক্তি কেবল কর্ম্মি বটে এমৎ নহে বরঞ্চ অজ্ঞানকর্ম্মি তখন তাঁহাকে উপদেশ করিতে ক্ষান্ত হই অতএব কবিতাকার যেন আর উদ্বেগ না করেন। ২২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কহি যে জনকাদির ন্যায় রাজনীতি কর্ম্ম ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। উত্তর। যাহা আমরা এ বিষয়ে কহিয়াছি ও লিখিয়া থাকি তাহার তাৎপর্য্য পরম্পরায় এই বটে কিন্তু এ অভিমানসূচক ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি নাই তাহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৫ পৃষ্ঠে ও বেদান্তচন্দ্রিকার ১৫ পৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট আছে যে পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদ্যপিও কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন কিন্তু ব্যবহার দৃষ্টিতে হস্তের কর্ম্ম হস্ত হইতে ও কর্ণনাসিকাদির কর্ম্ম কর্ণনাসিকাদি হইতে লইবেন এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে যৎকালে থাকেন লোক দৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহার নিষ্পাদক শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন করা উচিত জানিবেন এরূপ ব্যবহার করাতে তাহাদের উপাসনার হানি নাই। যোগবাশিষ্ঠে। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এবং বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা জানাইয়া এবং মনে

অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। এবং সম্প্রদায় প্রণালীতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান" ছিল বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভারতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি বশিষ্ঠ পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য শৌনক রৈক্ক চক্রায়ণ জনক ব্যাস অঙ্গিরঃ প্রভৃতি, ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন অথচ গার্হস্থ্যধর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন যদি কবিতাকার একান্ত প্রৌঢ়ি করেন যে পরমার্থ দৃষ্টিতে সকল ব্রহ্মভাবে দেখিলে ব্যবহারেতেও সেইরূপ করিতে হইবেক তবে কবিতাকারকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে তাঁহার সাকার উপাসনাতে দেবী মাহাত্ম্যের এই বচনানুসারে। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। তাবৎ স্ত্রীমাত্রকে ভগবতীর স্বরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে তেঁহ অবশ্যই জানেন ব্যবহারে সেইরূপ আচরণ তাঁহাদের সহিত করেন কি না আর তন্ত্রের বচনানুসারে। শিবশক্তিময়ং জগৎ। তাবৎ জগৎকে শিবশক্তি স্বরূপে জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন কি না এবং। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। এই প্রমাণানুসারে কেবল পরমার্থ দৃষ্টিতে সকলকে বিষ্ণুময় জানেন কি ব্যবহারে এ সকলকে বিষ্ণুপ্রায় আচরণ করেন অতএব এই সকলের উত্তরে কবিতাকার যাহা কহিবেন তাহা শুনিলে পর তাঁহার প্রৌঢ়ি বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব। ঐ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে আমরা আহারাদির সময় ব্রহ্মজ্ঞানী হই। উত্তর। আহারাদির সময় কি অন্য অন্য ব্যবহারে ব্রহ্মনিষ্ঠের ন্যায় অনুষ্ঠান করি অথবা না করি তাহা পরমেশ্বরকে বিদিত থাকিবেক ইহাতে ত্রুটি ও অপরাধ জন্মিলে মার্জ্জনের ক্ষমতা তাঁহারি কেবল আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই আহারাদির সময়ে কবিতাকার প্রভৃতি আপন উপাসনার অনুসারে শক্তিজ্ঞানী হয়েন অথচ অন্যকে তাহার ধর্ম্মানুসারে আহারাদি করিতে বিদ্রূপ করেন। এই ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাই। যদ্যপি এ সকল তুচ্ছ কথার উত্তর দিবাতে লজ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্ব্ব অবধি স্বীকার করা গিয়াছে সুতরাং উত্তর দিতেছি আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন পরিধানাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করি যে শিল্পবস্ত্রমাত্র যদি যবনের পোষাক হয় তবে কবিতাকার এবং তাঁহার বান্ধব অনেক পৌত্তলিকেই শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে

যাইয়া থাকেন যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকার উপাসক ব্রাহ্মণাদির শিল্পবস্ত্র পরিধান করিবাতে দোষ নাই কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর দিবসের মধ্যে এতকাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ নাই এতকাল পর্য্যন্ত পরিলে দোষ হয় ইহার প্রমাণ যখন কবিতাকার দিবেন তখন এ বিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব। বিশেষত কবিতাকার পাষণ্ড নাস্তিক্ ইত্যাদি স্ফুটকটু শব্দ সকল আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশীরোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকে সেইরূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার দৃষ্টির অবরোধ হয় তাঁহাকে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানোপদেশ অবশ্যই দুঃসহ হইবেক সুতরাং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে আমরা তাঁহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই ইতি ইং ১৮২০।

ওঁ তৎ সৎ। কবিতাকার ১ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে লিখেন শাস্ত্রের মত এই যে সকল শাস্ত্র পড়িলে বেদান্ত শাস্ত্রে অধিকার হয়। উত্তর। কি প্রমাণানুসারে, ইহা কহেন তাহা লিখেন না যেহেতু তাবৎ শাস্ত্রে বিধি আছে যে ব্রাহ্মণ আপন শাখা ও তাহার অন্তর্গত উপনিষৎ রূপ বেদান্ত পাঠ ও তাহার অর্থ চিন্তন করিবেন পরে অন্য শাস্ত্র পড়িবার প্রবৃত্তি হইলে তাহাও পড়িবেন। অধ্যয়নে ধর্ম্মসংহিতার বচন। স্বশাখাং তদ্রহস্যঞ্চ পঠেদর্থাংশ্চ চিন্তয়েৎ। ততোঽভ্যসেদ্ যথাশক্তি সাঙ্গবেদান্ দ্বিজঃ ক্রমাৎ। ভগবান মনু ২ অধ্যায়ে আচার্য্য লক্ষণে লিখেন। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে যজ্ঞোপবীত দিয়া যজ্ঞ বিদ্যা ও উপনিষৎ সহিত বেদকে পাঠ করান তাঁহাকে আচার্য্য শব্দে কহা যায়। রহস্য শব্দ উপনিষদের প্রতিপাদক হয় ইহা কুল্লুক ভট্টের টীকাতে লিখেন। অধিকন্তু শাস্ত্রশব্দে সমগ্র চারি বেদ ও সমুদায় দর্শন ও সকল স্মৃতি ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং সংহিতাদি ও অনন্ত কোটি আগম বুঝায় এ সকল না পড়িলে বেদান্ত পাঠে যদি অধিকার না হয় তবে বেদান্ত পাঠের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না বিশেষত কলির মনুষ্য প্রায় শতায়ুর অধিক হয়েন না ওই সকল শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ পড়িতেই মৃত্যু উপস্থিত হইবেক বেদান্ত পাঠের সুতরাং সম্ভাবনা না হয় অথচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ভগবান্ ভাষ্যকারের পূর্ব্বে এবং পরে এ পর্য্যন্ত উপনিষদ রূপ বেদান্ত ও তাহার বিবরণ বেদব্যাসকৃত সূত্রের পাঠ অনেকেই করিয়া আসিতেছেন এবং অনেকেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন কবিতাকার পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে লোককে নিবৃত্ত করাতে কি ফল দেখিয়াছেন যে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়া পরমার্থ সাধনে লোককে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা পান। ওই প্রথম পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি ব্যঙ্গে জানাইয়াছেন যে বেদের প্রথম ভাগ না পড়িয়া বেদান্ত পড়িলে বিড়ম্বনা হয় অতএব মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদান্ত পাঠের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছেন। উত্তর। কবিতাকার দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া আপনার পূর্ব্বাপর বাক্যের অত্যন্ত বিরোধ হয় তাহা

বিবেচনা করেন না যেহেতু কবিতাকার ২০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি আপনিই লিখেন যে এদেশে অদ্যাপি বেদের ব্যবসা আছে সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রীর অর্থ অনেকে জানেন এবং আর আর শাখাসূক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানেন অতএব এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বেদহীন নহেন। যদ্যপি সূর্য্যোপস্থান ও গায়ত্রী আর কতক কতক শাখাসূক্ত জানিলে পূর্ব্বভাগ বেদ পড়া এক প্রকার এ দেশের ব্রাহ্মণেদের হয় ইহা কবিতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বভাগ বেদের সূর্য্যোপস্থান প্রভৃতি ও অন্য অন্য মন্ত্র অবশ্যই পড়িয়া থাকিবেন তাহাদিগ্যে পূর্ব্বকাণ্ডীয় বেদহীন করিয়া অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা করেন। বস্তুত প্রথমভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্রাহ্মণেদের গায়ত্রী ও রুদ্রোপস্থান এবং সূর্য্যোপস্থান ও পুরুষসূক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথমভাগ বেদের অধ্যয়ন করিয়া কহিয়াছেন বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন। সাবিত্রীরুদ্রপুরুষসূর্য্যোপস্থানকীর্ত্তনং। অনধীতস্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমীরিতং॥ অতএব যাহারা গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন তাঁহাদের বেদান্তপাঠে বিড়ম্বনা কখনো হয় না। মনুর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর প্রকরণে। জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ কেবল গায়ত্র্যাদি জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন অন্য ব্যাপার করুন বা না করুন তাহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়। ২০ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে এবং অন্য অন্য স্থানে লিখেন যে বেদান্তের মতে জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে প্রথমতঃ কর্ম্ম করিবেক। উত্তর। যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানসাধনে ব্যক্তির প্রবৃত্তি না হয় তবে চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক কিন্তু প্রথমত কর্ম্ম করিবেক এমৎ নিয়ম নাই যেহেতু পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে ইহ জন্মে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনাও জ্ঞান সাধনের অধিকারী হয় বেদান্তভাষ্যে ভগবান্ আচার্য্য। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এই প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যানে লিখেন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদে ৫১ সূত্রে। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। সাধনের ফল প্রতি-

বন্ধক না থাকিলে ইহ জন্মেই উৎপন্ন হয় আর প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে উদ্ভব হয় তাহা বেদে দেখিতেছি যে গর্ভস্থ বামদেবের ঐহিক কোন সাধন ব্যতিরেকে জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠে। যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনং। ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা॥ মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয় সে পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। গীতা। অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি মৎকর্ম্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ক্রমশ জ্ঞানের অভ্যাসে যদি তুমি অসমর্থ হও তবে আমার আরাধনা রূপ যে কর্ম্ম তাহাতে তৎপর হইবা যেহেতু আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাহার চিত্তশুদ্ধি ইহজন্মের কর্ম্মাধীন অথবা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা অবশ্য হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিতে হইবেক যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্তি হয় না অতএব কার্য্য দেখিয়া কারণে নিশ্চয় করিতে হয়। আশ্চর্য্য এই কবিতাকার আপন পুস্তকের ২৩ পত্রে ২০ পংক্তি অবধি লিখেন যে ইহজন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে সে পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের ফলের দ্বারা হইয়াছে অথচ পুনরায় লিখেন যে জ্ঞানসাধনের পূর্ব্ব ইহজন্মে কর্ম্ম না করিলেই নহে। ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন প্রথমে সাকার ব্রহ্মের ভজন আবশ্যক। উত্তর। ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে লিখা গিয়াছে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইলে কর্ম্ম ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন থাকে যদি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয় তবে সাকার উপাসনার কদাপি প্রয়োজন নাই যেহেতু যথার্থ বস্তুতে ব্যক্তির অভিনিবেশ হইলে কল্পনাতে বিশ্বাস কোনো মতে থাকে না। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যধৃত বচন। আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ। উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥ আশ্রমী তিন প্রকার হয়েন উত্তম মধ্যম অধম অতএব তাহাতে মধ্যম ও অধমের নিমিত্ত এই উপাসনা বেদে কৃপা করিয়া কহিয়াছেন। অসমর্থো মনোধাতুং নিত্যে নির্বিষয়ে বিভৌ। শব্দৈঃ প্রতীকৈরর্চাভিরুপাসীত যথাক্রমং॥ নিত্য উপাধিশূন্য সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরেতে মনকে স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয় সে শব্দের দ্বারা কিম্বা

অবয়বের কল্পনা দ্বারা অথবা প্রতিমার দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবেক। বিশেষত সর্ব্বত্র দৃঢ়রূপে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহার হইয়াছে তেঁহ কদাপি অবয়বের উপাসনা কোন মতে করিবেন না বেদান্তের ৪ অধ্যায়ের ১ পাদের ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমেশ্বর বোধ করিবেক না যেহেতু এক নাম রূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ সূত্র। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থাপ্যদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদিগ্যেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইয়া যান বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু দেবতার উপাসক আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গমন পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোন দোষ হয় না আর তৎক্রতুন্যায়ও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহাকেই পায়। বৃহদারণ্যকশ্রুতি যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যসীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ॥ যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ দিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরও আরাধ্য হয়। কুলার্ণবের নবমোল্লাসে তাবৎ মন্ত্রের ও দেবতার বক্তা ভগবান্ মহেশ্বর কহিয়াছেন। বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥ বিকারহীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ২ পৃষ্ঠে ১৯ পংক্তিতে এবং অন্য অন্য স্থানে কবিতাকার মন্ত্রকে নিরাকার ব্রহ্ম কহিয়াছেন। উত্তর। যদি কবিতাকারের তাৎপর্য্য ইহা হয় যে প্রণবাদি মন্ত্র শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ ঐ সকল শব্দ পরব্রহ্মকে প্রতিপন্ন করেন তবে তাহা অযথার্থ নহে কিন্তু যদ্যপি ইহা তাৎপর্য্য হয় যে ঐ শব্দাত্মক মন্ত্র সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হয়েন তবে তাহা সর্ব্বথা অশাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ যেহেতু তাবৎ

উপনিষদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম নির্ব্বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন শব্দস্বরূপ হইলে কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং আকাশের গুণ হইতেন। কঠশ্রুতিঃ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। মুণ্ডক। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। ব্রহ্ম শব্দবিশিষ্ট নহেন এবং স্পর্শবিশিষ্ট নহেন আর রূপহীন এবং হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য হয়েন। ব্রহ্ম চক্ষু ও বাক্য গ্রাহ্য নহেন এবং চক্ষু ও বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন আর তপস্যা ও সৎকর্ম্ম দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। নাম আর রূপ এ দুই যাহা হইতে ভিন্ন হয় তিনি ব্রহ্ম। ঐ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে লিখেন যে আপনাতে ইষ্টদেবতাতে ব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইয়া জীব ফল প্রাপ্ত হইবেক। যদি কবিতাকার এমত লিখিতেন যে আপনাতে ও দেবতাতে ও জগতে ও ব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইলে জীব কৃতার্থ হয় তবে শাস্ত্রসম্মত হইত যেহেতু শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৮৫ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ বসুদেবের প্রতি কহিতেছেন। অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং। আমি আর তোমরা ও এই বলদেব আর এই দ্বারকাবাসি লোক এ সকলকে ব্রহ্মরূপে জানিবে কেবল এই সকলকেই ব্রহ্ম জানিবে এমৎ নহে বরঞ্চ চরাচর জগৎকে ব্রহ্মরূপে জানিবে। মনুঃ। এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং॥ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখে সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান ভাব পাইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনাতে ইষ্টদেবতাতে ব্রহ্মেতে অভেদ ভাব আর অন্য বিশ্বেতে ভেদজ্ঞান কৃতার্থ হইবার কারণ হয় ইহা কবিতাকারের নিজমত হইবেক তিন বস্তুতে অভেদ জ্ঞান আর অন্য সকল বস্তুতে ভেদ জ্ঞান থাকিতে জীব কৃতার্থ হয় ইহা কবিতাকার কোন্ শাস্ত্রের প্রমাণে লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাকে লিখা উচিত ছিল যেহেতু কেবল দেবতাতে ব্রহ্ম বোধ করা ইহাও মুক্তিসাধন জ্ঞান নহে। কেনোপনিষৎ। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথনুমীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং। গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন যদি তুমি আপন দেহ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে ব্রহ্ম জানিয়া এমৎ কহ যে আমি সুন্দররূপে ব্রহ্মকে জানিলাম তবে তুমি ব্রহ্মস্বরূপের যৎকিঞ্চিৎ জানিলে আর

যদি দেবতাতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মকে জান তথাপি অল্প জানিলে অতএব আমি বুঝি যে ব্রহ্ম এখনো তোমার বিচার্য্য হয়েন। ৫ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে এবং ঐ পুস্তকের স্থানে২ কবিতাকার লিখেন যে যিনি সাকার তিনি নিরাকার ব্রহ্ম হয়েন। এ অত্যন্ত অশাস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিবিরুদ্ধ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদে ১১ সূত্র। ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি। পরমেশ্বরের উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ সাকার এবং নিরাকার বস্তুত্ব হইবার কি সম্ভাবনা উপাধি দ্বারাও কোনমতে হইতে পারে না যেহেতু সর্ব্বত্র বেদান্তে তাঁহার এক অবস্থা এবং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্ব করিয়া কহিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র এই নিয়ম হয় যে আকারের ভাব এবং অভাব এক কালে এক বস্তুতে সম্ভব হইতে পারেনা। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নামরূপ হইতে ভিন্ন হয়েন। দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং আকারহীন সম্পূর্ণ হয়েন। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। পরব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কোন প্রকারে নহেন যে হেতু নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতির প্রাধান্য হয় কেন না সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি ব্রহ্মের রূপকল্পনা অজ্ঞানের উপাসনার নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু তাহার পর্য্যবসান নিগুণ ব্রহ্মে হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেদান্তে দেখিবেন। স্মার্ত্ত-ধৃত যমদগ্নির বচন। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীর-হীন যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপ কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপ-নিষৎ ভাষ্যে ধৃত বচন। নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দা স্তেমুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥ যেসকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নিবিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হয় তাহারা রূপকল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক। মহানির্বাণ তন্ত্রে। এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পবেধসাং॥ গুণের অনুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তের হিতের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এবং পরমারাধ্য মহাদেব ও ঋষি সকল যাঁহারা নানারূপ ও ধ্যান ও মন্ত্রাদি ও মাহাত্ম্য বর্ণন করেন তাঁহারাই সিদ্ধান্তে কহেন যে রূপহীন পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা অসমর্থের উপাসনার নিমিত্ত করা গেল। কবিতাকার শক্তির ও শিবের এবং বিষ্ণু প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনে যে সকল শ্লোক লিখেন তাহাতেও ঐ সকল সাকার বর্ণনার পর্য্যবসান নির্গুণে

করিয়াছেন অথচ কবিতাকার চক্ষু থাকিতেও দেখেন না ১০ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি। নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ। তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন প্রযুজ্যতে॥ যদ্যপি তিনি স্ত্রী নহেন পুরুষ নহেন এবং ক্লীব নহেন এবং জড় নহেন তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষে স্ত্রীর লক্ষণ না থাকিলেও কল্পলতা শব্দে কহা যায় সেইরূপ তাঁহার প্রতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ হয়। ঐ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে কবিতাকারের ধৃত শ্লোক। অথ কালীপুরাণ। দৃষ্টিহীনা সদৃষ্টি স্ত্বমকর্ণাপি চ সশ্রুতিঃ। তরস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা॥ চক্ষু নাই দেখেন কর্ণ নাই শুনেন হস্ত নাই গ্রহণ করেন পা নাই গমন করেন। পুনরায় ১২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে। অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্বৈকমূর্ত্তিঃ। গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥ তোমার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে এবং পরিমাণের যোগ্য নহে এবং তুমি শক্তিস্বরূপ হও আর সকলের আশ্রয় এবং সত্বস্বরূপ হও আর গুণের অতীত কেবল নির্বিকল্প বুদ্ধির গ্রাহ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ তুমি হও। ১৬ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে। রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ং। সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং নিত্যানন্দমগোচরং॥ আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং। সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষং॥ হনূমানের প্রতি সীতার বাক্য। হ্রাসবৃদ্ধিহীন সকল উপাধি শূন্য নিত্য আনন্দস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ম্মল শান্ত ও বিকাররহিত সর্ব্বব্যাপি স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম করিয়া তুমি রামকে জানিবে। এবং যুক্তিতে আকারবিশিষ্টের ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হয় যেহেতু যে যে বস্তু চক্ষুগোচর সে সে নশ্বর এই ব্যাপ্তির অন্যথা কোনো মতে নাই আর যে নশ্বর সে পরব্রহ্ম হইবার যোগ্য নহে এবং সাকার বস্তু যত বিস্তীর্ণ হউক তথাপি দিক্ দেশ কালের ব্যাপ্য হইবেক আর পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি তেঁহ কাহার ব্যাপ্য নহেন এবিষয় অত্যন্ত বিস্তার রূপে বেদান্ত চন্দ্রিকার উত্তরের ১৩ পৃষ্ঠায় এবং বৈষ্ণবের উত্তরে পৃষ্ঠে লিখাগিয়াছে তাহা অবলোকন করিবেন। কবিতাকার গণেশ শক্তি হরি সূর্য্য শিব এবং গঙ্গা এই ছয়ের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেক বচন লিখিয়াছেন যাহাতে এ সকলের প্রতি ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ এবং ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ আছে। কবিতাকারকে বিবেচনা করা উচিত যে যেমন ঐ ছয়কে ব্রহ্ম শব্দে কহিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ধর্ম্মের আরোপ

করিয়াছেন সেইরূপ শত শতকে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ এবং ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ শাস্ত্রে করিয়াছেন যথা। মন্ত্রে ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মনঃ ব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবেক। ইন্দ্রমাহাত্ম্যে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব মামেব বিজানীহীতি। অর্থাৎ ইন্দ্র ব্রহ্ম হয়েন। প্রাণবায়ুর মাহাত্ম্যে প্রশ্নোপনিষৎ। এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবীরয়ির্দ্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সর্ব্বময় ব্রহ্ম হয়েন। গরুড় মাহাত্ম্যে আদিপর্ব্ব। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বমিদং ধ্রুবাধ্রুবং। অর্থাৎ গরুড় ব্রহ্ম হয়েন। এবং অন্যের ন্যায় ঐ ছয়ের জন্মমরণ পরাধীনত্ব বর্ণন ভূরি দেখিতেছি। বিষ্ণু। যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥ এই জগতে সৃষ্টিসংহারকারি সমর্থ যাহারা হয়েন তাহারাও কালে লীন হইবেন অতএব কাল বড় বলবান্। যাজ্ঞবল্ক্য। গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধি র্দ্দৈবতানি চ। ফেণপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥ পৃথিবী সমুদ্র দেবতা ইহারা সকলেই নাশকে পাইবেন অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতা স্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥ বিষ্ণুর ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু জন্মগ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। কুলার্ণবে। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা সকল ও আকাশাদি ভূত সকলেই নষ্ট হইবেক অতএব আপন২ মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। ইত্যাদি বচনের দ্বারা বাহুল্য করণের প্রয়োজন নাই। অতএব এক বচনে উপস্থিত এবং সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখে যে নাশ শব্দ তাহার অর্থ কাহার প্রতি গৌণ অর্থাৎ অপ্রকট বুঝাইবেক কাহারা প্রতি মৃত্যু বুঝাইবেক ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয় বিরুদ্ধ হয়। ঐ ছয় জন কেবল এদেশে উপাস্য হয়েন তন্নিমিত্তে তাঁহারাই ব্রহ্ম হইবেন ইহা বলা যায় না কারণ দুর্ব্বলাধিকারির উপাস্য রূপে ইহাদিগ্যে এবং মন প্রভৃতি অন্যকেও শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহা পূর্ব্বের প্রমাণে ব্যক্ত আছে। কবিতাকার আপনি যে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহাতেই ঐ ছয়ের পরস্পর জন্যজনকত্ব দাসপ্রভুত্ব সাক্ষাৎ পাওয়া যাই-

তেছে অথচ কবিতাকার জন্যকে এবং অধীনকে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বাধ্যক্ষ জন্মশূন্য নিরপেক্ষ পরমেশ্বর কহিতে শঙ্কা করেন না। কবিতাকারের পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে তাঁহার আপন লিখিত ওই সকল বচনের কথক লিখিতেছি। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া। পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং সা নিত্যা পরিকীর্ত্তিতা॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার যে দেবী হইতে জন্ম হয় এবং তাঁহারা যে দেবীতে লীন হয়েন সেই দেবী নিত্যা হয়েন। ১১ পত্রে ২৫ পংক্তিতে। জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে। তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াঃ ভবন্তি তে॥ যেমন বিদ্যুৎ মেঘেতে উৎপন্ন হইয়া মেঘেতেই লীন হয় সেইরূপ কালিকা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা উৎপন্ন হইয়া লীন হয়েন। ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে। কারণন্তু পরা শক্তি র্যা সা বাহ্যা হ্যনাময়া। ব্রহ্মাদ্যান্ সা সৃজেৎ শক্রং যথাবিধি বিধানতঃ॥ অর্থাৎ দেবী হইতে ব্রহ্মাদির জন্ম হয়। ১৩ পত্রে ১৭ পংক্তিতে। সমারাধ্য হরির্দুর্গাং বিষ্ণুত্বমগমদ্বিভুঃ। যে ব্যাপক হরি তিনি দুর্গার আরাধনা করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনরায় ১৬ পত্রে ৫ পংক্তিতে। মাং বিদ্ধি মূলং প্রকৃতিং স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণীং তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা। হনূমানের প্রতি সীতাবাক্য। তুমি আমাকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্রী মূল প্রকৃতি করিয়া জান। সেই ব্রহ্মস্বরূপ রামের সন্নিধান মাত্রের দ্বারা নিরলস হইয়া এই সকলের সৃষ্টি করি। ইহা দ্বারা কবিতাকার ওই পাঁচের পরস্পর অধীনত্ব মানিয়াছেন।

এ সকল দেবতা ও পঞ্চভূত প্রভৃতিতে কেবল ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ আছে এমৎ নহে বরঞ্চ তাবৎ সংসারেতেই ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কি শ্রুতিতে কি অন্য২ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। চতুষ্পাদ বৈ ব্রহ্ম। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবাঃ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ চতুষ্পাদ প্রভৃতি ও দাস ও ধূর্ত্ত আর এই তাবৎ সংসার ব্রহ্ম কিন্তু ইহার দ্বারা এই সকল নশ্বর বিশ্বের প্রত্যেকের ব্রহ্মত্ব স্থাপন তাৎপর্য্য হয় এমৎ নহে বস্তুত ইহার দ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্থাপন করিতেছেন নতুবা এই সকলকে পুনঃ২ নশ্বর ও জন্য কেন ওই সকল শাস্ত্রে কহিবেন।

আর কবিতাকার স্থানে২ ওই পঞ্চদেবতারা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন এমৎ প্রতিপাদক অনেক বচন লিখেন। কিন্তু তাঁহাকে বিবেচনা করা উচিত ছিল যে কেবল ওই পঞ্চদেবতা আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া

কহেন এমৎ নহে বরঞ্চ অন্য২ অনেক দেবতা ও ঋষিরা আপনাতে ব্রহ্মআরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন। যেমন বৃহদারণ্যকে ইন্দ্রের বাক্য। মামেব বিজানীহি। কেবল আমাকে তুমি জান। বামদেবের বাক্য। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। বরঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তি অধ্যাত্ম চিন্তনের বলে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার অধিকারী হয়। অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্॥ আমি অন্য নহি দেবস্বরূপ হই শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ এবং নিত্যমুক্তস্বভাব আমি হই। এবচনকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য আহ্নিক তত্ত্বে লিখেন যাহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকল ব্যক্তিরা স্মরণ করেন। কবিতাকার এই বচনকে আপন পুস্তকের ৬ পত্রে ২৬ পংক্তিতে লিখেন অথচ অর্থের অনুভব করেন না। এরূপ আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনের সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩১ সূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ। ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম কহেন সে আপনাতে পরমাত্মার দৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন এরূপ কহিবার সকলে অধিকারি হয় যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে বেদে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন।

৭ পত্রে ৩ পংক্তি অবধি লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত সাকার হইয়া দর্শন দেন। উত্তর। পরব্রহ্ম সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন তাহার ইচ্ছাতেই তাবৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা সকলে স্বীকার করেন তবে সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত রূপধারণ স্বীকার করাতে গৌরব হয় দ্বিতীয় তাহার অবস্থান্তর হওয়া ও নশ্বর হওয়া স্বীকার করিতে হয় তৃতীয় তাবৎ বেদবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বেদে তাহাকে রূপাদিরহিত নিত্য একঅবস্থাবিশিষ্ট করিয়া কহেন এসকল শ্রুতি পূর্ব্ব পৃষ্ঠে লিখিয়াছি এবং যুক্তিতেও দেখিতেছি যে তাবৎ দৃষ্টিগোচর বস্তু নশ্বর হয় ইহার অন্যথা হইতে পারে না আর নিরাকার হইতে সৃষ্ট্যাদি কিরূপে হয় তাহার সিদ্ধান্ত বেদান্তে লিখেন ২ অধ্যায় ১ পাদ ২৮ সূত্র। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। যদি জীবাত্মা স্বপ্নেতে রথ গজ নদী দেশ আকাশ দেবতা স্থাবর জঙ্গম এ সকলকে কোনো আকার ধারণ না করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন তবে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এ সকল জগৎ ও নানাপ্রকার নামরূপের রচনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি। অতএব কবি-

তাঁহার পরমেশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ অঙ্গীকার করেন অথচ এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিতণ্ডাতে প্রবৃত্ত হয়েন বস্তুত তাবৎ নামরূপই মিথ্যা হয় অধিকন্তু মানস ধ্যানের যে নামরূপের কল্পনা প্রত্যহ করহ সে অন্য হইতেও অস্থায়ি ওই ধ্যানের রূপ মনের কল্পনায় জন্মিতেছে এবং মনের চাঞ্চল্যে ধ্বংস হইতেছে অতএব এরূপ নশ্বরের অবলম্বনে মনোরঞ্জন ও কালহরণ কেন করহ নিত্য সর্ব্বগত পরমেশ্বরের চিন্তনে সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ হইয়া আপনার শ্রেয়ের বাধক আপনি কেন হও। কঠশ্রুতি। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ॥ অনিত্য নামরূপের অবলম্বনে নিত্য যে পরমেশ্বর তাঁহার প্রাপ্তি হয় না। কেন শ্রুতি। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ইহজন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি পরমেশ্বরকে জানে তবে তাহার সকল সত্য আর যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানে তবে তাহার মহা বিনাশ হয়। ঈশোপনিষৎ। অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ইহার ভাষ্য॥ অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থো মন্ত্র আরভ্যতে। অসুর্য্যাঃ পরমার্থভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরা স্তেষাঞ্চ স্বভূতা অসুর্য্যা নাম নামশব্দোঽনর্থকোনিপাতঃ তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি অন্ধেনাদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসাবৃতা আচ্ছাদিতাঃ তানস্থাবরান্তান প্রেত্য ত্যক্ত্বেমং দেহং অভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং যে কে চ আত্মহনঃ আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ কে তে জনা অবিদ্বাংসঃ। অজ্ঞানির নিন্দার্থ কহিতেছেন। পরমাত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন তাহাদের দেহকে অসুর্য্য অর্থাৎ অসুর্য্যা দেহ কহি। সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ওই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পান আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পান এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। বৃহদারণ্যক। যোঽন্য দেবতা মুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং কহে যে এই দেবতা অন্য আর আমি অন্য অর্থাৎ উপাস্য উপাসক রূপে হই সে ব্যক্তি কিছু জানে না

সে যেমন দেবতাদের পশু অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবতার উপকারী হয়। স্মৃতিঃ॥ যোঽন্যথা সন্ত মাত্মান মন্যথা প্রতিপদ্যতে কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণা-ত্মাপহারিণা॥ যে ব্যক্তি অন্য প্রকারে স্থিত আত্মাকে অন্যপ্রকারে জানে সেই পরমার্থ চোর ব্যক্তি কি কি পাপ না করিলেক অর্থাৎ, ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ তাহার হয়। ২৩ পত্রে ২১ পংক্তিতে কবিতাকার বেদান্ত সূত্র কহিয়া লিখেন সূত্র। জন্মনি জন্মান্তরে বা। অতএব কবিতাকারকে উচিত যে কোন্ অধ্যায়ের কোন্ পাদে এসূত্র আছে তাহা লিখেন। ২ পত্রের ৪। ৫ পংক্তিতে লিখেন [পঞ্চব্রহ্মের মূর্ত্তি সমষ্টি ব্রহ্ম জানিবা। বেদান্তে ইহার বিস্তার আছে] অতএব কবিতাকারকে উচিত যে বেদান্তের কোন্ সূত্রে অথবা বেদান্তভাষ্যের কোন প্রকরণে ইহার বিস্তার আছে তাহা লিখেন। পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে ধর্ম্ম লোপের নিমিত্ত কবিতাকার ওই সকল সূত্র স্বকপোল রচনা করিয়াছেন আশ্চর্য্য এই যে পুরাণাদির শ্লোক যখন কবিতাকার লিখেন তখন তাহার অর্থ প্রায় ভাষাতে লিখিয়া থাকেন কিন্তু ঈশাবাস্য প্রভৃতি আট দশ শ্রুতি যাহা আপন পুস্তকের স্থানে২ লিখিয়া-ছেন তাহার বিবরণে কোন স্থানে অর্থ না করিয়া ভাষ্যে ইহার অর্থ জানিবে এই মাত্র লিখেন এবং ওই সকল শ্রুতিকে ভাষ্যে সাকার ব্রহ্মের প্রতিপাদক করিয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন এমৎ কবিতাকার লিখেন অতএব ওই সকলের মূল ভাষ্য লিখিতেছি এবং তাহার ভাষা বিবরণ লিখিতেছি ইহাতে সকলে বিবচনা করিবেন যে ওই সকল শ্রুতি নাম রূপের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন কি জগতের কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন আর ধর্ম্ম-লোপের জন্যে শাস্ত্রের লিপিকে সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা বিবরণ করিয়া কবিতা-কার লোকের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমত ৪ পৃষ্ঠে। ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং। ইহার ভাষ্য। ঈশা ঈষ্টে ইতি ঈট্ তেনেশা ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরাত্মা সর্ব্বস্য সহি সর্ব্বমীষ্টে সর্ব্বজন্তূনামাত্মাসন্ তেন স্বেনাত্মনেশাবাস্যং আচ্ছাদনীয়ং কিং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্ব্বং স্বেনা-ত্মনা প্রত্যগাত্মতয়াঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থ সত্যরূপেণানৃতমিদং সর্ব্বমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা যথা চন্দনাগুর্ব্বাদে রুদকাদিসংবন্ধজক্লেদাদিজং

দৌর্গন্ধ্যং তৎস্বরূপনির্ঘর্ষণেনাচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগদ্দ্বৈতভূতং পৃথিব্যাং জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্ব্বমেব নামরূপ কর্ম্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থ সত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয় সংন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ নহি ত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো ভৃত্যো বা আত্মসম্বন্ধিতায়া অভাবাৎ আত্মানং পালয়তি অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেবার্থঃ ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথা আত্মানমিতিশেষঃ। এবং ত্যক্তেষণ স্ত্বং মাগৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মাকার্ষীর্দ্ধনবিষয়াং কস্যাস্বিৎ কস্যচিৎ ধনং স্বস্য পরস্য বা ধনং মাকাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অর্থঃ। পরমেশ্বরের সহিত অভেদ চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে তাহা সকলকে আচ্ছাদন করিবেক যেমন চন্দনাদিতে জলাদির সংসর্গে ক্লেদযুক্ত হইয়া দুর্গন্ধ হইলে ঐ চন্দনের ঘর্ষণ দ্বারা তাহার পারমার্থিক গন্ধ প্রকাশ হইয়া সেই দুর্গন্ধকে আচ্ছাদন করে সেইরূপ আত্মাতে আরোপিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ তাহা আত্মার স্বরূপ চিন্তনের দ্বারা ত্যাগ হয় যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপন ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না। স্বিৎ শব্দ অনর্থক নিপাত। ৭ পৃষ্ঠায় যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। ভাষ্য। যৎপ্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম বক্ষ্যামীতি তদেবাহ। য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষু জাগর্ত্তি ন স্বপিতি কথং কামং কামং তং তমভিপ্রেতং স্ত্র্যাদ্যর্থ মবিদ্যয়া নির্ম্মিমাণঃ নিষ্পাদয়ন্ জাগর্ত্তি পুরুষো যঃ তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তৎব্রহ্ম নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি তদেবামৃতং অবিনাশ্যুচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু॥ ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই অবিনাশি নির্ম্মল ব্রহ্ম হয়েন। ৯ পৃষ্ঠায় তস্মাত্তিরোদধে তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ। ভাষ্য। তস্মাদিন্দ্রাদাত্মসমীপং গতাৎ ব্রহ্মতিরোদধে তিরোভূতং ইন্দ্রস্যেন্দ্রত্বাভিমানোঽতিতরাং নিরাকর্ত্তব্য ইত্যতঃ সম্বাদমাত্রমপি নাদাৎ ব্রহ্মেন্দ্রায়

তদ্যক্ষং যস্মিন্নাকাশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতমিন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ ইন্দ্রস্তস্মিন্নেবাকাশে তস্থৌ কিং তদ্যক্ষমিতিধ্যায়ন্ ন নিবৃতে অগ্ন্যাদিবৎ। তত ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যোমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা স ইন্দ্রস্তামুমাং বহুশোভনানাং সর্ব্বেষাং হি শোভনানাং শোভনতমা বিদ্যেতি তথাচ বহুশোভমানেতিবিশেষণমুপপন্নং ভবতি হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীমিব বহুশোভমানা মিত্যর্থঃ অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেবেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন সহ বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি জ্ঞাত্বা তামুপজগাম ইন্দ্রঃ তাং হোমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ ব্রুহি কিমেতদ্দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি সা ব্রহ্মেতি হোবাচ কিল। অর্থ। মায়িক তেজঃপুঞ্জরূপ আবির্ভূত ব্রহ্ম ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত বাক্যমাত্র না কহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন সেই আকাশে প্রচুর শোভাযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতের ন্যায় স্ত্রীরূপা বিদ্যা আবির্ভূতা হইলেন অথবা হৈমবতী সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের নিকট সর্ব্বদা থাকিবার দ্বারা ইহার বিশেষ জানিতে পারেন ইহা জানিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ পূজ্য কে সে উমা তাঁহাকে কহিলেন ইনি ব্রহ্ম। ৫ পৃষ্ঠায় যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি। যাহা হইতে এই বিশ্ব জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাহার আশ্রয়ে আছে আর ম্রিয়মাণ হইয়া যাহাতে লীন হইবেক তেই ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করহ। ভাষ্যে এই সকল শ্রুতির যে অর্থ তাহা মূল সহিত লেখা গেল। অতএব কবিতাকার এ সকলের ভাষ্যকে বিশেষরূপে আলোচনা যেন করেন। ৮ পৃষ্ঠের শেষে কবিতাকার লিখেন যে গায়ত্রী চতুষ্পাদ বত্রিশ অক্ষর হয়েন। কিন্তু কোন্ প্রমাণে কি দৃষ্টিতে লিখেন তাহার উল্লেখ করেন না মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ত্রিপাদ চতুর্বিংশতি অক্ষর গায়ত্রীকে কহিয়াছেন ইহার বিশেষ গায়ত্রীর ভাষা বিবরণ যে আমরা করিয়াছি তাহাতে দেখিবেন গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যার অন্যথা করিয়া গায়ত্রী জপের দ্বারা লোক কৃতার্থ হইতে পারিবেক এই আশঙ্কায় গায়ত্রীতে এই সকল সন্দেহ কবিতাকার উপস্থিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন যেন কোনমতে লোক পরব্রহ্মের উপাসনা না করিতে পারে। ১৫ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তিতে লিখেন বেদান্তের ভাষ্য-

কার, সাকার ব্রহ্ম মানিয়া আনন্দলহরী স্তব করিয়াছেন। উত্তর। বেদান্তের ভাষ্য প্রস্তুত আছে কোন্ স্থানে সাকারকে ব্রহ্মরূপে ভাষাকার মানিয়াছেন তাহা কবিতাকারকে দেখান উচিত ছিল তবে আনন্দলহরী। দেবি সুরেশ্বরি ইত্যাদি গঙ্গার স্তব। নমো শঙ্কটাকণ্ঠহরিণী ভবানী ইত্যাদি অনেক২ স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া সেই২ দেবতার পূজকেরা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন এ সকল স্তব বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই প্রধান লোকের নামে আপন২ কবিতা বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক এই নিমিত্ত আচার্য্যের নামে এই সকল স্তব স্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন আর যদ্যপিও তাঁহার কৃত এ সকল হয় তথাপি হানি নাই যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে জগতের তাবৎ বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন করা যায়। কবিতাকার তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় যাহা গুরু মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে সর্ব্বথা প্রমাণ এবং যে বচন লিখিয়াছেন তাহার বিশেষরূপে আমরা অর্থাবগতি করিলাম তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখি। নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখহারিণে॥ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ মহামন্ত্রের দাতা সংসারদুঃখহারক যে তুমি হে গুরু তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত প্রণাম করি। অখণ্ড ব্রহ্মের স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়াছেন সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু তাঁহাকে নমস্কার। কিন্তু কবিতাকারকে উচিত যে ইহা বিবেচনা করেন যে যেশাস্ত্রানুসারে গুরু সর্ব্বথা মান্য হইয়াছেন সেই শাস্ত্রে লিখেন তন্ত্র। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরু অনেক আছেন কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করেন যে গুরু তিনি অতি দুর্লভ। আর লিখেন তন্ত্র। পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ। পশু গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পশু হয় ইহাতে সংশয় নাই। বেদে কহেন তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই শিষ্য পরমতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে গুরুকে মান্য করিতে হয় সেই শাস্ত্রানুসারে গুরুর লক্ষণ জানিতে হয় পিতাকে মানিতে হয় শাস্ত্রে কহিয়াছেন এবং পিতার

লক্ষণ ওই শাস্ত্রে করিয়াছেন যে যিনি জন্ম দেন তাঁহাকে পিতা কহি অতএব পিতার লক্ষণ যাঁহাতে আছে তাঁহাকে পিতা কহিয়া মানিতে হইবেক। আমরা ওঁতৎসৎ পত্রারম্ভে এবং অন্য কর্ম্মারম্ভে লিখি এবং কহি তাহাতে কবিতাকার দোষোল্লেখ করিয়া ২৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখিয়াছেন যে [ওঁকার শব্দার্থে ব্রহ্মকে বুঝায় যে২ অক্ষরে হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম বুঝায় অতএব সেই সকল নাম লেখা ভাল নতুবা ওঁকার শব্দের গর্ব্ভের মধ্যে তিন নাম থাকে] যে২ অক্ষরে ওঁকার হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বুঝায় কবিতাকার লিখেন অথচ পুনরায় দোষ দেন যে সে সকল নাম কেন আমরা না লিখি যদি ওই সকল অক্ষরে কবিতাকারের মতে ওই সকল দেবতাকে বুঝায় তবে তাহাদের নাম লেখা কি প্রকারে না হইল এবং কবিতাকার প্রভৃতিকে দেখিতেছি যে এক হইতে অধিক নাম আপনা আপন লিপির প্রথমে ও গ্রন্থের প্রথমে প্রায় লিখেন না তবে কিরূপে কহেন আমরা দ্বেষ প্রযুক্ত ব্রহ্মাদির নাম লিখি না যদি একের নাম লিখিয়া অন্য দেবতার নাম না লিখিলে দ্বেষ বুঝায় তবে সমুদায় দেবতার নাম গ্রন্থাদির প্রথমে লেখা আবশ্যক হইয়া উঠে অথচ কবিতাকার প্রভৃতি কেহ কৃষ্ণ কেহ বা কেবল দুর্গা ইত্যাদি রূপে লিপি প্রভৃতির প্রথমে লিখেন তাহাতেও যে২ দেবতার নাম না লিখেন তাঁহার প্রতি কি দ্বেষ বুঝাইবেক এ কেবল কবিতাকারের দ্বেষ মাত্র পরমেশ্বরের প্রতি বুঝায় যেহেতু দেবতান্তরের নাম গ্রহণ করিবার প্রতি এপর্য্যন্ত যত্ন কিন্তু শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পরমেশ্বরের প্রতিপাদক শব্দ সকল তাহার গ্রহণ অন্যে করিলে নানা দোষের উল্লেখ করেন বস্তুত কর্ত্তব্য কিম্বা অকর্ত্তব্য শাস্ত্রানুসারে জানা যায় শাস্ত্রে কহেন যে তাবৎ কর্ম্মের প্রথমে ওঁতৎসৎ ইহার সমুদায়ের অথবা প্রত্যেকের গ্রহণ করিবেক গীতা। ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণা স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ওঁকার এবং তৎ ও সৎ এই তিন শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন অতএব বিধাতা সৃষ্টির আরম্ভে ওই তিনের গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ও বেদের ও যজ্ঞসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনরায় গীতাতে। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ব্যক্তির জন্মেতে ও উত্তম চরিত্রেতে সৎশব্দের প্রয়োগ হয় অতএব তাবৎ প্রশস্ত কর্ম্মেতে হে অর্জ্জুন সৎ শব্দের

গ্রহণ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ তন্ত্র। ওঁতৎসদ্বদেদ্বাক্যং প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাং। ব্রহ্মার্পণমস্ত বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ॥ তাবৎ কর্ম্মের আরম্ভে ওঁতৎসৎ এই বাক্য কহিবেক আর পান ভোজনে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মার্পণমস্তু এই বাক্যের প্রয়োগ করিবেক। অতএব এই সকল বিধির অনুসারে লিপি প্রভৃতির প্রথমে ওঁতৎসৎ গ্রহণ করা যায় এসকল শাস্ত্র যে ব্যক্তির মান্য হয় সে এই শব্দের প্রয়োগকে উঠাইবার চেষ্টা করিবেক না। আর শূদ্রাদির শ্রবণ বিষয়ে যে দোষ লিখেন তাহাতে কবিতাকারকে জিজ্ঞাসা করি যে যখন শূদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গার ঘাটে থাকেন তখন ওঁতৎসৎ সম্বলিত সঙ্কল্প বাক্য পড়েন ও অন্যকেও সঙ্কল্প করান কি না এবং মুমূর্ষুর নিকটে ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রাম এই শব্দকে শূদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন কিনা। হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে দ্বেষ হইতে বিরত কর। পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন শ্রাদ্ধাদি করিবার সময়ে ওঁ তৎসৎ কহিতে হয় তাহা না করিয়া আপন ঘরে ওঁ তৎসৎ লিখেন। কেবল শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিয়া ওঁ তৎসৎ প্রয়োগ করিবেক এমৎ নিয়ম নাই পূর্ব্বে লিখিত গীতাদির বচন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাবৎ উত্তম কর্ম্মের প্রথমে ওঁতৎসৎ বাক্যের প্রয়োগ করিবেক সে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম হউক কি অন্য উত্তম কর্ম্ম হউক আর বাটীতে মঙ্গল সূচনার্থে শাস্ত্রানুসারে লিখিবেক যেহেতু মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ওঁ তৎসৎ মন্ত্র বর্ণন কহিয়া পরে লিখেন। গৃহপ্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি। গেহং তস্য ভবেত্তীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ॥ যে ব্যক্তি ওঁতৎসৎ এ মন্ত্রকে গৃহের এক দেশে কিম্বা আপন দেহে লিখিয়া ধারণ করে তাহার গৃহ তীর্থ হয় দেহ পুণ্যময় হয়। অতএব এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টি করিয়া কবিতাকারকে ইহার বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত ছিল। আর আপন পুস্তকের প্রথমে ১০ পৃষ্ঠে এবং ২২ পৃষ্ঠে লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে বেদান্ত অল্প গ্রন্থ কয়েক শত শ্লোক এই নিমিত্ত সাকার বর্ণন নাই। উত্তর। বেদান্ত সূত্রে সমুদায় বেদান্তের মীমাংসা ও তাবৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সাকার বর্ণন পুনঃ২ এই রূপে করিয়াছেন যে মায়িক নামরূপ সকল নশ্বর এবং নশ্বর বস্তুর উপাসনা করিলে নিত্য যে মোক্ষ তাহার প্রাপ্তি হয় না।

৩ অধ্যায় ১ পদ ৭ সূত্র। ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শযতি। শ্রুতিতে জীবকে যে দেবতাদের অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত অর্থাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্যমাত্র যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে ইহার মূল শ্রুতি। যোহন্যাং দেবতা মুপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশুমাত্র হয়। ৪ অধ্যায় ১ পদ ৪ সূত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না॥ কবিতাকার ২১ পৃষ্ঠে লিখেন যে জগন্নাথ দেবের রথ না চলিলে তাঁহাকে গালি দিতে পারেন। উত্তর। ইহাতে আমাদের হানি লাভ নাই কবিতাকার আপনাদের ধর্ম্মের ও ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন যে তাহাদের আস্থার অন্যথা হইলে দেবতারো রক্ষা নাই। কবিতাকার ২৪ পৃষ্ঠের শেষ অবধি ভগবান্ মনুপ্রণীত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল লিখিয়াছেন। উত্তর। কর্ম্মিদের এ সকলের অনুষ্ঠানে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং ভগবান্ মনু দ্বাদশাধ্যায়ে যে বচন লিখিাছেন তাহাও আমরা লিখিতেছি। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ পূর্ব্বোক্ত যাবৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। মনু তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও লিখি। বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াং॥ কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না আর যখন নিশ্বাস ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোন২ গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ স্থানে শ্বাসনিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন। পূর্ব্বা-

পর বচনের তাৎপর্য্য অধিকারি বিশেষে হয় অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারের বচন কর্ম্মী-দের প্রতি ও জ্ঞানাধিকারের বচন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি জানিবে। কিন্তু সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন কর্ম্মি হইতে হইয়া উঠে না সেই রূপ জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান সম্যক্ প্রকারে হইবার সম্ভব এককালে হয় না কবিতা-কারকে বিবেচনা করা উচিত যে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয়ের অগোচর চৈতন্যমাত্র সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপাসক নাস্তিক শব্দের প্রতিপাদ্য হয় কিম্বা অনিত্য পরিমিত কাম ক্রোধাদি বিশিষ্ট অবয়বকে যে ঈশ্বর কহে সে নাস্তিক শব্দের বাচ্য হয় যেমন মনুষ্য আপন জন্মদাতাকে পিতা কহিলে পিতৃ বিষয়ে নাস্তিক হয় না কিন্তু পশ্বাদি অথবা স্থাবরাদি তাহাকে পিতা কহিলে পিতৃ বিষয়ে নাস্তিক অবশ্য হয়। এখন কবিতাকারকে প্রার্থনা করিতেছি যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হয়েন। মুণ্ডকশ্রুতি। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। সেই এক আত্মাকেই কেবল জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর ইতি।

কবিতাকারের যে পুস্তক দেখিয়া আমরা এই প্রত্যুত্তর লিখি তাহার পত্রে ও পংক্তিতে অন্য২ পুস্তকের সহিত পরে দেখিলাম কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে অতএব যে২ স্থানের পৃষ্ঠা ও পংক্তির নির্দ্দেশ আমরা লিখিয়াছি তাহার অগ্র পশ্চাৎ তত্ত্ব করিলে সেই সেই স্থানকে পাঠ কর্ত্তারা পাইবেন ইতি শকাব্দা ১৭৪২ * ॥ * ॥

শ্রীযুত হরচন্দ্র রায়ের দ্বারা—

* * * *

* সমাপ্তঃ

ক্ষুদ্র পত্রী।

(বিতরণার্থ মুদ্রিত।)

ওঁ তৎসৎ

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং। ১।

কঠবল্লীশ্রুতিঃ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চয়ৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১॥

ভগবান্ হস্তামলকের কারিকা।

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥১॥

ষট্‌পদী।

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং। ১।
হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্রত্যং।
আশ্রয়সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং। ২।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং। ৩।
গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্ণদহস্তমপীনং। ৪।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাসং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৫।
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাণুস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৬।

দ্বিতীয় ষট্‌পদী।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং। পূর্ণমনাদিচিরাচরগেহং। ১।
চিন্তয় মূঢ়মতে পরমেশং। স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং। ২।
ভবতিযতোজগতোঽস্যবিকাশঃ। স্থিতিরপিভবতিযতোঽস্যবিনাশঃ।৩।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ। যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ। ৪।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ। ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ। ৫।
যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। জয়তি পরং শরণং শরণানাং। ৬।

বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের কারিকা ও পরমার্থ বিষয়ের ষট্‌পদী গীতি যাহা মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শব্দে আছে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল সুশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে। ইতি——

রাজা রামমোহন রায়

প্রণীত গ্রন্থাবলির

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাগের

পরিশিষ্ট।

:০:

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারং।

এত দিন অপেক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াও রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে আমরা যাহা যাহা পাইলাম না, তন্মধ্যে ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার একটী। কিন্তু তাহার কিছু কিছু পল্লবিতাংশ বাদ দিয়া সার ভাগ "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রাম মোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক" এই নামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের প্রথম অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইল।

প্রকাশক।

ওঁ তৎসৎ।

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা" "গোপের শ্বশুরালয় গমন" "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটুরি বাজারি কথা নয়" "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠকর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এই রূপ হয় তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে প্রসিদ্ধ রূপে শুনা যায় বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না কিন্তু এ বেদান্ত চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্ত চন্দ্রিকার স্থানে

স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ রহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ নাম রূপ চরাচর কেবল ভ্রম মাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের ও বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা কেবল আপনারদিগের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে। পরমাত্মাকে দেহ বিশিষ্ট বলা প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই। বেদান্ত সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন।

আহ হি তন্মাত্রং। বেদান্তসূত্রং ॥

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন।

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি। কঠোপনিষৎ ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধি বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে লোক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদাপি নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্ত সূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন এমত তাঁহার লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপবিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদ-

সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম যদি সমূর্ত্তি হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কি রূপে তিনি দৃশ্যমান্ হইতেছেন। ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই আছে যে যাবৎ নাম রূপময় মিথ্যা জগত সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে সেই রূপ সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা রূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্ম মায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কি রূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন॥?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা॥

অতএব পূর্ব্ব লিখিত শ্রুতি সকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না সেই রূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাস্তব শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ
প্রয়ন্ত্যভিসংবশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন॥

ভগবান্ বেদব্যাসও এই রূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয় এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণ রূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায় সে কেবল প্রথমাধিকারির বোধের নিমিত্ত।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। শ্রুতিঃ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন ॥

দর্শয়তি চাথোহ্যপি চস্মর্য্যতে। বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন ॥

অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয়শূন্য হয়েন এই রূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর। দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমাবদিগের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্মুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তিব কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপ ময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ শ্রুতিঃ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের লোককে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল লোককে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎ কর্ম্ম অসৎ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন ॥

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয় ॥

এবং আত্মোপাসনার ভূবি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতিঃ॥

আত্মেবোপাসীত॥ শ্রুতিঃ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥ বেদান্তসূত্রং॥

ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয় ইহা কোন ভট্টাচার্য্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদযোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্ট রূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এস্থলে আমারদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥

বেদান্ত সূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন হয় না? পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তুল্যন্তু দর্শনং॥ বেদান্তসূত্রং॥

যেমন কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্ত সূত্রের ৩ অধ্যায় ৪ পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগী যে

সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ইতি প্রথমখণ্ডং।

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে "যদি বল আমি তাদৃশ বটি, তবে তুমি যাহারদিগকে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ, তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে?" ইহার উত্তর, পূর্ব্বপূর্ব্ব যোগিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যে রূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, তাহাতে যে রূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বাজসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তিনি তাহা দেখেন, আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তিনি তাঁহাতে শ্রদ্ধা করেন, আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্র বলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহারদিগের কোন্ আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমারদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্র বিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহা ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয়? আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্র শক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফল ভাগী হয় তেমনি কি

বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না ?" উত্তর, এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহা ছেদন হয় আর সর্পাদি অস্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহারদিগের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারদিগের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

আর লেখেন যে "যদি কহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেব বিগ্রহের হয় ? তোমারদিগের বিগ্রহের নয় ? যদি বল আমারদিগের বিগ্রহেরও বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতা বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুরূপ কর্ম্মও করিও ?" ইহার উত্তর, ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনারদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যা রূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমারদিগের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিয় পাত্র শিষ্ট সন্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেব শরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেব শরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার যে বিধি দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব্ব প্রকারে অযুক্ত হয় যেহেতু আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয় দেব শরীরকে জানিবার সেই কারণ। নাম রূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি আপন শরীর কি দেবাদি শরীর তাবতের মিথ্যা জ্ঞান এক কালেই হয় অতএব আপন শরীরে আর দেব শরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবায় পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান ?" উত্তর,

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার বিস্তার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

আর লেখেন যে " শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মৃৎ পাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত তৎ পূজাদি কেন না কর ইহা আমারদিগের বোধ গম্য হয় না " ইহার উত্তর,

কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং। অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং।

ইত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারির নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাং। শ্রুতিঃ।

যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশু মাত্র হয়॥

ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি॥ বেদান্তসূত্রং॥

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়।

যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে বেদ এই রূপ দেখাইয়াছেন ॥

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্য পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে।" উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এ কারণ এই সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানির মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধ গম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে যাঁহার হস্তির ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধ গম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির জন্যে অরূপ বিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ কল্পনা হইয়াছে অপরিমিত যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন। কোথা বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তির মস্তক, এই রূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়।

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেপি নিশ্চলং ॥ কুলার্ণবঃ ॥

কোন কোন ব্যক্তি মনঃস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান

করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে ॥

কিন্তু যাঁহারদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহারদিগের জন্যে হস্তি মস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥ কুলার্ণবঃ॥

হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সর্ব্ব তেজোময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেক ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি তাহারদিগকে মিথ্যা কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?"। উত্তর, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মজ্ঞান সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে? স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষি হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এস্থলেও সেই রূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা?" উত্তর, ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই এ নিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

"তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না?" এপ্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহারদিগের রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহারদিগের কি দিন পাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগেরও

উত্তর হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজ সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি।

ভট্টাচার্য্য লেখেন " যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি ? শিরোনাস্তি শিরোব্যথা। ভাল পরমাত্মাতো মান তবে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্ব লিখিয়াছি অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে " স্বাত্মার (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারও তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গত বিশেষ কি ?" উত্তর, ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে এ দুইয়ের স্বরূপ গত বিশেষ কি ? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে ? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখ দুঃখাদি ভোগ বা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন " যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা (প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমারদিগের দেবাত্মার কি আইসে ? ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমারদিগের দেবতাদিগকে তোমরা মানিলে যেহেতু পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রী পুংলিঙ্গ ভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদি রূপে কহ এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ ?" উত্তর, যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার

করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবী-রূপে কোথায় দেবরূপে কোথায় জল কোথায় স্থল রূপে সদ্রূপ, পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী দেব জল স্থলাদির প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন " যদি বল আমরা মাংস পিণ্ড মাত্র মানি মৃৎ পাষাণাদি নিৰ্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।" উত্তর, এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংস পিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি নিৰ্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পাষাণাদি পিণ্ড সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে " যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না।" উত্তর, উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয় সুতরাং উভয়কেই মানি আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহ কৰ্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নিৰ্ম্মাণ করা যায় কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন " মীমাংসক মত সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবাত্মাই না মান বেদান্ত মত সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা কেন না মান ?" উত্তর, বেদান্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমারদিগের প্রতি ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেই রূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ বেদান্তসূত্রং ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে সেই রূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয় ॥

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি বল আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্ত মতসিদ্ধ দেব শরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎ প্রতিমার প্রশক্তিই কি?" উত্তর, পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে বেদান্ত মতসিদ্ধ দেব শরীরকে এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে "যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এই রূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টি ক্রমে কহি।" উত্তর, আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আত্মো-পাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই। সুবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবেন।

আর লেখেন যে "অন্য ধন ব্যয় আয়াস সাধ্য প্রতিমা পূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও?" উত্তর, যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা এক মাত্র আশ্রয় করি-য়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাঁহার তাৎপর্য্য এই যে প্রতিমা পূজার

প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্প শাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ নানা তীর্থ স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহারদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানাবিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষি যেমন শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহারদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারি বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমা পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥ কুলার্ণবঃ॥

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি॥

তৃতীয়তঃ নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার

উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারি তাঁহারাই প্রতিমা পূজার অধিকারি অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহারদিগের তীর্থ গমনের অভিলাষ থাকিবেক না ঐ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাঁহারাই নানা তীর্থে নানাবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রূপ বিবর্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর॥

চতুর্থতঃ প্রতিমা পূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমা পূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি মাহাত্ম্যে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহারদিগের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে কাহারও জন্ম দিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ প্রতিমা পূজা পরম্পরা সিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর ভ্রম বশতই হউক বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের পরে

হয়। সেই রূপ প্রতিমা পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে বোধ করি তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় ঊনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয় সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায় তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ সুবর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমত যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এস্থলে জানা কর্ত্তব্য যে আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। শ্রুতিঃ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই॥

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ শ্রুতিঃ॥

তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ কঠশ্রুতিঃ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ।" ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা শরীরী সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজারদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্য্যো উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে 'ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন' ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা

রূবাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।'' উত্তর। জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্ট সাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥ মহানির্ব্বাণং॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদংমহাস্ত্রং শরংহ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণব রূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর॥

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং॥ তলবকারোপনিষৎ॥

সর্ব্ব ভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসন. অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয় তবে ঈশ্বরের স্বষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?" ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের স্বষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রম নাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন "যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেইরূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আচ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বস্বষ্টি জগতের রক্ষা করেন।" উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্ম স্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল উপাধি ভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় সেই রূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেই রূপ ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সত্তার তারতম্য নাই।

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥ ভাগবতং॥

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকা বাসি যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ॥ গীতা॥

হে অর্জ্জুন হে শত্রুতাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে এপ্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধো ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে প্রকাশ্যমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন অর্থাৎ নাম রূপ সকল মায়া কার্য্য ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে কহে যে রূপগুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্যাদি ও আকাশ মনঃ অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর। আমরা যে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহাও লিখিয়াছি। এসকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন ইহা জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার কি মনুষ্যের কি অন্নের কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারা, যেহেতু ব্রহ্মের

আরোপে যাবৎ মায়া কার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক নাম রূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥ বেদান্তসূত্রং॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ হয়েন না যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ বেদান্তসূত্রং॥

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তির ভেদ কথন বেদে আছে॥

বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয় তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্ধারিত রূপে কথন যোগ্য হয়েন না॥

অথাত আদেশোনেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ২ এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে

যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ॥ তলবকারোপনিষৎ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি মন্দির মস্জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মস্জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণ মৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মস্জিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্জিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥ বেদান্তসূত্রং॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হইবে সে অকর্ত্তব্য।" উত্তর, যে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্ত রূপে অন্য অঙ্গ পাদ রূপে প্রতীত হইতেছে, যে পাদ রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্ত রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণ রূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহ কর্ম্মে আর যাহার শৈত্য গুণ পায়েন তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুষারিদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাঁহারা জগৎকে শিবশক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারদিগের তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যান সময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তাঁহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধি নিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ রূপ ফল দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথা সাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোল কল্পিতানুমানে বৈধ বহু পশুবধ স্থানের সিদ্ধ পীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।" উত্তর, যাহার পর নাই এমত উপাসনা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই তাহারদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যে হে অগ্রাহ্য নাম রূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি ? ইত্যাদি" উত্তর, আমারদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না একারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, এনিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বর তুল্য হয়।

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্ম কাণ্ডে যথা বিধি দেশ কাল দ্রব্য অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয় কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ কেবল ঐই যত্ন করণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ মনুঃ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন॥

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন

অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানা বিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্ট রূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে, এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমারদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আর এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার করে এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়।

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয় কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর এ দুইয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমারদিগকে স্বপ্রয়োজন পর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর তুমি আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

Rammohun Roy's

GRAMMAR

OF

THE BENGALI LANGUAGE.

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

তদ্ভাষা বিরচিত

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডুলিপি

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা

এবং

তন্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

১৮৩৩।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS; AND SOLD AT ITS DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1833.

1000 *Copies.*] 1st Ed. [*April,* 1833.

ভূমিকা।

সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক২ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্ রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগ্যের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য২ ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুলবুক্ সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ যত্ন পূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি।

গৌড়ীয়ভাষা ব্যাকরণ

প্রথম অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এ নিমিত্তে এক২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।* যেমন. ভিন্ন২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আঁম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন২ ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই২ ধ্বনিহইতে যাহা বোধগম্য হয় তাঁহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।

দূর স্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্দ যাইতে পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ২ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব্দ জ্ঞানদ্বারা সেই২ শব্দের বিশেষ২ অর্থ জ্ঞান হয়।

ঐ শব্দ ও ঐ অক্ষর নানাদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানা প্রকার হয়, সুতরাং তাহাকে সেই দেশীয়ভাষা ও সেই২ দেশীয় অক্ষর কহা যায়। সেই সকল ভিন্ন২ দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই২ দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।

বৈয়াকরণেরা শব্দকে বর্ণের দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেক বর্ণ শব্দের আমূল হয়। এক বর্ণ কিম্বা বহু বর্ণ একত্র হইয়া যখন কোন এক অর্থকে কহে, তখন তাহাকে পদ কহা যায়। পদ সকল পরস্পর অন্বিত

---

* মনুষ্য২ অভিপ্রায়কে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কিম্বা অন্য চিহ্নের দ্বারাতেও জানাইয়া থাকেন।

হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদায়কে বাক্য কহি ;* অতএব বর্ণ ও পদ ও বাক্য ব্যাকরণের বিষয় হইয়াছেন।

ব্যাকরণের প্রথম অংশ উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধির জ্ঞান জন্মায়।

ব্যাকরণের দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রত্যেক পদ কোন প্রকরণীয় হয় ও ন্যূনাধিক্যের দ্বারা কি রূপে অর্থের বিপর্য্যয় হয় ইহার বোধ জন্মে, ঐ অংশকে পদন্যাস শব্দে কহি ; যেমন আমি আমাকে আমার, ইহা সুবন্ত প্রকরণীয় হয়। এবং ন্যূনাধিক্যের দ্বারা কর্ত্তার কর্ম্মের সম্বন্ধের বোধ জন্মাইতেছে। দিলাম দিলে দিলেক ইহা আখ্যাত প্রকরণীয় হয় ; এবং বর্ণ ন্যূনাধিক্যের দ্বারা প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ইহার উপলব্ধি হয়।

ব্যাকরণের তৃতীয় অংশ কি রূপে পদ সকলের বিন্যাসের দ্বারা অন্বয়বোধ হয় তাহা দর্শায়।

ব্যাকরণের চতুর্থ অংশের দ্বারা কি রূপে গুরু লঘু মাত্রা উপলক্ষিত হইয়া পদবিন্যাসে অন্বয়বোধ হয় ইহা বিদিত করায়।

২ প্রকরণ।

উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধি প্রকরণ।

অক্ষর দুই প্রকার হয়, ব্যঞ্জন অর্থাৎ হল্ কিম্বা স্বর। অন্য অক্ষরের সহায়তা ব্যতিরেকে যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয় না তাহাকে হল্ কহি। যেমন ক, খ, ইত্যাদি ইহার ক্রোড়স্থ অকার কিম্বা ইকার ইত্যাদি স্বর ব্যতিরেক উচ্চারণ হয় না।

যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয় এবং ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে উচ্চারণ যোগ্য করে তাহাকেই স্বর কহা যায়, যেমন অ, আ, ইত্যাদি।

গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।

হলবর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।
প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ।

---

* বাক্যে পদ সকলের কখন উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন "তুমি যাও ;" কখন বা কোন পদের অধ্যাহার হয়, যেমন "যাও," অর্থাৎ তুমি যাও। অন্য শব্দ উদ্বোধক হইলে কখন সম্পূর্ণ বাক্যের অধ্যাহার হয়, যেমন "আহার করিয়াছ," ইহা জিজ্ঞাসিলে, হাঁ," এই উত্তর "আহার করিয়াছি" এই বাক্যের উদ্বোধক হয়।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

ণ য় ব ষ ঋ, ৠ ঌ ৡ অং অঃ এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম বর্গ। ক খ গ ঘ ঙ, এবং অ আ এ ঐ ও ঔ হ এই কয় অক্ষরের উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে হয়।

দ্বিতীয় বর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ, এ য শ ই ঈ ইহার উচ্চারণ তালু হইতে হয়।

তৃতীয় বর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ, এবং র ষ ঋ ৠ এ সকল বর্ণ মূর্দ্ধন্য হয়।

চতুর্থ বর্গ। ত থ দ ধ ন। এবং ল স ব ঌ ৡ এ কয় বর্ণ দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

পঞ্চম বর্গ। প ফ ব ভ ম, এবং উ ঊ ইহার উচ্চারণ ওষ্ঠ হইতে হয়।

৩ প্রকরণ।

প্রতিবর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর প্রথম এবং তৃতীয়ের তুল্য হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কাঠিন্য পূর্ব্বক উচ্চারিত হয়, যেমন ক ও খ উভয় প্রায় তুল্য উচ্চারণ রাখে, সেই রূপ গ ও ঘ, চ ও ছ, জ ও ঝ, ইত্যাদি জানিবে। ঙ সানুনাসিক ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু যখন অন্য বর্ণের পূর্ব্বে, সংযুক্ত হয় তখন সানুনাসিক ঽকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন লঙ্কা। ঞ সানুনাসিক ইকারের প্রায় উচ্চারিত হয়, আর বিন্দু অনুস্বারের চিহ্ন হয়, কিন্তু স্বর বর্ণ বিনা শেষে অনুস্বার কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না, যেমন রাম রামং গুরু গুরুং।

ঃ অধ ঊর্দ্ধস্থিত দুই বিন্দু বিসর্গের চিহ্ন হয়, বিসর্গও বিনা স্বরবর্ণ প্রাপ্ত হয় না; যে শব্দে অনুস্বার ও বিসর্গ থাকে তাহাকে অবশ্যই সংস্কৃত জানিবে।

নিয়মের অতিক্রম।

দন্ত্য সকারের স্থানে ছ লিখে এবং উচ্চারণ করে, যেমন মোসলমান তাহার স্থানে মোছলমান।

ঞ যখন চ ছ জ ঝয়ের পূর্ব্বে আইসে, তখন নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন চঞ্চল, ঝঞ্ঝা, পিঞ্জর, বাঞ্ছা, কিন্তু যখন জয়ের নীচে সংযুক্ত হয় তখন যকারযুক্ত সানুনাসিক গয়ের ন্যায় প্রায় উচ্চারিত হয়, যেমন জ্ঞ; আর

যখন চ শ ইহার পরে আইসে তখন কঠিন সানুনাসিক গকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যাচ্ঞা ইত্যাদি।

ড অতি গুরুতর রেফের ন্যায় ও ঢ অত্যন্ত গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন বড় খাড়া দৃঢ় গাঢ়; কিন্তু কেবল শব্দের প্রথমে আর অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বীয়২ উচ্চারণ ত্যাগ করে না, যেমন ডাল ঢাল গড্ডলিকা উড্ড।

ভাষাতে ণ ও ন এ দুইয়ের সমান উচ্চারণ। ম যখন সংযোগের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বর্ণ হয়, তখন প্রায় আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণকে সানুনাসিক করে, যেমন স্মৃতি লক্ষ্মী; বস্তুত গৌড়ীয় ভাষার উচ্চারণগত বহু দোষের মধ্যে এ এক প্রধান দোষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অন্ত্যস্থ যকার পদের আদি থাকিলে বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন যমুনা; যকারের সহিত হইলে কঠিন জকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন ন্যায্য, ধৈর্য্য; কিন্তু অন্য২ স্থানে প্রায় পূর্ব্ব অক্ষরকে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত করে, যেমন বাক্য, পদ্য। অন্ত্যস্থ ব ও বর্গীয় ব দুইয়ের লিখনে একই আকার এবং উচ্চারণেও এক প্রকার হয়, কিন্তু অন্য বর্ণের পরে সংযুক্ত থাকিলে প্রায় দন্ত্য উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন দ্বার; কিন্তু র গ ম ইহার পরে থাকিলে ওষ্ঠ্য উচ্চারিত হয়। বিশেষ এই, যে রেফের যোগে দ্বির্ভাব হইয়া থাকে, যেমন বর্ব্বর, স্রগ্বী, অম্বা।

শ ষ স এই তিন বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে তিন পৃথক্ স্থানে হয়, অর্থাৎ তালু মূর্দ্ধা দন্ত, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায়ই তিনের এক উচ্চারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনকে তালুহইতে উচ্চারণ করিয়া থাকে; যেমন শব্দ, ষষ্ঠ, সেবক। এ স্থলে ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে অতি অল্প শব্দ আছে যাহার প্রথমে মূর্দ্ধন্য ষ হয়, আর তালব্য শ যখন র ঋ ন এ তিনের প্রথমে সংযুক্ত হয় তখন দন্ত্য রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন শ্রদ্ধা, শৃগাল, প্রশ্ন; সেই রূপে দন্ত্য সকার ও ত থ ন র ঋ ইহার প্রথমে সংযুক্ত হইলে আপনার দন্ত্য উচ্চারণ রাখিবে, যেমন স্তব, স্থান, স্নান, স্রক্, সৃষ্টি; আর প অক্ষরের পরে সংযুক্ত হইলেও ঐ রূপ দন্ত্য উচ্চারণ হয়, যেমন লিপ্সা, ইত্যাদি।

ক্ষ বস্তুত ক ষ এই দুই অক্ষরের সংযোগাধীন নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে খ য এই দুয়ের সংযোগের ন্যায় উচ্চারণ হয়।

ঌ ৡ এ দুই স্বর ভাষাতে যেমন ই ঈ যুক্ত লকারের উচ্চারণ রাখে, সেই রূপ ঋ ৠ ইহাও ই ঈ যুক্ত রেফের ন্যায় উচ্চারণ করে; অতএব গৌড়ীয় ভাষায় এ দুই স্বরের কোন প্রয়োজন রাখে না, কেবল ঐ দুই স্বরে সংযুক্ত

সংস্কৃত শব্দ সকলকে শুদ্ধ লিখিবার নিমিত্তে ইহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

৬২

৪ প্রকরণ।

অক্ষর সকলের সংযোগ বিধান।

যখন স্বর সকল হলের পরে এরূপে সংযুক্ত হয় যাহাতে সকৃৎ অবঘাতে দুইয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে, তখন ঐ সকল স্বরের লিপিগত বৈলক্ষণ্য হয়, কেবল বিসর্গ, অনুস্বার ও ঌ ৡ এই চারি বর্ণের আকারের অন্যথা হয় না। অকার যখন হলের পরে আইসে তখন তাহার কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন কর; যদ্যপিও বস্তুত চারি অক্ষর অর্থাৎ ক, অ, র, অ হইয়াছে, কিন্তু লিপিতে দুই অক্ষর অর্থাৎ ক র মাত্র আইসে।

কেবল স্বর	হলের অন্ত স্বর
আ	কা
ই	কি
ঈ	কী
উ	কু
ঊ	কূ
ঋ	কৃ
ৠ	কৄ
এ	কে
ঐ	কৈ
ও	কো
ঔ	কৌ

কোন২ যুক্ত অক্ষর পূর্ব্বলিখিত রীতির অন্য প্রকার লিখিত হয়, তাহার উদাহরণ, প্রথমত হল্ ও স্বরের সংযোগ।

যেমন, ঈ গু, ত্ত, ম্ব, রু, রূ, শু, হু, হৃ, ইত্যাদি। দ্বিতীয় হলবর্ণের পরস্পর সংযোগের সামান্য রীতি। য অন্য হলবর্ণের অন্তে সংযুক্ত হইলে "্য" এই প্রকার রূপ হয়, যথা ক্য, খ্য, ইত্যাদি; আর রেফের "্র" এই রূপ আকার হয়, যেমন ক্র, খ্র, ইত্যাদি। যখন ঐ রেফ হল বর্ণের উপরে সংযুক্ত হয় তখন তাহাকে "র্" এই প্রকার লেখা যায়, যেমন র্ক। ন, ম, ল, ব, এবং প্রায় তাবৎ হল বর্ণ যখন অন্য হল বর্ণের অন্তে সংযুক্ত হয় তখন কেবল তাহার মাত্রা থাকে না, যেমন ক্ন, ক্ম, ক্ল, ক্ব। আর পরে লিখা যাইতেছে যে সকল সংযুক্ত হল বর্ণ তাহার লিখনের কোন বিশেষ বিধান

নাই. যেমন ক,ত, সংযোগে ক্ত ; ক, র. সংযোগে ক্র ; গ, ধ, গ্ধ ; ঙ, ক, ঙ্ক ; ঙ, গ, ঙ্গ ; ঞ, চ, ঞ্চ ; জ, ঞ, জ্ঞ ; ঞ, জ ঞ্জ ; ট, ট, ট্ট ; ণ, ড, ণ্ড ; ত ত, ত্ত ; ত, থ, ত্থ ; ত, ত, র, ত্ত্র ; ত. য, ত্য ; ত, র, ত্র ; দ, ধ, দ্ধ ; ন, থ, ন্থ ; ন, ধ, ন্ধ ; ভ, র, ভ্র ; ব. দ, ব্দ ; ষ, ণ, ষ্ণ ; স, থ, স্থ ; হ, ম, হ্ম।

এই সকল সংযুক্ত হলবর্ণ যাহার রূপ পূর্ব্বে লিখা গেল লেখকের ইচ্ছা মতে অবিকল তাহা লিখিলেও হয়, অথবা আপন২ স্বরূপের অবিনাশে অক্ষর দ্বয়ের সংযোগ করিলেও হয়, যেমন ঙ্ক, ঙ্গ, ইত্যাদি। আর যে স্থলে তকারে স্বরের সংযোগ না থাকে সে স্থলে তকারকে " ৎ " এই প্রকার লেখা যায়, যেমন দীব্যৎ। পত্রাদির উপরিভাগে (৭) এই সপ্ত সংখ্যার অঙ্ক যাহার দ্বারা শুণ্ডাকার সাদৃশ্যে গণেশকে বোধ হয়, বিঘ্ন নাশের নিমিত্ত তাহাকে কেহ২ লিখিয়া থাকেন। " ঁ " ইহার নাম বৈয়াকরণেরা চন্দ্রবিন্দু কহেন, এবং ইহার যোগ যে অক্ষরের উপরে থাকে তাহার উচ্চারণ সানুনাসিক হয়, যেমন বাঁশ ; আর অন্য অক্ষরের যোগ ব্যতিরেকে লিখিলে মৃত ব্যক্তিকে বুঝায়।

যে হল বর্ণের পরে কোন স্বর সংযোগ না থাকে তাহার নীচে " ্ " এই প্রকার চিহ্ন দিয়া থাকেন, যেমন স্রক্, বাক্ ; কিন্তু এ নিয়ম লিপি কালে সর্ব্বদা রহে না। অকারান্ত তাবৎ সংস্কৃত শব্দ যাহার উপান্তে হল্ সংযুক্ত হয়, সেই সকল শব্দকে গৌড়ীয় ভাষায় যখন ব্যবহার করা যায় তখন অকারান্ত উচ্চারণ করিয়া থাকেন, যেমন কৃষ্ণ, ভট্ট, রুদ্র, শব্দ, ইত্যাদি। সেই রূপ গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট, খাট ; এতদ্ভিন্ন যাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্, পট্, রাম্, রাম্‌দাস্, উত্তম, সুন্দর, ইত্যাদি।

দুই স্বরের অথবা দুই হলের সংযোগে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণান্তর হয়, যেমন মুর, অরি, মুরারি ; পরম, ঈশ্বর, পরমেশ্বর ; তৎ, টীকা, তট্টীকা, ইত্যাদি। এ সকল জানিবার রীতি সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণে আছে, এবং ভাষায় সেই রীতিক্রমে ওই শব্দ সকল ব্যবহার্য্য হইয়াছে ; অতএব সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয় ; এ কারণ তাহা এ স্থলে লিখা গেল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

পদবিধান।

তাবৎ শব্দ প্রথমত এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ প্রাধান্য রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামের জ্ঞান প্রাধান্য রূপে হয়, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য। আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর ইত্যাদি স্থলে যাইতেছেন ও সুন্দর এ দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।

বিশেষ্য পদের বিভাগ।

বিশেষ্য পদকে নাম কহি, অর্থাৎ ঐরূপ বস্তুর নাম হয় যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে, যেমন রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-দ্বারা হয় তাহাকেও এই রূপ নাম কহেন, যেমন ভয়, প্রত্যাশা, ক্ষুধা, ইত্যাদি।

ঐ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ২ ব্যক্তির প্রতি নির্দ্ধারিত হয়, তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহি, যেমন রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি। আর কতিপয় নাম এক- জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা কহি, যেমন মনুষ্য, গরু, আম্র, ইত্যাদি। এবং কতক নাম নানা জাতীয় সমূহকে কহে, যাহার প্রত্যেক জাতি অন্য২ জাতি হইতে বিশেষ২ ধর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্ব সাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি, যেমন "পশু," মনুষ্য, গরু, হস্তি প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে। এবং "বৃক্ষ" নানাবিধ বিজাতীয় আম, জাম, কাঁটাল, ইত্যাদিকে প্রতিপন্ন করে।

ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষ২ ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তি সমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ওই সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের বিভাগ ।

বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহারা বস্তুর গুণকে কিম্বা অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শব্দকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি। আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে। যাহারা অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে২ কহিয়াছিলেন। যাহারা ক্রিয়া কিম্বা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন। যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্দকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি; যেমন, রামের প্রতি ক্রোধ হইয়াছে। যাহারা দুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের অর্থকে পরস্পর সংযোগ কিম্বা বিয়োগ রূপে বুঝায়, অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের বিভক্তির বিপর্য্যয় করে না, সে সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি লইলাম না; আমি এবং তুমি তথায় যাইব, আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন। যাহারা অন্য শব্দ সংযোগ বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তঃকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি কর্ম্ম করিলাম!

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

২ প্রকরণ ।

নামের রূপবিষয়ে ।

ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ; যেমন, রাম মারিতেছে, রামকে মারিতেছে। ও পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ; যেমন, রামের ঘর। ইহাকে কখন পদের শেষে বিশেষ২ রূপের পরিণামদ্বারা ব্যক্ত করা যায়, যেমন রামের, রামকে। কখন বা পদের ক্রমবিন্যাসদ্বারা উদ্বোধ করা যায়; যেমন, বালক* ঘর ভাঙ্গিলেক। কখন বা সম্বন্ধীয় বিশেষণকে পরে আনি-

* এস্থলে অভিহিত পদ ও কর্ম্ম পদ এই দুইয়ের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, কিন্তু বালক পদের পূর্ব্ব বিন্যাস ও ভাঙ্গিলেক এ ক্রিয়ার বালককর্ত্তৃক নিষ্পত্তি, ইহার দ্বারা বালক পদ অভিহিত; আর ঘর এই পদ ক্রিয়ার নৈকট্য এবং ক্রিয়ার ব্যাপ্তি, এই উভয়দ্বারা কর্ম্ম পদ হইল।

বার দ্বারা প্রকাশ করা যায়; যেমন, ঘরহইতে গেলেন। 'গৌড়ীয় ভাষাতে' নামের চারি প্রকার রূপের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অভিহিত, যেমন রাম; কর্ম্ম, যেমন রামকে; অধিকরণ, যেমন রামে; সম্বন্ধ, যেমন রামের। অভিহিত পদ সেই হয় যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া বক্তার তাৎপর্য্যকে জানায় ও সমর্থ হয়। যদ্যপিও অন্য কোন পদ সেই বাক্যেতে কথিত না হয়, যেমন রাম বসিলেন*; নামের প্রকৃত আকারদ্বারা সহজ ভাষাতে অভিহিত পদের জ্ঞান হয়; যেমন, হরিদাস কহিলেন, হরিদাস মারা গেলেন; কিন্তু কখন বা সকর্ম্মক ক্রিয়াতে অধিকরণ পদেরও আকার গ্রহণ করেন, যখন সকৃৎ অভিঘাতে কিম্বা অভিঘাতদ্বয়ে অভিহিত পদের উচ্চারণ হয়; যেমন, বেদে কহেন, ঘোড়ায় তাহাকে মারিলেক। কর্ম্ম তাহাকে কহা যায় যাহাতে কর্ত্তার ক্রিয়া গৌণ কিম্বা মুখ্যরূপে প্রাপ্ত হয়; যেমন, আমি শ্যামকে মারি, তিনি মৃত্যুকে জয় করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরকে ভজিতেছেন। নামের পরে "কে"† সংযোগাধীন কর্ম্ম পদের জ্ঞান হয়; যেমন, রাম পুত্রকে পড়াইতেছেন। কিন্তু যে বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধি মাত্র আছে, যেমন বৃক্ষাদি, বিশেষত যে বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিও নাই, যেমন পুস্তকাদি, তাহাতে প্রায় "কে" সংযোগ কর্ম্মপদে থাকে না; যেমন, সে আপন রোপিত বৃক্ষ আপনি কাটিতেছে, অথবা সে আপন রোপিত বৃক্ষকে আপনি কাটিতেছে, সে পুস্তক পড়িতেছে। যাহাতে দান ক্রিয়া, যেমন, রাম শ্যামকে পুস্তক দিলেন, প্রথমে পুস্তকে পশ্চাৎ শ্যামেতে ব্যাপিয়াছে, এমত রূপ স্থলে দুই কর্ম্ম হয়, তাহার গৌণ ‡ কর্ম্মে "কে" সংযোগ হয়; যেমন, হরি বহু ধন হরিদাসকে দিলেন, আমাকে পত্র দেও। কখন মুখ্য কর্ম্মেও "কে" সংযোগ হইয়া থাকে, যদি সে কর্ম্ম মনুষ্য এবং নিশ্চিত রূপে জ্ঞেয় হয়; যেমন, আপন পুত্রকে আমাকে দেও।§

বাক্যেতে স্থিত যে ক্রিয়া তাহার আধার বাচক শব্দকে অধিকরণ কহি, নামের সহিত "এ" কিম্বা এতে ইহার সংযোগদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়; যেমন, প্রভাতে আসিয়াছেন, ঘরে কিম্বা ঘরেতে আছেন। কিন্তু যে সকল নামের

---

* কর্ত্তৃবাচ্যে যাহার দ্বারা ক্রিয়ার নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে অভিহিত কিম্বা উক্ত পদ কহে; আর কর্ম্মণি বাচ্যে অভিহিত পদ কিম্বা উক্ত তাহাকে কহা যায় যাহাতে ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়।

† কখনং পদ্যেতে ও প্রায় পূর্ব্ব রাজ্যস্থ লোকদের ভাষাতে "কে" স্থলে "রে" কিম্বা "এরে" ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন তাহারে, পুত্রেরে।

‡ যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহাকে গৌণ কর্ম্ম কহি, ও যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহার নাম মুখ্য কর্ম্ম।

§ এস্থলে সংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তৎপ্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, একারণ তাহার পৃথক্ প্রকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।

শেষে "আ" থাকে তাহার অধিকরণত্ব বোধের নিমিত্ত "তে" কিম্বা "য়" অন্তে বিন্যাস করা যায়, যেমন মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়। যে সকল নামের শেষে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণের কোন বর্ণ থাকে তাহার অন্তে "তে" এই অক্ষর অধিকরণ বোধক হয়, ছুরি, ছুরিতে; হাতি, হাতিতে, ইত্যাদি।

বাক্যেতে এক নাম যখন অন্য নামের সহিত সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধ দ্বারা অন্যের অর্থের সংকোচ করে তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি; সে শব্দ যদি হলন্ত কিম্বা অকারান্ত হয় তবে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত তাহার অন্তে "এর" সংযোগ করা যায়; যেমন, রামের ঘর, কৃষ্ণের বাটী, ইত্যাদি। আর এতদ্ভিন্ন অক্ষর যাহার শেষে থাকে তাহার সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত কেবল রেফের সংযোগ করা যায়; যেমন, রাজার ধন, বাঁশির শব্দ, ইত্যাদি। এ স্থলে ঘর এই শব্দ মাত্রের প্রয়োগ করিলে তাবৎ ঘর বুঝায়; কিন্তু রামের ঘর কহিলে অন্যের ঘর না বুঝাইয়া রামের সহিত যে ঘরের সম্বন্ধ আছে কেবল তাহার বোধ হয়, এই কারণ তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি। যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে "দিয়া" শব্দের প্রয়োগ করা যায়; যেমন, ছুরি দিয়া কাটিলেক। আর কখন২ সম্বন্ধ পরিণামের পরে "দ্বারা" শব্দ দিয়া ঐ করণকে কহা যায়; যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেক। কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তির দ্বারা করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি সেই করণ অপ্রাণি হয়; যেমন, ছুরিতে কাটিলেক। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ করিবার আবশ্যক দেখি নাই। কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তুহইতে এক বস্তুর নিঃসরণ অথবা ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম বস্তুর নামের পরে যদি সেই প্রথম বস্তু এক বচনান্ত হয় তবে "হইতে" এই শব্দের প্রয়োগ করা যায়। আর যদি বহুবচনান্ত হয় তবে বহুবচনান্ত সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে "হইতে" ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন গ্রামহইতে, মন্ত্রিদেরহইতে, বেণেদেরহইতে; অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ করিবার আবশ্যক নাই।

যখন কোন বস্তুকে যথার্থ রূপে অথবা আরোপিত মতে অভিমুখ করিবার নিমিত্ত হে, ও, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা যায়, তখন কর্তৃকারকে শব্দের যে প্রকার রূপ হইয়া থাকে অবিকল সেই রূপের প্রয়োগ হয়, যেমন হে রাম, হে সূর্য্য, ও ভাই, ও মহাশয়রা, অতএব সম্বোধনের নিমিত্তে শব্দের পৃথক্‌রূপের প্রয়োজনাভাব।

৩ প্রকরণ

নামের বচনবিষয়ে।

এক বস্তুর অথবা অনেক বস্তুর একত্বাভিপ্রায়ে নির্দ্দেশ বোধক যে শব্দ তাহার রূপ অন্যথা না হইয়া প্রকৃত শব্দের ব্যবহার হয়, তাহাকে এক বচন কহা যায়, যেমন মনুষ্য, জগৎ; আর একের অধিক (কোন২ ভাষায় দুয়ের অধিক) বস্তুর বাচক যে শব্দ তাহার স্বরূপের অন্যথা হইয়া রূপান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহাকে বহু বচন কহিয়া থাকেন, যেমন মনুষ্যেরা। বঙ্গভাষায় কেবল মনুষ্যবাচক শব্দের কিম্বা মনুষ্যের গুণবাচক শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগে এক বচনের রূপ থাকে না, যেমন পণ্ডিত, পণ্ডিতেরা। আর এতদ্ভিন্ন বস্তুবাচক শব্দের বহুত্বাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ তৎপরে করা যায়, যেমন গরু, গরুসকল। কিন্তু যখন গরু পশু ইত্যাদি শব্দ মূর্খতা জ্ঞাপনের নিমিত্তে মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহার রূপের অন্যথা হয়, যেমন গরুরা, পশুরা, গরুদিগকে জ্ঞান দেয়। আর বহুবচনাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ মনুষ্য জাতিতেও হইতে পারে, যেমন সকল মনুষ্য, মনুষ্য সকল। এস্থলে ঐ জাতিবাচক শব্দের বহুবচনে রূপান্তর হয় না, এক বচনের রূপ থাকে।

নামের রূপের ও বচনের আকার বিস্তার রূপে উদাহরণ পরে দেখান যাইতেছে। যে সকল শব্দ হলন্ত, যেমন বালক্, ও অকারান্ত যেমন মনুষ্য তাহার উদাহরণ।

কর্ত্তৃপদ	কর্ম্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
বালক্	বালক্কে*	বালকে ও বালকেতে	বালকের

ইহার বহুবচন।

বালকেরা	বালক্দিগকে †	বালক্দিগেতে	বালকদিগের
	বালকদিগে		বালকদের

পশুবাচক শব্দের রূপ উপরি লিখিত রীতিমতে হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল নামের রীতিমতে বহুবচন হয় না তাহাদের পূর্ব্ব লিখিত রূপ হইবেক না।

* অধিকরণ কারকে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকারস্থানে "এ" কিম্বা "এতে" আদেশ হয়, যেমন যুদ্ধে, যুদ্ধেতে। আর তকারান্ত শব্দের শেষে কেবল "এ" সংযোগই উত্তম হয়, যেমন হাতে, প্রভাতে।

† বালক শব্দ বহুবচনবাচক দিগ্ পদের গয়ের পর কর্ম্ম চিহ্ন করে [যে] "ক" [তাহার] স্থানে "গ" হইয়া নিষ্পন্ন হয়।

যখন বহুত্ববাচক শব্দের দ্বারা পশুর বহুত্ব বোধ হইবেক, তখন সেই বহুত্ববাচক শব্দ কারক চিহ্নের পূর্ব্বে থাকে। ইহার মধ্যে অকার ভিন্ন অন্য স্বরান্তের উদাহরণ।

কর্ত্তৃপদ	কর্ম্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
গরু*	গরুকে	গরুতে	গরুর

ইহার বহুবচন।

গরুসকল	গরুসকলকে	গরুসকলে	গরুসকলের
		গরুসকলেতে	

যে সকল শব্দে কেবল বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্তু অর্থাৎ বৃক্ষাদিকে বুঝায়, আর বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট ও পশু এ উভয় ভিন্ন বস্তুবোধক যে সকল শব্দ তাহাদের রূপ পশুবাচক শব্দের ন্যায় হইবেক; কিন্তু বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্তু বাচক শব্দের কর্ম্মকারকের চিহ্ন "কে" ইহার প্রয়োগ বিকল্পে হইয়া থাকে, যেমন বৃক্ষ অথবা বৃক্ষকে কাটিলেন; আর উভয় ভিন্ন যে সকল শব্দ তাহার উত্তরে "কে" এচিহ্নের প্রয়োগ কখন হইবেক না, যেমন পুস্তক পড়িলেন।

---

৪ প্রকরণ।

রূপের বিশেষ বিবেচনা।

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত কিম্বা ব্যক্ত হয় তখন কর্ত্তৃপদের শেষের পরিবর্ত্ত হয়, আর পরিবর্ত্ত যে কর্ত্তৃপদ তাহার উত্তর পূর্ব্ব নিয়ম মতে অন্য কারক চিহ্ন রহিবেক, যেমন রামা, রামাকে, রামায়, রামাতে, রামার।

আর যে সকল শব্দ হলন্ত ও এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয় তাহার অন্তে আকারের যোগ হয়, যেমন রাম্, রামা; আর অকারান্ত শব্দের অকার স্থানে আকার হয়, যেমন কৃষ্ণ, কৃষ্ণা। যে সকল হলন্ত শব্দ এক প্রয়ত্নে উচ্চারিত না হয় তাহার অন্তে একার আইসে, যেমন মাণিক, মাণিকে; গোপাল, গোপালে; কিন্তু যে সকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয়, এবং তাহার শেষ শব্দে দীর্ঘস্বর না থাকে, সে সকল শব্দের এক প্রয়ত্নে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন রামধন, রামধনা।

আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে একার হয়, যেমন হরি, হরে; কাশী, কাশে ও কেশে। উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে

---

* ইহাতে, ও এতদ্রূপ শব্দে কখন২ এক বচনদ্বারা বহুত্ববোধ করায়, যেমন গরুকে ঘাস দেও।

ওকার হয়, যেমন শম্ভু, শম্ভো। যে সকল শব্দ আকারান্ত স্বরদ্বয়যুক্ত হয়, ও তাহার প্রথম অক্ষরে "আ" থাকে, তাহার প্রথম আকারের একারে, দ্বিতীয়ের ওকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন রাধা, রেধো; কিন্তু অন্য২ স্থলে প্রায়ই পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন রামা, শ্যামা, ইত্যাদি।

স্বরূপ, স্বরূপো, গণেশ, গণশা ইত্যাদি কোন২ শব্দ অনিয়মে পরিবর্ত্ত হয়। হাতে মারিলেক, মাথায় মারিলেক, ইত্যাদি কোন২ বাক্যে কর্ম্ম পদের স্থানে অধিকরণ পদের প্রয়োগ হয়।

৫ প্রকরণ।

লিঙ্গ বিষয়ে।

যেমন অন্য২ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের আকারের অন্যথা হইয়া থাকে সে রূপ বঙ্গ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের রূপান্তর প্রায় হয় না, তাহার মধ্যে পুরুষের জাতিবাচক নামের অন্তে অকার কিম্বা আকার থাকে; আর যখন সেই শব্দে তজ্জাতীয় স্ত্রীকে বুঝায়, তখন অকারের পরিবর্ত্তে ইনী, ও আকারের অন্তে নী ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তিনী; ধোবা, ধোবানী; সেকরা, সেকরানী।

মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সকল নাম ইকারান্ত, উকারান্ত, অথবা ন ল ব্যতিরেকে অন্য কোন হলন্ত হয়, তাহার স্ত্রীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অন্তে নী প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রায় হইয়া থাকে, যেমন বাগ্দি, বাগ্দিনী; কলু, কলুনী; কামার, কামারনী; মালী, মালিনী, অথবা মেলেনী, ইত্যাদি *। নকারান্ত নামে স্ত্রী লিঙ্গ বোধের নিমিত্ত ঈকারের প্রয়োগ হয়, যেমন মোসলমান, মোসলমানী; পাঠান, পাঠানী। লকারান্ত নামে ইনী অথবা আনী সংযোগ হয়, যেমন চণ্ডাল, চণ্ডালিনী; মোগল, মোগলানী। সামান্য পশ্বাদির নাম যাহা হলন্ত হয় তাহার স্ত্রীত্ব বোধের নিমিত্ত ঈ কিম্বা ইনী ইহার প্রয়োগ করা যায়, যেমন শেয়াল, শেয়ালী; বাগ, বাগিনী; সাপ, সাপিনী। যাহা আকারান্ত হয় তাহার আকার ঈকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন ভেড়া ভেড়ী; ঘোড়া, ঘোড়ী, ঘুড়ী †। আর অন্য নাম সকল যাহা জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধ-

---

* এ নিয়মে নাপ্তিনী এই শব্দে নাপিৎনী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পিৎ ইহার স্থানে "প্তি" আদেশ হয়।

† পশুবাচক শব্দের আর কোন২ জাতিবাচক ও যৌগিক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রযোগে পূর্ব্ব দীর্ঘ স্বরের স্থানে কোন এক বিশেষ হ্রস্ব স্বর হয়, যেমন ঘোড়া, ঘুড়ী, গোয়ালা, গোয়ালিনী।

বাচক হয় তাহার ভার্য্যা বোধের নিমিত্ত এই শেষের নিয়মানুসারে আকারকে ঈকারে পরিবর্ত্ত করা যায়, যেমন খুড়া, খুড়ী; মামা, মামী ; ইত্যাদি।

ইকারান্ত নাম সকলের অন্তে নী প্রয়োগ হয়, যেমন হাতি, হাতিনী। এই রূপ স্ত্রী জাতিজ্ঞাপনের নিমিত্ত অনেক শব্দের পূর্ব্বে স্ত্রী শব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন চীল, স্ত্রীচীল ; শশারু, স্ত্রীশশারু। আর মনুষ্যের মধ্যে বিশেষং জাতি ও দেশ সম্বন্ধীয় স্ত্রীকে সাধারণ সম্বন্ধবাচক শব্দের দ্বারা কহা যায়, যেমন বারেন্দ্রের কন্যা, ঠাকুরের স্ত্রী, ইংরেজের বিবী।

নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ।

বাপ তাহার স্ত্রী মা, ভাই তাহার স্ত্রী ভাজ, বুন তাহার স্বামী বোনাই, মাসী তাহার স্বামী মেসো, আঁড়িয়া, গাই ইত্যাদি। সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সকল যাহা কোষে ও ব্যাকরণে প্রাপ্ত হয় তাহার প্রয়োগ তদবস্থই ভাষাতে ব্যবহার হয়, যেমন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ; শূদ্র, শূদ্রা ; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী। সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের যে নিয়ম সকল তাহা বাঙ্গালা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাষাতে কি ক্রিয়াপদে কি প্রাতিসংজ্ঞায় কি বিশেষণ পদে লিঙ্গজ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, যেমন সে স্ত্রী ভাল পাক করে ; সে পুরুষ ভাল পাক করে ; অতএব লিঙ্গবিষয়ে আর অধিক লিখিলে অনর্থক গৌরব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশবাচক শব্দের পরে পশ্চাতের লিখিত দাঁড়ানুসারে তৎ২ দেশসম্বন্ধি পদার্থ সকলের কথন হয়, যেমন, হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ব্যক্তি কিম্বা বস্তু। স্থানের নাম অকারান্ত হইলে ইকারের সংযোগদ্বারা ওই সম্বন্ধকে জানায়, যেমন ঢাকাহইতে ঢাকাই প্রয়োগ হয়, পাটনা পাটনাই, নদিয়া নদিয়াই। আর ইকারান্ত শব্দের কোন পরিবর্ত্ত হয় না, কিন্তু সামান্য ষষ্ঠ্যন্তের ন্যায় প্রয়োগ হয়, যেমন কাশী, কাশীর ব্রাহ্মণ। আর অকারান্ত কিম্বা হলন্ত দেশবাচক শব্দের পর ঈ অথবা এ প্রায় এই দুয়ের সংযোগ হয়, যেমন ভাগলপুরী, ভাগলপুরে ; অর্থাৎ ভাগলপুরের বস্তু কিম্বা ব্যক্তি। গাজিপুরে কাপড়।

হলন্ত নাম সকল যাহা সকৃত্ আঘাতীয * হয়, যদি তাহাতে অন্ত্য অক্ষ-রের পূর্ব্বে আকার থাকে তবে শেষে ওকারের সংযোগ আর আকারের স্থানে একার প্রায় হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা প্রকৃত শব্দে নিত্যস্থিতি অথবা সম্বন্ধ বোধ হয়, যেমন গাছ, গেছো, অর্থাৎ কোন জন্তু, যাহা সর্ব্বদা গাছে থাকে। যদি উপান্ত অক্ষর আকার না হইয়া অকার হয় তবে কেবল ওকারের সংযোগদ্বারা পূর্ব্বার্থের প্রতীতি হয়, যেমন বন বনো † অর্থাৎ যে ব্যক্তি বনে ভূরি কাল থাকে। খড় হইতে খড়ো ঘর। আর নাম সকল যাহা সকৃদবঘাতের অধিক হয় তাহাতে এ অথবা ইয়া সংযোগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থিতি কিম্বা সম্বন্ধের বোধ হইয়া থাকে, যেমন পাহাড়, পাহাড়ে, ও পাহাড়িয়া; কুমীরে, ‡কুমিরিয়া নদী। বানর, বানরিয়া, বানরে; হরিণ, হরিণে, হরিণিয়া লাফ; পাতর, পাতরে, পাতরিযাচুন; গঙ্গাজল, গঙ্গাজলে ইত্যাদি, অর্থাৎ যে গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক মিথ্যা শপথের দ্বারা নির্ব্বাহ করে মাটিহইতে মেটে, ও মোটহইতে মুটে, ইত্যাদি শব্দ নিপাতন হয়; ইহা কহিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সূত্র বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

এই সকল তদ্ধিত সম্বন্ধি শব্দ বিশেষণ রূপে প্রায় ব্যবহার হয়, যেমন ঢাকাই কাপড়, পাটনাই বুট ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ সকল যাহা দেশ-বিশেষীয ব্যক্তি কিম্বা বস্তুকে অথবা ব্যবসায় জীবিকা ইত্যাদিকে বুঝায়, তাহার ভাষাতে তদাকারেই প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন দ্রাবিড, মৈথিল, গৌড়ীয়, অর্থাৎ দ্রবিডদেশীয় ও মিথিলা ও গৌড দেশের ব্যক্তি কিম্বা বস্তু। বৈয়াকরণ যে ব্যক্তি যাহার ব্যবসায় ব্যাকরণ অধ্যাপন হয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বভাববাচক তদ্ধিত শব্দ।

শব্দ সকল যাহা সম্ভ্রমরহিত সমূহকে কহে, তাহার স্বভাব বুঝাইতে প্রায় মি কিম্বা আমি ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন বানর, বানরামি; অর্থাৎ বানরের স্বভাব। ছেলে, ছেলেমি; অর্থাৎ ছেলের স্বভাব ইত্যাদি। কিন্তু ঘরামি এ শব্দ যদ্যপি পূর্ব্ববৎ আমি সংযোগের দ্বারা হইয়াছে, তথাপি ঘরের স্বভাব না বুঝাইয়া যে ঘর নির্ম্মাণ করে তাহাকে বুঝায়। এই রূপ কোন ২ গৌড়ীয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দের পরে আই সংযোগের দ্বারা তাহার

* এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয়।

† কখন উচ্চারণ কালে "বুনো" এই রূপ উচ্চারিত হয়।

‡ কুমীর শব্দের ঈকার নিপাতনে হ্রস্ব হইল।

ধর্ম্মকে বুঝায়, যেমন বামন, বামনাই; ভাল, ভালাই; ইত্যাদি। আর গৌড়ীয় ভাষাতে স্বভাব কিম্বা ধর্ম্ম বোধের নিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণ কোন নিয়ম নাই, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষায় প্রযোগ করা যায়, যেমন মনুষ্য, মনুষ্যত্ব; অর্থাৎ মনুষ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম। উত্তম উত্তমতা; অর্থাৎ যে ধর্ম্ম ব্যক্তিতে থাকিলে উত্তম করিয়া কহায়, এই রূপ ত্ব কিম্বা তা সংযোগের দ্বারা সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ধর্ম্ম কিম্বা স্বভাব বিশেষ প্রতীতি হয়। এই রূপ অন্য২ প্রকারে ধর্ম্মবাচক সংস্কৃত শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষাতেও প্রযোগ করা যায়, যেমন ধৈর্য্য, ধীরতা; অর্থাৎ ধীরের গুণ। সৌন্দর্য্য, সুন্দরত্ব, সুন্দরের ধর্ম্ম; গৌরব, অর্থাৎ গুরুতা, ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাস।

প্রথম।

অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি, এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না। যে সকলের ব্যবহার আছে তাহাকে চারি প্রকারে সঙ্কলন করা যায়। প্রথম দুই শব্দের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায়, আর দ্বিতীয় শব্দ কর্ম্মের ন্যায় হয়, যদ্যপিও কখন২ দ্বিতীয় পদ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়, ও প্রথম পদ ক্রিয়ার কর্ম্ম অথবা অধিকরণকে জানায়, যেমন হাতভাঙ্গা ব্যক্তি (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ ভগ্নহস্তঃ) এস্থলে হাত অভিহিত পদ, ভাঙ্গা কর্ম্ম পদ হয়। কিন্তু এমত স্থলে যেমন হাড় কাটা ছুরি, কাটা এই শব্দ কর্ম্মপদের ন্যায় হইয়াও ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে, আর হাড়শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও কর্ম্মকে জানাইতেছে, অর্থাৎ হাড়কে কাটে যে ছুরী, (সংস্কৃতে হাড় কাটার প্রতিশব্দ অস্থিচ্ছেদী) সেই রূপ গাছপাকা এস্থলে দ্বিতীয় পদ পাকক্রিয়ার কর্ত্তাকে কহে, আর প্রথম পদ অভিহিতের ন্যায় হইয়াও অধিকরণকে বুঝায়, অর্থাৎ গাছে পাকে যে ফল (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ বৃক্ষপক্বং) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়।

দুইয়ের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও সম্বন্ধ কিম্বা অধিকরণের অর্থকে বুঝায়, আর দ্বিতীয় পদ অভিহিত পদের অর্থবোধক হইয়াও একারে ওকারে কিম্বা আকারে পর্য্যবসান হয়; যেমন তালপুকুরে, অর্থাৎ তাল বেষ্টিত পুষ্করিণী (সংস্কৃতে তালপুষ্করিণী) কাণতুলসে, কাণে তুলসী যাহার, অর্থাৎ আপনাকে ধার্ম্মিক জানাইবার নিমিত্ত যে কাণে তুলসী দেয় (সংস্কৃতে

লসীকর্ণঃ) বানর মুখো, বানরের ন্যায় মুখ (সংস্কৃতে বানরমুখঃ) মুখচোরা, মুখেতে চোর, অর্থাৎ সভায় আলাপে অপটু (সংস্কৃতে সভাক্ষুব্ধঃ) কোন২ স্থলে সমাস হইয়া দুই পদের মধ্যে কোন শব্দের অধ্যাহার হয়, যেমন ঘর-পাগলা, ঘরের নিমিত্তে পাগল (সংস্কৃতে গৃহোন্মত্তঃ) এখানে নিমিত্ত শব্দের অধ্যাহার হইয়াছে। সোনামোড়া, অর্থাৎ সোণা দিয়া মোড়া (সংস্কৃতে স্বর্ণমণ্ডিতঃ) একার ওকার আকারে যাহার পর্য্যবসান হয় তাহার ভূরি শব্দের স্ত্রীত্ব করিতে অন্তে ঈকারের যোগ হয়, যেমন বানরমুখী, ঘরপাগলী, ইত্যাদি।

তৃতীয়।

দুইয়ের প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ হয়, আর দ্বিতীয় শব্দ অভিহিত পদ হইয়াও একারে কিম্বা ওকারে পর্য্যবসান হয়, যেমন মিষ্টমুখো, মিষ্ট হইয়াছে যাহার মুখ, অর্থাৎ বাক্য। কটাচুলে, অর্থাৎ কটা চুল যে ব্যক্তির।

চতুর্থ।

দুই এক জাতীয় শব্দের মিলনের দ্বারা হয়, যাহা পরস্পর ক্রিয়াকে কিম্বা উৎকট ক্রিয়াকে বুঝায়, শেষের পদ ঈকারান্ত হইয়া থাকে, যেমন মারা*মারী, পরস্পর মারণকে বুঝায়। দৌড়াদৌড়ী, অতিশয় দ্রুত গমনকে বুঝায়। এই আকারে যাহার দ্বারা ক্রিয়ানিষ্পত্তি হয় তাহার বাচক শব্দকে ব্যবহার করা যায়, যখন তদ্দ্বারা পরস্পর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বুঝায়, যেমন হাতাহাতী, লাঠালাঠী, ইত্যাদি।

যদি আর কোন সমাস পদ থাকে, যাহা এ চারি প্রকারের মধ্যে গণিত না হয়, তাহার অর্থও এক পদ করিবার রীতিজ্ঞান ঐ চারি প্রকার নিয়মের জ্ঞানদ্বারা প্রায় হইতে পারিবেক, সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

এই চারি প্রকার রীতিজ্ঞান হইলে সংস্কৃতে এবং অন্যভাষায়ও সমাস শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হইতে পারে, যেমন চন্দ্রমুখ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ যে ব্যক্তির; দুরাত্মা, দুষ্ট স্বভাব যাহার; ভূপতি, ভূ অর্থাৎ যে পৃথিবীর পতি; — যাহা হস্তদ্বারা করা গিয়াছে; পিতৃধর্ম্ম, পিতার অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম; জলচর, যে জন্তু জলে চরে।

সমাসের অন্তঃপাতী।

নাম ও সংখ্যাবাচক শব্দের পরে টা টি ইহার প্রয়োগ হয়, যাহা মনুষ্য

* মারা শব্দ নাম ধাতু, কিন্তু কখন২ মারণ ক্রিয়া মাত্র বোধক হয়, যেমন "শরণাগতকে মারা ভাল হয় না।"

কিম্বা পশ্বাদিবাচক শব্দের সহিত অন্বিত হইলে তাহার স্বার্থ কিম্বা তুচ্ছতা বোধ করায়, যেমন একটা মনুষ্য, একটা কুকুর, মানুষটা, কুকুরটা। আর হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার স্থূলতা কিম্বা বাহুল্য বোধক হয়, যেমন একটা ঘর, ঘরটা ইত্যাদি।

যখন প্রাণিবাচক শব্দের সহিত টির অন্বয় হয় তখন দয়া কিম্বা স্নেহের উদ্বোধক হইয়া থাকে, যেমন একটি বালক, বালকটি। আর অপ্রাণি বাচক শব্দে অন্বিত হইলে তাহার অল্পতা বোধ করায়, যেমন একটি টাকা, টাকাটি। গাছা এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ সেই সকল শব্দের উত্তর হয়, যাহার প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘতার আতিশয্য থাকে, যেমন এক গাছা দড়ি, দড়িগাছা। টুকি অল্পতা অর্থে দ্রব দ্রব্য বাচক শব্দের পরে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন জল-টুকি, তৈলটুকি, ইত্যাদি। গোটা ইহার প্রয়োগ সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্ব্বে তাহার অনির্ধারণার্থে হয়, যেমন গোটাচারি টাকা দেও।

গুলা ইহার প্রয়োগ নামের পরে হয়, এবং বাহুল্য অর্থ কহিয়া থাকে, যেমন বলদগুলা, টাকাগুলা, ইত্যাদি। গুলিন সেই রূপ নামের পরে প্রযুক্ত হয়, অল্পতা এবং দয়া অথবা স্নেহকে বুঝায়, যেমন বালক গুলিন। খান সেই সকল শব্দের পরে প্রায় আইসে, যাহা চেপ্টা বস্তুর প্রতিপাদক হয়, যেমন থালাখান, কাপোড়খান, ডালাখান, ইত্যাদি। থান বিশেষ দীর্ঘতাবিশিষ্ট বস্ত্রবোধক শব্দের সহিত অন্বিত হয়, যেমন কাপড়থান, এক থান কাপড়, ইত্যাদি; এই রূপ সোনার মোহর শব্দের সহিতও প্রয়োগ হয়, যেমন মোহর থান, এক থান মোহর। এই সকল প্রত্যয় যাহা পূর্ব্বে কহিলাম তাহার প্রয়োগে বিশেষ এই, যখন সংখ্যাবাচকের পরে আসিবেক তখন তাহার বিশেষ্য পদের অনির্ধারণকে বুঝায়, যেমন এক খান নৌকা আন, অর্থাৎ অনির্দ্ধারিত যে কোন এক খান নৌকা আন। আর যখন নামের পরে আসিবেক তখন তাহার প্রায় নির্ধারণকে বুঝাইবেক, যেমন নৌকা খান আন, অর্থাৎ ঐ নৌকা আন। আর যখন শব্দের সহিত ঐ সকলের প্রয়োগ হইবেক তখন উভয়ে মিলিত হইয়া এক শব্দের ন্যায় রূপ হইবেক, যেমন বালকটাকে ডাক, বালকটার কোন বোধ নাই, ইত্যাদি।

রূপের পরে ই এই স্বর মাত্রের প্রয়োগ হইলে অন্যের ব্যাবর্ত্তন বুঝায়, যেমন আমিই করিয়াছি, আমাকেই দিয়াছে, আমারই বাটী, অর্থাৎ অন্যের নহে। সেই রূপ ও এই স্বর সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন আমিও গিয়াছি, অর্থাৎ সে গিয়াছিল এবং আমিও গিয়াছিলাম। কখন বা সমুচ্চয়ার্থবোধ হইয়া অপেক্ষাকৃত গৌরব অথবা তুচ্ছতাকে বুঝায়, যেমন আমাকেও তুচ্ছ করিলে, অর্থাৎ অন্যকে তুচ্ছ করিলে, এবং আমি যে তাহার অন্য অপেক্ষা

মান্য ছিলাম আমাকেও করিলেক ইত্যাদি। পৌনঃপুন্য বুঝাইবার নিমিত্তে কোন২ ক্রিয়াবাচক পদ দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে, যেমন থর২ করিতেছে, অর্থাৎ পুনঃ২ কাঁপিতেছে। আর যখন এক শব্দের পরে তাহার প্রতিরূপ শব্দ কহা যায় তখন তাহাকেও তৎসদৃশ বস্তুন্তরকে বুঝায়, যেমন জল টল আছে, অর্থাৎ জল কিম্বা তৎসদৃশ পানীয় দ্রব্য আছে। কাপড় চোপড় আছে, অর্থাৎ কাপড় কিম্বা তৎ সদৃশ বস্তু আছে, ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকার নামকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যাহা ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার জন্যে ব্যবহার্য্য হয়, যদ্যপিও ওই সকল শব্দ স্বতন্ত্র রূপে ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা ব্যক্তি সমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে না, যেমন, আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি। যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তম পুরুষ কহি। যেমন আমি। আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্যপ্রয়োগ করা যায় তন্মাত্রকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ কহি, যেমন তুমি। আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্য কোন বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে অভিপ্রেত থাকে তাহার নামের প্রতিনিধি হয়, তাহাকে তৃতীয় পুরুষ কহি, যেমন সে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অথবা বস্তুর প্রতিপাদক হয়। যখন বাক্যে উদ্দেশ্য উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন বস্তু কিম্বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, সে বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যদি প্রত্যক্ষে অভিপ্রেত হয় তবে, এ, এই শব্দের প্রয়োগ হইবেক। আর যদি প্রত্যক্ষ রূপে অভিপ্রেত না হয়, তবে দূর কিম্বা কিয়দন্তর অভিপ্রেত হইবেক; তাহার প্রথমে অর্থাৎ দূরাভিপ্রেত হইলে, সে, আর কিয়দন্তর অভিপ্রেত হইলে, ও, ইহার প্রয়োগ হয়।

যে কোন প্রতিসংজ্ঞা প্রধান বাক্যেতে আপন অর্থ বোধের নিমিত্তে অন্তঃপাতীয় বাক্যের সাপেক্ষ হয়, তাহাকে সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন যে আমাকে কহিয়াছিল, সে* সত্যবাদী।

যদাপিও প্রথম পুরুষ অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে

* সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞাতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত, সে, ইত্যাদি পদের আবশ্যক হয়।

প্রতিপন্ন করে তথাপিও বক্তা যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার সহিত যাহার২ সাহিত্য থাকে তাহাকে২ও কহে, যেমন আমরা পড়িতেছি, অর্থাৎ বক্তার সহিত পাঠক্রিয়ার সাহিত্য যাহার থাকিবেক তাহার ও বক্তার উভয়ের প্রতিপাদক হয়।

আমি ইহার রূপ।

অভিহিত	কর্ম*	অধিকরণ	সম্বন্ধ
১ আমি	আমাকে	আমায়, আমাতে	আমার
২।৩ আমরা	আমাদিগে	আমাদিগেতে	আমাদের

আমি স্থানে ইতর লোকে মুই কহিয়াথাকে।

তাহার রূপ।

১ মুই	মোকে	মোতে	মোর
২।৩ মোরা	মোদিগে	মোদিগেতে	মোদের ইত্যাদি।

তুমি ইহার রূপ।

১ তুমি	তোমাকে	তোমাতে	তোমার
২।৩ তোমরা	তোমাদিগে	তোমাদিগেতে	তোমাদের ইত্যাদি।

যাহার উদ্দেশে তুমি শব্দ প্রয়োগ হয় তাহার তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত তুমি স্থানে তুই হইয়া থাকে।

তাহার রূপ এই।

১ তুই	তোকে	তোতে	তোর
২।৩ তোরা	তোদিগে	তোদিগেতে	তোদের ইত্যাদি।

অপ্রত্যক্ষ বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান কিম্বা উল্লেখ পূর্ব্বে থাকে তাহার প্রতি, সে, এই শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন সে চৌকী, সে ব্যক্তি।

সে ইহার রূপ।

১ সে	তাহাকে†	তাহাতে তাহায়	তাহার
২।৩ তাহারা	তাহাদিগে	তাহাদিগেতে	তাহাদের

* প্রতি সংজ্ঞার রূপ নামের ন্যায় হয়। বিশেষ এই, যে অন্য কারকে ইহার রূপ যেন কর্ম্ম পদহইতে হইল এমত বোধ হয় কিন্তু কর্ত্তৃপদের বহু বচনে মকারের "আ" ইহার লোপ হয়, যেমন আমরা, তোমরা।

† পশুতে কিম্বা অচেতন বস্তুতে যখন প্রতিসংজ্ঞার প্রয়োগ হয় তখন মুখ্য কর্ম্মে "কে" এই কর্ম্ম চিহ্নের প্রয়োজন থাকে না, যেমন তাহা আমাকে দেও, ইহার বিস্তার ১৪।১৫ পৃষ্ঠে (এই গ্রন্থাবলীর ৭২১ পৃষ্ঠা) দেখিবেন।

* যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন সে ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্যতাবৎ পরিণামে প্রথম স্বর সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন

তাঁহাকে তাঁহাদিগেতে তাঁহাদের ইত্যাদি।

বস্তুর কিম্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত হইলে, এ, এই শব্দের প্রয়োগ হয়।

তাহার রূপ।

১ এ	ইহাকে	ইহাতে	ইহার
২।৩ ইহারা*	ইহাদিগকে	ইহাদিগেতে	ইহাদের

সম্মান অভিপ্রেত হইলে "এ" স্থানে ইনি আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরেরও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।

যেমন ইঁনি ইঁহারা ইঁহাদিগকে ইঁহাদের ইত্যাদি।

কিয়দন্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে "ও" ইহার প্রয়োগ হয়, আর তাহার "এ" এই শব্দের ন্যায় রূপ হয়, কেবল ওকারের স্থানে উ হইয়া থাকে, যেমন ও, উহাকে, উহাতে, ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে "ও", ইহার স্থানে উনি আদেশ হয়, আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন উঁনি, উঁহাকে, উঁহাতে † ইত্যাদি।

"যে" এই প্রতিসংজ্ঞার রূপ "সে" এই প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হয়, যেমন যে যাহাকে, যাহাতে যাহার, ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে যিনি, যাঁহাকে ইত্যাদি রূপে পরিণাম হয়। যে তোমাকে মারিলেক, এ প্রয়োগে যে সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, তোমাকে মারিলেক এই বাক্যের সম্বন্ধদ্বারা বিশেষ মারণকর্ত্তার প্রতীতি হইল।

জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে, আর যদি বস্তু হয় তবে কি, ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু অধ্যাহৃত কিম্বা উক্ত ক্রিয়া তাহার যোজক হইয়াথাকে, যেমন কে কহিয়াছিল ? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল উক্ত হইয়াছে ; কে ? অর্থাৎ কে বসিয়াছে, বা, গিয়াছে। এ স্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল, এবং কি কহিতেছ ? কি ? অর্থাৎ কি হয় ইত্যাদি। ইহার রূপ

* কর্ত্তৃকারক ভিন্ন সকল কারকে এ, ও, এই প্রতিসংজ্ঞা নামস্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন ইহাকে দেও, ইহারা যায়, উহারা যাইতেছে।

† পরস্পর কথোপকথনে কর্ত্তৃপদ ভিন্ন কারকে যখন "হা" ইহার লোপ হয় তখন ঈকার স্থানে, ও, আদেশ হয়, যেমন ওকে দেও ; সেই রূপ "ইহাকে" ইহার "ই" স্থানে এ হইয়া থাকে, যেমন একে দেও ; এইরূপ যাহাকে, তাহাকে, কাহাকে ইত্যাদি স্থলেও জানিবে, যেমন যাকে, তাকে, কাকে, ইত্যাদি।

"যে" ইহার ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই।

যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে, "কবে" আর "কখন" ইহার প্রয়োগ হয়, ইহার রূপান্তর নাই, ওই দুয়ের প্রভেদ এই যে, কবে, ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য; আর, কখন, ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন্ দিন যাইবে? কখন যাইবে? অর্থাৎ কোন্ সময়ে যাইবে। যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন "কোথা"* কিম্বা "কোথায়" ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে? অবস্থা কিম্বা প্রকার ইহা জিজ্ঞাস্য হইলে "কেমন" শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই।

কি ইহার রূপ।

কি কি কিসে, কিসেতে, কিসের

নাস্ত কোন শব্দ কে, কি, কবে, কোথা, ইহার প্রতিনিধি হয়, এ শব্দ অব্যয়, ইহার রূপান্তর হয় না, আর বিশেষণ পদের ন্যায় ব্যবহার হয়; কোন্ ব্যক্তি তোমাকে মারিলেক? অর্থাৎ কে তোমাকে মারিলেক। কোন্ পুস্তক পড়িতেছ? অর্থাৎ কি পুস্তক পড়িতেছ। কোন্ দিবস যাইবে? অর্থাৎ কবে যাইবে। কোন্ স্থানে যাইতেছ? অর্থাৎ কোথা যাইতেছ। যখন কোন জাতিবাচক শব্দের অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয় তখন অকারান্ত কিম্বা ওকারান্ত "কোন" এই শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন কোন মনুষ্য ঘরে আছে? অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে? কোন পুস্তক পেটরাতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন এক খান পেটরাতে আছে?

অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও, কিম্বা কেহ, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও ঘরে আছে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি ঘরে আছে? আর কোন শব্দ ও কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্ত হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন২ ব্রাহ্মণ; কোন২ রাজা ইত্যাদি।

আপন, এই শব্দ নামের অথবা প্রতিসংজ্ঞার পর অন্যের ব্যাবর্ত্তনার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপন পুত্রকে দান করিলেক অর্থাৎ অন্যের পুত্র নহে, আপন পুত্রকেই দান করিলেক। আপনি, এই শব্দ নামের কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে নির্দ্ধারণার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপনি মরিলেক, অর্থাৎ সেই স্বয়ং মরিয়াছে ইত্যাদি। আমি আপনি, তুমি আপনি, রাজা আপনি ইত্যাদি। আপনি, এই শব্দ কখন দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি যোগ হয়,

* কোথা এ স্থলে থকার স্থানে পূর্ব্বাঞ্চলে ত কহিয়া থাকেন।

যখন তাহার সম্মান অভিপ্রেত হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া পদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, যেমন আপনি কোথায় যাইতেছেন ? ইত্যাদি। এবং উহার রূপ আমি ইত্যাদি প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন

এক বচনে আপনি, আপনাকে, আপনাতে, আপনার।

বহুবচনে আপনারা, আপনাদিগ্‌গে, আপনাদিগেতে* আপনাদিগের।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশেষণ শব্দের বিভাগ প্রকরণ।

গুণাত্মক বিশেষণ।

যে২ শব্দ বস্তুর গুণ কিম্বা অবস্থাকে কহে যদি সেই অর্থের সহিত তিন কালের এক কালেরও প্রতীতি না হয় তবে তাহাকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি। অতএব গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া তাহার গুণকে কহে সে বিশেষ্য কখন উক্ত হয়, যেমন বড় মনুষ্যকে সম্মান কর, আর কখন অধ্যাহৃত হয়, যেমন বড়কে মান্য কর, অর্থাৎ বড় মনুষ্যকে মান্য কর। যখন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে গুণাত্মক বিশেষণের প্রয়োগ হয় তখন সমাস হইয়া এক পদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ বিশেষণের কি বচন, কি রূপ, কি পরিণাম, কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন বড় মনুষ্যেরা, বড় কন্যাকে ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দে এ নিয়ম সর্ব্বদা থাকে না, অর্থাৎ লিঙ্গ চিহ্ন অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়, যেমন জ্যেষ্ঠা কন্যা, দুষ্টা ভার্য্যাকে ত্যাগ করা উচিত ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ্য শব্দ যখন উক্ত না হয় তখন কি সংস্কৃত কি ভাষা গুণাত্মক শব্দ সকলের রূপ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্য শব্দের রূপের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে হইয়া থাকে।

এক বচন	বহু বচন
বড়	বড়রা
বড়কে†	বড়দিগ্‌গে

* ভাষাতে এরূপ প্রয়োগ কি নামে কি প্রতিসংজ্ঞায় অধিকরণ কারকের বহুবচনে ব্যবহার নাই, কিন্তু তৎস্থানে সম্বন্ধীয় কারকের বহুবচনের পরে সম্বন্ধীয় বিশেষণের যোগ হয়, যেমন আমাদের প্রতি ইত্যাদি।

† বঙ্গ ভাষায় অধিকরণ কারকের "এতে," সম্বন্ধীয় কারকের "এর," কারক চিহ্নের নিমিত্ত যোগ না হইয়া এ, ইহার লোপ হয়; যেমন বড়তে, বড়র;

বড়তে	বড়দিগেতে
বড়র	বড়দের

ক্ষুদ্র শব্দ সংস্কৃত, ইহার রূপও ঐ প্রকার হয়।

ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রেরা
ক্ষুদ্রকে	ক্ষুদ্রদিগ্‌গে
ক্ষুদ্রে, ক্ষুদ্রেতে	ক্ষুদ্রদিগেতে
ক্ষুদ্রেব	ক্ষুদ্রদিগের

গুণাত্মক শব্দ কি ভাষা কি সংস্কৃত যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয়, তাহা সকল পূর্ব্বোক্ত অর্থে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টা, টি, গাছা, গুলা, গুলিন, খান, খান, ইহার সহিত সংযুক্ত হয়,যেমন বড়টাকে দেও; কিন্তু বিশেষ্য শব্দ উক্ত হইলে তাহার সহিত প্রয়োগ হয়, যেমন বড় ঘোড়াটাকে দেও।

ভূরি সংস্কৃত বিশেষণ শব্দ যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সংস্কৃত বিশেষণ কিম্বা বিশেষ্য শব্দহইতে নিষ্পন্ন হয়, যেমন ধার্ম্মিক অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দ যাহা বিশেষ্য হয় তাহাহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; সেইরূপ মাসহইতে মাসিক, জ্ঞানহইতে জ্ঞানী। নির্ধন, নির্ শব্দ ও ধন শব্দের সমাসে হয়। অলৌকিক, অর্থাৎ অ* আর লৌকিক এই দুয়ের মিলনে হইয়াছে। সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজি অভিধান যাহাতে সংস্কৃত শব্দের অর্থাদি আছে তাহা অবলোকনদ্বারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন, যে এই সকল সমাসযুক্ত পদের প্রত্যেক শব্দ বাক্যের কোন অংশ হয়, আর সমাস হইয়াই বা বাক্যের কোন অংশ হইয়া থাকে যদ্যপিও সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ ব্যতিরেক ইহার বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না।

পশ্চাৎ লিখিত সংস্কৃতের গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ সকল এবং সেই প্রকার গৌড়ীয় ভাষার পদ সকল গৌড়ীয় ভাষাতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হয়, যেমন বন্ধুহীন, বন্ধু ও হীন এই দুই শব্দের সমাসে হইয়াছে। সেই রূপ ধর্ম্মকার্য্য, জ্ঞানশূন্য, জলপ্রায়, সজীব, সর্ব্বজ্ঞ, অনুগত, বুদ্ধিমান্† ইত্যাদি।

সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ যখন ব্যবহার্য্য হয় তখন সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য জানাইবার নিমিত্ত 'তর' ও 'তম' ইহার সংযোগ

* যে সকল শব্দের আদিতে স্বর থাকে তাহার পূর্ব্বে নিষেধ বোধক অকারের যোগ হইলে অকার স্থানে অন আদেশ হয়, যেমন অনুকূল, অননুকূল।

† অ, আ, ম, আর পঞ্চ বর্গের পঞ্চমাক্ষর ভিন্ন যে কোন অক্ষরান্ত শব্দ পুরুষের প্রতি প্রয়োগ হইলে, তাহার অন্তে বান্ শব্দের সংযোগ হয় যেমন ভাগ্যবান্, রূপবান্, আর স্ত্রীলিঙ্গে বতী, যেমন ভাগ্যবতী, রূপবতী। ইহা ভিন্ন স্থলে "মান্", "মতী" হয়, যেমন বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী।

ঐ বিশেষণ শব্দের সহিত হইয়া থাকে। গুণ বিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝাইতে তাহার সহিত 'তর' ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন শ্যাম হইতে রাম বিজ্ঞতর হন। এবং গুণবিশিষ্ট অনেকের মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝিতে 'তম' ইহার সংযোগ হয়, যেমন শ্যাম ও রাম হইতে কৃষ্ণ বিজ্ঞতম হন ইত্যাদি।

এই রূপ অতি, অত্যন্ত, অতিশয়, ইহার গুণাত্মক বিশেষণের পূর্ব্বে নিক্ষেপ দ্বারা গুণের আধিক্য বুঝায়, যেমন অতিসুন্দর ইত্যাদি।

গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের বিশেষ লিঙ্গ চিহ্ন নাই, ইহা পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত যে সকল গুণাত্মক শব্দ তাহা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় ভাষায় ব্যবহার্য্য হয়; যেমন সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী স্ত্রী*। কিন্তু ক্লীব লিঙ্গের ব্যবহার ভাষার কোন স্থলে নাই।

কোন গুণাত্মক শব্দের কেবল গুণ অভিপ্রেত হইলে তাহার উত্তর সংস্কৃত নিয়মানুসারে 'ত্ব' কিম্বা 'তা' ইহার প্রয়োগ হয়, কিন্তু ইহা সংস্কৃত গুণাত্মক শব্দের পরেই হইয়া থাকে; যেমন ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষুদ্রতা। কখন সংস্কৃত নিয়মানুসারে আকারেরও বৈপরীত্য হইয়া থাকে; যেমন ধীরহইতে ধৈর্য্য, শূরহইতে শৌর্য্য, ইত্যাদি। এ সকল গুণাত্মক শব্দের আকারের বৈপরীত্যের বিশেষ জ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞানাধীন হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আখ্যাত প্রকরণ।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বস্তুর অবস্থাকে কহে আর সেই অর্থের সহিত তিন কালের এক কাল প্রতীত হয়, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহা যায়, যেমন আমি মারিলাম, মারি, মারিব।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুই প্রকার হয়, সকর্ম্মক আর অকর্ম্মক।

যে ক্রিয়া কর্ত্তাহইতে নিষ্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ কিম্বা লক্ষণায় অন্যকে ব্যাপে তাহাকে সকর্ম্মক কহা যায়, যেমন সে রামকে মারিলেক, সে মহা যোদ্ধা সমুদ্রকে ত্রস্ত করিলেক।

যে ক্রিয়া কর্ত্তাতেই কেবল নিষ্পন্ন হয় তাহাকে অকর্ম্মক কহি, যেমন রাম বসিলেন।

* প্রায় অকারন্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞানের নিমিত্ত অকার স্থানে আকার হইয়া থাকে, যেমন দীর্ঘ, দীর্ঘা।

সেই সকর্ম্মক ক্রিয়া দুই প্রকার হয়, কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য। বাক্যে কর্ত্তা মুখ্য রূপে অভিপ্রেত হইলে কর্ত্তৃবাচ্য, যেমন রাম মারিলেন। আর কর্ম্ম মুখ্য রূপে অভিপ্রেত হইলে কর্ম্মবাচ্য হয়, যেমন রাম মারা গেলেন।

ক্রিয়ার প্রকার।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যেমন অবস্থাকে ও অবস্থার সহিত কালকে প্রতিপন্ন করে সেই রূপ বাক্যের অভিপ্রেত পদার্থের সহিত সম্বন্ধকেও কহে, যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন। এস্থলে যাইতেছেন এই যে পদ সে দেবদত্তের অবস্থা যে গমন তাহাকে এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান কালকে এবং দেবদত্তের সহিত ঐ অবস্থার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। সেই সম্বন্ধ যদি অবধারিত হয় তবে সে ক্রিয়াকে নির্ধারণ কহা যায়, যেমন আমি যাইব। আর যদি সে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করে তবে তাহাকে সংযোজন ক্রিয়া কহি, যেমন তুমি যদি যাও তবে আমি যাইব। আর যদি সে সম্বন্ধ প্রার্থনীয় হয় তবে সে ক্রিয়াকে নিয়োজন কহি, যেমন তুমি যাও। আর তুমি যাইতে পার এতাদৃশ অর্থে যে অন্য২ ভাষায় ক্রিয়ার রূপান্তর হয়, তাহা এই তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত জানিবে।

বিভক্তিবাচ্যকাল।

ক্রিয়ার সহিত নানাবিধ কালিক সম্বন্ধ যাহা আখ্যাতিক পদের দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে বিভক্তিবাচ্য কাল কহি, আর তাহার দ্যোতক সেই আখ্যাত প্রত্যয় হয়, যেমন আমি মারিলাম, আমি মারিয়াছি, আমি মারিব।

ধাতুরূপ।

প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার পৃথক্২ প্রকারকে ও কালকে ও সংখ্যাকে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে ধাতুরূপ কহি, সে ধাতুর গৌড়ীয় ভাষাতে এক প্রকার হয়।

নান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দের পরে ঐ সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন মারণ এই ধাতু কেবল মারণ ক্রিয়াকে কহে, তাহার পরে প্রত্যয়ের দ্বারা নানাবিধ পদের রচনা হয়, যেমন ই, ইব, ইলাম, ইহার প্রয়োগ মারণ ধাতুর উত্তর হইয়া ওই ধাতুর অনভাগের লোপ হয়, পশ্চাৎ মারি, মারিব, মারিলাম, এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার শেষ বিস্তার রূপে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

কেবল প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয়, যেমন আমি মারি, তুমি মার, তিনি মারেন, কিন্তু এক বচন বহু বচন ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন আমি মারি, আমরা মারি, তুমি মার, তোমরা মার, তিনি মারেন, তাহাঁরা মারেন।

সেই রূপ লিঙ্গের প্রভেদেও প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন সে কোথা গেল অর্থাৎ সে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কোথা গেল; ইহা গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাতে সুগমের এক কারণ হইয়াছে।

ক্রিয়া বাচক শব্দ যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগদ্বারা নানাবিধ পদ সিদ্ধ হয় তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ অন অন্তে যাহার থাকে সে প্রথম প্রকার, যেমন মারণ, চলন, দেখন ইত্যাদি। ওন অন্তে যাহার থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যেমন খাওন, যাওন ইত্যাদি। আর আন অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন বেড়ান, দেখান, ইত্যাদি। তাহার মধ্যে আদৌ প্রভেদ এই যে প্রত্যয় সংযোগ কালীন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অনভাগ ও ওনভাগ লোপ হইয়া প্রথম পুরুষে বর্ত্তমান কালে "ই" প্রত্যয় হয়, যেমন মারি খাই, আর তৃতীয় প্রকারের কেবল নকারের লোপ হইয়া "ই" প্রত্যয় হয়, যেমন বেড়াই, দেখাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে অন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকারস্থানে অকার হয়, যেমন মার দেখ ইত্যাদি। আর ওন ভাগান্ত এবং আন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকার স্থানে ওকার আদেশ হয়, যেমন বেড়াও দেখাও ইত্যাদি। বর্ত্তমানকালে তৃতীয় পুরুষে প্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির অন্তে 'এন' প্রয়োগ হয়, যেমন চলেন, দেখেন, ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে কেবল নকারের প্রয়োগ হয়, যেমন যান বেড়ান ইত্যাদি।

সেই রূপ অতীত কালে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে 'ইলাম' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইলে'* আর তৃতীয় পুরুষে 'ইলেন' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন মারিলাম, খাইলাম, বেড়াইলাম। মারিলে, খাইলে, বেড়াইলে। মারিলেন, খাইলেন, বেড়াইলেন। এবং ভবিষ্যৎকালে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে 'ইব' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইবে' আর তৃতীয় পুরুষে 'ইবেন' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন যাইব, খাইব, বেড়াইব। যাইবে, মারিবে, খাইবে। যাইবেন, মারিবেন, খাইবেন ইত্যাদি।

এই রূপ সংযোজন প্রকারে প্রথম পুরুষে 'ইতাম' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইতে' আর তৃতীয় পুরুষে 'ইতেন', যেমন মারিতাম, মারিতে, মারিতেন।

নিয়োজনে প্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে 'অ' কিম্বা "অহ" ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন তুমি মার, মারহ।

---

* পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং কখন বা পদ্যেতে ইলে স্থানে ইলা প্রয়োগ হয়, আর ইবে স্থানে ইবা, যেমন মারিলা, মারিবা, আর পদ্যেতে কদাচিৎ ইলের স্থানে ইলা ব্যবহার হয়, যখন ব্যক্তির সম্ভ্রম অভিপ্রেত হয়।

আর দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার অ কিম্বা অহ স্থানে 'ও' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন খাও, বেড়াও।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে তৃতীয় পুরুষে বর্ত্তমান কালে 'উন্' হয়, যেমন মারুন্, খাউন্, বেড়াউন্। আর ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয় পুরুষে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার পরে 'ইও' প্রয়োগ হয়, যেমন মারিও, খাইও, বেড়াইও।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইতে' ইহার প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিম্বা ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়, যেমন মারিতে কহ, মারিতেছিল। আর সর্ব্ব ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর 'ইয়া' প্রয়োগ করিলে অন্য ক্রিয়ার অতীত কাল বিশিষ্ট পূর্ব্ব ক্রিয়াকে বোধ করায়, যেমন মারিয়া গিয়াছে, খাইয়া যাইবে, অর্থাৎ যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে মারণ ও খাওন ক্রিয়া অভিপ্রেত হয়। সেই রূপ ইয়ার স্থানে 'ইলে' প্রয়োগ করিলে অন্যের অন্য ক্রিয়ার সম্ভাবনা বুঝায়, যেমন তুমি মারিলে আমি মারিলাম।

প্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'আ' এবং দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'ওয়া' প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিম্বা কর্ম্মকে বুঝায়, যেমন মারা ভাল নহে, কাটা বৃক্ষ ইত্যাদি।

পরের কথিত শব্দের নামের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারা, মারার, মারাতে ইত্যাদি। কিন্তু তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার এরূপ প্রয়োগ হয় না, কেবল ক্রিয়ামাত্র বোধের নিমিত্ত 'আন' আর 'আনা' প্রয়োগ হয়, যেমন বেড়ান, বেড়ানা।

সেই রূপ সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইবা' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন মারিবা, ইহারও তিন প্রকার রূপ হয়, মারিবা, মারিবার, মারিবাতে। এই প্রকারে ধাতুরও তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারণ, মারণের, মারণেতে ইত্যাদি।

যে তিন প্রকার ক্রিয়ার অন, ওন, আন ইহাতে শেষ হয় তাহার রূপে পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ আছে, একারণ তিন গণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে যে সকল রূপের নিমিত্ত লক্ষণ করা গেল তাহাতে মনোযোগের দ্বারা পাঠকদের বিদিত হইবেক যে নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষে আখ্যাতিক যে রূপ হইবেক, যেমন মারি, খাই, বেড়াই, তাহার সহিত অন্য তাবৎ পদ সাদৃশ্য রাখে, কেবল ঐ বর্ত্তমানকালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরুষ ও বর্ত্তমান নিয়োজন আর কৃদন্ত কর্ম্ম পদ ইহারা সম্বন্ধ রাখে না, যেমন মারি, মারিলাম, মারিতে, মারিব, মারিতাম ইত্যাদি।

ক্রিয়াকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই, যে প্রথম প্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে 'আ' দিতে হয়, যেমন দেখনহইতে দেখান, করণ * ইহাতে কারণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে 'য়া' দিতে হয়, যেমন খাও-য়ান; আর তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া ণিজন্ত হয় না†, কিন্তু ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ সকল তৃতীয় প্রকার ক্রিয়াপদের ন্যায় হয়, যেমন দেখাই ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার ও ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রথম বিধ নামধাতু হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় বিধ নামধাতু হয়, যেমন বেড়াইবা, বেড়াইবার, বেড়াইবাতে, বেড়ান অথবা বেড়ান্, বেড়ানের, বেড়ানেতে। দেখাইবা, দেখাইবার, দেখাই-বাতে, দেখান্, কিম্বা দেখান, দেখানের, দেখানেতে।

পূর্ব্ব লক্ষণের উদাহরণ সকল বিশেষ রূপে দেখাইবার নিমিত্ত মারণ ক্রিয়ার মারি, ইত্যাদি রূপ পরে লেখা যাইতেছে।

ক্রিয়া নির্দ্ধারণ প্রকারে তিন লকার হয়, অন্য ক্রিয়ার সংযোগাধীন অধিক হইয়াথাকে, তাহার বিবরণ পরে পাইবেন।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

এক ও বহু বচন।

আমি কিম্বা আমরা মারি‡, তুমি কিম্বা তোমরা মার, তিনি কিম্বা তাহারা মারেণ।

অতীত লকার।

আমি কিম্বা আমরা মারিলাম, তুমি কিম্বা তোমরা মারিলে, তিনি কিম্বা তাহারা মারিলেন।

---

* এ স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসারে দন্ত্য নকার স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হইয়াছে।

† যে ক্রিয়া আ অথবা য়া দ্বারা ণিজন্ত হয় তাহাতে অণিজন্ত কালীন যে কর্ত্তা তিনি যদ্যপি ণিজন্ত ক্রিয়াতে কর্ম্ম হইলেন তথাপি তদন্তঃপাতি অণিজন্ত ক্রিয়াতে তাহারই প্রাধান্য, কর্ত্তার অপ্রাধান্য, যেমন তিনি ধর্ম্মপুস্তক পড়েন, এই বাক্যে তিনি কর্ত্তা আর প্রধান; আর যখন ঐ পড়ন ক্রিয়া আ সংযোগের দ্বারা ণিজন্ত হইবেক, যেমন আমি তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক পড়াই, তৎকালে তাঁহাকে এই পদ কর্ম্ম হইয়াও পড়ন ক্রিয়াতে প্রধান হয়।

‡ বঙ্গভাষায় ও অন্যং অনেক ভাষায় বর্ত্তমান লকার প্রয়োগে কখনং কালকে না বুঝাইয়া কেবল সেই ক্রিয়া মাত্র বুঝায় যে ক্রিয়া অবাধে হইয়া থাকে. যেমন আমি প্রাতঃ-কালে পড়ি।

ভবিষ্যৎ লকার।

আমি কিম্বা আমরা মারিব, তুমি কিম্বা তোমরা মারিবে, তিনি কিম্বা তাঁহারা মারিবেন।

সংযোজন প্রকার*।

বর্ত্তমান কাল, এক বচন ও বহু বচন।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারি †, যদি তুমি ও তোমরা মার, যদি তিনি কিম্বা তাঁহারা মারেন।

অতীত লকার।

যদি আমি কিম্বা আমরা মারিতাম, যদি তুমি কিম্বা তোমরা মারিতে, যদি তিনি কিম্বা তাঁহারা মারিতেন।

সংযোজন প্রকারে ভবিষ্যৎ লকার নাই, যেহেতু বর্ত্তমান লকারই সম্ভাব্য রূপে ভবিষ্যৎ লকারকে কহে; যেমন যদি আমি কহি, অর্থাৎ এক্ষণে অথবা পরক্ষণে যদি আমি কহি। আর সংযোজন প্রকারের অতীত লকার কখন অতীত কালের ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কহে, তখন বাক্যসমাপ্তি করিবার নিমিত্ত অন্য ক্রিয়া অপেক্ষা হইবেক না, সুতরাং নির্ধারণ প্রকারে গণিত হইবেক, যেমন আমি বিদ্যালয়ে পড়িতাম, অর্থাৎ অতীত কালে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতাম।

নিয়োজন প্রকার।

বর্ত্তমান কাল দ্বিতীয় পুরুষ।

এক বচন ও বহু বচন।

তুমি তোমরা মার, অথবা মারহ।

* সংযোজন ক্রিয়াতে বাক্যের সংপূর্ণতা নিমিত্ত অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব বাক্যীয় ক্রিয়ার সহিত দ্বৈধবোধক কোন অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয়, দ্বিতীয় বাক্যীয় ক্রিয়াতে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, যেমন যদি সূর্য্য উদয় হয়েন তবে অন্ধকার থাকিবেক না।

† নির্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান লকারে যে প্রকার রূপ থাকে সেই রূপেই এস্থলে প্রয়োগ হয়, কেবল যদি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ মাত্র অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য যাহার দ্বারা বাক্যের পূর্ণতা হয়, তাহার ক্রিয়াতে ভবিষ্যৎ লকারের রূপ হইবেক। এবং ঐ দ্বিতীয় বাক্যস্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন যদি তুমি মার, তবে আমি মারিব। কখন২ এরূপ স্থলে যদি প্রভৃতি অব্যয়ের লোপ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার, আমি মারিব, যদ্যপিও এস্থলে উত্তর বাক্যে তবে শব্দ নাই কিন্তু প্রায়ই লুপ্ত; যদি প্রভৃতি শব্দের বোধনার্থ উত্তর বাক্যে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার, তবে আমি মারিব, এই রূপ দ্বিতীয় বাক্যের পূর্ব্বস্থ তবে ইত্যাদি শব্দের লোপ হয়, যেমন যদি তুমি আমাকে মারিতে, তোমাকে আমি মারিতাম।

তৃতীয় পুরুষ।

তিনি তাঁহারা মারুণ।

ভবিষ্যৎ লকার দ্বিতীয় পুরুষ।

তুমি তোমরা মারিও।

চতুম্।

মারিতে*।

কর্ত্তা বর্ত্তমান।

মারিতে†।

অতীত কর্ত্তা কিম্বা ক্তাচ্।

মারিয়া‡।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।

মারিলে§।

কর্ম্ম।

মারা‖।

মারা এ শব্দ নামধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, যেমন মারা মারাকে মারাতে।¶

দ্বিতীয় নামধাতু।

মারিবা মারিবার মারিবাতে।

তৃতীয় নামধাতু।

মারণ, মারণকে, মারণের, মারণে, মারণেতে।

* তাহাকে মারিতে আমি আসিয়াছি।

† আপন পুত্রকে মারিতে তাহাকে আমি দেখিলাম।

‡ সে তোমাকে মারিয়া যাইতেছে।

§ ইহার প্রয়োগ অতীত কালে কিম্বা ভবিষ্যৎকালে হইয়া থাকে. কিন্তু তাহার বোধ উত্তর বাক্যীয় সমাপিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়, যেমন তুমি মারিলে আমি মারিতাম, তুমি মারিলে আমি মারিব।

‖ সে মারা যাইবেক, অকর্ম্মক ক্রিয়াতে এ রূপ কর্ম্ম প্রতিপাদক প্রয়োগ হয় না, কিন্তু নামধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, যেমন চলা, চলার, চলাতে।

¶ যেমন চাকরকেও মারা ভাল নহে, মারার বদলে (পরিবর্ত্তে) মারা, এবং অন্যকে মারাতে অনেক দোষ।

'আছি, এ সহকারি ক্রিয়া ইহার সম্পূর্ণ রূপ হয় না, অর্থাৎ নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমানে ও অতীতে রূপ হইয়াথাকে।

নির্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান।

আমি আমরা আছি, তুমি তোমরা আছ, তিনি তাঁহারা আছেন।

অতীত লকার।

আমি, আমরা আছিলাম * অথবা ছিলাম; তুমি, তোমরা আছিলে কিম্বা ছিলে; তিনি, তাঁহারা আছিলেন কিম্বা ছিলেন।

মারিতে, করিতে, যাইতে ইত্যাদি বর্ত্তমান কর্ত্তাতে, আর মারিয়া, করিয়া, যাইয়া প্রভৃতি অতীত কর্ত্তা বিষয়ে ঐ সকল ক্রিয়া পদ সহকারি ক্রিয়া আছি ইহার সহিত কালিক কোন বিশেষ জানাইবার নিমিত্ত সংযোগ হয়, সে কালে আদ্য অক্ষর আকারের লোপ হইয়া থাকে, যেমন মারিতেছি, অর্থাৎ মারিতে আর আছি এ দুইয়ের সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মারিতেছিলাম অর্থাৎ মারিতে ও আছিলামের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছি অর্থাৎ মারিয়া ও আছি এ দুয়ের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছিলাম, মারিয়া ও আছিলাম ইহার সংযোগে হইয়াছে। এই চারি প্রকার সংযোগ ক্রিয়ার নির্ধারণ প্রকারের যে তিন লকার পূর্ব্বে কহিয়াছি, তাহা হইতে অধিক চারি লকার রূপে সাধারণ ব্যবহারে আইসে, বস্তুত ইহা ক্রিয়াদ্বয়ের সংযোগে হয়, পৃথক্ লকার নহে।

সংযোগ ক্রিয়া।

নির্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান কাল।

মারিতেছি, মারিতে আর ছি (সংস্কৃতে মারয়ন্নস্মি) অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে সমাপ্তি হয় নাই। আমি আমরা মারিতেছি, তুমি তোমরা মারিতেছ, তিনি তাঁহারা মারিতেছেন।

দ্বিতীয় মারিতেছিলাম, অর্থাৎ মারিতে ও ছিলাম, এ দুয়ের সংযোগে হয় (সংস্কৃতে মারয়ন্নাসং) অর্থাৎ অতীত কালে ক্রিয়া উপস্থিত ছিল যাহা সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে অথবা সংপূর্ণ হইয়াছে কি না এমৎ অভিপ্রেত না হয়। আমি আমরা মারিতেছিলাম, তুমি তোমরা মারিতেছিলে, তিনি তাঁহারা মারিতেছিলেন।

তৃতীয় মারিয়াছি (সংস্কৃতে মারয়িত্বাঽস্মি) অর্থাৎ অতীত কালে ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং এই বাক্য প্রয়োগ পর্য্যন্ত অন্যের দ্বারা বাধিত হয় নাই। আমি আমরা মারিয়াছি, তুমি তোমরা মারিয়াছ, তিনি তাঁহারা মারিয়াছেন।

---

* ইহার আদি আকার অতীতকালে লোপ হইয়া থাকে কিন্তু পদ্যেতে প্রায় লোপ হয় না।

চতুর্থ মারিয়াছিলাম.(সংস্কৃতে মারয়িত্বাসং) মারিয়া ও ছিলামের সংযোগে হন অর্থাৎ ক্রিয়া অতীতকালে নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর ক্রিয়ান্তরের সম্ভাবনা আছে। যেমন মারিয়াছিলাম সে লজ্জা পাইল না।

ক্যাচ্ ও চতুম্ অন্তপদের সহিত আছি ক্রিয়ার সংযোগ দ্বারা রূপ হয়, যাহা পূর্ব্বে কহিলাম, ইহাতে মনোযোগদ্বারা পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে অন্যা২ ক্রিয়ার সহিত অর্থ সঙ্গতি থাকিলে এই দুয়ের একের সংযোগাধীন সেই২ ক্রিয়ারও রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারিয়া ও ফেলি ইহার যোগে, মারিয়া ফেলি ; মারিতে চাহি ইহা মারিতে ও চাহি এ দুয়ের সংযোগে হই-য়াছে ; যাইতে পারি যাইতে ও পারি ইহার সংযোগে হইয়াছে ; মারিতে লাগি, অর্থাৎ মারিতে আরম্ভ করি, কিন্তু ইহা শিষ্ট প্রয়োগ নহে ; মারিয়া থাকি, * অর্থাৎ সময়ে২ মারি, মারিতে যাই, এই রূপ অর্থ সঙ্গতি ক্রমে নানা ক্রিয়ার রূপ হইতে পারে। অতএব তন্নিমিত্তে পৃথক্২ ক্রিয়া প্রকারের আধিক্য করণে প্রয়োজন নাই।

এক লকার স্থানে অন্য লকারকে লক্ষণা করিয়া ব্যবহার করা যায়, প্রকরণদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়, যেমন অন্ন আসিয়াছে, ইহার উত্তরে “আইল” ইহা বর্ত্তমান লকার স্থানীয় হয়, অর্থাৎ অন্ন আসিতেছে। আর যে পর্য্যন্ত আমি থাকি সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে, এস্থলে থাকি ইহা বর্ত্তমান লকার হইয়াও ভবিষ্যৎ লকারস্থানীয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি থাকিব সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে।

আপনি করিবেন অথবা আপনি দিবেন ইহা ভবিষ্যৎ লকার হইয়াও সম্মান স্থলে বর্ত্তমান অনুজ্ঞাকে বুঝায়, অর্থাৎ আপনি করুণ, আপনি দেউন। ইহাতে বিশেষ রূপে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় পুরুষ তুমি ইহার স্থানে তৃতীয় পুরুষ আপনি অথবা মহাশয় এই রূপ প্রয়োগ সম্মান অভিপ্রেত হইলে করা যায়, সে স্থলে ক্রিয়ার প্রয়োগও তৃতীয় পুরুষের হইবেক আপনি দিতেছেন, মহাশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি দিয়াছ, তুমি করিয়াছ।

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইবেক তখন তুমি স্থানে তুই আদেশ হয়, ইহ ৩৪ পত্রে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার সহিত অন্বিত যে ক্রিয়া তাহার বিভ ক্তির পরিবর্ত্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষের অকার এবং ওকা স্থানে ইস্ আদেশ হয়, যেমন তুমি মার এস্থলে তুই মারিস্, আছ স্থা

* ইহার অতীত ক্যাচ্ ক্রিয়ান্তরের সহিত প্রয়োগে দ্বিধা বোধক শব্দের যোগ থাকি সংযোজন প্রকার হয়, যেমন যদি আমি টাকা লইয়া থাকি তবে ফিরিয়া দিব, এই নির্দ্ধারণ প্রকারের পরিবর্ত্তে সংযোজন প্রকার তাহা কেবল নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমানে হইয়া থাকে, অন্য কালে হয় না, যেমন যদি আমি মারিয়া থাকিব ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক

আছিস্, খাও স্থানে খাইস্, দেখাও স্থানে দেখাইস্। সেই রূপ সংযোজন প্রকারেও জানিবে, অর্থাৎ তাহার অকার, ওকার, একার স্থানে ইস্ হইয়া থাকে, যেমন যদি তুই মারিস্, যদি তুমি মার ইহার স্থানে হয়, যদি তুমি খাও ইহার স্থানে যদি তুই খাইস্ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যদি তুমি মারিতে ইহার স্থানে যদি তুই মারিতিস্ এরূপ কহা যায়। আর অতীত কালে দ্বিতীয় পুরুষের একার স্থানে ইকার হয়, যেমন তুমি মারিলে ইহার স্থানে তুই মারিলি ইহা প্রয়োগ হয়,—ছিলে স্থানে ছিলি, মারিতেছিলে ইহার স্থানে মারিতেছিলি, মারিয়াছিলে ইহার স্থানে তুই মারিয়াছিলি। কিন্তু মারিয়াছ ইহা অতীত কাল হইয়া মারিয়া আর আছ এ দুয়ের সংযোগে হয়, অতএব বর্ত্তমান কালের ন্যায় ইস্ ইহার সংযোগ হইল এ কারণ মারিয়াছ ইহার স্থানে মারিয়াছিস্ এ রূপ প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎকালেও দ্বিতীয় পুরুষের একারস্থানে ইকার আদেশ হয়, যেমন মারিবে ইহার স্থানে মারিবি এতদ্রূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নিয়োজন প্রকারে শেষের স্বরের লোপ হয়, যেমন মার ইহার স্থানে মার্, খাও ইহার স্থানে খা প্রয়োগ হইয়া থাকে, আর ভবিষ্যৎ নিয়োজনে শেষ স্বর স্থানে "স" আদেশ হইয়া থাকে, যেমন মারিও ইহার স্থানে মারিস্ কহা যায়। এরূপ তুচ্ছত্ব বোধক প্রয়োগ সকল বিবেক রহিত অভিমানি প্রভুরা করিয়া থাকেন, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এ সকল প্রয়োগে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় পুরুষের উল্লেখসময়ে সম্মান অভিপ্রেত না হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির স্থানে সে, ও, এ, যে, ইহা প্রয়োগ কহা যায়, যাহা পূর্ব্বে ৩৬, ৩৫, ৩৬, পত্রে [*] কহা গিয়াছে, আর যে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া যাহার সহিত অন্বিত হয় তাহার তাবতের নকার নির্দ্ধারণ ও সংযোজন প্রকারে লোপ হইবেক, এবং অতীতকালে নয়ের পূর্ব্বে স্থিত একার অকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে মারেন ইহার স্থানে মারে, মারিতেছেন ইহার স্থানে মারিতেছে ইহা প্রয়োগ হয়।

অতীত কালে মারিলে ইহার স্থানে মারিল, মারিতেছিলেন স্থানে মারিতেছিল, আর মারিয়াছিলেন ইহার স্থানে মারিয়াছিল। ভবিষ্যৎকালে মারিবেন ইহার স্থানে মারিবে কহা যায়। মারিয়াছেন এ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ, মারিয়া আর আছেন ইহার যোগে হয়, এ নিমিত্ত কেবল নকারের লোপ হয়, একার স্থানে অকার হয় না, যেমন মারিয়াছেন ইহার স্থানে মারিয়াছে এ রূপ কহা যায়।

[* এই গ্রন্থাবলীর ৭৩২। ৭৩৩ পৃষ্ঠা।]

নিয়োজন প্রকারে তৃতীয় পুরুষে শেষ নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মাকন্ ইহার স্থানে মাকক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কথন ভবিষ্যৎ লকারে ও অতীত কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইলে নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মারিবেন এস্থলে মারিবেক ও মারিবে উভয় প্রকার প্রয়োগ হয়, আর মারিলেন এস্থলে মারিলেক ও মারিল দুই প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়ার প্রকৃতি এক আঘাতে উচ্চারিত হয় আর আঘাতদ্বয়ে যে ক্রিয়ার প্রকৃতি উচ্চারিত এবং নকারান্ত হয় কিন্তু সে নকার রূপকালে থাকে না, তাহার বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে নকারস্থানে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে য়কার আদেশ হয়, যেমন খান স্থানে খায় প্রয়োগ হয়, যাই হইতে যান তাহার নকারস্থানে য় আদেশ হইয়া যায় প্রয়োগ হয়, সেই রূপ কামাহি ক্রিয়ার কামান ইহার স্থানে কামায় ইহা প্রয়োগ হয়।

ণিজন্ত যাবৎ ক্রিয়া দুই আঘাতে উচ্চারণ হয় এ প্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব্ব লিখিত নিয়মের অন্তর্গত হয়, যেমন দেখাই ক্রিয়া হইতে দেখান ইহার স্থানে দেখায় হয়, কিন্তু যে ক্রিয়ার শেষে ন থাকে ও সেই নয়ের রূপকালে লোপ না হয় আর দুই আঘাতের অধিক ক্রিয়া যদি হয়, যেমন সামাল্লুন, এ সকলকে পূর্ব্ব লিখিত সর্ব্ব সাধারণ নিয়মের অন্তঃপাতি জানিবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে নকারের লোপ কেবল হয়, যেমন বাখানেন ইহার স্থানে বাখানে, আর সামালেন ইহার স্থানে সামালে, এ রূপ প্রয়োগ হইয়া যায়।

তৃতীয় পুরুষের তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে, সে, ও, এ, যে, ইত্যাদির ভূরি প্রয়োগ হইয়াথাকে একারণ ইহার অন্বিত ক্রিয়ারও বহুপ্রকার পরিবর্ত্ত হয়, এ নিমিত্ত ইহা বিশেষ রূপে লেখা গেল, এবং ইহাতে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

আমি, ইহার স্থানে ইতর লোক মুই কহিয়া থাকে, কিন্তু যে ইহার অন্বিত ক্রিয়া তাহার রূপের পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন আমি মারি, অথবা মুই মারি, আমি অথবা মুই মারিলাম, আমি অথবা মুই মারিব, অতএব এ বিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

হই, যাই, এই দুই, যাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে গণিত হয়, নানাবিধ অর্থে ইহার ভূরি প্রয়োগ হইয়া থাকে, একারণ পৃথক্ করিয়া রূপ করা যাইতেছে।

হওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান।

আমি আমরা হই, তুমি তোমরা হও, তিনি তাঁহারা হন্।

অতীতকাল।

আমি আমরা হইলাম, তুমি তোমরা হইলে, তিনি তাঁহারা হইলেন।

ভবিষ্যৎকাল।

আমি আমরা হইব, তুমি তোমরা হইবে, তিনি তাঁহারা হইবেন।

সংযোজন প্রকার বর্ত্তমান।

যদি আমি আমরা হই, যদি তুমি তোমরা হও, যদি তিনি তাঁহারা হন।

অতীতকাল।

যদি আমি আমরা হইতাম, যদি তুমি তোমরা হইতে, যদি তিনি তাঁহারা হইতেন।

নিয়োজন প্রকার বর্ত্তমান।

তুমি হও, তিনি হউন।

ভবিষ্যৎকাল।

তুমি হইও।

চতুম্ ও ক্ত্বা বর্ত্তমান।

হইতে।

অতীতকাল।

হইয়া।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।

হইলে।

প্রথম	নামধাতু	হওয়া,	হওয়ার,	হওয়াতে।
দ্বিতীয়	নামধাতু	হইবা,	হইবার,	হইবাতে।
তৃতীয়	নামধাতু	হওন,	হওনের,	হওনেতে।

হইতে আর হইয়া এ দুয়ের সংযোগ আছি এ ক্রিয়ার সহিত হইলে অন্য চারি প্রকার লকার সিদ্ধ হয়, যেমন হইতেছি ইত্যাদি। হইতেছিলাম ইত্যাদি। হইয়াছি ইত্যাদি। হইয়াছিলাম ইত্যাদি। আছি এই ক্রিয়ার বৃত্তিতে যে বিস্তার রূপে লেখা গিয়াছে তাহার দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে আছি আর হই এ দুই ক্রিয়া সামান্যত এক অর্থ হইয়াও ভূরি স্থানে প্রত্যেকে ভিন্ন২ অর্থে প্রয়োগ হয়, অতএব এ দুয়ের সংযোগে চারি মিশ্রিত লকারে দোষ নাই।

এই সকল বাক্যে যেমন আমাকে যাইতে হয়, তোমাকে লইতে হইল, তাঁহাকে দিতে হইবেক, "আবশ্যক," "উচিত," ইত্যাদি এক২ গুণাত্মক

বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্ব্বে উহ্য হয়, যেমন আমাকে যাইতে (আবশ্যক) হয়, তোমাকে লইতে (উচিত) হইল ইত্যাদি ।

বটে এই শব্দ স্বীকারদ্যোতক হইয়াও কখনং উহ্য হওন ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, কিন্তু কেবল বর্ত্তমান কালেই তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন আমি বটি, তুমি বট, তিনি বটেন, অর্থাৎ হাঁ আমি হই, হাঁ তুমি হও, হাঁ তিনি হন্ ।

যাওন ক্রিয়া ।

নির্দ্ধারণ প্রকার বর্ত্তমান লকার ।

আমি আমরা যাই, তুমি তোমরা যাও, তিনি তাঁহারা যান।

নির্দ্ধারণ প্রকারে অতীতকালে আর সম্ভাব্য ক্রিয়াতে যাই ইহার স্থানে গে আদেশ হয়, আর অতীতক্ত্বায় গি হইয়া থাকে কিন্তু অন্য ক্রিয়ার সংযোগ বিনা গি আদেশের নিত্যতা নাই যেমন গিয়া কিম্বা যাইয়া।

অতীত লকার ।

আমি কিম্বা আমরা গেলাম, তুমি কিম্বা তোমরা গেলে, তিনি কিম্বা তাঁহারা গেলেন।

ভবিষ্যৎ লকার।

আমি আমরা যাইব, তুমি তোমরা যাইবে, তিন তাহারা যাইবেন ।

সংযোজন প্রকার বর্ত্তমান লকার ।

যদি আমি আমরা যাই, যদি তুমি তোমরা যাও, যদি তিনি তাঁহারা যান ।

অতীত লকার ।

যদি আমি আমরা যাইতাম, যদি তুমি তোমরা যাইতে, যদি তিনি তাঁহারা যাইতেন ।

নিয়োজন প্রকার বর্ত্তমান ।

তুমি তোমরা যাও, তিনি তাঁহারা যাউন ।

ভবিষ্যৎ লকার ।

তুমি তোমরা যাইও ।

চতুম্ ও বর্ত্তমান কর্ত্তা ।

যাইতে ।

অতীত ক্ত্বাচ্ অথবা কর্ত্তা ।

গিয়া অথবা যাইয়া ।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।

গেলে।

প্রথম	নামধাতু	যাওয়া,	যাওয়ার,	যাওয়াতে।
দ্বিতীয়	নামধাতু	যাইবা,	যাইবার,	যাইবাতে।
তৃতীয়	নামধাতু	যাওন,	যাওনের,	যাওনেতে।

চারি মিশ্রিত লকার যাইতে অথবা গিয়া ইহার সংযোগ আছি ক্রিয়ার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন হয়, যেমন যাইতেছি, যাইতেছিলাম, গিয়াছি, গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

অভাবার্থ।

গৌড়ীয় ভাষাতে নির্ধারণ প্রকারে ক্রিয়া পদের পরে না * সংযোগদ্বারা অভাবার্থ প্রতীত হয়।

বর্ত্তমান লকার।

আমি আমরা করি না, তুমি তোমরা কর না, তিনি তাঁহারা করেন না।

সেই রূপ আমি করিলাম না, আমি করিব না, আমি করিতাম না ইত্যাদি। এই বর্ত্তমান লকার অতীত লকারের অর্থেও প্রয়োগ হয়, যেমন আমি করি না, অর্থাৎ একালে এবং অতীত কালে আমি করি না; কিন্তু যখন না স্থানে নাই প্রয়োগ হয়, তখন অতীত কালীয় ক্রিয়ার অভাব নিশ্চিত রূপে অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি করি নাই অর্থাৎ আমি কদাপি করি নাই, অতএব এই বর্ত্তমান কালীয় অভাব পদ অতীত কালের অর্থে দুই প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিয়োজন প্রকারের বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াতে "না" প্রয়োগ হইলে ঐ ক্রিয়ার প্রার্থনা অভিপ্রেত হয়, যেমন কর না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তুমি এ কর্ম্ম কর, করুন্ না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তিনি করেন, কিন্তু নিযোজন প্রকারের ভবিষ্যৎ লকারের ক্রিয়াতে না সংযোগ হইলে বর্ত্তমান কালেরও নিষেধ অভিপ্রেত হইবেক, যেমন করিও না, যাইও না, অর্থাৎ এক্ষণেও না যাও, পরেও না যাও। ক্রিয়ার এই দুই প্রকার ব্যতিরেক সর্ব্বত্র না ইহার সংযোগ পূর্ব্বে হয়, যেমন নাকরিতে, নাকরিয়া, নাকরিলে, নাকরা, নাকরিবার ইত্যাদি।

কেবল সংযোজন প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রায় না আসিয়া থাকে,

---

* কখনং পদ্যেতে আর কদাচিৎ কথোপকথনে "না" ক্রিয়ার পূর্ব্বে স্থিত হইয়া থাকে।

আর পরের ক্রিয়াতে প্রায় পরে আইসে। যদি আমি না যাই তবে তুমি আসিবে না, যদি আমি তোমাকে না দেখিতাম তবে তুমি আসিতে না।

কেবল নাই, আছি না, আছ না, আছেন না, এই তিন বর্ত্তমান কালীয় পদের প্রতিনিধি হয়, যখন অভাব অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি নাই, তুমি নাই, তিনি নাই। সেই রূপ নহি ও নই এ দুই ক্রিয়াব অভাবার্থে বর্ত্তমান কালীয় প্রথম পুরুষস্থানে ব্যবহারে আইসে; নহ আর নও দ্বিতীয় পুরুষস্থানে, আর নহেন আর নন ইহা তৃতীয় পুরুষস্থানে ব্যবহার করা যায়; যেমন আমি নহি, আমি নই, তুমি নহ, তুমি নও, তিনি নহেন, তিনি নন ইত্যাদি।

নির্ধারণ প্রকারেব তিন লকারে "নাপারি", ইহা স্থানে "নারি" ব্যবহারে আইসে; যেমন আমি নারি, আমি নারিলাম, আমি নারিব, কিন্তু ইহা সামান্য আলাপেই কথন২ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কর্ম্মণি বাচ্য।

গৌড়ীয় ভাষাতে অন্য২ অসাধু ভাষাব ন্যায় কর্ম্ম প্রয়োগে পৃথক্ আখ্যাতিক পদ নাই, কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ, যেমন মারা ধরা ইত্যাদিকে যাই ক্রিয়ার সহিত সংযোগ কবিয়া সেই অর্থকে সিদ্ধ করেন। যে সংজ্ঞা কিম্বা প্রতিসংজ্ঞা যাহা কর্ম্ম রূপে ক্রিয়া পদের সহিত ঐক্য থাকে তাহারই সহিত যাই ক্রিয়ার তাবৎ লকারের প্রত্যেক পদে অন্বয় করা যায়, নির্ধারণ প্রকারে, যেমন আমি মারা যাই, তুমি মারা যাও, তিনি মারা যান্। আমি ধরা গেলাম, তুমি ধরা গেলে, তিনি ধরা গেলেন। আমি ধরা যাইব, তুমি ধরা যাইবে তিনি ধরা যাইবেন। আমি ধরা যাইতেছি, আমি ধরা যাইতেছিলাম। আমি ধরা গিয়াছি, আমি ধরা গিয়াছিলাম। সংযোজন প্রকারের অতীত লকারে আমি ধরা যাইতাম ইত্যাদি।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান। তুমি ধরা যাও, তিনি ধরা যাউন। ভবিষ্যৎ। তুমি ধরা যাইও। চতুম্, ক্ত্বা, ও কর্ত্তা বর্ত্তমান, ধরা যাইতে। কর্ম্ম পদ ধরা গিয়া। সম্ভাব্য ধরা গেলে। প্রথম নামধাতু ধরা যাওয়া, ধরা যাওয়ার, ধরা যাওয়াতে। দ্বিতীয় নামধাতু ধরা যাইবা, ধরা যাইবার, ধরা যাইবাতে। তৃতীয় নামধাতু ধরা যাওন, ধরা যাওনের, ধরা যাওনে।

যদ্যপিও অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে এই প্রকার রূপ তৃতীয় পুরুষের সহিত অন্বয়ে হইয়া থাকে; যেমন চলা যায়,

খাওয়া যায়, বলা যায়, ইত্যাদি। চলা যায় ইহা প্রায় চলা যাইতে পারে, ইহার সহিত সমানার্থ হয়, চলা গেল অর্থাৎ চলন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই রূপ পদ সকর্ম্মক ধাতুহইতেও নিষ্পন্ন হয়, যেমন করা যায়, মারা যায়, ইহাও কেবল তৃতীয় পুরুষের অন্বয়ে হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ক্রিয়া নিষ্পন্ন* মাত্র হইল ইহা বুঝায়।

যখন দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মণি বাচ্যে রূপ করা যায়, যাহার বিবরণ ১৫ পত্রে [†] কহা গিয়াছে, সেকালে যে মুখ্য কর্ম্ম অভিপ্রেত হইবেক, তাহাই উক্ত হইবেক; আর দ্বিতীয় কর্ম্ম কর্ম্মপদের ন্যায় থাকিবেক, যেমন রামকে টাকা দেওয়া গেল, এ স্থলে টাকা যে মুখ্য কর্ম্ম তাহাই উক্ত হইল, রামকে যাহা দ্বিতীয় কর্ম্ম হয়, সে পূর্ব্ববৎ রহিল যাহা কর্ত্তৃবাচ্যে, আমি রামকে টাকা দিয়াছি, এই প্রকার হয়।

অনিয়ম সংযোগ।

ক্রিয়ার পূর্ব্বে নামের ও গুণাত্মক বিশেষণের অথবা কৃদন্ত শব্দের প্রকৃতিরে সংযোগ করিয়া সংযুক্ত ক্রিয়া করা যায়, আর সেই প্রকৃতি বাস্তবিক ক্রিয়ার কর্ম্ম অথবা অন্য কারক হইয়া থাকে, যেমন গাছ কাটন ইহাহইতে গাছ কাটি, গাছ কাট, গাছ কাটেন, ইত্যাদি সংযোগ পদ সকল নিষ্পন্ন হয়। এই রূপ জল খাওনহইতে জল খাই ইত্যাদি। মানুষ চেনন, এই ক্রিয়াহইতে মানুষ চিনি ইত্যাদি। বড় করণ ইহাহইতে বড় করি ইত্যাদি। ত্রস্ত করণ হইতে ত্রস্ত করি, নষ্ট করণহইতে নষ্ট করি, ব্যস্ত হওনহইতে ব্যস্ত হই ইত্যাদি। আর মারি খাওনহইতে মারি খাই, মারি খাও, মারি খান ইত্যাদি।

ণিজন্ত।

ণিজন্ত ক্রিয়া সকলের রূপ কর্ত্তৃবাচ্যে যে নিয়মে হয় তাহা ৪৮।৪৯ পত্রে [‡] বিবরণ করা গিয়াছে, কিন্তু অর্থ বোধের কাঠিন্য পরিহার কারণ কর্ম্মণিবাচ্যে তাহার যোগ প্রায় হয় না, তবে ণিজন্ত ক্রিয়া যেমন দেখান ইহার সহিত যাই, এই তৃতীয় পুরুষে সংযুক্ত হইয়া কেবল তৃতীয় পুরুষের রূপ হয়, যেমন দেখান যাইতেছে, অর্থাৎ দেখান ক্রিয়া হইতেছে।

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেক যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু আছে তাহার কর্ত্তা অর্থাৎ

---

* কর্ম্ম বাচ্যে বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার কর্ত্তার উল্লেখ না হইলে উত্তম পুরুষই প্রায় তাহার কর্ত্তা বোধ হয়, যেমন টাকা দেওয়া যাইবেক, অর্থাৎ আমার দ্বারা টাকা দত্ত হইবেক।

[† এই গ্রন্থাবলীর ৭২১ পৃষ্ঠা]

[‡ এই গ্রন্থাবলীর ৭৪১ পৃষ্ঠা]

সেই ক্রিয়ার অভিহিত পদ ওই ক্রিয়ার ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম্ম হয়, যেমন রাম চলেন, রামকে চালাই; সেই রূপ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়া ণিজন্ত হইলে তাহার কর্ম্ম হয়, যদি ওই ণিজন্ত অবস্থাগত ক্রিয়া তাহাকে ব্যাপে, নতুবা ণিজন্ত ক্রিয়ার করণ হয়, যেমন রাম খান, আমি রামকে খাওয়াই; এ স্থলে খাওয়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিয়াছে এ কারণ রাম কর্ম্ম হইল। রাম ঘট গড়েন, আমি রামের দ্বারা ঘট গড়াই, এস্থলে গড়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিল না, এ নিমিত্ত রাম করণ হইল।

ক্রিয়ার আদি স্বর ই কিম্বা উ হইলে তাহার ণিজন্ত অবস্থায় ই একারের সহিত, উ ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, যেমন লিখি, লেখাই, উঠি, উঠাই ইত্যাদি।

প্রশ্ন প্রকরণ।

ক্রিয়া ও তৎসহচারি পদের শেষ যে স্বর তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ দ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, ক্রিয়ায় আকারের প্রভেদ কিম্বা অন্য কোন অব্যয় কিম্বা কোন শব্দ সংযোগের প্রয়োজন রাখে না, যেমন তুমি যাইতেছ? তুমি গিয়াছিলে? তুমি যাবে না? আর কখন প্রশ্নদ্যোতক শব্দ যে "কি" তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিঃক্ষেপদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, যেমন তুমি কি যাবে? তুমি যাবে কি? তুমি কি না যাবে? তুমি কি যাবে না? আর কি স্থানে কখন "নাকি" প্রযোগ করা যায়, যখন প্রশ্নকর্ত্তা ক্রিয়া বিষয়ের কোন উল্লেখ জানিয়া থাকে, যেমন তুমি নাকি যাবে? অর্থাৎ তোমার যাইবার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি তদর্থে প্রশ্ন করিতেছি।

কখন ক্রিয়া দ্বিরুক্তি হয় তাহার এক ভাবার্থে, দ্বিতীয় অভাবার্থে হইয়া থাকে, আর প্রশ্নের দ্যোতক কি শব্দকে তাহাদের মধ্যে রাখা যায়, যেমন তুমি যাবে কি না যাবে? অর্থাৎ তুমি যাবে কি না?

নিয়মের ব্যভিচার।

থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ লকার যদি অন্য কোন ক্রিয়ার অতীত কর্ত্তার সহিত সংযুক্ত হয় তবে অতীত কালের ক্রিয়োৎপত্তিকে সন্দিগ্ধ রূপে কহে, যেমন আমি তাহাকে মারিয়া থাকিব, অর্থাৎ আমার অনুমান হইতেছে যে আমি তাহাকে মারিয়াছি।

আইসন ক্রিয়ার ইকার চ্যুত হয়, যেমন আমি আসিলাম, আমি আসিব; কিন্তু নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান লকারে এবং নিয়োজন প্রকারের বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুরুষে ইকারের চ্যুতি হয় না, যেমন আমি আইসি; তুমি আইস,

তিনি আইসেন। সেই রূপ আইসন ক্রিয়ার "স" কথোপকথনে অতীত লকারে এবং সম্ভাব্য কর্ত্তায় ভূরিস্থলে লোপ হয়, যেমন আমি আইলাম, তুমি আইলে।

দেওন ক্রিয়া যদ্যপিও দ্বিতীয় প্রকারীয় হয় তথাপি ইহার স্থানে দন আদেশ হইয়া রূপ হয়, যেমন আমি দি, আমি দিলাম; কিন্তু নির্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান লকারে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে এবং নিয়োজন প্রকারে ও কৃদন্ত কর্ম্ম পদে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে রূপ হইয়া থাকে; যেমন দেও, দেন ও দেয়; দেও; দেউন ও দেউক; দেওয়া।

সেই রূপ নেওন অর্থাৎ গ্রহণ কিম্বা ধরণ যাহা সংস্কৃত নী ধাতুহইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহারও রূপ দেওন ক্রিয়ার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের লিখিত স্থান সকলে নন্ আদেশ হয়, যেমন আমি নি, আমি নিলাম, আমি নিব, এবং নেও, নেউন ইত্যাদি।

লওন গ্রহণ কিম্বা অঙ্গীকার করণ যাহা সংস্কৃত লা ধাতুহইতে নিঃসৃত হয় সে দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, এ কারণ তদনুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন লই, লও, লন ইত্যাদি। কিন্তু যাহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা এই দুয়ের অর্থাৎ নেওন ও লওন ইহার অর্থের ও উচ্চারণের ও লিপির সাদৃশ্য হেতুক একের স্থানে অন্যকে ব্যবহার করেন।

কোন কোন ক্রিয়ার প্রথম স্বর উকার, নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান লকারের তৃতীয় পুরুষে এবং কৃদন্ত কর্ম্ম পদে ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, যেমন সে ধোয়, ধোয়া।

পেওন দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, পরের লিখিত পদের রূপ হইয়া থাকে, যেমন পেও, পিতেছে, পিতেছিল, পিয়াছে, পিয়াছিল, পিবেক, পিয়া, পিলে, পিবার। এই সকল স্থলে দেওন ক্রিয়ার ন্যায় ইহার রূপ হইয়া থাকে ইতি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

কালের সহিত অভিহিত পদার্থের অবস্থাবিশেষ, যে সাপেক্ষ ক্রিয়ান্তরের দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি, যেমন তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া বাহিরে গেলেন। অর্থাৎ "তিনি" এই অভিহিত পদার্থের বহির্গমন পূর্ব্বকালীন যে পুস্তক পাঠাবস্থা, তাহা "পুস্তক পাঠ করিয়া" ইহার দ্বারা ব্যক্ত হইল।

গৌড়ীয় ভাষাতে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত "আ" কিম্বা "ওয়া" প্রত্যয়ের যোগ হইলে এই ক্রিয়ার ব্যাপ্য যে ব্যক্তি কিম্বা বস্তু অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রতীতি হয়, আর সেই ক্রিয়ার কাল অন্য ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা অভিপ্রেত হইয়া থাকে, যেমন মারা পড়িল, এস্থলে মারা এই পদ কর্ম্ম কৃদন্ত হয়।

কখন কর্ম্ম কৃদন্ত গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় পূর্ব্বে আইসে, যেমন চোরা দ্রব্য আনিয়াছে, এ উত্তম লেখা পুস্তক হয়। কখন যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া উভয় মিশ্রিত হইয়া কর্ম্মণিবাচ্য হয়, যেমন নদী দেখা যাইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ৬৫ পত্রে [*] কর্ম্মণিবাচ্য প্রকরণে দেখিবে।

আর সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়া সকলের অবিকল এইরূপ নামধাতু আছে যাহা ৪৭।৬৬ [।] লিখা গিয়াছে।

সংস্কৃত কর্ম্ম কৃদন্ত সকল যাহার শেষে তকার কিম্বা তব্য থাকে, গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় ব্যবহারে আইসে, যেমন হত বুদ্ধি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেইরূপ যাহার শেষে "অনীয়" কিম্বা "য" থাকে, যেমন দানীয়, দেয় ইত্যাদি সংস্কৃতের কর্ম্ম কৃদন্ত ভাষাতে কখন কখন ব্যবহারে আইসে।

যে সকল ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, যাহার শেষে "আ" কিম্বা "ওয়া" না থাকে সে ক্রিয়াকর্ত্তাকে কহে, যাহা গৌড়ীয় ভাষাতে চারি প্রকার হয়, যেমন মারতে, করত, মারিয়া, দেখিলে।

এই চারি প্রকার কর্ত্তৃ কৃদন্তের মধ্যে প্রথম কৃদন্ত "ইতে" পর্য্যবসান হয় ইহাকে বর্ত্তমান কৃদন্ত কহি, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার কাল আর এ যে ক্রিয়ার অপেক্ষ হয়, তাহার কালের সহিত সমান কাল হয়, যেমন রাম তাহাকে ভূমির উপর পড়িতে দেখিলেন, অর্থাৎ দেখন ক্রিয়ার ও পড়ন ক্রিয়ার কাল একই হয়। এই প্রকার বর্ত্তমান কৃদন্তের যখন পুনরুক্তি হয় তখন ক্রিয়ার পৌনঃপুনঃ কিম্বা আতিশয্যকে প্রতীতি করে, যেমন সে আপন শত্রুকে মারিতে মারিতে নগরে প্রবেশ করিল, সে চলিতে চলিতে মৃত প্রায় হইল। কিন্তু লিপিতে ইহার প্রয়োগকে সাধু প্রয়োগ জানেন না।

করণ যে নামধাতু তাহার অন্ভাগ স্থানে "অত" আদেশ হইলে করিতে এই কৃদন্তের পুনরুক্তির সমানার্থ হয়, যেমন তিনি শত্রুকে প্রহার করত বাহিরে গেলেন, অর্থাৎ তিনি শত্রুকে প্রহার করিতে করিতে বাহিরে গেলেন। এ দ্বিতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা হয় আর পরের যে ক্রিয়ার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কর্ত্তাই ইহার কর্ত্তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব উদহারণে গেলেন ক্রিয়ার যে কর্ত্তা সেই প্রহার করত ইহারও কর্ত্তা হয়, আর অনিয়ম সংযোগের

* এই গ্রন্থাবলীর ৭৫১ পৃষ্ঠা। | । এই গ্রন্থাবলীর ৭৪০। ৭৫২।৭৫৩ পৃষ্ঠা।

ন্যায়, যাহা ৬৭ পত্রে [*] লেখা গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে 'সর্ব্বদা' বিভক্তি রহিত কোন শব্দ থাকে যাহা ঐ উদাহরণে প্রহার পদ বিভক্তি রহিত রহিয়াছে; কিন্তু যে বর্ত্তমান কৃদন্ত কর্ত্তার "ইতে" পর্য্যবসান হয়, তাহার পরের ক্রিয়ার সহিত এক কর্ত্তৃত্বের 'সর্ব্বদা নিয়ম নাই, যেমন তিনি তথায় না যাইতে আমি যাইব।

তৃতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা "ইয়া" দ্বারা সমাপ্ত হয়, ইহাকে অতীত কৃদন্ত কারক কহি, যেহেতু পরের ক্রিয়া যাহার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কালের পূর্ব্বে ইহার কাল অভিপ্রেত হয় আর এই কৃদন্ত পদ ও ইহার অন্বিত ক্রিয়া এ দুয়ের কর্ত্তা এক হইয়া থাকে, যেমন তিনি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া নানা দুঃখ পাইয়া শক্রকে জয় করিলেন। এস্থলে জয় করিবার কর্ত্তা ও যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার কর্ত্তা এক হয়, এবং জয় করিবার যে কাল তাহার পূর্ব্বকাল যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার হয়।

চতুর্থ প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তার "ইলে"তে সমাপন হয়, যেমন করিলে, দেখিলে, ইত্যাদি। ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি যেহেতু এ এক প্রকার সংযোজন প্রকারের প্রতিনিধি হয় ও সম্পূর্ণ অর্থ বোধের নিমিত্ত ক্রিয়ান্তরকে অপেক্ষা করে যেমন তিনি আমাকে মারিলে আমি মারিব, অর্থাৎ যদি তিনি আমাকে মারেন, তবে আমি তাঁহাকে মারিব, তিনি মারিলে, আমি তাঁহাকে মারিতাম, অর্থাৎ তিনি যদি মারিতেন, তবে আমি তাঁহাকে মারিতাম *। এই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা অব্যয় হয় আর ইহার পূর্ব্বস্থিত নাম-অভিহিত পদ হয় তাহা কখন তৎসহিত থাকে কখন বা অধ্যাহৃত হয়, কেবল "ইতে" ইহাতে যাহার পর্য্যবসান হয় তাহার কর্ম্ম পদ কখন বা পূর্ব্বে স্থিতি করে যাহা ৭২ [†] পত্রে বিবরণ করা গিয়াছে।

বর্ত্তমান কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান "ইতে" ইহাতে হয়, এবং অতীত কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান "ইয়া" ইহাতে হয়, এবং সম্ভাব্য কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান "ইলে" ইহাতে হয়, এ তিন অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতেও নিঃসৃত হয়, যেমন শুইতে, শুইয়া, শুইলে। সুতরাং পূর্ব্বমত ইহারা অব্যয় হয়।

[* এই গ্রন্থাবলীর ৭৫২ পৃষ্ঠা] [† এই গ্রন্থাবলীর ৭৫৫ পৃষ্ঠা]

* সম্ভাব্য ক্রিয়াতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত সংযোজন প্রকারের ন্যায় সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ যে "তবে" ইহার যোগ দ্বিতীয় পদের সহিত হয়, যেমন তিনি গেলে তবে আমি যাইব, আর যখন পর, ও পরে ইহার যোগ ঐ ক্রিয়ার সহিত হয়, তখন ঐ ক্রিয়া নামের স্থানীয় হইয়া কেবল ক্রিয়া মাত্র বুঝায়, যেমন তুমি গেলে পর যাইব অর্থাৎ তোমার গমনের পর। আর যখন এ ক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন নাম উহ্য অথবা স্থিত না হয় তখন কেবল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত মাত্র বোধ করায়, আর তৎকালে পরক্রিয়াও ঐ ক্রিয়া আমল, অর্থাৎ উভয় ক্রিয়ার মূল একই হইবেক. যেমন দিলে দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আখ্যাতিক প্রকরণে যে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে তৎদ্বারা বিদিত হইবেক যে যাবৎ কৃদন্ত পদ ক্রিয়া হইতে রচিত হয় অতএব অকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাকে অকর্ম্মক কৃদন্ত কহি, আর সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে সকর্ম্মক কৃদন্ত কহি যেমন তিনি শুইলে আমি শুইব ; এ সংবাদ জানিয়া স্তব্ধ হইলাম।

সংস্কৃত কৃদন্ত কর্ত্তা যাহা "তা" কিম্বা "অক" ইহাতে পর্য্যবসান হয় যেমন দাতা সেবক ইত্যাদি তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য রূপে ব্যবহারে আসিয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

বাক্যের অন্তর্গত কোন কোন বিশেষণের অবস্থা বিশেষ যাহার দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি, সেই বিশেষণ গুণাত্মক কিম্বা ক্রিয়াত্মক অথবা কৃদন্ত কখন বা বিশেষণীয় বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন তিনি অত্যন্ত মৃদু হন, তিনি শীঘ্র যাইতেছেন, তিনি তথায় ঝটিতি যাইয়া পুনরায় আইলেন, তিনি অত্যন্ত শীঘ্র গেলেন।

বিশেষণীয় বিশেষণ সকল প্রায়ই অব্যয় হয়, কিন্তু কোন বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যবহারে আইসে ইহার পরে "ই" কিম্বা "ও" ইহার সংযোগ হইয়া থাকে, যেমন এখন, এখনই অর্থাৎ এইক্ষণ মাত্রে ; এখনও আইলেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বে আসা দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত আইলেন না। এমন, এই প্রকার ; এমনই, কেবল এই প্রকার ; এমনও কর, অর্থাৎ ইহা হইতে উত্তম না করিতে পার, এরূপ কর ; সে আজিই যাইবেক, অর্থাৎ সে কল্য পর্য্যন্ত কদাপি বিলম্ব করিবেক না।

গৌড়ীয় ভাষাতে কথক শব্দ এ রূপ হয় যে কখন বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগে আইসে, কখন বা গুণাত্মক বিশেষণ কখন বা বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যায় ; যেমন তোমার যাইবার পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছেন, এ বাক্যে পূর্ব্ব শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ হইবেক, কিন্তু পূর্ব্বের মনুষ্য, এ স্থলে বিশেষ্যে প্রয়োগ এবং রূপ হইল ; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এ রূপ বাক্যে পূর্ব্ব শব্দ কেবল বিশেষণ হইয়াছে।

অনেক শব্দ যাহার বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হয়, বিশেষতঃ যাহা স্থান কিম্বা সময়কে কহে, সে সকল শব্দ অধিকরণ চিহ্ন যে এ, এতে, য়, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন পূর্ব্বে, পরে, নিকট, নিকটে, ইত্যাদি।

পরের গণিত শব্দ সকল যাহা প্রায় ভূরি প্রয়োগে আইসে তাহা সকল বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, তাহার উদাহরণও এই স্থলে ভূরি দেওয়া যাইতেছে।

'একবার,' যেমন একবার দেও, অর্থাৎ দান ক্রিয়ার একাবৃত্তি বুঝায়, এইরূপ দুইবার তিনবার ইত্যাদি। একবারে যেমন সকল একবারে দেও, অর্থাৎ দেয় বস্তুর সাকল্যকে এবং সকৃদাবৃত্তিকে বুঝায়। এইরূপ দুইবারে তিনবারে ইত্যাদি। বার২, পুনঃ২, আরবার, পুনর্ব্বার, পুনরায়, এই সকল শব্দ প্রায় একার্থ হয়। প্রথমে, যেমন তাহাকে প্রথমে দেয়; শেষে, সর্ব্ব শেষে, যেমন এ সন্তান সর্ব্ব শেষে জন্মিয়াছে। মধ্যে, মাঝে, দুই একার্থ; ক্রমে, ক্রমে২*, অল্পে২, যেমন তিনি ক্রমে২ শত্রুর রাজ্য জয় করিলেন। ধীরে অথবা ধীরে২ প্রায় দুই একার্থ; মন্দ মন্দ † যেমন বায়ু মন্দ২ বহিতেছে। শীঘ্র, ত্বরায়, বেগে প্রায় একার্থ শব্দ হয়। অতি, অতিশয়, অত্যন্ত অতিবাদ, এ সকল শব্দ গুণের কিম্বা ক্রিয়ার অবস্থার বাহুল্যকে কহে; ইহারা অন্য বিশেষণীয় বিশেষণ শব্দের আধিক্য বোধের নিমিত্ত তাহার অগ্রে আসিয়া থাকে, যেমন অতি শীঘ্র যাইতেছেন, অতি ধীরে রথ চলিতেছে, অতি প্রাতে, অত্যন্ত রৌদ্র, অতিশয় ক্রোধ, এমৎ স্থলে অতি প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ সকল গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়। এথা, আর এথায়, সেথায়, যথায়, তথায়, যেমন তুমি যথায় থাকিবে, তথায় আমি থাকিব। কখন তথায় ইহা উহ্য হয়, যেমন যথায় তুমি যাইবে, আমি যাইব, অর্থাৎ তথায় আমি যাইব। যথা তথা, অথবা যেথা সেথা, কখন অগৌরব স্থানকেও বুঝায়, যেমন ইহা বিশিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নহে, যে যথা তথা গমন করেন। কোথা, কোথায়, ইহার প্রয়োগ প্রশ্নে হয়, যেমন কোথায় গিয়াছিলে? এখানে,‡ এথায়, দুই সমানার্থ, সেই রূপ যেখানে যথায় ও সেখানে তথায়, ইহাও সমানার্থ হয়। ওখানে, অনতিদূর স্থানেতে বুঝায়।

দূরে, নিকট, নিকটে, সম্মুখে, আগে, সাক্ষাতে, পশ্চাৎ, পশ্চাতে, পাছে, পার্শ্বে, পাশে, অনুসারে, ইত্যাদি শব্দ সকল কোন এক পূর্ব্বের ষষ্ঠ্যন্ত নামের অপেক্ষা করে, যেমন রামের নিকট যাও, তাহার পশ্চাতে চলিল ইত্যাদি।

* যখন এক শব্দের পুনরুক্তি আবশ্যক হয়, তখন "২" দুয়ের অঙ্ক তৎকর্ম্ম সাধন জন্যে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

† এ শব্দের ভূরি প্রয়োগ বায়ুর মৃদু গতিতে হয়।

‡ এ, আর স্থানে, এ দুই শব্দে মিলিত হইয়া স্থানের পরিবর্ত্তে অধিকরণ কারকে খানে ও খায় আদেশ হয়, এইরূপ যেখানে, সেখানে, ওখানে, ইত্যাদি স্থলেও জানিবে।

এবে, এখন,* আজি, পূর্ব্ব, পূর্ব্বে, পর, পরে, কালি, কল্য, পরশ্ব, প্রভাতে, প্রত্যুষে, সকালে, ভোরে, প্রাতে, বৈকালে, রাত্রে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে, দিবাতে, দিবাভাগে, দিবসে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সাংকালে, বেলায়, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমাস প্রতিবর্ষ, সদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ, ইত্যাদি শব্দ সকল কালবাচক বিশেষণীয় বিশেষণ হয়। কদাচ অর্থাৎ কোন এক সময় ইহার প্রয়োগ প্রায় অভাবের সহিত হয়, যেমন কদাচ দিব না ইত্যাদি, আর কদাচিৎ অর্থাৎ কোন এক অল্প সময়, যেমন কদাচিৎ এরূপ হয় ইত্যাদি।

যাবৎ, যে পর্য্যন্ত, তাবৎ, সে পর্য্যন্ত; কোন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে যাবৎ কিম্বা তাবৎ শব্দ থাকিলে সমুদায় বাচক হয় সুতরাং গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন যাবৎ বস্তু এ সংসারে দেখি সকল নশ্বর; তাবৎ মনুষ্য দুঃখভাগী হন, কিন্তু যখন যাবৎ অথবা তাবৎ শব্দ পৃথক্ থাকে তখন বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, যেমন যাবৎ তুমি থাক তাবৎ আমি থাকিব, এই দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগে কখন২ তাবৎ শব্দ উহ্য হয়, যেমন যাবৎ তুমি থাকিবে, আমি থাকিব, সেই রূপ যখন এ শব্দের নিয়ত তখন শব্দ হয়, যেমন যখন তুমি যাইবা, তখন আমি যাইব; তখন শব্দও কখন পূর্ব্ববৎ উহ্য হইয়া থাকে। কবে অর্থাৎ কোন দিবস, কখন, অর্থাৎ কোন সময় সর্ব্বদা প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়; তবে শব্দ সংযোজন প্রকারে পরের ক্রিয়ার সহিত প্রায় আসিয়া থাকে। ইহার বিবরণ ৫০ পত্রে [†] আছে।

যত ইহার নিয়ত তত শব্দ হয়। এত, কত, কেন, প্রায়, যেমন, কেমন, ইত্যাদি শব্দও এই প্রকরণে গণা যায়। যেমন ইহার নিয়ত তেমন শব্দ হয়; এমন অর্থাৎ এ প্রকার; কেমন অর্থাৎ কি প্রকার, যথা কেমন আছেন, তিনি কেমন মনুষ্য হন; কেমনে অর্থাৎ কি প্রকারে, যেমন কেমনে তাঁহাকে পাইব।

কিছু, অধিক, যথেষ্ট, না, নাই, নহে, হঠাৎ, দৈবাৎ, অকস্মাৎ, বুঝি, ভাল, যথার্থ, হাঁ, বটে, পরস্পর, পরম্পরায়, অধিকন্তু, পূর্ব্বাপর, এ সকল শব্দ ও এ প্রকরণে গণনা করা যায়।

গুণবাচক শব্দের পরে "পূর্ব্বক" ইহার প্রয়োগদ্বারা বিশেষণীয় বিশেষ-

* এ, আর ক্ষণ, এ দুই শব্দে মিলিত হইয়া ক্ষণের স্থানে অধিকরণ কারকে খন আদেশ হয়, এইরূপ কখন শব্দ প্রশ্নার্থ ক আর কালার্থ ক্ষণ ও যখন, যে স্থানে য, ক্ষণের স্থানে খন, আর তখন, তৎ স্থানে তৎ, ক্ষণ স্থানে খন অধিকরণ কারকে আদেশ হয়।

[† এই গ্রন্থাবলীর ৭০২ পৃষ্ঠা।]

ণের তাৎপর্য্য অনেক স্থানে ব্যক্ত করা যায়। যেমন তিনি ধৈর্য্য পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, বিচক্ষণতা পূর্ব্বক স্বাপন পরিবারের প্রতিপালন করিতেছেন।

যেই শব্দ "থান" ইহাতে পর্য্যবসান হয়, যেমন সেখানে আর তথা, যথা, ইত্যাদি ও যেই শব্দের "খন" ইহাতে পর্য্যবসান হয়, যেমন এখন, তখন, ইত্যাদি, এবং পূর্ব্ব, কল্য, কালি, পরশ্ব, আজি, আপন, এ সকলের পরে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত "কার" প্রত্যয় হইয়া থাকে, যেমন সেখানকার সমাচার, তথাকার বৃত্তান্ত, এখনকার মনুষ্য।

নবম পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

যে শব্দ অন্য শব্দের পূর্ব্বে বা পরে উচিত মতে স্থিত হইলে তাহার সহিত অন্য নাম কিম্বা ক্রিয়ার সম্বন্ধকে বোধ করায় তাহাকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি।

যেমন সে নগর হইতে গেল, এস্থলে নগরের সহিত গমনের সম্বন্ধ বুঝাইল, অর্থাৎ গমনের আরম্ভ নগর অবধি হয়। রাম হইতে রাজা পত্র পাইলেন এস্থলে "হইতে" এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ পত্রের সহিত রামের সম্বন্ধ বুঝাইলেক অর্থাৎ রামের লিখিত অথবা প্রস্থাপিত পত্র ছিল। রামের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ আছেন, এস্থলে প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ রামের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ দেখাইলেক অর্থাৎ রামের উদ্দেশে ক্রোধ হইয়াছে।

সহিত, এই শব্দ একের সঙ্গে অপরের একত্র হওনকে বুঝায় আর পূর্ব্বের সংজ্ঞাকে কিম্বা প্রতিসংজ্ঞাকে ষষ্ঠ্যন্ত করায় *; যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে, আমার সহিত আইস।

বিনা, সহিতের বিপরীতার্থকে কহে, অর্থাৎ দুই বস্তুর একত্র হওনের অভাবকে বুঝায়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ অভিহিত পদ হয়, যেমন ধর্ম্ম বিনা জীবন বৃথা হয়। তিনি বিনা কে রক্ষা করিতে পারে?

হইতে, পার্থক্যার্থে প্রয়োগ হয় যদিও সে পার্থক্য কখন লক্ষণা হয়। ইহার পূর্ব্বে যে শব্দ তাহা হইতে পার্থক্য বুঝায় এবং সে শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হয়, যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, তোমা হইতে কেহ কষ্ট পায় না।

---

* সংস্কৃত রীতি মতে সমস্ত পদের পূর্ব্বে স্থিত সংজ্ঞার কিম্বা প্রতি সংজ্ঞার সম্বন্ধীয় কারক চিহ্নের লোপ কখন২ হয়, যেমন আপনার পুত্রের সহিত অথবা আপন পুত্রসহিত।

কখন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধকে বুঝায়, যেমন কুম্ভকারহইতে ঘট জন্মে ; কখন অপেক্ষা-কৃত ন্যূন অর্থ বুঝায়, যেমন রামহইতে শ্যাম পটুতর হন।

দ্বারা শব্দ করণের অর্থবোধক হয়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ করণ এবং প্রায় ষষ্ঠ্যন্ত হয় ; যেমন হস্তের দ্বারা তিনি মারিলেন। দিয়া এ শব্দও দ্বারার সমানার্থ হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের নাম অভিহিত পদের ন্যায় হয়, যেমন ছুরি দিয়া লেখনী প্রস্তুত করিলেন।

প্রতি শব্দ নৈকট্য সম্বন্ধকে কহে, যদিও ভূরিস্থলে সেই নৈকট্যকে লক্ষণা করিতে হয়; এবং যাহার নৈকট্য অভিপ্রেত হয়, তাহার প্রয়োগ ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন তিনি রামের প্রতি দয়া করেন।

পানে, এ শব্দ প্রতি শব্দের ন্যায় হয়, কিন্তু নৈকট্য সম্বন্ধ প্রায় বাস্তব হইয়া থাকে, যেমন গ্রামের পানে দৃষ্টি করিলেন, গাছের পানে তীর গেল।

উপর, উর্দ্ধ ভাগকে কহে, কখন তাহার লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, এবং যাহার উর্দ্ধ ভাগ বিবক্ষিত হয় সে ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন পর্ব্বতের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তোমার উপর এক শত টাকা আমার হইয়াছে।

হইতে এবং কর্ত্তৃক, এই দুই শব্দের যোগে আমি স্থানে আমা, তুমি স্থানে তোমা, সে স্থানে তাহা, এ স্থানে ইহা, ও স্থানে উহা, যে স্থানে যাহা, কে স্থানে কাহা, ইহা আদেশ হইয়া থাকে ; যেমন আমাহইতে, তোমাহইতে, আমা কর্ত্তৃক, তোমা কর্ত্তৃক, ইত্যাদি। কিন্তু প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণের পূর্ব্বে ওই সকল আদেশ বিকল্পে হয়, যেমন আমা প্রতি, তোমা প্রতি, আমার প্রতি, তোমার প্রতি, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধীয় বিশেষণ সকল অব্যয় হয়, কিন্তু নীচে, মধ্যে, জন্যে, উপরে, ভিতরে, উচ্চে, ইত্যাদি কথক শব্দ যদিও অধিকরণ পদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ইংরেজী বৈয়াকরণদের মতে এ সকলও সম্বন্ধীয় বিশেষণের মধ্যে গণিত হয়; যেমন পৃথিবীর নীচে জল সর্ব্বদা পাওয়া যায়, তিনি সকলের উচ্চে স্থিতি করেন, তোমাদের মধ্যে নীতি ভাল, সংসারের মধ্যে অনেক প্রকার বস্তু দেখা যায়, তোমার জন্যে আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম, বৃক্ষের উপরে, ঘরের ভিতরে। কিন্তু এ সকল শব্দও অভিহিত পদের ন্যায় ব্যবহারে আইসে, তৎকালে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় বিশেষ্য শব্দের সহিত প্রয়োগ হয়, যথা নীচ ভূমি, উচ্চ স্থান, ইত্যাদি। ইহার বিশেষ ৩৮ পত্রে [*] দেখিবে।

সঙ্গে, সাতে, ইহাদের সাহিত্য অর্থে প্রয়োগ হয়, আর ব্যতিরেক, ব্যতি-রেকে, ঔতানা বিনা এই অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন তোমার সঙ্গে, বা তোমার,

[* এই গ্রন্থাবলীর ৭৩৫ পৃষ্ঠা।]

সাতে যাইব ; ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে, বা ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক বেদের অর্থ কেহ জানে না ইত্যাদি।

নিমিত্ত এবং কারণ বস্তুত বিশেষ্য শব্দ হয়, আর ক্রিয়ার নিমিত্ত ও তাদর্থ্যকে কহে, কিন্তু এ দুয়ের সম্বন্ধীয় বিশেষণের ন্যায় কখন২ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তখন নিমিত্ত শব্দ অভিহিত অথবা অধিকরণ পদের ন্যায়, আর কারণ শব্দ কেবল অভিহিত পদের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তোমার নিমিত্তে, বা তোমার নিমিত্ত আমি শ্রম করিতেছি ; মনুষ্যের কারণ মনুষ্য প্রাণ দেয় ইত্যাদি।

অনেক সংস্কৃত শব্দ যাহা গৌড়ীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ভূরি শব্দ সংস্কৃত সম্বন্ধীয় বিশেষণ অর্থাৎ উপসর্গ তাহার যোগে নিষ্পন্ন হয়, সে উপসর্গের পৃথক্ প্রয়োগ হয় না, এবং তাহার সংখ্যাতে বিংশতি ও অব্যয় হয়। ঐ সকলের প্রায় যে শব্দের সহিত সংযোগ হয়, তাহার অর্থের অন্যথা কিম্বা ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকে, যেমন দান এই শব্দ আ এই উপসর্গের সংযোগদ্বারা আদান হয় ও পূর্ব্বের অর্থকে বিপরীত করে, অর্থাৎ দেওনকে না বুঝাইয়া গ্রহণকে বুঝায় ; জয়, পরা উপসর্গের সংযোগদ্বারা পরাজয় হয়, এ স্থলে পূর্ব্বার্থের বিপরীতার্থ বোধ করায় অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করা না বুঝাইয়া অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বুঝাইলেক ; নাশ, ইহার বি উপসর্গ যোগদ্বারা বিনাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং অর্থের আধিক্য বুঝায় অর্থাৎ বিশেষ নাশকে বোধ করায়। কোন২ স্থলে উপসর্গ যোগ হইলেও পূর্ব্বার্থেরই প্রতীতি হয়, যেমন স্তুতি প্রস্তুতি।

এই সকল উপসর্গের জ্ঞানাধীন কোন২ শব্দ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয়, ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে এ নিমিত্ত তাহার গণনা করা যাইতেছে। ১ প্র, যেমন প্রকাশ ইত্যাদি ; ২ পরা, পরামর্শ ইত্যাদি ; ৩ অপ, অপকর্ম্ম ইত্যাদি ; ৪ সং, সংস্পর্শ ইত্যাদি ; ৫ নি, নিয়ম ইত্যাদি ; ৬ অব, অবকাশ ইত্যাদি ; ৭ অনু, অনুমতি ইত্যাদি ; ৮ নির, নিরর্থক ইত্যাদি ; ৯ দুর, দুর্গম দুরন্ত ইত্যাদি ; ১০ বি, বিপদ, বিস্ময় ইত্যাদি ; ১১ অধি, অধিপতি ইত্যাদি ; ১২ সু, সুকৃত ইত্যাদি ; ১৩ উৎ, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি ; ১৪ পরি, পরিচয় ইত্যাদি ; ১৫ প্রতি, প্রতিকার ইত্যাদি ; ১৬ অভি, অভিধান ইত্যাদি ; ১৭ অতি, অতিক্রম ইত্যাদি ; ১৮ অপি, অপিধান ইত্যাদি ; ১৯ উপ, উপকার ইত্যাদি ; ২০ আ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। এ সকল উপসর্গের অধিক উদাহরণের ও প্রত্যেকের অর্থ সকল জানিবার নিমিত্ত সংস্কৃত কিম্বা গৌড়ীয় অভিধান দৃষ্টি করিতে পারেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

যে কোন্ শব্দ দুই বাক্যের অন্তর্গত হইয়া ঐ দুয়ের তাৎপর্য্যকে পৃথক্ রূপে অথবা সাহিত্যে বোধ করায়, কখন বা পদদ্বয়ের মধ্যে উচিত মতে বিন্যস্ত হইয়া এক ক্রিয়াতে ঐ দুয়ের সমান রূপে সম্বন্ধ বোধ জন্মায়, তাহাকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন রাম এ নগরে বাস করিবেন যদি রাজাকে ধার্ম্মিক দেখেন; রাম নগরে গেলেন কিন্তু শ্যাম তাঁহার সঙ্গে গেলেন না; রাম ও শ্যাম উভয়ে বিজ্ঞ হয়েন। এস্থলে "যদি" শব্দের দ্বারা সাহিত্য, "কিন্তু" শব্দের দ্বারা পার্থক্য, ও শব্দের দ্বারা সমতা রূপে ক্রিয়া সম্বন্ধ বুঝাইল।

ইংরেজী ভাষার ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে সমুচ্চয় বিশেষণ শব্দ সকল অব্যয় হয়, এবং ইংরেজী ভাষার সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ শব্দের সহিত ইহার অর্থের ও প্রয়োগের প্রায় সমতা আছে; এনিমিত্ত স্ব২ শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহারে আইসে, সে সকল শব্দের গণনা করা যাইতেছে, এবং যে২ শব্দের প্রয়োগের নিশ্চয় হঠাৎ বোধ না হয় তাহার উদাহরণও দেওয়া যাইতেছে।—

এবং, যদি, যদ্যপি, তবে, যে; যেমন তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত তাঁহার শত্রুতা নহে। যেহেতু, কেননা, কারণ, অতএব, এ কারণ, এ নিমিত্তে, ও, আর, কিন্তু, বরং, তথাপি, তত্রাপি, তবু; যেমন বরং আমি দেশ ত্যাগ করিব, তথাপি (তত্রাপি তবু) দুষ্টরাজ্যে থাকিব না। যদ্যপিও, যেমন যদ্যপিও ব্রাহ্মণ অতিশয় মান্য হন তথাপি দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ কদাপি মান্য নহেন। কিম্বা, অথবা, বা, অনিশ্চয় স্থলে প্রয়োগ হয়, যেমন আমি বা যাই, তিনি বা না যান, ইত্যাদি। আমি তাঁহার বাটী যাইব না, যদিও (যদ্যপিও) তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে অর্থাধিক্যার্থে যদ্যপিও, যদিও, ইহার প্রয়োগ হয়।

পূর্ব্বোক্ত সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ সকল পদদ্বয়ের অন্বয়বোধে প্রযুক্ত হয়; কেবল এবং, আর, ও, কিম্বা, ইহারা পদদ্বয়ের অথবা শব্দদ্বয়ের অন্বয়বোধে ব্যবহারে আইসে। প্রথমের উদাহরণ, আমি পড়িতেছি এবং আমার ভ্রাতা পড়িতেছেন; দ্বিতীয়ের উদাহরণ, আমি আর আমার ভ্রাতা পড়িতেছি। তিনি থাকিবেন, কিম্বা আমি থাকিব, আমি অথবা তিনি থাকিবেন। "ও" যখন সমুচ্চয়ার্থে এবং অর্থাধিক্যবিষয়ে কোন সংজ্ঞার কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে প্রযুক্ত হয়, তখন অন্য এক ক্রিয়া, সে উক্ত কিম্বা উহ্য হউক, তাহার সহিত অন্বয়বোধক হয়; যেমন আমিও যাইব, অর্থাৎ তুমি যাইতেছ এ ক্রিয়ার উহ্য

হইয়াছে—তুমি যাইতেছ, আমিও যাইব ; আমাকেও তুচ্ছ করিলেক অর্থাৎ সে পূর্ব্বে অন্য সকলকে তুচ্ছ করিয়াছিল, এখন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক। ইহার বিশেষ বোধের নিমিত্ত ৩১ পত্রে [*] দৃষ্টি করিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ভাব বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বক্তার অন্তঃকরণের ভাবকে কখন বাক্যস্থিত হইয়া কখন বা কেবল স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া বোধ জন্মায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি ; যেমন হায় আমি অযোগ্য কর্ম্ম করিলাম।

এ প্রকার শব্দ সকল নানাবিধ অন্তঃকরণের ভাব সকল কহত নানা প্রকার হয়। ইহার মধ্যে কতক শব্দ চিন্তা অথবা বেদনাকে জানায়, যেমন হায়, আঃ, উঃ ইত্যাদি ; আর কতক শব্দ রক্ষার প্রার্থনাতে প্রয়োগ হয়, যেমন ত্রাহি, দোহাই ইত্যাদি। আহা, এ দয়ার সূচক হয়। হা, খেদোক্তি। ছি, ঘৃণাবোধক। আচ্ছা, বাহবা, উত্তম ইত্যাদি প্রশংসা সূচক। হাঁ, ইত্যাদি স্বীকারার্থে। হাঁ হাঁ, ঝটিতি বারণার্থে। মহাভারত, রাম২, অযোগ্য বিষয়ের সূচক। আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ইত্যাদি অদ্ভুত বোধক। আভিমুখ্য প্রার্থনাতে ও, হে, গো, রে, লো ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহাকে সম্বোধনবোধক অব্যয় শব্দ কহিয়া থাকেন।

লো ইহার প্রয়োগ স্ত্রী লোকের সম্বোধনে, আর রে ইহার প্রয়োগ পুরুষের সম্বোধনে অসম্মানার্থে হইয়া থাকে ; গো উভয় সম্বোধনে সামান্য আদরে প্রয়োগ হয় ; হে কেবল পুরুষ সম্বোধনে অথবা জন সমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয় এবং গো হইতেও নানাদরে ব্যবহার করা যায়। ও, সর্ব্বসাধারণ সম্বোধনে উক্ত হয় এবং সম্বোধ্যের পূর্ব্বে সর্ব্বদা আইসে, যেমন ও মহারাজ, ও দুরাশয়, ও ঠাকুর ইত্যাদি ; কিন্তু ও ভিন্ন সম্বোধনবাচক সকল শব্দ নামের পরে অথবা নিয়োজন প্রকার ক্রিয়ার পরে কিম্বা প্রশ্নের সূচক বাক্যের পরে আসিয়া থাকে, যেমন ভাই হে, মা গো, মাগি লো, ভৃত্য রে, দেও হে, দেখ গো, খা রে, যা লো, খাবে না হে, খাবে না গো, খাবি না লো, খাবি না রে, খাবে হে, খাবে গো, খাবি লো, খাবি রে। এই সকল কখন২ প্রশ্নসূচক শব্দের পরেও আইসে, যেমন কি হে, কেন গো, কোথা রে, কবে লো।

যদি "ও" ঐ সম্বোধন শব্দের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে এ সকল সম্বোধন

[* এই গ্রন্থাবলীর ৭৩০ পৃষ্ঠা।]

শব্দ নামের পূর্ব্বেও আসিয়া থাকে, যেমন ওহে ভাই. ওগো পণ্ডিত, ওলো মাগি, ও রে ভৃত্য। হেঁ, ওস্থানে কখন প্রয়োগ করা হয়, যেমন হেঁ হে ভাই, হেঁরে ভৃত্য ইত্যাদি। ঐ সকল সম্বোধন শব্দ "ও", ইহার সহিত পূর্ব্ববৎ সংযুক্ত হইলে কখন২ স্বয়ং স্থিতি করে, নামের কিম্বা বাক্যাদির অপেক্ষা করে না ; কিন্তু সম্বোধ্য প্রত্যক্ষ থাকিলে এ রূপ প্রয়োগ হয় ; যেমন ওহে, ওগো, ওরে, ওলো। যখন সম্বোধ্য পূজনীয় কিম্বা অতি মান্য হয় তখন "হে" ইহার প্রয়োগ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বোধনে হইয়া থাকে, যেমন হে সূর্য্য, হে লক্ষ্মি, হে মহারাজ ঐশ্বর্য্যেতে অন্ধ হইও না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্বয় প্রকরণ।

এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়া হয়, যেমন রাম যান। যদি ক্রিয়া সকর্ম্মক হয় তবে উহ্য কিম্বা উক্ত কর্ম্মের অপেক্ষা করে, যেমন রাম তাহাকে মারিলেন। ওই নামের সহিত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবিশেষণ শব্দের প্রয়োগ হইয়া এক বাক্যে অনেক শব্দের সঙ্কলন হইতে পারে, কিন্তু বাক্য দুই শব্দের ন্যূনে কদাপি হয় না। ভূরি শব্দ সঙ্কলিত বাক্যের উদাহরণ, দুর্বৃত্ত প্রভু ভৃত্যকে আপন ঘরে কিম্বা পরের ঘরে অন্যায় পূর্ব্বক অতিশয় নিগ্রহ করে এবং তাহাকে পশুর ন্যায় বরঞ্চ পশুহইতে অধম জ্ঞান করে।

ক্রিয়ার সহিত অন্বিত যে নাম কিম্বা প্রতিসংজ্ঞা, তাহার শুদ্ধ নামের ন্যায় প্রয়োগ হয়, কিঞ্চিৎও বৈলক্ষণ্য থাকে না ; তাহাকে অভিহিত পদ কহি, যেমন রাম যাইতেছেন। ইহার বিশেষ ১৪ পত্রে এবং তৎপার্শ্বস্থ টীকাতে* লিখা গিয়াছে।

অভিহিত পদের প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ভেদেই ক্রিয়ার রূপান্তর হইয়া থাকে, লিঙ্গ এবং সংখ্যাতে কোন বিশেষ নাই ; যেমন আমি যাইব, তুমি যাইবে, তিনি যাইবেন। ইহার বিশেষ ৪৪ পত্রে লিখা গিয়াছে।

সকর্ম্মক ক্রিয়া যাহাকে ব্যাপে সে কর্ম্মপদ হয়, এবং কর্ম্মপদের চিহ্ন

* দ্বিতীয় পৃষ্ঠস্থ টীকাও দেখিবেন। [আদর্শ ব্যাকরণ পুস্তকের ২ পৃষ্ঠা=এই গ্রন্থাবলীর ৭১৪ পৃষ্ঠা ; এই রূপ ১৪=৭২০ ; ৪৪=৭৩৮ ; ৪১=৭৩৬ ; ৮২=৭৬০ ; ৩৮=৭৩৫ ; ২২=৭২৯ ; ৬৭--৭৫২ ; ৬১= ৭৪৮ ; ৫২=৭৪৫ পৃষ্ঠা ; পূর্ব্বাপর দেখিয়া লইবেন।]

রাখে, যেমন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। ইহার বিশেষ ১৪।১৫ পত্রে ও তাহার ক্রোড়স্থ টীকাতে পাইবেন।

যে সকল নাম ক্রিয়ার কাল কিম্বা স্থানকে কহে তাহাকে অধিকরণ কহি, যেমন আমার ঘরে প্রাতে বসিয়াছেন; ১৫।১৬ পত্রে ইহার বিবরণ পাইবে।

যখন কোন নামের দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তখন সে নাম বিকল্পে অধিকরণকারকের চিহ্ন ধারণ করে, যেমন রাম খড়্গেতে অথবা খড়্গের দ্বারা শিরচ্ছেদ করিলেন; বিশেষ ১৬ পত্রে দেখিবে।

যখন এক নাম অন্য নামের অর্থকে সঙ্কোচ করে তখন তাহাকে সাম্বন্ধিক কহি, যেমন রামের ঘর। ইহার বিশেষ ১৬ পত্রে দেখিবে।

যখন এক বিশেষ্য শব্দের গুণের উৎপ্রেক্ষা, অন্য এক বিশেষ্য শব্দের সহিত হয় তখন যাহার গুণের ন্যূনতা থাকে তাহার পরে "হইতে" ইহার প্রয়োগ হয়, আর সেই শব্দের রূপ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন স্ত্রীহইতে পুরুষ বলবান্ হন। ইহার বিশেষ ৪১।৮২ পত্রে দেখিবেন।

বিশেষণ পদ ভূরি স্থলে বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যেমন ভাল মনুষ্য, বড় ঘর। ৭৮ পত্রে ইহার বিশেষ দেখিবেন।

বাক্য প্রায় বিশেষ্য শব্দের অভিহিত পদে আরব্ধ হয়; কিন্তু যদি গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ থাকে তবে সুতরাং তাহার পূর্ব্বে আসিবে; আর বাক্যশেষে সর্ব্বদা ক্রিয়া আসিয়া থাকে; কিন্তু বাক্যের অন্য অঙ্গ, যেমন ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ এবং সম্বন্ধীয় বিশেষণ ও সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ ও অন্তর্ভাব বিশেষণ, ইহাদের জন্যে বাক্যেতে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় নাই। তাহাদের উদাহরণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লিখা গিয়াছে, তদ্দৃষ্টিতে তাহাদের প্রয়োগ করিবে, যেমন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বনহইতে গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তথায় নানা উপদ্রব ভূরি কাল ব্যাপিয়া করিতেছিল, পরে এক সাহসান্বিত মনুষ্য সেই পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেক; সেই অবধি গ্রামের লোক স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক আপন২ কর্ম্ম করিতেছেন।

এ প্রকার বিশেষণীয় বিশেষণ, যেমন ভাল মন্দ ইত্যাদি, তাহারা যুক্ত ও অযুক্ত ক্রিয়ার পূর্ব্বেই আইসে, যেমন সে ভাল লেখে, সে ইংরেজী ভাল লেখে।

কখন২ বাক্য, বিশেষত হ্রস্ব বাক্য, অভিহিত পদ ব্যতিরেকেও অন্য পরিণামের পদে আরব্ধ হয়, যেমন তাহাকে আমি কদাচ ত্যাগ করিব না; মনুষ্যের চরিত্র মনুষ্যকে মান্য কিম্বা অমান্য করে; সুনীতি ব্যক্তির বিদ্যা অতিশোভার কারণ হয়; যাহাহইতে লোক নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না সে সুনীতি মনুষ্য হয়।

যুক্ত নাম সকল কি গৌড়ীয় কি সংস্কৃত যাহার বিবরণ ২৯ পৃষ্ঠে করা গিয়াছে, আর অনিয়মিত যুক্ত ক্রিয়া সকল যাহা ৬৭ পৃষ্ঠে লিখা গিয়াছে, অযুক্ত নামের ও অযুক্ত ক্রিয়ার সূত্রের অনুগত হয়; যেমন পণ্ডিতদের মণ্ডলীতে তিনি তোমার প্রশংসা করিলেন, ইহাকে যুক্ত করিবার প্রকার এই, পণ্ডিতমণ্ডলীতে তিনি তোমাকে প্রশংসা করিলেন; উভয় স্থলেই মণ্ডলী এই শব্দ অধিকরণ পরিণাম আছে, করণ ক্রিয়া উভয়স্থলেই সকর্ম্মক, প্রভেদ এই যে "প্রশংসা" পূর্ব্ব উদাহরণে কর্ম্ম হয়, আর পরের উদাহরণে "তোমাকে" কর্ম্ম হইয়াছে।

ক্রিয়ার চতুর্থর্থ পদ যে রূপে হওন এই ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া রূপ হয় তাহা ৬১ পত্রে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন।

"তো" ইহা কখন২ কথোপকথনে এবং কবিতায় অভিহিত পদের অথবা তাহার ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়, যেখানে প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ জন্মে অথবা ক্রিয়াতে নিশ্চয় জানাইবার অভিপ্রায় থাকে; যেমন আমি তো যাই, অর্থাৎ আমি যাই যদ্যপিও কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয় নাই; আমি তো করিব, অর্থাৎ আমি অবশ্যই করিব অন্যে করে আর না করে। কিন্তু অভিহিত পদ ভিন্ন অন্য কোন পরিণামের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রায় কোন বিশেষ অর্থ সূচক হয় না, কখন বা নিশ্চয়ার্থ বোধক হয়; যেমন তাহাকে তো দেখিব, অর্থাৎ তাহাকে অবশ্য দেখিব। সেই রূপ কথোপকথনে ও কবিতায় "কো" ইহার সংযোগ অভাব ঘটিত ক্রিয়ার সহিত কদাচিৎ প্রযুক্ত হয়, ইহাতে কোন অর্থান্তরের বোধ হয় না; যেমন আমি যাবোনাকো অর্থাৎ আমি যাব না, আমি গেলেম নাকো অর্থাৎ আমি গেলেম না।

পরে লিখিত বাক্য সকলের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে বক্তা ও যাহার প্রতি বলাযায় এ উভয়ের মর্য্যাদানুসারে নানা প্রকার বাক্যপ্রবন্ধ হয়, তাহার মধ্যে যে সকল ভাষাতে পারস্য শব্দ আছে তাহাদিগে গৌড়ীয় ভাষাতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; যেমন ভৃত্য অতি মর্য্যাদাবান্ প্রভুর আদেশ জানিবার নিমিত্ত এই রূপ কহিয়া থাকে যে "এ ভৃত্য কিম্বা এ গোলাম হাজির আছে হজুরহইতে কি আজ্ঞা হয়?"

প্রধান জাতীয় লোককে কোন প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষায় এরূপ কহিয়া থাকে যে "অনেক দিবস ঐ পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি," "ঠাকুরের কৃপা বিনা নিস্তার নাই।"

প্রধান মনুষ্যকে সাপেক্ষ ব্যক্তি এই রূপ কহিয়াথাকে যে "এ পরিজন মহাশয়ের অনেক ভরসা রাখে।"

মহাশয় এবং আপনি, তুল্য মর্য্যাদাবান্ বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পর কহিয়া থাকেন। এ দুই শব্দের সহিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়াপ্রয়োগ হইয়া থাকে যাহা ৫৬ পত্রে লিখিয়াছি, "মহাশয় কিম্বা আপনি কি করিতেছেন?" আপন হইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তুমি পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং কখন২ সমান ব্যক্তির প্রতিও পরস্পর অধিক সখ্যতা থাকিলে প্রয়োগ হয়, যেমন "তুমি পত্র প্রস্তুত করিয়াছ।" তুই ইহার প্রয়োগ অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যের প্রতি অথবা অতি ক্ষুদ্র জাতীয়ের প্রতি হইয়া থাকে যদি তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হয়, যেমন "তুই কোথা যাইতেছিস্?"

ছন্দঃ।

ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু গুরু ভেদে আনুপূর্ব্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়।

গৌড়ীয় ভাষাতে সংস্কৃতানুসারে আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয় স্বর গুরু হয়; ইহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ কিম্বা হলের সহিত উচ্চারণ উভয় প্রকারে গুরু হইয়া থাকে, যেমন আ, কা, ঈ, কী ইত্যাদি। ইহাদের উচ্চারণ গত কিছু বৈলক্ষণ্য নাই, যখন কোন হলের পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বার কিম্বা বিসর্গের পূর্ব্বে আইসে, যেমন আক্ ঈক্ আং আঃ ইত্যাদি। কিন্তু অ ই, উ, ঋ, ঌ, ইহাদের লঘুসংজ্ঞা হয়, যখন স্বতন্ত্র অথবা এক ও অনেক হল বর্ণের সহিত পশ্চাৎ যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়; অ, ই, ক, কি, ত্র ইত্যাদি। যখন সংযুক্ত হলের পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ব্বে অথবা এক হলের পূর্ব্বে, যাহার পরে স্বর না থাকে, তখন গুরু উচ্চারণ হয়, যেমন শব্দ, বৃন্দ, অং, অঃ, অক্, কক্, ইত্যাদি।

এক বাক্যে শব্দ সকল আনুপূর্ব্বিক যদি এ রূপ থাকে যে পরস্পর ধ্বনির লাঘব গৌরব পরিমাণে শ্রবণে সুশ্রাব্য হয় তবে তাহাকে কবিতা কহি যাহাদ্বারা চিত্ত বিকার হইবার সম্ভাবনা আছে বিশেষত যদি সেই কবিতা গান সম্বলিত হয়।

গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তম রূপে আছে, সুতরাং ইহার ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; এ নিমিত্ত কেবল দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে ভূরি ব্যবহার্য্য হয় তাহাই এ স্থলে লিখিলাম, অতএব ছন্দোবিষয়ে পৃথক্ পরিচ্ছেদ করিলাম না।

প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে এক জাতীয় হল ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে চতুর্দ্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে, যথা

*১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ডাক্ হাক্ ঢাক্ ঢোল্ মাল্ সাট্ সার্।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

দ্বিতীয় ত্রিপদী যাহার দুই চরণ হয় এবং পয়ারের ন্যায় উভয়ের শেষে এক জাতীয় হল্ ও স্বর হয়; প্রত্যেক চরণ তিন বিভাগ, তাহার প্রথম দুয়ের আট অক্ষর এবং অন্তে এক জাতীয় অক্ষর হইয়া থাকে, আর তৃতীয় ভাগ দশ২ অক্ষর হয়।

নদী যেন গড়খানা দ্বারে হবসির থানা
দূরে হতে† দেখে হয় শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিবারে শক্তি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা।

এ ভাষায় আর এক প্রকার ত্রিপদী ব্যবহার্য্য হয় তাহা পূর্ব্বাপেক্ষ স্বল্পাক্ষর হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দুই২ অংশে আট অক্ষরের স্থানে ছয়২ অক্ষর হয় আর তৃতীয় অংশে দশের স্থানে আট২ অক্ষর হইয়া থাকে, যেমন

আমাকে কাশীতে, না দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এই স্থানে, করিব দ্বিতীয় কাশী।

অন্য আর এক ছন্দঃ যাহাকে তোটক কহি, গৌড়ীয় ভাষাতে ইহার দুই চরণ হইয়া থাকে; প্রত্যেকে বার২ অক্ষর হয়, তাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ গুরু হইয়া থাকে, অন্য সমুদায় লঘু অক্ষর হয়। যেমন

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে॥

এই ছন্দে পূর্ব্ব ছন্দের বৈপরীত্য হেতুক বিশেষ অবধান হয় ইতি॥

১ ২ ৩ ৪
* এই সকল অঙ্কের দ্বারা স্বনাঘাতের প্রভেদ জ্ঞান হয় যেমন রা, জা, ব, লে, ইত্যাদি।

† কথোপকথনে ও কবিতাতে "হইতে" ইহার ইকার লোপ হইয়া "হতে" এ প্রকার রূপ হয়। তদ্রূপ "যেমন" হইতে "যেন" ইত্যাদি শব্দের বিশেষ পাঠকেরা অন্য২ কবিতা গ্রন্থ দৃষ্টিতে জানিবেন।

সমাপ্তি।

সংবাদ কৌমুদী।

বিবাদ ভঞ্জন।

পূর্ব্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাত শূন্য হয়ে কহিবে বচন॥

এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্ত্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, এই ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, এ কি স্বর্ণঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়। প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণ ঢাল। দ্বিতীয় তাহাকে উপহাস পূর্ব্বক কহিল যে. এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণ ঢাল রাখিবেক বটে, আশ্চর্য্য এই যে, পথিকেরা কেন রৌপ্য ঢাল লইয়া যায় নাই? যে হেতুক ইহার উপরে যে. লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিন শত বৎসর এইখানে আছে। স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তি উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল, তাহাতে উভয়কে এমত আঘাত লাগিল যে, দুই জন আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল। এইকালে একজন অতি শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষততে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তখন সে তাহারদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন বলিল যে, এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়। দ্বিতীয় কহিল যে, এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের, একি চমৎকার! তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে হায়! হে ভ্রাতারা! তোমরা দুই জন সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জনই মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমরা একজনও যদি আপনার অদৃষ্ট দিক দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও বক্তারক্তি হইত না, যেহেতুক এই ঢালের এক দিকে স্বর্ণ ও অন্য দিকে রৌপ্য আছে। অতএব অদ্য তোমারদের যে

দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না, অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অন্য পক্ষের নিন্দা করা মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৩।]

প্রতিধ্বনি।

গুরু। এমত স্থান আছে যে যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্ব্বত আছে সেখানে শব্দ করিলে সেই শব্দ প্রথম প্রাচীরে কিম্বা পর্ব্বতে ঠেকিয়া অন্য প্রাচীরে কিম্বা পর্ব্বতে লাগে, তাহার মধ্যে যে লোক থাকে, তাহারদের সমসূত্রপাতে যে কএকবার গমনাগমন করে, সেই কএকবার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়। স্কটলণ্ড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে সেখানে তূরীদ্বারা শব্দ করিলে প্রতি শব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিকট দেশে যে প্রতিধ্বনি হয় সে প্রতি কথায় পাঁচ বার প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলণ্ডে এক স্থান আছে সেখানে দশ এগারবার এক শব্দের প্রতিধ্বনি হয়, এবং ব্রসেল্স নগরে এক প্রকার প্রতিধ্বনি আছে সে পোনের বার হয় এবং জর্ম্মণির অন্যস্থানে অন্যহইতে এক আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আছে সে সামান্য প্রতিধ্বনিতে শব্দ নির্গত হইবার দুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সেখানে মুখহইতে শব্দ নির্গত হইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি হয় এবং পৃথক২ রূপে কোন২ সময়ে এমন বোধ হয় যে ঐ প্রতিধ্বনি যে তোমার নিকটে আইসে ও কোন২ সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকটহইতে যায়। কোন২ সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুনা যায় ও অন্য সময়েতে প্রায় শুনা যায় না, এবং সেখানে শব্দ করিলে তাহার নিকটবর্ত্তী জন এক প্রতিধ্বনি শুনে ও অন্য লোক সে শব্দহইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে।

ইংলণ্ড দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বারা স্থানের দূরত্ব মাপিয়াছিল, সে ব্যক্তি নদীর এক তীরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিল ও দেখিল, যে সে শব্দের প্রতিধ্বনি কত পলের মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়তত্তা নিশ্চয় করিল ইতি।

অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি

চুম্বকমণি এক প্রকার লৌহ তাহার আশ্চর্য্য যে২ গুণ তাহার স্থূল বিবরণ শুন।

যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্ত্তী হয়; তবে সেই লৌহ চুম্বকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে তবে সে মণি ও লৌহ কিম্বা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্ব্বার পৃথক করিতে বল অপেক্ষা করে।

চুম্বকমণিতে স্পৃষ্ট লৌহ শিক যদি এমত রাখা যায় যে সে মধ্যদেশে বদ্ধ থাকে, অথচ চতুর্দ্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতক ক্ষণ পরে সে এইমত স্থির হইয়া থাকিবেক যে এক মুখ উত্তরদিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণদিকে হইবে, এই তাহার যে দুই মুখ তাহার নাম সে চুম্বক লৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতুক সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে।

এই চুম্বকমণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাব সিদ্ধ গুণ তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ চুম্বক লৌহের উত্তর মুখ নিশ্চয় উত্তরে থাকে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড় শত বৎসর হইল নিশ্চয় উত্তরে না গিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হেলিয়াছিল তদবধি ক্রমে২ অত্যল্প পশ্চিমে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যদি চুম্বক লৌহ আলের উপরে এমত রাখা যায় যে সে সমানে খেলে তবে সে লৌহ আড়ে সমভাবে থাকিবে না, কিন্তু এক মুখ ঊর্দ্ধগামী হয় ও আর মুখ অধোগামী হয়।

চুম্বকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকে এই স্বাভাবিক গুণ তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে তাহার দক্ষিণ মুখ কখনও উত্তরে যায় না, ও উত্তর মুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। দুই চুম্বকলৌহ যে স্বচ্ছন্দে রাখে সে দুই পরস্পর যদি এই মত রাখা যায়, যে একটার দক্ষিণ মুখ ও আর একটার উত্তর মুখ নিকটবর্ত্তী হয়, তবে দুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা যায় যে দুইটার উত্তর মুখ পরস্পর আসন্ন হয় তবে দুইটাই অপদ্রাবক হয়।

চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্য রূপ যে গুণ তাহার অন্য২ সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক, যেহেতুক ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকেরদের তারা ভিন্ন কোন পথ নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না, এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহারদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া

ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহারদের পথ নিশ্চয় হয়, এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনারদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। যদি চুম্বকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত, এবং ঐ বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবীস্থ লোকেরদের যে মহোপকার হইতেছে সে এককালে লুপ্ত হইত।

চুম্বকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, এবং যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুম্বকমণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুম্বকমণির যে আকর্ষণ শক্তি সে তাহার সর্ব্বাবয়বে তুল্য নহে, কিন্তু তাহার দক্ষিণ ও উত্তর মুখে অর্থাৎ তাহার দুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ শক্তি; তাহার দুই মুখহইতে মধ্যস্থানে আকর্ষণ শক্তি ন্যূন, ইহার দ্বারা চুম্বকমণির দুই কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রকৃত চুম্বকমণি পাওয়া যায়, তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন্ স্থান তাহা জানা যাইত না।

চুম্বকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং যে২ চুম্বকমণি সমান গঠন ও সমান পরিমাণ তাহারা যে সমান লৌহ নিত্য আকর্ষণ করিতে পারে, এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের একটী চুম্বকমণি ছিল, সে আপন পরিমাণ হইতে আড়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। কিন্তু সামান্য চুম্বকমণি যদি পরিমাণে এক শের হয় তবে দশ শেরের অধিক প্রায় তুলিতে পারে না। যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এণ্টাল চুম্বকমণি আকর্ষণ করে, তবে সে এণ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ করে এবং কোন২ সময়ে ঐ নীচের এণ্টাল তৃতীয় এণ্টালকে আকর্ষণ করে।

চুম্বকমণি ও লৌহ এই দুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্তু ব্যবধান হয়, তথাপি মণির আকর্ষণ শক্তি হানি হয় না। চুম্বক মণি হইতে একাঙ্গুল দূর যদি লৌহ থাকে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে যেমন চুম্বকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যদি চুম্বকমণির নিকটে কোন লৌহ থাকে তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎ গুণ ঐ লৌহে প্রবেশ করে, এবং এইমত চুম্বকমণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিলেও চুম্বকমণির সে শক্তি হয় না। যে প্রকরণেতে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে আনা যায়, সে অতি দুর্জ্ঞেয় এবং অন্যকে বুঝান ভার, অতএব আমারদের এই পর্য্যন্ত নির্ব্বাচ্য যে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে এমত জানা যায় যে ঐ লৌহ চুম্বকমণির তুল্য কর্ম্মোপযোগী হয়। চুম্বকমণি যে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয় ইহাতেই চুম্বকমণি অতিশয় সপ্রয়োজনক হইয়াছে যেহেতুক প্রকৃত এত চুম্বকমণি দুর্লভ।

চুম্বকমণির গুণ হানি হইতে পারে। যদি অতি সুন্দর চুম্বকমণি যত্নপূর্ব্বক না রাখা যায়, তবে তাহার গুণ হানি অবশ্য হয়। চুম্বকমণির উত্তরের মুখ যদি অনেক ক্ষণ দক্ষিণ দিকে রাখা যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয়, এবং যদি সে প্রকৃত চুম্বকমণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে প্রাপ্তগুণ লৌহ হয়, তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরো উষ্ণ জলে চুম্বকমণি নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ হানি হয়, এবং অত্যন্ত জ্বলদগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি দুই চুম্বকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে একটার দক্ষিণ মুখ ও অন্যের উত্তর মুখ নিকটে থাকে, তবে উভয়ের শক্তি হানি হয়।

চুম্বকমণির এই২ আশ্চর্য্য গুণের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। অনেক জ্ঞানবান্ লোক ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চয় কোন অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। সম্প্রতি সকলের মনে এই উদয় হয় যে পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণভাগে ও উত্তরভাগে এমন দুই স্থান অর্থাৎ কেন্দ্র আছে যে তাহার আকর্ষণ শক্তিতে চুম্বকমণির দুই মুখ দুইদিকে স্থির থাকে। চুম্বকমণির যে এই দক্ষিণউত্তরাভিমুখ্য গুণ সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরেও তাহাদের এই স্বভাব। যাহারা বেলূন দ্বারা আকাশে উঠে তাহারাও এই নিশ্চয় করিয়াছে, যে ঊর্দ্ধে যত দূর পর্য্যন্ত উঠা যায় সেখানেও চুম্বকমণির শক্তি হানি হয় না এবং উত্তরদক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না।

এই চুম্বকমণি রোমানলোক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনুভূত এবং বহুকালাবধি হিন্দুলোক কর্ত্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণউত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না, সে গুণ কেবল গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল মার্কোপোল নামে এক ব্যক্তি চীন দেশে গিয়াছিল ও সেখানে চুম্বক যন্ত্র দেখিয়া সেখান হইতে চুম্বকমণি ইউরোপে আনিয়াছিল, এই মত লোকে কহে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। যেহেতুক চীনীয়েরা ইউরোপীয় লোক হইতে কি ইউরোপীয়েরা চীনীয়েরদের হইতে এই বিদ্যা পাইয়াছে এই বিষয়ে বিবাদ আছে। নাবিক ও আকরখনক ও পথিকেরদের উপকারার্থে চুম্বকমণি চুম্বক যন্ত্রেতে দেওয়া যায়, তাহার আকার এক কদ্দ কাগজের উপরে পৃথিবীর সকল দিক্ ও বিদিক ও উপদিক্ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধ্যস্থানে একটা ক্ষুদ্র আল রাখা যায়, পরে চুম্বকমণি স্পৃষ্ট এক সূচির মত করিয়া ঐ আলে এমত রাখা যায় যে সে বদ্ধ অথচ অনায়াসে চারি দিকে খেলে এবং চতুর্দ্দিকের বায়ু তাহার উপরে না লাগিবার কারণ তাহার উপরে একটা কাঁচ দেওয়া যায়। যখন ঐ চুম্বক সূচি উত্তর মুখে ফিরিয়া২ কাগজে লিখিত উত্তরদিকের উপরে

স্থির হয়, তখন কোন্ স্থান কোন্ দিগে তাহা নিশ্চয় জানা যায়। প্রত্যেক জাহাজে বড় এক চুম্বক যন্ত্র সর্ব্বদা থাকে এবং জাহাজের যে স্থানে অত্যল্প দোলন আছে ঐ স্থানে চুম্বক যন্ত্র রাখে। যখন নাবিকেরা কোন দিকে জাহাজ লইয়া যাইতে নিশ্চয় করে, তখন এই চুম্বক যন্ত্রদ্বারা তাহারা অগম্য অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ হাজার ক্রোশ পৌঁহুছে।

যাহারা স্বীকার করে যে ইউরোপের মধ্যে প্রথম চুম্বক যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা বলে যে ইউরোপের মধ্যে নাপল্‌স দেশে ফ্লাবিও জৈয়া নামে এক ব্যক্তি ১৩০২ সনে চুম্বক যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হেতুক সে দেশের ধ্বজার স্বরূপ ঐ চুম্বক যন্ত্র হইয়াছে ইতি।

মকর মৎস্যের বিবরণ।

মকর মৎস্য আমারদের জ্ঞানবিষয় তাবৎ সৃষ্ট বস্তর মধ্যে বৃহৎ। তাহার মধ্যে কোন২ মৎস্য পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা এবং তাহার ডানা চব্বিশ হস্ত আয়তন। তাহার চক্ষুঃ বড় গরুর চক্ষুর মত, এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে পারে; মকরী নয় দশ মাস গর্ব্ভবতী হইয়া অন্য মৎস্যের মত ডিম্ব প্রসব না করিয়া পশুর ন্যায় একটী শাবক প্রসব করে, ঐ শাবক আপন মাতার দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। সমুদ্রে এক প্রকার শ্যামবর্ণ ও একাঙ্গুলি পরিমাণ কীট আছে, মকর মৎস্য সেই কীট ভক্ষণ করে।

সমুদ্রের এই বৃহৎ জন্তুর অনেক অরি আছে। প্রথম উকুনের মত সমুদ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহারা ঐ মৎস্যের চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু কাঁকিলা মৎস্য, সে সর্ব্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই ক্ষুদ্র জন্তুকে দেখিলে ভয়ে মকর মৎস্য দূরহইতে অন্য দিকে পলায়, যেহেতুক মকরের আত্মরক্ষার্থ পুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই। ঐ পুচ্ছ দ্বারা সে শত্রুকে মারিতে চেষ্টা করে ও তাহাকে একবার পুচ্ছাঘাত করিলে তাহার সংহার হয়, কিন্তু কাঁকিলা মৎস্য সহজ রূপে তাহার আঘাত নিস্ফল করে। কাঁকিলা মৎস্য উল্লম্ফন করিয়া মকরের উপর পড়িয়া আপনার সধার চঞ্চু দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে, তৎক্ষণাৎ মকরের ঘায়ের রক্তেতে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ হয় এবং ঐ মহা জন্তু আপনার শত্রুকে

আঘাতী করিতে বৃথা চেষ্টা পূর্ব্বক আপন পুচ্ছ দ্বারা জলে আস্ফালন করে, তাহার প্রতি আঘাতে তোপের শব্দ হইতেও অধিক শব্দ হয়।

কিন্তু এই বৃহৎ মৎস্যের তাবৎ শত্রু হইতে মনুষ্য তাহাদের প্রধান শত্রু। তাহার অন্য শত্রুরা শত বৎসরের মধ্যে যত সংহার করিতে না পারে মনুষ্য সম্বৎসরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে। মকর মৎস্য উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মকর মৎস্য ধরিবার প্রথম উপক্রমেতে ঐ মৎস্যেরা বহু কাল পর্য্যন্ত অকুতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাড়িতে আসিত এবং তাহারা তীরের নিকটেই প্রায় মারা যাইত; কিন্তু দেন্মার্ক ও হালাণ্ড ও ইংলণ্ড হইতে ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ যাওয়াতে সে মৎস্য ন্যূন হইয়াছে এবং এখন বরফময় ও গভীর জলে সর্ব্বদা থাকে।

এই মকর মৎস্য ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয়। তাহার প্রকরণ এই, ঐ মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয় নৌকা থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন দাঁড়ী ও অস্ত্র দ্বারা মৎস্য মারিবার কারণ এক জন বর্ষাধারী থাকে, দুই নৌকা জাহাজ হইতে কতক দূরে বরফের উপরে লাগান করিয়া ঐ মৎস্যের চৌকীতে থাকে এবং নৌকার বদলী চারি ঘড়ি অন্তর হয়। মকর মৎস্য দেখিবামাত্র ঐ দুই নৌকা তাহার পশ্চাতে দৌড়ে, ঐ মৎস্য জলে মগ্ন হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি এক নৌকা তাহার নিকটে পৌঁছে তবে বর্ষাধারী অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সে মৎস্য যখন জলের নীচে যায় তখন পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করে, তাহাতে তাহার নীচে গমন অবধারিত হয়। ঐ মৎস্যকে আঘাত করিবামাত্র ঐ নৌকার লোকেরা জাহাজের লোকেরদিগকে জানাইবার কারণ আপনারদের এক দাঁড় নৌকাতে গাড়িয়া দেয়, ইহাতে ঐ জাহাজের চৌকীদার অন্য২ নৌকা সকলকে ঐ নৌকার সাহায্য করিতে শীঘ্র পাঠাইয়া দেয়।

ঐ মকর মৎস্য আপনার উপর অস্ত্রাঘাত হইলে অতি বেগে দৌড়িয়া যায়। যে রজ্জু ঐ বর্ষাতে বদ্ধ আছে সে রজ্জু দুই শত ব্যাম লম্বা ও নৌকাতে অতি সুন্দররূপে চক্রাকার করিয়া রাখে যে সে অবাধিত রূপে যাইতে পারে। প্রথমে মকর মৎস্য এমত বেগে যায় যে নৌকার ঘর্ষণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে ঐ রজ্জুতে জলাভিষেক করে; কিন্তু সে মৎস্য দুর্ব্বল হইলে নাবিকেরা আর রজ্জু না ছাড়িয়া ঐ ক্ষিপ্ত রজ্জু আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, এবং ঐ দুই শত ব্যাম লম্বা রজ্জু যদি ফুরায়, তবে অন্য নৌকার রজ্জু আনিয়া তাহার সহিত সংলগ্ন করে। কোন২ সময় এমত হয় যে ঐ ছয় নৌকার রজ্জুর আবশ্যক হয়, কিন্তু প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিক অপেক্ষা হয় না। সে

মৎস্য অধিক ক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করিবার কারণ জলের উপর ভাসিয়া উঠে, এবং শ্রান্তি প্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, সেই সময়ে অন্য নৌকা তাহার নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে সেই অস্ত্রক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার জলের নীচে যায়, কিন্তু পূর্ব্বকার হইতে অল্প বেগে চলে। যখন সে দ্বিতীয়বার উপরে উঠে, তখন আরবার জলে প্রবেশ করিতে অপারক হয়, এবং ভেলা অস্ত্রদ্বারা নাবিকেরা আঘাত করিয়া বধ করে। যখন তাহার মুখ হইতে সফল রক্ত নির্গত হয়, তখন তাহার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত হয়।

মকর মারিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থূল রজ্জু দিয়া বান্ধে, আর এক দিকে উলটাইয়া তাহার মস্তকে এক রজ্জু ও পুচ্ছে এক রজ্জু দিয়া বদ্ধ করে, ও তাহার পৃষ্ঠহইতে পিছলিয়া না পড়ে এই নিমিত্ত আপনং পায়ে লৌহের কাঁটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে এবং তিন হাত স্থূল ও আট হাত লম্বা তাহার চর্বি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়। তাহার সকল বাহির করিলে ওষ্ঠের বোম কুঠার দ্বারা ছেদন করে। এক মৎস্য হইতে আসি পিপা তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা। সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যে২ বন্য লোকেরা আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয়, এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্টজ্ঞানে পান করে। তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী পুত্র সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়। এই মৎস্য বধার্থ প্রতিবৎসর ইংলণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায়, এবং এই ব্যবসায়ি লোকেরা প্রায় সকলেই লাভ করিয়া আইসে ইতি।

বেলুনের বিবরণ।

তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ পথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়রূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

সন ১৭৬৬ সতর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যে এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে২ হঠাৎ শুনা গেল যে ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্টিফন ও জন্ মঙ্গল্ফিয়ো নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বেলূনের কথা তাহাদের মনে আইল, ও তাহারা এই ভাবিলেন যে এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাহারা আক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ তরল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেই রূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ উঠিল। অনন্তর ইহা হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে তাহা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, ইহা হইতেও বড় আর একটা করা গেলে সে সাড়ে সাত শত হস্ত উঠে, ও যেখানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া পড়িল। তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে ১৭৬৬ সনে অবস্থিধারী বেলূন আপন ভার ভিন্ন আর আড়াই শত শের ভার লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। এই মত এক বেলূন নির্ম্মাণ করিয়া দেখা গেল যে পচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল এবং যে স্থান হইতে উঠিল সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল।

এই বিষয় জনরব হইলে ঐ দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহূত হইল এবং সেখানে তাহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে২ শেষে রাজাকে দেখাইবার কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইশ হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলূন প্রস্তুত করিলেন; ঐ বেলূনের সহিত এক টুকরী সংলগ্ন করিয়া বান্ধিল, ও তাহাতে এক মেষ ও এক কুক্কুট ও এক হংস রাখিল। এই তিন পশু প্রথম আকাশযাত্রী হয়। ঐ বেলূন উঠিবার পূর্ব্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেখান হইতে উঠিয়াছিল সেখানহইতে এক ক্রোশ দূরে পড়িল, ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইল না।

এই২ পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে বেলূনে মনুষ্য নির্ভাবনায় আকাশ পথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশযাত্রা করিতে সসজ্জ হইলেন; তন্নিমিত্ত এক বেলূন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি স্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার দ্রব্য আয়োজন হইল। তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ বিশ মণ। ১৭৮৩ শালে ১৫ অক্টোবর এই বেলূনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর সাহেব আপনি বেলূনের নীচে বসিলেন ও তাহার মধ্যে আগ্নেয়

আকাশ দেওয়া গেল, এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিলেন। এই প্রথমবার মনুষ্য বংশ আকাশ গমন করিল। কতক দিন পরে সেই বেলূন এক শত চৌয়ান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যখন বেলূন নামিতে লাগিল তখন সাহেব, অগ্নিতে জ্বাল দিতে লাগিলেন, তাহাতে বেলূন আগ্নেয় আকাশেতে পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিল। তাহার পরে সেই বেলূন দুই শত বিশ হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল এবং পারিস নগরের উপরে লোকেরদের দৃষ্টিগোচরে উড্ডীয়মান হইয়া তেইশ পল থাকিল।

ইহার পূর্ব্বে যত বেলূন হইয়াছিল, সে সকল বেলূন রজ্জু দ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিত। ঐ শনে পিলাতর সাহেব এক আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতে বেলূনে উর্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল প্রস্তুত হইলে ঐ আকাশ যাত্রিকেরা বেলূন দ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। পরে সাগ্নিক বেলূন দ্বারা আকাশ গমন শেষ হইল; যেহেতুক ইহার পরে অগ্নির স্থানে উদ্ঘাত বায়ুতে বেলূন পরিপূর্ণ করিলেন। ঐ উদ্ঘাত বায়ু তাহারদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা নাই।

ঐ উদ্ঘাত বায়ুর দ্বারা চার্লস ও রবর্ট এই দুই সাহেব বেলূনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন অর্থাৎ রেশমের এক বেলূন প্রস্তুত করিয়া ঐ বায়ুতে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহার নীচে নল-নির্ম্মিতা সাড়ে পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও আড়াই হস্ত আয়ত এক নৌকা সংলগ্না করিয়া তাহার মধ্যে উপযুক্ত হিসাবে ভার রাখিলেন। ঐ যন্ত্র উর্দ্ধে উঠিলে আগ্নেয় আকাশ নির্গত হওয়াতে তাহারা যেমন বেলূন নামিতে দেখিল তেমন বোঝাইর কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিলে হালকী হইয়া ঐ বেলূন পুনর্ব্বার উপরে উঠিতে লাগিল। এই উপায় দ্বারা তাহাদের আকাশ গমন কালে তাহারা পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে বেলূন রাখিলেন।

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন। কিন্তু আগ্নেয় আকাশ বেলূনে অবশিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত চার্লস্ সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী উর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তাহার ভ্রাতার অবরোহণে বেলূনের ভার এক মণ পঁচিশ শের ন্যূন হইল, তাহাতে এক দণ্ডের ন্যূন কালে তিনি ছয় হাজার হস্ত উঠিলেন, সেখানে তাবৎ বিশ্ব তাঁহার অদৃশ্য হইল। প্রথমতঃ তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করিলেন, কতক্ষণ পরে তাঁহার হস্তের অঙ্গুলী শীতেতে জড়ীভূত হইল, কিন্তু তিনি সেখানে যে সুশ্রী দর্শন করিলেন তাহাতে তিনি সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার উঠিবার কালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এত উর্দ্ধে পৌঁহুছিলেন যে সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার দৃশ্য হইল এবং কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে

বাষ্প উঠিতে দেখিলেন। তিনি মেঘ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার এমত দর্শন হইল যে মেঘ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে আচ্ছাদন করিতেছে। অপর আকাশযাত্রা কালে আপন মিত্রদের নিকটে সওয়া দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বেলূনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন, ও আগ্নেয় আকাশ ছাড়িয়া দিলেন ও নামিতে লাগিলেন। কতকক্ষণ পরে তিনি এক মাঠে নামিলেন। তিনি সাত হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন।

এই২ পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বেলূনে উঠিলেন। তাহাদের বিবরণ লিখিতে বৈবক্তি জন্মে, যেহেতুক তাহাতে অধিক বিশেষ নাই; এই প্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমন মাত্র প্রকাশ করি।

১৭৮৪ শনে দুই জন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেষট্টি হস্ত বেলূন দ্বারা উর্দ্ধে উঠিলেন।

কিছু কাল পরে ঐ চার্লস ও রবর্ট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বেলূন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্ব্বার বেলূনের পরীক্ষা করিলেন। তাহারা নয় শত বত্রিশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যুন্ময় মেঘ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ বেলূন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন, যেহেতুক বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল কিন্তু তাঁহারা নিঃশঙ্কে সেই মেঘে প্রবেশ করিলেন। তাহারদের গমনকালে এক দাঁড় নষ্ট হইল কিন্তু অবশিষ্ট দাঁড় দ্বারা তাহারদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল। কতক উর্দ্ধে উঠিলে তাঁহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না। পরে পঁচাত্তর ক্রোশ চলিয়া সম্মুখ বাত্রি দেখিয়া নামিলেন। সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল যে বায়ুর প্রতিকূল গমন দুঃসাধ্য,কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমনমাত্র হইতে পারে।

সকল হইতে বেলূন দ্বারা যে সঙ্কট গমন, তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস করিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন বেগে উর্দ্ধে গমন করিলেন যে সাড়ে সাত পলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়েন এবং এমত ঘোর বাষ্পেতে আবৃত হইলেন যে পৃথিবী ও আকাশ তাহাদের অদৃশ্য হইল। এই বিপদ কালে এক ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়া সে বেলূনকে ঘুরাইল ও উলট্ পালট্ করিল ও দিক্‌বিদিক্ ক্ষেপ করিল। তাঁহারা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করাও দুঃসাধ্য। তাঁহাদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক মেঘ অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট ছিল, তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না।

ইতোমধ্যে বেলূনের আস্ফালন পলে২ বাড়িতে লাগিল। অনন্তর নীচে হইতে একটা বৃহৎ বায়ু উঠিয়া ঝড়ময় বাষ্পের আবরণ হইতে তাহারদিগকে

উদ্ধে ক্ষেপ করিল তাহাতে তাঁহারা মেঘবর্জিত সূর্য্য দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বেলুনমধ্যস্থিত আগ্নেয় আকাশের উপরে ভাস্কররশ্মি এমত লাগিল যে তাঁহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে বেলুন ফাটিয়া যাইবেক। এই প্রযুক্ত তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বেলুনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বহিষ্কৃত হইলে তাহার দ্বারা আগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল, তাহাতে তাঁহারা অতি শীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কিঞ্চিৎ বেলুনের ভার ন্যূন করিলেন, তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন।

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শেষে ঐ যন্ত্রদ্বারা মরিলেন। তিনি অদ্ধ পোয়া ক্রোশ উদ্ধে নির্ভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না কিন্তু ঐ বেলুনের তাবৎ রেশম একত্র জড় হইল এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িবামাত্র মরিলেন।

১৮০২ সনে ৮ জুন তারিখে গার্নেরিন সাহেব ইংলণ্ডে বেলুনে উঠিলেন, তিনি সকল হইতে বেগে গমন করেন, সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্য্যন্ত উঠেন, এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন।

যদি আপন২ ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলুন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায় তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে। ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহার কার্য্য। কতক বৎসর হইল ফ্রান্সীয়ের ও জর্ম্মিনিরদের মধ্যে এক যুদ্ধ কালে ফ্রান্সীয় এক সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলি উদ্ধে ক্ষেপণ করিল কিন্তু সে এত দূরে ছিল যে গুলি তত দূরে পৌছিতে পারিল না। কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত পৌছিলে সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তি রাজ্য হইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিল।

মিথ্যা কথন।

মিথ্যাবাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, কারণ মিথ্যাবাদিরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত; এবং যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহারদিগের উপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ নিষ্ঠেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ। মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার পর আর অধর্ম্ম নাই, মিথ্যা কথা এমন

ঘৃণার বিষয় যে অত্যন্ত মিথ্যাবাদিরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা করে। দেখ যাহারা মিথ্যা কহে তাহারদিগের দুই প্রকার দৌর্ভাগ্য, এক এই যে মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যয় করে না। দ্বিতীয় এই যে আপনারদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্যে তাহাকে অনেক মিথ্যা দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে?

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমা হইতে বয়েসে বড়, এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্যে ঐ দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা কথা কিম্বা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখনো তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যা কথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে, যে যদ্যপি কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচার সঙ্গত শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতাম না, বরং সে জন্যে নিগ্রহভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতাম না, দেখ এই মত অবলম্বন করিয়া অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই।

আরিস্তাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্ ছিলেন, তাঁহাকে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেক, যে মিথ্যা কহিলে কি হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মিথ্যা কহিলে এই হয়, যে সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। এপোলোনী নামে অন্য এক ব্যক্তি জ্ঞানবান কহিতেন যে, যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণনা করা যায় না, যাহারা দাস্য কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যা-বাদিয়া ঘৃণিত হয়।

মেণ্ডক্লিস নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল, এবং সে সদ্বংশোদ্ভব বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অভ্যাস অতিশয় জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্তে আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এইরূপ পাপ ভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেণ্ডক্লিসের এক অপূর্ব্ব বাগান নানা প্রকার ফুল ফলেতে পূর্ণ ছিল, তাহারি পারিপাট্যেতে সে সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ এক দিন একটা গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেণ্ডক্লিস ঐ ক্ষতিকারি গরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র এক জন মালির নিকটে গিয়া কহিলেক, যে ও হে ভাই মালি একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে, অতএব তুমি যদি এক

বার আইস, তবে তাহাকে দুজনে তাড়াই। মালী কহিলেক, আমি পাগল নহি, অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিলেক না।

এক দিবস ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেণ্ডক্লিসের পিতার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল, পরে মেণ্ডক্লিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লোকেরদিগের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ সমাচার কহিতে লাগিল, কেননা যদি কেহ আসিয়া উপকার করে। কিন্তু মেণ্ডক্লিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া তাহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিলেন না। পরে মেণ্ডক্লিস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে২ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, যে সেস্থানে তাহার পিতা নাই। পশ্চাৎ শুনিল যে কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া সুশ্রূষা করিতেছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেণ্ডক্লিস এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন২ দিন মেণ্ডক্লিসকে পথি মধ্যে পাইয়া নিঘাত মারিত।

বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস।

নওসেরও খাঁ নামক পূর্ব্বকালের এক বাদসাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তাঁহার বিচার বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক২ পারস্য গ্রন্থ মধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দিবস এক জন মন্ত্রী তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে অমুক প্রদেশের কৃষি ব্যবসায়িবর্গ যদর্থে আনীত তদপরাধোপসর্গ স্ব২ কর্ম্মকারিদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনারদিগকে নিরপরাধী বোধ করিতেছে। বাদসাহ উত্তর করিলেন যে ইহা কোন মতে সম্ভাবিত হয় না যে অস্ত্রদ্বারা লোকের মস্তক চ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়া আপনি নির্দ্দোষী হইতে পারে। ইহার অভিপ্রায় এই যে এক ব্যক্তি আপন স্বামির অনুজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল, তাহার পক্ষে এক জন মুসলমান শাস্ত্রের স্মার্ত্তবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভৃত্য কেবল অস্ত্রের ন্যায় হয় সুতরাং এই সংহারের পরিবর্ত্তে স্বামিকে সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্য এক বচন আছে যে, 'যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয়।' এই বচন প্রমাণে সিদ্ধান্ত কর্ত্তারা এ নিয়মের বিপরীত অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ভৃত্যের হস্তে মস্তক চ্ছেদন হয় তাহার মস্তক চ্ছেদ করা এবং যাহার আজ্ঞায় সংহার করে তাহাকে চিরকালের নিমিত্তে বন্ধনালয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদ্যপি স্বামী আপন ভৃত্যকে প্রাণ বধের আশঙ্কা দেখাইয়া বাধিত করিয়া কাহারো প্রাণ হননে প্রবৃত্ত করেন তবে সে স্বামী প্রাণ হননের উপযুক্ত বটে।

ইতিহাস।

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিলেক, যে হে বাদসাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন, যে বাদসাহদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে ২ অনেক অভরসা পাইবেক, সুতরাং অন্য বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল তাহা ঐ বাদসাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাহার উপকারাকাঙ্ক্ষি লোকদিগকে নিকট আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা?

সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৪]

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাগ

সমাপ্ত।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর

প্রকরণ সূচী।

বেদান্ত গ্রন্থ।

বেদান্তসার।

চারি প্রশ্নের উত্তর।

—০:০—

পথ্য প্রদান।

(দ্বিতীয়োত্তর।)

(প্রথম প্রশ্নোত্তর।)

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

* এই সকল প্রকরণ সূচীর বাক্যাবলী মূল গ্রন্থের সূচীপত্র হইতে উদ্ধৃত ; এবং পরে পত্রাঙ্ক ও তৎপরে পংক্তির অঙ্ক আমাদের প্রদত্ত।—প্রকাশক।

(দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

(তৃতীয় প্রশ্নোত্তর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

(চতুর্থ প্রশ্নোত্তর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রকরণ।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাগের

সমগ্র সূচী।

* ভুল ক্রমে ইহার প্রকাশকের আখ্যাপত্রে 'অনুষ্ঠান" নামের পরিবর্ত্তে "অবতরণিকা" নাম দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্ট।

গ্রন্থাবলীর সূচী।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী।

প্রকাশকের শেষ বিজ্ঞাপন।

১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসে আমরা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই, ১৮০২ শকের জ্যৈষ্ঠে তাহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাগ সমাপন করিলাম। সর্ব্ব সমেত ৮১৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিতে সাত বৎসর লাগিল, ইহাতে কেহ কেহ আমাদের প্রতি অনুযোগ করিতে পারেন। কিন্তু এই কার্য্যে আমাদিগকে যে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহাতে আমরা যে তাহা এক প্রকার সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিলাম, এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যখন আমরা এই কার্য্য আরম্ভ করি, তখন যে আমরা কেবল অর্থ সম্বন্ধেই রিক্ত হস্তে ছিলাম, তাহা নহে, যে সকল গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম, সে সকল গ্রন্থও তখন সমুদায় আমাদের হস্তে বা সন্ধানে ছিল না। কিন্তু আমরা তখন দেখিতেছিলাম যে, রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থ সকলের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এখন অবধি চেষ্টা করিয়া ৫।৭ বৎসরেও যে সকল গ্রন্থ না পাইব, সে সকল গ্রন্থ আর নাই, ইহাই সম্ভবপর হইবে। বস্তুতঃ কীটদষ্ট পুরাতন অব্যবহার্য্য কাগজপত্রের সহিত পড়িয়া রামমোহন রায়ের গ্রন্থগুলি লুপ্ত হইতেছিল। ঐরূপ অবস্থায় আমরা ২১৪ খানি যাহা পাইয়াছি, তাহা আর কিছু দিন পরে হয়ত একবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমরা যে সকল গ্রন্থ আদৌ পাইলাম না, তাহা এখনো কোন না কোন স্থানে পতিত বা সংরক্ষিত আছে কি না, বলা দুষ্কর। উত্তর কালে যদি আমরা তাদৃশ কোন গ্রন্থ পাই, তাহা দ্বিতীয় পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। অথবা অন্য কেহ যদি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহা রামমোহন রায়ের গৌরবার্থ প্রকাশ করিবেন। আমরা যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম, তাহাদের সংক্ষেপ বিবরণ বা পরিচয় পরে বিবৃত করিতেছি। ইঁহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থের এক একটি আখ্যাপত্র (Title Page) দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয় যে, সকল গ্রন্থের না হউক, যে সকল গ্রন্থের ভূমিকাদি আছে, তাহাদের এক এক আখ্যাপত্র ছিল; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থের আখ্যাপত্র নষ্ট হইয়াছে। পরন্তু আমরা সকল গ্রন্থেরই (এক পংক্তি বিশিষ্ট) এক এক আখ্যাপত্র দিলাম। সূচীতে সেই আখ্যাপত্র অবধি গ্রন্থের পত্র গণনা করা হইয়াছে।

বেদান্ত গ্রন্থ অর্থাৎ বেদান্ত সূত্র।

ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্য্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটী বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞান পক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারোদ্বোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহু কালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাস মতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্ব্বলোকমান্য শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি ৫৫৮ সূত্র সমন্বিত সমগ্র বেদান্তসূত্রের উক্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার করিলেন এবং তৎ সম্পর্কে আপনার যাহা বক্তব্য তাহা ঐ গ্রন্থের "ভূমিকা" "অনুষ্ঠান" ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন। বেদব্যাসকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার চলিল। পরে তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদান্তসূত্রের প্রমাণ সকল তাঁহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে রামমোহন রায়ের সকল বিচারের ভিত্তি স্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ হয়। ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল অতি প্রাচীন, এমন কি, ছাপার অক্ষর বলিয়াই বোধ হয় না।

এই গ্রন্থের তিন ভাগ। ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এদেশীয়দিগের যে সকল সাধারণ আপত্তি আছে, গ্রন্থকার ইহার ভূমিকাতে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

(১) সদ্রূপ পরব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য।

(২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নহে।

(৩) পরমার্থ সাধনের পূর্ব্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচার পূর্ব্বক উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র সুগন্ধি দুর্গন্ধি আদি লৌকিক জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে।

(৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে, তাহা দুর্ব্বল অধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ।

গ্রন্থকার ইহার 'অনুষ্ঠানে' ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে চলিত, আর বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ প্রচলিত ভাষায় বিবৃত করিতে দোষ নাই। পরন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যেতে কোন প্রগাঢ় রচনা হয় নাই; এজন্য গ্রন্থকার এই 'অনুষ্ঠান' পত্রে গদ্য রচনা পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটী নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন।

গ্রন্থ দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলাম। প্রকরণ সূচীতে তাহা পাইবেন। ৭৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন। গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ৫—১১৩।

বেদান্ত সার।

উল্লিখিত বেদান্ত সূত্র অতি বিস্তৃত এবং কঠিন গ্রন্থ। যদিও রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে সংক্ষেপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; কিন্তু ততখানিও অধ্যয়ন করা এবং তাহার মর্ম্ম ও মীমাংসা অবধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না। এজন্য তিনি উহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ সার সঙ্কলন পূর্ব্বক "বেদান্তসার" নামে এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহার প্রকাশের শক লিখিত নাই, কিন্তু বোধ হয় বেদান্তগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। যেহেতু ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৩৮ শকে) এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণ চমৎকৃত হইয়া ইহার প্রণেতার পরিচয় ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে যে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা ৭৯০ পৃষ্ঠায় প্রকরণ সূচীতে দেখিবেন। গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৫—১২৭।

তলবকার উপনিষৎ।

বেদান্ত সূত্র এবং বেদান্তসার প্রকাশের পর রামমোহন রায় মূল বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ সকল ভাষা ব্যাখ্যা সমেত মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যে তলবকার উপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহা সামবেদের অন্তর্গত; ইহার অন্য

নাম কেনোপনিষৎ। মুদ্রণের দিবসাঙ্ক ১৭৩৮ শক, ১৭ই আষাঢ়। ১২৯-১৩৯ পৃ।

ঈশোপনিষৎ।

ইহা যজুর্ব্বেদীয়। ইহার আর এক নাম বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। উল্লিখিত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের সহিত যেরূপ ভূমিকাদি আছে, ঈশোপনিষদেরও সেইরূপ এক ভূমিকা ও এক অনুষ্ঠান আছে; পরে এই উপনিষদের এক একটী শ্লোক ও ভাষায় তাহার অর্থ বিবৃত হইয়াছে। রামমোহন রায় এইরূপে প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রকাশানুসঙ্গে আপনার কিছু কিছু মন্তব্য ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔচিত্য পক্ষে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি আছে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার 'অনুষ্ঠানে' রামমোহন রায় প্রতিবাদীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল শাস্ত্রীয় মতকে অমুকের নিজের মত বলিয়া অবজ্ঞা অথবা এই সকল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত না দেখিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না। মুদ্রাঙ্কণ দিবস শকাব্দা ১৭৩৮, ৩১শে আষাঢ়। ১৪১-১৬৩ পৃ।

কঠোপনিষৎ।

কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য, এই উপনিষৎগুলি আমরা যথা সময়ে প্রাপ্ত হই নাই। এজন্য, ইহার পরে প্রকাশিত অনেক গ্রন্থের পরে এই উপনিষৎগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কঠোপনিষৎ যজুর্ব্বেদীয়। ইহার প্রথমে গ্রন্থকারের একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে, তৎপরে অর্থ সমেত উপনিষৎ মুদ্রিত হইয়াছে। ১২২৪ সাল, ১৬ ভাদ্র। ৫৩৯-৫৭০ পৃ।

মুণ্ডক উপনিষৎ।

ইহা অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। মুণ্ডকোপনিষদের মূল ও ভাষা পৃথক্ দুই খানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে কাহাতেও শ্লোক অঙ্ক ছিল না। আমরা পাঠকদিগের বোধ সৌকার্য্যার্থে উভয়ের একত্র সংস্থান এবং উভয়ের শ্লোক সকল অঙ্কিত করিয়াছি। ইহার মুদ্রিতের শকাদি নাই, কিন্তু ইহা যে মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে। ৫৭২-৫৮৮ পৃ।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

ঈশোপনিষদের ন্যায় মাণ্ডুক্যোপনিষদের এক বিস্তৃত ভূমিকা আছে। ভূমিকাতে সেই উপনিষদের ভূমিকার ন্যায় ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক শাস্ত্রীয়

বিচার করা হইয়াছে। পরে অর্থ ব্যাখ্যা সমেত উপনিষৎ। তৎপরে এই গ্রন্থের 'ভাষ্যোক্ত সমাধানি'-বা সিদ্ধান্ত সকল সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ১২২৪ সাল, ২১ আশ্বিন। ৫৮৯-৬১৪ পৃ।

এই উপনিষদের ভূমিকার দুই স্থান খণ্ডিত আছে। অন্য এক মূল পুস্তকে দেখা গেল সেই দুই স্থানের বাক্য গুলি এই—

৫৯৫ পৃষ্ঠায়—"বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উপাসককে উচিত হয়।"

৬০৩ পৃষ্ঠায়—"আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তিক ॥ ইতি ওঁ তৎ সৎ ॥"

(বিচার গ্রন্থ।)

১ বেদান্তসার, তলবকার উপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বিদ্যুদ্বৎগতিতে তাহা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহাতে চারিদিক হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামমোহন রায়ের মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে মান্দ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রী নামে এক পণ্ডিত ইংরাজীতে এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। তাহার উত্তর ইংরাজীতে দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিচার গ্রন্থ— ১

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার।

ইহার উভয় পক্ষের উত্তর প্রত্যুত্তর ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষায় হইয়াছিল। আমরা এই গ্রন্থাবলী মধ্যে রামমোহন রায় কৃত বিচারের বাঙ্গালা ভাগ খানি মাত্র প্রকাশ করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা সেই সমগ্র বাঙ্গালা বিচার গ্রন্থখানি অবিকল প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমরা অনেক দিন অনুসন্ধান করিয়াও সেই গ্রন্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যা ঐ গ্রন্থের কতক অংশ যাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই মুদ্রিত করিয়াছি। পরে সেই মূল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম যে, আমাদের মুদ্রাঙ্কণে উহার প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু অংশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অত্যল্প অংশ বাদ গিয়াছে। আর উহার যে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল, তাহাও বাদ পড়িয়াছে। আমরা দেখিলাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক ঐ বিচারের যাহা অপ্রয়োজনীয়, অপ্রধান বা পল্লবিতাংশ তাহাই কেবল বাদ দিয়াছিলেন। সুতরাং পাঠকবর্গ এতদ্দ্বারা,উক্ত বিচারের যাহা সার ও প্রধান, তাহাই পাইলেন, এবং যাহা পাইলেন, তাহা মূল গ্রন্থেরই লিখন; উহাতে অন্যের রচিত কিছুমাত্র নাই। মূল গ্রন্থের মুদ্রণের দিবসাঙ্ক এই—"শকাব্দা ১৭৩৯ : ১৩ জ্যৈষ্ঠস্য।"

এই সকল বিচারগ্রন্থে প্রায় একই প্রকার তর্কের সমাধান করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে এক একটী বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিশেষ বিচার এই,—সাকার উপাসনার অনৌচিত্য। ৬৮১-৭০৮ পৃ।

গোস্বামীর সহিত বিচার :

অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ মূল গ্রন্থের আদর্শে অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশেষ বিচার্য্য এই যে, ভাগবত শাস্ত্রই যথার্থ বেদার্থ নির্ণায়ক নহে; বেদার্থ নির্ণয়ে শ্রুতি স্মৃতিরই প্রাধান্য আছে। ইহার প্রকাশের দিবস ১২২৫। ২রা আষাঢ়। ৬১৫-৬৪১ পৃ।

কবিতাকারের সহিত বিচার।

এই বিচার গ্রন্থে প্রতিবাদীর আপত্তি এই ছিল যে, রাম মোহন রায় বেদার্থের গোপন করিয়াছেন; তিনি শিব, বিষ্ণু, ও ব্যাসাদি ঋষির অবমানন। করেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পূর্ব্বের উক্তি প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। শকাব্দা ১৭৪২। ৬৪৩-৬৭৪ পৃ।

সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এবং বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই চতুর্বিধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি কর্ম্ম হীন হইলেও লোকের ব্রহ্ম বিদ্যাতে অধিকার ও পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে। ৪১৫-৫২৫ পৃ।

চারি প্রশ্নের উত্তর।

কলিকাতার কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাম মোহন রায়ের মত ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে চারিটী প্রশ্ন বা আপত্তি করেন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। উত্তরের প্রকরণগুলি প্রকরণ-সূচীতে দেওয়া গেল। ১৭৪৪ শকের ৩০ বৈশাখ দিবসে মুদ্রিত। ২২১-২৪০ পৃ।

পথ্য প্রদান।

উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হইলে তদ্বিরুদ্ধে ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী "পাষণ্ডপীড়ন" নামে ২২৫ পৃষ্ঠা পরিমিত এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে রামমোহন রায় "পথ্য প্রদান" নামে পূর্ব্বোক্ত উত্তরের দ্বিতীয় উত্তর স্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৪১-৩৬৩ পৃ।

এই সকল বিচার গ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায়

পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত সূত্র ও উপনিষৎ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারীগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য এবং রামমোহন রায়ের ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা, বেদবিচারের অক্ষমতা, এবং বিবিধ ব্যবহার-দোষ প্রদর্শন করিয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় ঐ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উল্লিখিত উত্তর-গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে এই পথ্যপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচার গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচার গ্রন্থের মর্ম্ম পাওয়া যায়। গ্রন্থ-প্রণেতা এই অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত গ্রন্থের যে প্রকরণ-সূচী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রকরণ সূচী মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তদ্দ্বারা পাঠকগণ উক্ত সমস্ত বিচার গ্রন্থের ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিবেন।

সহমরণ বিষয়।

এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে লিখিত এবং প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদ নামে আখ্যাত। তৃতীয় পুস্তকখানি "বিপ্র নাম" এবং "মুগ্ধবোধ ছাত্র" নামক দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তর। এই তিন খানি পুস্তক পৃথক্ পৃথক্। প্রথম পুস্তকে মুদ্রাঙ্কণের শক নাই; দ্বিতীয় পুস্তক ১৭৪১ শকে এবং তৃতীয় পুস্তক ১৭৫১ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল পুস্তকে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম্ম সমস্তই শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে; সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা মূলক; অতএব তাহা শাস্ত্রানুসারে গর্হিত ও অকর্ত্তব্য। ১৬৫-২১৯ পৃ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।

গৃহস্থ ব্রহ্মোপাসকগণ কিরূপ আচরণ করিবেন; এই গ্রন্থে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহা ১৭৪৮ শকে মুদ্রিত। ৩৬৫-৩৬৯ পৃ।

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার।

কল্পিত রামচন্দ্র দাসের নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শূদ্রের মদ্যপান করা অশাস্ত্রীয় নহে; বিহিত মদ্যপানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণেরও অধিকার আছে; শাস্ত্রানুসারে মদ্যপান করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় না; এই সকল মত প্রদর্শন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পথ্য প্রদান গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও ঐ বিষয়ের বিচার আছে। ৩৭১-৩৭৫ পৃ।

বজ্রসূচী।

এই গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য বিরচিত। রামমোহন রায় ইহার প্রথম নির্ণয় নামক প্রথম অধ্যায়টী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ করেন। শকাব্দা ১৭৪৯। ৩৭৭-৩৮৩ পৃ।

কুলার্ণব তন্ত্র। পঞ্চম খণ্ড। প্রথম উল্লাস।

ইহার মূলমন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে; অনুবাদ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ৩৮৫-৩৯২ পৃ।

গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং।

ইহা বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত মুদ্রিত। সমুদায় বেদ পাঠ ব্যতিরেকে কেবল গায়ত্রী জপদ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হয়, এই গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ ১৮২৭ খৃঃঅব্দে মুদ্রিত হয়। ৩৯৩-৪০১ পৃ।

গায়ত্রীর অর্থ।

ইহার দুই ভাগ, ভূমিকা ও গ্রন্থ। ভূমিকাতে গ্রন্থকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ দ্বারা যে অজ্ঞাতরূপে কেবল পরব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, তাহা গায়ত্রীর অর্থ আলোচনা করিলে প্রতীতি করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে এই গ্রন্থে গায়ত্রীর অর্থ ভাষাতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শকাব্দা ১৭৪০। ৫২৯-৫৩৮ পৃ।

অনুষ্ঠান।

"অবতরণিকা" নামে ইহার একটু ভূমিকা আছে। তৎপরে গ্রন্থ। আমরা ভ্রমক্রমে আখ্যাপত্রে ইহার নাম অবতরণিকা লিখিয়াছি। এই ভ্রমের কারণ আছে। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা এই গ্রন্থকে "অবতরণিকা" নামে ব্যক্ত করিতেন। এই গ্রন্থে ১২টী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আছে। ব্রহ্মোপাসনা কিরূপে কর্ত্তব্য, অন্যান্য উপাসনাকে দোষ করা দোষ, শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত; ইহাতে প্রথমে এই সকল তত্ত্ব ও পরে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭৫১ শকে মুদ্রিত। ৪০৩-৪১৪ পৃ।

প্রার্থনা পত্র।

ইহাতে গ্রন্থকার স্বজাতীয় বিজাতীয় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ৪২৭-৪৩১ পৃ।

আত্মানাত্মবিবেক।

এই গ্রন্থখানি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত। রামমোহন রায় ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া এক একটী বাক্য ও তাহার অনুবাদ এই রূপে মুদ্রিত

করিয়াছেন। ইহাতে বৈদান্তিক মত সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ৪৩৩-৪৪৯ পৃ।

ব্রাহ্মণ সেবধি।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ। ১।২।৩ সংখ্যা। শ্রীরামপুরের কোন মিসনরি হিন্দুদিগের বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র এবং যোনিভ্রমণ ও ভোগাভোগ প্রভৃতি মতের প্রতিবাদ করিয়া ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৪ জুলাইয়ের একখানি পত্র সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ করেন, এই সকল ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকায় ঐ বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এবং ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি তর্ক করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের জাতীয় ভাব ও জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ পায়। ইহা "শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মার" নামে প্রচারিত। কিন্তু তাহা বেনামী মাত্র। ফলতঃ রামমোহন রায়ই উহার প্রণেতা। এই গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম Brahmunical Magazine.। পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও আর এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা (বামে ও দক্ষিণে) সন্নিবেশিত। তাহা হইতে আমরা বাঙ্গালা অংশ মাত্র এস্থলে গ্রহণ করিয়াছি। ইহা সংখ্যানুক্রমে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। শুনা যায় ১২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাগে তিন খানির অধিক আর পাইলাম না। ৪৫১-৪৮৫ পৃ।

পাদরী ও শিষ্য সংবাদ।

ইহাতে এক খ্রীষ্টীয় পাদরী ও তাহার তিন জন শিষ্য কল্পনা করিয়া পাদরীর সহিত শিষ্যদিগের প্রশ্নোত্তর চ্ছলে গ্রন্থকার সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক খ্রীষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত। ৪৮৭-৪৯২ পৃ।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত নামে যে সঙ্গীত গুলি প্রচলিত, তাহার সমুদায় তাঁহার নিজের রচিত নহে। তাঁহার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী ও বন্ধুগণও অনেক গুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। সে গুলি অবশ্য তাঁহারই ভাবে রচিত এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সংশোধিত। তাঁহার স্বরচিত গীতের সহিত সেই বন্ধুকৃত গীত গুলি তাঁহারই সময়ে দুই তিন বার মুদ্রিত হইয়াছিল; পরে আরো অনেকবার অন্যান্য লোক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল মুদ্রাঙ্কণে রামমোহন রায়ের বন্ধুকৃত গীত গুলির নিম্নে রচয়িতাদিগের নামের আদ্য অক্ষর লিখিত আছে। আমরা এইরূপ কয়েক-

খানি সঙ্গীত পুস্তক হইতে ১১৮টি গীত এই গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশ করিয়াছি। রচয়িতাগণ সঙ্গীতগুলিতে সময়ে সময়ে ইচ্ছামত কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করিতেন; সেই পরিবর্ত্তিত আকারে সেই সকল গীত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরাও সেইগুলি যথাযথ প্রকাশ করিলাম। এজন্য এই গ্রন্থাবলী মধ্যে এক একটী সঙ্গীত কোন কোন অংশে ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইবে। এই গীত গুলি সাধারণের এমনি প্রিয় যে তাহা এক প্রকার সাধারণ জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এই সকল সঙ্গীত নানা প্রকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের রচিত সঙ্গীতের নিম্নে তাঁহাদের নামের সঙ্কেত আছে; তাঁহাদের স্পষ্ট নাম এই,

কৃ, ম,—কৃষ্ণমোহন মজুমদার।
নী, ঘো,—নীলমণি ঘোষ।
নী, হা,—নীলরত্ন হালদার।
গৌ, স,—গৌরমোহন সরকার।
কা, রা,—কালীনাথ রায়।
নি, মি,—নিমাইচরণ মিত্র।
ভৈ, দ,—ভৈরবচন্দ্র দত্ত।
রা, দ, রামধন দত্ত।

অকারাদি ক্রমে সঙ্গীত গুলির একটী সূচী যথাস্থানে দেওয়া গেল। ৪৯৩-৫২১ পৃ।

ব্রহ্মোপাসনা।

ইহাতে ব্রহ্মোপাসনার একটী পদ্ধতি আছে। যদিও রামমোহন রায় ইহাকে "ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে এই পদ্ধতি মতে উপাসনা হইত না। তখন কেবল উপনিষৎ ব্যাখ্যান, পাঠ ও সঙ্গীত হইত। ৫২৩-৫২৭ পৃ।

ক্ষুদ্রপত্রী।

রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটী সুশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমন্ত্র ও গীত এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। আমরা তাহা ক্ষুদ্রপত্রী নামে দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। এই আদর্শে তত্ত্ববোধিনী সভার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এক এক খণ্ড কাগজে কোন কোন শ্রুতি, তাহার ব্যাখ্যান, ও গীত প্রভৃতি প্রচার করা হইত। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজে ঐরূপ এক এক খণ্ড কাগজে কেবল ব্রহ্মসঙ্গীত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হয়। ৬৭৫-৬৭৮ পৃ।

গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্ট।

আমরা এই গ্রন্থাবলীর ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা রাজা রামমোহন রায় প্রণীত অবিকল গ্রন্থ। অতঃপর যে গুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অপরের হস্ত সংস্পর্শ আছে। এ জন্য সে গুলিকে পরিশিষ্ট আকারে দিলাম। তন্মধ্যে প্রথম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার। ইহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

রামমোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ রচনা করেন। তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে স্কুলবুক সোসাইটী এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বোধে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইত। প্রথম মুদ্রণের দিবস ১৮৩৩, এপ্রেল। উক্ত স্কুলবুক সোসাইটী দ্বারা ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইহা চতুর্থবার মুদ্রিত হইয়াছিল, তখনো ইহাতে কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ৭০৯-৭৬৯ পৃ।

সংবাদ কৌমুদী।

ইহা এক সংবাদপত্র বলিয়া প্রথিত। পাদ্রি লং সাহেব ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ সকলের এক তালিকা-পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা একটি সংবাদপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু আমরা এমন সম্বাদ পত্র দেখি নাই। তাহা হইতে কয়েকটী প্রবন্ধ "বঙ্গীয় পাঠাবলী" নামক এক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল। পাঠাবলী কোন পাদ্রী সাহেব কর্ত্তৃক বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সংগৃহীত এবং স্কুলবুক সোসাইটী দ্বারা ১৮২৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত। ঐ দুই সংগ্রহ পুস্তক হইতে আমরা যে কয়েকটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করিতে পারিলাম, তন্মধ্যে বিবাদ ভঞ্জনটী ১৮২৩ এবং আর গুলি ১৮২৪ খৃঃ অব্দের বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সময়ের আরো পূর্ব্বাবধি সংবাদ কৌমুদী প্রচলিত ছিল। লং সাহেবের গ্রন্থে ইহার প্রকাশাব্দ ১৮২০ বলিয়া উল্লেখ আছে।

এই সংবাদ কৌমুদীতে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমন্বিত যে সকল লোকোপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীতি হইবে যে রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন, তাহা নহে; জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রাম মোহন রায় গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্দ্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাঁহাকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের স্বষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। ৭৭১-৭৮৭ পৃষ্ঠা।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাগ এই পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইল; অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত আমরা উদ্ধার করিতে পারিলাম। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরো কয়েক খানি গ্রন্থের নাম শুনিতে পাই, যথা— শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ; গুরু পাদুকা; জ্যাগ্রাহী; খগোল; ইত্যাদি। কিন্তু আমরা সে সকল গ্রন্থের কোন সন্ধান পাইলাম না। কতক গুলি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, নিশ্চিত জানা যায় না। কতকগুলি তাঁহার সহচর পণ্ডিতগণের প্রণীত, সে গুলিকে তাঁহার গ্রন্থ বলিতে পারা যায় না।

এতদ্ভিন্ন রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত সূত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এবং ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েক খানি উপনিষৎ ও তাহার সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বেদান্ত সূত্র ভাষ্য খানি চতুষ্পত্রাকারের (quarto size) ৩০৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহাতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছু নাই। উপনিষদের বৃত্তি গুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত; শিব প্রসাদ শর্ম্মা তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ আছে, যথা ঈশোপনিষদে—

"বেদান্তভাস্করৌ দেবৌ সদ্গুরূ ব্যাসশঙ্করৌ।
শিবপ্রসাদঃ সংস্তৌতি শাকদ্বীপীয় বংশভূঃ।
আলোক্যোপনিষদ্ভাষ্যং তত্ত্বতোঽহং যথামতি।
তস্মাদাকৃষ্য মন্ত্রার্থান্ লিখামি পরহেতবে॥"

সুতরাং এ সকলকে রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠ ও মুদ্রাঙ্কণ অতি পরিশুদ্ধ। অন্ততঃ সে জন্যও তৎসমুদায় রক্ষণীয় বিবেচনা হয়।

আমরা রামমোহন রায় প্রণীত যে সকল মূল গ্রন্থ পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম ও পরিপূর্ণ, তাহারই আদর্শে এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছি। যে সকল গ্রন্থ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার গ্রন্থকারের সময়েই মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার কোন কোন গ্রন্থে পূর্ব্বমুদ্রিত গ্রন্থের কোন কোন শব্দ পরিবর্ত্তিত দেখা যায়। কিন্তু তাহা সামান্য মাত্র। বিশেষ পক্ষে রামমোহন রায়ের কোন গ্রন্থেরই লিখন পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আমরা এই সকল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে অক্ষরস্থানসমাবেশাদি আদর্শ গ্রন্থের যত অনুরূপ রাখিতে পারা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি; কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন করি নাই; কদাচিৎ কোন কোন স্থানে অন্তস্থ বর্গীয় তালব্য ও মূর্দ্ধন্য প্রভৃতি বর্ণের অশুদ্ধি শোধন করিয়া দিয়াছি, এবং দাড়ি প্রভৃতি চিহ্ন গুলি পূর্ব্বাপর একরূপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ (,) কমা (;) সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্ন ব্যবহার দ্বারা বাক্য সকল পৃথক্কৃত হয়, রামমোহন রায়ের সময়ে সেরূপ ব্যবহার প্রায় ছিল না। আমরা যদি তাহা দিতাম তাহা হইলে এই সকল গ্রন্থ এখনকার পাঠকদিগের সুখবোধ্য হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা রামমোহন রায়ের লিখন যথাবৎ রাখিয়া দিয়াছি। এক একটী বিষয় স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়, কোন দ্বিধা না থাকে, এজন্য কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াদি বিশিষ্ট যত গুলি শব্দ ও বাক্যের প্রয়োজন, প্রাচীন লেখকগণ তাহা সমস্ত প্রয়োগ করিতেন, কিছু উহ্য রাখিতেন না, এবং যতিচিহ্নের উপর নির্ভর করিতেন না। রামমোহন রায়ের এই সকল গ্রন্থে সেই লিখনপ্রণালী দৃষ্ট হইবে।

রামমোহন রায় প্রণীত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পরে তৎসম্প্রদায়ের পত্র দিয়া সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। সর্ব্ব সমেত ৮১৪ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ হইল।

আশা করি, এই গ্রন্থাবলীর রস গ্রহণ করিয়া দেশানুরাগী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত মহাত্মার অপরাপর গ্রন্থোদ্ধার এবং এই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্মোদ্ধার বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

অবশেষে, যে সহযোগীহস্ত এই গ্রন্থাবলীর প্রথম বিজ্ঞাপন আমার সহিত একত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহা কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া এই শেষ বিজ্ঞাপন স্বাক্ষর করিতে পারিল না, এ জন্য অন্তরের শোক প্রকাশ করিতেছি। পরলোকগত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার বেদান্ত শাস্ত্রাভিজ্ঞতা দ্বারা এবং অন্যান্য প্রকারে আমাকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট বিশেষ উপকার ঋণে বদ্ধ আছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাকে যতদূর পারেন, সাহায্য করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়কে এই গ্রন্থের প্রথম বিজ্ঞাপনে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান জন্য যে প্রশংসা করিয়াছিলাম, এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি প্রভূত পরিশ্রম এবং শারীরিক, সাংসারিক ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া নানা স্থান হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থাবলীর প্রায় শেষার্দ্ধাংশের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান, সূচীপত্র প্রস্তুত করণ ও অন্যান্য নানা প্রকারে আমাদিগকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা না করিলে আমরা কোন মতেই এই কার্য্য সংসাধন করিতে পারিতাম না। ইতি।

১৮০২ শক ২২ জ্যৈষ্ঠ।
১৮৮০ খৃঃঅব্দ ৩ জুন।

শ্রী রাজনারায়ণ বসু